পি, এস্, কালী

কৃত

হোমিওপ্যাথিক

# চিকিৎসা-বিধান।

বিশেষতঃ ইহাতে

## ভারতবর্ষীয় পীড়ানিচয়ের

বিশেষ বিস্তারিত বর্ণনা, প্যাথলজি ও চিকিৎসাদি
প্রদত্ত হইয়াছে।

*Homœopathic* **PRACTICE OF MEDICINE** *in Bengali*

*Specially treating of*

# THE DISEASES OF INDIA

*With*

**PRACTICAL GUIDES** *to* **THE SELECTION** *of* **MEDICINES** *and* **THEIR POTENCIES**

*By*


C S Kali L M S ( *University, Calcutta*

*Homœopathic Physician & Surgeon.*


---

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

ইহাতে

# ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ঔষধের শক্তির (ডাইলিউসনের) মীমাংসার

উপায়সহ পীড়া নিচয়ের

বিশেষতঃ

# ভারতবর্ষীয় পীড়াসমূহের

বিশেষ বিস্তারিত বর্ণনা, নিদান ও চিকিৎসাদি

প্রদত্ত হইয়াছে।

---


শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস

প্রণীত।


---


কলিকাতা

১ নং আপার সারকুলার রোড হইতে এল, ভি, মিত্র এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১২৯৭
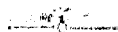
মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# প্রীতি-উপহার।

জীবের স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষণ-ব্রতাবলম্বী——
বঙ্গীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রাধ্যয়ন-রত
ছাত্রবৃন্দ-কর-কমলে সাদরে এই গ্রন্থ খানি
সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থ-অর্পণ-কালে তোমাদিগকে দুইটি কথা বলি তাহা অবশ্য রাখিবে।:—

১। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্ব্বে স্থির-চিত্তে মহাত্মা হানিমেনের ঐ প্রতিকৃতি খানি নিরীক্ষণ কর, তাঁহার আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তোমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাও এবং তাঁহার জীবনী পাঠ কর "যে প্রকৃতি ও রূপ স্থির-চিত্তে ধ্যান' করা যায়, জীব সেই প্রকৃতি-গত তেজ অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়" ইহা শাস্ত্রের কথা ও বিজ্ঞান সম্মত, ইহা কুসংস্কার মনে করিওনা।

২। প্রবেশিকাই গ্রন্থের পথ-প্রদর্শক; গ্রন্থ অধ্যয়নের অগ্রে তাহা অবশ্য পাঠ করিবে।

৩। সর্ব্বদা সুধীর, সপ্রাণ, চরিত্রবান, স্থিরমতি ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইবে। একটি রোগী তোমার চিকিৎসাধীন হইলে তাহাকে আত্মবৎ বোধে তাহার কষ্ট ও রোগ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা দেখিবে; মনোযোগসহ তাহার লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবে; সন্দেহ হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ লইবে ও তজ্জন্য যতদূর আবশ্যক পুস্তকাদি অনুশীলন করিয়া দেখিবে; আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া আন্দাজে কখন কোন ঔষধ দিবে না; সুব্যবস্থা হইলে সন্দেহ রহিত একটি আশ্চর্য্য তৃপ্তির ভাব হৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবে; সঙ্কটে প'ড়লে সেই মহাশক্তিকে অন্তরে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি অবশ্য প্রসন্ন হইবেন ও যশোলক্ষ্মী তোমাকে অবশ্য আশ্রয় করিবেন।

৪। তুমি বহুদর্শী চিকিৎসক হইলেও সর্ব্বদা নিজকে ছাত্রের ন্যায় মনে করিবে ও সর্ব্বদা অধ্যয়ন তৎপর থাকিবে। তুমি জীবের স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষা-ব্রতাবলম্বন করিয়াছ, চিরজীবন যেন একথা স্মরণ থাকে।

গ্রন্থকার——

# মহাত্মা হানিমানের জীবনী।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনির অন্তঃপাতী মিসেন নগরে সামুয়েল হানিমানের জন্ম হয়। বহুকষ্টে তিনি লিখাপড়া শিক্ষা করেন। ফরাসী, জর্ম্মন, লাটিন, ইত্যাদি কয়েকটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়া ছিল। হানিমানের পিতা যদিচ দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণের লোক অতি কম দেখা যায়; তিনি সর্ব্বদাই পুত্রকে উপদেশ করিতেন "সর্ব্ব বিষয়ে সদা বিচারশীল ও অনুসন্ধান তৎপর থাকিবে, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে"। পিতার উপদেশে হানিমানে যে মহাফল ফলিযাছিল তাঁহার জীবনীই তাহার সাক্ষী। হানিমান ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত কোন মহাপুরুষ হইবেন নতুবা অকস্মাৎ দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা মূলমন্ত্র প্রকাশ কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ঠিক্ ঐপ্রকার সূত্র যথা—"বিষস্য বিষমৌষধং" "সমঃ সমং শময়তি" "সদৃশং সদৃশেন শাম্যতে" ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তাহার সাধন কেহই রীতিমত করিলনা। ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য কখন গুপ্তভাবে থাকিতে পারেনা; ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কালেনকৃত মেটেরিয়া মেডিকা হইতে সিঙ্কোনা অনুবাদ সময়ে মহাত্মা হানিমানের মনে উদয় হইল যে, সিঙ্কোনা সেবনে জ্বরের উৎপত্তি হয়, সেই জন্যই সিঙ্কোনা (চায়না) জ্বরনাশক; এবম্ভূতভাব হইতেই "Similia Similibus Curantur" "সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউর‍্যান্টার" অর্থাৎ "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহা মূলমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল এবং তিনি ইহাকে শ্লোক-সূত্রে নিবদ্ধ করিলেন। এই মন্ত্র প্রভাবে দিব্য চক্ষে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন যে, এই রোগের এই এই ঔষধ বিধিমত ফলপ্রদ হইবে; ফলেও তাহাই হইতে লাগিল। এই মন্ত্র পাইয়া তিনি মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেন এবং তাহার যথাবিহিত যে সাধন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেনঃ——বিষ-কণ্ঠের ন্যায় স্বহস্তে একোনাইট, আর্সেনিক, ইত্যাদি নানাবিধ ভয়ানক ভয়ানক বিষ সেবন করিয়া স্বীয় সুস্থ

শরীরে তাহাদের লক্ষণচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একোনাইট খাইয়া তাঁহার শরীরে যেজাতীয় জ্বরের উদ্ভব হয়, তিনি রোগীর শরীরে সেই একোনাইট-জাতীয় জ্বর দেখিয়া একোনাইট প্রয়োগ করিলেন এবং রোগীও সহজে আরোগ্য লাভ করিল। আর্সেনিক খাইয়া এক জাতীয় ওলাউঠার ন্যায় তাঁহার ভেদ ও বমন হয় ও দারুণ পিপাসাদি জন্মে, তিনি আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়া সেই আর্সেনিক-জাতীয় ওলাউঠার রোগী আরোগ্য করিতে লাগিলেন। বেলেডোনা খাইতে খাইতে স্কার্লেটিনা রোগের ন্যায় রক্তিমাকার লক্ষণচয় সহ এক প্রকার পীড়া তাঁহার শরীরে দেখা দিল; তখন তিনি নিশ্চয় জানিলেন ইহা স্কার্লেটিনা রোগের মহৌষধ হইবে, সত্য সত্যই তিনি যাহা বলিলেন তাহাই হইতে লাগিল; সেকালে ভয়ানক মারাত্মক স্কার্লেটিনা পীড়ার ঔষধ ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয়না, তিনি বেলেডোনা প্রয়োগে বহুসংখ্যক স্কার্লেটিনা রোগ আরোগ্য করিলেন। "সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিয়া তজ্জন্য শরীরে যেসমস্ত লক্ষণ জন্মে, সেই সমুদয় লক্ষণযুক্ত যদি কোন পীড়া কাহার হয়, তবে সেই পীড়া ঐ ঐ লক্ষণোৎপাদক ঔষধে অবশ্য আরোগ্য হইবে" ইহাকেই "প্রকৃত হোমিওপ্যাথি বলে"। ঐ মহা মূলমন্ত্র "সমঃ সমং শময়তি" এই প্রকারে সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, জগতে তাঁহার এই সত্য প্রচারিত হইল। দারুণ ওলাউঠা যখন ইউরোপে নূতন দেখা দিল তখন "সমঃ সমং শময়তি" এই মহা-মূলমন্ত্রের সাধন সহায়ে তিনি ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায়, সম্ভবতঃ কোন্ কোন্ ঔষধ তাহাতে কার্য্যকারী হইবে তাহা বলিয়া দিলেন এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ওলাউঠার রোগী আরোগ্য হইতে লাগিল। এইক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুমিত (Suggested) ও নির্দ্দিষ্ট সেই ঔষধ কয়েকটীই ওলাউঠার সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। তিনি এতদ্দ্বারা আরও এই প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, যে পীড়া এখন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে হয় নাই অর্থাৎ যে কোন নূতন পীড়া হইবে, এই মহা মূল-মন্ত্রের সরল বিধি অনুসারে যিনি তাহার চিকিৎসা করিবেন, তিনি অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন। তৎকালীয় অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার এতাদৃশ

আশ্চর্য্য সত্যের কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন; পক্ষান্তরে আবার অনেক দুষ্ট-প্রকৃতি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক সত্য না বুঝিতে পারিয়া তাহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। হানিমানকে তাহারা অনেক কষ্টে নিপাতিত করিল। এমন কি, আইন-সহায়ে তাহার ঔষধ কেহ যেন না খায় তাহাও করিল; অবশেষে তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িল। নির্ব্বাসিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী, পরিবার, ও পুত্র কন্যাসহ যে গাড়িতে তিনি যাইতেছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ তাহা উল্টাইয়া পড়াতে দ্রব্য সামগ্রী নদীতে পড়িল, তাঁহার একটি শিশু সন্তান গুরুতর আঘাত পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; নিজেও কঠিন আঘাত পাইলেন। পরে কতিপয় কৃষকের সাহায্যে তিনি হামবার্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার দিনচলা দায় হইল: উদরান্নের জন্য তিনি পুস্তক অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কষ্ট পাইলেন বড় লোক মাত্রেই যুগেযুগে এপ্রকার কষ্ট পাইয়াছে, ইতিহাসে দেখিতে পাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অরগেণন্" নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। এই পুস্তক খানিতেই হোমিওপ্যাথির মত উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। লিপজিক্ নগর হানিমানের প্রকৃত ক্রিয়াভূমি; ইহা জর্ম্মানির একটী প্রধান নগর; এই স্থানের কালেজে প্রথমে তিনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; এই স্থানেই তিনি প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা প্রদান করেন; এইস্থানে তিনি নানাবিধ ঔষধ ও বিষ সেবনে তাঁহার ঔষধ-তত্ত্ব-সাধন-ফলরূপ "মেটিরিয়া মেডিকাপিউরা নামক গ্রন্থ" প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ খানিই প্রথমে জগৎকে যথানিয়মে ব্যবহারতঃ (Practically) হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রদান করে। এককালে এই নগরী হইতে অপমানিত হইয়া তিনি বহিষ্কৃত হয়েন, আবার এই নগরবাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সাদরে তাঁহার পিত্তলময়ী প্রতিমূর্ত্তি সহরের উৎকৃষ্ট দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

তিনি লিপজিক নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেথেন নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করেন। এই স্থানের রাজার উৎকট দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরোগ্য করায় তাঁহার যশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর

মৃত্যুর পর তিনি একটী ফরাসী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পারিস নগরে যাইয়া বসতি করেন। এইস্থানে তাঁহার সম্মান ও গৌরব দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে মহাত্মা হানিমান এই পারিস নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহাত্মা হানিমানের দ্বারা যে, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার হইয়াছে কেবল তাহাই নহে। তাঁহার ঐসম-লক্ষণ-সূত্র সাধনের ফলদ্বারা এলোপ্যাথির প্রাকৃটিকেল চিকিৎসা ভাগও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, ডাক্তার রিংগার-রের থিরাপিউটিক্স্ নামক ভৈষজ্য-তত্ত্ব গ্রন্থই তাহার প্রধান সাক্ষী। আমার বিশ্বাস যে,এলোপ্যাথি কবিরাজী, হকিমী, যেকোন চিকিৎসাতে ঔষধের দ্রুত ও ধ্রুব ক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য ( Cure ) প্রত্যক্ষ করিবে সেস্থলে প্রকৃত কার্য্যকারী ঔষধ " সমঃ সমং শময়তি " এই বিধির অধীনে কার্য্য করিয়াছে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে। অনেক সময় ধুতুরা, কুচিলা, মিঠাবিষ ইত্যাদি স্বতঃ-শক্তিমান ঔষধ সকলের দস্তুরমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়ম দ্বারা ট্রিটরেসন কিম্বা ডাইলিউসন না হইলেও " সমঃ সমং শময়তি " বিধির অধীনে আরোগ্যকর অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়:—হলাহল বা কোব্রা যে কবিরাজদের হস্তে বিকার অবস্থায় অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ হয়, তাহা সকল রোগীতে নহে কেবল কোব্রাকেসে Cobra case এ; অর্থাৎ কোব্রার লক্ষণযুক্ত বিকারেই ( ২৩৬ পৃঃ দেখ ) অন্য কোন বিকারে কবিরাজ মহাশয়েরা কোব্রা বা হলাহল দ্বারা কখনই কৃতকার্য্য হইবেন না। এইরূপ কবিরাজ মহাশয়দের ধুতুরা ( ষ্ট্র্যামোনিয়াম Stramonium ) ঘটিত ঔষধ ষ্ট্র্যামোনিয়াম লক্ষণযুক্ত বিকারই নষ্ট করিতে সক্ষম ;—অন্য কোন জাতীয় বিকার নহে ( ২৪৮ পৃঃ দেখ )। হকিম ও বাড়ীর গৃহিণীদের ব্যবহৃত এলিয়াম-সিপা (Allium cepa) অর্থাৎ পেঁয়াজ সর্দ্দি কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ; কারণ পেঁয়াজে তাদৃশ লক্ষণ জন্মে ( হিউজ কৃত ফারমাকো ডাইনামিক্স্ ৩য় সংস্করণ ৮২ পৃষ্ঠায় এলিয়াম-সিপা দেখ)। এই প্রকার বহু ঔষধেই (তাহা যে মতেরই ঔষধ হউক না কেন, যদি তাহা প্রকৃত রোগারোগ্যকারী হয় ) তবে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে, তাহারা

সমঃ সমং শময়তি সূত্রের " আশ্রয়েই পীড়ারোগ্য করিয়া থাকে। অতএব সানুনয়ে আমার প্রার্থনা এই যে, যে কোন মতের চিকিৎসক হউন, তিনি যদি তাঁহাদের প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ গুলিকে (যদি তাহা হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্বে বর্ণিত থাকে) প্রয়োগকালে উহাদের হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবহার বা প্র্যাক্টীকেল্ ভাগে অধিকতর ফল দেখাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই পন্থাতে কার্য্য করিয়াই ডাক্তার রিংগার তাঁহার যে থিরাপিউটিক্স্ ( Therapeutics ) নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এলোপ্যাথির একখানি অতি সাবধান ও ফলপ্রদ গ্রন্থ হইয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য লক্ষ্য করিয়া দেখা হয়, তবে হোমিওপ্যাথির প্রতি কাহারও বিদ্বেষভাব থাকিতে পারেনা, বরং সর্ব্ব মতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃত রোগারোগ্যকারী ঔষধের কার্য্যের মূলভাগে " সমঃ সমং শময়তি " এই শক্তি রহিয়াছে এবং সেই শক্তিযোগেই তাঁহাদের ঔষধ এত ফলপ্রদ হয়। ( প্রবেশিকা মধ্যে " ঔষধের ক্রিয়া বিচার দেখ " ।

এইরূপ মাত্রা ( Dose ) ও ডাইলিউসন লইয়া যে বিবাদ তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা না হইলেও কার্য্যোপযোগী মীমাংসা অনেক হইয়াছে এবং হইবে। মাত্রা কিম্বা ডাইলিউসনের উচ্চ নিম্নতা হেতু হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিম্বা মান অপমান নাই, সে হচ্ছে ব্যবহারগত মীমাংসা। কারণ, স্থল বিশেষে অনেকে মাদারটিংচারের তিন চারি ফোঁটা মাত্রা বা আদৎ ঔষধের সিকি গ্রেণ কিম্বা দুই এক গ্রেন পরিমাণ ঔষধ; অথবা অনেকে নিম্ন ট্রিটুরেসন বা ডাইলিউসন বা অনেকে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। মাত্রা বা ডাইলিউসন সম্বন্ধে যে যাহা ব্যবহার করুণ না কেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূল-সূত্রের কোন হানি নাই ( ৫২০, ৫২১, ৫২২ পৃষ্ঠা দেখ )। সর্ব্ব প্রথমে মহাত্মা হ্যানিমান আদৎ বা মূল ঔষধের অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতেন; তৎপশ্চাৎ তিনি নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার আরম্ভ করেন; তৎপশ্চাৎ প্রায় সর্ব্বদা ৩০শ ডাইলিউসন ব্যবহার করিতেন।

মহাত্মা হানিমান মহাপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা দ্বারা জীবন প্রাপ্ত কোন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনী শুনিয়া প্রাণের সহিত বলিলেন "ইনি শিবলোক-চ্যুত কোন ব্যক্তি হইবেন নতুবা সাধারণ মানবে এতাদৃশ সম্ভবেনা।" হানিমানের জীবনী সমস্তই উপদেশ পূর্ণ:——তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সত্যের আদর, বিজ্ঞানে ও ঈশ্বরে অটল ভক্তি, দর্শনে তৎপরতা, বিপদে দ্বিগুণ সাহস, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় যদি কোন মানব অনুকরণ করিতে সক্ষম হন তবে তিনি প্রকৃত-মানব-বাঞ্ছিত-জীবন নিশ্চয় লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা হানিমান যখন যাহা করিতেন তাহার যশঃ নিজে না লইয়া সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন। তাঁহার কোন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিলে তিনি বলিতেন "ঈশ্বর তোমাকে আরোগ্য করিয়াছেন তুমি তাঁহাকেই ধন্যবাদ দাও, আমি কেহ নই"

## ভারতে হোমিওপ্যাথি।

শুভক্ষণে মহাতেজস্বী ডাক্তার বেরিনী "সমঃ সমং শময়তি" হোমিওপ্যাথির এই মহামন্ত্র সঙ্গে নিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভব মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও ভারত-বিজ্ঞান মন্দির স্থাপয়িতা বিজ্ঞান-শাস্ত্র-চূড়ামণি মহামান্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে (সত্য জানিতে পারিয়া) এই মন্ত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার অতুল পসার ছিল; এপসার তিনি গ্রাহ্য করিলেননা। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথিরমত গ্রহণ করাতে মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বহুতর আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন বিচালী ও খড় বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিবনা। এমন স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভগবান অবশ্য সহায় হয়েন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আর অধিকদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই

"প্রকৃত উপযুক্ত অধিকারীর হস্তে যদি বিষয় পতিত হয় তবে তাহার সুফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হয়না"; কলিকাতাস্থ শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকদিগের দ্বারা বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত রোগী আরোগ্য লাভে নিরাশ হইয়া ফিরিত, তাহাদের অনেকেই ডাক্তার সরকারের হস্তে আসিয়া সহজে রোগ-মুক্ত হইতে লাগিল। স্বচক্ষে ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই হোমিওপ্যাথির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু ধনিপরিবার মধ্যে হোমিওপ্যাথির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। ডাক্তার সরকারের আবার অতুল পশার হইয়া উঠিল। এই সময় অন্যান্য অনেক দক্ষ ও সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সুপণ্ডিত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় ও ডাক্তার সালজার কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ও নেবুতলার বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষও কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এই সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাশীধামের জজ আয়রণসাইড্ সাহেবের পত্নী কঠিন রোগাক্রান্তা হইয়া পড়েন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই বলিয়া স্থানীয় উচ্চ উচ্চ চিকিৎসকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। বিশ্বেশ্বরের অভাবনীয় কৃপা কে বুঝিতে পারে? লোকনাথ মৈত্র উক্ত মৃত প্রায় মেম সাহেবকে সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন; হোমিওপ্যাথির আদর সমস্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হোমিওপ্যাথির আধিপত্য বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। যে হোমিওপ্যাথি লইয়া মৃত রাজেন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় প্রথমে কলিকাতায় কত কষ্ট পাইয়া ছিলেন, আজ সেই কলিকাতায় চাহিয়া দেখ গলিতে গলিতে কত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। আজ কাল ভারতে হোমিওপ্যাথির কত আদর হইয়াছে; এবং হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে; এইক্ষণ এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই।

ভারত রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে দুইটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল

মুক্তাকরূপে নিম্নলিখিত ডাক্তার মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে :—
ডাক্তার ডি, এন্, রায়। ডাক্তার এম্ এম্ বসু। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ডাক্তার জগদীশ লাহিড়ী। ডাক্তার
অক্ষয় কুমার দত্ত। ডাক্তার বিপিন বিহারী মৈত্র। ডাক্তার শেখর কুমার বসু।
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। ডাক্তার হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়। ডাক্তার
উপেন্দ্রনাথ সেন। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।—ডাক্তার প্রানধন
দফাদার। ডাক্তার হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক,
বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ও দরিদ্র-বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল রায়
চৌধুরী, ও ডাক্তার কালিকুমার দাস, ডাক্তার কৃষ্ণবিহারী ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার
সুরতলাল মিত্র, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র সেন, ডাক্তার আলোক চন্দ্র দাস, ডাক্তার
কালি কুমার চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি মহোদয়দিগের যত্ন-সম্ভূত ঢাকা সহরের দুইটী
হোমিওপ্যাথিক স্কুলও অসংখ্য লোকের উপকার সাধন করিতেছে। বঙ্গের
এই চারিটী হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ফল বৎসর বৎসরই অতি সন্তোষদায়ক
হইতেছে ও দিন দিনই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বর করুন ইহারা
চিরস্থায়ী হইয়া মহাত্মা হানিমানের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘরে ঘরে প্রচার করুক।
ভগবানের কৃপায় কালক্রমে আমেরিকার ন্যায় ভারতের বহুসংখ্যক সহরেই
হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় সকল দেখিতে পাইবে। বহুসংখ্যক হোমিও-
প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও ভারতবর্ষের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ, সুপণ্ডিত ও বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়
প্রভৃতি বঙ্গের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথির প্রত্যক্ষ ও সদ্য
ফলপ্রদ গুণের দরুণই ইহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভারতে সহস্র
বিদ্যাসাগর সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বলিবামাত্র যাঁহাকে বুঝায় ও বঙ্গে যাঁহার
পরিচয় আর আবশ্যক করেনা সেই পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসা-
গর মহাশয় প্রভৃতি লোকও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইহাকে
অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করেন।

—•—

# প্রবেশিকা।

## গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বিষয়।

চতুষ্পাঠী-প্রায় একটি অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আমার বাসস্থলীতে বহুদিন যাবৎ আছে। গুটীকতক বালক তাহাতে অধ্যয়ন করে। তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে ও প্র্যাকৃটিকেলী (Practically ব্যবহারতঃ) ভৈষজ্য-জ্ঞানসহ ঔষধ মনোনয়ন ‡, ঔষধ নির্ব্বাচন এবং রোগ নির্ণয়ের উপায়-প্রদর্শন দ্বারা চিকিৎসা-বিধান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। আমার এই পুস্তক যে মুদ্রাঙ্কন-যোগ্য হইবে এবিশ্বাস বা সাহস আমার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। আমার চতুষ্পাঠীর ব্যবসা-প্রবৃত্ত ছাত্রগণ, কলিকাতা ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কয়েকটী ছাত্র ও বহুওয়া কয়েকটি চিকিৎসক ইহার অনেক অংশ হস্তে লিখিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বিশেষ ফল লাভ করিয়া আমাকে ইহার মুদ্রাঙ্কন জন্য যুক্তি ও উৎসাহ প্রদান করেন; তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী হইলাম। ইহাতে ভারতবর্ষস্থ বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় পীড়া সমূহ ও তাহাদের চিকিৎসা অতি বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশীয় পীড়া যাহা আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায়না (যথা টাইফাস্ জ্বর ইত্যাদি) তাহা অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। যেসমস্ত লক্ষণও আমাদের দেশে প্রায় দৃষ্ট হয়না অথচ বিদেশীয় ও অস্মদ্দেশীয় অনেক গ্রন্থে তাহা অত্যন্ত আধিক্যসহ লিখিত হইয়াছে, স্থল বিশেষে তাহাও মন্তব্যসহ দেখান গিয়াছে (৫৭০ পৃষ্ঠা ক্যামোমিলা দেখ)। অদ্য মুক্তকণ্ঠে আমি একথা স্বীকার করিব যে, আমার এই হোমিওপ্যাথিক চতুষ্পাঠীটী না থাকিলে এপ্রকার ভাবে এগুরুতর গ্রন্থ আমি লিখিতে সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ!!! আমাদের প্রাচীন

‡ ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচনাদি সম্বন্ধে অত্র প্রবেশিকার স্থানান্তরে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে দেখ।

কালীয় চতুষ্পাঠী সকল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে কি প্রকার ফলপ্রদ তাহা আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সময় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারি পাঁচটী ছাত্রকে মিত্রভাবে চারিদিকে লইয়া বসিয়া শিক্ষা দিবার বেলায় তাহাদের অভাব সহজে জানিতে পারিয়াছি; কেন যে তাহারা কোন একটী বিষয় বুঝিতে পারিতেছেনা তাহা একটু চেষ্টা ও অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে তাহাদিগকে বিষয়টী বলিবামাত্র তাহারা বুঝিয়াছে; তদ্রুপ এগ্রন্থের বিষয়গুলিও সেইভাবে লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অধিকসংখ্যক ছাত্র হইলে এফল কথনই পাওয়া যাইত না।

জিহ্বা, নাড়ী, মুখশ্রী, গাত্রোত্তাপ, শীত, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র ইত্যাদি যেসমস্ত লক্ষণ সর্ব্বদা রোগীতে লক্ষিত হয় ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা সর্ব্বদা যেসকল লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান লক্ষণ ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছি এবং তদ্দ্বারা ব্যবহারতঃ কিপ্রকারে ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিতে হয়, তৎসঙ্গে তাহাও শিক্ষা দিয়াছি; এবং তদনুযায়ী এই গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ( So this book is based on Clinical arrangements) ক্লিনিকেলী অর্থাৎ রোগী-দৃষ্টে শিক্ষাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। নানাবিধ থিয়রী ( মত ) ইত্যাদি লইয়া বাগ বিতণ্ডা করা হয় নাই। যে যে লক্ষণ রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ-নির্ব্বাচনের প্রধান সহায়, সেই সমস্ত লক্ষণই বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহুবিধ খ্যাতনামা ইংরেজী গ্রন্থ সকল হইতে সংগৃহীত। ইহাতে আমার নিজের কিছু নাই বলিলেই হয়। বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয়চয় যত বড় কঠিন ও জটিল হউক না কেন, তাহাদিগকে প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা স্বল্প বুদ্ধি বালকেরও বোধগম্য হইয়া উঠে; সেইজন্য এই বিষয় গুলির সংগ্রহ, বিভাগ ও শৃঙ্খলা ( Collections, classifications & arrangements ) আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। জিহ্বা ( ১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ), কৃমি (১৪২), পিপাসা ( ১৬১ পৃষ্ঠা ), হিক্কা ( ১৮১ পৃষ্ঠা), ঘোর সান্নিপাতিক বিকার ( ২১০ হইতে ২৫২ পৃষ্ঠা ). শিরঃপীড়া (৩৩১ হইতে ৩৭০ পৃষ্ঠা), জ্বর ও তৎচিকিৎসা (৪০৭

হইতে ৫৯২ পৃষ্ঠা), প্লীহা (৪৪৫ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি দেখিলে তদ্বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

প্রয়োজনানুসারে ও ছাত্রদিগের বিশেষরূপে উপলব্ধি জন্য আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীদের বৃত্তান্ত (Successful clinical cases) স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে প্র্যাকৃটিক্যাল শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবে। অত্র প্রবেশিকায়, জ্বর রোগের স্থানে স্থানে; এবং ২, ৩, ২১, ৬৮, ২৫১, ২৮৪, ৩৭০, ৫৫৯, ইত্যাদি পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য অনেক রোগ ও লক্ষণাদিসহ এতাদৃশ রোগীদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিবে।

ডাইলিউসন মীমাংসা জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নিকট "An appeal to the Homœopathic practitioners of the world. (written on April 1o. 1888) অর্থাৎ ডাইলিউসন মীমাংসার্থ আবেদন পত্র (১৮৮৮ খৃঃ অব্দ ১০ই এপ্রেল লিখিত), প্রেরণ করিয়া, কোন২ পীড়ায় কোন্ কোন্ ডাইলিউসন ফলপ্রদ ও তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার যে ফল জন্মিয়াছে সেই ফল অনেক পরিমাণে বহুকষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছি। ডাইলিউসন মীমাংসা যেপর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ডাইলিউসন মীমাংসার জন্য এত উদ্যোগের কারণ ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রোগীর বৃত্তান্তে দেখ।

## হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

হোমিওপ্যাথি বিষয়টি কি? ইহা মহাত্মা হানিমানের জীবনী মধ্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের যত বহুল পরিমাণে প্রচার হইবে ততই লোকে হোমিওপ্যাথি হইতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবে। ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত অনুমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা কিছুই নহে। (১) একদল লোক আছেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথি কি? তাহা জানেন

না; কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেখেন নাই, সেসম্বন্ধে কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নাই কিন্তু হোমিওপ্যাথির কথা শুনিবা মাত্র বলিয়া উঠেন যে, ঐ চিকিৎসা বিলক্ষণ জানি উহাতে কিছু হয়না, উহা "হরিদ্বারের গঙ্গায় এক ফোটা ঔষধ ফেলিয়া, সেই ঔষধ কালকাতার গঙ্গাজল সেবনের সঙ্গে সেবন করা বিশেষ"। (২) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা আশ্চর্য্যভাবে দুই একটী রোগীর আরোগ্য দর্শন করিয়াই একটী ঔষধের বাক্স ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকেন এবং কখন কখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে, জ্বরে একোনাইট, মাথা ধরায় বেলেডোনা ইত্যাদি দিতে হয়। রীতিমত অধ্যয়ন কি শিক্ষার চেষ্টা কিছু মাত্র করেন না। হাত-আন্দাজে কোন রোগীতে দুই চারি ডোজ ঔষধ দিয়া যদি দেখেন যে, দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন কাজ না পাইলেন, তখন বলিয়া উঠেন "হোমিওপ্যাথি কিছু নয়, উহা সুধু জল, যদিচ ইহাতে কোন রোগী আরোগ্য হয় তাহা স্বভাবে (By nature) কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের কোন গুণ নাই। (৩) আর একদল চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা প্রকাশ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে ভীত হয়েন; অথচ গোপনে গোপনে হাতের আন্দাজে ঔষধ দিতে আরম্ভ করেন। (৪) আর একদল চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা কোন পরিশ্রম বা অধ্যয়ন ইত্যাদি করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; প্রায়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাক্স হইতে একটী শিশি উঠাইয়া লইয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ-প্রয়োগ করেন। ইত্যাদি প্রকার চিকিৎসকদিগের হস্তে হোমিওপ্যাথি যে, অপমানিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের কেহ কেহ আবার বীর পুরুষের ন্যায় প্রমাণ করিতে চান যে, হোমিওপ্যাথি কিছু নয়; কিম্বা যদিচ ইহাতে কিছু হয়, তবে তাহার ফল বহুবিলম্বে হইয়া থাকে, তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথি হইতে কোন ফলই হয়না। এপ্রকার অভিজ্ঞতা তাহাদের ভ্রম, আলস্য ও আন্দাজের ফল বিশেষ। দারুণ উৎকট তরুণ রোগে হোমিওপ্যাথির দ্রুত ক্রিয়া যিনি একবার স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি এজন্মে আর ভুলিতে পারিবেন না। ওলাউঠার ন্যায় দারুণ উৎকট তরুণ পীড়া বোধ হয়

আর নাই ; পীড়ার সান্নিপাতিক বিকারাবস্থা কিদৃশ উৎকট তরুণ ও ভয়াবহ এবং তাহাতে হোমিওপ্যাথি কি অদ্ভুত তড়িৎ শক্তির ন্যায় কার্য্যকারী, তাহা নিজ চক্ষে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন না। রোগী-দর্শন-প্রবন্ধে ২ প্যারাতে "রোগের কারণ অনুসন্ধান" স্থানে একটী রোগীর বৃত্তান্ত দিয়াছি তাহাতে হোমিওপ্যাথির দ্রুত ক্রিয়ার কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ ফল অন্যমতের চিকিৎসাতে কখন দেখা যায়না বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। অতএব হোমিওপ্যাথির যে বহুবিলম্বে কার্য্য করার কথা, সে কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই বাক্য। যদি কখনও প্রকৃত এবং যথারীতি চিকিৎসা হইয়াও ফললাভে বিলম্ব দেখ, তখন তাহা হোমিওপ্যাথির দোষ নহে। প্রকৃতপক্ষে এলোপ্যাথি,কবিরাজি, হকিমী ইত্যাদির যে মতেই সে রোগী চিকিৎসিত হউক না কেন, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি হইতে শীঘ্রতর ফল দেখাইতে সক্ষম হইবেন কিনা সন্দেহ ; কারণ, সে রোগেরই এমন দুষ্ট স্বভাব যে, সকল মতের চিকিৎসাতেই উহা সময় লইবে ; সেস্থলে কেবল হোমিও-প্যাথির দোষ নহে ; ইহা কেনা স্বীকার করিবেন ? রোগ যত উৎকট ও তরুণ হইবে এবং রোগের লক্ষণচয় যত স্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রবল থাকিবে ততশীঘ্র হোমিওপ্যাথি ঔষধের ফল তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে; নতুবা ঠিক ঔষধ কিম্বা ঠিক ডাইলিউসন প্রয়োগ হয় নাই জানিবে। (২৫১, ২৫২ ও ৫৫৯ পৃষ্ঠায় বোসচিয়ের বৃত্তান্ত, এবং ৪৯১ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তি হইতে দেখ)। ইহা পক্ষপাতিতার কথা নহে। হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্যগুণের জন্যই আমরা ইহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি। তবে যত্ন করিয়া হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য-তত্ত্ব শিক্ষা করা চাই এবং মাথা ঘামাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। একজাতীয় শিরঃপীড়া ইউপেটোরিয়াম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক জাতীয় শিরঃপীড়া কখনই তাহাতে আরোগ্য হইবেনা (৩৭০ পৃষ্ঠার রোগীর বৃত্তান্ত দেখ)। হোমিওপ্যাথিতে গাঁধাগদ হইলে চলিবেনা। এতৎ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা চিকিৎসক নামক পত্রিকা, কুইনাইনশীর্ষক প্রবন্ধে, ইগ্নেসিয়া-শিরঃপীড়া সম্বন্ধে যে ঘটনাটী লিখিয়াছেন তাহা ঠিক বটে।

রোগের অবস্থা, কারণ ও লক্ষণাদি অনুসারে নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ

করিয়া বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফল সদ্য সদ্য দর্শন করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক চিকিৎসক সযত্ন হইয়া লক্ষণ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায়ই আশ্চর্য্য ফল দর্শন করিতে পারেন। একটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (তিনি বিশেষ প্রতিপন্নতা সহ পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন) তিনি কথায় কথায় বলেন, "ভাই, বিনা পয়সায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারি, কিন্তু হোমিওপ্যাথির মজুরী দস্তর মত না পোষাইলে হোমিওপ্যাথি বড় কষ্টকর; যেহেতু এলোপ্যাথি মতে বাঁধা গদের এক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিলেই চিন্তা দূর হইল ও ধর্ম্মের ঘরে খালাস হইলাম মনে হয়; কারণ ঘোর জ্বর বিকারে টিংচার হাইওসায়েমাস্, বেলেডোনা, ক্লোরিক-ইথার, ব্রাণ্ডি, কুইনাইন, সিঙ্কোনা, ক্লোরাল-হাইড্রেট্ ইত্যাদি গুটিকতক ঔষধ যাহা তহবিলে আছে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে জানিলাম এই বিকার অধিকারে যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা সকলই দিয়াছি; ইহার পর রোগীর প্রাণের জন্য আর আমি দায়ী নহি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে চাহিয়া দেখি ইহাতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ২ ঔষধ রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টী এই রোগীর পক্ষে অমৃত তুল্য হইবে তাহা বিশেষ অধ্যয়ন ও তৎসহ অনুধাবন না করিলে কোন ফল লাভ করা যায়না"। ফল না পাইলে হোমিওপ্যাথির দোষ নহে; তাহা আমাদের নিজের দোষ। আমরা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ অধ্যয়ন দ্বারা এমন প্রস্তুত থাকিব যে, রোগীর অত্যন্ত রক্তস্রাব, ঘোর বিকার, প্রাণ নাশক ভেদ, বমন ও অসহ্য বেদনা ইত্যাদি ভয়ানক সময় সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া যেন রোগীকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারি। এমন হইলে চলিবে না যে, রোগীর প্রাণ এখন তখন ও ওষ্ঠাগত তুমি তখন পুঁথি লইয়া দেখিতে বসিলে; কিন্তু পুঁথির কোথায় কি আছে তাহা তোমার কিছুই জানা নাই, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়; ইহা দ্বারা তুমি নিজে অপমানিত হইলে এমত নহে, তোমা দ্বারা হোমিওপ্যাথিও অপমানিত হইল। আর একটী বিশেষ কথা যে, মফঃস্বলে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল যথোচিতরূপে না থাকাতে চিকিৎসায় অনেক ব্যাঘাত পড়ে; সুতরাং

যাহাতে ভাল ভাল ঔষধ সমুদয় ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ ডাইলিউসন সমস্ত থাকিতে পারে তাহা করা উচিত। অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অভাবে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। আবার অনেক সময়ে আমরা আদবে পরিশ্রম স্বীকার করিতেও চাই না; সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক রোগীকে আরাম করিতে পারিলে হইল এই বিবেচনা করিয়া কুইনাইন কিম্বা তাদৃশ অন্য কোন ঔষধ দিয়া বসি; রোগীর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য বিশেষ অনুধাবন ও কষ্ট স্বীকার করিতে চাই না। যাহাহউক প্রকৃত কথা এই যে, যখন যে ঔষধ দিবে সেই ঔষধ প্রত্যেকবার দিবার সময়ে ঠিক করিয়া দিবে যে, এই লক্ষণের জন্য আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলাম. তাহা হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে সহজেই শিক্ষা করিতে পারিবে। একোনাইট এক ব্যক্তির জ্বরে দিয়াছ পুনরায় অন্য ব্যক্তির জ্বরে একোনাইট দিতে কোন্ বিশেষ লক্ষণের উপর ও কেন একোনাইট দিলে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে; তাহা হইলেই প্রকৃতরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

## কেনইবা হোমিওপ্যাথি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

১। হোমিওপ্যাথি আমাদের পৈতৃকধন নহে যে, তাই আমরা ইহাকে ভালবাসি। ইহার ধ্রুব, দ্রুত ও প্রত্যক্ষ ফল-প্রদক্রিয়া দ্বারাই জগৎ মোহিত হইয়াছে। (অত্র প্রবেশিকাতে রোগী দর্শন হেডিংমধ্যে ২ প্যারাতে, ২৫১ ও ২৫২ পৃষ্ঠায় রোগীচয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। মহাত্মা হানিমানের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত না হইতে হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র হোমিওপ্যাথি বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার অনেকস্থানে হোমিওপ্যাথি এত সংস্কারবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তথায় লোকে চিকিৎসা বলিলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলিয়া বুঝে; অন্য সমস্ত মতের চিকিৎসা তথা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তবে ইংলণ্ড ও ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথি লইয়া যে, এত ঈর্ষা ও দ্বেষ এখনও চলিতেছে, কালে এতাদৃশ থাকিবেনা। বিশেষ নিপুণ হইয়া দেখিবে যাঁহারা হোমিও-

প্যাথির নিন্দা করেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথির কোন গ্রন্থ বা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ চিকিৎসা কিছুই স্বচক্ষে দেখেন নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এত সূক্ষ্মাংশে যে কাজ হয় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? অদ্য তুমি ও আমি যে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিতেছি তাহাও ইহার ঔষধের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দর্শনেরই ফল বিশেষ; যে পর্য্যন্ত আমরা এই প্রকার ফল নিজ চক্ষে দর্শন করি নাই তখন আমরাও ত এই নিন্দুক শ্রেণীভুক্ত ছিলাম, একবার একথা স্মরণ করিয়া দেখ। কয়েক খানি পুস্তক ও কতকগুলি প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যদি কোন প্রকারে তোমার সহযোগী নিন্দুককে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার, তবে দেখিবে এক বৎসর মধ্যেই তিনি আসিয়া তোমাকে বলিবেন যে, হোমিওপ্যাথির তুল্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আর জগতে নাই: ঔষধের সূক্ষ্মাংশে এপ্রকার কার্য্য কখনই সম্ভবেনা; অবশ্য বিদ্যুৎ শক্তিবৎ কোন শক্তি ইহাতে উদ্ভব হয় যে, তাহাতেই ইহার ক্রিয়া এত দ্রুত গতিতে হইয়া থাকে। নিজ হস্তে ঔষধ প্রয়োগে ফল পাইয়াযাইবাই লোকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হয়; তখন সহস্র বিঘ্ন, বাধা বা নিন্দা তাহাকে আর নিবারণ করিতে কখনও সক্ষম হয়না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটী হোমিওপ্যাথির ঘোর বিদ্বেষী চিকিৎসক মহাশয়কেও হোমিওপ্যাথির গাঢ় ভক্ত হইতে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবড় সুন্দর সঙ্কেত। সাধারণ লোককে হোমিওপ্যাথির ভক্ত করিতে হইলে কঠিন কঠিন রোগীর চিকিৎসা দেখান আর একটী সদুপায়। সত্য নিজ চক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারিলে মনুষ্য মাত্রেই তাহার পক্ষপাতী নাহইয়া থাকিতে পারেনা, ইহা প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যাহা হউক দেখিবে যে, নিউটন জন্ম গ্রহণ করিয়া যেপ্রকার মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের (All Physical Sciences এর) চক্ষু প্রদান করিয়াছেন; সেই প্রকার মহাত্মা হানিমানও তাঁহার সম-লক্ষণ-সূত্র (সমঃ সমং শময়তি) দ্বারা সমস্ত চিকিৎসা জগতের চক্ষুদান করিয়াছেন। কালে দেখিবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ঈর্ষা আপনি পালাইবে; সত্য আপনি প্রকাশ পাইবে, সর্ব্বমতের চিকিৎসক মহাশয়েরাই ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।

২। হোমিওপ্যাথির ন্যায় অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অন্য কোন মতের চিকিৎসাই স্থাপিত নহে, ইহা সত্য; কারণ, যে কলখানি বিজ্ঞ ও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে কখন চলিবেনা যদি এমন হয়, তখন জানিবে সেই কল ঠিক কল হয় নাই, অথবা সে কলে দোষ আছে। কিন্তু দেখ, রেল গাড়ির ইঞ্জিনখানা অল্প শিক্ষিত ড্রাইভার (পরিচালক) এমনকি, ফায়ারম্যানও (Fireman অগ্নি রক্ষকও) সর্ব্বদা দ্রুত-গতিতে সম্মুখদিকে চালাইতেছে, পশ্চাৎধাবিত করিতেছে ও ইচ্ছামত থামাইতেছে এই প্রকার গাড়ির ইঞ্জিন খানার ন্যায় যে কল যত সামান্য বুদ্ধির লোক দ্বারা যত পরিমাণ সহজে পরিচালিত হইতে পারে, সেই কল তত পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও তত দৃঢ় বিজ্ঞান ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। এই কথা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত দার্শনিকমাত্রই স্বীকার করিবেন। আবার দেখ, আমাদের দেশে খনার বচন দ্বারা যে অতি সামান্য অজ্ঞ লোকেও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে সক্ষম হয় তাহার মূল কথা এই যে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও প্র্যাক্‌টিক্যাল এবং বিচক্ষণ বিজ্ঞানোপরি সংস্থাপিত। এইরূপ সত্যতা আমরা হোমিওপ্যাথিতে অধিকতর রূপে দেখিতে পাই। ২য়, ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্তে দেখ যে, ঐ ঐ স্থলে কেবলমাত্র জিহ্বা যন্ত্রের কলটী ধরিয়া রোগিদ্বয়কে আশ্চর্য্যজনক আরোগ্য করা হইল। ২৫২ পৃষ্ঠাস্থ বিকার রোগী "যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে"———বেলেডোনা-বিকারের এই একটী প্রধান লক্ষণ দৃষ্টে বেলেডোনা দিয়া হাতে হাতে দৈবশক্তির ন্যায় ঔষধের ফল দেখিলাম। এই প্রকার অনেক সময় অতি সূক্ষ্মতম জ্ঞানের কিম্বা কুটিল বিচারের অপেক্ষা না করিয়া, প্যাথলজী বা নিদানের অন্ধকার ও অনিশ্চিত গৃহে না ঘুরিয়া, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া হোমিওপ্যাথির সরল বিধি "সম-লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সমতা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগে" অতি উৎকট উৎকট রোগ মুহূর্ত্তমধ্যে অনেক সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়। আমার কথার সত্যতা বোধ হয়, বঙ্গ-দেশের অনেক গ্রামেই অনেকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি

অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক গ্রাম্য-স্কুল-পণ্ডিত ও অল্প শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথির দ্বারা এতদূর কঠিন ও উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন যে, তাহা বিজ্ঞানাভিমানী চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহারা প্যাথলজী ইত্যাদি কিছু জানেননা বলিলেই হয়, এমনকি, অনেকে রোগের নাম পর্য্যন্তও জানেননা কিন্তু মহাত্মা হানিমানের সরল বিধি অর্থাৎ সম লক্ষণ-স্থলে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের স[ম] [ল]ক্ষ্য করিয়া ঔষধ-প্রয়োগই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমি ইহা দ্বারা ইহা বলিতেছিনা যে, এনাটমী, প্যাথলজী, নিদান ও ফিজিওলজী ইত্যাদি শিক্ষা কিছুই নহে, মূল কথা আমার এইযে হোমিওপ্যাথি এপ্রকার একখানি বিশেষ বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার কল বিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্যাথলজী, ফিজিওলজী ইত্যাদিতে জ্ঞান না থাকিয়াও, এমনকি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া সামান্য শিক্ষিত কারোবম্যান বা ড্রাইভারের ন্যায় অনেকে হোমিওপ্যাথির কলখানি সুন্দর চালাইতে সক্ষম হন। অথবা অভ্রান্ত খনার-বচন ব্যবহারের ন্যায়, কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে অদ্ভুত ফল দেখাইতে সক্ষম হন। এই একমাত্র গুণের দ্বারাই হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মৃত লোকনাথ মৈত্রেয় মহাশয় ফিজিওলজী ও প্যাথলজী ইত্যাদির বিশেষ ধার ধারিতেন না, তাঁহারা "সম-লক্ষণ-মন্ত্রে-" দীক্ষিত হইয়া যে যশঃ লাভ [illegible] তাহা এপর্য্যন্ত অত্যুচ্চ শিক্ষিত কোন সিবিল সার্জ্জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।।।

৩। ইহার ঔষধ সকল সুখ সেব্য।

৪। ওলাউঠাদির ন্যায় ত্বরিতে প্রাণনাশক রোগাদিতে চিকিৎসক পকেটে ঔষধ কয়েকটি লইয়া ত্বরিৎগতিতে রোগীর নিকট পঁহুছিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

ঔষধ প্রস্তুত ও আনায়নাদি গোলযোগ করিতেং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইলে অতি কষ্টের কথা। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সে ভয় নাই।

৫। সার্জ্জিক্যাল ও আঘাতাদি প্রাপ্ত রোগীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিবে। (২ পৃষ্ঠা দেখ)। আর্ণিকা ও হ্রাস্-টক্স দ্বারা, আঘাতাদিজনিত অসংখ্য রোগে আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

৬। মানসিক পীড়া সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ হোমিওপ্যাথিমতে যে প্রকার আছে, অন্য কোনমতে তাহা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। এক মানসিক লক্ষণ অবলম্বনে অনেক উৎকট পীড়া আরোগ্য করা হইয়াছে।

৭। জীব (পশু পক্ষী) চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অশ্চর্য্যক্ষমতা দেখিতে পাইবে।

৮। স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ গর্ভিনীর পীড়ায় ও শিশুদিগের রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃত তুল্য।

৯। হোমিওপ্যাথিতে হিতে বিপরীত হয় না; ইহাতে ভুল ভ্রান্তির দরুণ লোক বিষাক্ত হইয়া মারা যায়না।

১০। সাধারণ পীড়ায় হোমিওপ্যাথি কিম্বা যেকোন মতের চিকিৎসাই হউক না কেন, তাহাতে ঔষধের ক্ষমতা স্পষ্ট ও ভাল বুঝা যায়না; কারণ, স্বভাবেও তাদৃশ পীড়া আরোগ্য হইতে পারে! কিন্তু পীড়া যত উগ্র, উৎকট ও নানাবিধ উপসর্গযুক্ত হইবে সেইস্থলে হোমিওপ্যাথির ততই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইবে; নতুবা হোমিওপ্যাথিতে কখন বিশ্বাস করিওনা; অন্য কোন প্যাথির এতাদৃশ ক্ষমতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা।

## গ্রন্থাদি-অধ্যয়ন সঙ্কেত।

ক।——প্রথমতঃ পুস্তক খানি প্রাপ্তমাত্র তাহার নাম কি, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়া দেখিবে, কারণ, অনেক গ্রন্থে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট নাম প্রদত্ত হয় যে, তাহা পাঠমাত্র গ্রন্থ খানির প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়টী বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র গ্রন্থখানি কয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে? এবং সেইখণ্ড গুলির প্রত্যেকের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। তৃতীয়তঃ

গ্রন্থ খানির প্রবেশিকা (বিজ্ঞাপন, ভূমিকা, উপক্রমণিকা ইত্যাদি) বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য; একথা উৎসর্গ পত্রেই বলিয়াছি; কারণ, প্রবেশি-কার উপরেই সমস্ত পুস্তকের জ্ঞান নির্ভর করে। চতুর্থতঃ আগাগোড়া সমস্ত প্রবন্ধ গুলির বড়বড় হেডিং বা শীর্ষ অগ্রে একবার দেখিবে। পঞ্চমতঃ গ্রন্থের সূচীটী পর্য্যবেক্ষণমাত্র পুস্তকের বিষয় গুলির ব্যাপার মোটামুটীভাবে জানিতে পারিবে। ষষ্ঠতঃ রীতিমত গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

### খ।——এই গ্রন্থের বিভাগাদি সম্বন্ধে উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ খানির সাধারণ নাম "চিকিৎসা-বিধান"। ইহা দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

**১। ইহার প্রথম খণ্ডে**—রোগের লক্ষণ, কতকগুলি অতি সাধা-রণ রোগ (যাহারা সময় সময় লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত) ও কারণাদি অনুসারে ঔষধ-নির্ব্বাচন উপায় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহা দ্বারা অব্যবসায়ী ব্যক্তিরাও রোগের বৈজ্ঞানিক নাম নাজানিয়া যেকোন পীড়ার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন; প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই এই প্রথম খণ্ড লিখিত হইয়াছে। ২য়, ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্ত ও ১ম পৃষ্ঠা দেখিলে জানিতে পারিবে যে, "প্রকৃতগত লক্ষণ" অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করাতে দুইটী রোগী কি আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য লাভ করিল; (এস্থলে জিহ্বার দুইটী লক্ষণই প্রকৃতিগত লক্ষণ)।——এই খণ্ডে জিহ্বা, মল, মূত্র, নাড়ী, পিপাসা, হিক্কা, ঘর্ম্ম ইত্যাদি প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অবলম্বনে ঔষধ-প্রয়োগেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয়।——রোগের নাম নাকরিয়া লক্ষণাদি অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইলে তাহাই উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি (৬৯৪ ও ৬৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)। এই প্রথম খণ্ডের নাম "লক্ষণ ও কারণাদি অনুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক" রাখা হইল।

**২। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে**—রোগের নাম, বর্ণনা, প্যাথ-লজী বা নিদান ইত্যাদি ও রোগেরচিকিৎসা ও বহুপ্রকার আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

দেওয়া হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার প্রথম অংশে যে "ঔষধ মনোনয়ন প্রদর্শক" দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতক পরিমাণ প্রথম খণ্ডেরও উদ্দেশ্য সাধন করিবে। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "রোগানুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন প্রদর্শক" রাখা হইল। দুই খণ্ডেই ডাইলিউসন মীমাংসার যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টভাগে অবশিষ্ট সমস্ত রোগ ও অন্যান্য কতকগুলি অতি আবশ্যকিয় বিষয় লিখিত হইয়াছে, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

(১)——আশা করি, এতাদৃশ গ্রন্থ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ আদর পাইবে। এই প্রকারের রেপার্টারী (Repertory) সংযুক্ত ইংরাজি গ্রন্থাদি সহায়েই ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা স্বল্প সময়ে ফল দেখাইতে পারেন। বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত এপ্রকার গ্রন্থ নাথাকাতে এতৎভাষাভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্য অতি কঠিন ব্যাপার ছিল; এই গ্রন্থ অনেক অংশে সে অভাব সম্ভবতঃ দূর করিতে সক্ষম হইবে। (২) আর একটী বিষয় এইযে, ইহাদ্বারা অতল-স্পর্শ ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia medica) হইতে ঔষধ-রত্ন উদ্ধার (ঔষধ-নির্ব্বাচন) অতি সহজেই হইতে পারিবে। (৩) ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার ডাইলিউসন মীমাংসাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফল লাভের প্রকৃত মূল; ইহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন; এবং তাহাদের প্রতিই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে। (৪) প্র্যাকৃটিক্যাল ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণ (Type), চিহ্ন, বর্ণনা ও আণ্ডারলাইন দ্বারা ঔষধ, বিষয় ও লক্ষণ সমূহের গুরুত্ব দেখান হইয়াছে। (৫) স্থানে স্থানে প্রবন্ধ বা বিষয় সমস্তের গুরুত্ব হেতু ও তাহাদের সম্বন্ধে আবশ্যকিয় উপদেশ জন্য স্থান বিশেষে, সাধারণতঃ তাহাদের মুখভাগে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত জন্য ১ পৃষ্ঠায় জিহ্বা। ৪২ পৃষ্ঠায় জিহ্বার লক্ষণাদি। ২১ পৃষ্ঠায় লালা ৪৭ পৃঃ ওষ্ঠ। ৫২ পৃঃ দন্ত। ৬৩ পৃঃ নাড়ী। ৭০ পৃঃ মূত্র। ১৬২ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় কৃমি। ১৬৯ পৃষ্ঠা পিপাসা। ১৮১ পৃষ্ঠায় হিক্কা ইত্যাদি দেখ।

গ।—গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে প্রত্যেক জাতীয় **হেডিং গুলির** প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; কারণ, হেডিংই প্রবন্ধাদির বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও তৎসদৃশ বিষয় সকলের প্রাণ স্বরূপ। হেডিংটী এপ্রকার হওয়া উচিত যে, তাহা পাঠমাত্র বিষয়টীর উপলব্ধি হইবে; এই গ্রন্থে এপ্রকারভাবে হেডিং প্রস্তুত জন্য যতদূর সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। ১।—প্রবন্ধের হেডিং পাঠঃ—প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠসহ সেই প্রবন্ধের হেডিংটী বিশেষ করিয়া স্মৃতিপথে রাখিবে, নতুবা উদারপিণ্ড বুধার ঘাড়ে যাইয়া পড়িবার নিতান্ত সম্ভাবনা অর্থাৎ এক বিষয় পাঠ করিতে করিতে অপর বিষয় আসিয়া লক্ষ্যপথে উপস্থিত হয়; পাঠের সময় সেইদোষ নিবারণ জন্যই হেডিং সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। ২।—পত্রের হেডিং পাঠঃ—অত্র গ্রন্থে পত্রশীর্ষস্থ-হেডিং গুলিও বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ; লক্ষণ, পীড়া ও ঔষধাদি দেখিবার সময় পত্রশীর্ষস্থ হেডিং গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩।—প্রবন্ধ বা বিষয় সকলের ভাগ বা শ্রেণী, বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা, প্রশাখা ( Headings of Classifications, divisions, subdivisions &. ) এই সমস্তের হেডিং প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ থাকে; নতুবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্ত কিছুই প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারিবেনা ও তাহাদের যে শৃঙ্খলা তাহাও স্মৃতিপথে রাখিতে পারিবেনা; তদ্দরুণ বিষয়টী তোমার নিকট নিতান্ত ভয়াবহ, জটিল ও ভারবৎ বোধ হইবে;———সুতরাং প্র্যাক্টিক্যালী কোন কাজই করিতে পারিবেনা এবং সকল বিষয়েই গোলযোগ বোধ হইবে। বিভাগাদির হেডিং অনুসারে বিষয়টী মনে রাখিলে তাহা অতি সহজ বোধ হইবে ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে যেন নখ দর্পণ মধ্যে দেখিতে পাইবে। এতৎ-দৃষ্টান্ত জন্য—(ক)——৪২১ পৃষ্ঠা হইতে ৪২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ; ইহাতে জগতীয় সর্ব্ব প্রকার জ্বর নির্ব্বাচন শিক্ষার্থ জ্বরগুলি কি প্রকারে ভাগ, বিভাগ, শাখা, প্রশাখা ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখ, নানাবিধ জ্বরের ডায়েগ্নোসিসের সময় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। (খ) ম্যালেরিয়া জ্বরের বিভাগ ৪৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।——(গ) ৪৪৫ পৃষ্ঠায় প্লীহা-বিভাগ দেখ (ঐ দুই প্রকার প্লীহা ব্যতীত মুরসিদাবাদের বিখ্যাত বৈদ্যশাস্ত্র চূড়ামণি

মৃত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় আর এক প্রকার প্লীহার উল্লেখ করেন তাহার নাম কচ্ছপাকৃতি প্লীহা——এই প্লীহাতে ঐ দুই প্রকার প্লীহার ধর্ম্মই একত্রে বর্ত্তমান দেখা যায়, ইহার ঊর্দ্ধ ও মধ্যভাগ স্থূলতর; নিম্ন ও দক্ষিণভাগ অপেক্ষাকৃত পাতলা, মোটের উপর ইহা লম্বা নাহইয়া গোলাকৃতি হয়। অঙ্গুলী দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, উহা একটী কচ্ছপ সদৃশ। এই তৃতীয় প্রকার প্লীহা দুষ্ট প্লীহা মধ্যে গণ্য; ইহার আরোগ্য অতি কষ্টকর। প্লীহার ফর্ম্মা মুদ্রিত হওয়ার পর এই কচ্ছপাকৃতি প্লীহার কথা সংগ্রহ হয়; সেই জন্য ৪৪৫ পৃষ্ঠায় মূলস্থানে ইহার নাম দিতে পারি নাই, আগামী মুদ্রাঙ্কনে দেওয়া হইবে)।——(ঘ) জ্বর চিকিৎসা (৫) ৪৯৪ পৃষ্ঠায় দেখ। জ্বর চিকিৎসার (১), (২), (৩), (৪) দেখ।——(ঙ) জিহ্বা সম্বন্ধে মন্তব্য ৪২ পৃষ্ঠায় দেখ।——(চ) "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার" ২১০ হইতে ২৫২ পৃষ্ঠা দেখ; ইহা (১), (২), (৩), (৪), (৫) এই পাঁচ প্রধান অঙ্গে বিভক্ত করিয়া লেখা হইয়াছে; পৃথক ২ ভাবে এবং একত্রে ইহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাদ্বারা জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি যেকোন রোগে যেকোন প্রকার বিকার হউক, তাহার চিকিৎসা অনায়াসে করিতে পারিবে। বঙ্গদেশে বিকার সম্বন্ধে আমরা অসংখ্য রোগী দেখিতে পাই; সুতরাং তাহার লক্ষণ ও ঔষধ-নিচয় বহুযত্নে ও প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়াছি। একটী বিকারের রোগী হাতে আসিলেই সেই বিপদ উদ্ধারার্থে যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি সেই চেষ্টারই ফল এই পঞ্চবিধ "ঘোর সান্নিপাতিক বিকার"। কোন পুস্তকে এপর্য্যন্ত এক স্থানে এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিস্তারিতভাবে বিকার সম্বন্ধে সংগ্রহ নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোলাভ ইচ্ছা থাকিলে বিকারটী বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কর; ইহার প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক লক্ষণযেন কণ্ঠস্থ থাকে; তাহা হইলে কার্য্যের বেলায় হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে। আমাদেরএইমতে বিকারের যত উৎকৃষ্ট২ ঔষধ আছে তাহা অন্যমতে নাই বলিলেই হয়। আমরা সান্নিপাতিক বিকারের বহুরোগীতে হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়াছি (২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠায়

রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্ত দেখ)। এই পুস্তকের বহুস্থানে শ্রেণী ও বিভাগ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি প্রাপ্তমাত্র ইহার প্রত্যেক বিষয়গুলি কি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা আগাগোড়া মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে।

৪। গুরুতর প্যারাগ্রাফ সমস্তের হেডিং ও তাহাদিগকে ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যায় বা ক, খ, গ, বর্ণানুক্রমিক যেসকল ভাগ করা হইয়াছে, সেইভাগ সকল বিশেষ নিপুণতাসহ দেখিবে; কারণ, তাহারা একে অন্যের সহ ঐ ঐ সংখ্যা বা বর্ণ দ্বারা বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে।

## ঘ।—এই গ্রন্থস্থ **ষ্টার ও আণ্ডারলাইনাদি** (পাদরেখা)।

অত্র গ্রন্থে (*), (**) ষ্টার বা তারকা চিহ্ন দ্বারা এবং (১), (২), (৩) দ্বারা ঔষধ গুলির গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ষ্টার শূন্য ঔষধ সমস্ত অপেক্ষা এক ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি অধিকতর পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ; দ্বি বা ডবল ষ্টারযুক্ত ঔষধগুলি এক ষ্টারযুক্ত ঔষধ সকল হইতে অধিকতম পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ। (১), (২), (৩) এই সংখ্যাত্রয়ের মধ্যে (১) চিহ্নিত ঔষধ সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তন্নিম্নে (২), তন্নিম্নে (৩)। একটি২ দৃষ্টান্তার্থ ২১ পৃষ্ঠায় ৪৯ ও ৫১ প্যারা দেখ। কোন ব্র্যাকেট মধ্যে কতকগুলি ঔষধ আছে, সেই ব্র্যাকেটের পূর্ব্বভাগে যদি দুইটী ষ্টার থাকে, তবে সমস্ত ঔষধ গুলির গুরুত্ব পৃথক পৃথকভাবে উপরোক্ত দুই ষ্টারযুক্ত ঔষধের ন্যায় হইবে; একষ্টার থাকিলে একষ্টার যুক্তের ন্যায় জানিবে. এতৎ দৃষ্টান্তার্থ ১০৬ পৃষ্ঠায় ১২৭। ১২৮ প্যারা দেখ।

পাদরেখা বা Under lines আণ্ডার লাইনযুক্ত পংক্তি, বিষয়, ও কথা গুলি অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে আণ্ডারলাইনযুক্ত পংক্তির পূর্ব্বে ষ্টার থাকে, তাহা অতীব গুরুতম বলিয়া জানিবে। বাঙ্গলার কোন চিকিৎসা গ্রন্থে এপর্য্যন্ত আণ্ডার লাইন দ্বারা পংক্তি সমূহের গুরুতরত্ব এপ্রকার উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখাইতে কেহ প্রয়াস পান নাই। এই গ্রন্থেই এই উদ্যম প্রথম। কোন ঔষধের যেসমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়া পাদরেখাযুক্ত হইয়াছে তাহারা প্রকৃতিগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। ঐ সমস্ত লক্ষণ বহুবার পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। তাড়াতাড়ি ঔষধ বির্ব্বাচন কালে এই সমস্ত পাদরেখাযুক্ত লক্ষণ গুলির উপকারিতা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিবে।

# রোগী দর্শন ও লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ।

১। রোগীর নিকট স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার লক্ষণাদি স্থিরচিত্তে দেখিবে। প্রধানতঃ লক্ষণ দ্বিবিধ :—একগুলি লক্ষণ যাহা রোগী অনুভব করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক তাহা দেখিতে বা জানিতে পারেন না, তাহাদিগকে "প্রশ্নগত" লক্ষণ বলে; যথা বেদনা, স্বাদ, মাথাঘোরা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি; রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই লক্ষণগুলিকে জানিতে হয়।। দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ চিকিৎসক নিজেই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, ইহাকে "পরীক্ষাগত" লক্ষণ বলে। এই দুই জাতীয় লক্ষণই রোগ নির্ণয় ও ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যের প্রধান অবলম্বন।

২। রোগের কারণ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পার তাহাতে ত্রুটি করিবেনা; যেহেতু অনেক সময় রোগের একমাত্র কারণ দ্বারাই ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়, অন্য লক্ষণের অপেক্ষা করেনা। রোগের কারণ যে একটি অতি গুরুতর বিষয় তাহা নিম্ন লিখিত রোগীর বিষয়টী পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে :—বারাকপুরের নিকট বন্দিপুরস্থ + + + + + + মহাশয় একদা পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া মহামাননীয় ডাক্তার সরকার মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন ও বেদনার যাতনায় অস্থির হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিকটে একখানা কৌচ ছিল তাহাতে শুইয়া পড়িলেন। উক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে একটী ঔষধ দিলেন, তাহাতে কোন ফলই হইলনা; রোগী কৌচে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উক্ত বহুদর্শী চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে "এই রোগের কারণ কি?" পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, মাংস খাইয়া এই বেদনা হইয়াছে; তখন তিনি তাঁহাকে পাল্‌সেটিলা ৩য় ডাঃ দিলেন। ঔষধ খাইবার পাঁচ মিনিট মধ্যে রোগী সুস্থ হইলেন, নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।—তখন আমি কলিকাতা স্কুল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আমি এই

ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং ভাবিলাম যে, এই চিকিৎসা এলোপ্যাথিমতে হইলে কত জুলাপ, পিচকারী (Enema) এবং ওপিয়াম এই রোগে দিতে হইত তাহা বলিতে পারিনা। এলোপ্যাথিতে এতাদৃশ যাতনাপ্রদ পীড়া এপ্রকার ভোজের বাজির ন্যায় অতি সহজে ও ত্বরিত-গতিতে আরোগ্য হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই হইতে হোমিওপ্যাথির প্রতি আমার বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিল। তখন হইতে আমি প্রাণপণে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। কারণ-সম্বন্ধে (২৮৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ)। রোগের কারণ সম্বন্ধে আরও দুইটী রোগীর বৃত্তান্ত ২৮৪ ও ২৮৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

৩। কি কি হেতু পীড়ার ও লক্ষণাদির হ্রাস্ বৃদ্ধি হয়। ৪। রোগী কিভাবে শয়ন, উপবেশন বা অবস্থিতি করে। ৫। রোগীর মানসিক লক্ষণ, শারীরিক স্বধর্ম্ম, স্বভাব, বয়স, সে স্ত্রী কিম্বা পুংজাতি, ইত্যাদি বিষয় বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া দেখিবে, ইহাদের দ্বারা অনেক সময় অন্যান্য লক্ষণ অভাবেও ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া পীড়ারোগ্য বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়।

৬। রোগের সময় (time) একটী অতি গুরুতর বিষয়। একমাত্র সময়ানুসারে অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। জ্বর ও পেটের পীড়াদি রোগে সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। অতি প্রাতঃকালীন পেটের পীড়ায় সাল্‌ফার। বেলা দুই প্রহর হইতে দুইটার মধ্যে যে জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর্সেনিক যে নিতান্ত ফলপ্রদ তাহা স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি (৪৬৭ পৃষ্ঠায় জ্বরের সময় দেখ)।

৭। পীড়া কিম্বা কোন যাতনা রোগীর দক্ষিণ কি বামভাগে হইয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। রোগীর শরীরের দিক্ অনুযায়ী ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন কার্য্যে অনেক বিভিন্নতা হয়। পাবনার [illegible] সেক্রেটরী বাবু গৌরাঙ্গ বিহারী সাহার উৎকট জ্বর-রোগ হয়। [illegible] তিন চারিটী ঔষধ প্রদানে কোন ফলই পাইনা। পরে তাঁহার বাম পার্শ্বে হঠাৎ একটী বেদনা জন্মে। এই বেদনাই যেন অঙ্গুলী-সঙ্কেতে [illegible] ল্যাকেসিস্ দেখাইয়া দিতে লাগিল। (কারণ বামপার্শ্বের পীড়া বা যা[illegible]

সিস্‌কে লক্ষ্য করে); তখন ভৈষজ্য-তত্ত্ব বিচার করিয়া ল্যাকেসিসই প্রকৃত ঔষধ বলিয়া জানিলাম ও তাহা প্রয়োগ করাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

৮। সীতানাথ পাল নামক এক ব্যক্তির নিউমোনিয়া হয়। তাহাকে প্রথমে ফস্‌ফরাস্ দেই, তাহাতে বিশেষ ফল নাপাওয়াতে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কোন ফল হয়না। নিতান্ত হতাশ চিত্তে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম রোগী বামপার্শ্বে শুইয়া আছে, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনমতে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারিলনা; তৎদৃষ্টে ফস্‌ফরাসের কথা আমার মনে হইল। ৩২২ পৃষ্ঠার ২০।২১ প্যারার ঔষধ-মনোনয়ন দেখিলাম। ‡ পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া ফসফরাসই যে, এই রোগীর ঠিক ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ অনুমাত্র রহিলনা। ফসফরাস্ পুনরায় এই রোগীতে দিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে রোগী ভালবোধ করিতে লাগিল ও তাহাতে সে অতি সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিল। সুতরাং (১) রোগীর পোজিসন (Position অর্থাৎ শয়ন ও অবস্থিতি) দেখিয়াও যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অদ্ভুত উপকার পাইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (২) এই রোগীর বৃত্তান্ত হইতে ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ সম্বন্ধেও একটী অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা যায়; কোন এক রোগীতে এক ঔষধ একবার দিয়া ফল নাপাইলে পুনরায় সময়ান্তরে যথালক্ষণ বিকশিত হইলেও সেই রোগীতে যে, সেই ঔষধের আবার প্রয়োগ হইতে পারিবেনা সে কোন কার্য্যের কথা নহে। যে ঔষধে পূর্ব্বে তুমি বিফল মনোরথ হইয়াছ সেই ঔষধ পুনরায় যথালক্ষণ উপস্থিত দেখিলে প্রয়োগ কর, তাহাতে তোমারি রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করিবে। এবম্প্রকার ঘটনাস্থলে ডাইলিউসনের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও একটী রোগীর কথা উল্লেখ করি। পাবনা জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল সান্যাল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের পেটের পীড়া হয়; রোগীর অবস্থা শুনিয়া প্রথমে তাহাকে ক্যামোমিলা ৩য় ডাঃ দেই তাহাতে উপকার বোধ হইলনা; পরে অন্যান্য শুটিকতক

‡ সন ১২৯২ সালে, এই গ্রন্থখানি তখন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল, মুদ্রিত হয় নাই।

ঔষধ ব্যবহার করি; তাহাতেও কোন ফল হইলনা। কিন্তু অবশেষে মলের প্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলাম যে, ঐ বালকের ক্যামোমিলাই প্রকৃত ঔষধ, তখন ইহার ১২শ ডাঃ দিলাম; তাহাতেও বিশেষ সন্তোষদায়ক কাজ নাপাওয়াতে পুনরায় ক্যামোমিলা ৩য় ডাঃ দিলাম এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম· ইহার চারি ডোজ ঔষধেই পেটের পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। (ডাইলিউসন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ৫৫৯ পৃষ্ঠায় একটী রোগীর বৃত্তান্ত দেখ)।

৯। মনুষ্যের দেহে ও মনে জীবিতাবস্থায়, সুস্থ শরীরে বা অসুস্থ শরীরে যেসমস্ত বিষয় ও লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাদের সমস্তই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট অমূল্য ধন বটে; কারণ, তাহারা ব্যাধির চিকিৎসার সময় কোন না কোন প্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচনার্থ বিশেষ ব্যবহারে আইসে। তজ্জন্য উপদেশ যে, দেহগত ও মনোগত সমস্ত লক্ষণই জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। মানসিক লক্ষণ, শয়ন, অবস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন-কার্য্যে ও রোগ-নির্ণয়-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

১০। নাড়ী-জ্ঞান বা হাত-দেখা একটী গুরুতর বিষয়। নাড়ী অতি স্থির-ভাবে দেখিবে ও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে (নাড়ী ৬৩ পৃষ্ঠা হইতে ৭০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ)।

## রোগ-নির্ণয় বা ডায়েগ্‌নোসিস্।

৪২১ পৃষ্ঠাস্থ জ্বর নির্ব্বাচন শিক্ষা দেখিলেই জানিতে পারিবে যে, কি উপায়ে রোগ নির্ণয় করিতে হয়? এবং এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত পথ কি? ঐ প্রকার পথ অনুসরণে প্রায় প্রত্যেক পীড়াই নির্ণয় করিতে ক্ষমতা লাভ করিবে। রোগনিচয়ের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিগত লক্ষণ আয়ত্ত করিয়া এক জাতীয় বা প্রায় এক প্রকারের লক্ষণযুক্ত রোগ সকলের মধ্যে পরস্পর তাহাদের লক্ষণ তুলনা করিয়াই রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগ নির্ণয় কালে রোগের ইতিহাস এবং কারণাদিকেও প্রধান সহায় জানিবে।ঃ—একদা একটী জ্বর-

রোগীকে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম যে, জ্বর সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে, তৎসহ নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশিত হইযাছে, রোগীর মল টাইফয়েড্ মলের ন্যায় (ডালের যূসের মত); অদ্য জ্বরের ১৩ দিন; রোগীটী দেখিয়া টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইল, কিন্তু রোগীর আদ্যন্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জ্বর-আরম্ভের প্রথম দুই দিন যে জ্বর হইয়াছিল তাহা অতি প্রখর বেগ-বিশিষ্ট, কিন্তু উক্ত দুই দিবসই ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইত, তৎপর তৃতীয় দিন হইতে এই একজ্বরী অবস্থা হইযাছে। এই একইমাত্র ঘটনা বা ইতিহাস জানিতে পারিয়া দৃঢ়রূপে স্থির-নিশ্চয় হইলাম যে, ইহা টাইফয়েড জ্বর নহে; ইহা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার রেমিটেণ্টরূপে পরিণত হইযাছে এবং তাহাতেই এই সমস্ত টাইফয়েড অবস্থার লক্ষণ বিকশিত হইয়াছে। (৪২৭ পৃষ্ঠার টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান লক্ষণ (ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি) এবং ৪৪৭ পৃষ্ঠার তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বর দেখ)। ইহাদিগকে ডায়েগ্নোসিস শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারেনা; যে পন্থা দেখাইলাম এই পন্থা অনুসরণ করিয়া যত অভ্যাস করিবে ততই এবিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবে।

---

## ঔষধ-মনোনয়ন ও ঔষধ-নির্ব্বাচন সঙ্কেত।

ক।—ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য বিচার করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন।:——কোন রোগী দেখিতে যাইযা তাহার দুই একটী অতি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত লক্ষণ বা অবস্থা দৃষ্টি করিযা, তদনুসারে কতকগুলি ঔষধ আমাদের মনোমধ্যে আইসে, অথবা তাহাদিগকে ঔষধ-মনোনয়ন-প্রদর্শক বা রেপার্টরী(Repertory)নামকপুস্তক সহায়ে বাহির করিতে হয়; তাহাকেই ঔষধ-মনোনয়ন বলে। এই ঔষধ-মনোনয়ন কার্য্য যে লক্ষণটীর সাহায্যে হয় তাহাকে পরিচালক লক্ষণ (Guiding Symptom গাইডিং সিম্‌টম্) বলে। এই মনোনীত ঔষধ-নিচয় হইতে রোগীর সেবনার্থ, ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে ঔষধের লক্ষণাধিক্য ও বিশেষত্বের সমষ্টিগত প্রাধান্য বিচার করিয়া যে ঔষধ ঠিক করা হয় তাহাকেই "ঔষধ নির্ব্বাচন" বলে। এক সময়ে একটীমাত্র ঔষধ

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; যদি সেই ঔষধে ফল না দর্শে তবে দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এতাদৃশ প্রয়োগেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পর্য্যায়ক্রমে দুই তিনটী ঔষধ ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠ নহে। ঔষধ মনোনয়নের ও নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্তার্থে ২৩ পৃষ্ঠার ১৬ প্যারা ও ২১ পৃষ্ঠার লালাস্থ রোগীর বৃত্তান্ত দেখ; এই দৃষ্টান্ত-ভুক্ত রোগীতে লালার লবণাক্ত স্বাদই আমার পরিচালক লক্ষণ হইয়াছিল; তদ্দ্বারা ** মার্ক-সলাদি কয়েকটী ঔষধ ( ২৩ পৃষ্ঠাস্থ ১৬ প্যারার ) নির্দ্দেশিত হইল বা মনোমধ্যে আসিল ; পরে ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া মার্ক-সলকে তাহাদিগের মধ্য হইতে, প্রধান প্রধান লক্ষণের সমষ্টিগত প্রাধান্য হেতু নির্ব্বাচিত করিলাম। এবং তাহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ হইল।

খ।—যদি একটী পরিচালক লক্ষণে দুই কিম্বা তিনটী প্রায় সমতুল্য ঔষধ নির্দ্দেশিত হয়, তখন সেই সমস্ত ঔষধের লক্ষণচয়, যতদূর পার ভৈষজ্য তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করিবে ও তাহাদিগকে পাশাপাশিভাবে রাখিয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবে ; যে ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণসহ তোমার রোগীর অধিকতম লক্ষণ ঐক্য হয়, তখন সেই ঔষধই দিবে এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে। এতৎসম্বন্ধে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিলাম। মনেকর তুমি নিম্নলিখিত লক্ষণচয়যুক্ত একটি জ্বর-রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে এবং তাহার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ-নিচয় নির্দ্দেশিত হইতেছে ; তখন কিপ্রকারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে ?

(১) জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ——অত্যন্ত হাইতোলা এবং গাত্র মোচড়ান ( গা-মোড়ামুড়ি )—এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, ইপিকাক, ইগ্নেসিয়া, রাস্-ট ;

(২) শীতাবস্থা——শীত বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে এবং বাহুদ্বয়ে ও তৎসহ তৃষ্ণা—আর্ণি, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, ইগ্নেসিয়া।

(৩) তাপাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ সমস্ত শরীর উষ্ণ কিন্তু পাদদ্বয় শীতল, তাপসহ আভ্যন্তরিক শীত—ক্যাপ্সি, চায়না, ইগ্নেসিয়া, লিডাম।

(৪) ঘর্ম্মাবস্থা——সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়, বহুসময় পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম থাকে ( ঘর্ম্মসহ জল তৃষ্ণা নাই )।—ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক, পাল্স।

(৫) পাকস্থলী স্থানে বেদনা বোধ, শাখা-সমস্তে ভারবোধ এবং গ্রন্থি সকলে বেদনা—ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, হ্রাস্-টক্স।

(৬) বিজ্বরাবস্থায় নিতান্ত দুর্ব্বলতা, জানুগুটাইয়া থাকা—ইগ্নেসিয়া।

(৭) নিদ্রা গাঢ় ও নাসিকা ডাকাইয়া—ইগ্নেসিয়া, নক্স-ম, ওপি।

(৮) জিহ্বা সাদা কোটিংযুক্ত, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটাফাটা; চমকিয়া উঠা, সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত—আর্স, ইগ্নেসিয়া, ন্যাট্রা-মি।

(৯) মুখ পিংশেবর্ণ—ফেরা, ইগ্নেসিয়া, সিকেলী।

এস্থানে ভাবিয়া দেখ, এই জ্বর রোগীতে যে নয় প্রকার লক্ষণ দেখান হইল তাহার দুই চারিটী মাত্র লক্ষণ মধ্যে অন্যান্য ঔষধ আছে, কিন্তু নয়টি বা অধিকতম লক্ষণ মধ্যেই ইগ্নেসিয়া বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ এথায় ইগ্নেসিয়ার লক্ষণেরই সমষ্টিগত প্রাধান্য: সুতরাং ইগ্নেসিয়াই তোমার এই রোগীর ঔষধ; তাহাতে সন্দেহ নাই। ইগ্নেসিয়া দ্বারা তোমার এপ্রকার লক্ষণযুক্ত রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্য একটু যত্নসাধ্য; কিন্তু সর্ব্বশেষ্ঠ ও নিশ্চয় ফলপ্রদ। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রণালী গণিতের অতিরিক্ত কষার ন্যায়- (As to solve Mathametical problems ৪৯১ ও ৪৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)। এক এক জন নিজ নিজ সুবিধামত এক এক লক্ষ্যপথ (লক্ষণ) অবলম্বনে ঔষধ-মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তভুক্ত জ্বরে স্বীয় স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের সুবিধামত কেহবা শীতাবস্থার লক্ষণকে, কেহবা তাপাবস্থার লক্ষণকে, কেহবা বিজ্বরাবস্থার লক্ষণকে অগ্রে পরিচালক লক্ষণ করিয়া পরে অন্যান্য লক্ষণসহ ভৈষজ্য-তত্ত্ব মিলাইয়া ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচিত করিবেন।

গ।—অনেক সময় কেবল "প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ" (Characteristic Symptoms) অবলম্বনে অতি সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করা হয় এবং তাহাদিগের দ্বারা অতি অল্প সময় মধ্যে কখন কখন অতি আশ্চর্য্যফল পাওয়া যায়। জিহ্বা সম্বন্ধে ২য়, ও ৩য় পৃষ্ঠাস্থ রোগীর বৃত্তান্ত দেখ; ৬৮ পৃষ্ঠাস্থ পূর্ব্ব নাড়ী সম্বন্ধে রোগীর বৃত্তান্ত দেখ) ঐ ব্যাপ্টিসিয়া-জিহ্বার সম্বন্ধে ঐস্থলে যে যে লক্ষণ পাইয়াছিলাম তাহাই তাহার "প্রকৃতিগত লক্ষণ" বলিয়া গণ্য; এই প্রকার ৩য় পৃষ্ঠাস্থ হ্রাস্-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা; ও ৬৮

পৃষ্ঠায় একোনাইটের পূর্ণ ও মোটানাড়ী ঐঐ ঔষধের " প্রকৃতিগত লক্ষণ " বলিয়া জানিবে। প্রকৃতিগত লক্ষণচয় বহুপ্রুভিং দ্বারা সংগৃহীত ও বহুরোগীতে পরীক্ষিত। ( সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া তাহার লক্ষণচয় যে, পরীক্ষা করা হয় তাহাকেই প্রুভিং provings বলে)। যদি এপিডেমিকাদিতে এককালীন বহুরোগীকে চিকিৎসা করিতে হয়, তখন পৃথক পৃথক লক্ষণ মিলাইয়া লওয়া কঠিন; সেই সময় প্রকৃতিগত লক্ষণচয় অবলম্বনে চিকিৎসা দ্বারা অতি সহজে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণচয়ের বিশেষতঃ ইহাদিগের " প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণের " আরও একটী আশ্চর্য্য ও সুবিধাজনক ক্ষমতা এই দেখিবে যে, ইহাদিগকে অবলম্বনে তুমি জ্বরের ঔষধ পেটের পীড়ায়, পেটের পীড়ার ঔষধ বাতরোগে বা জ্বরে প্রয়োগ করিলেও তাহাতে ফল পাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ৩য় পৃষ্ঠায় জ্বর বিকারের রোগীর মধ্যে উল্লিখিত রাস-টক্সের গোমাংসবৎ রক্তবর্ণ জিহ্বা, অন্য যে কোন রোগে দেখিলে তাহাতেই রাস্-টক্স দিতে পার এবং তাহাই প্রকৃত-হোমিওপ্যাথি ( ৪৯৭ পৃষ্ঠা দেখ )।

---

## এপিডেমিক রোগাদিতে ঔষধ-নির্ব্বাচন।

এক সময়ে একস্থানে বহুলোক কোন রোগাক্রান্ত হইলে তাহা সেই রোগের এপিডেমিক নামে অভিহিত হয়। কোন কোন এপিডেমিকে মহামারীও দেখা যায়।

১। যখন কোন রোগ এপিডেমিকভাবে উপস্থিত হয় তখন সুচিকিৎসক ব্যাকুলচিত্ত নাহইয়া স্থিরভাবে তাহার কারণ ও রোগীদের লক্ষণ, অবস্থা ইত্যাদি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; ১০। ১২টী রোগীর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই এপিডেমিকস্থ প্রায় রোগীদের লক্ষণের অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে; সুতরাং তদনুসারে গুটিকতক ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে প্রায় রোগীই তদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। তবে মূল কথা এইযে, এপিডেমিক চিকিৎসার প্রথমভাগে রোগীদের লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ও ঔষধ নির্ব্বাচনই দুরূহ ব্যাপার; যদি যত্ন করিয়া গুটিকতক রোগী আরোগ্য করিতে পার তবে দেখিবে সেই এপিডেমিকের প্রায় রোগীই তোমার প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। এইজন্য

স্থল বিশেষে কোন জ্বরের এপিডেমিকে ইপিকাক, কোথাও নক্স-ভমিকা ইত্যাদি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া রিপোর্টে দেখা যায়।

২। এপিডেমিকের ন্যায় বিশেষ ঋতু, কাল এবং পৃথক পৃথক স্থান ও জলবায়ু ইত্যাদি অনুসারে কোন কোন ঔষধ বিশেষ উপকারী হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্থলদ্বয়ে ঔষধের প্রকৃতি-গত-লক্ষণচয় (Characteristic symptoms of Medicines) অভ্যস্ত থাকিলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

---

# জ্বর-চিকিৎসার্থ ঔষধ-নির্ব্বাচন।

এই বিষয়টীর জন্য, যতদূর হইতে পারে, এই গ্রন্থে সুবিধা করা হইয়াছে এতদ্দ্বারা অতি সহজে ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ অবলম্বনে রেমিটেণ্ট জ্বরের বা টাইফয়েড্ জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে; অথবা রেমিটেণ্ট জ্বরের অনেক লক্ষণ দ্বারা টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি; কারণ, ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ টাইফয়েড্ ও রেমিটেণ্ট জ্বরাদিতেও দেখা যায়, এইরূপ আবার রেমিটেণ্টজ্বরের অনেক লক্ষণও ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড্ জ্বরের অনেক লক্ষণও রেমিটেণ্ট জ্বরে ইত্যাদি প্রকারে দেখা যায়। সুতরাং একপ্রকারের জ্বরে উল্লিখিত অনেক লক্ষণ দ্বারা অন্যান্য প্রকারের জ্বরের ঔষধও নির্ব্বাচন পক্ষে অনেক সহায়তা হয়; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, "ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর" এই হেডিং দিয়া যে যে ঔষধের যে যে লক্ষণচয় লিখিত হইয়াছে তাহাদের অনেক লক্ষণ রেমিটেণ্ট-জ্বরাদির লক্ষণচয়সহ ঐক্য হইলেও অনেকে তাহাদিগকে এই জ্বরাদিতে ব্যবহার করিতে সাহস পান না; কাজেই এতদ্দ্বারা মহাত্মা হানিম্যানের সুপ্রশস্ত চিকিৎসাপথ সঙ্কীর্ণাকার প্রাপ্ত হয় এবং তদ্দরুণ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াও তৎসম্বন্ধে পূর্ণফল ভোগ করিতে আমরা সমর্থ হইনা। হেডিংগত এই অন্যায় "ধোকা" স্বাভাবিক এবং বিশেষ অসুবিধা জনক ও কার্য্য-নাশক; সেইজন্য জ্বরের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্বের ঔষধ সমস্ত হইতে রেমিটেণ্ট জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি পৃথক পৃথক হেডিং উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ১।২।৩ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা ঐ সমস্ত ঔষধকে পৃথক পৃথক প্যারাতে

নিরুক্ত করা হইয়াছে; তাহাতে ঐ প্রকার অধ্যায় খোঁজা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে অথচ হেডিং থাকিলে তাড়াতাড়ির বেলায় যে ফল হইত তাহাও পাইবে। আর বিশেষতঃ জ্বর-চিকিৎসার সময় বিভিন্নজাতীয় জ্বরের ঔষধ সকলের বিস্তারিত ও বহুসংখ্যক লক্ষণচয় একইস্থানে পাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, সেইজন্য জ্বর চিকিৎসা এই নূতন প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা একস্থানে না থাকিয়া দূরতঃ ভিন্ন ২ স্থানে থাকিলে এই সুবিধা কখনই হইতে পারেনা। (৪৯৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪৯৬ পৃষ্ঠা, তৎপর ৫৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ, প্রত্যেক ঔষধে যে ১।২।৩ ইত্যাদি প্যারা করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর)। সর্ব্ব প্রকারজ্বরের ঔষধ-মনোনয়ন কার্য্যের সুবিধার জন্য জ্বর চিকিৎসা (১), (২), (৩), (৪), (৫), এই কয়টিভাগে বিভক্ত করিয়াছি; ইহাদের দ্বারা ঔষধ-নির্ব্বাচন কার্য্যের বিশেষ সহায়তা পাইবে। (২৬২, ৪৬৭, ৪৭২, ৪৮৪ পৃষ্ঠা দেখ)

---

# এক ফোঁটা ঔষধ এত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কেন?

ঔষধের শক্তিই উহার মূল। সাধারণতঃ ঔষধের শক্তি দুই প্রকার:—

## (১) তত্ত্বশক্তি, (২) স্থূলশক্তি।

(১) তত্ত্বশক্তি—প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী। ইহার কার্য্য দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে†॥ (২) স্থূলশক্তি—ইহার নামান্তর তন্মাত্র শক্তি বা তন্মাত্রত্ব শক্তি, ইহার কার্য্য দ্রব্যের মাত্রা বা পরিমাণের অনুপাতিক অর্থাৎ ঔষধের পরিমাণ যতটুকু স্থূল শক্তির কার্য্য ততটুকুমাত্র বা তাহার কোন আনুপাতিক স্থূলশক্তি প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী নহে ঔষধের স্থূলশক্তির বিশেষ বিচার পশ্চাৎ করা হইবে; এইক্ষণ তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে

---

† ইংরাজিতে force ইত্যাদি শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এই তত্ত্বশক্তি তাহা নহে। ইহা তৎ-(দ্রব্যের) গুণ বিশেষ; যে সূক্ষ্ম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের জন্ম হয় সেই বীজে বটবৃক্ষের প্রকৃত বটত্বশক্তি নিহিত থাকে, ইহা বীজের গুণ বিশেষ; এই গুণ বীজের পরিমাণের আনুপাতিক নহে।

বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রকৃত হোমিওপ্যাথি এই তত্ত্বশক্তি সহায়েই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের কতক সুগার-অব্-মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা) সহ ট্রিটিউরেটেড্ অর্থাৎ বিচূর্ণকৃত হইয়া, কতক বা য়্যাল্কোহল (সুরাবীর্য্য) সহ ডাইলিউটেড্ হইয়া প্রস্তুত হয়:—এই প্রস্তুত কালে তাহারা যে, যথারীতি ঘর্ষিত, আলোড়িত, ও মিশ্রিত হয় তাহাতেই ঐসকল ঔষধে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় শক্তি বিশেষ জন্মে। ঔষধে এই প্রকারে শক্তি-উদ্ভব করা কার্য্যকেই ইংরাজিতে পোটেন্সিয়েসন্ (potentiation) বলে। ঔষধের পোটেন্সিয়েসন্ করা হইলেই তাহাকে শক্তীকৃত ঔষধ বলা যায়। যে শক্তি সংযোগে ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থা হয় তাহাই তত্ত্বশক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।———প্রস্তুত-প্রণালীর প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধ শক্তীকৃত হইলে প্রকৃতরোগনাশক ক্ষমতা তাহাতে জন্মে; নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটীর প্রতি বিশেষ অনুধাবন করিলে এবিষয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে:——স্বর্ণ বা সোনা কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মধ্যে একটী প্রধান ও ফলপ্রদ ঔষধ, কিন্তু এলোপ্যাথিকমতে ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঔষধ-শ্রেণীভুক্তই করা হয় নাই। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীই ইহার মূল কারণ। কবিরাজ মহাশয়েরা যে প্রণালীতে স্বর্ণকে জারিত করিয়া খল-মর্দ্দনাদি দ্বারা শক্তীকৃত করেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বর্ণ এত ফলপ্রদ হয়। কবিরাজ মহাশয়দের খল-মর্দ্দনাদি ক্রিয়া আমাদের ট্রিটিউরেশন কার্য্যের ন্যায়। এলোপ্যাথির স্বর্ণ ঐপ্রকারের কোন প্রস্তুত প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত না হওয়া বিধায় তাহাতে কোন শক্তি উদ্ভূত হয়না, এলোপ্যাথ মহাশয়েরা তাঁহাদের মতে স্থূলভাবে প্রস্তুতীকৃত স্বর্ণ দ্বারা কোন ফল পান নাই, সেইজন্য ইহাকে বিশেষ ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। অশক্তিমান স্থূল স্বর্ণ লোষ্ট্রবৎ, তাহার সহস্র ভার খাইলেও কোন উপকার হয়না; ইহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিই জানেন ও বুঝিতে পারেন। অতএব অশক্তিমান ঔষধে যে, কোন বিশেষ উপকার হয়না তাহা বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের এই সর্ব্ব প্রধান ঔষধ স্বর্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলে। ঐ প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দ্বারা যাবতীয় [illegible]

ফেরিটেবিলিস), সাধারণ খাদ্য লবণ ( ন্যাট্রাম-মিউরিয়েটিকাম্ ), বালুকা ( সাইলিসিয়া ) ইত্যাদি দ্রব্যকে শক্তীকৃত করিয়া ইহাদের কর্তৃক আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ অদ্ভুত ফল লাভ করিতেছি। ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থাকে আমরা একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি বিশেষ বলিয়া গণ্য করি। ইহাদের ক্রিয়া অনেক সময় বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতিতে হইয়া থাকে ( ২৮০ পৃষ্ঠাস্থ রোগী দর্শন হেডিং মধ্যে দ্বিতীয় প্যারাতে পাল্সেটিলা ৩য় ডাঃ মাংস আহারজনিত পেটের বেদনায় কিপ্রকার বিদ্যুৎবেগে কার্য্য করিল তাহা দেখ। অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এত বিদ্যুৎবেগে ঔষধের কার্য্য দেখিতে পাইবেনা, ২৫২ পৃষ্ঠাস্থ বিকারের রোগীতে বেলেডোনার কার্য্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থল)। ‡ উপরোক্ত কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই জ্ঞাত আছেন। ওলাউঠার কোল্যাপ্স্ বা অবসাদ অবস্থায় যখন নাড়ী লুপ্ত, হিমাঙ্গ, শীতল ঘর্ম, পেটফাঁপা ইত্যাদি হইয়া রোগী অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়, তখন ৩০শ ডাইলিউসনের এক ফোটামাত্র কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস সেবন করিয়া মুহূর্ত মধ্যে সম্ভাবনা-মগ্ন মৃতের ন্যায় রোগী পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়, বোধ হয় বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এস্থলে অপর্য্যাপ্ত মৃগনাভি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ কিম্বা সাধারণ শক্ত অগ্নির উত্তাপও এতাদৃশ ত্বরিতবেগে এপ্রকার হিমাঙ্গে সদৃশ তেজ সঞ্চার করিতে বোধ হয় কখনই সক্ষম হয়না। ৩০শ শক্তির ( ডাই-লিউসনের ) নিম্নে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের প্রকৃত-তত্ত্বশক্তি বিকাসিত হয়না অনেকে তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। স্বর্ণাদির ন্যায় অশক্তীকৃত অঙ্গারও লোষ্ট্রবৎ; ইহার শক্তীকৃত এক গ্রেণমাত্রায় যে ফল ফলিবে স্থূল ভাবাপন্ন (ক্রুড crude) অঙ্গারের সহস্র সের দ্বারাও কদাচিৎ সেফল সম্ভাবিত হইবেনা। কারণ ঔষধের স্থূল পরমাণু সমূহের দ্বারা এতাদৃশ বিদ্যুৎগতিতে

‡ এতাদৃক আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অন্য একটি দৃষ্টান্ত :——

পাবনার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বহুদিনের সায়েটিকা নামক স্নায়ুর উৎকট যন্ত্রণাদায়ক রোগে চায়নিনাম্-সাল্ফের ৩য় ট্রিচুরেশন দ্বারা চারি পাঁচ মিনিট মধ্যে আশ্চর্য্য ফল দর্শন করি।

কার্য্য কখন হইতে পারেনা; যেহেতু স্থূল ঔষধ সকল সেবনান্তে পরিপাক হইয়া পরে রক্তস্থ হইবে এবং তৎপশ্চাৎ তথা হইতে পীড়ার মূলস্থানে কার্য্য করিয়া উপকার দেখাইবে, কিন্তু সে বহুসময়ের আবশ্যক। উপরোক্ত দৃষ্টান্তস্থলে ঔষধের স্থূল পরমাণুর কার্য্য বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায়না, উহা বৈদ্যুতিক শক্তিবৎ ঔষধের কোন শক্তির কার্য্য ইহাই এস্থলে স্বীকার্য্য। হোমিওপ্যাথির ঔষধ সমস্তের ডাইলিউসন ও ট্রিটুরেশন ইত্যাদি বিশেষ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দ্বারা এই শক্তি উদ্ভূত হয় তাহা বোধ হয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। ঔষধের এই বিদ্যুৎশক্তিবৎ শক্তিকে তত্ত্বশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঔষধের এই তত্ত্ব-শক্তি উক্ত ডাইলিউসন দ্বারা অধিকতর প্রখররূপে বিকাশিত হয় ইহাই কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত। বেলেডোনাকে শক্তীকৃত করিলে তাহাতে যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভূত হয় তাহাই প্রকৃত বেলেডোনাত্ব অর্থাৎ বেলেডোনার তত্ত্বশক্তি। এই তত্ত্বশক্তি রোগারোগ্যের প্রকৃত মূল। এইরূপ স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, একোনাইটের একোনাইটত্ব ইত্যাদি তত্ত্বশক্তি, ডাইলিউসন ও ট্রিটুরেশন আদি বিশেষ প্রস্তুত প্রণালী দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত তত্ত্বশক্তি প্রভাবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত একটীমাত্র ফোঁটায় এতদূর অদ্ভুত ও প্রত্যক্ষ আরোগ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ। উহা ঔষধের বিভাজিত অংশস্থ পরমাণু নিচয়ের কিম্বা কণাণুর কার্য্য নহে। এই কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা হেতুই লোকে ভাবিয়া অস্থির হয় যে, ঔষধের কণাণু বা ক্ষুদ্রতম অংশ কর্ত্তৃক কিপ্রকারে কোন ক্রিয়া সম্ভবে? আমরা এস্থলে পুনরায় বলিতেছি এ উদ্ভূত তত্ত্বশক্তিই রোগ আরোগ্য করে তজ্জন্যই এক ফোঁটায় এত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিতে পাই। ঔষধের যে ক্ষুদ্রতম কণাণু এক ফোঁটায় নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোগারোগ্যকারী নহে; ঐ এক ফোঁটায় যে উদ্ভূত তত্ত্বশক্তি-নিহিত আছে তাহাই রোগ আরোগ্যের প্রকৃত মূল; সেইজন্যই হোমিওপ্যাথির এক ফোঁটা ঔষধে এতাদৃশ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইক্ষণ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঔষধের পরমাণু যত ঔষধের তত্ত্বশক্তি তত; কিন্তু তাহা অনেক সময়েই ঠিক কথা নহে; কারণ অগ্নি একটী প্রত্যক্ষ শক্তি (উহা কোন পদার্থ নহে), অগ্নি কণিকামাত্র অঙ্গারে নিবদ্ধ থাকিলেও কণিকামাত্র স্থানে

উহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে; উহা লক্ষ লক্ষ গৃহ দগ্ধ করিতে পারে উহার কণিকামাত্র শক্তিও অসীম। শক্তিমাত্রেই যে কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা মানব এখন পর্যন্ত যাহা কিছু বুঝিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর শক্তি যে কত প্রকার আছে ও তাহারা যে কি কি প্রকারে উদ্ভূত হয় তাহার কণিকা পরিমাণও মানব জানিতে পারে নাই। লোকের বুদ্ধি যত নির্মল ও গবেষণা-পূর্ণ হইবে ততই তিনি শক্তি সমূহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

একোনাইট, আর্সেনিক, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, নক্স ভমিকা, ওপিয়াম, বেলেডোনা, হাইয়সায়েমাস, কুইনাইন ইত্যাদি বিষাক্ত অথবা তারুণবীর্য্য ঔষধ সকল ক্রুড্ (আদৎ বা স্থূল) অবস্থায় ক্ষুদ্রমাত্রায় সম লক্ষণ সূত্রে দুই চারিটীমাত্র পীড়া আরোগ্য করিতে পারে (১৮৯ ও ২৫১ পৃষ্ঠার রোগীর বৃত্তান্ত দেখ); কারণ ঐসমস্ত ঔষধে সাধারণভাবে **স্বভাবতঃ** কিঞ্চিৎ-পরিমাণে আরোগ্যকারিণী **তত্ত্বশক্তি** বর্তমান দেখা যায়, কিন্তু এই ক্রুড্ বা স্থূলাবস্থায় শক্তাকৃত অবস্থার ন্যায় তাহাদের বহুরোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা থাকেনা। এই সমস্ত প্রথর ক্রুড্ ঔষধ ডাইলিউসন আদি দ্বারা শক্তাকৃত হইলেই বহু রোগারোগ্যকারিণী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে প্রকৃত পলিক্রেষ্ট polycrest ঔষধ বলা যায়, চায়না, আর্সেনিক, নক্স-ভমিকা ইত্যাদি ঔষধ এই কথার প্রত্যক্ষ আদর্শ স্থল। অনেকে বলেন যে, ঔষধের উচ্চ ডাইলিউসনাদি দ্বারা অর্থাৎ উচ্চ তত্ত্বশক্তি ঔষধ দ্বারা আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীতে রোগের পুনরাক্রমণ (relapse) অতি কম দেখা যায়।

কোন ঔষধের স্থূলশক্তি সঞ্জাত উপসর্গ বা পীড়া অর্থাৎ কোন ক্রুড্ বা স্থূল ঔষধ সেবনে যদি কোন রোগ বা উপসর্গ জন্মে তবে সেই ঔষধের উচ্চ তত্ত্বশক্তি দ্বারা (উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা) সেইরোগ বা উপসর্গ আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ৫২৩ পৃষ্ঠায় দেখ যে, চায়নার ৩০শ ডাঃ দ্বারা ক্রুড্ কুইনাইনজনিত পেটের পীড়া ও জ্বর আরোগ্য হইল। সেইজন্য অনেকে তত্ত্বশক্তিকে স্থূলশক্তির য়্যান্টিডোট্ (antidote) বা প্রতিষেধকরূপে গণ্য করেন। আবার দেখ ৫৬৯ পৃষ্ঠায় রোগী-ন্যাট্রাম-মিউর অর্থাৎ লবণের ৩০শ ডাইলিউসন দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন; এই রোগী আজন্ম লবণ খাইয়া আসিতেছিল; জ্বরাবস্থায়ও বাল্য সহ প্রত্যহ লবণ খাইত, এইরূপ দেখ যে ক্রুড্ বা আদৎ লবণ প্রত্যহ খাইয়াও তাহার জ্বরের প্রতিরোধ বা আরোগ্য হইলনা; কিন্তু অবশেষে ৩০শ ডাইলিউ

আছে কিনা সন্দেহ; তবে বিষাক্ত ও প্রখর তেজোযুক্ত ঔষধ সমূহের অশক্তীকৃত অবস্থায় যে, কখন কখন কার্য্য হয় দেখিতে পাই; তাহার কারণ ২৬৶০ পৃষ্ঠার ২য় প্যারা দেখিলে জানিবে যে, কতকগুলি ঔষধে স্বতঃতত্ত্বশক্তি আছে

তত্ত্বশক্তি সম্বন্ধে পুনঃ সংক্ষিপ্ত সমালোচনাঃ——ইংরাজিতে যাহাকে Potency পোটেন্সি বলে তাহাই তত্ত্বশক্তি; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক ফোটায় যে তত্ত্বশক্তি নিহিত আছে সেই তত্ত্ব-শক্তিই প্রকৃত রোগারোগ্য করে; কিন্তু ঔষধের একফোটায় যে পরিমাণ স্থূল কণাণু রহিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর নগণ্য পদার্থ, তাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম হয়না। এই দুইটীমাত্র কথা স্মরণ রাখিবে, তাহা হইলেই হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারিবে যে, হোমিও-প্যাথিক ঔষধের এক ফোঁটা কেন এত ফলপ্রদ?—পুনরায বলিতেছি ইহা তত্ত্বশক্তিরই কার্য্য—ইহা কোন স্থূল কণাণুর কার্য্য নহে।

ইংরাজিতে ডাইলিউসন ( Dilution ) শব্দকে সর্ব্বদা Potency পোটেন্সি শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয; কিন্তু তাহা দ্বারা ভাব ও বিষয় ( fact ) ঠিক উলটা হইয়া যায়, যেহেতু "ডাইলিউসন" শব্দ দ্বারা দ্রব্যকে সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত করা অর্থাৎ দ্রব্যের স্থূলশক্তিকে খর্ব্ব করাই বুঝায়; তদ্দ্বারা Potencyর পোটেন্সির অর্থাৎ তত্ত্বশক্তির কিছুই বুঝায় না অতএব মূল কথা এইযে, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তির ভাব ঠিক রাখিতে হইলে "ডাইলিউসন" শব্দ আর ব্যবহার না করিয়া, পোটেন্সি বা তত্ত্বশক্তি শব্দই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; যথা "একোনাইট ৩" বুঝিতে হইলে তিন পোটেন্সির একো-নাইট, কিম্বা তিন তত্ত্বশক্তির একোনাইট, অথবা সংক্ষেপে তিন শক্তির একোনাইট এতাদৃশভাবে বুঝিবে। এই আর্টিকেলটী যখন মুদ্রিত হইতেছে এমন সময় প্রায় ঠিক এই ভাবের সমর্থক কথা ১৮৯০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের "নর্থওয়েষ্টারণ জার্ণাল অব হোমিওপ্যাথি" ( The North western Journal of Homœopathy) নামক আমেরিকা দেশস্থ কোন পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম যে, Dr Allen deprecated the word "*dilution*"; he thought better to speak of it as a *potency*; *we don't dilute a remedy, we potentize it* ডাক্তার এলেন নামক আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক "ডাইলিউসন" শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরি-বর্ত্তে পোটেন্সি ( তত্ত্বশক্তি ) শব্দের ব্যবহার নিতান্ত উপযুক্ত মনে করেন; এবং বলেন যে, আমরা ঔষধকে ডাইলিউট ( তরল বা বিভাগ ) করিনা, প্রকৃতপক্ষে উহাকে আমরা potentized বা শক্তীকৃত করিয়া থাকি।

**তত্ত্বশক্তি**——দুই প্রকারভাবে পাওয়া যায় ঃ—স্বতঃ ও কৃত। ২৮/০ পৃষ্ঠার ২ প্যারাতে দেখ যে, কতকগুলি তীক্ষ্ণ-বীর্য্য ঔষধে আপনি স্বভাবতঃ যে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্বশক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই স্বতঃ-তত্ত্বশক্তি বলা যায়। পোটেন্‌সিয়েসন্‌-ক্রিয়া (ডাইলিউসন ও ট্রিটরেশন আদি "ক্রম"-ক্রিয়া) দ্বারা ঔষধের যে তত্ত্বশক্তি উদ্ভাবিত হয় তাহাকে কৃত-তত্ত্বশক্তি বলে। এই কৃত তত্ত্বশক্তিকে কিপ্রকারে উদ্ভাবিত করা হয় তাহার সুবিস্তার বর্ণনা সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া নামক পুস্তক মধ্যেই দেখিতে পাইবে। স্বতস্তত্ত্বশক্তি হইতে কৃততত্ত্বশক্তিই রোগারোগ্য সম্বন্ধে অধিকতর বীর্য্যবতী। কৃততত্ত্বশক্তিই প্রকৃত তত্ত্বশক্তি; এই তত্ত্বশক্তিকে আমরা সকলে সংক্ষেপে বীর্য্যের মর্ম্মার্থ বোধকশব্দ শুধু "**শক্তি**" বলিয়াই উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব; যথা "আর্সেনিক ৩০" বলিতে ত্রিংশ শক্তির আর্সেনিক, "বেলেডোনা ২০০" বলিতে দুই শত শক্তির বেলেডোনা বলিব ইত্যাদি ইত্যাদি। (৩৲ পৃঃ দেখ)। অতএব প্রার্থনা এইযে, এই প্রকারে আমাদের বঙ্গের প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি-প্রিয় মহাশয়ের উচিত যে হীনার্থ বোধক "ডাইলিউসন" শব্দ আর ব্যবহার নাকরিয়া তৎপরিবর্ত্তে **শক্তি** শব্দই ব্যবহার করেন। ঔষধের এই তত্ত্বশক্তি প্রস্তুত-ক্রিয়া দ্বারা এক হইতে শত, সহস্র, লক্ষাধিক শক্তিতে বিকশিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বশক্তিকে সামান্য মনে করিওনা; এই **শক্তি** বিকশিত হইলে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে; আমার প্র্যাক্‌টিসের প্রথম ভাগে জেলা ঢাকা নিবাসী বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার, আমার পরমোপকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর যশোদা লাল বাবু আমাকে একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স দেন; ঐ বাক্স প্রায় এগার বৎসর যাবত তাঁহার নিকট অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল; তন্মধ্যে ত্রিংশ শক্তির সাল্‌ফারের গ্লবিউল গুলি গলিয়া মলিন অবস্থাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাবনা জজ কোর্টের উকিল বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যার নাসিকাগ্রে একটী দুষ্ট ক্ষত জন্মে, তজ্জন্য এলোপ্যাথি ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়া ছিল; কিছুতেই ঐ ক্ষত আরোগ্য হয়না; কিন্তু দ্বাদশ বর্ষেরও উর্দ্ধকালের ঐ ত্রিংশ শক্তির সাল্‌ফারের গলিত গ্লবিউল অর্দ্ধ মটর প্রমাণ একমাত্রা প্রদানেই ক্ষতের উপর একখানি কাল চটা বাঁধিয়া তিন দিন মধ্যে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত,

শর্করীকৃত ঔষধের শক্তি যে বহুকালস্থায়ী থাকে ও তাহা যে সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহাই বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে সন্দেহ নাই। মফঃস্বলের কুপ জলাদি যে সমস্ত অপরিষ্কৃত জলসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া যাদৃক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে, তাহাতে ইহার ঔষধের শক্তি যে অতি সহজে নষ্ট হইবার নহে তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

## ঔষধের শক্তি (ডাইলিউসন) মীমাংসার উপায়।

এতৎসম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা কিপ্রকারে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ১৫/০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। ডাইলিউসন সম্বন্ধে নব্য-চিকিৎসকদের অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়; সেই গোলযোগ নিবারণ জন্য প্রায় প্রত্যেক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাইলিউসন ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে; তাঁহারা প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ সময়ে এতদনুসারে কিম্বা একটী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধ গুলির কয়েকটী ডাইলিউসন সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন; পরে ক্রমেং দেখিতে পাইবেন যে, আপন অভিজ্ঞতানুসারে ডাইলিউসনের ব্যবহার ঠিক হইয়া আসিবে। সচরাচর তরুণ ব্যাধিতে লোয়ার বা নিম্ন শক্তি, পুরাতন ব্যাধিতে হাইয়ার বা উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যায়। প্রথমে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে এই নিয়মেই করিবে এবং অধিকাংশ স্থলে তাহাতেই ফল পাইবে, কিন্তু অনেক সময় লক্ষণ ঠিক ঐক্য হইলে কতকগুলি তরুণ ব্যাধিতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিয়াও উৎকৃষ্টফল পাওয়া যায়, তাহাতে কোন গোলযোগ বোধ করিওনা; তোমরা তরুণ ব্যাধিতে সাধারণতঃ নিম্ন শক্তিই ব্যবহার করিবে, তাহাতে রীতিমত ফল নাপাইলে শক্তির পরিবর্ত্তন করিতে পার। ঔষধের উচ্চ ও নিম্ন শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্র্যাকৃটিক্যাল উপদেশঃ—(১) যখন রোগীর লক্ষণেরসহ ঔষধের লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে তখন সেই ঔষধের উচ্চশক্তিই ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই আশ্চর্য্যজনক ও সন্তোষজনক ফল দর্শন করিবে। (২) কিন্তু যৎকালে কতকটা সদৃশ-ঔষধ ভিন্ন প্রকৃত-সদৃশ ঔষধ নির্ণয়ে অক্ষম হও তখন আদৎ বা মূল ঔষধের অল্প মাত্রা, বা মাদার টিংচারের দুই একফোঁটা কিম্বা ঔষধের নিম্ন বা মধ্যবর্ত্তী শক্তি ব্যবহার করিলেও অনেকটা ফল পাইবে। মাদার টিংচারাদি হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি; তৎপর ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত মধ্যম শক্তি; এবং ৩০শ শক্তির অধিক হইলে উচ্চশক্তি বলা যায়। শক্তি (ডাইলিউসন) সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় ১৫/০ ও ৮/০ পৃষ্ঠা দেখ।

রোগারোগ্যকারিণী তত্ত্বশক্তির রোগ উৎপাদিকা ক্ষমতাও আছে; কোন শক্তীকৃত ঔষধ বহুদিন সেবন করিলে সেই ঔষধের লক্ষণচয় শরীরে উদ্ভূত হইতে থাকে; সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্বশক্তিযুক্ত ঔষধের অর্থাৎ নানাপ্রকার ডাইলিউসনের ঔষধের প্রুভিং সুস্থ শরীরে করিতে পারিলে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতর ডাইলিউসন মীমাংসা হইতে পারে, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের-মত; কারণ, যে ঔষধের যত শক্তির (ডাইলিসনের বা পোটেন্সির) দ্বারা যে যে লক্ষণ জন্মিবে সেই সেই লক্ষণযুক্ত রোগে সেই ঔষধের সেই শক্তি দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব।

---

**ঔষধের মাত্রাদি**—বয়স্কদিগের জন্য টিংচার ও ডাইলিউসন সাধারণতঃ এক ফোটা, বটিকাণু ৮টী, বড় বটিকা দুইটি, চূর্ণ বা ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ মাত্রা। শিশুদিগের জন্য এই মাত্রার অর্দ্ধেক দিতে হয়। নিতান্ত অতি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে বড় বটিকা দিতে নাই, কারণ, তাহা গলায় বাধিতে পারে। রোগের উগ্রতার অল্পতানুসারে ঔষধ খাবার সময়ের ব্যবধান করিতে হয়। সাধারণতঃ ৩। ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়, রোগের পুরাতন কিম্বা আরোগ্য অবস্থায় দিবসে একবার কিম্বা দুইবার দিতে হয়। আবার নব ও আশু প্রাণনাশক ওলউঠা ইত্যাদি রোগে ১০। ১৫। ২০। ৩০ মিনিট অন্তরও ঔষধ প্রয়োগ করা যায় কোন২ স্থলে একমাত্রা ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। অধৈর্য্য হইয়া অতি পুনঃ পুনঃ ঔষধ (বিশেষতঃ উচ্চ শক্তির ঔষধ) ব্যবহার করিবেনা, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি বা রোগান্তর জন্মিতে পারে। মহাত্মা হানিমান ঔষধের প্রথম মাত্রার ফলাফল বিশেষ করিয়া দেখিতেন এবং আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতেন, তিনি বলেন, প্রথম মাত্রাজনিত উপকারের হ্রাস হইতে দেখিলেই দ্বিতীয় মাত্রা দিবে। স্ক্রফি-উলাদি ধাতুস্থ পীড়ানিচয়ের জন্য সপ্তাহে, মাসে কিম্বা তিন চারি মাসে একবার করিয়া ঔষধ দেওয়া যায়।

---

## পথ্যাদি।

ইহা অতি গুরুতর বিষয়। এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অসম্ভব কথা। সর্ব্বদা আমরা যেসমস্ত পথ্য ব্যবহার করি তাহাই এস্থলে অতি প্র্যাক্টিক্যাল ও আবশ্যকীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

তরুণজ্বরাদিতে ও তরুণ উদরাময় রোগে যেস্থলে অন্ন বা তাদৃশ পদার্থ আহার করা নিষেধ সেইস্থলে আরারুট, সাগু, বার্লী, ও মসুরের যুষ

অতি প্রশস্ত পথ্য। (১) আরারুট সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতম পথ্য; জলবৎ তরল করিয়া ইহা রন্ধন করিলে ওলাউঠার ন্যায় রোগীতে পানীয় ও পথ্য উভয় উদ্দেশ্যেই দেওয়া যায়; পেটের পীড়াসহ জ্বরে ও তরুণ উদরাময় রোগে আরারুট সুপথ্য। বাজারে বহুদিনের খোলা কৌটায় যে বার্লী বা আরারুট বিক্রেয়ার্থ থাকে তাহা অপকারক; উহা নূতন খোলা কৌটা হইতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শীতল জলে আরারুট মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত হয়। (২) সাগু সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।—(৩) বার্লী——শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ইহা সুসিদ্ধ করিবে; বার্লী সুসিদ্ধ না হইলে সহজে জীর্ণ হয়না ও তাহাতে অম্বল জন্মে; ইউরোপীয় অনেক রন্ধন-ব্যবস্থায় বার্লীকে পাঁচ মিনিট মাত্র ফুটাইতে বলিয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের পেটে সহ্য হয় না।——(৪) দেশীয় যব——প্রায় বার্লী তুল্য; ইহার কাথ আমাশয়, রক্তামাশয়, প্রমেহ ইত্যাদি রোগে প্রশস্ত। বার্লী, মসূর, দেশীয় যব ইহারা সাগু ও আরারুট হইতে অধিকতর সারবান পদার্থ; ইহাদের মধ্যে মাংস-নির্ম্মাপক পদার্থ চয় আছে। সাগু ও আরারুট কেবল ষ্টার্চ ( Starch ) নামক পদার্থ বিশেষ; ষ্টার্চ চিনির প্রায় সমতুল্য দ্রব্য—। (৫,৬) খই ও চিড়ার মণ্ড— বমনাদি উপসর্গ থাকিলে সুপথ্য; ইহারা প্রত্যেকেই দুই প্রকার হয়:—কাঁচা মণ্ড ও সিদ্ধ মণ্ড; শীতলজলে খই বা চিড়া ভালরূপ ভিজাইয়া রাখিয়া চটকাইয়া লইবে, পরে উহা ছাঁকিয়া লইলে কাঁচামণ্ড প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সুসিদ্ধ করিয়া সিদ্ধমণ্ড করা যায়।—(৭) মান মণ্ড—দুইভাগ মান চূর্ণ, তিনভাগ চাউলের গুঁড়াসহ ১৯ গুণ জলদিয়া সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহা শোথাধিকারে উৎকৃষ্ট পথ্য।—(৮) সুজী—ইহা জলদিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধসহ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও অর্শাদি রোগে নিতান্ত উপকার করে। অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বদিন কিম্বা যেস্থলে দুই বেলা ভাত নিষিদ্ধ সেস্থলে সুজী বা সুজীর রুটী দেওয়া যায়। পেটের পীড়া থাকিলে সুজী নিষিদ্ধ। চাউলের অন্ন ও বার্লী অপেক্ষা সুজী অধিকতর সারবান। আরারুট, সাগু, বার্লী ইত্যাদি রোগীর ইচ্ছা ও অবস্থানুসারে উপযুক্ত তরকারীর ঝোল বা মৎস্যের ঝোল,——কিম্বা কাগ্‌জি লেবুর রস ও কিঞ্চিৎ লবণ,—অথবা মিছরি এবং দুগ্ধ সহকারে খাওয়া যাইতে পারে।—(৯) দুগ্ধ—বলকারক

কিন্তু পেটের পীড়া থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। মাংস বা মৎস্যসহ বা তাহাদের প্রায় সমকালে দুগ্ধ আহার নিষিদ্ধ; কারণ উহা আয়ুর্ব্বেদমতে মিথ্যা ও দুষ্ট আহার মধ্যে গণ্য।—**(১০)গন্ধ ভাদালিয়া**—( Pæderia fœtida ) বা গাঁধাল নামক লতার ঝোল সামান্য আর্দ্রক(আদা), যমানী (যোয়ান) ও সৈন্ধব লবণসহ রন্ধন করিলে উহা তরুণ জ্বর, গাত্রবেদনা, ( অঙ্গগ্রহ ) বাত, সর্দ্দি, আমাশয় ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত উপকারী। গাঁধালের সংস্কৃত নাম প্রসারণী। —**(১১)মৎস্য**—যে সমস্ত মৎস্যে রক্তেরভাগ অধিক আছে ও তৈলের ভাগ অল্প এবং সহজে জীর্ণ হইতে পারে তাহারাই সুপথ্য; তন্মধ্যে রোহিত, মজ্‌গুর ( মাগুর ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য; তন্নিম্নে বাতাসী, খলিসা তিন-কাঁটা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য। নবজ্বরাদিতে ও পেটের পীড়ায় যদি মৎস্যের ঝোল খাইতে দেও তবে সাবধান ঐ মৎস্যের মাংস-ভাগ খাইতে দিবেনা, কারণ, তাহা অজীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে।—**(১২) মাংসের যূষ**—ইহা ছাগ, মেষ, কপোত, কুক্কুট, লাব বা তিত্তিরী প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। মাংস উত্তমরূপে কুট্টিত করিবে ও সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহাকে ১। ১½ ঘণ্টা কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে ও তৎপর ক্রমে অল্প অল্প অগ্ন্যুত্তাপে মাংস সিদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট যূষ নির্গত হইবে। ঐপ্রকারে শীতল জলে মাংস না ভিজাইয়া হঠাৎ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিলে তাহার এলবুমেন নামক সার পদার্থ জমিয়া যায়; তখন সমস্তদিন সিদ্ধ করিলেও আর ঐ পদার্থ দ্রব হইয়া বাহির হয়না। মাংসের যূষের তৈলভাগ পৃথক করা আর একটী প্রধান কর্ম্ম; তাহা না করিলে ঐ যূষে অজীর্ণ উৎপাদন করে। ঐ যূষকে ছাঁকিয়া শীতল করিলে তৈলভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন ডবল ফ্লানেল নামক বস্ত্রে পুনঃ ছাঁকিয়া লইলে তৈলভাগ কতকটা দূর হয়। ঐ মাংসের যূষে গোলমরিচ ও হরিদ্রাদি সামান্য মসল্লা মিশ্রিত করিয়া তেজপত্র পোঁড়নে সন্তারা দিলে সুস্বাদু হইতে পারে। অতি দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী রোগীতে মাংসের যূষ সুপথ্য ও বলকারক। সার্জ্জিকেল্‌কেসে ( Surgical cases এ ) অর্থাৎ যে রোগীতে অস্ত্র চিকিৎসাদি হইয়াছে তাহাতে মাংসের যূষ অতি সুপথ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি। উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা থাকিলে ও রক্তামাশয় রোগে মাংসের যূষ বিষতুল্য। মাংসের যূষের পরিবর্ত্তে আমরা প্রায়ই মসূরীর যূষ ব্যবহার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকি —

**(১৩) মসুর বা মসুরী ও মসুরের ডাইল**—ইহা বহুকাল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cicer lens সাই-

সার লেন্স বা Vicia lens ভাইসিয়ালেন্স। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া থাকে। সাগু, বার্লী, আরারুট অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সার পদার্থ আছে। ইহার ক্বাথ বা যূষ মাংসের যূষের সমতুল্য। বঙ্গের সেনিটারী কমিশনর সাহেব ১৮৯০ সনের এক রিপোর্টে ইহাকে মাংসের তুল্য সারবান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক জেলখানায় ইহার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার বার্চ সাহেবও কোন কোন রোগীকে ইহা খাইতে দেন। ——

আমরা নবজ্বরের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ইহার ক্বাথ ব্যবহার করিয়া থাকি। বিশেষতঃ রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল বা শীর্ণ হইয়া পড়িলে ও বিলক্ষণ শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে তখন মসূরীর যূষ অমৃত তুল্য। যেসমস্ত রোগী উৎকট অবিরাম কিম্বা রেমিটেণ্ট জ্বরাদিতে বহুদিন ভুগিয়া থাকে তাহাদিগকে আমরা মসূরীর যূষ দিয়া সত্তে যকৃৎ ফল পাই, মাংসের যূষ চর্ব্বি সংযুক্ত থাকা হেতু এতাদৃশ জ্বর দিতে উৎকৃষ্ট নহে, বরং তাহাদ্বারা পেট গরম হয় ও যকৃতের কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। পাটনাই মসূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

**মসূরের ক্বাথ বা যূষ**—অনেকে আস্ত অর্থাৎ খোসাযুক্ত আস্ত মসূর সিদ্ধ করিতে বলেন কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় মসূরের ডাইলই সিদ্ধ করিয়া থাকি। যথেষ্ট পরিমাণ জলে মসূরকে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিতে হয়; সিদ্ধ করিবারকালে ফেণা উঠিতে থাকে, হাতাদ্বারা পুনঃপুনঃ সেই সমস্ত ফেণা কাটিয়া ফেলিবে। মসূর সুসিদ্ধ হইলে আপনা হইতেই প্রায় গলিয়া যায়। এই সুসিদ্ধ মসূরী একখানা গর্ত্তপানা থালায় ঢালিয়া হস্তদ্বারা উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া লইতে হয়, ভালরূপ চট্‌কান হইলে জলীয়ভাগেরসহ মসূর মিশ্রিত হইয়া যায়; পরে উহাকে কোন বস্ত্র বা ন্যাক্‌ড়াতে করিয়া হস্তাঙ্গুলী দ্বারা আলোড়িত করিতে করিতে ছাকিয়া ক্বাথ ভাগ বাহির করিবে ও সিটির ভাগ ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে মসূরের যে যূষ বাহির হয় তাহা অতিসারবান ও লঘু পথ্য। ইহা মলকে গাঢ় করে। এই ক্বাথকে পাতলা করিয়া প্রস্তুত করিলে **মসূরের পাতলা ক্বাথ** বলে, ইহা অতিসার-সংযুক্ত জ্বরাদি রোগে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য; ইহাতে পেট ফাঁপিবারও ভয় নাই; ৮৪ অধ্যায় সুশ্রুতও বলিয়াছেন " * * * * ঋতে মুদ্গ মসূরাভ্যামন্যেত্বাধ্মান কারকঃ"।

(১) মসূরের ক্বাথ, বার্লীর ন্যায় কিঞ্চিৎ কাগ্‌জী লেবুর রস ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে; (২ অনেকে মিছুরি সহ মসূরের ক্বাথ খাইতে ভালবাসে। অথবা (৩) রোগীর ইচ্ছা হইলে এই ক্বাথে কিঞ্চিৎ হরিদ্রা, গোলমরিচ চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া কাট খোলায় (অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত না দিয়া) শুধু তেজপত্র পোড়নে সম্ভারা দিয়া নবজ্বরাদিতে খাইতে

দেওয়া যায়। পেটের পীড়া না থাকিলে এই তৃতীয় প্রকার ক্বাথেরসহ অনেকে খৈ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন। **সাগুদানার খিচুড়ী** —মোটা সাগুদানা গুটীকতক তেজপত্রসহ মসূরের ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়; ইহার মসলা ও সম্ভারাদি উপরোক্ত ৩য় প্রকার ক্বাথ সদৃশ দিবে।

**মসুর-জল**—একখানি ন্যাকড়ার মধ্যে মসূরের ডাইল বাঁধিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে ও সিদ্ধকালে সাবধানে ফেণাগুলি হাতাদিয়া পুনঃ পুনঃ কাটিয়া ফেলিবে। ঐ মসূর বাঁধা পোঁটলার ভিতর হইতে হরিদ্রা বর্ণের জল বাহির হইতে থাকিলে জানিবে যে, মসূর সুসিদ্ধ হইয়া মসূর-জল প্রস্তুত হইয়াছে; তখন উহা নামাইয়া ঐ মসূর-জলগুলি পাত্রান্তরে ছাঁকিয়া লইবে। এই মসূর জল বলরক্ষক, পাবক ও অতি লঘুপাক। একটি ওলাউঠা রোগীর হিক্কা বহু চেষ্টায় কোনমতে বারণ করিতে নাপারিয়া এই মসূর-জল ব্যবস্থা করিলাম তাহাতেই এই হিক্কা আশ্চর্য্য প্রকারে বারণ হইয়া গেল। মসূর-জলসহ আরারুট বন্ধন করিলে তাহা জ্বরাতিসারের অতি প্রশস্ত খাদ্য। এমনকি পেটফাঁপা থাকাসত্বেও এই খাদ্য জ্বরাতিসার রোগে আমরা ব্যবহার করিয়া সন্তোষদায়ক ফললাভ করিয়াছি। এই মসূর-জল সরু গ্লাস বা টীনের চোঙ্গে করিয়া বরফের মধ্যে রাখিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়।

(১৪) **মুগ বা মুগের যূষ**—মসূরের ক্বাথের ন্যায় ইহা কাঁচা মুগের ডাইল হইতে প্রস্তুত হয়। ভাজা মুগ আমকারক ও নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদির বিধবা যাঁহারা মসূর খাইতে পারেননা তাঁহাদিগের জন্যে ইহা দেওয়া যায়। অতিসার কি আমাশয় থাকিলে নিষিদ্ধ।

## নিস্তেজ ও বিকারাদি অবস্থার পথ্য ব্যবস্থা।

নানাবিধ ডিলিরিয়াম ও জ্বর-বিকারগ্রস্থ, লো টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত, নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বলরোগীদের প্রাণ ও বলরক্ষার্থে ঔষধ যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, পথ্যও তদ্রূপ। এতাদৃশ রোগীতে মসূরের যূষ অমৃত তুল্য পথ্য। আমরা কখন কখন মাংসের যূষও ব্যবহার করিয়া থাকি। এতাদৃশ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় বরাবর নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ অর্দ্ধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কিম্বা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক এক বার উক্ত মসূরের যূষ বা মাংসের যূষ (কখন বা বার্লী) খাবার নিয়ম করিয়া দিবে। প্রত্যেকবারে

অধিক পথ্য না দিয়া অবস্থানুসারে তিন চারি ঝিনুক † কিম্বা তাহার কিঞ্চিদধিক পরিমাণ পথ্য দেওয়া যায়। পথ্যাদি দিতে এমনভাবে সময়ের বন্দোবস্ত করিবে যাহাতে রোগী উপযুক্ত পরিমাণ কাল ঘুমাইতেও পারে। পথ্য করার সময় প্রত্যেকবারেই প্রথম ঝিনুকের পথ্য মধ্যে ১০। ১৫ ফোটা করিয়া ১ নং এক্মাদি উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে ঐ পথ্য অতি সহজে জীর্ণ ও সমীকৃত (Assimilated) হইয়া আশ্চর্য্যভাবে রোগীর বল ও প্রাণরক্ষা করে দেখিতে পাইবে। আদ্র্কাদি মসলা যে পরিপাক-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই ব্রাণ্ডিটুকুও সেই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়; যদি কখন ইহার ঔষধভাবে কোন গুণ থাকে তবে তাহা "সম লক্ষণ-সূত্রেরই" অধীন; কারণ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণ সেবনে "ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস" আদি যে লক্ষণচয় জন্মে সেই লক্ষণচয়ই এতাদৃশ রোগীদের লক্ষণের প্রায় সমতুল্য; সুতরাং এতদ্দ্বারা হোমিওপ্যাথির পক্ষ সাধন ভিন্ন কোন হানি হয়না। ইহার ১০। ১৫ ফোটায় কখনও মাদকতা বা উগ্রতা উৎপাদন করেনা। ডাক্তার লাড লাম আদি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এতাদৃশ স্থলে অর্দ্ধ ড্রাম হইতে দুই ড্রাম মাত্রায় ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাহা আমাদের শরীরে অতি উত্তেজক হইয়া পশ্চাৎ গুরুতর অবসাদন উৎপাদন করে: সেইজন্য সচরাচর আমরা ৫ হইতে ১০ ফোটা শিশুকে এবং ১০ হইতে ৩০ ফোটা বয়স্থকে উপরোক্ত লঘু পথ্যাদি সহকারে দিয়া থাকি এবং তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। ‡

☞ এতাদৃশভাবে পথ্য ব্যবহার করিয়া প্রায় জীবনাশা-শূন্য অনেক রোগীতে আমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছি; সেইজন্যই ইহা এস্থলে এত বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

**(১৫) চাউল**—তিন চারি বৎসরের পুরাতন সরুচাউলের অন্নই রোগীর জন্য সুপথ্য।

**(১৬) আইজিং গ্লাস**—একটি লঘুপথ্য; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বহুদর্শিতা নাই। **(১৭) বিস্কিট ও মুড়ী এবং খই**—বিলাতি বিস্কিট দুই একখানা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু না দিলেই ভাল হয়। কারণ, বিলাতি বিস্কিটের গাত্রে কিঞ্চিৎ চর্ব্বি থাকে;

† এই প্যারাতে কথিত রোগীকে ঝিনুক, চামচ বা ফিডিংকাপ নামক বাটি দিয়া পথ্য খাওয়াইলে বিশেষ সুবিধা।। ‡ কোন ২ রোগীর কোলাপ্স বা আসন্নাবস্থায় ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে কখন ২ আমরা ১ম শক্তির ক্লোরোফরম ৩। ৪। ফোটা মাত্রায় ব্যবহার করি।

বিস্‌কিট পুরাতন হইলে তাহাতে পোকা পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখিয়াছি ক্রয় করিবার বেলা উহার আর্দ্র বাক্স নূতন কি পুরাতন তাহা চিনিয়া লওয়া যায়। বিসকিট অধিক পরিমাণ খাইলে শিশুদের উৎকট পেটের পীড়া জন্মিয়া উঠে ইহা অনেকস্থলে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যেস্থানে বিস্‌কিট পথ্য দেওয়া যায় সেস্থলে ডাল ভাজা ও প্রস্ফুটিত মুড়ী বা খইও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। টাটকা মুড়ী বা খই ঐ বহুদিনের বিলাতি বিসকিট হইতে লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ। দেশীয় সুজীর বিসকিট অতি গুরুপাক। কোন উপসর্গাদি রহিত সাধারণ জ্বরে মুড়ী ও খই দেওয়া যাইতে পারে; অনেকে খইকে ক্রিমিকারক বলেন, পেটের পীড়া থাকিলে উহারা নিষিদ্ধ। (১৮) **পাঁউরুটি**—মফঃস্বলে দূরে থাকুক, কলিকাতা সহরেও বড় বড় কয়েকটী কারখানা ব্যতীত ভাল পাঁউরুটী প্রায় পাওয়া যায়না। পাঁউরুটী ভাল প্রস্তুত না হইলে উহাতে যে তাড়ি দেয় তাহার অম্লত্ব স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কোন কোন কারখানায় ইহাতে ফিটকারীও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ পাঁউরুটী সামান্য পিষ্টক হইতেও দুষ্ট খাদ্য। ইহাতে অম্বল জন্মে; এতাদৃশ পাঁউরুটি অনেক ছাত্রাদির অম্বলের পীড়ার অন্যতম কারণ। ভাল পাঁউরুটিও সদ্য খাইতে দেওয়া নিষেধ; কারণ তাহার অপকারী বাষ্পভাগ সদ্য সদ্য বাহির হইতে পারেনা তজ্জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পাঁউরুটি প্রশস্ত। ইহা খাওয়ার পূর্ব্বে ছুরিকা দ্বারা পাতলা২ করিয়া কাটিয়া টোষ্ট করিয়া অর্থাৎ অগ্ন্যুত্তাপে সেঁকিয়া লইলে তাহার অপকারী বাষ্পভাগ উড়িয়া যায়; তখন ইহা খাদ্যোপযুক্ত হইতে পারে। যে স্থলে সুজী দেওয়া যাইতে পারে,সেস্থলে ভাল পাঁউরুটী দুগ্ধ বা মৎস্যাদির ঝোলসহ দেওয়া যায়।

**সাগুর মুড়ী**——সাগুর ছোটদানা গুলি তাতান বালুকাতে [অগ্ন্যুত্তাপে] ভাজিয়া লইলে সুন্দর মুড়ী প্রস্তুত হয়। সাগুর বড়দানাতে ভাল মুড়ী হয়না; সাগুর মুড়ীর মধ্যে যে বালুকাকণা সকল বাধিয়া থাকে, তাহা বিশেষ করিয়া না ছাড়াইলে পেটের পীড়া জন্মিবার সম্ভব। মিছরির শিরাসহ সাগুর মুড়ীর ছোট ছোট মোয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই একটী বালকাদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।———বার্লি, এরারুট, সাগু দ্বারা বিস্‌কিটের ন্যায় ছোট ছোট রুটীও হয়; ইহার দুই চারি খান খাদ্য পরিবর্ত্তন জন্য জ্বরাদি রোগে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উদরাময় আদি থাকিলে উহা নিষিদ্ধ।

N. B. পথ্য এত নানাজাতীয় রহিয়াছে যে, কোন পথ্য কাহারও রুচি বিরুদ্ধ বা কোন জাতি বিশেষের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলে অনায়াসে পথ্যান্তর অবলম্বন করা যায়।

প্রথম খণ্ড

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান

অর্থাৎ

# লক্ষণানুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ও

## ঔষধের শক্তির (ডাইলিউসন) ব্যবহারগত মীমাংসা।

—o—

" লক্ষণংহি চিকিৎসা মুলং।"

জিহ্বা, নাড়ী, মল, মূত্র, কৃমি, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হিক্কা, ডিলিরিয়ম্‌, (প্রলাপাদি) সান্নিপাতিক বিকারের বহুবিধ লক্ষণ ও অন্যান্য নানাবিধ অতি ফলপ্রদ লক্ষণ যাহা আমরা অস্মদ্দেশীয় অসংখ্য রোগীতে সর্ব্বদা দেখিতে পাই ও যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অতি কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম হই, এই খণ্ডে তাহাই বিশেষ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল; ইহা দ্বারা যে কোন রোগের যে কোন অবস্থার চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে।

—o—

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল্‌. এম্‌. এস্‌

প্রণীত।

—o—

কলিকাতা

১০১ নং কালেজ ষ্ট্রীট্‌ হইতে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১২৯৭

চিকিৎসা-বিধান।

# ঔষধ নির্ব্বাচন প্রদর্শক

খণ্ড।

## প্রথম অধ্যায়।

জিহ্বা, লালা, স্বাদ ইত্যাদি

### জিহ্বা।

প্রত্যেক পীড়ার সঙ্গেই জিহ্বার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন জিহ্বার উপরিভাগের বর্ণগত এবং অবস্থাগত। ইহা সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের নিকট একটী গুরুতর বিষয়। এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি যে মতের চিকিৎসকই হউন না কেন, প্রত্যেক চিকিৎসকই জিহ্বার পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা শাস্ত্র এই জিহ্বার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ ফল লাভ করিতে পারুন বা না পারুন, হোমিওপ্যাথি মতে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতে ঔষধের পরিবর্ত্তন এত লক্ষিত হয় যে, যিনি এই জিহ্বা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। অতএব জিহ্বায় যে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকই বিশেষ অনুধাবন রাখিয়া কার্য্য করিবেন। অনেক সময় এমন হয় যে, শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ এত অস্পষ্ট থাকে যে, তৎসঙ্গে ঔষধ মিলাইয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তখন একমাত্র জিহ্বার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় কৃতকার্য্যতা লাভ করা গিয়াছে। নিম্নলিখিত রোগীদিগের অবস্থা পাঠ করিলে এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) গোপাল কুণ্ডু নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের বহুকালের প্রমেহ অর্থাৎ গণোরিয়া রোগের দরুণ ইউরিথ্রা (মূত্রনালী) সঙ্কোচিত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ক্যাথিটার দ্বারা তাহার প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। পেরিনিয়ম প্রদেশে ফোড়া হইয়া মূত্রনালী ফাটিয়া যায় এবং সেই স্থান দিয়া প্রস্রাব চুয়াইয়া পুরুষাঙ্গের চর্ম্মের নীচপর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং পুরুষাঙ্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ফুলিয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ ছুরিকাদ্বারা ফোড়াটী কাটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধময় পুঁজ ও তৎসঙ্গে প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়িল। পুরুষাঙ্গের স্থানে স্থানে চিরিয়া দেওয়া হইল। ১০৩, ১০৪, ডিগ্রী জ্বর রোগীর শরীরে সর্ব্বদা লাগা ছিল। হিপার-সালফ ইত্যাদি গুটীকয়েক ঔষধ প্রথমে দেওয়া হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফলই পাওয়া যায় না, পরে জিহ্বার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় পরিষ্কার মধ্যস্থলে সাদা সাদা এবং সর্ব্বমধ্যভাগে হরিদ্রা ও মেটেরঙ্গের ময়লা রহিয়াছে। জিহ্বার এই অবস্থার সঙ্গে ব্যাপ্‌টিসিয়ার জিহ্বার প্রায় ঐক্য হওয়াতে এই ঔষধের প্রথম ক্রম প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া গেল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে জ্বর কমিয়া আসিল, পুঁজের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া প্রকৃত সুস্থাবস্থার পুঁজে পরিণত হইল এবং রোগী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিল। ক্ষত স্থান সমস্ত শুকাইয়া উঠিল এবং কিছু দিন পরে প্রস্রাব স্বাভাবিক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মধ্যে কয়েক দিন ব্যাপটিসিয়া পরিত্যাগ করিয়া অন্য দুই একটী ঔষধ ব্যবহার আরম্ভ করা হয়, তাহাতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে পুনরায় ব্যাপ্‌টিসিয়া আরম্ভ করিয়া রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা পর্য্যন্ত কেবল ব্যাপ্‌টিসিয়াই চলিয়াছিল। এই রোগীর নিবাস জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি বড়াই গ্রাম থানার অধীন লক্ষ্মীকোল গ্রাম। ১২৯৭ সনের কার্ত্তিক মাসে এই ব্যক্তি আমার চিকিৎসাধীন হয়। এই প্রকার রোগী সার্জ্জিকেল ও মেডিকেল কেসের একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক জিহ্বার লক্ষণ দৃষ্টি না করিলে "ব্যাপ্‌টিসিয়া" নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। ব্যাপ্‌টিসিয়া না দিলে রোগীর জীবন রক্ষা পাইত কিনা তাহাও সন্দেহস্থল। যাঁহারা নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, কিম্বা

সাধারণ ভাবে কোন শিক্ষকের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ফিজিওলজী, প্যাথলজী ও ডায়েগ্নোসিস অর্থাৎ রোগ নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহারও যদি জিহ্বা স্পর্শ, নাড়ী ইত্যাদিতে প্রকাশিত মোটামুটী লক্ষণ সকল অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ এই সমস্ত লক্ষণই রোগ ও তাহার ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যের প্রধান সহায় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন বৃক্ষের ফল, পত্র ও ফুল ইত্যাদি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা যেমন বৃক্ষটীর পরিচয় জানা। অতি সহজ, মূলদ্বারা বৃক্ষের পরিচয় তত সহজ নহে। মহাত্মা হানিমানের প্রসাদে রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে এই সমস্ত লক্ষণ বৃক্ষের ফুল পত্রাদির ন্যায় ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ মনোনীত করিতে পারিলে তোমার রোগীর রোগ কোন্ ঔষধের অধিকারে তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে। এবং তৎ প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইবে সন্দেহ নাই।

(২) আমি সদর ষ্টেশন হইতে মফঃস্বল থাকাকালীন ইলাম নিকারী নামক আমার একটী জ্বর রোগী বিকার গ্রস্ত হইয়া পড়ে, আমার একটী ছাত্র ঐ রোগীর অন্য কোন লক্ষণ বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল মাত্র জিহ্বার অবস্থা উজ্জ্বল লালবর্ণ গোমাংস খণ্ডের ন্যায় দেখিয়া "হ্রাস্-টক্স" প্রয়োগ করেন, তাহাতেই রোগীর বিকার নষ্ট হইয়া ক্রমে জ্বর ত্যাগ পাইয়া সপ্তাহ মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। এই প্রকারে জিহ্বার লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ-ফল আরও অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে। জিহ্বার লক্ষণ যে একটী বিশেষ গুরুতর বিষয়, এবং তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অধ্যয়ন করা যে সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় সুচিকিৎসক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

---

## জিহ্বার বর্ণ ও অপরিস্কৃত অবস্থা।

ভাষা কথায় ইহাকে জিহ্বার ময়লা ও ইংরাজীতে "কোটিং" বলে। সাদা ময়লা পড়িলে "হোয়াইট কোটিং" এবং হরিদ্রাভ ময়লা পড়িলে হরিদ্রাভ "কোটীং" বলিয়া থাকে।

১। সাদা কোটীং— এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়ঃ— * ইস্কিউলাস-হি, এলুমিনা, য়্যাম্মোমিস্-নোবেলিস্, এন্টিমনিয়াম্-অক্সাইডাম্, * এণ্ট-টার্ট, * এণ্টি ক্রুড,আর্ণি,য়্যাট্রোপি, বেল্,বিসমাথ্, বগুন্,ব্রাই,ক্যাক্টা, ক্যাল্-কা, কলোফাই, সাইমেক্স, ক্লিমেটীস, কর্ণাস-সার্সি, কুপ্রা, ডায়োস্কোরিয়া, ইউপেটো-পার, ফ্যাগোপাইরাম্, ফেরাম্, ফ্র্যাঙ্গেনুস-বাগ, গেটীজ-বাগ, গ্লোনইন, গ্র্যানেটাম, হেমামেলিস, হিপোমেনিস, ইণ্ডিয়াম্-মেটা, জুগুল্যান্স-সাইনি রিয়া, কেলি-আর্সেনিকোসাম্, ল্যাক্টিক্-এসিড্, লরো-সিরেসাস্, মেনিস্পার্মাম্, মার্ক, মেজি, ম্লাইবিকা, ন্যাজা, ন্যাট্রাম-কার্ব, ন্যাট্রাম-ফস্, নক্স-ভ, অগ্জ্যালিক-এসিড, প্যারিস-কোয়াড্রি, প্লাম্বাম্, ফস-এসি, ফস্, ফাইজোষ্টিগ্মা, ফাইটো, প্ল্যাণ্টেগো, পডো, পলিপোরাস-পাইনি, * সোরিনাম,টিলিয়া-ট্রিফোলিয়েটা,পাল্স, র‍্যানানকুলাস্-বাল্বোসাস্ র‍্যাফেনাস, রাস্-গ্ল্যাব্রা, রুমেক্স-এসিটোসা, স্যাবাডিলা, সেঙ্গুইনেরিয়া, সেনিগা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ষ্ট্রীক্নাম্, সাল্কার, সাল্ফ-এসি, ট্যানাসিটাম্, ট্যারাক্সেকাম্, টিব্লিস্, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্ক-মেটা।

জিহ্বার সাদা-কোটীং জন্য জার্ সাহেব— ব্রাই, কার-ভ, ক্রোকা, ক্রোটন, সাইক্লা, ডিজি, গ্র্যাফা, নক্স ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, সাল্ফ-এসি, এই কয়েকটী ঔষধও উল্লেখ করেন।

(ক) এরারুটের ন্যায় সাদা-কোটিং— সাল্ফ-এসি।

(খ) ম্যাখনের ন্যায় সাদা-কোটিং— আর্স ২ুপ্রা।

(গ) দুধের ন্যায় সাদা— মেনিস্পার্মাম, * এণ্টি-ক্রুড।

(ঘ) মণ্ডের ন্যায় সাদা— * এণ্টি-টার্ট।

(ঙ) ভস্মের ন্যায় সাদা— এণ্টি-টার্ট, এট্রো, চেলিডো, মার্ক-সায়েনেটাস্, ফস্ফরাস্।

জিহ্বার সাদা-কোটীং সম্বন্ধে ঔষধ সমূহের বিশেষ লক্ষণ। }ঃ————

**একোনাইট**— জিহ্বা শুষ্ক। জ্বালাযুক্ত, এবং খোঁচালাগার ন্যায় বোধ

**এনাকার্ডিয়াম**— জিহ্বা কর্কশ, ভারী, পুরু, কথা বলিতে পর্য্যন্ত অক্ষম।

এন্টীক্রুড্— জিহ্বা পুরু সাদাকেদাবৃত, অত্যন্ত লালাযুক্ত।

এপিস— শুষ্ক, প্রদাহযুক্ত, স্ফীত। কোন বস্তু গলাধঃকরণে অক্ষম।

আর্ণিকা— শুষ্ক। চিড়িক মারা বেদনা। এবং থেঁত্‌লে যাওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ। সাদা কোটীং ও তৎসঙ্গে ক্ষুধা ও মুখের স্বাদ ভাল।

বোরাক্স— য়্যাপ্‌থি নামক মুখের ক্ষত অর্থাৎ ভারীঘা।

ব্রাইওনিয়া— পুরু, শুষ্ক, অথবা রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ও তৎসঙ্গে মধ্যস্থল সাদা।

ক্যাল্-কার্ব— জিহ্বা সাদা এবং যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। শুষ্ক, ছন্‌ছনে যেন ক্ষতযুক্ত এই প্রকার রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর বোধ।

কার্ব-ভেজি— ক্ষতের ন্যায় বেদনা যুক্ত। জিহ্বা নাড়িতে চাড়িতে কষ্টবোধ।

চায়না— ময়লাযুক্ত। রুক্ষ। জ্বালাযুক্ত যেন জিহ্বার উপর গোল-মিরচ চিবাইয়া রাখা হইয়াছে।

চায়নানাম-সাল্‌ফ— সাদা মিউকাসে আবৃত এবং পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ।

সিকুটা— বেদনা ও দাহযুক্ত ক্ষত অথবা পার্শ্বদ্বয় স্ফীত।

কলচিকাম্— শুষ্ক, ভারী, শক্ত ভাবাপন্ন। স্পর্শবোধ শূন্য।

কলোসিন্থ— জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত; এরূপ বোধ হয় যেন গরম জলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে

ক্রোকাস্— জিহ্বার প্যাপিলীগুলী পরিবর্দ্ধিত।

ডিজিটেলিস— স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও ক্ষত।

হেলেবোরাস্— শুষ্ক, স্ফীত, ফোস্কার ন্যায় এবং অগ্রভাগে গোটা গোটার ন্যায়, স্পর্শ করিতে লাগে, ঝি ঝি ধরার ন্যায় ও স্পর্শ বোধ শূন্য।

হাইড্রোসিয়েনিক-এসিড্— জিহ্বা সাদা কোটীং যুক্ত, পরে কাল এবং নিতান্ত অপরিষ্কার হয়, শীতল, অসাড়, শক্ত এবং অগ্রভাগ জ্বালাযুক্ত।

হাইপারিকাম্— অত্যন্ত ময়লাযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া— জিহ্বা সজল। নাড়িতে চাড়িতে ইহাতে কামড় লাগে।

কেলি-মিউর— কেবল মাত্র মধ্যস্থল সাদা। বোলতার কামড়ের ন্যায় জ্বালা অথবা গুঁটী

কোবাল্ট— মধ্যস্থল পাসাপাসী (পাথাশিয়া) ভাবে ফাটা।

ম্যাগ্নে-মিউ — আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালাবোধ।

মার্ক-কর— শুষ্ক, লোহিত, সঙ্কোচিত, স্ফীত ও শক্ত। প্যাপিলী-গুলি এত উচ্চ হয় যেন এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের ন্যায় দেখা যায়।

নক্স-ম — শুষ্ক এবং অসাড়। জিহ্বা সাদা ও তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত।

নক্স ভ— জিহ্বা ভারী এবং পার্শ্বদ্বয় ফাটাফাটা।

ওলিয়েণ্ডার— জিহ্বা সাদা মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। প্যাপীলি শুষ্ক এবং উচ্চ।

প্লাম্বাম্ মেট। — জিহ্বা সাদা মিউকাস এবং তৎসঙ্গে মুখ আঠা-যুক্ত। জিহ্বা সাধারণতঃ সজল পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ গোলাপী বর্ণ বিশিষ্ট। উপবিভাগ পাতলা সাদা কখন কখন মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্দিক হরিদ্রাভ। কখন কখন জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে।

ফস্ফরাস— জিহ্বায় সাদা মিউকাস ও তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত রাত্রিতে সাদা কোটীংযুক্ত জিহ্বা ও তাহাতে জ্বালা কখন কখন মধ্যভাগ [illegible] অগ্রভাগ শুষ্ক এবং ছাল্ বিদ্ধের ন্যায় বোধ।

পডোফাইলাম্— শুষ্ক এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার।

[illegible]— শুষ্ক, গরম জলে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ।

[illegible]— আঠাযুক্ত মিউকাস। [illegible] মধ্যভাগ যেন দগ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ।

রুমেক্স — সম্মুখভাগ উষ্ণ এবং অগ্রভাগ

সার্সা পেরিলা— ভারী যাতনা জিহ্বা

সালফার— অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লোহিত

স্যাকেনাস— অত্যন্ত পুরু, সাদা অপরিষ্কার অবস্থা।

স্যাবাইনা— সাদাকোটীং যুক্ত জিহ্বা তাহাতে ঈষৎ কটাবর্ণ

স্যাবাডিলা— সাদাকোটীং যুক্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ ঈষৎ নীলাভ দৃষ্ট হয়।

জিঙ্ক মেট।— সাদাকোটীং যুক্ত জিহ্বা, পাদ শূন্য, প্রান্তে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়।

নাইট্রি-এসি—প্রাতে জিহ্বা শুষ্ক ও সাদা।

লরোসি—জিহ্বা সাদা মিউকাসে আবৃত। পাকস্থলী শূন্যবোধ। মুখে কোন প্রকার স্বাদ বুঝিতে পারে না। জিহ্বা সাদা ও শুষ্ক।

ক্যাস্থা—জিহ্বার অগ্রভাগ সাদা। মুখ তিক্ত। আহারে অনিচ্ছা।

বিস্নাথ্—জিহ্বা সন্ধ্যার সময় সাদাকোটীং যুক্ত, কিন্তু সে সময়ে শরীরে তাপ থাকে না বা জল তৃষ্ণা পায় না।

এন্টি-টার্ট—জিহ্বা সজল, পরিষ্কার এবং সাদাকোটীং যুক্ত।

ট্যারাকসেকাম্—সাদাকোটীং যুক্ত জিহ্বা। স্থানে স্থানে যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে, তাহাকে ঘোর বর্ণ মলা ও কিছু কিছু বেদনা যুক্ত অবস্থা।

১। হরিদ্রাবর্ণ কোটীং—একোনাইটাম-ফেরোক্স, * ইস্কিউ-হি, এলকোহল, এমোনিমেকাম, বেল্, সিড্রন, চেলিডো, * চায়না, চায়না-সালফ, ককিউ, কর্ণাস-সারসি, ডিজি, ডায়োস্কো, ফেরা, জেল্‌স, গেটিজ বাগ্, গুয়েবিয়া, হাইড্রাষ্টি, হাইপারি, ভুগ্ব্যাজ, সাইলি, কেলি-আর্স, ল্যাকৃটি-এসি লিপিমি, ম্যাগ্নো, মেনিস্পার্মাম্, [illegible] ন্যাজা, ন্যাটাম্-আর্স, নাইট্রি-এসি ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, [illegible] ফাইটো, পলিগোনাম্, * পলিপো-অফি, হ্রাস-টক্স, * [illegible] সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, সাম্বাল্ ভিরাট্-ভি, জিঙ্ক-মেটা, [illegible]

৩। ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণের কোটীং—(১) [illegible] বেল্ ক্যাক্টা, ককিউ, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক-প্রোটো-আইয়ড, প্লাম্বাম্, সাইলি, * সিকেলী, স্পঞ্জি, সাল্ফার, (২) ইস্কিউ, এটোন্সি, এলকোহল, কল্চি, কণ্ডুরাঙ্গো, কুপ্রা, ডোলিকোরা, মার্ক-আইয়ড-ফ্লেভা, মাইগেলি, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, * প্লাম্বা, ফস্, পলিপোরাস্-অফি স্যাবাই, টিলিয়া, সিকেলী, সোলেনাম্-টিউবারোসাম্, সাম্বাল্, ট্যারেন্টুলা, ওয়ায়েস্-বেডেন্, ** ব্যাপটি।

৪। কালবর্ণের কোটীং—(১) আর্স, চায়না, ইল্যাপ্স, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, সিকে, ভিরাট্-এল্ব, (২) মার্ক-কর, মার্ক-সল্, ফস্।

৫। নীলাভ কোটীং—(১) আর্স, ডিজি, মিউর-এসি, র‍্যাফে-নটার্টার-এমিটীক, থুজা।

৬। জিহ্বার স্থানে স্থানে কোটিং আছে এবং কোন স্থানে নাই—ল্যাকে, মার্ক-সায়েনেটাস, ন্যাটা-মি, নাইট্রি-এসি, ট্যারাক্সেকাম্।

৭। লালবর্ণ-জিহ্বা—(১) আর্জেণ্টা-নাই, য়্যাবাম, বেল্, ক্যামো, ইল্যাপ্‌স, হাইয়স্, কেলি-বাই, ল্যাকে, মরফিয়া, নক্স ভ", প্যালাডি, ফাইটো, * হ্রাস-টক্স, ভিবার্ট এল্‌ব, (২) একোন, এগার, ক্যাম্ফ, এলোজ, এমোনি-কার্ব, এন্টি-টার্ট, * আর্স, বেল্, কলোসি, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্‌স, ইউপেটো, ফ্যাগোপাইরাম, জেলস, হেলেবোরাস, কেলি-কার্ব কেলি-নাইট্রি, কেলিঅক্‌সাইডম্, ল্যাক্‌টি এসি, লোবিলিয়া, মার্ক, মার্ক-সল, মেজি, মস্কা, ন্যাট্রাম-আর্স, ন্যাট্রা-মি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফসফরাস, পাল্‌স, * হ্রাস-ভেনিনেটা, রুটা, স্যাণ্টোনিন, সাল্‌ফার, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকাম্, থিয়া, ভিরাট্, জিঙ্ক-মেটা, জিঞ্জিয়া।

৮। হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা (১) এগার, এলোজ, আর্স-হাইড্রোজিনিয়েটাম্ ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেল, চায়না, কলোসি, কুপ্রা এসি, জেল্‌স, হাইড্রাষ্টি, হাইয়স, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বাম্, ফস, * পডোফাইলাম, ট্যাবেকাম্, থুজা, জিঙ্ক-মেটা। (২) ক্যামো, হাইপারপার্কা, ইপিকা, নোবি, পালস, স্যাবাডি, ভিরাট-ভি।

(ক) ঈষৎ কটাভ-হরিদ্রাবর্ণ— ফস্, বার্বেরিস।

(খ) ঈষৎ-শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণ— আর্স, কেলি-বাই।

৯। * কালবর্ণ জিহ্বা— আর্স, ব্যারাইটা-এসিটা, বাফো, ইল্যাপ্‌স, লোলিয়াম্, মার্ক-ডাল্‌সিস্, * ওপি, প্লাম্বাম্, * ফস, সিকেলী ষ্ট্র্যামো, ভাইপেরা।

(ক) কটাভ-কালবর্ণ জিহ্বা— ফস্, ভাইপেরা।

১০। কটাবর্ণ-জিহ্বা— এট্রোপি, বেঞ্জোইনাম্, ক্রোটেলাস-হরিডাস, কুপ্রা-এসি, ইলাটে, হাইয়স, আইয়ড্, কেলি-টার্ট, ওপিয়াম, অক্‌জ্যালি-এসি, * ফস্, সিকে, ট্যাক্‌সাস।

জিহ্বার অন্যান্য অবস্থা।

১১। শুষ্কজিহ্বা— একোন, এসিডাম-এসিটি, ইথুজা, এগার-মাস্ক,

এপিস, এলোজ, এমিগ্‌ডেলা-এমারা, * আর্জেণ্ট-নাই, ** আর্স, এট্রোপি, *ব্যাপ্‌টী, * ব্রাই, ব্যারাই-কার্ব, ব্যারাই-মিউ, * বেল, বেঞ্জিনাম্‌, ব্রোমিয়াম, ক্যাক্‌টা, ক্যাল্‌-ফস, ক্যাম্ফ, ক্যাম্থা, * ক্যামো, সিষ্টাস, কোরাল, ডায়োষ্ক, *ডাল্‌কেমারা, ফেরা-মেটা, জেলস, জিন্‌সেঙ্গ, গুয়ারি, হাইড্রোসি-এসি, হাইয়স, আইওড, জ্যাট্রোফা, জুগল্যান্স-সাইনিরিয়া, ক্যালমিয়া, ** কেলি-ব্রাই, কেলি-টার্ট, লরোসি, ম্যান্‌সিনেলা, মিউর-এসি, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি নক্স-ম, ওপি, অক্‌জ্যালি এসি, প্ল্যাণ্টেগো, * ফস্‌, প্লাম্বাম, পালস, রিসিনাস্‌, পডো, ** হ্লাস, রুমেক্স ক্রিস্‌পাস্‌, ষ্ট্যাফি, সালফ-আইয়ড, সালফা, সিকেলী, ট্যাবেকাম, ট্যারেক্সাকা, টার্টার-এসি, থুজা, * ভিরাট জিঙ্কাম, জিজিয়া, জ্যান্থোক্‌জিলাম।

∴ জ্বরাদি যে কোন রোগে রোগীর জিহ্বা শুষ্ক দেখা যায় তাহা ভাল অবস্থা নহে। শুষ্ক জিহ্বা সংকট জনক অবস্থা জ্ঞাপক। এই অবস্থা দেখিলে সুচিকিৎসক অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিতে থাকিবেন।

১২। শীতল জিহ্বা— এসিটিক-এসিড, একোন, * এগার-ফেস্কো, এমোনি-কার্ব, আর্স, ব্যারাইটা-এসি, ক্যাল-কার্ব, ** কার্ব-ভ, * ক্যাম্ফ, কার্বনিযাম-সালফ, কলচি, * কুপ্রাম-আর্স, * কুপ্রাম-সালফ, * [illegible] গুয়ারিয়া, কেলি-ক্লোরিকাম, ক্রিযেজো, মার্ক, ন্যাজা, ওপি, * সিকেলী অগ্‌জ্যালিক-এসি, * ভিরাট।

১৩। জিহ্বা ফাটা ফাটা—এলকোহল, * আর্স, য়্যারাম-ট্রি কো, বেল, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভেজি, কুপ্রা-এসি, * কেলি-বাই, মার্ক, কেলি-আইয়ড, মার্ক-সল, ন্যাটাম-আর্স, প্লাম্বাম, ফস, হ্লাস, * স্পাইজি, সালফা।

(ক) „ অগ্রভাগে ফাটা ফাটা— * ল্যাকে।

১৪। স্কার্লেট্‌ অর্থাৎ আরক্ত জ্বরের সময় জিহ্বা ফাটিলে— এইল্যান্থাস্‌।

১৫। উষ্ণজিহ্বা —একোন, এমোনি-কার্ব, এপিস, আর্স, ক্রোটন-টি, মার্ক-কর, ফাইটো, পালস, ষ্ট্রিকনিয়া।

১৬। জিহ্বাভারি— এনাকা, বেল, কার্ব-ভেজি, কলচি, গুয়ারিয়া

হাইয়স, * লাইকো * মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বাম, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো।

১৭। কথা কহিবার সময় জিহ্বা ভারি— নক্স-ভ।

১৮। জিহ্বা অত্যন্ত বড় বোধ হয়— একোন, আর্স, কলচি, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-নাইট্রাস, গ্লোনইন, হাইড্রাষ্টিস, * কেলি-বাই, কেলি-আইয়ড, * মার্ক-কর, ল্যাকটিক-এসি, ন্যাট্রা-আর্স, অগজ্যালিক্-এসি, ফস, প্লাম্বাম, সিপি।

২৯। জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া থাকে— (১) এবিসিন্থ, একোন, বেল, সিনা, ক্রোটেলাস, * ককিউ (ধনুষ্টঙ্কার রোগে) হাইড্রোসি-এসি, হাইযস, লাইকো, * মার্ক-কর, মার্ক-নাইট্রাস, মার্ক-প্রিসিপিটেটাস্-রুবাব, নক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বাম, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকাম, ভাইপেরা।

২০। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম— ব্রোমিয়াম, ডালকেমারা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ।

২১। জিহ্বার কম্পিত অবস্থা— এবিসিন্থ, এল্কোহল, এলোজ, * বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কুপ্রাম্-আর্স, হেলে, হাইয়স, লোলিয়াম্, মার্ক, ওপি, প্লাম্বাম, সিকে, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, ট্যাবেকাম, ট্যারাক্সেকাম, ভাইপেরা।

২২। জিহ্বা যখন বহির্গত হয় তখন কাঁপে— মার্কুরিয়স।

জিহ্বা সম্বন্ধে ডাঃ এলেন, বেল, হেরিং প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দিগের বিশেষ বহুদর্শিতার ফল। }:——

২৩। জিহ্বাগ্রে জ্বালা বোধ— কার্ব-এনি।

২৪। জিহ্বার অগ্রে জ্বালা আহার করিলে উপশম বোধ— কার্ব-এনি।

(ক) জিহ্বাতে জ্বালা— কলোসি, গামি-গা।

২৫। জিহ্বাগ্র ঈষৎ নীলবর্ণ ও ক্ষতযুক্ত— স্যাবাডি।

২৬। শুষ্ক— ব্রাস, থুজা।

২৭। জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিলে ক্ষত স্থানেরন্যায় বেদনা বোধ — ** থুজা।

২৮। " রক্তবর্ণ— আর্স, হ্রাস, ভিবার্ট।

২৯। " রক্তবর্ণ এবং মধ্যভাগে মেটে রং— ল্যাকে।

৩০। " শুষ্ক, ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ— **হ্রাস।

৩১। " ক্ষতযুক্ত—*ইস্কিউ, **থুজা, কেলি-কার্ব, স্যাবাডি।

৩২। " " যেন অসংখ্য ফোস্কা উঠিযাছে— স্যাবাডি।

৩৩। জিহ্বাগ্রে বেদনা যেন ঘা হইযাছে—ইস্কিউ কেলি-কাব।

৩৪। জিহ্বাগ্র ক্ষত ও বেদনাযুক্ত— হিপা থুজা।

৩৫। " " এবং পার্শ্ব লাল— **ভিবার্ট, সিকেলী।

৩৬। জিহ্বা তালুতে লাগিযা থাকে— **নক্স-ম।

৩৭। " হইতে রক্তস্রাব— কুরারী

৩৮। " নীলাভ— ** আস, কার্ব ভ।

৩৯। " প্রশস্ত এবং পার্শ্বে খাজ কাটা— কেলি-বাই ** মার্ক, পডো, হ্রাস।

৪০। " প্রশস্ত ও লক্‌লকে—ক্যাম্ফ, চাযনা সা.

৪১। " • অত্যন্ত প্রশস্ত— পালস।

৪২। জিহ্বার অগ্র হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে— সোবি।

৪৩। জিহ্বা পরিষ্কার— * এলুমি, ক্যাক্টা, কষ্টি ** সিনা, ডিজি, জেলস, ড্রসি, ফস্, হাইয়স, ইল্যাপস, ইগ্নে, * ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, * হ্রাস, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সার্স।

৪৪। " পরিস্কার, অগ্রভাগ শুষ্ক ও লালবর্ণ—সিকেলী-ক।

৪৫। " পরিস্কার বামদিকে, দক্ষিণদিকে অপরিষ্কৃত —লোবিলিয়া, হ্রাস।

৪৬। " পরিষ্কৃত ও শুষ্ক— লাইকো।

৪৭। " " পুরাতন পীড়ায়— এপিস

৪৮। জিহ্বা কখনই পরিষ্কৃত নহে— ** আর্ণি।

৪৯। ,, অপরিষ্কৃত, কালবর্ণ, শুষ্ক কর্দ্দমের ন্যায়— আর্স, হিপার, ল্যাকে, মার্ক-ভ।

৫০। ,, ,, মেটে রং— আর্স, হাইযস, ব্রাই, কেলি-বা, হ্রাস, লাইকো, সালফা, সাইলি, ইলাটে।

৫১। ,, ,, কেবল মাঝে মাঝে একটী মেটে রঙ্গের দাগ— আর্ণি, ব্যাপ্‌টি, ইউপেটো--পারপু, আইয়ড্।

৫২। ,, ,, মেটে রঙ্গের আভাযুক্ত শ্বেত— সেরা।

৫৩। ,, মাঝে অপরিষ্কৃত— হ্যাবাডি, সিকে।

৫৪। ,, অপরিষ্কৃত সাদা কোটিং যুক্ত— * একোন, ইস্কিউ, * এণ্টি-ক্রু, এগার, এনাকা, ব্যাবাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ব্রাই, * বিস্‌মাথ্, চায়না-সাল্‌ফ, সিঙ্কোনা, ককিউ, সাইক্ল্যা, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, * ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, কেলি-কার্ব, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, প্ল্যাণ্টেগো, পডো, পলিগো, সোবি, * পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ভিরাট। (২) ক্যামো, চেলি, চায়না, কলোসি, জেলস, আইরিস-ভ, কেলি-না, ক্রিযেজো, লবো, মার্ক-ভ মেজি, নক্‌স-ভ, ফস, র‍্যাফে, সিকে, জিঙ্ক।

৫৫। ,, অপরিষ্কৃত, সাদা, পাশে শুষ্ক— ককিউলাস।

৫৬। ,, ,, সাদা পুরু ও থক্‌থকে দুগ্ধের ন্যায়— ** এণ্টিক্রুড্।

৫৭। ,, ,, ,, অথবা পীতাভ মেটে— ভিরাট্।

৫৮। ,, সাদা পুরু— ** মেজি, পডো।

৫৯। ,, সাদা সাদা সরের ন্যায় পদার্থে আবৃত— এণ্টি-টার্ট, সিঙ্কো, পডো।

৬০। ,, সাদা ময়লায় আবৃত— আর্ণি, সিঙ্কো, পডো।

৬১। ,, সাদা কোটিং মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার লাল লাল দাগ— হিপোমে, ট্যারাক্‌সে।

৬২। ,, পীতবর্ণ ময়লা আবৃত— ওপি।

৬৩। ,, ,, শক্ত মিউকাসে আবৃত— ক্যাস্থ।

৬৪। জিহ্বা সাদা, পালকের ন্যায়— **কল্‌চি।

৬৫। ,, ,, ,, অপরিষ্কৃত দিবসে, সন্ধ্যার সময় লাল ও পরিষ্কৃত হয়— ** সাল্‌ফা।

৬৬। ,, অপরিষ্কৃত সাদা অথবা পীতবর্ণ— ইস্কিউ, আর্ণি, * নাইট্রি-এসি, * সালফ, নক্স-ভ, সোরি, পালস।

৬৭। ,, ,, সাদা মধ্যস্থলে, পাশে কাল কাল রেখা — পিট্রো।

৬৮। ,, ,, সাদা দুইপার্শ্বে, লাল মধ্যভাগে—কষ্টি, ক্যামো।

৬৯। ,, অপরিষ্কৃত সাদা §এ, এম্ সময় মধ্যে অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—ম্যাগ্নে-মি।

৭০। ,, ,, ,, পার্শ্বে, মেটেবর্ণ মধ্যভাগে— আইয়ড, ফস।

৭১। ,, ,, ,, মধ্যভাগে, পার্শ্ব লাল— ব্যাপ্‌টী, বেল, জেলস

৭২। ,, ,, ,, অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল— সালফা।

৭৩। ,, ,, ,, অথবা কটাবর্ণ, পার্শ্ব লাল, মধ্য-ভাগ কাল — ফস্

৭৪। " ,, ,, অথবা হরিদ্রাবর্ণ মধ্যভাগে, পার্শ্ব ফেঁকাসে বা রক্ত শূন্য— চায়না-সালফা।

৭৫। ,, ,, ,, অত্যন্ত— * ব্রাই, ক্যান্থা, কেলি-বাই, * নক্স-ভ সিকে।

৭৬। ,, ,, ,, মধ্যস্থলে মেটেবর্ণ— ব্যাপ্টী, ইউ-পেটো-পার্পু।

---

§ রাত্রি ১টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সময়কে এ, এম A. M. ও বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পি, এম P. M. বলে

৭৭। জিহ্বার কেবল মধ্যভাগ অপরিষ্কৃত— ফস্।

৭৮। জিহ্বা অপরিষ্কৃত সামান্য প্রকার—*এরানিয়া-ডা।

৭৯। " " পুরু— ব্রাই, ক্যাম্ফা, পলিপো।

৮০। " " পুরু ময়লাযুক্ত— ফস।

৮১। " হরিদ্রাবর্ণের পুরু ময়লাযুক্ত— কেলি-বাই, পডো পলিপো, স্পাইজি।

৮২। " হরিদ্রাভ মেটেবর্ণ মধ্যস্থলে, অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লাল— ** ব্যাপটী।

৮৩। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের পুরু ময়লাবৃত, অগ্রভাগ লাল— পলিপো।

৮৪। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ— বোভি, সিডন, ক্যামো সিপিয়া, ইউ-পেটো-পারফো, * কেলি-বাই, ** পডো, পলিপো সিকেলী-ক

৮৫। " অপরিষ্কৃত পীতাভ সাদা— আর্স, ক্যামো, সাই-ক্ল্যা, জেলস, ইপিকা, ন্যাটা-মি।

৮৬। " ফাটা ফাটা— ক্রেবো, লাইকো, স্পাইজি, কার্ব ভ

৮৭। " শুষ্ক— ** আর্স, আর্ণি, কার্ব ভ কষ্টি, ডালকা, ল্যাকে, লাইকো, * ফস, পডো, * হ্রাস, ষ্ট্র্যামো

৮৮। " " চট্‌চটে— * কোনা।

৮৯। " " প্রাতে জাগ্রত হওয়া মাত্র— ক্যাল্কে নাইট্রি-এসি।

৯০। জিহ্বা ফোস্কা পূর্ণ— কাম।

৯১। জিহ্বাতে ফোস্কা তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা— ক্যাপসি, কার্ব-এনি।

৯২। জিহ্বা, তাহার পাশে ফোস্কা ও তাহা জ্বালাযুক্ত— কার্ব-এনি।

৯৩। " পাতলা— ক্যাম্ফ, চায়না-সালফ।

৯৪। " স্পর্শবোধ শূন্য— কলচি।

৯৫। " চুলকানিযুক্ত— সিডন।

৯৬। জিহ্বা বড়— পালস।

৯৭। „ বেদনাযুক্ত— এপিস।

৯৮। জিহ্বার উপর যেন ম্যাপ্ অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কিতের ন্যায়— ল্যাকে. ** ন্যাট্রা-মি. কেলি-বাই, র‍্যানান্-বালবো, ট্যারাকসেকাম।

৯৯। জিহ্বা পিংশেবর্ণ— ** ফেরা, * ইপিকা, ** সিকেলী-ক।

১০০। „ অবশ কতকভাগ— হাইয়স।

১০১। জিহ্বায় কাঁটাবিদ্ধবৎ বোধ— সিড্রন

১০২। „ কাঁটা কাঁটাবিদ্ধবৎ প্রাতে বোধ হয়, আহারান্তে আর থাকে না— সিড্রন।

১০৩। জিহ্বা বাহির করিতে কষ্ট— হাইয়স, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১০৪। „ কম্পনযুক্ত— ওপি।

১০৫। „ যেন একখণ্ড কাঁচা মাংস— এপিস।

১০৬। „ ক্রমান্বয়ে লাল ও সাদা দাগপূর্ণ— * এণ্টি-টার্ট।

১০৭। „ লাল এবং শুষ্ক— বেল, ল্যাকে।

১০৮। „ লাল— এলোজ, বেল, ব্রাই, কলোসি, লাইকো, ** হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, * কেলি-বাই ** থুজা, * টেরিবি, ভিরাট।

১০৯। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল— কলচি, লাইকো।

১১০। „ গাঢ় লাল— কুরেরী, ইল্যাপস, হাইয়স।

১১১। জিহ্বায় লাল লাল দাগ মাঝ পর্য্যন্ত— * আর্স, ফস-এসি।

১১২। জিহ্বা খস্‌খসে— ল্যাকে।

১১৩। জিহ্বা খস্‌খসে সাদা— এনাকা।

১১৪। „ খস্‌খসে নহে (নির্ম্মল)— * কেলি-বাই, * ল্যাকে।

১১৫। „ যেন গরম জলে পুড়িয়া গিয়াছে বোধ— * ইস্কিউ, সাইমেক্স।

১১৬। „ মাড়ী ও তালু যেন দগ্ধ বোধ হয় — সাইমেক্স।

১১৭। „ অগ্রভাগে যেন বোধ হয় চুল রহিয়াছে— সাইলি।

১১৮। জিহ্বা অত্যন্ত * স্পর্শবোধ যুক্ত— গ্র্যাফা।

১১৯। „ ক্ষতযুক্ত— এপিস, ক্যাম্ফে, মার্ক-ক, স্ত্যাবাডি টেরিবি।

১২০। „ ক্ষত কিন্তু কথা কহিতে কি বাহির করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না— এপিস্।

১২১। „ হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়— ক্যাস্ক।

১২২। „ চট্‌চটে, হরিদ্রাবর্ণ— সিকেলী-ক।

১২৩। „ পিচ্ছিল— চেলী, পিট্রোল, ফস-এসি।

১২৪। „ শক্ত— কলচি, কোনা, লাইকো, ** ভিরাট।

১২৫। „ „ ও বেদনাযুক্ত— কোনা।

১২৬। „ স্ফীত— সিকু, ডাল্‌কা, * * থুজা, * ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট, মার্ক-ভ।

১২৭। „ „ এবং কাল— ইলাপস।

১২৮। „ „ এবং দন্তের ছাপাযুক্ত— বোলি, ** মার্ক-ভ

১২৯। „ ফুলা যেন শীতে অবশ প্রায় হইয়াছে— ডাল্‌কা।

১৩০। „ সঙ্কোচিত— * মিউর-এসি।

১৩১। „ স্পর্শে বেদনাবোধ— এপিস, গ্র্যাফা।

১৩২। „ অত্যন্ত কাঁপে— ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, ল্যাকে, লাইকো মার্ক-স্ত।

১৩৩। „ বহির্গত করিতে কাঁপে— ল্যাকে।

১৩৪। „ অত্যন্ত পুরু— ব্যারাইটা।

১৩৫। „ খর্‌খরে— * হ্রাস।

১৩৬। জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোস্কা ফোস্কা, তাহা অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনাযুক্ত— * এপিস, কার্ব-ভ, থুজা।

১৩৭। „ ফোস্কা— সাইক্ল্যা।

১৩৮। „ অগ্রভাগে ফোস্কা— কার্ব-এনি, * ল্যাকে, লাইকো।

১৩৯। „ পার্শ্বে ফোস্কা— কার্ব-এনি, সিপি, থুজা, ** এপিস।

১৪০। জিহ্বার প্যাপিলী (Papillæ) লাল—* এণ্টি টার্ট, বেল, মেজি, নক্স-ম, ষ্ট্রামো।

১৪১। „ „ লাল ও উঁচু উঁচু—একোন, * এণ্টি টার্ট।

১৪২। জিহ্বার প্যাপিলী উজ্জ্বল লাল এবং উঁচু উঁচু—** বেলেডোনা।

১৪৩। „ „ উঁচু বড় বড় - *মেজি

১৪৪। জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি—** রাস।

১৪৫। জিহ্বার মধ্যভাগ এবং অগ্র পর্য্যন্ত লাল, শুষ্ক ডোরা *ফস।

১৪৬। জিহ্বা উজ্জ্বল—এপিস, ** ল্যাকে, সি ক * টেরিবি।

## মুখের আস্বাদ ও তাহার পরিবর্ত্তন।

১। আস্বাদের পরিবর্ত্ত দেখিতে পাইলে—১ একোন, এণ্টি আর্জি, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ ইপিকাক, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স, রাস (২) ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, হিপা, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, পিটে, ফস, স্ট্যানাই, সিপি, স্কুইল্, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিরাট, (৩) এ্যাসারাম, ক্যালকে, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, সাইলি, ষ্টান্না, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবাক্‌সেকাম, ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। তীক্ষ্ণ আস্বাদ—১ চায়না।

৩। তিক্ত আস্বাদ জন্য—একোন, ইউপে-পারফো, * আর্নি, আর্জি, ** ব্রাই, ব্যাল্‌কে, ক্যামো, ** চায়না-সা, ** চায়না, ন্যাট্রা-মি, স্যাট্রা, ** নক্স-ভ, ** পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, সোরি, সাইলি, সাল্‌ফা, ** ভিরেট্রা; (২) এমোনি-কার্ব, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, ড্রসি ফেরা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টা,

* প্যাপিলী—সূক্ষ্ম অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র অথচ কোমল লাল লাল, জিহ্বার উপরিভাগে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্যাপিলী বলে। ইহা থাকায় জিহ্বার উপরিভাগ মসৃণ নহে, অপিচ কোমল মখমলের ন্যায়।

এন্টি-ক্রু, ইগ্নাট্, ডালকা, জেলস, গ্রেফা, টিটা, প্লম্বা, * কেলি-ফস, ব্যাপটি, এব্রানি।

৪। মুখ তিক্ত ও তৎসঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কৃত - চায়না-সা।

৫। মুখ তিক্ত ও ঈষৎ মিষ্ট— মিনিয়াস্থিস।

৬। মুখ তিক্ত কিন্তু কিছু আহার করিলে ভাল বোধ হয়… সালফা ** সোরি।

৭। রক্তের ন্যায় আস্বাদ (১) ইপিকা, * সাইলি, জিঙ্ক; (২) য্যালাম, এমোনি ফেরা কেলি ন্যাট্‌-ম, স্যাবাইনা, সালফা।

৮। অঙ্গারের ন্যায় স্বাদ (১) সাইক্লামেন, পালস, নক্স-ভ, ব্যানান্, স্কুইল্, সালফা।

৯। তাম্র জনক স্বাদ— (১) ** পালস, ** বেল, হাইয়স।

১০। পুঁজের ন্যায় স্বাদ (১) মার্ক, ন্যাট্রা, পালস।

১১। কর্দ্দমের ন্যায় স্বাদ— (১) ক্যানাবিস, চায়না, ফেরা, হিপা, ইগ্নে, ফস, পালস, ষ্ট্যান্না।

১২। জলের ন্যায় এক প্রকার স্বাদ— (১) ব্রাই, চায়না, ব্যাপটি, পালস, ষ্ট্যাফি, * ক্যাপসি, ইপিকা, হ্রাস, সাল্ফ; (২) ডাল্কা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, একোন, এন্টি, আর্ণি, আস, বেল, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, রুটা, ষ্ট্যান্না।

১৩। ডিম ইত্যাদি পচার ন্যায় মুখের স্বাদ— (১) একোন, ** আর্ণি, কষ্টি, কুপ্রা, * গ্র্যাফা, মার্ক, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, (২) বেল, ব্রাই, কার্ব ভ, ক্যামো, কোনা, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফেরা, ফস, ফস-এসি।

১৪। পচা স্বাদ — (১) বোভি, ক্যামো, এনাকা, ** বেল, হিপা, হাইয়স, ** নক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যান্টা, পডো, ** আর্ণি, * ক্যাপসি নক্স-ভ, ভিরাট, ** সোরি, পাল্স, জেলস, ক্যাল্কে।

১৫। তৈলাদি স্নেহ পদার্থের ন্যায় স্বাদ — (১) য্যালাম, * য্যা-সাফি, কষ্টি, * লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্স, হ্রাস, স্যাবাইনা, * সাইলি ভিরাট।

২৭। খাদ্যদ্রব্য তিক্ত আস্বাদযুক্ত — ১ ** ব্রাই, কলোসি, কেরা, হিপা, হ্রাস, সালফা, চায়না।

২৮। জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত—(১ একোন।

(ক) জল তিক্ত বোধ হয় — * আর্স।

২৯। ভোজন এবং পানের পর মুখে তিক্তস্বাদ— ১। আর্স, ব্রাই, * পাল্‌স, হ্রাস, নাইট্রি-এসি।

৩০। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে মুখ তিক্ত— কার্ব-ভ, পালস।

৩১। জল এবং খাদ্য দ্রব্য তিক্ত—(১) চায়না, পালস।

৩২। সমস্ত পদার্থই তিক্ত— ** ব্রাই।

৩৩। আহারের পর মুখ পচা বোধ—(১) হ্রাস-টক্স।

৩৪। খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ — ১ কার্ব ভেজি, সাল-ফার।

৩৫। খাদ্য দ্রব্য টক লাগে—(১ ক্যাল্‌কে চায়না, ক্যাপসি, লাইকো।

৩৬। আহারের পর মুখে টক আস্বাদ ১ কার্ব-ভ, ককিউ ন্যাট্রা-মি, নক্স ভ, পাল স, সাইলি।

৩৭। দুগ্ধ আহারের পর মুখে টক আস্বাদ—(১ কার্ব-ভ, সালফা।

৩৮। রুটী মিষ্ট বোধ হয় ১ মার্ক বিবস।

৩৯। রুটী তিক্ত— ডিজি, ড্রসি।

৪০। বিয়ার নামক মদ্য মিষ্ট বোধ হয় —(১ পাল স।

৪১। তামাক টক বোধ হয়—(১ গ্র্যাফি।

৪২। তামাক তিক্ত—(১) ককিউলাস।

৪৩। তামাক খাইলে বমি বমি ভাব হয় (১ ইপিকাক।

৪৪। তামাক খাওয়ার (ধূমপান) পর মুখ তিক্ত — ** এনাকা, পাল্‌স।

৪৫। প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত—(১) আর্নি, পাল্‌স।

৪৬। „ মুখ পচা—(১) হ্রাস, সাল্‌ফা।

৪৭। „ মুখ টক—(১) নক্স-ভ, সাল্‌ফা।

৪৮। " " মুখ মিষ্ট— (১) সাল্‌ফার।

৪৯। * মুখে কোন স্বাদই অনুভব হয় না— (১) * বেল্‌, লাইকো, * স্ট্যা-মি ফস, * পালস, ** পডো, * সাইলি; (২) য্যালুম, এমোনি-মিউ, য্যানাকা, ক্যালকে, হিপা, হাইযস, কেলি, ক্রিয়েজো, * ক্যাম্ফা, ম্যাগ্নে-মি, নক্স ভ, সিকে, সিপি, ভিরাট্‌।

৫০। পক্ষাঘাত ইত্যাদি স্নায়বীয় পীড়া হেতু মুখে স্বাদ না থাকিলে—(১) বেল্‌, হাইযস লাইকো, স্ট্যা-মি, নক্স ভ, সিপি, ভিরাট।

৫১। সর্দ্দি ইত্যাদি লাগা হেতু কোন প্রকার স্বাদ অনুভব করিতে না পাইলে—(১) নক্স ভ, পাল্‌স, সালফা (২) য্যালাম, ক্যালকে, হিপা, স্ট্যা-মি, সিপি।

## লালা বা থুথু।

লালা একটী গুরুতর বিষয় বটে। ইহার আস্বাদন ও অন্যান্য অবস্থা ঔষধ নির্ব্বাচন সময়ে বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উপাধিধারী আমার কোন সুদক্ষ চিকিৎসক বন্ধুর নিউমোনিয়া নামক পীড়া হইয়াছিল। তাঁহার ঐ পীড়ার জন্য প্রথমতঃ যে কয়টী ঔষধ ব্যবহার করি তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহার থুথু অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া তিনি অতিশয় বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুখের স্বাদও তৎসঙ্গে লবণাক্ত ছিল।

থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মার্কু রিয়স-সলুবিলিস নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম। তাঁহার অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণের মধ্যে:— কাশিবার সময় বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ ও কষ্টকর কাশিতে অক্ষম; গলার ভিতর সর্ব্বদা সুড়সুড় ভাব, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি; থুথুর স্বাদ লবণাক্ত; সামান্য জোরে কথা বলিতে দম আটকার ন্যায় ভাব; দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্ব উভয় পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে না পারিয়া প্রায়ই চিৎ অবস্থায় থাকিতেন ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টে মার্কুরিয়স সলুবিলিস নামক ঔষধই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করিলাম; এবং ইহাতে

৬ষ্ঠ ক্রম ২। ৩ মাত্রা দেওয়ার পর ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার করায় পীড়া উপশম হইয়া আসিল। এস্থলে আমি বলিতে কুন্ঠিত হইব না যে, "থুথু লবণাক্ত স্বাদই" আমাকে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "মার্কু বিয়স-সলুবিলিস" নামক ঔষধকে দেখাইয়া দিয়াছিল। আমি সেই নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে ঐ রোগের অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণ মিলাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। এবং ইহা যে বন্ধুবরের উপযুক্ত ঔষধ তাহাতে দৃঢ় নিশ্চয় হইলাম এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে অতি আশ্চর্য্য ফলও পাওয়া গেল।

যাহা হউক থুথু ইত্যাদির এক একটী বিশেষ পরিবার লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচন সময়ে তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবে একথা মনে রাখিয়া এই সামান্য থুথু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে শিথিল প্রযত্ন হইও না।

১। লালা তিক্তস্বাদ—(১) আর্স, ব্যাপ্টী, ব্রাই, চেলি, কোকা, * কেলি-বাই, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফাইটো।

২। লালা রক্তময়—(১ একোন, * আর্স, ক্যাম্ফ, সিকুটা ভি, হাইয়স, ক্লিমেটী, জ্যাট্রোফা, জেল্‌স, ক্যালি-অ ইও, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, সিপে, ষ্ট্যাফি সাল্‌ফা, থুজা ভাইপেরা, জিঙ্ক।

৩। লালা জমাট ও গন্ধ ভিনিগার মদ্যেরন্যায়—(১) চায়না।

৪। শীতল লালা—(১) য্যাসেনাম, সিষ্টাস, মর্ক কর, ফাইটো।

৫। লালা দেখিতে কার্পাস তুলার ন্যায়—১) বার্বেরিস, নক্স-ম, পালস।

৬। লালা মাখনের ন্যায় (কথা বলার পর)—১) সিডন।

৭। লালা অত্যল্প নির্গত হয়—১ য্যাস্পারেগাস, আর্স, বার্বেরিস, কোকা, হাইয়স, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, প্লাম্বাম।

৮। লালার আস্বাদ-ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায়—(১) ফস।

৯। লালা লৌহবৎ আস্বাদ—**মার্ক, সিমি।

১০। ফেনাযুক্ত লালা—(১) একোন, এসিটিক-এসি, এপিস, ব্রাই, ক্যানা-ই, কার্বলিক-এসি, ক্যাম্ফা, ইগ্নে, * কেলি-বাই, ফস-এসি, লাইকো, পিক্রি এসি, স্পাবাডি।

১১ লালা চুক্‌চকে— (১) ষ্ট্যামো।

১২। * লালার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত— (১) এণ্টি-ক্রু, বেল, ক্যাক্‌কে-ক, * কার্ব-ভ, চায়না, * কলচি, * ডিজি, ডালকা, গ্র্যাটি, হেলে, হিপোমে, হাইড্রো‍ফো, আইরিস-ভ, ** জেবোরেণ্ড, জেটে্রা, ** মার্ক-ভ, মেজি, * পালস, হিয়াম স্যাবাডি, সেস্থু।

(২) একোনাইটাম ফেরক্সবাম, ইস্কিউ, গুজা, এগারিকাস-মাস্ক, এলুমিনা, য়্যাম্‌ব্রা, এমোনি-কার্ব, এণ্টি-টার্টা, এপিস, এপোসাইনাম, আর্জেণ্ট-নাইট্রাস, আর্স, ব্যারাম, এট্রোপি, অরাম-মেটা, ব্যাপ্‌টী, বেল, বোভি, বাই, ক্যাল-কার্ব, ক্যাস্থা ক্যামো, চেলিডো চায়না, সিকুটা-ভি, চায়না সালফ, সিমিসি কলচি, ক্রোটেলাস ক্রোটন-টি কুপ্রা, ডেক্সনি, ডিজি ডায়োস্কো, ড্রসি, ফেরাম মেটা, গ্লোনইন, হেলে, হিপার, হাইয়স, ইগ্ন আইওড, * ইপিকা, কেলি বাই, কেলি আইয়ড, ক্রিয়েজো, ল্যাক লাইকা, ম্যাগ্নে, * মার্ক মার্ক-কর, মার্ক-আইয়ড, মার্ক নাইট্রা, মার্ক-সল ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি এসি, নক্স-ভ, ওপি, অক্সাইডাম-এসি, ফস, ফাইটো, প্র্যাটী, * পডো, পালস, হ্রাস, রিসিনাস, সিকে, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, সালফ-এসি, ট্যাবেকাম, থিযা ভ্যালিরি, ভিরাট, ভাইপেরা, জিঙ্ক।

১৩। লালা তামাটে আস্বাদ যুক্ত— সিডন, ক্যামো, কেলি-বাই, লাইকো, ফাইটো, গুজা, ** মার্ক

১৪। লালা দুর্গন্ধময়— (১) ** মার্ক, পিটে্রা ভ্যালিরি, প্লাম্বাম ডিজি, হিপা, নাইট্রি এসি।

১৫। রাত্রিতে লালা দুর্গন্ধময়— (১) মার্ক-সল।

১৬। লালা লবণাক্ত— (১) এমোনি-কার্ব, * এণ্টি-ক্রুড, কলচি, ইল্যাপস, ডিজি, হাইয়স, * কেলি-বাই, আইয়ড, কেলি-আইওড, ল্যাকটি-এসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, ** মার্ক-সল, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, ভিরাট।

১৭। চট্‌চটে লালা— (১) ক্যাম্ফ, গ্লোনইন, মার্ক-সল, প্লাম্বাম, হ্রাস-টক্স।

১৮। টক আস্বাদযুক্ত লালা— (১) য়্যালাম, ক্যাল্‌-কার্ব, ক্যাল-ফস,

কারবনিয়াম-অক্সাইডাম, কোটণ টি, ইগ্নে, কেলিবাই, লাইকো, টাবাকো, স্ট্যাট্রামি, পিটো, কস ফস-এসি, সিক, সাল্ফা, গন্ধা।

১৯। লালা অত্যন্ত আঠার ন্যায়— এপিস, আর্জেন্টাম-নাইট্রাম, আর্স, ব্যাপটী, বেল, বার্ব্বেরিস, সিমিসি কোটেলাস, ডিজি, কোনা, ইল্যাপ্স, * কেলি বাই ম্যাট। কার্ব ফাইটো, সেনিগা, থিসা, ** আইরিস ভ * মার্ক স * কাফ মার্ক ক

২০। লালা আঠাযুক্ত ও বক্তখণ্ডবৎ— কুং। ** কেলি বাই টেরেক্সে, আইরিস-ভ, মার্ক-সল

২১। কথা বলার সময় মুখের লালা অত্যন্ত আঠাযুক্ত হয়... (১) সিডন।

২২। লালা মিষ্ট স্বাদযুক্ত— ১ এলুমিনা অরা ক্যাল্কা, ক্যামো, চায়না, * ডিজি ফাইটাস নাইট্রী-এসি, প্লাম্বাম পালস, স্যাবাইনা, সিপি জা

২৩। লালা ভারি— ১ আস বেল কার্ব এসি সিড্র, কোটেলাস, ল্যাকনান্থি নকস ম ওপি, ফাইটো

২৪। মুখ দিয়া জল উঠা— (১) পালস জিঙ্ক এসিটাম্

২৫। লালা হলুদ বর্ণ— ১) সাইক্লা, জেল্‌স হাইড্রোফোবিন, লাইকো, মার্ক কর ফাইটো, হিপোমেন

২৬। লালা তৈলবৎ— কিউবেব

## মুখ গহ্বর।

১। মুখ গহ্বরে য়্যাপ্থি নামক ক্ষত— ইং আর্স, ব্যাপটি, ** বোরা, ক্যাল-কা, ক্যাপ্স, ক্যাপসি, ডালকা, গামি-গা, হেলে, হিপোমেনি, আইওড, ম্যাগ্নে কা, ** মার্ক ভ, * মিউর-এসি; স্ট্যাট্রামি, নাইট্রি-এসি, * সার্স, সিপি, স্ট্যাফি, * সাল্ফা, * সালফ-এসি।

২। মুখ চোকান— বেল, ** ষ্ট্র্যাম।

৩। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তপাত— আর্জেন্টা-না, ব্যাপটী কার্ব-ভেজি, মার্ক-ভ, ফস্-এসি, নক্স ভ, প্যাটা, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক।

৪। মাড়ীতে ঘা— আর্জেন্টা-না,' বোলি, জেলস্'

৫। মাড়ী রক্তপতনশীল — ডালকা, * মার্ক-ভ, ন্যাট া-মি, নাই-এসি, * ষ্ট্যাফি।

৬। মাড়ী স্ফীত— কাল-কা, ক্যাম, জেলস, ক্রিযেজো, * মার্ক-, নক্স-ভ, ফস-এসি।

৭। মাড়ী স্ফীত যেন, কাল জলপূর্ণ— * ক্রিযেজো।

৮। মুখ গহ্বর হইতে রক্তপাত— বোরা, হিপমে।

৯। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা— ** আইরিস-ভা।

১০। মুখ মধ্যে জ্বালা— এসাফি, হিপোমে, * আইরিস-ভা, জেটে া, টেরাক্সে।

১১। মুখের কোণে ক্ষত— ন্যাট া-মি, নাইট্রি-এসি, * এণ্টি-টার্ট,

১২। মুখের কোণে ফুস্কুড়ী বা চর্ম্মোদ্ভেদ (ইরাপসন)—হিপা, ইগ্নে, ** ন্যাট্রা মি, ** নক্স ভ, * হ্রাস।

১৩। মুখ গহ্বরস্থ ঝিল্লি ফেকাশে বা রক্তশূন্য— * ইউপেটো-পারফো, ** ফেরা।

১৪। মুখ গহ্বর শুষ্ক— ইস্কিউ, এসাফি, বেল, ব্রাই, ক্যাল-কা, ক্যাল-ফস, ক্যাস্থ, ক্যাম, কুপ্রা, হিপোমে, জেটে া', কেলী-বাই, কেলী-ব্রো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নক্স ম, ওপি, পালস, সিকেলী।

১৫। মুখ গহ্বরে ফেনা— ফস-এসি।

১৬। „ „ উত্তাপ— বোরা, কলচি।

১৭। মুখ গহ্বর প্রক্ষালনে অত্যন্ত ইচ্ছা— ** নক্স-ভ, * থুজা।

১৮। „ „ সাদা কোটীং যুক্ত কিন্তু স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত, কাল আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল— টেরাক্সে।

১৯। মুখ প্রসারিত— বেল।

২০। মুখ ক্ষত ভাবাপন্ন— ব্যাপটী, * ক্যাম্ব, ডিজি।

২১। মুখে চট্‌চটে মিউকাস— * ন্যাট া-মি, ফস-এসি, পালস, সিনা।

২২। মুখে সদ্য ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ— * টেরাক্সে।

জিহ্বা, লালা, স্বাদ এবং মুখ গহ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব। :——

একোনাইটাম্— মুখ এবং জিহ্বা— প্রকৃতরূপে শুষ্ক হয়, অথবা শুষ্ক হওয়ার ন্যায় রোগীর নিকট বোধ হইয়া থাকে। জিহ্বা বোধ হয় যেন বড় হইয়াছে। জিহ্বাতে জ্বালা কিম্বা ঝিঝি ধরার ন্যায় ভাব ও খোঁচানবৎ বোধ। জিহ্বায় সাদা অথবা হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং। জিহ্বা কম্পিত এবং কখনও কখনও তোতলার ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। জিহ্বা একখণ্ড শুষ্ক চর্ম্মের মত বোধ হয়। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে। মুখ দিয়া লাল পড়ে।

স্বাদ— জল ব্যতীত সমস্তই তিক্ত বোধ হয়। পচা। মিষ্ট। পচা ডিম্বের ন্যায়।

ইস্কিউলাস্— স্বাদ— মিষ্ট। তিক্ত বোধ হইয়া পরে মিষ্ট বোধ হয়। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বা— সাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ যেন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ হয়। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা স্বায়ত্তাধীনে আনিতে পারে না।

এগারিকাস্— জিহ্বা— শুষ্ক। সাদাকোটীংযুক্ত। গোলমরিচ জিহ্বায় লাগিলে যেরূপ জ্বালা হয় তদ্রূপ জ্বালা হইতে থাকে। জিহ্বা নির্গত হইবার কালে কাঁপিতে থাকে। কথা অসংযুক্ত।

এইল্যান্থাস্— জিহ্বা— * শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং যেন ভাজা হইয়াছে।

অত্যন্ত পুরু সাদাকোটীং। মধ্যভাগ কটা রং বিশিষ্ট। সজল এবং সাদাকোটীং, অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল।

এলোজ্— স্বাদ— তিক্ত। টক। ইংরাজী কালী অথবা লৌহের ন্যায় স্বাদ। তামাটে স্বাদ।

জিহ্বা— হরিদ্রাভ-সাদাকোটীং। জিহ্বা শক্ত, শুষ্ক, রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষত।

এলুমিনা— জিহ্বা— অপরিষ্কার। হরিদ্রাভ-সাদা। জিহ্বা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে মুখ শুষ্ক এবং সন্ধ্যার সময় লালা নিঃসরণ। মুখ ও জিহ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

য়্যাম্ব্রা-গ্রিশিয়া— জিহ্বা— শ্বেতাভ-হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। মুখ— তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠার পর মুখ তিক্ত। মুখে দুর্গন্ধ। * র‍্যানুলা পীড়া।

এমোনি-মিউ— জিহ্বা— হরিদ্রাভ-কোটীংযুক্ত (দুগ্ধেরবর্ণবৎ হইলে— এণ্টি-ক্রুড্ নির্দ্দেশিত হয়)। জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কার ন্যায় ও তাহাতে জ্বালা।

এণ্টি-ক্রুড্— জিহ্বা— *দুগ্ধের ন্যায় সাদাকোটীংযুক্ত। * অথবা সাদা পুরু ক্লেদযুক্ত। পার্শ্বদ্বয় লাল ও ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

এণ্টি-টার্ট্টা— জিহ্বা— * লালবর্ণ দীর্ঘ ডোরা বিশিষ্ট। * মধ্যস্থল অত্যন্ত লাল ও শুষ্ক। *মণ্ডের ন্যায় সাদা পুরু ক্লেদ। *অত্যন্ত পাতলা সাদাকোটীং এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয় এবং পার্শ্বদ্বয় লাল-বর্ণ থাকে। মহাত্মা হেরিং জিহ্বার এই কয়েকটী অবস্থা দৃষ্টে যখনই এণ্টি-টার্ট্টা ব্যবহার করিয়াছেন, তখনই তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াছেন।

স্বাদ— লবণাক্ত, টক এবং তিক্ত কিম্বা পচা ডিম্বের ন্যায়। আহার্য্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না; তামাকে কোন স্বাদ লাগে না।

এপিস— জিহ্বা— শুষ্ক। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল। মোটা এবং দেখিতে শুষ্ক ও চকচকে। জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষত অথবা ফুস্কুড়িময়। জিহ্বার প্রদাহ। সাদা-কোটীং।

মুখ— গলা ও মুখের ভিতর উত্তাপ লাগিয়া (উত্তপ্ত তরল পদার্থের) পুড়িয়া যাওয়া। লালা ফেনাযুক্ত ও আঠাময়।

আর্জ্জেণ্টা-মেটা— জিহ্বা— ক্ষত এবং জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়িপূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক।

মুখ— মুখের ভিতর চট্‌চটে আঠাযুক্ত, লালা হেতু কথা স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। * মুখে দুর্গন্ধ।

আর্জ্জেণ্টা-নাইট্রী— জিহ্বা— জিহ্বাগ্র লালবর্ণ এবং বেদনাযুক্ত; প্যাপিলীগুলি প্রবর্দ্ধিত এবং উচ্চ; মহাত্মা হেরিং, জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বা শুষ্ক; কা-

ষ্ঠের ন্যায় শক্ত ; দাঁত এবং জিহ্বা উভয়ই কাল দেখায় ; জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়।

স্বাদ— ঈষৎ মিষ্টযুক্ত-তিক্ত ; টক ; তামাটে ; কষায় ; স্বাদশূন্য অবস্থা।

আর্ণিকা— জিহ্বা — সাদাক্লেদযুক্ত ; শুষ্ক এবং মধ্যস্থলে কটা রং বিশিষ্ট দাগ সমস্ত। শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার এই কয়েকটী লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময়ে এই ঔষধ টাইফাস্ এবং রেমিটেণ্ট ফিবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখ— শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; * মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ হওয়া ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

স্বাদ— তিক্ত ; পচা ; অথবা পচা ডিম্বের ন্যায়।

আর্সেনিক— জিহ্বা— * জিহ্বায় অত্যন্ত জ্বালা ; জিহ্বার মূলদেশের উপরিভাগে ও ভিতরে স্ফীত ; * জিহ্বা শুষ্ক এবং অনৈসর্গিকরূপে লাল ও তৎসঙ্গে অগ্রভাগে প্যাপিলীগুলি অত্যন্ত বড় বড় ; * সীসকের রং বিশিষ্ট। * জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ এবং তাহা দন্তের সহিত সংলগ্ন থাকা হেতু তাহাতে দন্তের ছাপ উঠিয়া থাকে। * জিহ্বার (গ্যাংগ্রিন) পচন অবস্থা। * অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত দাগ ও তাহাতে অগ্নির ন্যায় জ্বালা বোধ। ( ডাঃ হেরিং ) জিহ্বার উপরোক্ত কয়েকটী লক্ষণই মহাত্মা হেরিং এই ঔষধের অতি প্রধান এবং সর্ব্বদা পরীক্ষিত লক্ষণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগে লাল দাগ সমস্ত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পুরুক্লেদ। পার্শ্বদ্বয় লাল। ঈষৎসাদা। হরিদ্রাভসাদা যেন সাদারঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। কটা অথবা কালবর্ণ। জিহ্বা অসাড় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। জিহ্বা এক খণ্ড চর্ম্মের ন্যায় ও সম্পূর্ণ অচল এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার স্বাদ রহিত অবস্থা। মুখাভ্যন্তরে এবং জিহ্বাতে ঘ্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। জিহ্বার মূল দেশ স্ফীত।

স্বাদ— কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক। ত্যক্তজনক। গলার ভিতর মিষ্ট বোধ। অম্ল। তামাটে। তিক্ত ও পচা আস্বাদ। আহার্য্য দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ। লবণ কম বোধ। টক বোধ।

মুখের— * অভ্যন্তর শুষ্ক ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। * মুখে ঘ্যাপথি নামক

ক্ষত, তাহা লাল কিম্বা নীলাভ দেখায়। কথা বলিতে অক্ষম। অত্যন্ত লালা; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলে। লালা পরিমাণে কমিয়া আইসে। মুখের ভিতর ও জিহ্বাতে ফুস্কুড়ি দেখা যায়।

ব্যাপটিসিয়া— জিহ্বা— স্ফীত ও পুরু বোধ, এবং তদ্দরুণ কথা কহিতে কষ্ট হয়। জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাবর্ণ। প্রথমতঃ জিহ্বা সাদা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলী সমস্ত দৃষ্ট হয়, পরে মধ্যভাগ হরিদ্রাভ কটা রঙ্গের হইয়া উঠে। পার্শ্বদ্বয় লাল এবং চক্‌চকে থাকে। শুষ্ক, এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ। পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধসহ প্রাতে জিহ্বা কটাবর্ণ। কাল এবং কটাবর্ণের শ্লেষ্মাময়, এবং রক্তময় মল ও তৎসঙ্গে কটা জিহ্বা (টাইফস্, ও টাইফয়েড্ এবং রেমিটেণ্ট জ্বরে এ প্রকার অবস্থা অনেক সময় দেখা যায়)। * জিহ্বা ক্ষত, ফাটা ও বেদনাযুক্ত।

স্বাদ— তিক্ত এবং পাতলা ভাবাপন্ন।

মুখে— দুর্গন্ধ। মুখ গহ্বরে ক্ষত ও অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হয়। স্পষ্ট বিকসিত ক্ষত। ক্যাঙ্ক্রাম্‌ওরিস (প্লীহা মামুরকিবা) ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। দাঁতের মাড়ী সমস্ত আলগা। কোমল। কৃষ্ণমিশ্রিত লাল অথবা বেগুণে রং বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধময়। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (জ্বরে)। নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। লালা বহুল চট্‌চটে এবং এক প্রকার পাতলা স্বাদযুক্ত।

ব্যারাইটা-কার্ব— জিহ্— অসাড়। কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট। জিহ্বার মধ্যভাগ কঠিন ও স্পর্শ করিলে জ্বালা বোধ। জিহ্বার বামপার্শ্ব ফাটা এবং তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগে, অগ্রে ও নিম্নে ফুস্কুড়ির ন্যায় উঠিয়া থাকে।

মুখ— পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব। নিদ্রাবস্থায় মুখ দিয়া লাল পড়া। সমস্ত মুখের ভিতরেই ফুস্কুড়ি।

বেলেডোনা— স্বাদ—লবণাক্ত। টক। তিক্ত। দুর্গন্ধময়। কিছু আহার বা পান করিবার সময় পচা স্বাদ বোধ হয়। রুটীর আস্বাদ টকলাগে।

জিহ্— স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। প্যাপিলী সমস্ত ঘোর লালবর্ণ। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় পাতলা লালবর্ণ। তোতলা কথা। বোধ হয় যেন জিহ্বাগ্রে কোন ফুস্কুড়ি উঠিয়াছে, এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হইয়া

থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুষ্ক এবং শীতল বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা ও পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা দুইটী সাদা ডোরাযুক্ত। জিহ্বার উপর সাদা আঠাযুক্ত ক্লেদ, তাহা টানিলে সূতার মত উঠে। শুষ্ক এবং ক্লেদযুক্ত। জিহ্বা চট্‌চটে হরিদ্রাভ সাদা মিউকাসে আবৃত। লালা ঘন, চটচটে ও সাদা এবং জিহ্বাতে আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে।

মুখ— মুখ শুষ্ক ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা নিঃসরণের পরে মুখ শুষ্ক। প্রাতে মুখ আঠাযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

বোরাক্স— জিহ্বা— শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ি পূর্ণ; জিহ্বা শক্ত বোধ ও তাহাতে য়্যাপথি নামক ক্ষত।

মুখ— মুখের ভিতর এবং গালে য়্যাপথি নামক ক্ষত; ও খাইবার সময় রক্তপাত হয়। সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দগ্ধের ন্যায় এবং কুঞ্চিত বোধ হয়। শিশুর মুখ বেদনাযুক্ত। মাতৃস্তন্য পান করিতে দিলেই শিশু কাঁদিয়া অস্থির হয়।

ব্রাইওনিয়া— স্বাদ— মিষ্ট। তিক্ত। ত্যক্তজনক তিক্ত। খাদ্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। অভুক্ত অবস্থায় মুখ তিক্ত থাকে।

জিহ্বা— সাদা কোটিংযুক্ত। জিহ্বা কর্কশ। ফাটাফাটা এবং প্রায়ই কালবর্ণের আভাযুক্ত কটা। জিহ্বা শুষ্ক। অগ্রভাগ সজল। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

মুখ— মুখ এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক। জলপান করিলে আপাততঃ একটু ভাল বোধ হয়। মুখে সাবানের ফেণার ন্যায় থুথু। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই, অথবা তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলপান ইচ্ছা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে দুর্গন্ধময় জঠর শ্লেষ্মা, কখনও বা মটর পরিমাণ ছানার টুকরার ন্যায় গোলাকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলা স্বভাব।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব— স্বাদ— তিক্ত, টক ও পচা।

জিহ্বা— সাদা কোটিংযুক্ত। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বার নিম্নভাগের গ্রন্থি সমস্ত প্রবর্দ্ধিত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। যেন কোন ক্ষত হইয়াছে বোধ। গরম খাদ্য এবং পানীয়তে জ্বালার বৃদ্ধি। জিহ্বার পৃষ্ঠে, পার্শ্বে এবং অগ্রভাগে ক্ষত, যদ্দরুণ আহার করা ও কথা বলা নিতান্ত কষ্টকর। কথা অস্পষ্ট এবং কষ্টকর।

মুখ— মুখ আঠা আঠা। গালের ভিতর এবং জিহ্বাতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। টন্‌সিল গ্রন্থিতে হরিদ্রাভ-সাদা ক্ষত। লালা— অম্লযুক্ত।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা— স্বাদ— যাহা কিছু খায় তাহাই অত্যন্ত উপাদেয় ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়।

মুখ— শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নাই। তোতলা কথা।

ক্যান্থারিস— স্বাদ— তিক্ত। অথবা আলকাতরার ন্যায়।

জিহ্বা— স্ফীত এবং পুরু ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার উপর পুরু ক্লেদ ; পার্শ্বদ্বয় লাল। জিহ্বার মূলদেশের কতকভাগ ফোস্কাপূর্ণ। কতকভাগ যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে। কম্পিত অবস্থা।

মুখ— মুখের ভিতর লাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাপূর্ণ। ক্ষত তাহাতে জ্বালা ও বেদনাযুক্ত। মুখ এবং তালুর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত শুষ্ক। মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বেদনা।

লালা—পরিমাণে অধিক ও স্বাদ শূন্য, অথবা নিতান্ত ত্যক্তজনক মিষ্ট। তালু এবং আলা-জিহ্বা অত্যন্ত লালবর্ণ। মুখের ভিতর ফেণার ন্যায় থুথু দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে মুখের ভিতর রক্ত দেখা যায়।

কার্ব-ভেজি—স্বাদ— লবণাক্ত। আহারের পূর্ব্বে এবং পরে মুখতিক্ত। মুখ তিক্ত ও শুষ্ক।

জিহ্বা— প্রদাহ হইয়া জিহ্বা শক্ত হইয়া উঠে। জিহ্বা ভারি, এবং কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়। জিহ্বা সাদা। হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত কটারঙ্গের কোটিং। জিহ্বা শুষ্ক, যেন ভর্জ্জিত এবং ফাটাফাটা। জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক। কোমল। জিহ্বা কাল হইয়া যায়।

মুখ— মুখ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল। মুখের ভিতর গরম বোধ। লালা পরিমাণে অধিক। মুখ উষ্ণ। জিহ্বা অচল। লালা রক্তময়। দাঁতের মুসলা হরিদ্রাবর্ণ। দাঁতের গোড়া আলগা ; এবং ক্ষতযুক্ত। নাক এবং মুখ দিয়া রক্তপাত।

কষ্টিকাম— স্বাদ— তৈলের ন্যায়। পচা। তিক্ত।

জিহ্বা— জিহ্বার অসাড় অবস্থা। কথা বলিতে অক্ষম। জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি। জিহ্বার দুই পার্শ্ব সাদা ও মধ্যভাগ লালবর্ণ।

মুখ— মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। মুখ ও গলার ভিতরে অত্যন্ত শ্লেষ্মা।

ক্যামোমিলা— স্বাদ— তিক্ত। টক। পচা চর্ব্বির ন্যায়। পচা।

জিহ্বা— সাদাকোটীংযুক্ত। হরিদ্রাভ, অথবা পার্শ্বদ্বয় সাদা এবং মধ্যভাগ লালবর্ণ। লাল ফাটা ফাটা দাগযুক্ত। শুষ্ক, সাদা, ও মধ্যে মধ্যে লাল দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

সিনা— জিহ্বা— ঈষৎ কটা রং বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ-কোটীং। ঈষৎ-সাদা কোটীং।

মুখ— মুখে ফেনাময় লালা, এবং বুকের ভিতর ঘড়ঘড়ে কাশি।

চায়না বা সিঙ্কোনা— স্বাদ— অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রাতঃকালে মুখ পচা। গলার ভিতর তিক্ত বোধ। জলের ন্যায় স্বাদ। খাদ্য অত্যন্ত তিক্ত বা অত্যন্ত লবণাক্ত।

জিহ্বা— সাদা। হরিদ্রাবর্ণ। পুরুক্লেদ বিশিষ্ট। প্রাতে জিহ্বা সাদা। শিশু রাত্রিতে অস্থির হয়। খাইতে ইচ্ছা নাই। কাল। অথবা যেন ক্ষত ও দগ্ধ অবস্থার ন্যায় বেদনাযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা হইয়া লালা নিঃসরণ হয়। দিবারাত্রি লালা নিঃসরণ (*পারদ ব্যবহারের অনেক বৎসর পর*)। পাকস্থলীর দুর্ব্বল অবস্থা।

কলচিকাম— জিহ্বা— উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। ভারি এবং শক্ত ও অসাড়। কষ্টের সহিত মুখের বাহির করা যায়। কথা কহিতে অক্ষম (টাইফাস জ্বরে)।

কলোসিন্থ— স্বাদ— খাদ্য এবং পানীয় পদার্থে তিক্তাস্বাদ বোধ।

জিহ্বার— সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ কোটিং। কর্কশ। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা।

কোনায়াম— জিহ্বা— শক্ত। স্ফীত এবং বেদনা যুক্ত। কষ্টের সহিত কথা বলে।

স্বাদ— তিক্ত। স্বাদ শূন্য অবস্থা। অল্প পরিমাণ দুগ্ধ পান মাত্রই হঠাৎ উদর স্ফীত হইয়া উঠে।

কুপ্রাম-মেটা— স্বাদ— মিষ্ট অথবা ঈষৎ মিষ্ট-তামাটে। মুখ—শুষ্ক (মস্তিষ্কের রোগে)।

জিহ্বা— লাল। শুষ্ক এবং কর্কশ। প্যাপিলী বড় বড়। সাদা কোটিং। হরিদ্রাভ, অথবা কটাবর্ণের কোটিং।

ডিজিটেলিস— জিহ্বায়— সাদা কোটিং।

স্বাদ— জলবৎ অথবা ঈষৎ মিষ্ট ও তৎসঙ্গে সর্ব্বদাই মুখে জল উঠে।

ডাল্‌কেমারা—স্বাদ— তিক্ত।

জিহ্বা— চুলকাইতে থাকে। মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক। শুষ্ক এবং স্ফীত জিহ্বা। শীতল বাতাস অথবা শীতলজল লাগিলে জিহ্ব ও মাড়ি জড়তা প্রাপ্ত হয়।

মুখ— শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

ইউপেটো-পারফো—জিহ্বা— সাদা অথবা হরিদ্রাভ-ক্লেদযুক্ত। স্বাদ তিক্ত

ফেরাম মেট—জিহ্বা— সাদা কোটীংযুক্ত।

মুখ— শুষ্ক প্রাতঃকালে। মুখে অত্যন্ত রক্তের আস্বাদ।

ফসওরিক-এসিড—জিহ্বা— অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় অত্যন্ত লাল। মধ্যস্থল হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। ঈষৎ সাদা ও শুষ্ক। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে গভীররূপে ফাটাফাটা এবং তাহাদিগের মধ্যে ক্ষতের ন্যায় দেখা যায়।

মুখ— গোঁড়ের (Fauces) ভিতর শ্লেষ্মা জমা হেতু নিদ্রাভঙ্গ।

জেলসিমিয়াম —জিহ্বা— হরিদ্রাভ সাদা। জিহ্বায় কটারংবিশিষ্ট পুরু-ক্লেদ। পায় পরিষ্কার। পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্য সাদা।

স্বাদ— পচা ও তৎসঙ্গে রক্তমিশ্রিত লালা। তিক্ত স্বাদ। নিশ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। কথাভারী (যেন মাতালের ন্যায়, মস্তিষ্কের তলভাগে রক্তাধিক্য হেতু)।

গ্লোনইন—স্বাদ— তিক্ত ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মসলার ন্যায়, মিষ্ট। গরম ও তৎপর চর্ব্বিবন্যায় আস্বাদ।

জিহ্বা— দুগ্ধের ন্যায় সাদা বটে, কিন্তু কোন কোটীংনাই ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথা বেদনা। অথবা সামান্য কোটীং। আহার করিতে পারেনা। দুর্ব্বল টাইফয়েড্ অবস্থা। জিহ্বাস্ফীত এবং ক্ষতের ন্যায় বোধ হয়। জিহ্বায় খোচানবৎ বেদনা। কথাবার্ত্তা বলিতে কষ্ট হয় কারণ জিহ্বা এবং মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ।

মুখ— মুখে গাজলা উঠা ও কন্‌ভাল্‌শান্।

গ্র্যাফাইটিস—স্বাদ— অম্ল, লবণ, তিক্ত, ও পচা ডিম্বের ন্যায়।

জিহ্বা— সাদাকোটীং। জিহ্বায় নিম্নভাগে ঈষৎ ক্ষত।

মুখ—প্রাতঃকালে মুখশুষ্ক। নিশ্বাস প্রশ্বাসে মূত্রেরন্যায় গন্ধ।

হেলেবোরাস—জিহ্বা—শুষ্ক। প্রাতে সাদা। টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরে শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ। অগ্র বহির্গত হয় এবং দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত হইতে থাকে। কম্পিত। অসাড় ও স্ফীত। ফুস্কুড়ি পূর্ণ। অগ্রভাগ গোটা গোটাময়।

মুখ—মুখ এবং তালুশুষ্ক। মুখ এবং মাড়ীতে ক্ষত।

হেলোনিয়াস—জিহ্বা—সাদা (বহুমূত্র রোগে)।

হাইড্রাষ্টিস্—স্বাদ—গোল মরিচের ন্যায় অথবা জলের ন্যায়।

জিহ্বা—স্ফীত এবং দন্ত সকলের ছাপযুক্ত। সাদাকোটীং ও তন্মধ্যেহরিদ্রা বর্ণের একটী ডোরার ন্যায় দৃষ্ট হয়। জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অথবা যেন খোলস পরিত্যক্ত অবস্থার ন্যায়, তৎসঙ্গে কৃষ্ণ মিশ্রিত লালবর্ণ এবং প্যাপিলিগুলী প্রবর্দ্ধিত।

মুখ—পারদ অথবা ক্লোরাইড অব্ পটাশ ব্যবহারের দরুণ মুখের ভিতর প্রদাহ ও ক্ষত (প্রসূতি এবং দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদের মুখে এইরূপ অবস্থা)।

হাইওসায়েমাস্—স্বাদ—পচা। অত্যন্ত কথা বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে।

জিহ্বা—লাল অথবা কটা রং, শুষ্ক, ফাটাফাটা ও কঠিন। একখানি দগ্ধলেদার (Leather) অর্থাৎ পরিষ্কৃত চর্ম্মের ন্যায় শুষ্ক ও খরখরে। সাদা, জিহ্বার প্যারালিসিস। কষ্টের সহিত জিহ্বা বহির্গত হয়, এবং বাহির হইলে আর ভিতরে লইতে সামর্থ্য থাকেনা।

লালা—লালা নিঃসরণ। লালা লবণাক্ত ও রক্তময়।

মুখ—মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হাইপারিকাম—জিহ্বা—* সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত।

* অত্যন্ত তৃষ্ণা।

∴ মেনিঞ্জাইটীস অর্থাৎ মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ রোগে জিহ্বার এই প্রকার অবস্থায় হাইপারিকাম দ্বারা ডাক্তার হেরিং অতি চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন।

ইগ্নেসিয়া—স্বাদ—টক, অথবা চাখড়ির ন্যায়। খাইবার সময় অথবা কথা বলিতে জিহ্বা দন্তে দংশিত হয়।

আইওডিয়ম্—স্বাদ— লবণাক্ত। জিহ্বাগ্রে মিষ্ট।
জিহ্বা—জিহ্বা শুষ্ক। কটাবর্ণ এবং শুষ্ক। পুরুক্লেদযুক্ত।
লালা— পারদ ব্যবহারের পর লালা নিঃসরণ।
মুখ—মুখ শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে পচাগন্ধ, মুখ ধৌত করিলেও সে গন্ধ দূর হয়না। মুখে ক্ষত। মুখের ভিতর ক্রুপ্‌নামক ক্ষত হইতে যেপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়, সেই প্রকার ঘন, কটাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। মুখের ক্ষত ভস্মের রং বিশিষ্ট।

ইপিকাক—স্বাদ— তিক্ত। ঈষৎ মিষ্ট ও রক্তেরমত। পচা তৈলেরমত।
জিহ্বা—পরিষ্কৃত। হরিদ্রা অথবা সাদা। ফেঁকাসে। কথা কহিতে অনিচ্ছা। জিহ্বা শুষ্ক।

কেলি-বাইক্রমিকাম্—স্বাদ— তামাটে। ঈষৎ মিষ্ট। অম্ল। প্রাতে তিক্ত।
জিহ্বা— প্রশস্ত অথবা পার্শ্ব যেন মোড়ান। জিহ্বায় যেন একগাছ চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ। জিহ্বা পুরু। হরিদ্রাবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় লাল এবং ছোট ছোট ক্ষত পূর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক। মসৃণ। লাল। ফাটাফাটা। জিহ্বার পার্শ্বে গভীর ক্ষত।
মুখ ও লালা — মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। জল খাইলে ভাল বোধ হয়। লালার বৃদ্ধি। তিক্ত। আঠা ও ফেনযুক্ত। লবণের ন্যায় স্বাদ।

ল্যাকেসিস্—স্বাদ— টক্। প্রত্যেক জিনীসই টক্ লাগে। জিহ্বা—জিহ্বা এবং কথা ভারী। সম্যক হাকরিতে পারেনা। * জিহ্বা কম্পিত ও বাহির করিতে অতি কষ্টকর (ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি রোগে)। জিহ্বার এই লক্ষণকে ডাং হেরিং ল্যাকেসিসের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। জিহ্বা বাহির করিতে গেলে কাঁপিতে থাকে। স্ফীত এবং সাদা ক্লেদযুক্ত। প্যাপিলী গুলি বৃহৎ। অগ্রভাগ শুষ্ক, রক্তবর্ণ ও ফাটা। অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যভাগ কটাবর্ণ। যক্ষ্মারোগের শেষাবস্থায় মুখের ভিতর ক্ষত। তালুর ঝিল্লি যেন উঠিয়া গিয়াছে এপ্রকার বোধ।

লয়োসিরেসাস—জিহ্বা— শুষ্ক। কর্কশ। শুষ্ক এবং সাদা। শীতল।
মুখ—মুখের ভিতর ফেনা ওঠা (মৃগীরোগে)। মুখ শুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্—স্বাদ— অম্ল, তিক্ত এবং চর্ব্বির ন্যায়।

জিহ্বা— * জিহ্বা সবেগে নির্গত হয় এবং এদিক ওদিক নড়িতেচড়িতে থাকে। জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া রোগীর এক প্রকার বিশ্রী চেহারা হয়। এই দুইটী লাইকোপোডিয়ামের প্রধান লক্ষণ। এঞ্জিনা এবং ডিপ্থিরিয়া রোগে এই লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিহ্বার কন্ভাল্শন্। জিহ্বাভারী এবং কম্পিত। লাল ও শুষ্ক, পরে কাল এবং কটা কটা হইয়া যায়। জিহ্বার কোন কোন স্থানে বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে। জিহ্বাগ্রে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। জিহ্বার উপরে এবং নীচে ক্ষত।

মুখ— মুখ এবং জিহ্বা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

মার্কিয়স—স্বাদ— তিক্ত। মিষ্ট। লবণ। পচা। অথবা স্বাদশূন্য অবস্থা। জিহ্বা—শুষ্ক। কঠিন। কাল কোটীংযুক্ত। লাল এবং শুষ্ক। লাল ও তৎসঙ্গে কাল দাগ ও জ্বালা। জিহ্বা ভিজা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। ভিজা এবং ক্লেদ যুক্ত। অত্যন্ত পুরুকোটীং। মেটে হরিদ্রাবর্ণ। তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। স্ফীত। পাতলা লকলকে এবং দন্তের ছাপযুক্ত।

মুখ—মুখের ভিতর বড় বড় ফোস্কা। দাতের মাড়ীদিয়া রক্ত পড়ে। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। লালা দুর্গন্ধময় ও তাহার স্বাদ তামাটে। মুখে য্যাপ্থি নামক ক্ষত।

মার্ক-কর—জিহ্বা— ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সাদা এবং সঙ্কুচিত। জিহ্বায় সাদা পুরু ক্লেদ অথবা শুষ্ক লাল অবস্থা। প্যাপিলীগুলী বড় বড়। মুখ— শুষ্ক ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখের ভিতর, গলায় অথবা মাড়ীতে ক্ষয়শীল ঘা। গালের ভিতর এবং ওষ্ঠে য্যাপথি নামক ক্ষত ও তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সমস্ত দৃষ্ট হয়।

মার্ক-আইওডাইড্— জিহ্বা— জিহ্বার মূলদেশ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। অগ্রভাগ ও পার্শ্বদ্বয় লাল।

মার্ক-আইয়ড্-রুবার— জিহ্বা—শুষ্ক এবং ভিজাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত।

মিউরিয়েটিক-য়্যাসিড্— স্বাদ— ডিম্ব পচার ন্যায় ও তৎসঙ্গে লালা নিঃসরণ। প্রত্যেক পদার্থ মিষ্ট লাগে।

জিহ্বা— সীসকের ন্যায় ভারী এবং কথা বলিতে বাধা জন্মায়। জিহ্বা শীর্ণ।

জিহ্বায় নীলবর্ণ ঘা। জিহ্বায় বৃহৎ ক্ষত, তাহার নিম্নভাগে কাল এবং ক্ষত স্থান ফুস্কুড়ি পূর্ণ।

লালা— অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

**ন্যাট্রাম্-কার্ব**— জিহ্বা— শুষ্ক। কথা কহিতে অনিচ্ছা। লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়।

মুখ— মুখ এবং গলার ভিতর শুষ্ক ও জল খাইতে ইচ্ছা।

**ন্যাট্রাম-মিউ**—স্বাদ—লবণাক্ত, ও তৎসঙ্গে শুষ্ক জিহ্বা ও আহারে অরুচি। তিক্ত। উপবাস করিলে মুখে টক আস্বাদ অথবা মুখ পচিয়া থাকে। জলের স্বাদ পচা। স্বাদ শূন্য অবস্থা।

জিহ্বা— শুষ্ক বলিয়া যত কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু জিহ্বা তত শুষ্ক নহে। জিহ্বা ভারী এবং কথা কহিতে কষ্ট। শিশুরা গোণে কথা কহিতে শিখে। জিহ্বাতে মানচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত। * জিহ্বায় যেন একগাছা চুল পড়িয়া রহিয়াছে বোধ হয়, ইহা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। মুখ, ওষ্ঠ বিশেষ জিহ্বা শুষ্ক; উপরের ওষ্ঠে রক্তবর্ণ ফোস্কা। * জিহ্বায় এবং মুখের মধ্যে ফুস্কুড়ি ও ক্ষত, তাহাতে খাদ্য দ্রব্য লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, ইহাও এই ঔষধের একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। হার্পিস।

**নাইট্রিক-য়্যাসিড্**— স্বাদ- আহারের পর তিক্ত। অম্ল এবং তৎসঙ্গে গলার ভিতর জ্বালা।

জিহ্বা— সাদা শুষ্ক। লালা নিঃসরণ সহ হরিদ্বর্ণ কোটীং। শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। উপদংশ রোগে অসমাকৃতি ক্ষত সকল জিহ্বার পার্শ্বে দেখা যায়। জিহ্বা সাদা এবং তাহাতে ক্ষত; মুখে— লালা ও দুর্গন্ধ। পারদের অপব্যবহারের পর মুখ স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

**নাক্স-মস্কেটা**— স্বাদ— মেটে। চাখড়ির ন্যায়। তিক্ত।

জিহ্বা— শুষ্ক এবং যেন অসাড়। তৃষ্ণা রহিত। সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের কোটীং যুক্ত, তাহার মধ্যে মধ্যে লাল প্যাপিলা দেখা যায়। অবশ, শিশু বয়স্ক হইয়াও কথা বলিতে অক্ষম। শিশুদিগের জিহ্বায় য়্যাপথি নামক ক্ষত।

মুখ— এবং গলা শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই।

লালা— তুলার ন্যায়।

নাক্স ভমিকা— স্বাদ— তিক্ত। টক।

জিহ্বা— সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ পুরুকোটীংযুক্ত। কাল এবং কৃষ্ণ মিশ্রিত রক্তবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় ফাটা ফাটা।

মুখ— মুখের ভিতর প্রদাহ। য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। দাঁতের মুশলা স্কার্ভি রোগ গ্রস্ত। জমাটরক্ত থুথুর সঙ্গে পড়ে। যেন মুখে কোন জিনীস রাখিয়া কথা বলিতেছে বোধ হয়। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার প্রাবল্য নাই।

ওপিয়াম্— জিহ্বা— অসাড় কথা বলিতে কষ্টকর। জিহ্বা কম্পিত। অপরিষ্কৃত হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদবিশিষ্ট যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়া রাখিয়াছে। কাল জিহ্বা। মুখ এবং জিহ্বায় ক্ষত। মুখ— শুষ্ক। লালার সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

অক্‌জ্যালিক-য়্যাসিড্— জিহ্বা— স্ফীত ও পুরু, সাদাকোটীংযুক্ত। সাদাকোটীং ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা ও বমনেচ্ছা। জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, লাল-বর্ণ, শুষ্ক, ও তাহাতে জ্বালা বোধ। স্বাদ ও তৃষ্ণা শূন্য।

মুখ— মুখের ভিতর জলের ন্যায় লালা।

ফস্‌ফরাস্— স্বাদ— তিক্ত। দুগ্ধপানের পর অম্ল আস্বাদ।

জিহ্বা— শুষ্ক, অচল এবং কাল চটাযুক্ত। ফাটা ফাটা। ভর্জ্জিত অথবা চক্‌চকে। শুষ্ক। সাদাকোটীং যুক্ত। খোঁচানবৎ বেদনা। হরিদ্রাভ কোটীং। কেবল মধ্যভাগে কোটীং দেখা যায়। মুখ— মুখে ও জিহ্বায় য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত। মুখের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তপাত হয়।

লালা— লবণাক্ত অথবা মিষ্ট স্বাদ।

ফস্ফরিক্-য়্যাসিড্— জিহ্বা— জিহ্বার মধ্যভাগে লাল ডোরা। টাইফয়েড্ ইত্যাদি পীড়ায় জিহ্বা এবং ওষ্ঠ ফেঁকাসে বর্ণ। জিহ্বা এবং মুখে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা। অজ্ঞাতসারে জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের দংশন হয়। মুখ এবং গলা শুষ্ক। জিহ্বার উপর সাদা ভস্মের ন্যায় কোটীং। উপদংশ রোগগ্রস্ত শিশুদিগের হাম উঠার পর ক্যাঙ্ক্রামরিস্ হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

ফাইটোলেক্কা— স্বাদ - তামাটে।

জিহ্বা— জিহ্বার অগ্রভাগ আগুনের মত অত্যন্ত লাল। হরিদ্রাবর্ণেরকোটীং এবং শুষ্ক। জিহ্বার মূলদেশে পুরু ক্লেদ। পারদের ক্ষতের ন্যায় ছোট ছোট ক্ষত। অত্যন্ত লাল, কখনও কখনও তাহার রং হরিদ্রাবর্ণ। দক্ষিণদিকের

গালের ভিতর ক্ষত, সেইদিকে কোন খাদ্য দ্রব্য চুসিতে পারা যায় না। কাশিতে কাশিতে মুখ শুকাইয়া যায়। পারদ ব্যবহারের দরুন দাঁতের গোড়া প্রদাহযুক্ত ও তাহা হইতে লালা নিঃসরণ।

প্লাম্বাম্-- স্বাদ— মিষ্ট।

জিহ্বা-- শুষ্ক, কটা রং বিশিষ্ট ও ফাটা ফাটা; হরিদ্রাবর্ণ অথবা সবুজ-বর্ণেরকোটীং।

পাল্সেটিলা— স্বাদ – স্বাদশূন্য অবস্থা ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। কোন বস্তুর স্বাদই ভাল লাগে না।

মুখ— আঠা। সর্ব্বদা মুখ ধুইতে ইচ্ছা। মুখ পচামাংসের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া প্রাতে বমনেচ্ছা হয়। আহার এবং পানের পর প্রায়ই মুখ তিক্ত।

জিহ্বা— সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ এবং আঠাযুক্ত ক্লেদাবৃত। শুষ্ক, খরখরে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই। জিহ্বা অত্যন্ত বড ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত, এবং বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে।

লালা— লালার স্বাদ মিষ্ট। থুথু তুলার ন্যায় এবং ফেন বিশিষ্ট।

হ্রাস্-র্যাডিক্যান্স্—জিহ্বা— হরিদ্রাবর্ণ অথবা কটা রঙ্গের কোটীংযুক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল।

পডোফাইলাম্— স্বাদ— কোন স্বাদ নাই। অম্ল কি মিষ্ট বলিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই টক বোধ হয়। জিহ্বা— সাদা ক্লেদযুক্ত ও তৎসঙ্গে পচা স্বাদ। সাদা, আর্দ্র, এবং তাহাতে দাঁতের ছাপ দেখা যায়। শুষ্ক, হরিদ্রাবর্ণ। জাগ্রত হওয়া মাত্র জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক।

লালা— অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

সোরিনাম্— স্বাদ— কোন স্বাদই পায় না ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। স্বাদ তিক্ত কিন্তু আহার কিম্বা পান করিলে তাহা দূর হয়। মুখে পচা স্বাদ। বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিলে তাহা ভাল বোধ হয়।

জিহ্বা— শুষ্ক। অগ্রভাগ শুষ্ক এবং দাহযুক্ত। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। নিম্ন ওষ্ঠের ভিতরেরদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

হ্রাস-টক্স— স্বাদ—আহারের পর এবং প্রাতঃকালে পচা স্বাদ। তাম্রাক্ত স্বাদ। খাদ্য দ্রব্য বিশেষতঃ রুটী তিক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা— শুষ্ক, লাল, ফাটা ফাটা। জিহ্বাগ্র ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ। প্রায়ই একপার্শ্ব সাদা। হরিদ্রাভ। কটাবর্ণের ক্লেদাবৃত। দাঁতের ছাপ্ দেখা যায়। জিহ্বা পরিষ্কৃত। ক্লেদ নাই অথবা অত্যন্ত শুষ্ক। উজ্জ্বল লালবর্ণ, দেখিতে যেন একখণ্ড গোমাংসের ন্যায়। শুষ্ক, কটাবর্ণের জিহ্বা যেন চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়।

মুখ— শুষ্ক এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। লালা রক্ত মিশ্রিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুখ হইতে নির্গত হয়। মুখ এবং গলার ভিতরে আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা থাকে।

**স্যাবাডিলা**— জিহ্বা— পুরু হরিদ্রাবর্ণ কোটীংযুক্ত। মধ্যস্থলে সাদা। জ্বরের সময় জিহ্বা আর্দ্র হয়। যেন বহুসংখ্যক ফোস্কা জিহ্বায় রহিয়াছে এরূপ বেদনা। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে না (গলক্ষত রোগে)। জিহ্বায় ও গলায় বেদনা; কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না।

মুখ— মুখে কোন গরম বস্তু রাখিতে পারে না।

**সেঙ্গুইনেরিয়া**— জিহ্বা— সাদা।

স্বাদ— মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়।

**সিকেলী**— জিহ্বা— পাতলা অথবা সাদা হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ। অথবা ঈষৎ কাল। কখন কখন পুরু হরিদ্রাভ-সাদাবর্ণের কোটীংযুক্ত। শুষ্ক এবং আঠাযুক্ত ক্লেদ। মৃত ব্যক্তির জিহ্বার ন্যায় ফেকাসে, জিহ্বার অত্যন্ত আক্ষেপ হেতু বলপূর্ব্বক বহির্নির্গত হইয়া পড়ে, এবং কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়।

মুখ— শুষ্ক, জল খাইলেও শুষ্কতা দূর হয় না। মুখ হইতে রক্ত মিশ্রিত ফেনা নিঃসৃত হয়।

**সিপিয়া**— মুখ— তিক্ত, লবণাক্ত ও পচা স্বাদ। আহারীয় দ্রব্যে অত্যন্ত লবণ বোধ হয়।

জিহ্বা— জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। জিহ্বা সাদাকোটীংযুক্ত। মুখে দুর্গন্ধ।

**সাইলিসিয়া**— স্বাদ— মুখে ডিম্ব পচার ন্যায় স্বাদ। রক্তের ন্যায় আস্বাদ অথবা ক্ষুধা ও স্বাদশূন্য অবস্থা। জিহ্বা— জিহ্বার উপরে যেন একগাছা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। জিহ্বার উপরিভাগে কটাবর্ণের কোটীং। জিহ্বার একপার্শ্বে ক্ষত এবং তাহা হইতে পূঁজ নিঃসৃত হয়।

**স্পাইজিলিয়া**— স্বাদ— পচাজলের ন্যায় আস্বাদ। জিহ্বা— হরিদ্রাবর্ণের কোটীংযুক্ত। জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ি। ফাটা ফাটা।

সঙ্গুইনেরিয়া—স্বাদ—গলার ভিতর তিক্ত ও মুখ মিষ্ট।

জিহ্বা—কটা বর্ণ। শুষ্ক। মুখের ভিতর ও জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। হুপিংকাশিতে গলা শুষ্ক হইয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—জিহ্বা—সাদা কোটীংযুক্ত। জিহ্বার পার্শ্বে বেদনা।

মুখ—মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠা।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—স্বাদ—তিক্ত, সমস্ত খাদ্য খড়ের ন্যায় বোধ হয়।

মুখ—তোতলা কথা, এমন কি কথা বলিতে মুখ একবার বামে একবার দক্ষিণে সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

জিহ্বা—ঈষৎ সাদা এবং তন্মধ্যে সুন্দর রক্তবর্ণ ফুটনি ফুটনি দাগ। অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল। শুষ্ক লাল। শুষ্ক এবং ভজ্জিত। কোঁকাশে লাল এবং জিহ্বা সর্ব্বদা সঞ্চালিত হইতে থাকে। স্ফীত এবং ক্লেদময় জিহ্বা। মধ্যভাগে হরিদ্রা বর্ণ। শুষ্ক। স্ফীত এবং জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

লালা—মুখ এবং গলা এত শুষ্ক যেন চকচক করিতে থাকে। তৃষ্ণা। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

* জ্বর এবং শীত হওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। মহাত্মা হেরিং এইটীকে প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

সালফার—জিহ্বা—জিহ্বা সাদা। অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ (প্রায়ই উৎকট তরুণ পীড়ায়)। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ। কটাবর্ণ, এবং শুষ্ক। প্রাচীন ব্যাধিতে প্রাতে জিহ্বা ক্লেদাবৃত দিবাভাগে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। রক্তবর্ণ এবং অগ্রভাগ সাদা।

মুখ—জ্বর এবং পারদ ব্যবহারের পর অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ এবং তজ্জন্য বমনোদ্রেককারী স্বাদ। এমন কি তাহার সমস্ত অসুখই যেন ঐ লালা হইতে হইতেছে এরূপ বোধ করে। মুখে দুর্গন্ধ (বিশেষ আহারের পরে)। মুখে ফোস্কা এবং ক্ষত।

ট্যারাক্সেকাম—স্বাদ—আহারের পূর্ব্বে মুখ তিক্ত। মাখন এবং মাংস টক ও লবণাক্ত বোধ হয়।

জিহ্বা—লাল জিহ্বাতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া সেই স্থানে কৃষ্ণাভ লালবর্ণ

দেখা যায় এবং তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। জিহ্বা মানচিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দেখা যায়।

থুজা—স্বাদ— মিষ্ট। পচাডিম্বের ন্যায়। খাদ্যদ্রব্যে লবণ কম বোধ হয়। রুটী শুষ্ক এবং তিক্ত লাগে।

জিহ্বা— পুনঃ পুনঃ জিহ্বা দংশন করে। জিহ্বা সাদা কোটীংযুক্ত। বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি। তালুতে বেদনা এবং ঢোক্‌গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।

মুখ— মুখে ক্ষত, উহা দেখিতে গরমির ঘায়ের ন্যায় (অত্যন্ত পারদ ব্যবহারের পর)। গোটা গোটাময় জিহ্বা * র‍্যাণুথি নামক ক্ষতের ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

ভিরেট্রাম্—স্বাদ— তিক্ত। মিষ্ট। পচা।

জিহ্বা— শীতল এবং সঙ্কুচিত। স্ফীত, শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং লাল। সাদা এবং তৎসঙ্গে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লাল। হরিদ্রাভ কটাবর্ণের ক্লেদযুক্ত। জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে কালবর্ণ। কথা আড়াইয়া যায়। জিহ্বা অত্যন্ত ভারী (বিশেষতঃ টাইফয়েড্ অবস্থায়)।

মুখ— শুষ্ক অথবা ফেণপূর্ণ। মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা উদ্গীরণ হয়।

ভিরেট্রাম-ভিড়িডি—জিহ্বা—হরিদ্রাবর্ণ ও তন্মধ্যে লাল ডোরা ডোরা

মুখ— মুখ হইতে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ।

জিঙ্কাম——স্বাদ মিষ্ট। তিক্ত। তামাটে।

জিহ্বা— শুষ্ক, কথা কহিতে চায়না। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ক্লেদযুক্ত ও শুষ্ক (মস্তিষ্কের পীড়ায়)। জিহ্বার বামভাগ স্ফীত, তজ্জন্য কথা বলিতে বাধা জন্মায়। ফুস্কুড়ি পূর্ণ। অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ। জিহ্বা সাদা-কোটীংযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল। পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাভ-সাদা কোটীং।

---

# জিহ্বাদির লক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য।

## জিহ্বা।

জিহ্বা মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। ইহাতে বহুসংখ্যক রক্তাবহা নাড়ী ও স্নায়ু আছে। মুখগহ্বরস্থ লালা ও অন্যান্য

ক্ষরণ ইত্যাদি ইহাকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখিয়াছে, সুতরাং আমরা জিহ্বা হইতে যে অন্নবহা নাড়ীর অবস্থা জানিতে পারি এমন নহে, ইহাদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক শারীরিক অবস্থা, স্নায়ু-বিধান ও মাংসপেশীর অবস্থা, রক্তাবর্ত্ত-যন্ত্র সকল এবং ক্ষরণকার্য্য (সিক্রেশন) কি প্রকার ভাবে চলিতেছে তাহা অনেকাংশে স্পষ্ট জানা যাইতে পারে। জিহ্বা, উপবাস অবস্থায় অনেক সময় প্যাতলা শ্বেতবর্ণ কোটীংদ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়। অনেকের মুখ ব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাওয়া হেতু জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

সুস্থ ও পীড়িত অবস্থায় জিহ্বার নিম্ন লিখিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। }:——

## (ক) জিহ্বার বর্ণ।

১। বর্ণ স্বাভাবিক উজ্জ্বল লাল——দেহে রক্তাধিক্য হইলে হইয়া থাকে।

২। ,, মলিন—রক্তস্রাব বা কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

৩। ,, নীল বা কৃষ্ণ— ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে।

৪। ,, অতি উজ্জ্বল লাল—পাকস্থলী বা অন্ত্রের উত্তেজনা অবস্থা কিম্বা প্রদাহে সমস্ত জিহ্বা, অগ্রভাগ বা পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল হয়।

৫। জিহ্বার বর্ণ সাদা ও অপরিষ্কৃত হইলে পাকস্থলীরও ঠিক ঐ অবস্থা জানিবে। কোষ্ঠবদ্ধেও জিহ্বার এই অবস্থা দৃষ্ট হয়।

৬। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ—যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ বুঝায়।

৭। ফেকাশে—সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও রক্তক্ষীণতা হইলে হইয়া থাকে।

## (খ) জিহ্বার আয়তন।

৮। আয়তন বৃদ্ধি— জিহ্বার প্রদাহে ও পারদ সেবন দ্বারা লালা নির্গমনকালে আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ, লকলকে অথবা দন্তের চিহ্নযুক্ত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং পরিপাক যন্ত্রের প্রাচীন পীড়া জানা যায়।

৯। জিহ্বা ক্ষুদ্র, এবং অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—কোন উত্তেজনা হেতু এবং পাকস্থলীর প্রাচীন প্রদাহ হইতে হইয়া থাকে।

১০। জিহ্বা প্রশস্ত ও কোমল—দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায়।

## ( গ ) জিহ্বার উত্তাপ।

১১। জিহ্বা শীতল—কোল্যাপ্স বা অবসন্ন অবস্থায় ( ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে ) প্রায়ই দেখা যায়।

১২। উষ্ণ জিহ্বা— রক্তাধিক্য, প্রদাহ এবং জ্বর ইত্যাদি অবস্থায় হইয়া থাকে। স্তন্যপান করার সময় শিশুর মুখ উষ্ণ লাগিলে মাতা সহজে জানিতে পারেন সন্তানের জ্বর বোধ হইয়াছে।

## ( ঘ ) আর্দ্রতা।

১৩। জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায়

১৪। জিহ্বার শুষ্ক বা নীরস অবস্থা—অনেক সময় প্রদাহ এবং জ্বরে দেখা যায়। প্রথমে কোন পীড়ায় জিহ্বা ক্লেদ, মল কিম্বা কোটীং ( fur ফার ) যুক্ত হইয়া ক্রমে নীরস, কর্কশ, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে শরীরের নিতান্ত নিস্তেজতা, রক্তের অবিশুদ্ধতা ও লালাক্ষরণের অভাব বুঝায়। ইহা সংকট অবস্থা জ্ঞাপক। চিকিৎসক তখন সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন। শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পীড়ার উপশম জানিবে প্রবল পীড়ায় জিহ্বার পার্শ্বদেশ আর্দ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য স্থান আর্দ্র হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে দুরূহ লক্ষণ সকলের উপশম হইতে থাকে। এই জন্য রেমিটেণ্ট, টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর ও অন্যান্য রোগে সর্ব্বদা জিহ্বা পরীক্ষা করিবে।

## ( ঙ ) কোটীং বা অপরিষ্কৃত অবস্থা।

১৫। সাদাবর্ণ কোটীং— জ্বরের প্রথম অবস্থায়, উৎকট প্রদাহে বা বাতরোগে দেখিতে পাওয়া যায়। দুরূহ জ্বরের শেষভাগে ঐ ক্লেদ পুরু ও কটা কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

টাইফয়েড্ অবস্থায় জিহ্বা-মল, পুরু, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দন্তের উপর কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার কোটীং জন্মে, ইংরাজীতে তাহাকে সর্ডিস (Sordes) বলে। জিহ্বার এইরূপ অবস্থা হইলে, রক্ত দূষিত, ক্ষরণ (সিক্রীশন) সমূহের দোষ ও অন্ত্র হইতে দুর্গন্ধময় ক্লেদ নির্গম বুঝায়।

১৬। ডিসপেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ রোগে জিহ্বার অনেক প্রকার অবস্থা দেখা যায়। কখন কখনও জিহ্বার মূলদেশ কোটিংযুক্ত এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কৃত ও লালবর্ণ। সমস্ত জিহ্বা লেপযুক্ত, কেবল মাঝে মাঝে পরিষ্কৃত। জিহ্বার উপরিভাগে লম্বাভাবে ফাটা ফাটা দেখা যায়।

১৭। অপরিমিত মদ্য পায়ীদের জিহ্বা ফাটা ফাটা।

১৮। কোষ্ঠ বদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ কোটিংযুক্ত হইতে পারে।

১৯। শীঘ্র শীঘ্র বা একেবারেই পীড়া আরোগ্য হইলে— জিহ্বার পার্শ্ব-দেশ ও অগ্রভাগ ক্রমে লাল হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে পাতলা হইয়া আইসে।

২০। জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূলদেশ হইতে কোটিং উঠিয়া গিয়া ঐ স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে শীঘ্র পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভব নহে।

২১। একবার জিহ্বা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া পুনঃ মল দ্বারা আবৃত হইলে পীড়ার পুনরাক্রমণ জানিবে, এবং এই জিহ্বার কোটিং শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বল ফাটা ফাটা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝায়।

## ( চ ) জিহ্বার ক্ষত।

২২। শৈশবাবস্থায় জিহ্বার ও মুখের এক প্রকার সামান্য ক্ষতকে ম্যাপ্‌থি বা থশ্‌ বলে। ক্ষয়কাশের শেষাবস্থায় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের পুরাতন পীড়ায় জিহ্বায় নানা প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে।

২৩। উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার অধোপ্রদেশের পার্শ্বে ফাটা ফাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয়, এবং জিহ্বার উপরিভাগে সোরায়েসিসের ন্যায় হইয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অবস্থা হইয়া থাকে।

## ( ছ ) জিহ্বার কম্পন ইত্যাদি।

২৪। জ্বরাদি প্রবল পীড়ায় জিহ্বা কাঁপিতে থাকে। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে অক্ষম হইলে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বুঝায়। মস্তিষ্কের পীড়াতেও এই প্রকার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় কখন কখন রোগীর জিহ্বার কম্পন হয় ও তাহাতে কথা বলিতে পারে না ; তখন ইহা একটী দুর্লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে জিহ্বার পেশী সমুদায় অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এক-

দিকের পক্ষাঘাতে (হেমিপ্লেজিয়া) জিহ্বা বহির্গমন সময়ে অনাক্রান্ত (সুস্থ) দিকেই বক্র হইয়া নির্গত হয়, ঠিক সোজাভাবে নির্গত হইতে পারে না। সুস্থ দিকের মাংসপেশী সকলের শক্তি প্রবল থাকা হেতু এই প্রকার ঘটে। কোরিয়া নামক রোগে জিহ্বা হঠাৎ বহির্গত হয় এবং হঠাৎ মুখাভ্যন্তরে যায়।

---

## লালা।

১। লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত— দন্তোদ্গম, গর্ভাবস্থা, মুখ গহ্বর প্রদাহ, অতিরিক্ত আইওডিন, এন্টিমোনি, পারদ বা ডিজিটেলিস ব্যবহারে, হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক অবস্থায় (কুক্কুর, শৃগাল দংশনে) মৃগী রোগে হইয়া থাকে। পারদ ব্যবহারের দরুণ অধিক লালা নিঃসরণ হইলে তৎসঙ্গে দন্তেরমাড়ী বেদনাযুক্ত এবং শরীর জ্বরভাবাপন্ন হয়।

২। লালা শুষ্ক— উৎকট সান্নিপাতিক রোগ এবং স্নায়বীয় অবসাদ অবস্থায় অনেক সময় লালা প্রায় ক্ষরণ হয় না: তদ্দরুনই জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।

---

## আস্বাদ।

১। স্বল্প আস্বাদ।— স্বাদ উৎপাদক স্নায়ুর অসাড় অবস্থা হইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। জিহ্বা শুষ্ক, পুরু কোটিংযুক্ত হইলে স্বাদের স্বল্পতা হয়।

২। স্বাদ। তিক্ত— জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগ, জ্বর, অজীর্ণ, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা, এবং অন্যান্য সামান্য কারণে মুখ তিক্তাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে।

৩। „ গলিত ডিম্ববৎ— কখন কখন অজীর্ণ রোগে হয়

৪। „ তাম্রবৎ— পারদ ব্যবহারে।

৫। „ লবণবৎ— ক্ষয় কাশাদিতে।

৬। „ বিকৃত— স্নায়ুমণ্ডল, পরিপাক যন্ত্র, জরায়ু, ফুসফুস ইত্যাদির পীড়ায় সাধারণতঃ আস্বাদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

---

# ওষ্ঠ।
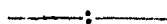
জিহ্বার ন্যায় ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি করিলে শারীরিক, স্নায়বীয় ও রক্ত সঞ্চালন কার্য্যের অবস্থা জানিতে পারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় শীতের সময় অনেকের ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। রক্তাধিক্যে, ওষ্ঠ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; রক্তাল্পতায় ফেকাশে ও মলিন দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটাফাটা হইলে প্রায়শঃ ওষ্ঠ ও সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশব অবস্থায় ওষ্ঠে র‍্যাপথি হইয়া থাকে। জ্বরের সময় বা অন্যান্য পীড়ায়, কখনও জ্বরান্তে ওষ্ঠ প্রান্তে হার্পিস অর্থাৎ জ্বরঠুটো দেখা যয। ঘোর সান্নিপাতিক ও বিকার অব-অবস্থায ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, ফাটিযা যায ও কখন কখন তাহা হইতে রক্তপাত হইযা থাকে বা রক্ত জমিযা চটা বাধিযা ওষ্ঠ এবং মাড়ীতে লাগিয়া যায়; এই প্রকার ওষ্ঠ শারীরিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থা জ্ঞাপক। কখনও উৎকট ত্বকহরোগে ওষ্ঠের চর্ম্ম মরিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উঠিতে থাকে। নাসিকা ও ওষ্ঠ খোঁটা একটি দুর্লক্ষণ। এইক্ষণ সহজেই বুঝিতে পারিবে যে ঔষধ নির্ব্বাচন সময ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

## ওষ্ঠের বর্ণ।

১। ওষ্ঠ নীলবর্ণ—*মফি-এসি, ফস *একোন, এসিটি এসি, এগারি-ম, এলুমি, আর্স, বেঞ্জো, কষ্টি, *সিকুটা-ভি, কুপ্রা-আর্স, জেল্‌স, গ্লোনই হেলে *আইওড, কেলি কো, মার্ক-ক,মস্কা, নাইট্রি অ,নক্স-ভ,অগ্‌জ্যালি-এসি প্লাম্বা, ফস, সেণ্টো. সিকে-ক, ষ্ট্রাক্‌, টেবেকা, সিনা (জ্বরে শীতাবস্থায় আর্স)।

(ক) „ ঈষৎ নীলবর্ণ—এগার, আর্স।

(খ) „ শ্বেতাভ-ঈষৎনীলবর্ণ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দাগ সকল অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়—মার্ক-সল

(গ) „ এবং মুখের অন্যান্য কোমলভাগ নীলাভ দেখায় আর্জেণ্টা—না।

(ঘ) „ এবং নখ নীলবর্ণ—চায়না-না।

২। ওষ্ঠ কটাবর্ণ (বিশেষতঃ অধর) এসিডফ্লোর।
(ক) ,, ঈষৎ কটাবর্ণ—সোরি, সাল্ফ-এসি
(খ) ,, ইহার লালবর্ণ ভাগে কটাবর্ণ ডোরা—আস
৩। ,, কৃষ্ণবর্ণ—একোন।
(ক) ,, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, মুখের চতুঃপার্শ্বে—আর্স।
(খ) ওষ্ঠ কাল দাগ বিশিষ্ট—আর্স।
(গ) ,, ঈষৎ কালবর্ণ— চায়না।
৪। ,, ফেকাশে বা রক্তশূন্য— ** ফেরা-এসিটা, *লাইকো, মর্ফি-এসি, ইউপেটো-পারফো, **সিকেলী-ক, এগারি-ম, এল্কোহল্, এমিগ্ডেলা, আর্স-হাইড্রোজিনি, ক্যাল্-কা, ক্যাম্ফা, ক্যাক্ক কোকা, কল্চি, কফি, * হাইড্রোসি-এসি, * কেলি-কার্ব মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি ওপি, অগ্জ্যালি-এসি প্লাম্বা, ফস, সাল্ফ-এসি, ভ্যালি, ভিরাট্।
(ক) ,, ফেকাশে মধ্যাহ্নে——জেলস।
(খ) ,, ,, সন্ধ্যাকালে——এলো।
(গ) ,, ,, শয়ন অবস্থায়——থিয়া।
৫। ,, অত্যন্ত লাল—মর্ফি-এসিটা, এলো, এমনি-কার্ব, আস বেল্, মার্ক-না ফস, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি।
৬। ,, মুখের চতুর্দ্দিকে হল্দবর্ণ— —সিপি, এনিলিনাম্।

## ওষ্ঠের ফাটাফাটা অবস্থা।

৭। ওষ্ঠ ফাটাফাটা— এলো, এপিস, *আর্স, *বোভি, ব্রাই, *ক্যাপসি, ক্যাল-কা, কার্ব-ভ, চেলী, চায়না, কল্চি, কোরাল, কোটন-টি গ্র্যাফা, হেমেমে, *ইগ্নে, হিপোমে, আইরিস-ভ, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক-কর, মিনিয়াস্থি, মিউর-এসি *হিপা, *ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্লাম্বা, পিট্রো, হ্রাস-টক্স সিপি, সাইলি, সাল্ফ-এসি, *ভিরাট, জিঙ্ক।

(খ) নিম্নোষ্ঠ ফাটাফাটা ও জ্বালাযুক্ত—ন্যাট্রা-কার্ব। (খ) নিম্নোষ্ঠ মধ্যস্থলে ফাটা—ক্যাম্মো। (গ) উপরোষ্ঠ স্ফীত, ফাটাফাটা ও তাহা হইতে সহজে রক্তপাত—কেলি-কার্ব। (ঘ) নিম্নোষ্ঠ ফাটা ও বেদনাযুক্ত—জিঙ্ক-মেটা।

(ঙ) উপরোষ্ঠ ফাটা ও জ্বালাযুক্ত—জিঙ্ক।

(চ) মুখের কোণে ওষ্ঠ ফাটা—ইউপেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি মার্ক-সল।

(ছ) নীচের ওষ্ঠ ফাটাফাটা, বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গুটিকা বামপার্শ্বে, নিম্নোষ্ঠ এবং মধ্যভাগে ফাটাফাটা—পালস।

(জ) ওষ্ঠদ্বয় ফাটা—পালস। (ঝ) উপরোষ্ঠের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটা ও তাহাতে বেদনা—ন্যাট্রা-মি।

(ঞ) উপরোষ্ঠে টেরাভাবে ফাটা ও তৎসঙ্গে বেদনা—ফস-এসি। (ট) শীতে ওষ্ঠ ফাটিলে—আর্ণি, বোভি, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কেলি-কার্ব, ম্যাগ্নে-মিউ ওলিয়েম্-এনাকা, ভিরাট।

(ঠ) নিম্নওষ্ঠ মধ্যভাগে ফাটা—ড্রসি, ব্যারিয়াম-কার্ব।

(ড) উপরোষ্ঠ ক্ষতযুক্ত ও ফাটা—ক্রিয়েজো। (ঢ) ওষ্ঠ ফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত—এমোনি-কার্ব। (ণ) রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটাফাটা ও তাহা হইতে রক্তপাত হয়—জিনসেঙ্গ।

৮। ওষ্ঠ শুষ্ক—একোন, ইথু, এগারি-মা, এলো, এলুমি, ** এন্টি-ক্রুড, য়্যাম্বেমিস, এন্টি-টার্ট, * আর্ণি, * আর্জেন্টা-না, ব্যারিয়াম-কার্ব, বার্বেরিস, * বেল, ** ব্রাই, * কোনা, ক্যানা-ই, ক্যানা-স্যাটা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্রোমিক-এসি, সিমিসি, ককিউ, ড্রসি, ইউপেটো, ক্যাম্মো, হেমেমি, আইওড, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, কেলি-আইওড, ল্যাকে-সাইকো, মিনিয়াস্থি, মার্ক-আইওড, * নক্স-ম, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ ফাইজো, ফাইটো, প্ল্যান্টা, গ্র্যাফা, মার্ক-সল, থুজা, পালস, ভিরাট্রি জিঙ্ক, ** হ্রাস-টক্স, * সেঙ্গু, ষ্ট্র্যামো।

(ক) মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক— ভিরাট।

(খ) শুষ্ক ওষ্ঠ এবং তাহা হইতে মৃত চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া এবং তাহা বেদনাযুক্ত ও উষ্ণ —ক্রিয়েজো।

(গ) শুষ্ক ওষ্ঠ, তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব— ক্যাম্ফা।

(ঘ) ওষ্ঠ শুষ্ক চট্‌চটে অথচ তৃষ্ণা নাই— আর্জেণ্টা-না।

(ঙ) ,, মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক— আর্জেণ্টা-না।

(চ) ,, ও নাসিকারধার শুষ্ক ও শল্কাবৃত— সালফা।

(ছ) মাড়ী ও ওষ্ঠ শুষ্ক— ব্যাবিযাম-কার্ব।

(জ) ওষ্ঠ এত শুষ্ক যেন ভর্জ্জিত হইয়াছে – আর্নি, ক্যামো, মার্ক।

(ঝ) শুষ্ক ও ভর্জ্জিত ওষ্ঠ, তৎসঙ্গে চর্ম্মকুঞ্চিত-ম্যাঙ্গেনিজ।

(ঞ) ,, এবং যেন ভর্জ্জিত ওষ্ঠ, এবং তাহাতে লোহিতাভ কটাবর্ণের চটা পড়িয়া থাকে— হ্রাস-টক্স।

(ট) ওষ্ঠ শুষ্ক এবং তাহা হইতে চর্ম্ম উঠিয়া যায়— ব্রাই।

(ঠ) ,, ,, অথচ প্রকৃত শুষ্ক নহে, অথবা তৃষ্ণার অভাব — নক্স-ম।

৯। ওষ্ঠে "ক্রাষ্ট" (Crust বা চটা পড়া— ফস-এসি, এলুমিনা, মার্ক-সল।

(ক) কটা ও হরিদ্রাবর্ণের চটাযুক্ত ইরাপ্‌শান্ এবং তাহা পুঁজপূর্ণ ও বেদনাশূন্য (নিম্নোষ্ঠে) —ফস-এসি।

(খ) নিম্নোষ্ঠে ক্রাষ্ট— এলুমি।

(গ) উপরোষ্ঠের ধারে হরিদ্রাবর্ণের ক্রাষ্ট ও তাহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা— মার্ক-সল।

১০। ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া— ক্যাম্ফা, ক্যামো, মস্কাস, সাল্‌ফ-এসি, এলুমি, এনাকা, এপিস, আর্স, * কোবাল্ট, মেজি, প্লাম্বা, প্ল্যাটি, পাল্‌স, হ্রাস-ভেনি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, এমোনি-কষ্টি, আইয়ড্, ফস।

(ক) নিম্নোষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যাওয়া— কেলি-কার্ব।

( খ ) ওষ্ঠদ্বয়ের চামড়া উঠিয়া যাওয়া এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে রক্তপাত ও বেদনা— প্ল্যাটী।

( গ ) মুখের বহির্দ্ধারের চামড়া এরূপভাবে উঠিয়া যায় যেন মাংস দেখা যায়— পাল্স।

( ঘ ) প্রত্যহ ওষ্ঠের চামড়া উঠিয়া যায়, অথচ তাহাতে বেদনা ও মুখশুষ্কতা নাই— প্লাম্বা এসিট।

( ঙ ) ওষ্ঠদ্বয়ের বেদনাযুক্ত অবস্থা— নক্স-ভ।

( চ ) „ শুষ্ক ও তাহার চামড়া উঠিয়া যায়— ** বাই।

( ছ ) ওষ্ঠের চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা
* নক্স ভ

১১। „ওষ্ঠের ইরাপ্শান্ বা চর্ম্মোদ্ভেদ হিপোমে, ইগ্নে, ** ন্যাট্‌ মি, ** নক্স ভ * হাস

ক „ওষ্ঠের "জ্বর ঠুঁটো" বা বিসর্পিকা, ইংরাজীতে ইহাকে "হার্পিস" বা হার্পিটিক ইরাপশান্ বলে— ইহাতে সিপি ফস সাসাফা, সালফা, টেবিবি, * ন্যাট্রা মি, * আর্স, ন্যাট্রা কাব কষ্টি ম্যাগে কা প্রধান ঔষধ

( খ ) উভয় ওষ্ঠেই হার্পিস— সিপি

গ মুখের বামকোণে হার্পিস ও তাহাতে কর্ত্তন এবং খোঁচানবৎ বেদনা— ফস।

( ঘ ) উপরোষ্ঠে হার্পিস, তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা— আর্ণি, হিপার সালফ ২) অরাম, ফেরা-মেটা, গ্লোনই, ক্যাস্টো কেলি-বাই কেলি-কাব ক্রিয়েজো, মেজি, নাইট্রি এসি ন্যাট্‌ মি প্রধান ঔষধ।

( ঙ ) মুখের কোণে বড় বড় হার্পিস— সালফা

( চ ) মুখের চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ হার্পিস — আস।

( ছ ) মুখের বাম কোণে হার্পিস ও তাহাতে চুলকান— বার ভোজ

(জ) নিম্নোষ্ঠে "জ্বরঠুটো"—কষ্টি।

(ঝ) মুখের সমস্ত নিম্নভাগে হার্পিটিক ইরাপ্‌শান্—
ম্যাগ্নে কা।

১২। ওষ্ঠ অত্যন্ত স্থূলকায়—(১ কেলি কার্ব, থুজা, জিঙ্ক মে ট্য,
ম্যাগ্নে কা, ক্যাল কা ন্যাট্রা-কার্ব বারেবিস এমোনি কার্ব,

১৩। ওষ্ঠের অন্যান্য কয়েকটী গুরুতর অবস্থা।

(ক) ওষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যেন প্রায় অঙ্গারবৎ হইয়াছে—
সালফ এসি।

(খ) বিবর্ণ—মরফিয়া

(গ) চকচকে ও দেখিতে সতেজ—এণ্টি টার্ট, এমোনি কষ্টি,
এপিস, * আর্স, বেঞ্জো চায়না-সালফ কুপ্রা জেলস, মর্ফি
ওপি, অকজ্যালি এসি, প্লাম্বা ফস, প্ল্যাণ্টা, সিকেলী, ষ্ট্রিকনিয়া
ট্যাবেকা, ভাইপেরা।

১৪। ওষ্ঠে "সর্ডিস" নামক একপ্রকার ময়লাযুক্ত চটাপড়া
এট্রো, কেলি সাযে মার্ক মিথা ন্যাজা।

---

## দন্ত।

দন্তের কএকটী লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে আমাদের অনেক সাহায্য করে। শিশুদের দাঁত উঠিবার কালে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই সময় দন্ত উঠিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। অজীর্ণ, অত্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য বা অম্ল খাওয়া, পারদের অপব্যবহার ও অধিক মদ্য পান জন্য "দন্তক্ষয়" (কেরিস) নামক রোগ হয়। টাইফয়েড্ জ্বর বা অন্যান্য পীড়া এবং টাইফয়েড্ অবস্থায় দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও "সর্ডিসযুক্ত" হয়। নিদ্রা, বিকার, কিম্বা অন্যান্য অবস্থায় রোগী বিশেষতঃ শিশু দন্ত কিড় মিড় করিলে তাহা এক প্রকার কৃমির সাধারণ লক্ষণ বটে কিন্তু

সকল সময় তাহা নহে; সর্দ্দি, জ্বর, প্রবল প্রদাহ, কম্পজ্বর, মস্তিষ্কের পীড়া ও মস্তিষ্কের উত্তেজনাবস্থা, অন্ত্রের উত্তেজনা, শিশুর দন্তোদ্গম, অন্ত্রে-কৃমি থাকা এই সমস্ত কারণের যে কোন কারণে নিদ্রাবস্থায় দন্ত ঘর্ষণ হইতে দেখা যায়। পিতা মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে শিশুদিগের দন্তাগ্র করাতের দাঁতের ন্যায় কাটাকাটা দেখায়।

১। দন্তে দুর্গন্ধ হইলে—কেলি-ক,ব ও প্লাম্বা-এসিটা প্রধান ঔষধ।

২। বর্ণের ব্যতিক্রম। (ক) দন্ত হলুদবর্ণ—** লাইকো, এলো, আর্স, বেল, কোকা, * আইওড, মার্ক, প্লাম্বা, ** নাইট্রি-এসি। (খ) দাঁত কাল হইয়া যায়—মার্ক, মার্ক-সল, ফস, সিপি, প্লাম্বাম-মেটা। (গ) দন্তের রং কাল ভস্মের ন্যায়—মার্ক-সল (ঘ) দন্ত অতি শীঘ্র কাল হইয়া যায়, অথবা পাশাপাশি ভাবে তাহাদিগের মধ্যস্থলে কাল কাল রেখা সকল দৃষ্ট হয়—* ষ্ট্যাফি। (ঙ)—কটা বর্ণ—মার্ক। (চ) হরিদ্রাভ-কটাবর্ণ—মার্ক, প্লাম্বা। (ছ) দাঁতগুলি সাদা—মিউর-এসি, সোলেনাম-টি-ইগ্রো। (জ) ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক, ফস। (ঝ) কৃষ্ণাভ-ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক-সল। (ঞ) অপরিষ্কৃত ভস্মের ন্যায় বর্ণ—মার্ক।

৩। দন্তে "সর্ডিস" বা অপরিষ্কৃত চটা—*আর্স, *বেঞ্জোইন, কিউবেব, কেলি-সাযে, মার্ক-কর, অগজ্যালি-এসি, *ফস, *প্লাম্বা, সিকেলী-ক। * পিটো, * আর্ণি, এলুমি, *এণ্টিটার্ট।

N. B.—যে সমস্ত পীড়ায় দন্তে "সর্ডিস" দেখিবে তাহাতে 'সর্ডিস' সম্বন্ধে যেসমস্ত ঔষধ লিখিত হইল তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। বিকার, সান্নিপাত ও অন্যান্য কঠিন অবস্থায় দন্তে "সর্ডিস" দেখা যায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) রক্তময় "সর্ডিস"—প্ল্যাণ্টা, সিকে।

(খ) গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস"—ট্যারেকা।

N. B.—টাইফাস জ্বরে এবং "স্লো রেমিটেণ্ট জ্বরে, টাইফয়েড

অবস্থায় দন্তে রক্তময় ও গাঢ় কালবর্ণ "সর্ডিস" দেখা যায় (গ) দন্তে হরিদ্রাবর্ণ "সর্ডিস্" সাল্ফ এসি,*প্লাম্বা-এসি, আইয়ড। (ঘ) দন্ত দুর্গন্ধময় মিউকাসে আবৃত—মেজি। (ঙ) কটাবর্ণ মিউকাস দন্তের উপর দেখা যায়—* সাল্ফা।

৪। দন্তশুষ্ক—এট্রোপি, মার্ক-আইয়ড্-ফ্লেবা, মার্ক মিথি, *ট্যাবেণ্ট।

৫। দন্তেদন্তে ঘর্ষণ বা দাঁত কিড়মিড় করা—*আর্স, *বেল, *সিকু, কোন, কুপ্রা-সাল্ফ, হাইয়স্, লাইকো * সিকেলী, স্ট্রাম্ভ্রা, ওপি প্লাণ্টে, *ফস, পাল্স একোন, এগারি-ফেলো, কাফি হাইয়স্, ভিরাট, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ ক্যান্থা, কলচি, কেলি-কার্ব, মার্ক, নক্স ম পাম্বা, সোরি, এপিস * ক্যানা-ইণ্ডি, এণ্টি-ক্রুড্, * সিনা।

(ক) নিদ্রাবস্থায় দাত কিড়মিড় করা— এগারি মা * সিনা, স্যাণ্টোনিন্, মার্ক-সল্, পাম্বা, * আর্স, * বেল কাবল্স-ব্যাড্, * ক্যানা-ইণ্ডি গ্র্যাফেসাম প্ল্যাটে (খ) রাত্রিতে দাঁত কিড়মিড়—সোরি। (গ দুই প্রহর রাত্রে দন্ত কিড়মিড়— একোন (ঘ) কন্‌ভাল্‌শান অবস্থায় দাত কিড়মিড়— ক্যাল-কার্ব, কফি, ফেরা। ঙ রজস্বলার পর দন্ত কিড়মিড় করা— ভিরাট।

(চ) অত্যন্ত বেগে এবং ভয়ানকরূপে দন্ত কিড়মিড় করা— প্লাম্বা-এসিটা।

(ছ) দন্তে দন্ত চাপিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া দন্ত কিড়মিড় করা ও তৎসঙ্গে দুইহস্তে মোচড়ান গতি দেখা যায়। দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে মাস্তিষ্কের গোলযোগ। দন্ত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দুই হস্ত মস্তকের উপর লইয়া এরূপভাবে ঘুড়াইতে থাকে, যেন সে কতকগুলি সুতা-দ্বারা একটী গুটী পাকাইতেছে। দন্ত ঘর্ষণ ও তৎসঙ্গে সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকি দিয়া উঠিতে থাকে— *ষ্ট্র্যামো।

(জ) দাঁত কিড়মিড় ও তৎসঙ্গে দক্ষিণ বাহুর আক্ষেপ। দন্ত কিড়মিড় সহ মুখে ফেণা এবং তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ। দন্ত ঘর্ষণ সহ অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। দন্ত ঘর্ষণ এবং দাঁতের বেদনায় সে (স্ত্রীলোক) নিদ্রা যাইতে পারেনা-- বেল

৬। দাঁতে ক্ষত— এমোনি-কার্ব, আর্স, ব্যাবিযাম-কার্ব, বেল, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা ফস, প্যারেন্টে, **সিপি, ট্যাবেকা।

(ক) অতিশয় বেদনার পর দাঁতে ক্ষত হইলে— সিপি।

৭। দন্তোদ্গম কষ্টে ও গৌণে হইলে— একোন, এণ্টি-ক্রুড, এপিস, * আর্স, * বেল, বোরা, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাল-ফস, কষ্টি, ** ক্যামো, সিনা, * ফেরা, * হিপা, হাইযস, ইগ্নে, * ক্রিয়োজো, * ল্যাকে, লাইকো, * ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-সল, নক্স-ভ, নক্স-ম, সোরি ভ্রিযাম, সিপি ** সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, * সালফ-এসি, ভিরেটাম প্রধান ঔষধ।

৮। দাঁতে বেদনা— একোন, ইস্কিউ, এপিস আর্জেণ্টা-না, * আর্স, বেল, ব্রাই, * ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ ক্যামো, চেলি, সিকুটা, কলোসি, * গ্র্যাফা, হেমেমে হিপোমে হিপার, ফ্লুওর-এসি, হাইযস, আইওড, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ল্যাকনান্থি, লাইকো, মার্ক, মার্ক-কর, মিউর-এসি, ন্যাজা, * ন্যাট্রা-মি ** নাইটি-এসি, ** সিপি, হ্রডো, ফস, ফাইটো, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রীকনিয়া, সালফ-এসি, ট্যারেন্টু, ভিরাট, জিঙ্ক।

৯। শীত বোধ বা অন্য কোন কারণে দাঁতে খটখট করিতে থাকা— এমোনি-কার্ব, আর্স, ক্যাল-কার্ব, ** ক্যাম্ফ, সিড্র, চায়না কাফি, ** ল্যাকে, মার্ক সল, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, প্লাম্বা, ফস, স্পাইজি।

১০। দাঁতে অতিশয় বোধশক্তি— *একোন, এলুমি, *ব্রাই, কলচি * আর্জেণ্টা-না, বোলি, আইরিস-ভ, কেলিবাই, * লাইকো, মার্ক-কর ** মার্ক-ভ, * ন্যাট্রা মি। (ক) জলপান করিতে দাঁতে লাগে ** আর্জেণ্টা-না, *থিরিডিয়াম।

১১। দাঁতের গোড়া শিথিল— একোন, *আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, কষ্টি, * কোনা, * চায়না, ড্রসি, হিপা, হাইয়স, কেলি-কার্ব ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক, মার্ক কর, *নাইট্রি-এসি, *নক্স-ভ, ওলি, ফস, সিকেলী, সিপি, * সাইলি, সালফা, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

১২। দাঁত উঠিবামাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়— ** ক্রিযেজো, ষ্ট্যাফি।

১৩। দাঁতের মূলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মস্তক ভাগ স্বাভাবিক থাকে— ** থুজা।

১৪। দন্তোদ্গমের প্রথম অবস্থা হইতেই দাতে ছোট ছোট কাল ফোটা বা রেখা দেখিতে পাওয়া যায়— ** ক্রিযেজো, * ষ্ট্যাফি।

১৫। দাত দীর্ঘ বোধ— মার্ক-ভু।

# দন্তের মাড়ী।

১। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তপাত— এইল্যান্থাস, * এলুমি, এগার-মা, *এণ্টি ক্রু, *আর্জেন্টা-না, এপিস, আর্স, অরা, *ব্যারিযাম-কার্ব, বেল, বার্বেরিস, বোভি, * ক্যাল-কার্ব, *কার্ব-ভেজি, *সিষ্টাস, কোনা, ক্রোটেলাস, ইউফর, হেমেম, হিপা, ** আইয়ড, কেলি-কার্ব, কেলি-নাইট্র, *ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর, মার্ক-সল *ন্যাট্রা-কার্ব *ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, প্লাম্বা, ফস, সিপি, *জিঙ্ক, *য্যাম্ব্র, ** ম্যাগ্নে-মি।

(ক) মাড়ী হইতে সহজে কিম্বা কোন প্রকার চাপ লাগিলে রক্তপাত— *লাইকো, ফস-এসি, ডালকা, *কার্ব-ভ, * গ্র্যাফা, *ষ্ট্যাফি, **হিপা, **মার্ক, **সিপি, জিঙ্ক-মেটা, ক্যাল্-কার্ব, ** (ষ্ট্যাফি ক্ষতযুক্ত)

(খ) মাড়ী হইতে রক্তপাত এবং মাড়ীর মাংসগুলা ফাঁক হইয়া থাকে— এণ্টি ক্রুড।

(গ) চুম্বন দিলে রক্তপাত— অরাম-মেটা, *নাইট্রি-এসি, বোভি, কার্ব-ভ।

(ঘ) দন্ত মার্জ্জন করিতে রক্তপাত— *এনাকা, গ্র্যাফা *লাইকো,

কার্ব-ভ, অগজ্যালি-এসি, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, মার্ক-সল্, ফস্, জিঙ্ক।

(ঙ) থুথুর সঙ্গে রক্তপাত— সিপি, সাল্ফা।

(চ) স্কার্বি রোগগ্রস্তের মাড়ী (সহজে পাতলা রক্ত পড়িয়া থাকে) — ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি।

২। সাদা মাড়ী— ফেরা, ষ্টেফি।

৩। দাঁতের মাড়ী স্ফীত— এগারিসা, এলুমি, এ্যাম্ব্রা, এমোনি-কার্ব, আর্স, কেলি-বেল বিসমাথ, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিষ্টাস, কোনা, কুপ্রা, গ্র্যাফা, হেমেমে, আই-ওড্, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মার্ক সায়েনে, মার্ক সল, মিউর-এসি, ন্যাক্স, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, হ্যাস, সিপি সাইলি, থুজা, সালফ-এসি, স্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক, বোবাক্স।

(ক) মাড়ী স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত— থুজা।

(খ) মাড়ী, বাম টন্সিল এবং গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত কেলি-কার্ব।

(গ) মাড়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা— গ্র্যাফা।

(ঘ) পশ্চাদ্দিকস্থ মাড়ীর দাঁতের গোড়া স্ফীত বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শ মাত্র বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি— হিপা।

(ঙ) প্রত্যেক রাত্রে মাড়ী স্ফীত হইয়া থাকে— মার্ক-সল।

(চ) মাড়ী স্ফীত এবং তৎসঙ্গে ওষ্ঠে ও জিহ্বায় ফুস্কুড়ি। মাড়ীতে য়্যাবসেস্ বা ফোড়া হওয়ার ন্যায় বৃহৎ ফুলা ও তৎ-সঙ্গে বেদনা— নক্স-ভ

(ছ) দাঁতের গোড়া শিথিল এবং স্ফীত - নাইট্রি-এসি।

(জ) দাঁতের গোড়া ও তৎসঙ্গে গাল স্ফীত— ক্যাল-কার্ব।

(ঝ) উপরের মাড়ীর দাঁত স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত ও শীতল জল পানে ঐ পীড়িত স্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে— ব্যারিষ্টাম-কার্ব।

(ঞ) ক্ষত দাঁতের গর্ত্তমধ্যে সাদা স্ফীত অবস্থা, তাহাতে এবং মাড়ীতে অত্যন্ত বেদনা ও ভারবোধ— স্ট্যাফাইসা।

(ট) মাড়ীর বেদনাশূন্য স্ফীত অবস্থা— মার্ক-সল্।

(ঠ) মুখ গহ্বরের অন্তর্দ্দিকস্থ মাড়ীতে স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে গরম কি ঠাণ্ডা বস্তু লাগিলে জ্বালাযুক্ত বেদনা... পালস।

(ড) দাঁতের মাড়ী অত্যন্ত উঁচু উঁচু ফুলা। কখনও তাহাতে বেদনা হয়— সিপি।

(ঢ) মাড়ী স্ফীত ও তাহাতে গরম বস্তু আহারে জ্বালাবোধ— সাইলিশিয়া।

(ণ) দক্ষিণদিকস্থ নিম্নমাড়ী স্ফীত এবং তাহাতে চাপ দিলে পুঁজ নির্গত হয়— সালফ-এসি।

(ত) দাঁতের মূলদেশে ক্ষুদ্র ডুম্বুরের ন্যায় শক্ত, স্ফীত অবস্থা এবং তাহাতে বেদনা— প্লাম্বা-এসিট।

(থ) উপরোষ্ঠ এবং মাড়ীর সম্মুখভাগ স্ফীত— লাইকো।

———:———

# মুখমণ্ডল

মুখশ্রীর মুখচ্ছবি।

———

পীড়া হেতু মুখমণ্ডলের বর্ণ ও আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তন যদিও একটী সামান্য লক্ষণ বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেক সময় অতি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ মুখের বর্ণ, আকৃতি এবং ভাব এস্থলে বিবেচ্য। ———

১। মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ— (১) **আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, একোন, *কার্ব-ভ, কুপ্রা, ক্যাম্ফা, ** চায়না, ** ফেরা, * ইপিকা, * ল্যাকে, ফস্, পাল্স, ** সিপি, স্পাইজি, ** সাল্ফা, ষ্ট্যান্না, টার্টা, ভিরেট্রা, * ম্যালাম্, আর্ণি, * ক্যাম্ফ, ** সিনা, হেলে, * নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ** ফস্-এসি, হ্রাস, সেম্বু, সিকে। (২) এন্টি-ক্রু, এপিস, আর্জে-না, আর্ণি, বিসমার্থ, বোরা, ক্যাল্-ফস, কলচি, কোনা, সাইক্ল্যা, ডিজি,

ডালকা, ইগ্নে, আইয়ড, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, মার্ক, মিউর-এসি
অ্যাট্রা-মি, ব্রিথাম, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সালফ।।

২। ,, রক্তবর্ণ— (১) ** একোন, * আর্স, ** বেল, ** ক্যামো, ** ব্রাই, ** চায়না, ককিউ, হিপা, ** হাইয়স, ,, আইয়ড্, * ইগ্নে, * মার্ক, নক্স-ম, ** ওপি, * হ্রাস,, ষ্ট্র্যামো, ** নক্স-ভ, সালফ। (২) * চায়না, ডালকা, হাইয়স, ল্যাকে, পালস, স্কুইল, টার্টা, ভিরাট।

(২ ক) ,, উজ্জ্বল— * একোন, ইথু, এমোনি-মি, ** ব্যাপটি, বেরি-কা, * বেল, ক্যাম্ফ ক্যাল কা সিকুটা ক্যাপসি, লরোসি, ফেরা, হাইয়স, ইগ্নে জেবোরেণ্ড, লাইকো মার্ক ভ, মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস, ষ্ট্যান্না, ৫বিরি, জিঙ্ক, ** ওপি, (শয়ন অবস্থায়—একোন)।

৩। এক দিকের কপোল লাল, অন্য দিকের পিংশে—— একোন, * ক্যামো, কলোসি, * ইগ্নে নক্স-ভ, ভিরাট।

৪। কপোলদ্বয় লালবর্ণ— একোন, * ক্যাপসি, ক্যামো, * চায়না এমনি মি, ক্যামো * ফেরা, লাইকো * মার্ক নক্স ভ, ফস, পালস ষ্ট্যান্না সালফ, — ব্রাই, ক্যানা, ড্রসি, ডালকা, আইয়ড কেলি, ষ্ট্র্যামো।

৫। পুনঃপুনঃ মুখমণ্ডলেবর্ণপরিবর্ত্তনঃ—কখনপিংশে, কখন বা লাল—(১) একোন, * বেল, ক্যামো, সিনা ক্রোকা, * ইগ্নে, *নক্স-ভ, * ফস, প্ল্যাটী, * পালস. ভিরাট, (২) * য্যালাম, * অরা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, * চায়না, * ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, * ম্যাগ্নে-কার্ব, স্পাইজি, * স্কুইল, সালফ-এসি।

৬। মুখমণ্ডল নীলাভ রক্তবর্ণ— (১ একোন, য্যাগ্না, ক্যামো, ** কুপ্রা, * ব্যাপটি, * ল্যাকে, পালস (২ * আর্স, অরা, ** বেল, ** ব্রাই, ক্যাম্ফ, কোনা, হিপা, হাইয়স, * ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, সেম্বু, * ওপি স্পঞ্জি, ভিরাট।

৭। ,, রক্তাভ ব্রাউন (কটাবর্ণ) ১ *ব্রাই, হাইয়স, *নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি, ষ্ট্র্যামো, * সালফ, (২) * কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো পালস, সিকেলী।

৮। ,, হরিদ্রাভ জলটুসে, চক্চকে পাতলাবর্ণ— ১) আর্স

চায়না, ফেরা, * ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নক্স ভ, (২) ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্রোকা, ক্রিয়েজো, নাইট্রি-এসি, ফস, সেম্বু, সিপি, * সাইলি।

৯। পাংশুবর্ণ— কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লবো।

১০। মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ— ** কোনা, ** ফেবা, ** নক্স-ভ ** প্লাম্বা, **সিপি, ** সালফ, ** আর্নি, ** আর্স, ক্যাপসি, * চায়না, * ইউপেটো-পাবফো, ফেবা, ** ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, হ্রাস, * সিপি।

(১০ক) „ „ বহু দাগযুক্ত— * সিপি

(১০খ) „ „ হরিদ্রাভবর্ণ— * আর্স, কাব-ভ, * ডিজি, ভিরেট্রা, কেলি-কা, * লেপ্টা, বোক ই নক্স ভ * সিপি, মার্ক, লরোসি, আইওড্, নাইট্রি-এসি।

১১। ঈষৎ নীলবর্ণ— (১) * আর্স, * বেল, * হাইযস, * ওপি, কেলি-ব্রো, * ভিরেট্রা, (২) একোন, য্যাগ্না, অম্বা, * ডিজি, * ব্রাই, * ক্যাম্ফ, সিনা, * কোনা, * কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টা।

১২। চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলিমাময়— ১ আর্স, চায়না, * ইপিকা লাইকো, * নক্স-ভ, ফস-এসি, * হ্রাস, * সিকে, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা, (২ * য্যানাকা, ক'কউ, কুপ্রা, ফেবা, হিপা, ইগ্নে, ফস্, সিপি, সালফ।

১৩। চক্ষুর চতুর্দ্দিক পীতবর্ণ— * নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, স্প্যা-ইজি।

১৪। „ „ হরিদ্রাভবর্ণ— * আর্স, ভিরেট্রা।

১৫। নাসিকার চারিধারে পীতাভবর্ণ— * নক্স-ভ, সিপি।

১৬। নাসিকার উপর দিয়া কপোলদ্বয় পর্য্যন্ত পীতবর্ণ— সিপিয়া।

১৭। নাসিকা এবং মুখ পীতবর্ণ— * নক্স ভ সিপি।

১৮। পীতবর্ণ বিশিষ্ট চিক (টেম্পল প্রদেশ) দ্বয়— (১) কষ্টিক্রাম্।

১৯। মুখ গহ্বর ঈষৎ নীলবর্ণ— * সিনা, কুপ্রা, ফেরা, * ট্যাম্রা।

২০। মুখ মণ্ডলে নীলবর্ণ ছোট ছোট দাগ— * ফেরা, সিনা, [illegible] ট্যাম্রা।

২১। „ „ পীতবর্ণ দাগ সকল— কস্টি, ফেরা, [illegible] সিপি, কষ্টি, * নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ।

২২। মুখ মণ্ডলে লাল দাগ সকল— ক্যাল্কে, লাইকো, হ্রাস, স্যাবাডি, সেম্বু, * সাইলি, সাল্ফা।

(২২ ক) কপোলদেশে সীমাবদ্ধ লালদাগ সকল— ** চায়না, * ফেরা, * লাইকো, * ফস, * সালফা।

২৩। মুখ মণ্ডলে কাল চিহ্ন সকল— ডুসি, গ্র্যাফা, আর্জ, * নাইট্রি-এসি, সিলিনি, সালফা, (২) বেল, ব্রাই, * ক্যালকে, ডিজি, হিপা, ন্যাট্রা-মি, স্যাবাডি, স্যাবাইনা।

২৪। মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল চক্‌চকে যেন তৈল মাখান— (১) ম্যাগ্নে-কা, ** ন্যাট্রা মি, প্লাম্বা, * সিলিসি, (২) ব্রাই, চায়না, মার্ক, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো।

২৫। মুখ ও চক্ষু যেন বসিয়া গিয়াছে— (১) * আর্স, অ্যাণ্টি, * চায়না, ল্যাকে, নক্স ভ, * সিকে, এন্টি টার্ট, * সিপি, ষ্ট্যান্না, ভিরাট, (২) য্যান্‌কা আর্জেণ্টা না, * ক্যাম্ফ, সিকিউ, ক্যাল-কা, ক্যাল ফস, কলোসি, কুপ্রা, ডুসি, ইগ্নে, ক্যাবোসি, ফেরা, লাইকো, নাইট্রিক এসি, ফস, ফস এসি, হ্রাস, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৬। নাসিকাগ্র (চোখা) তীক্ষ্ণ এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া— আর্স, চায়না, নক্স-ভ, ফস এসি, হ্রাস, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

(২৬ ক) নাসিকা স্ফীত ভাবাপন্ন অবস্থায়— * বেল, * কষ্টি, * কেলি কার্ব, * মার্ক-কর, * ন্যাট্রা-মি, * ফস-এসি, * পাল্স, * হ্রাস, * সিপি ব্যবহার দ্বারা ডাঃ গারেন্‌সি বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

২৭। মুখ মণ্ডল দেখিতে মৃতের ন্যায়— (১) * আর্স, চায়না, ফস, ফস এসি, সিকে, * ভিরাট, (২) * ক্যাম্ফ, কার্ব ভ, কুপ্রা, নক্স-ভ।

২৮। মুখ ফুলা ফুলা (স্ফীত)— (১) একোন, * আর্স, ব্রাই, * ক্যামো, * চায়না, হাইয়স, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পালস, সেম্বু, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, (২) অ্যাণ্টি, আর্স, * বেল, * ফেরা, হেলে, হিপার, * কেলি-কা, ইউপেটো-পা, ল্যাকে, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি, [illegible], ব্যারি-কার্ব, ষ্ট্যান্না, ভিরেট।

২৯। চক্ষুর চতুর্দ্দিকের স্ফীত অবস্থা— আস, ফেরা, ফস্, পালস।

(২৯ ক) „ উপরিভাগ স্ফীত— এপিস, ** আর্স, বেল, ** ক্যামো, ** কেলি কার্ব।

৩০। চক্ষুর নিম্নভাগ স্ফীত— ** এপিস, আর্স, চায়না, নক্স-ভ, ** ফস্, ভিবেট্রা, ব্রাই, ক্যালকে, সিপি।

(৩০ ক) কপোলদ্বয় স্ফীত ভাবাপন্ন— আর্ণি, ** ক্যামো, ** পালস।

৩১। দেখিতে রুগ্নের ন্যায়— (১) চায়না নক্স ভ, ফস্, সালফা, (২) সিনা, ক্রেমা, ল্যাকে, পালস।

৩২। মুখমণ্ডলের চর্ম্ম ঘোঁচান বা লোলিত— ক্যালকে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

৩৩। কপালেরচর্ম্মঘোঁচান ও (কুঞ্চিত) - (১) ক্যামো, হেলে, ** লাইকো, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সালফা, (২) এমোনি, ব্রাই, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, হ্রাস্।

৩৪। মুখাকৃতি নিতান্ত বিশ্রী— (১) ** আর্স, ** বেল, কষ্টি, ক্যামো, গ্র্যাফা, ** ইথু, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ** ওপি, * সিকে, ** ষ্ট্র্যামো, ** ভিরাট, (২) * ক্যাম্ফ, সিকিউ, [illegible]কিউ, * কুপ্রা, হাইয়স্, ** লাইকো, মার্ক, প্ল্যাটী, পালস, হ্রাস্, [illegible], স্পাইজি, স্পঞ্জি, স্কুইল।

৩৫। মুখমণ্ডল শীতল— বেল, ক্যাল-কার্ব, * ক্যাম্ফ, কুপ্রা, ভিরাট।

৩৬। „ কোল্যাপ্‌স অবস্থাপন্ন— ইথ, * ক্যাম্ফ।

৩৭। „ মৃত্তিকার বর্ণ বিশিষ্ট— ** আর্স, বোরা, ** চায়না, লাইকো, ** মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, সাইলি, ** ফেরা।

৩৮। মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল— ** বেল, ** ইগ্নে, ** ফস্, ** প্ল্যাটে, ইথু, কুপ্রা।

৩৯। মুখশ্রী বেকুবের ন্যায়— ** ব্যাপ্‌ট, মার্ক-ভ, আর্জেন্টা-না, [illegible]-ফস্, কষ্টি, লেপ্‌টা, সিপি।

৪০। " আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশক— ইথু, ক্যাম্ফা, কুপ্রাম।
৪১। " " ভয় প্রকাশক— একোন।
৪২। " হতভাগ্যের ন্যায়— মেজি।
৪৩। হাঁ করিয়া থাকা— * বেল।
৪৪। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত— * পডো, ট্র্যামো, * সালফা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

## নাড়ী বা পাল্‌স।

( Pulse )

অনেক চিকিৎসক নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু নাড়ী সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা যে চিকিৎসকের একটী গুরুতর কার্য্য তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

আমাদের দেশে "হাত দেখা" অর্থাৎ নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগের অবস্থা পরিচয় করা এবং তদনুযায়ী ঔষধাদি ব্যবস্থা করা বহুকাল প্রচলিত আছে।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেক সময় অনেক পীড়ায় নাড়ীর গতির বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, শরীরের সাধারণ দৌর্ব্বল্য, কি সবলতা, জ্বরাদি পীড়ার উগ্রতা, জীবনী-শক্তির অবসন্নতা, ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা অন্যান্য লক্ষণ সহ জানিয়া লইতে পারিবেন।

নাড়ী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থা জ্ঞাত থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির সমসূত্রে মণি-বন্ধস্থানে তোমার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে রেডিয়েল আর্টারী অর্থাৎ ধমনীর স্পন্দন গতি অনুভব করিবে

পারিবে। সচরাচর নাড়ীর গতি দেখিতে হইলে মনিবন্ধ স্থানেই দেখা হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানের মধ্যে যে সকল স্থানের ধমনী চর্ম্মের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানই স্পর্শ করিলে নাড়ী অর্থাৎ ধমনীর গতি অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা বিধায় উপরোক্ত স্থানেই নাড়ী দেখা হইয়া থাকে। সেই জন্যই নাড়ী দেখার নাম "হাত দেখা" হইয়াছে।

১। স্পন্দন — নাড়ীর স্পন্দন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে নাড়ী কতবার স্পন্দিত হয়, আমরা তাহার সংখ্যা গণিয়া দেখিয়া থাকি। স্বাভাবিক অবস্থায় সদ্যজাত শিশুর নাড়ী ১৪০ বার স্পন্দিত হয়, ১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর অবধি ১৩০ হইতে ৮০ বার, যৌবনে ৭০ এবং বৃদ্ধাবস্থায় ৬০ হইতে ৬৫ বার প্রতি মিনিটে স্পন্দিত হয়।

রোগের উগ্রতা ও মৃদুতা অনুসারে নাড়ীর এই স্পন্দন গতির ও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

২। বেগ— উপরে যে স্পন্দনের কথা উল্লেখ করা হইল সেই স্পন্দন জন্যেই নাড়ীর নানা প্রকার বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে. ইহাকেই ইংরাজীতে "নাড়ীর কুইক্‌নেস" বলিয়া থাকে।

৩। নাড়ীর বেগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণনাড়ী বা "শার্প-পাল্‌স" বলিয়া থাকে।

৪। নাড়ী ধীর গতি বিশিষ্ট হইলে তাহাকে "স্লোপাল্‌স" বলিয়া থাকে।

৫। নাড়ীর স্থূলাবস্থা— কোন নাড়ী পূর্ণ অর্থাৎ ফুল (Full)।

৬। কোন নাড়ী অত্যন্ত স্থূল অর্থাৎ লার্জ (Large), তাহাকে মোটা নাড়ীও বলা হইয়া থাকে।

৭। নাড়ী ক্ষুদ্র অর্থাৎ স্মল (Small)।

৮। নাড়ী সূত্রবৎ অর্থাৎ থ্রেডী (Thready)।

৯। নাড়ীর শক্তি— এস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করতঃ মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে; দেখিবে কোন নাড়ী সবল, কোন নাড়ী দুর্ব্বল, কোন নাড়ী বা লুপ্তপ্রায় কিংবা সম্পূর্ণ লুপ্ত। কোন নাড়ী হস্তে কোমল অথবা কঠিন বোধ হইবে; কোন নাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা সজোরমত চাপিয়া ধরিলে, উহা চাপন অগ্রাহ্য করিয়া স্পন্দিত হইতে

থাকে। এই প্রকার নাড়ীকে ইনকম্প্রেসিবল্ (Incompressible) পালস অর্থাৎ দুষ্চাপ্য নাড়ী কহে।

যদি তোমার অঙ্গুলি চাপে নাড়ী স্পন্দিত না হইয়া স্থগিত থাকে তবে সে নাড়ীকে কম্প্রেসিবল্ (Compressible) অর্থাৎ চাপ্য নাড়ী বলা যায়।

১০। নাড়ীর ছন্দস্ (Rhythm) অর্থাৎ স্পন্দন-সমতা :— কোন নাড়ী রেগুলার (Regular) অর্থাৎ সম— ইহাদের গতি ও স্পন্দন সর্ব্বদা একভাবে দেখিতে পাইবে। এই অবস্থার বিপরীত অবস্থা হইলেই অসম অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পালস বা নাড়ী বলিয়া থাকে।

১১। ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) অর্থাৎ পর্য্যায়যুক্ত বা ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী — ইহাতে নাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ কিছুকালের জন্য থামিয়া থাকে।

১২। নাড়ীর অন্যান্য কয়েকটী বিশেষ অবস্থা।— (ক) নাড়ী জার্কিং (Jerking) বা অকস্মাৎ উল্লম্ফনযুক্ত অর্থাৎ ঝাকি মারিয়া উঠে। (খ) থ্রিলিং (Thrilling) বা ভাইব্রেটীং (vibrating) অর্থাৎ কম্পমান নাড়ী।

এইরূপ নাড়ীর অবস্থা অনুসারে কোন্ কোন্ ঔষধ উপযোগী তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। —

১। দুর্ব্বল নাড়ী বা উইক (Weak) পালস— (১) * আর্নি, * ডিজ, * ক্যালমিয়া, * লোবিলিয়া, * সিকে, * সেঙ্গু, * স্যাঙ্গু, * ট্যাবেকাম, ও ডিজিটাম প্রধান ঔষধ। এসিটিক-এসি, * একোন, ইস্কু, ইউফরবি, ক্যাম্ফ, এগারিক, আর্স, এমোনি-মিউ, * এণ্টি-টার্ট, ব্যারাম, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রাই, বার্বেরিস, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাম্ফা, সাইক্লামেন, সিড্রন, চায়না, সিমিসি, কোকা, ক্রোটন-টি, * কার্ব-ভ, * ডিজিটা, ফেকো, ** কেলি কা, কেলি-ব্রো, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, জেলস, গ্লোনইন, হেমামি, এসিড হাইড্রোসি, হাইবস, আইয়ড, আইরিস-ভ, জেলস্, ল্যাকটিক-এসি, ল্যাকে, * লরোসি, * মার্ক-কর, মার্ক-সল, * মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * ওপি, ফস, ফাইটো, প্রিসি-লাস, অগ্জ্যালি-এসি, * স্যাটাল, ট্র্যামো, * ভাইপেরা

...., নক্স-ভ, ফস, ফেরা; ফস-এসি, সিকে, *ট্যাবেকা, *শিরে-ট্রাম-এল্‌ব ও ক্যাম্ফার এই কয়েকটী ঔষধ অধিকাংশ সময়েই দুর্ব্বল নাড়ীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। সুত্রবৎ নাড়ী বা থ্রেডী ( Thready )পাল্‌স —(১) *একোন, ব্যারাম, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, কলচি, কুপ্রা, ডিজি, জেলস্, * হেলে, হাইয়স, আইয়ড, গ্যাজা, ওপি, ল্যাকে, অক্‌জ্যালি-ক্যাসিড, প্লাম্বাম, ফস, ফাইটো, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক-মেটা, * টেরিবি।

৩। সফ্‌ট পাল্‌স ( Soft pulse ) বা কোমল নাড়ী অর্থাৎ সহজে চাপা:— (১) এসিটিক-এসি, ইস্কুউ, আর্স, এটোপি, * ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, ক্যামো, চায়না, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ডালকা, ফেরা, * জেলস, গ্লোনইন, হেমামি, হেলে, হাইয়স, হাইড্রোসি-এসি, আইয়ড, লাইকো, মার্ক-সল, নক্স-ভ, * ওপি, অক্‌-জ্যালি-এসি, * ফস, প্লাম্বাম, ফাইটো, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রীকনি, * স্যাম্বাল, ভাইপেরা, জিঙ্কাম্।

৪। কম্পমান নাড়ী:— (১) * আর্স, * ক্যাম্ফ, * ডিজি, * ল্যাকে, * স্পাইজি, প্রধান ঔষধ। (২) বেল, ক্যাক্‌টা, ক্রিয়েজো, হ্রাস, (৩) একোন, এণ্টি-টার্টা, ক্যাম্বা, ক্রোটেলাস, * হেলে, মার্ক-কর, মার্ক-সল, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ভ্যালরি।

৫। নাড়ী ক্ষুদ্র— ( স্মল্ পাল্‌স Small pulse ) একোন, * ফেরা, * ইথু, * হেলে, * মিউর-এসি, * নক্স-ম, * নক্স-ভ, * ফস, * জিঙ্ক মেটা, প্রধান ঔষধ। ব্যাপ্টাম, এপিস, আর্ণি, আর্স, ব্যাসাকি, এট্রোপি, * বেল, ক্যাম্ফ, ব্রাই, কুপ্রা, ক্যানা-স্যাটা, ক্রোটন-টি, * ডিজি, জেলস, হাইয়স, আইয়ড, ল্যাকে, লিডাম, লবেসি, লাইকো, মার্ক-সি-রু, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আইট্রা, ফস-এসি, স্যাটা-মি, নাইট্রি-এসি, ওপি, অক্‌জ্যালি এসি, পিট্রো, পডো, রিসিনাস, * র‍্যাঙ্কেনাস, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ট্যানিক-এসি, * টেরিবি, জিঙ্ক-সালফ, * ভিরাট।

৬। নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট— (১) * একোন, * সিকুটা-ভি, * সিকে কর্ডিজি ক্যাল্‌মিয়া সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। (২) ইথুজা, এগারি, এপোসাই-কার্ব, আর্ণি, আর্স, ব্যাসাকি, এট্রোপি, ব্যাপটি, বেল, বার্বেরিস, ব্রোমিয়াম, ক্যাম্ফ,

ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, চেলি, চায়না, চায়না-সালফ, কোকা, কফি, কলোসি, কুপ্রা, জেলস, * গ্লোনইন, হেলে, হাইড্রাষ্ট, হাইয়স্, আইয়ড, আইরিস-ভার্স, মার্ক-কার্ব, মার্ক-সল, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, * নক্স-ম, ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস্ এসি, রাস-টক্স, সিকে, * সেমু, ষ্ট্র্যামো ** ভিরাট।

৭। বিলুপ্ত নাড়ী— নাড়ী ডুবিয়া গেলে অর্থাৎ নাড়ী একেবারে না পাওয়া গেলে— (১) * একোন, এগার, এণ্টি, ** আর্স, বেল, * ক্যাম্ফ, চেলিডো, চায়না, কলচি, * ক্রোটেলাস, * কুপ্রা-আর্স, হাইয়স্, ডিজি, * এসিড-হাইড্রোসি, ক্যালমিয়া, মার্ক-কর, * ম্যাজা, লরোসি, নক্স-ভ, * ওপি, অগজ্যালি-এসি, পিট্রো, ফস্, ষ্ট্রীকনিয়া, ষ্ট্র্যামো, সালফ্য-এসি, টেরিবি, ট্যাবেকাম, * ভিরাট, (২) ক্যাকটা, কোনা, ** কার্ব-ভ, জেলস, হেলে, ** জ্যাট্রোফা, মার্ক, স্যাণ্টোনিন্। কনভাল্শানের সময় এইরূপ নাড়ী হইলে * ওপিয়াম প্রশস্ত ঔষধ)।

৮। নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত— সহজে অনুভব হয় না— (১) একোন, এগনাস্, * আর্স, * এণ্টি-টার্ট, এপিস, বেল, * ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, ক্রোটেলাস, জেলস, গ্লোনইন, হেমেমি, হেলে, এসিড-হাইড্রোসি, * ইপিকা, লরোসি, কেলি-বাই, মার্ক-কর, ম্যাজা, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস, * ফস-এসি, * রিসিনাস্, ট্যাবেকাম, থিয়া ভাইপেরা।

কনভাল্শানের সময় নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত হইলে— প্রধানতঃ ওলিয়েণ্ডা ও নক্স-ভমিকাই ব্যবহৃত হয়।

৯। আকুঞ্চিত অর্থাৎ কনট্রাক্টেড্ (Contracted) নাড়ী:— (১) একোন, এসিটিক-এসি, এণ্টি-টার্ট, আর্স, ব্যাসাফি, বেল, বিস্মাথ, ক্যাল-কার্ব, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যান্থা, সিনা, ক্রোটন্-টি, কল্চি, কুপা-এসি, হাইয়স, আইয়ড, কেলি-বাই, লরোসি, মার্ক, নাইট্রি এসি, ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস, রাস, সিকে, ষ্ট্রিক্নিয়া, সালফ্য এসি, জিঙ্ক-মেটা।

১০। ডাইক্রোটিক নাড়ী (Dicrotic pulse) — (১) একো ষ্ট্যানাম, এপোম্যাই, ক্যানাবিস, জিঙ্ক-সালফ।

১১। চঞ্চলা নাড়ী—(১) আর্স, এণ্টি-টার্ট, আইয়ড, নক্স-ভ মিট্রো, হাইড্রোসি-এসি, ক্যাম্ফ, অগজ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

১২। নাড়ী উষ্ণ—(১) একোন, এলুমিনা, আর্স, * বেল, মার্ক চায়না, সিকে-ক, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ভাইপেরা, মার্ক-কর। (পেট বেদনা থাকিলে)—প্লাম্বাম।

১৩। উল্লম্ফন ভাবাপন্ন নাড়ী—(১) এল্‌কোহল, আর্স, এট্রোপি বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ই, ক্যান্থা, চায়না সাল্‌ফ, ক্লোরোফরম কোনাইন, ইউপেটো-পার্‌ফো, আইয়ড, ন্যাজা

১৪। নাড়ীফুল (Full) অর্থাৎ মোটা ও পূর্ণা—(১) এসি টিক-এসি, * * একোন, ইস্কিউ-হি, এগ র, এলকোহল, * এণ্টি-টার্ট, এপিস, এপোসাই, আর্ণি, আর্স, য্যাসাফি, এট্রোপি, * ব্যাপ্‌টি, ব্যারিয়াম-কার্ব বেল, বেঞ্জো-এসি, ব্রোমাইড, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কার্ব-এসি সিড্রন ক্যাম্বো, চেলিডো, চায়না সাল্‌ফ, সিমিসি, কফি, কল্‌চি, কলোসি কোনা ক্রোটেলাস, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, কুপ্রা সাল্‌ফ, ডিজিটেলিন, * জেল্‌স, হেলে, হাইবস, কেলি-বাই, মার্ক, * মেজি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, * ওপি, অগজ্যালি-এসি, প্লাম্বাম পিট্রো, ফস্‌, ফস্‌ এসি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ এসি, থিরা * ট্যাবেকা।

৪৪ যাদব চন্দ্র কেদারী নামক কোন একটি ভদ্রলোকের ওলাউঠা হয়। বহুসংখ্যক দাস্ত হইতে লাগিল, ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভেদবন্ধ হইলনা। মুখ ও চক্ষু বসিয়া গেল, কিন্তু দেখিলাম তখনও নাড়ী নিতান্ত মোটা ও সবেগে বহিতেছে। এই লক্ষণ অবলম্বনে একোনাইট ৩ x ডাঃ ২।৩ মাত্রা দেওয়ার পরই দাস্তের পরিমাণ কমিয়া আসিল, নাড়ীর গতিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া রোগীর উপস্থিত অবস্থার যেরূপ থাকা উচিত সেইরূপ হইল এস্থলে নাড়ীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিলে রোগীর অবস্থা যে কি হইত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে

১৫। নাড়ীহার্ড (Hard) অর্থাৎ কঠিন, অথবা ইনকম্প্রেসিবল্‌ (Incompressible) অর্থাৎ দুশ্চাপ্য হইলে—(১) ইস্কিউ, এগার, এলকোহল, এমোনি-মিউ, এণ্টি-কার্ব, এণ্টি-টার্ট, আর্স, এট্রোপি, * একোন্‌, ব্যারিয়াম-কার্ব, কার্ব-এসি, * বেল, * ব্রাই, ক্যাকটা, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা,

চায়না, চেলিডো, সিমিসি, কফিউ, কোরাল, * কুপ্রা-এসি, ডিজিটেলিস, গ্লোনইন, হেমামি, হাইয়স, আইয়ড, লাইকো, * মার্ক-প্রিসি-রুবার, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, ওপি, অগজ্যালি-এসি, প্লাম্বাম, পিট্রো, ফস, ফাইটো, সিকে, সেনিগা, ষ্ট্র্যামো. * সালফা, * ষ্ট্রিকনিয়া, ট্যাবেকাম, ট্যারেন্ট, থুজা, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৬। র‍্যাপিড (Rapid) বা কুইক (Quick) অর্থাৎ দ্রুতগামী নাড়ী— *একোন, ব্রাই, আইয়ড, মার্ক, ফস, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, এগার, ইস্কিউ, এইল্যান্থাস, * ইথু, এলোজ, এলকোহল, ম্যালাম, এমোনি-মি এণ্টি ক্রুড, এপিস, আর্নি, * আর্স, এসাফি, এণ্টি টার্টা, এট্রোপি, ব্যাপ্টি, * বেল, বেঞ্জো-এসি, বিসমাথ, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-এসি, জেবোরেণ্ড, চায়না, * কলচি, ক্রোটন-টি, কলোসি, কুপ্রা, কুপ্রা-এসি, ডিজি, জেলস, * হেলে, ইপিকা, ক্রিয়োজো কেলি ব্রো, কেলি-ব্রাই. লাইকো, মার্ক-কর, * মিউর-এসি, ন্যাজা, ন্যাট্রা-মি, ওপি, অগজ্যালি এসি, প্লাম্বাম, ফাইটো, * ফস, প্ল্যাটী, * হ্রাস-টক্স, স্পঞ্জি, সিপি, ট্যারেন্ট, ভ্যালিরি, ভাইপেরা, জিঙ্কাম।

১৭। সবলন ড়ী অর্থাৎ ষ্ট্রং (Strong) পালস— একোন, এলকোহল, এলোজ, এমনি-কার্ব, এণ্টি-টার্ট, এপিস, আর্নি, আর্স, বেল, চায়না কোকা, কোণা, ক্রোটন, জেলস, হাইয়স, মার্ক-কর, ওপি, ফাইটো, ষ্ট্রীকনিয়া, ষ্ট্র্যামো।

১৮। অসম নাড়ী অর্থাৎ ইরেগুলার (Irregular) পালস— একোন, * এগার, এলোজ, এণ্টি-টার্ট, ম্যারাম, আর্নি, আর্স, এসাফি, এট্রোপি, ব্যারিয়াম-এসিটা, বেল, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * সিমিসি, কফিয়া, কলচি, * ডিজিটেলিন, কুপ্রা-এসি, * ডিজি, গ্লোনইন, হেমামি, হাইয়স, * মার্ক-কর, ন্যাজা, * ওপি, অগজ্যালি-এসি, ফস-এসি, ফাইটো, ফাইজো, হ্রাস-টক্স. * ষ্টিলিন, * সাম্বাল, * সেঙ্গু, ষ্ট্রীকনিয়া, * ভিরাট্-এল্ব।

১৯। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) অর্থাৎ চলিতে চলিতে ক্ষণেক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাকে পর্য্যায়যুক্ত

নাড়ী বলে—(১) * চায়না * ডিজিটেলিস এবং * ভিরাট ইণ্টার-মিটেণ্ট পাল্‌সের অতি প্রধান ঔষধ : তদ্ভিন্নে (২) * হিপার * ফ্যাট্রা-মি, * ফস-এসি, * সিকেলী ; (৩) এসিটিক এসি, একোন, এগার, এলোজ, এলাম, ষ্যাম্ব্রা-কার্ব, আর্স, এমনি-মি এণ্ট টার্ট, এপোসাই, বেল, বিসমাথ, ক্যানা-ইণ্ডি, ক্যাম্ফা, কার্ব-এসি, কার্ব ভেজি, চায়না, চায়না-সাল-ফ, সিনেবাবিস, কফিয়া কণচি, ক্রোটেলাস, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা, জেলস, হাইয়স, হেলে, ইগো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, নক্স-ভ, মুরোসি, নক্স-ম, ওপি, অগজ্যালি এসি, নাইট্রি এসি, প্লাম্বা, ফস, সালফা, ট্যাবেকা, সাল্ফ-এসি, ভিরাট-ভি, থুজা, জিঙ্কাম।

২০। নাড়ী তীক্ষ্ণ—(১) আর্স, কেলি বাই, অগজ্যালি এসি, ল্যাপাটি ইত্যাদি।

২১। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের ন্যায় শব্দ নাড়ীতে শুনিতে পাইলে—(১) ষ্যাম্ব্রা।

২২। ঢেউয়ের ন্যায় গতি বিশিষ্ট নাড়ী—(১) হাইয়স, সেঙ্গুইনেরিয়া।

২৩। "জার্কিং পাল্‌স" (Jerking pulse) অর্থাৎ যে নাড়ী স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন ঝাকি মারিয়া উঠে—(১) একোন, এমিলিন-না, আর্স, ষ্যারাস, ডিজিটেলিন, ডাল্‌কা, জ্যাট্রো, প্লাম্বা, ল্যাগো, ডিজি।

---

তৃতীয় অধ্যায়।

# মূত্র।

জিহ্বা, ঘর্ম্ম এবং পিপাসার ন্যায় মূত্রও ব্যাধিবিচার ও চিকিৎসা কার্য্যে একটী প্রধান সহায়। শারীরিক নানাবিধ পরিবর্ত্তন হেতু মূত্রেও অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রের নানাবিধ পরিবর্ত্তন জ্ঞাপক লক্ষণাবলী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ব্যাধি চিকিৎসার সময় ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

## মূত্রের প্রতিক্রিয়া।

অম্ল প্রতিক্রিয়াযুক্ত মূত্র অর্থাৎ মূত্রে অম্লত্ব জন্মিলে, তাহা লিটমাস্ ( Litmus ) নামক কাগজ সংযোগে পরীক্ষা করা হয়। লিটমাস্ কাগজ অনেক বড় বড় ডাক্তার খানায় ও রাসায়নিক-পদার্থ-বিক্রেতাদিগের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আমরা সহজ উপায়ে এইরূপে লিটমাস্ প্রস্তুত করিয়া থাকি।— ধবল বর্ণের এক খণ্ড কাগজে জবা পুষ্প ঘষিয়া লইলে, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া উঠে তখন এই কাগজ এক প্রকার নীলবর্ণ দেখায়; ইহা গুণে "লিটমাস" কাগজের সমতুল্য; অম্লজনক পদার্থের সংস্পর্শ মাত্রই এই কাগজের নীলবর্ণ রূপান্তরিত হইয়া লালবর্ণ হয়। এই ক্রিয়াকে "অম্ল-প্রতিক্রিয়া" বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম "এসিড-রিয়্যাকশান্"।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মূত্র ও অন্যান্য পদার্থের ক্ষারত্ব পরীক্ষা করিতে "টার্মেরিক" অর্থাৎ হলুদযুক্ত কাগজ ব্যবহৃত হয়। আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হলুদদ্বারা একখানি ধবল বর্ণের কাগজ রং করিয়া লইলেই "টার্মেরিক-কাগজ" প্রস্তুত হইল। লিটমাস কাগজের ন্যায় ইহাও ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। এই কাগজ ক্ষারযুক্ত মূত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় ক্ষারপদার্থ সংযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে "অ্যালক্যালাইন-রিয়্যাকশান্" অর্থাৎ "ক্ষার-প্রতিক্রিয়া" বলিয়া থাকে।

মূত্র অথবা অন্য কোন পদার্থে লিটমাস কিম্বা "টার্মেরিক" কাগজ ভিজাইয়া যদি কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত না হয়, তবে সেই মূত্র বা পদার্থকে "নিউট্রাল্" বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ তাহা অম্লও নয় এবং ক্ষারও নয়।

১। এসিড্ অর্থাৎ অম্লযুক্ত মূত্র হইলে— (১) এলকোহল, এলুমিনা, এপোসাই-ক্যানা, আর্জেণ্টো-নাই, আর্ণি, এট্রোপি, বেঞ্জো-এসি, কার্ব-এসি, কষ্টী, ক্যাম্ফো, চেলিডো, সিমিসি, সিঙ্কোনা, কোকা, কলচি, কলোসি, কোপেবা, সাইক্লা, ডিজি, ইগ্নাটে, এরিজি, ফের-মে, হেলোনি, আইওড, কেলি-নাই, কেলি কার্ব, কেলি-ক্লো, লেপ্টা, মার্ক-কর, নাইট্রি-এসি, অকসাইড-এসি, ফস, ফাইটো, পিক্রি-এসি, পাল্স, স্যাণ্টোনিন্, সিপি, স্কুইল, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, টাবেকা, টেরেবী, কার্ব্বাল-এসি

২। য়্যাল্ক্যালাইন অর্থাৎ ক্ষারধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে —(১) এমোনি-কষ্টী, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাম্থা, * কার্ব-এসি, চায়না-সাল্ফ, * হাই-[illegible], কেলি-এসিটাম, কেলি-কার্ব, ম্যাংফিনাম, পেট্রোলিয়াম, প্লাম্বাম, [illegible]ন্টো, ষ্ট্র্যামো, ইউবেনিয়াম, ওয়ায়েস বেডন্।

৩। নিউট্রাল্ ধর্ম্মযুক্ত প্রস্রাবে— ১) আর্ণি, ক্যান্থা, ইউ[illegible]পেটো-পারফো, * হাইওসায়েমিনাম, হেলোনি, কেলি-কার্ব, ফস[illegible]ণা।

# মূত্রের গন্ধ।

৪। মূত্রে পচা ও বিরক্তিজনক গন্ধ থাকিলে—(১) আর্স, কার্ব-এসি, ডাল্কা, (২) মার্ক, নাইট্-এসি, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, [illegible]স, ফস-এসি, পাল্স, ষ্ট্যানা, সালফা, ভায়োলা-টি, * ব্যাপ্টী, বোরা, ** ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, কলোনি, গ্র্যাফা, * সিপি, টেরিবি।

৫। ,, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ হইলে—(১) ওলিয়েম এনিমালি।

৬। ,, চিনির ন্যায় মিষ্টগন্ধ হইলে—১) ইগজা, ফেরা, আইয়ড্, কেলি-এসিটা।

৭। ,, প্রীতিজনক গন্ধ হইলে — ১) হিয়াম।

৮। মূত্র এমোনিয়ার ন্যায় (ক্ষারীয়) গন্ধযুক্ত—(১) এলোজ, এমোনি-কষ্ট, ** এসাফি, অরা, বেল, ব্রোমাইন, বাফো, ককাস [illegible]ক্টী, লাইকো, নাইট্-এসি, পিট্রো, ফস্, পালস, ষ্ট্রনৃশি, ট্যাবেকা।

৯। ,, মশলার ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে —(১) বেঞ্জো-এসি, কার্ব-এসি, ইউপেটো-পার্প।

১০। ,, বেঞ্জোইক এসিডের ন্যায় গন্ধযুক্ত — (১ ট্রিয়ম, [illegible]ওবিক-এসি।

১১। ,, বিড়ালের মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত— ১) এস্কেলপি-টিউ-বারো, ক্যাজুপুট, ভায়োলা-ট্রিকোলার।

১২। ,, রসুনের ন্যায় গন্ধযুক্ত—(১) কুপ্রা-আর্স, ফস।

১৩। ,, পেঁয়াজের ন্যায়গন্ধ— গামি গা।

১৪। ,, গন্ধ শূন্য—(১) ক্যাম্ফ, ককাস, ডগি, ন্যাকালি, কেলি-আয়োনি, মেলাষ্টোমা, টিলিয়া।

১৫। মূত্রে বিরক্তিজনক দুর্গন্ধ—(১) এণ্টি-টার্ট, এক্কেল, * নক্স-ভ, বেঞ্জো-এসি, ক্যাজুপুট, ক্যাল্-কার্ব, কার্ব-এসি, চায়না, ক্লেমাটি, কলোসি, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ফ্লুওর-এসি, হাইড্র, আইবিস-ভা, কেলি-ব্রোমাই, কেলি-আইওড্, ক্রিয়েজো, ন্যাট্রা-কার্ব, ** নাইট্রি-এসি, ওপি, পিট্রো, ফস, ষ্ট্রডো, সিকে, সাল্ফা, ট্যাবেকা, ট্যারেন্ট্, ইউরেনিয়াম, ভায়োলা-টি।

১৬। „ নাসিকায় বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় প্রখর গন্ধ:—(১) এলোজ, ** অর্স, আর্জেন্ট নাই, এসাফি, এস্কেলপি, ** বেঞ্জো-এসি, বাফো, ** ক্যাল-কার্ব, ক্যাল-ফস, ** ক্যান্থা, কার্ব-এসি, কার্ব-ভেজ, চেলিডো, ** ছিপা, চায়না-সাল্ফ, কোবাল্ট, ডিজি, ফ্লুওর-এসি, হাইড্রাষ্ট, আইবিস ভা, কেলি-বাই, ক্রিয়েজো, লিলিয়াম-টী, লাইকো, মার্ক-কর, ন্যাট্রা-মি, * নাইট্রি-এসি, নক্স ম, ফস, পিক্রি-এসি, সিপি, ষ্ট্যামো, টিলিয়া, থুজা, ভ্যালিরি, জিঙ্ক।

১৭। মূত্র একটী পাত্রে কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিলে খর গন্ধ—এম্ব্রা।

১৮। „ ঘোড়ার চোনার ন্যায় গন্ধযুক্ত:—নাইট্রি-এসি।

১৯। „ ঝাল সংযুক্ত গন্ধ:—(১) এমোনায়েকম্, বোরাক্স, ক্যালকে-ফ্লুওরেটা, কোবাল্ট, ষ্ট্যামো।

২০। „ বমনোদ্রেককারী গন্ধ (কয়েকদিন পর্য্যন্ত মূত্র বোতলে কর্ক আঁটা থাকিলে যে প্রকার বমনোদ্দীপক হয়):—(১) জিঙ্কাম।

২১। „ তামাকের ন্যায় গন্ধ:—(১) নাইট্রি এসি।

২২। „ ধূনার ন্যায়গন্ধ:—(১) চেলিডো।

২৩। „ গন্ধ টক্:—(১) গ্রাফা, নাইট্রি-এসি।

## মূত্রের বর্ণ।

২৪। মূত্র কালবর্ণ—(১) কার্ব এসি, কল্‌চি, হেলে

...। ( এরিজিরন-গাঢবর্ণের প্রস্রাব কিছুকাল পরে পরিষ্কার হইয়া ...)।

...। ,, গাঢবর্ণ — (১) * বেঞ্জো-এসি , ইস্কিউ-হি , আর্জেণ্টা-... এপিস , ক্যাল্-কার্ব ক্যাম্ফা , কার্ব-এসি * চায়না , ** কলচি , ... , ইউপেটো-পারফো , লিলিয়াম-টি , মার্ক-আইয়ড , ** মার্ক-সল , ...ফোরেণ্ড , ফস , পলিপো , ষ্ট্রাস , সিকে , ** সিপি , ষ্ট্যাফি , (২) * একোন , ** বেল , ** ব্রাই , ভ্যালিবি , ** এণ্টি , আর্ণি , ক্যালকে ...ফা , ডিজি , হেলে হিপা , নাইট্রি-এসি , টেরিবি , ইপিকা , পাল্স, ...লিনি, সালফা।

২৬। ,, তাহাতে কাল ক্ষুদ্র ২ পদার্থ ভাসিতে থাকে — ... হেলেবোরাস।

২৭। ,, মেটেবর্ণ বিশিষ্ট — এগার , ক্যাট্রা-মি , সার্সা , সিপি

২৮। ,, পাত্রে কতক্ষণ থাকিলে মেটেবর্ণ — (১) ফেরা ...গ্নে , লরোসি।

২৯। মূত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তন শীল — (১) বেঞ্জো-এসি।

৩০। ,, বর্ণ মাংসের ন্যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ পাতলা — কলো ...।

৩১। মূত্র হরিদ্রাবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্ট — (১) এণ্টি-ক্রুড , ...ল , কার্ডু-মেরিয়েনাস , কলচি , লরোসি , ম্যাগ্নে , ফস , চেলি , ...ম্ফ।

৩২। ,, লেবুর বর্ণ — (১) এগার , এম্ব্রা , বেল , চেলিডো , ...ে , লাইকো , ওপি , ক্যাট্রা-কার্ব , ট্যাবেকা , জিঙ্ক।

৩৩। ,, মেহগ্নিকাষ্ঠের বর্ণ :— (১) ইস্কিউ-হি , প্লাম্বা।

৩৪। ,, বর্ণহীন বা দেখিতে জলবৎ :— (১) এরাম-ট্রি , ...রিন , ক্যানা-ইণ্ডি , ফ্লুওর-এসি , ক্যামো , হিপা , হ্রডো , সার্সা , (২) * একোন , * জেল্স , এপিস , ইথুজা , এলকোহল্ , এলাম , ...নি-কার্ব্ব , এপোসাই , আর্জেণ্টাম , ব্রাই , বেল , এসাফি , ক্যাম্ফ , ...। কার্ব-ভ , সিড্রন , চেলি , সিমিসি , ** ইউপেটো-পারফো ,

কলচি, ডিজি, গ্লোনইন, হেলে, কস্, হাইয়স, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, অক্সাইড-এসি, পালস, ** ফস-এসি, ভ্রিয়াম, সিকে, সিপি টাবেকা, ভিরাট, প্ল্যান্টে, ষ্ট্যান্না, থুজা।

৩৫। " লালবর্ণ :—(১) একোন, এলিয়েম-সিপা, বেল, ক্যান্থ চেলিডো, কার্ব-ভ, গ্র্যাটী, মার্ক-সল, প্ল্যাটি, সালফা।

৩৬। " সেরি (Sherry) এবং অন্যান্য হরিদ্রাভ মদ্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট :—(১) এলাম, আর্স, এপোসাই, বার্বেরিস, ক্যাকটাস, ডিজি, ক্যাম্ফ, চায়না-সালফ, ফেরা, কেলি-সায়ে, টেরি বিস্থ, লিডা, অকজ্যালি-এসি, পলিগোনাম্।

৩৭। " ধূম্রবর্ণ —(১) ন্যাট্রাম-হাইপোফসফারিকাম, * হেলে ** টেরিবি।

৩৮। " সাদা রং বিশিষ্ট :—(১) এলিয়েম্-স্যাটা, এলুমিনা এলাম, এস্থ্রা, এমোনি-কার্ব, আর্ণি, ব্যাপ্টি, বেল, ক্যানা-স্যাটা * সিনা, ক্যাম্থা, চেলিডো, চায়না, ডাল্কা, ফস-এসি, লাইকো জ্যাট্রোফা, ** ফস্, ** হ্রাস, ষ্ট্যান্না।

৩৯। " অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে সাদাবর্ণ :— নাইট্রি এসি।

৪০। " যেন চাখড়ির ন্যায় কোন পদার্থ মিশ্রিত :—মার্ক সল্।

৪১। " কাফির রং বিশিষ্ট :—(রক্ত মিশ্রিত হওয়া হেতু) (১) কেলি-নাইট্রাস্।

৪২। " ঈষৎ সবুজ বর্ণ :—(১। বেল্, বার্বেরিস। * ক্যাম্ফ কার্ব-এসি, চায়না, ফস্, স্যান্টো, সেনিগা, ইউভা।

৪৩। " সবুজ বর্ণ — আর্স, চেলি, ** ক্যাম্ফ * প্ল্যাণ্টা।

৪৪। " কটাবর্ণ —* আর্ণি, লেপ্টা, ক্যামো, সিমিসি।

৪৫। " চা পাতার রং —(পাটকিলে রং হইতে এই বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে) (১) চিমাফিলা।

# মূত্রের দৃশ্য।

৪৬। মূত্রের দৃশ্য ঘোলা—(১) * ইস্কিউ হি, * এণ্টি-টার্ট, * বেন্দ, বেঞ্জো-এসি, বার্বেরিস, * ক্যান্থা, * কার্ব ভ, চেলিডো ** সিনা, কার্ডু য়াস্‌-মেরি, চায়না, * ডালকা হিপা, ** লাইকো, ** মার্ক সল্‌, ন্যাট্রা-মি * নাইট্রি-এসি * নক্স ভ ওপি প্লাম্বা, ** স্যাবাডি, ** কোনা, এম্ব্রা, ক্যানা, ক্যাম্ফ কষ্টি, ইগ্ন, * ফস. পাল্স ফ্লাস্‌, ** সিপি, (২) বেল, ** ব্রাই, ** ক্যামো, ডিজি ল্যাকে, পিট্রো, ** ফস-এসি, প্লাম্বা, টেবিবি, * স্যাবাই, * সাসা।

৪৭। মূত্র ত্যাগের কিছুকাল পরেই ঘোলা হইয়া যায় এস্পারেগাস, * চেলি, লাইকো ব্যারাইটা-কার্ব বার্বেরিস, ন্যাট্রা-কার্ব ফ্লাস, সাইলি।

৪৮। " শীতল হওয়া মাত্র ঘোলা হইয়া যায়— * কলোসি,

৪৯। " অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে ঘোলা হয়—এগার, এলোজ, এলাম, * কষ্টি, সিমিসি, কলোসি, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস সার্সা সিপি, * থুজা, ভিবার্ট-ভি, সাদাটে ঘোলা হয়— ** সিনা * ফস-এসি)।

৫০। " ঘন—একোন, এমোনি-কষ্টি, অরাম মে, বেঞ্জো এসি, বার্বেরিস্‌, ক্যান্থা, ডিজি, ডালকা, আইবিস, আইযড, * মার্ক কর, নক্স-ভ, ফস, প্লাম্বা, * স্যাবাডি, সেনিগা, ষ্ট্র্যামো, থিয়া, ভিবার্ট, জিঙ্ক।

৫১। " " অনেকক্ষণ পাত্রে থাকিলে পর—হিপা, * মার্ক-সল্‌, ব্রাই, ফস-এসি, এসিটিক-এসিড, কষ্টি, সিনা গ্র্যাফা, মেজি, সালফা সেনিগা, ভ্যালি।

৫২। " জলেরন্যায় পাতলা—একোন, এগার এলকোহল, এণ্টি-ক্রুড, এণ্টি-টার্ট আর্নি, বেল, * বিসমাথ, ক্যানা, সিড্রন, ক্যাক্টাস্‌-ক্যাক্টা, * কারলস ব্যাড, চায়না-সালফ, সিমিসি, * ককিউ, কলোসি, ডিজি, জেলস, হেলে, আইযড, কেলি ব্রোমাইড, মার্ক,

* ম্যাগ্নেম-ভি , মিউর-এসি , ন্যাট্রা-মি , নক্স-ভ , প্লাটি, ফস-এসি , সিকেল ষ্ট্যামো, সালফ-এসি , * থুজা , জিঙ্ক-এসিটাস্।

৫৩। ,, দেখিতে ঘোলেরন্যায়— এগার, হাইওসিয়েমিনাস * কাড়ুয়াস-মেরি।

৫৪। ,, দেখিতে দুগ্ধেরন্যায়— এগার , ক্যাজুপুট , ক্লেমাটিস ডালকা , জেলস , * হিপা , আইবড , মার্ক-কর। (প্রস্রাবের শেষভাগ দুগ্ধের ন্যায়).— কার্ব ভেজি।

৫৫। ,, কিছুকাল পাত্রে থাকিলে দুগ্ধের ন্যায়— সিনা।

৫৬। মূত্রে যেন খণ্ডখণ্ড শ্লেষ্মা ভাসে— (১) মার্ক-সল, সাইক্লা, ভ্যালিবি সার্সা , লবোসি , বার্বেরিস , ব্রোমাইড , সিনা , মার্ক-কর ; (২) এস্ট্রা , মেজি , ইউবেনি , কেলি-আইবড।

৫৭। মূত্র জেলির ন্যায় (কিছুকাল সংস্থিতির পর)— কলো-সিন্থ , * সিনা

৫৮। ,, ডালের যুসের ন্যায়— নাইট্রি এসি।

৫৯। ,, ফেণাযুক্ত— ল্যাকেসিস।

৬০। ,, পূজের ন্যায়— ** ক্লেমাটীস্ , ** ক্যান্থা।

## মূত্র-সংমিশ্রিত পদার্থ।

৬১। প্রস্রাবে এলবুমেন্ অর্থাৎ অণ্ডলাল থাকিলে— ম্যাবসি-স্থিযাম , এলকোহল , এমোনি-কষ্টি , ক্যান্থা , এণ্টি টার্ট , কার্ব-এসি , কুপ্রা-সালফা , গ্লোনইন , আইয়ড , কেলি-ক্লোরিকাম, মার্ক-কব , মার্ক-সায়েনেটাস, মিউব-এসি , ন্যাট্রা-মি , পিট্রো , * ফস , * ফাইটো , পাল্স , সিকেল , টেবিবি , স্যালফ-এসি , ট্যাবেকা , ইউবেনি।

৬২। ,, গর্ব্ভাবস্থায় এলবুমেন থাকিলে— মার্ক।

৬৩। ,, এলবুমেনের ন্যায় বড়বড় খণ্ড থাকিলে—ষ্ট্রিকনিয়া।

৬৪। ,, শর্করা থাকিলে— এলিয়েম-স্যাটা , এমোনি-এসিটাম্ , এমিল-নাইট্রা , আর্স , ক্যাম্ফ , কার্বনিয়াম-অক্সিজিনিসেটাম , কলচি , কেলি-নাইট্রাইট , মরফিয়া , পিট্রো , পিক্রি-এসি , প্লাম্বা , * ট্যারেণ্টুলা , টেরিবিন্থ।

৬৫। „ রক্তমিশ্রিত থাকিলে—(১) * আর্স, * বেল, ** মার্ক-কর, মিলিফো, প্লাম্ব, * সেনিশিও, (২) এলোজ, * আর্স-হাইড্রোজিনি, এলকোহল, একোন, এম্ব্রা, * এন্টি-টার্ট, আর্জেন্ট-নাইট্রা, বেঞ্জো-এসি, ** ক্যান্থা, কোনা, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা-এসিটা, কুপ্রা-সালফা, ফেরা, ইপিকা, কেলি-ক্লোরিকাম, কেলি-আইয়ড, কেলি-নাইট্রাস, * মার্ক-কর, মার্ক-সল, মেজি, ওপি, ** ফস এসি, অকজ্যালি-এসি, ফস, ** পালস, স্যাবাডি, স্যান্টো, সিকেলী, ** সিপি, সার্সা, স্কুইল, সালফা, সালফা-এসি, ট্যারেন্টু, ** টেবিবিনৃথ, ইউভা, জিঙ্ক।

৬৬। উত্তেজনার পর প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব— ফস্।

৬৭। প্রস্রাবের প্রথম ভাগে রক্ত— কো া।

৬৮। প্রস্রাবের পরক্ষণে রক্তস্রাব— * এন্টি-টার্ট, ক্যান্থা, * হিপা, * মেজি।

৬৯। প্রস্রাবে রক্ত খণ্ড— ক্যান্থা।

৭০। „ ইউরিনিফেরি টিউবের কাস্ট (Cast) অর্থাৎ কিডনী মধ্যস্থ মূত্র ক্ষরণকারী-নলী সমস্তের অন্তর্ভাগ হইতে খোলসের ন্যায় পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে নির্গত হইলে —(১) ন্যাট্রাম-আর্স, ফস, প্লাম্বাম। (তৎসঙ্গে এপিথিলিয়ামকোষ থাকিলে) — প্লাম্বাম। (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বি-কণার ন্যায় থাকিলে) — ফস্।

৭১। „ গ্র্যানিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র২ কণাযুক্ত কাস্ট (Cast) থাকিলে— মার্ক-কর, পিট্রো, ফস, প্লাম্বা, সালফ-এসি।

## ফসফেট ও অক্‌জ্যালেট ইত্যাদি সল্‌ট।

(Salts।

৭২। ফসফেট মূত্রে অধিকতররূপে বর্ত্তমান থাকিলে— আর্ণি, ব্যাচি-গ্লটিস, ক্লোরোফরম, হাইওসায়েমিনাম, ন্যাট্রাম-আর্স, ফস, ফাইজোষ্টিগমা, পিক্রি এসি, পালস, স্যালিক্স-পার্পু, ট্রিফোলিয়েম-রিপেন্‌স, ইউরেনিয়াম।

৭৩। প্রস্রাবে অক্‌জ্যালেটস থাকিলে— এমিল্‌-নাইট্রি।

৭৪। ইউরেট্সের দানা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া থাকিলে— আর্ণি।

৭৫। ইউরেট্ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে— এমোনি-কষ্টি, অরাম মেটা, ক্যান্‌থা, কেলি-আর্স, ন্যাজা, ফস, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, ট্যাবেকা ইউবেনিয়াম, জিঙ্ক-মেটা।

৭৬। ইউরিক এসিড ও তাহার দানা বৃদ্ধি পাইলে — ফস, প্লাম্বাম, পিক্রি-এসি, পালস, সালফা, ট্যাবেকা।

৭৭। প্রস্রাবে বালুকার ন্যায় রেণু থাকিলে— এলিথেম-সিপা, * এমোনি-কার, এরাম, অরাম, বেল, বেঞ্জোইন, ক্যান্‌থা, * চায়না-সা কার্ব-ভ, হিপোমে, লাইকো, মার্ক, নাইট্র-এসি, ** সার্সা, পালস্, * সিকেলী, সিলিনি, ট্যাবেন্ট। ( উজ্জ্বল বর্ণের বালুকা স্তরে স্তরে থাকিলে ) চায়না-সালফ।

৭৮। ,, লালবর্ণ বালুকা কণার ন্যায়— একোন, এলাম, এপিস, আর্ণি, আর্স, বেল, * বার্বেরিস, ক্যাকৃটা, * চায়না, চায়না-সালফ, কেলি-নাইট্রা, * ন্যাট্রা-মি, ওলিয়েম-জুনিপার, * ওসিমাম, * ফস, সিলিনি, * সিপি * ভ্যালিরি। ( মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণ বালুকা কণার ন্যায় লাইকোপোডিয়ম )।

৭৯। ,, সাদা বালুকা কণার ন্যায়; তাহা উত্তাপ দিলে নীচে পড়িয়া যায়— স্ট্যাটাম-আর্স, সিনাপিস-এলব।

৮০। ,, হরিদ্রাবর্ণ বালুকা কণার ন্যায়— সিমিসি, সাইলি।

৮১। ,, লাইম বা চূণথাকিলে— কার্ডুয়াস্।

৮২। ,, কার্বনেট অব লাইম থাকিলে— কার্বনিয়াম-সালফ।

৮৩। ,, অগজ্যালেট অব লাইম থাকিলে — ব্যাচি-গ্লটিস, অক্‌জ্যালি-এসিড, জিঙ্ক।

৮৪। ,, ফস্ফেট্ অব লাইম্ অধিকরূপে থাকিলে :— কা নিয়াম-সাল্‌ফ, থিযা।

৮৫। ,, চূণের জলের ন্যায় ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া থাকা হেতু প্রস্রাব হইলে :— কলচিকাম।

৮৬। প্রস্রাবে অধিকপরিমাণে এমোনিয়ার দানা থাকিলে—আর্নি. আইয়ড।

৮৭। ,, ফসফেট অব এমোনিয়া থাকিলে— চায়না, সালফ।

৮৮। ,, ইউরেট অব এমোনিয়া থাকিলে— আর্স, চায়না-সালফ, সিমিসি, পালস, সালফ-এসি,, ইউবেনি, জিঙ্ক।

# মূত্রের পরিমাণ।

৮৯। বহুপরিমাণে প্রস্রাব হইলে :— (১) হেলোনি, ফস্-এসি, ইউরেনিয়ম-নাই, (২) আর্স, বারবেরিস ভা কার্ব-এসি, কার্ব-ভ, কুপ্রা, কুরারী, ক্রিযেজো, ল্যাকে, লিথি কার্ব, লাইকো, নাইট্রি-এসি, মার্ক-ভ, প্লাম্বা, পডোফা, বেটেনিয়া, নিকেলী, টেরান্টুলা, টেরিবিন্থ, কোপেবা, কিউবেব, কেলি-কার্ব, হ্রাস-বেডি, অক্‌জ্যালি-এসি ** সিলা, স্কুয়ার। (৩) এসিটিক-এসি, একোন, এস্ক্যাকোকালী, এন্টি-ক্রুড, এন্টি-সাল ফ, ** এপিস, এলো, এপোসাই-ক্যানা, ** আর্জেন্টা, আর্জেন্টাম-নাইট্রাস, এরাম-ট্রি, এস্কেল্‌পি, কর্ণুটাই, বিসমাথ্, বেল্, ক্যাল্কে-ফস, কার্ব-অক্সি, কষ্টী, চেলিডো, সিমিসি, কলোসি, কোনা, ডজি, আইয়ড, কেলি-নাইট্র, ক্যানস-ব্যাড, ল্যাকটকা, মার্ক-আই-রুক্কবার, ম্যারাম-ভি, মার্ক-সল, মস্কাস, ** মিউর-এসি, স্ট্যাটা-কার্ব, স্ট্যাট্রা-সাল্ফ, প্ল্যাণ্টাগো, সেক্স, সিনিশিও, ** স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, থুজা, ভিরাট্, ** ভার্বেস্কা, ভাওলা-ট্রিকলার, জিঙ্কাম. ** হ্রাস, এগ্নাস, ব্যারিয়াম, ক্যাম্ফে, গুয়াই, ইগ্নে, ফস্, সেনিগা ও ট্যারাক্সে, ইত্যাদি ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ। (বহুমূত্র পীড়ার চিকিৎসা দেখ)।

৯০। মূত্র অল্প পরিমাণে হইলে :— (১) ইস্কিউ-হি, ** এপিস, এপোসাই-ক্যানা, আর্নি, আর্জেন্ট-নাই, ক্যাম্ফ, ব্রাই ক্যান্থা, কার্ডুয়াস্, ** কল্‌চি, ডিজিটেলিন, ** ডিজি, ডসি, হেলি, কেলি-কার্ব কুপ্রা, কেলি-নাইট্রি, মিনিয়াস্থি, মার্ক-সল, মার্ক-কর, স্ট্যাট্রা-মি, স্ট্যাট্রা-কার্ব, স্ট্যাট্রা-সাল্কিউরিকাম্, নাইট্রিক-এসি, ** ওপি, পিটো, হ্রাস, সেনিগা, ** ষ্ট্যাফি, বার্বেরিস

(২) ** [illegible], ** হেলে, ** কুটা, (৩) একোন, আর্স, এ[illegible] ব্রাই, কষ্টি, চাসনা, ডাল্কা, হিপা, হাইষস, কেলি-কার্ব, লাই[illegible] ল্যাকে, লবোসি, নাইটি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্লাম্বা, পাল্স, সাল্[illegible] ভিরাট্ এলব।

৯১। মূত্র অল্প পরিমাণ ও তৎসহ বেদনা— এপিস।

৯২। পুনঃ পুনঃ বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ— বেল্, বিস[illegible] ওলিয়েণ্ডা হিষাম্, স্কুইল, ট্যাবাকসে।

৯৩। রজনীতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ— এলুমি, এমোনি-[illegible] এমোনি-মিউ, আর্জেন্ট না, আর্স জিঙ্ক মেটা।

বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব }:——

ভিরেট্রাম— বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ। বহু পরিমাণে মূত্র ত্যাগসহ পেট ডাকা।

ষ্ট্যাফি— পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

সাল্ফার— সর্ব্বদা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা।

ষ্ট্র্যামো—অসাড়ে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ। বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসঙ্গে পেট গড় গড় করিয়া ডাকিতে থাকে ও পেটের ভিতর কাঁপিয়া উঠা।

মার্ক-সল— প্রতি রাত্রে বহু পরিমাণে তিনবার মাত্র মূত্রত্যাগ, প্রত্যেক ঘণ্টায় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং মূত্রত্যাগ আরম্ভ সময়ে মূত্র নালীতে জ্বালা।

মার্ক-প্রিসি— বহু মূত্র ও তৎসহ শরীর শীর্ণতা।

নাইটি-এসি— বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

ন্যাট্রা-সালফ— বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তন্নিম্নে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে।

অক্জ্যালি-এসি— বহু পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট মূত্র।

ফ্লুয়াস-টক্স— প্রতিমিনিটে মূত্রত্যাগ।

স্পাইজি— প্রতিরাত্রে বহু পরিমাণে দশবার মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্র নলীতে চাপযুক্ত বেদনা বোধ এবং প্রস্রাব অন্তে জ্বলনশীল বোধ।

এসিড এসি— পুনঃ পুনঃ ঘোলা রঙের প্রস্রাব। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ... মূত্র নালীতে কর্তনবৎ জ্বালা এবং পৃষ্ঠদেশে আক্ষেপ যুক্ত বেদনা।

...ম্বাম— অনেকক্ষণ নিষ্ফল কোঁথ পাড়াব পর হঠাৎ মূত্রত্যাগ।

...উক্রিয়াম— বহু পরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব।

বেলেডোনা— প্রাতে বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, অস্পষ্ট ... রাত্রে অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। অত্যন্ত প্রস্রাবসহ ... বুভুক্ষা এবং স্পর্শে গাত্র শীতল বোধ। পুনঃ পুনঃ এবং বহু পরিমাণে ...ত্যাগ। বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলা হয়। বহু পরিমাণে ...সহ ঘর্ম্ম ও উদরাময়।

...সম্যাগ্ এবং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা— বহু পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ ...ত্যাগ।

ক্যাল্কেরিয়া ফস— বহু পরিমাণে মূত্র ও তৎসহ অত্যন্ত ক্লান্তি ও ...লতা।

ক্যান্থারিস— ঘণ্টায় ৬০ বার প্রস্রাব।

একোনাইট— বহুমূত্র পীড়ায় চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং পদদ্বয়ের আক্ষেপ, ...ধিক পরিমাণ প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে রক্তময় তলানি। উদরাময় এবং পেট ...দনা।

ইথিউজা— বহু পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব।

...ম্বা গ্রিশিয়া— অত্যন্ত প্রস্রাব ও কিডনী বা মূত্রপিণ্ড প্রদেশে বেদনা।

কফিয়া— রাত্রি দুই প্রহরের সময় বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

কোপেবা— মূত্রস্থলীতে অত্যন্ত ইরিটেশান্ অর্থাৎ উত্তেজনা।

কুপ্রা-এসিটা— পুনঃ পুনঃ অল্প মূত্রত্যাগ, তৎসঙ্গে মূত্রনালীতে ক্ষতের ...ৎ বেদনা বোধ।

ডিজিটেলিস— অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলবৎ মূত্র, বহু পরিমাণে ...ত্যাগের পর মূত্র বন্ধ ও তৎসঙ্গে বমন ও উদরাময়। অত্যন্ত প্রস্রাব ও ...ন্দ্রতা।

হেলেবোরাস— পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

...এবং হাইয়স— পুনঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব।

...লি-হাইড্রইড্— অত্যন্ত প্রস্রাব ও তৎসহ তৃষ্ণা।

ক্রিয়াজোট— পুনঃ পুনঃ রাত্রে প্রস্রাব।

কেলি-নাইট্রি— অত্যন্ত প্রস্রাব, তৎসঙ্গে মিউকাসতলানি ও লাল মেঘবৎ তলানি এবং তৎসহ কখন কখন গুহ্যদ্বারে চাপনবৎ বেদনা।

৯৪। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ হেলে, ম্যাগ্নে-মিউরিয়াটিকা, মার্ক-সল পিট্রো, ক্যান্থে।

অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ সম্বন্ধীয় বিশেষ ঔষধজ্ঞাতব্য :

সালফ— সর্ব্বদাই যেন প্রস্রাবের বেগ লাগিয়া রহিয়াছে।

এণ্টি ক্রুড— পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

আর্ণি এবং ডিজি— পুনঃ পুনঃ জলবৎ অল্প পরিমাণে প্রস্রাব।

ক্যান্থে— প্রতি মিনিটে প্রস্রাব।

ম্যাগ্নে-মি পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও তৎসহ মূত্র নালীতে জ্বালা।

ট্যাবেকাম— পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব এবং ইউরিথাতে খোঁচানিবৎ বেদনা

# মূত্র ত্যাগ বা মূত্র নিঃসরণ।

৯৫। পুনঃপুনঃ মূত্র ত্যাগ— (১) এগার, ** ইথ, ব্যারিয়াম * কোনা, * ক্যাম্ফা, ** কষ্টি, মার্ক নাইট্রি-এসি, ** হ্যাস, স্কুইল, ** মিল ** ষ্ট্যাফি, (২) ব্রাই, ? কিউ ** আর্জেণ্টাম, ক্যাক্টা, ফেরাম ফস, ইগ্নে, ** ব্যারাইটা-কার্ব, কেলি কার্ব, ক্রিয়েজো, ল্যাকে ** মার্ক, মিউর এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ** নাইট্রাম, * ফস-এসি, * প্ল্যাটিনা সিলিনি, স্পাইজি, থুজা, (৩) ইস্কিউ, সিমিসি, এরিজি, ইউপেটো পার্পু, হাইড্রাষ্ট, পডো, সেঙ্গু, এণ্টি-ক্রু, এপিস, বোরা, কলো কোনা, ডিজি, লিলিয়াম-টি, নক্স-ভ।

৯৬। প্রস্রাব কৃচিৎ অর্থাৎ কখন কখন হয়— (১) ** ক্যাম্ফা (২) ** একোন, আর্ণি, আর্স অপি, ক্যাম্ফ, হিপা, হাইয়স লরোসি, নক্স-ভ, ওপি, প্লাম্বা, পাল্স, কটা, ষ্ট্র্যামো।

৯৭। মূত্র ফোটা ফোটা— ** ব্যাম্ফা, সাল্ফা।

৯৮। মূত্রাভাব অর্থাৎ মূত্রের উৎপত্তি না হওয়া। মূত্রাভাব অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র না থাকিলেই এই প্রকার হইয়াছে জানিবে। ইংরাজিতে ইহাকে "সাপ্রেসড্ ইউরিণ" বলে। (১) এগারিকাস-ফেলোইডিস, কুপ্রা-এসিটাস, ওপি, প্লাম্বাম, * সিকে, (২) এইল্যান্থাস, এমোনি-কষ্টি, আর্স, আর্জেন্টা-না, বেল, বিস্-মাথ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা, কষ্টি, ক্লোরোফরম, কোনা, কুপ্রা-সাল্ফ, ডিজিটেলিন, লরোসি, হাইয়স, আইয়ড্, কেলি বাই, কেলি-ক্লো, কার্ব-ভ, * মার্ক-কর, মার্ক-সায়ে, মার্ক-নাইট্রা, সিকেলী, * সাইলি, ট্যাবেকা, টেরিবিন্থ, ভাইপেরা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস, পিট্রো, * ষ্ট্র্যামো, * সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, * টেরিবি।

৯৯। মূত্রবদ্ধ অথবা মূত্রাবরোধ। মূত্রস্থলীতে মূত্র সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও বহির্গত হইতেছে না। ইংরাজিতে ইহাকে "রিটেন্‌শান্ অব্ ইউরিন" বলে। (১) ** ক্যানথা, * ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, ইস্কিউ-হি, এগার, এল্কোহল, * আস, এন্টি-টার্ট, ** আর্নি, এট্রোপি, বেল, বাফো, ক্যাজুপুট, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্লোরোফরম, সিকুটা-ভি, সিঙ্কোনা, কক্কাস, কফি, কল্চি, কলোসি, কোনা, কোপেবা, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হাইয়স, হাই-ড্রাসি-এসি. কেলি-ক্লোরি, কেলি-আইয়ড, লিডাম মার্ক-সল্ মার্ক-কর, মার্ক-সায়েনে, মেজি, মরফিন্, নারকোটিক্, ওপি, অক্জ্যালি-এসি, ফস, ফস-এসি, ফাইটো, প্লাম্বা, রিসিনা স্যাবাইনা, সিকেলী, সিপি, ষ্ট্যামা সাল্ফ-এসি, ট্যারেণ্ট; (৩) হিপা, ** লাইকো, পাল্স, রস-ভ, রুটা, ক্যাপ্সি, গ্র্যাফা, ওপান্ট, * ভিরেট্রাম, সাল্ফা। (মূত্রাবরোধ হেতু মূত্রস্থলী অত্যন্ত পূর্ণ— ** ওপি)

১০০। মূত্রাবরোধ ও মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত— বেঞ্জো এসি।

## মূত্রের উষ্ণতা।

১০১। মূত্র উষ্ণ এবং তদ্ধেতু জ্বালা হয়— ১ * এলোজ, এপিস, * আর্স, * ক্যানথা, * সেণ্টরিয়া, * কোনা, * হিপা,

* কেলি-কার্ব, * মার্ক, * ক্যাম্বো, * লাইকো, * মেজি, * ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম, * হ্রাস-টক্স; (২) একোন, এগার, এলিয়েম-সিপা, এলুমিনা, এলাম, এমোনি-কার্ব, এমোনি-মি, এপোসাই, আর্জেন্টাম, অরা, বেল, বার্বেরিস, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলিডো, কোবাল, ক্রোটন, কুপ্রা-এসি, ডিজি, হেমামি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিলিয়াম-টি, মার্ক-সাল্ফ, পিট্রো, ন্যাট্রা-কার্ব, ফস, পিক্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি, ভিরাট।

১০২। মূত্র উষ্ণ — সিমিসি, * ক্যাম্বো মার্ক-ভ।

১০৩। শীতল প্রস্রাব হইলে — নাইট্রি-এসি।

১০৪। অত্যন্ত উত্তেজনাজনক প্রস্রাবে— * হ্রাস-টক্স, * বেঞ্জো এসি, ব্রাসিকা।

## মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটী বা আপেক্ষিক গুরুত্ব।

১০৫। মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বৃদ্ধি হইলে — (১) এপোসাই-ক্যানা, আর্ণি, এস্কেল্পিয়াস-কর্নুটাই, ব্র্যাচি-গ্লটিস, ক্যান্থ-কেরিয়া-মিউর, ক্যানুথাবিস, কক্কাস-ক্যাক্টাই, কল্চি, কলোসি, ডিজি, ইলাটে, ইকুইসেটাম্, ইবেকথাইটিস, ইউপেটো-পার্পু, ফেরা, হেলোনি, আইয়ড্, জ্যাবোরাণ্ডাই, কেলি-এসিটাস, কেলি-ব্রোমাইড, মার্ক, মার্ক-নাইট্রাস, মিচেলা, মরফিয়া, মাইরিকা, মিউর-এসি, ন্যাট্রাম আর্স, ন্যাট্রাম-নাইট্রিকাম, ফস, ফাইটো, টিলিয়া-ট্রাইফোলেটা, সেকেলিনিন, স্যাপোনিনাম, সাবাসিনিয়াম, সেনিশিও, সিপিয়া, সাল্ফ-এসি, ট্যারাক্সাকাম, ট্যালুরিয়াম, ট্রিফোলিয়াম-প্র্যাটেন্স, ইউরেনিয়াম, জিঙ্ক-মেটা, ইউভা। (ইউরিনোমিটার নামক যন্ত্রদ্বারা মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়)।

১০৬। মূত্রে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ন্যূন হইলে (মূত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ হইতে ১০২০ ধরা যায়। ১০১০ এর ন্যূন হইলেই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কম হইল বলিতে হইবে):— এলকোহল, ক্লোরোফরম, জিনিপার, মার্ক-কর, ইউরেনিয়াম, ভিরেট্রাম-ভিরিডি।

# মূত্রের সেডিমেণ্ট বা তলানি।

১০৭। মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে তাহার তলভাগে যাহা কিছু জমিয়া পড়ে, তাহাকে তলানি বা সেডিমেণ্ট বলে।

১০৮। মূত্রে লালবর্ণের সেডিমেণ্ট—এণ্টি ক্রুড, গ্র্যাফা, *লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ** সিপি।

১০৯। সাধারণতঃ মূত্রে সেডিমেণ্ট থাকিলে— ** ক্যান্থা, ** কলোসি, ** লাইকো, ** ফস এসি, ** পাল্স, ** সিপি, ** ভ্যালিরি ** জিঙ্ক।

১১০। মূত্রে ঈষৎ লালবর্ণেরসেডিমেণ্ট— ১ **ক্যানথা, * ন্যাট্রা-মি, ** পালস, ভ্যালিরি, (২) একোন, এম্ব্রা, এণ্টি, আর্ণি, চায়না, ডালকা, ল্যাকে, * ভ্যালিরি, * সিপি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সাইলি, স্কুইল।

১১১। ঈষৎ সাদা সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস বেঞ্জো-এসি, ক্যাল-কার্ব, ক্যান্থা, গ্র্যাফা, ** ফস, ফাইটো, সিপি, (২) ** হ্রাস, কলোসি, কল্চি, কোনা, ইউপেটো পারফো, এবং পাল্সপিউ, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, পিট্রো, প্ল্যাণ্টেগো, স্পাইজি, সালফা, সল্ফ-এসি, ভ্যালিরি।

১১২। মূত্রে ময়দার চূর্ণের ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—১) ক্যালকে, গ্র্যাফা, মার্ক, ন্যাট্রা মি, ফস-এসি, সালফা, টার্টার-এমিটিক।

১১৩। হরিদ্রাবর্ণের সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ** বার্বেরিস, ** ক্যামো, ফস, সাইলি, স্পঞ্জি, সাল্ফ-এসি, ** জিঙ্ক। (২) ক্যান্থা, চেলিডো, ল্যাকে, লাইকো।

১১৪। সেডিমেণ্ট রক্তময়—(১) ** ক্যান্থা, হেমামি, নক্স-ভ, * ফস-এসি, ** পাল্স, ** সিপি, সালফ-এসি, (২) একোন, ডালকা, ক্যাল্কে, লাইকো, ফস, ** টেরিবিন্থ, ইউভা-আর্সাই, জিঙ্ক।

১১৫। খণ্ড খণ্ড পরদার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—বার্বেরিস, ক্যান্থে, মার্ক, ** মেজি, জিঙ্ক।

১১৬। মিউকাস বা শ্লেষ্মার ন্যায় সেডিমেণ্ট হইলে—(১) ডাফিনা, ডালকা ন্যাট্রা-মি, ** পালস, ভ্যালিরি; (২) এণ্টি

এস্কেলপ, বারবেরিস, ব্রাই, কষ্টি, কলোসি, কোনা, ইউপেটো-পার পিউ, মার্ক, ন্যাট্রা-কার্ব, ফস-এসি, সার্সা, সেনিগা, সালফ-এসি।

১১৭। সূত্রবৎ মিউকাস যুক্ত সেডিমেন্ট—(১) ক্যানাবিস ** ক্যান্থা, মার্ক, ** মেজি, নাইট্রি-এসি, সেনিগা, টার্টা ** পালস।

১১৮। বালুকা অথবা পাথর চূর্ণের ন্যায় সেডিমেন্ট—(১) এন্টি, ক্যালকে, লাইকো, ফস, রুটা, ** সার্সা, সাইলি, জিঙ্ক; (২) এম্ব্রা, আর্ণি, চায়না, মেন্থান্থি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম নক্স-ম, থুজা, পালস; (৩) ক্যানা, পিট্রো পডো, সিপি।

১১৯। লাল বালুকাচূর্ণ, প্রস্রাবান্তে বিছানার চাদরের উপর দেখা যায়—** হাইযস।

১২০। পূঁজের ন্যায় সেডিমেন্ট—** ক্লেমাটীস ** ক্যান্থা।

# মুত্র ত্যাগের পূর্ব্ব, পর ও সমকালীয় এবং অন্যান্য অবস্থা।

১২১। প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়বটে, কিন্তু প্রস্রাবহয়না অর্থা নিষ্ফল প্রস্রাব চেষ্টা—(১) একোন, ** ক্যান্থা, ** ডিজি, ** সার্সা (২) আর্ণি, ক্যাম্ফ, কলোসি, হাইয়স, কেলি-কার্ব, নক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, প্লাম্বাম, পালস, ষ্ট্র্যামো, সালফা।

১২২। সাধারণতঃ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা—** ব্রাই, ** কষ্টি ** ফেরা, ** ফস, ** নক্স-ভ, ফস-এসি, ** পালস, ** সার্সা, ** ক্যান্থা ** সিলা, ** ষ্ট্যাফি, ** সালফা।

১২৩। মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বভাগে যন্ত্রণা—(১) বোভি, কলোসি লাইকো, * লিথি কার্ব, নক্স-ভ, পালস; (২) আর্ণি, ব্রাই, ডিজি ফস-এসি, রাস, সালফা, টার্টার-এমিটিক্।

১২৪। প্রস্রাবত্যাগারম্ভে যন্ত্রণা—(১) ক্যান্থা, ক্লেমা, মার্ক

১২৫। প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা—(১) ক্যানা, * ক্যান্থা, ডিজি লাইকো, মার্ক, ফস-এসি, পালস, থুজা; (২) এসিটিক-এসিড ক্লেমাটীস, কলচি, কোনা, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, রাস সিপি, সালফা, ভিরাট, টেরিবি, ইউপেটো-পার্পু।

১২৬। যন্ত্রনাসহ মূত্রকৃচ্ছ্র ইহাতে অল্প অল্প বা ফোটা ফোটা প্রস্রাব নানাপ্রকার বেদনা ও যন্ত্রনা সহ হইয়া থাকে—
এপিস, ** ক্যান্থা, * ক্যাপ্সি, কলোসি, শিলিষাম-টি, ** মার্ক-ক, মার্ক-ভ, নক্স-ভ, সালফা, টার্টা-এ * টেবিবি, জিঙ্ক, * ক্যাল-কা।

১২৭। প্রস্রাবের স্রোত থামিবা মাত্র যন্ত্রনা — (১) ব্রাই, ক্যাল্কা, ক্যানথা সার্স।

১২৮। প্রস্রাব হওয়ার পর ভাগে জ্বালা ও যন্ত্রনা — (১) ** ক্যান্থা, কলোসী, হিপা, মার্ক ন্যাটা মি, সার্সা থুজা, (২) এনাকা, বাইরিস-ভ, আর্ণি, বেল, ক্যালকে, ক্যানাবিস * লিথি কাব, ক্যাপ্সি, ক্লেমা, কোনা, ডিজি, ন্যাট্রা-কার্ব, নক্স-ভ, পাল্স, রুটা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক।

১২৯। মূত্র স্থলীতে এক প্রকার বেদনা সহ আক্ষেপ ও মূত্র ত্যাগ জন্য বেগ দেওয়া ইহাকে "মূত্র শূল" বলা যায়— আর্ণি, ** মার্ক-কর মার্ক-ভ।

১৩০। মূত্র ত্যাগ করিবার সময় মাঝে মাঝে থামিয়া যায়— ** কোনা।

১৩১। মল ত্যাগের আরম্ভে ফোটা ফোটা মূত্র ত্যাগ— কলি-ব্রো।

১৩২। মূত্র ত্যাগ কষ্টে— *ক্যাল্-কা, ক্যাপ্সি * কান্থা, নক্স-জিঙ্ক, সার্সা।

১৩৩। „ অসাড়ে— এলোজ, বেল, ** কষ্টি, ক্যামো, বাইয়স, ক্রিযেজো, ** পাল্স, মার্ক ভ, ন্যাট মু-মি, প্ল্যান্টে, সিপি, সাইলি, ** হ্রাস-টক্স।

১৩৪। „ „ রজনীতে মূত্রস্থলীর মুখের শিথিলতা হেতু— ** সাল্ফা, * প্ল্যান্টেগো, ** বেল, ** কষ্টি, ** ক্লোরাল, * হাইড্রোসি-এসি, ** পাল্স, ** হ্রাস-টক্স। ** সাইলি।

১৩৫। কেবল মল ত্যাগ সময়েই প্রস্রাব হয়— * এলাম।

১৩৬। প্রস্রাব ত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার করে— * লাইকো।

১৩৭। „ ত্যাগ কালীন চীৎকার করে— * বোরা, সার্স।
১৩৮। „ „ „ চিড়িকমারা বেদনা— *লিলিয়াম-টি।
১৩৯। অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ— লিথিয়াম-কার্ব।
১৪০। প্রস্রাব আঠাযুক্ত— ** কলোসি।
১৪১। „ লোনৃছা বা ক্ষতোৎপাদক— সালফার।

চতুর্থ অধ্যায়।

# মল

## মল সম্বন্ধে প্রধান প্রধান পীড়া ও তাহাদের ঔষধ।

(নিম্নলিখিত পীড়া সমূহের বিশেষ চিকিৎসা দেখ।)

কলেরা বা ওলাউঠা— একোন, * আর্স, * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, সিকুটা, * কুপ্রা, ইউফরবি, জ্যাট্রো, ফস, ফস্-এসি, পডো, * সিকে, সাল্ফা, থুজা, * ট্যাবেকা, * ভিরাট।

কলেরা সিক্কা অর্থাৎ এক প্রকার ওলাউঠা। (কদাচিৎ দেখা যায়) যাহাতে বমন কিম্বা ভেদ না হইতে হইতেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। কলেরা পয়জন্ অর্থাৎ ওলাউঠা উৎপাদক বিষের আত্যন্তিক প্রখরতাই এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লেখ করেন। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নির্দ্দেশিত হয়—

* ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, * লরোসি, * ট্যাবেকা।

কলেরা ইনফ্যান্টাম অর্থাৎ শিশুদের ওলাউঠা— একোন ইথু, এন্টি-ক্রুড, * আর্স, * বেল, * বিস্মাথ, ক্যাল্-কা, * ক্যাম্ফ

..., কলচি, কলোসি, কলোস্থা, * ক্রোটন-টি, ইলাটে, গ্র্যাফ, ..., আইরিস-ভা, জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, ক্রিয়েজো, ..., ফস্, পডো, র‍্যাফে, সার্সা, সিকে, * সাইলি, সালফা, ..., এন্টি-টার্টা, থুজা, ভিরাট্।

কলেরা মর্বাস অর্থাৎ সাংঘাতিক বা প্রাণ নাশক ওলাউঠা

...কোন, * এন্টি-ক্রু, * আর্স, ক্যাক্ষ, কলোসি, * ক্রোটন-টি, ..., ইউকরবি, * গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস-ভা, কেলি-বাই, ফস্, ..., * পডো, র‍্যাফে, * সিকে, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, থুজা, ...ট্।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়— একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, ...লুমি, এমোনি-মি, * এন্টিক্রুড, এপিস, আর্জ, * আর্স, এসাফি, ...ম, এস্কেল্পি, ব্যাপ্টি, ব্যারিয়াম-কার্ব, বেঞ্জো-এসি, কেলি, ..., ব্রোমি, * ব্রাই, ক্যাকৃটা, ক্যাল্-কার্ব ক্যাল-ফস, ক্যাম্ফা, ...বি, কষ্টি, ক্যামো, চেলি, * চায়না, সিকুটা, সিনা, সিষ্টাস, ..., কফি, * কলোসি, কোনা, কোপেবা, * কর্ণাস-সার্সি, * ক্রোটন-...টি, কিউবেব, সাইক্ল্যা, ডিজি, ডায়োস্কো, * ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-..., জেলস, গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, * গ্যাম্বিগা, হিপা, হিপোমে, * হাই-...ইয়ে, আইয়ড, ইপিকা, আইরিস ভা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি-বাই, ...কা, কেলি-না, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লরোসি, লেপ্টা, লিলি-টি, ...র্স, ম্যাগ্নে-কা, * মর্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ...মি, ন্যাট্রা-সালফ, নাইট্রি-এসি, নিউফার, নক্স-ম, নক্স-ভ, ওলি-..., ওপি, ওপান্ট, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, পিক্রি-..., প্ল্যাটে, প্লাম্ব, * পডো, সোরি, * পালস, র‍্যাফে, রিউম, ...রাস ক্রমেক্স, স্যাবাডি, সেম্বু, সেপি, সিলা, সিকেলী, সিপি, ...ফারো, সালফা, সালফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টার্টার-...মেটিক, থুজি, ...জা, ভিরাট, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

...ন উদরাময়— ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, এন্টি-ক্রু, আর্জি, * আর্স, এসারাম, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, * ক্যাল-কা...

কষ্টি, * চায়না, সিষ্টাস্, কলোসি, কোনা, কোপেবা, ক্রো, এসি, * গ্র্যাফা, * গামিগা, * হিপা, * আইয়ড, * কেলি-বাই, কা, কেলি-বাই, * ল্যাকে, লেপ্টা, লিথি-কার্ব, * লাইকো, মেফি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, * ন্যাট্রা-সালফ, নাইট্রি-এসি, নি * ওলিয়েণ্ডা, অগজ্যালি-এসি, পিট্রো, * ফস, * ফস্-এসি, সোরি, পাল্‌স, র‍্যাকে, রুডো, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, * খুজা, ভিরাট।

শিশুদের উদরাময়—একোন, * ইথু, এলো, এমোনি-মি, * আর্জেণ্টা-না, * বেঞ্জো-এসি, * আর্স, * বেল, বিসমাথ, বোরা, * কা, * ক্যালকে-ফস্, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টোরি, * ক্যামো, * সিনা, কফি, * কলোসি, কলোষ্ট্রা, কর্ণাস, * ক্রোটন-টি, * গ্র্যাফা, ইলাটে, গামিগা, * হেলে, হিপা, ইগ্নে, * ইপিকা, আ ভা, জ্যালাপ, কেলি-বাই, ক্রিয়েজো, * লরো, ল্যাকে, ম্যা * মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, * পসিনিয়া, ফস্, ফস্-এসি, * পডো, * পালস, র‍্যাকে, * হিয়াম, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, * সালফা, এসি, ভিরাট, জিঙ্ক।

আমাশয় রোগে— * একোন, ইথু, এলো, এলুমি, আর্জেন্ট-না, আর্ণি, * আর্স, * ব্যাপটি, * বেল, কেলি, * ক্যাপসি, কার্ব-ভ, চায়না, * কলচি, * কলোসি, কোপেবা, কুপ্রা, ডালকা, ইলাটে, গামিগা, হিপা, হিপোমে, হাইড্রো আইয়ড, ইপিকা, আইরিস-ভা, * কেলি-বাই, * ম্যাগে-কা, * মার্ক-ভ, নাইট্রি-এসি নক্স-ভ, ফস, পিট্রো, অগজ্যালি-এসি, পালস, র‍্যাকে, * রুস, স্ক্যাবাডি, * সালফা, টার্টার-এসি, ভিরাট, জিঙ্ক।

কোষ্ঠবদ্ধ— ইস্কিউ, হিপা, ** ব্রাই, ** [illegible] [illegible], আইরিস, ল্যাকে, ** লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ** [illegible]

[illegible]লফা, * ভিরাট; (২) এলেট্রি, এলুমি, থ্যাপটি, বেল, ক্যাম্বা, [illegible]ভ, কষ্টি, সিমিসি, কোনা, ইউনিমিন্‌, জেল্‌স, গ্র্যাফা, কেলি-[illegible]ড, ক্রিয়েজো, মার্ক, মিচেল, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, প্ল্যাটী, পাল্‌স [illegible]ম্না, ষ্ট্যান্না, সালফ্‌-এসি, জিঙ্ক।

মলেরকাঠিন্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ— ** (ব্রাই, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, [illegible], ভার্বে স্কা।)

অন্ত্র সমুহের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব হেতু কোষ্ঠবদ্ধ— (এলুমি, হিপা, কেলি-কার্ব, স্যাট্রা মি, নক্স ভ)।

---

# মল।

## মলের দৃশ্য, প্রকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি।

মলের অবস্থা পরিবর্ত্তন, রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিশেষ জ্ঞাপক [illegible]। ওলাউঠা, উদরাময়, আমাশয় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ যে প্রকার পীড়াই [illegible] না কেন, মলের প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধীয় লক্ষণচয় অনুসন্ধান না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে হোমিওপ্যাথিমতে কোন ফল পাইবে না। সকল [ওলা]উঠাতেই আর্সেনিক, এবং সকল রক্তামাশয়েই একোনাইট এবং মার্ক-কর ঔষধ এমন নহে। মলের অবস্থা এবং স্বভাব ইত্যাদি সুনিপুণ ভাবে [illegible]রিলে সহজেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

## মলের প্রকৃতি ও বর্ণ।

বিলিয়াস অর্থাৎ পিত্তময় মল :—(১) একোন, *ব্রাইও, ইথু, [illegible]র, এলো, * আর্স, ক্যাক্‌টা, * কল্‌চি, ** ক্যামো, চায়না. [illegible], কলোসি, * কর্ণাস-সারসি, কিউবেব, ডায়োস্কো, ডাল্‌কা, ইপিকা, [illegible], * ইউপেটো পার্ফো, লিলিয়াম-টি, মার্ক-ভ, ফস্‌, সোরি, [illegible]ম, সালফ, ভিরাট, জিঙ্ক।

২। মল রক্তময় — (১) * একোন, ** ব্যাপ্‌টি, * কেলি-বাই, ** মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * ফস্‌, ** ক্যান্থা, * আর্নি, * ক্যাপ্‌সি, * কলৃঙ্কি, * কলোসি, (২) ইস্কিউ, ইথু, এগাব, * এলো, এলাম্‌, ** এপিস, * আর্জেন্টা-ন', * আর্স, * বেল্‌, বেঞ্জো এসি, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, * কার্ব-এনি, ক্যান্থা, কার্ব ভ, ক্যামো, চায়না, সিনা, কোপেবা, কিউবেব, কুপ্রা, * ক্রোটেলাস, ডাল্‌কা, ইলাপ্‌স, হিপা, হিপো-মেনি, * গ্র্যাফা, হাইড্রোফোবিন, ইগ্নে, ** ইপিকা, আইরিস, কেলি-নাইট্রা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, * লাইকো, * নাইট্রি এসি, নক্স-ম, ** নক্স-ভ, পিট্রো, অক্‌জ্যালি এসি, প্লাম্বা, পডো, সোরি, * কাইটো, ** পাল্‌স, ব্রাস, স্যাবাডি, ** সিপি, সাইলি, * সিকে, ষ্ট্যাফি, ** সাল্‌ফা টার্টার-এমি, থুজা, ভিবাট, জিঙ্ক।

৩। মল রক্তময় এবং কাল — * ক্যাপ্‌সি, এলাম।

৪। রক্ত মিশ্রিত তরল মলের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল দগ্ধ খড়ের ন্যায় দেখায় (টাইফয়েড এবং টাইফাস জ্বরে) * ল্যাকে,।

৫। মল রক্ত ডোবা ডোরার ন্যায় — * সাল্‌ফা, কলচি থুজা।

৬। মল পুঁজময় — (১) * এপিস, * আর্নি, (২) আর্স, ক্যাল্‌কে-ফস্‌, আইয়ড, ** মার্ক বিয়স, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, সিকে, সাল্‌ফা, ** সাইলি।

৭। মল অণ্ড লাল পূর্ণ — ডায়োস্কো, ন্যাট্রা-মি।

## মলের বর্ণ।

৮। „ কাল — (১) * ব্রোমি, * সিনা, * সোরি, * ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, এপিস, এলাম, আর্স, এস্কেপ্‌পি, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, * ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিকুটা, কিউবেব কুপ্রা, হিপোমেনি, ফস্‌, পাল্‌স, * সাল্‌ফ, * লেপ্‌টা, * মার্ক-কর, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টা-এমি, ভিরেট্রা।

৯। ব্রাউন বা কটাবর্ণ—(১) * আর্নি, * গ্র্যাফা, * ম্যোরি, * ব্র্যাকে, * সিপী, (২) * ইস্কিউ, * এলো, * আর্জেণ্ট-নাইট্রা, * এপিস, আর্স, * এসাফি, ব্যাপট, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ, কার্ব-ভ, * কার্ডু-মেরিন, চেলি, চায়না, * কলোসি, ফ্লুওর-এসি, * ক্রোটিন, গামিয়া, কেলি-বাই, কেলি কার্ব, ক্রিয়োজো, লিলিয়াম-টি, লাইকো, * মার্ক-সল, * মেজি, ম্যাগ্নে-কা, ছিয়াম, রডো, * হ্রাস-টক্স, * স্যাবাডি, * সিকেলি, সাল্ফা, * সিপি, টার্টার-এমি, ভিবার্ট, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১০। চা-খড়ির ন্যায় বর্ণ—বেল, * ক্যাল্ কার্ব, পডো।

১১। মাখনের ন্যায় বর্ণ— আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যাল্-কার্ব, * জেল্স।

১২। গ্রে (Gray) অর্থাৎ ঈষৎ সাদা বা ভস্মের ন্যায় বর্ণ—* কেলি-কার্ব, এলো, ক্যাল্-কার্ব, চেলি, মার্ক-ভ, ন্যাটা-মি, পিক্রি-এসি, ** (ক্যাল্-কার্ব, ডিজি, ল্যাকে, সিপি, স্পঞ্জি)।

১৩। সবুজ বর্ণ—(১) *ক্যালকে-ফস, *ডাল্কা, * ইলাটে, * হিপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক ভ, * পলিনিয়া; (২) * একোন, ইস্কিউ, ইথু, এগার, এলো, এলাম, এমোনি-মি, এপিস ** আর্স, আর্জেণ্টা-নাইট্রা, এসাফি, এস্কেল্পি, বেল, * বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাপ্-কার্ব, ক্যান্থা, ** ক্যামো, চায়না, সিনা, ব্যাপ্টি কলোসি, ক্রোটন-টি, * কুপ্রা-এসি, * কুপ্রা জেল্স, গ্র্যাটি, ইপিকা, আইরিস-ভা, ক্রিয়োজো, লরোসি লেপ্টা, ন্যাট্রা মি, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, পিট্রো, * পাল্স, ** ফস, ফস-এসি, পডো, হ্রাস, সিকেলী, ** সোরি, ষ্ট্যামো, ** সাল-ফা, * সাল্ফ এসি, টার্টার-এমি, টেরিবিন্থ, ভিরাট্,

১৪। লোহিত বর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস, (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ক্যান্থা, কলচি, গ্র্যাফা, মার্ক-ভ, সাল-ফা।

১৫। শ্বেতবর্ণ—(১) ইস্কিউ, * এগার-কেলো, এণ্টি ক্রুড, * বেল, ক্রোটো-এসি, * সিনা, * ক্যাষ্টোরি, * ডিজি, * ডালকা, * হেলে, হিপা, ** ফস, *ফস্-এসি, (২) * এপিস, *ক্যাল-কার্ব, ক্যাল-ফস, ক্যান্থা, কলি, * ক্যামো, চেলিডো, চায়না, * গ্র্যাফা, কফিউ

ইগ্নে, * আইয়ড, ইপিকা, * নক্স-ভ, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, পডো, * পাল্‌স, ট্রিয়াম, * হ্রাস, সালফা, * সিপি।

১৬। মলের বর্ণ নির্গমন সময়ে সাদা দধির ন্যায় থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ বাতাসে থাকিলে সবুজ বর্ণ হইয়া যায়— ক্রিয়াম।

১৭। সাদা খণ্ড খণ্ড শস্যের ন্যায় বর্ণ— ** ফস্, কিউবেব।

১৮। সাদা চর্ব্বির বাতির ন্যায় বর্ণ — * ম্যাগ্নে-কার্ব।

১৯। হরিদ্রাবর্ণ — (১) * এপিস * চায়না, * কলোসি, * ক্রোটন-টি, * গামিগা, * হিপা * হাইগস, * পডো: (২) ইথু, * এসারম, এসার, * এলো, এমোনি-মি, আর্জেন্টা নাই, আর্স, এসাফি, এস্কেলপি, ব্যাপ্টি, বেল, বোরাক্স, বোভি, ব্রোমি, কাল্‌-কার্ব, ক্রোটন-টি, * কলোসি, ক্যানৃথা, ক্যামো, চেলিডো, ককিউ, * কল্‌চি, কলোষ্ট্রাম, * কিউবেব, * কুপ্রা-সাল্‌ফ, ডিজি, ডায়োস্কো, ডাল্‌কা, ইউফব, জেল্‌স, ফ্লোর-এসি, গ্রাটি, ইগ্নে, ইপিকা, * আইরিস-ভা, লাইক্ল্যা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি বাই, * কেলি-আইওড, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, লবেসি, লেপ্টা, * মার্ক-সাল্‌ফি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সালফ, নক্স ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, * ফস্-এসি, পিক্রি-এসি, প্লাম্বা, পাল্‌স, * র‍্যাফে, * রিয়াম, * হ্রাস, সেন্স, সিপি, ষ্ট্যাফি, সালফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি, থুজা।

# তরল মল।

২০। তরল মল — একোন, এরানিয়া-ডা, আর্জেন্টা-না, আর্স, ব্যাপ্‌টি, ক্যাল-কার্ব, কল্‌চি, কলোসি, ক্রোটন-টি, ককিউ, হাইয়স, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস-ভেলি, রিসিনাস, র‍্যাফে, সিনা, সাইলি, * কলোজ, কষ্টি, সিকুটা, কোনা, কফি, ন্যাট্রা-কার্ব, স্যাবাডি, ** (২) ইথু, এপিস, এন্টি-ক্রুড, ক্যামো, চায়না, মার্ক, ফস, ফস-এসি, পাল্‌স, হ্রাস-টক্স, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

২১। „ কালবর্ণ — (১) * আর্স, * সিনা, * ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, কার্ব-ভ।

২২। ব্রাউন বা কটা বর্ণ—(১) গ্র্যাফা, সোরি, * র‍্যাফে * সিনা, (২) আর্জেণ্টা-নাই, ম্যাগ্নে-ম্যা, নক্স-ভ, ফস,।

২৩। তরল মল ঈষৎ সবুজ বর্ণ—ইথু, ক্রোটন-টি, র‍্যাফে।

২৪। ,, ঈষৎ হরিদ্রাভ ভস্ম বর্ণ—ইথুজা।

২৫। ,, উদ্ নামক মৎস্যজীবী জন্তুর গায়েরবর্ণ—হ্রাস।

২৬। ,, কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ—হ্রাস।

২৭। ,, লোহিতাভ পীতবর্ণ—লাইকো।

২৮। ,, পীতাভ ধবল—নাইট্রি-এসি।

২৯। ,, পীতবর্ণ—(১) * অ্যাটাম-সাল্ফ, *নক্স-ম, (২) ইথু, কলোসি, আইরিস-ভা, লাইকো, র‍্যাফে, হ্রাস।

## মিউকাস অর্থাৎ শ্লেষ্মাবৎ মল।

৩০। মিউকাস অর্থাৎ আম নির্গত হইলে—এসাফি; ক্যাক্‌টা, চেলিডো, চায়না, সিনা, কলোসি, সাইক্যা, ডিজি, গ্র্যাফা, হাই-ড্রস, আইরিস-ভা, লেপ্টা, অ্যাটা-কার্ব, নাইট্রি-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, পিট্রো, র‍্যাফে, হিযাম, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টার-এমি, ভিরাট; ** (এসারাম, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাপসি, ক্যামো, কল্‌চি। প্রত্যেক বারই নানাবর্ণের মিউকাস দৃষ্ট হয়—নক্স-ভ, ফস, পাল্‌স, সাল্‌ফার)।

৩১। আম (মিউকাস) রক্তময়—(১) একোন, * ইথু, * আর্স, * এলো, * ক্যাপসি, ক্যান্থারি, * কলোসি, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ; (২) কার্ব-ভ, ক্যামো, ক্যাম্ফা, কিউবেব, ইলাটে, গামিগা, হিপা, হাইড্রোফো, ইগ্নে, আইয়ড, আইরিস, নাইট্রি-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, পিট্রো, প্লাম্বা, পডো, সোরি, পাল্‌স, হ্রাস, সাল্‌ফা, থুজো।

৩২। ,, ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণ—* আর্স, * কার্ব-ভ, (২) ব্যাপ্‌টি, * নক্স-ভ, গ্র্যাটিওলা, ষ্ট্রিয়াম, জিঞ্জিবার।

৩৩। ,, কালবর্ণ—(১) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, ব্যাপ্‌টি, বোলিটা।

৩৪। ,, ফেনাযুক্ত মাতগুড়ের ন্যায়—ইপিকা।

৩৫। ,, ফেণাযুক্ত—* আইয়ড, সাইলি, সাল্‌ফ-এসি।

৩৬। আম জেলির ন্যায়— * এলোজ, * কল্‌চ, * হেলে
* কেলি-বাই, * হ্রাস, এস্কেল্‌পি, পডো, সিপি।

৩৭। „ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুল কণার ন্যায়— হেল, ফস্‌।

৩৮। „ সবুজ বর্ণ — ** (ইথু, এপিস, আর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্স
বেল্‌, বোরাক্‌স, ব্রাই, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাম্মো, কলোসি, ডাল্‌কা, ইপিকা,
লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, পলিনিয়া, ফস, পাল্‌স, সাল্‌ফা,
একোন, ইস্কিউ, এগার, এমোনি-মি, ক্যান্‌থা, ইলাটে, গামিশা,
হিপা, ক্রিয়েজো, নাইট্রি-এসি, নক্‌স-ভ, পিট্রো, ফস-এসি, পডো,
সোরি, ভিরিয়াম, হ্রাস, সিপি।

৩৯। „ তরল—(১) * লরোসি, টেরিবিস্থ।

৪০। „ তরল ও সবুজ— লরোসি।

৪১। „ „ ও ফেঁকাশে— কার্ব-ভ।

৪২। „ লালবর্ণ—(১) * সিনা, * হ্রাস, (২) আর্জেন্টা-
নাইট্রা, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, গ্রাফা, লাইকো, মার্ক-ভ, সাইলি, সাল্‌ফা।

৪৩। „ উলের (Wool) স্তূপের ন্যায়—(১) আর্জেন্টা-
নাইট্রা, এসারাম্‌, ক্যাপসি, লাইকো।

৪৪। „ শ্লেষ্মার ন্যায় ও পিচ্ছিল—(১) * আর্নি, * এপিস্‌
* বেল, * বোরাক্‌স, * ব্রোমি, * ক্যাল্‌কে-ফস্‌, * কলোসি, * কর্ণাস
সার্সি, * মার্ক-কর। * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ, * হ্রাস; (২) একোন্‌
এগার, এলোজ্‌, এমোনি-মি, ক্যাল্‌-কার্ব, কার্ব-ভ, ক্যাপ্‌সি, আর্স,
ক্যাম্মো, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্‌চি, ডাল্‌কা, ফেরা, গামিশা
হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, পিট্রো, পডো, ভিরিয়াম্‌
স্যাবাডি, সিলা, সিকে, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, টার্টা।

৪৫। „ দড়ার ন্যায়—(১) * এসারাম, * সাল্‌ফ-এসি।

৪৬। „ অত্যন্ত আঠাযুক্ত—(১) * এসারাম, * ক্যাপ্‌সি,
* ক্রোটন-টি, * হেলে।

৪৭। „ পুরু বা ঘন—(১) আইয়ড।

৪৮। „ স্বচ্ছ—(১) হ্রাস, (২) এলোজ, কল্‌চি, কিউবেব।

৪৯। আমজলবৎ—(১) আর্জেন্ট-নাইট্রা, * আইয়ড; (২) লেপ্টা।

৫০। „ সাদা—(১) * ক্যামো, * ককিউ, * ডাল্কা, * হেলে * আইয়ড; (২) আর্স, বেল, ক্যাল্কা, কষ্টি, সিনা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, ফস্, ফস্-এসি, পডো, পাল্স, ভ্রিয়াম, সাল্ফা।

৫১। „ হরিদ্রাবর্ণ—এগার, * এপিস, * ক্যামো, * এসাবাম, * বোরাক্স্, * কিউবেব, ব্রোমি, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, হাস্, পডো, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

## জলবৎ মল।

৫২। মল জলবৎ—(১) * একোন, * এসাফি, * বিসমাথ, * ক্যাল্কে-ফস্, * কল্‌চি, * কার্ব-ভ, * কোনা, * গ্র্যাটি, * আইরিস, * জ্যালাপা, * জ্যাট্রো, কেলি-বাই, কেলি নাইট্রি, * পডো, * সিকে, * পাল্স, * সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) এগারি, এলোজ্, এন্টি-ক্রুড্, এপিস, এস্কেলপি, ব্যাপ্টি, ব্যারিযাম কার্ব, কলোসি, কুপ্রা, কোপেবা, ডিজি, ডায়স্কো, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গামিগা, হেলে, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, লেপ্টা, মার্ক ভ, মেজি, ন্যাট্রা কার্ব, ন্যাট্র-মি, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস, হ্রাস, সেম্বু, সেম্বু, সার্সা, সাল্ফ-এসি, টার্টার-এমি।

৫৩। „ জলবৎ ও কাল—(১) * আর্স, * সোরি; (২) এপিস, এস্কেলপি, ক্যাম্ফ, চায়না, কুপ্রা, কেলি বাই, ন্যাট্রা মি, ষ্ট্যান্না, ভিরাট্।

৫৪। জলবৎ মল „ ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ দাগ—(১) এস্কেল্পি।

৫৫। „ রক্তময়—(১) এলোজ্, ল্যাকে, পিট্রো, স্তাবাডি।

৫৬। „ মাংস ধৌত জলের মত—(১) ফস্, (২) ক্যাল্কা, ফস্‌স।

৫৭। „ ব্রাউন ( Brown ) অর্থাৎ কটাবর্ণ—( ১ ) * আর্স, * কেলি ব্রাই, ( ২ ) ক্যাম্ফ, ক্যাম্মা, কার্ব-ভ, চেলিডো, চায়না, গাম্বিগা, ক্রিয়েজো, পিট্রো, রুমেক্স, সালফা, ভিরাট্।

৫৮। „ জলবৎ কর্দ্দমের ন্যায় বর্ণ—ক্যাল্ কার্ব, কেলি-বাই।

৫৯। „ পরিষ্কার ( বর্ণশূন্য ) —( ১ ) এপিস, সিকেলী।

৬০। „ ও তৎসঙ্গে খণ্ড খণ্ড পর্দ্দার ন্যায় থাকে— ( ১ ) * ভিরাট, ( ২ ) কুপ্রা।

৬১। „ ফেণাযুক্ত—( ১ ) * ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬২। „ সবুজবর্ণ—( ১ ) * গ্র্যাটি, * ম্যাগ্নে-কা, * পডো, * পালস; ( ২ ) ব্রাই, ক্যামো, কলোষ্ট্রা, ডালকা, গাম্বিগা, হিপা, ইপিকা, আইরিস, ক্রিয়েজো, লরোসি, লেপটা, সালফা, সাল্ফ-এসি, টেরিবিন্থ, ভিরাট।

৬৩। „ ও তৎসঙ্গে সেওলার ন্যায়—( ১ ) ** ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক ভ।

৬৪। „ জলবৎ সাদা বর্ণ—( ১ ) * বেঞ্জো-এসি, * ক্যাষ্টোরি, * চেলিডো, * ফস্, * ফস্ এসি, ( ২ ) ডাল্কা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভি।

৬৫। „ হরিদ্রাবর্ণ—( ১ ) * এপিস, * ক্যাল্-কার্ব, * চায়না * ক্রোটন-টি, সাইক্ল্যা, * গ্র্যাটি, * হাইযস, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্-এসি, * হ্রাস, * থুজা, ( ২ ) আর্স, বোরাক্স, ক্যাম্ফা, ক্যামো, ডাল্কা, ইউফর্বি, ইপিকাক্, জ্যাবোর‍্যাণ্ডা, কেলি-বাই, ফস্, প্লাম্বাম্।

৬৬। „ ঘোলের ন্যায়—( ১ ) * আইযড্।

# ফিকাল বা বিষ্ঠাময় মল।

N. B ভুক্ত দ্রব্য বিষ্ঠায় পরিণত হইলে তাহাকে ( Fecal ) "ফিকাল" বা বিষ্ঠাময় মল বলে।

৬৭। মল বিষ্ঠাময়—( ১ ) একোন, এলুমিনা, ক্যাক্টাস্, কষ্টি, চেলিডো, চায়না, কফি, ডিজি, আইযড্, লরোসি, মিউর্-এসি, অক্জ্যালি-এসি, হ্রিয়াম্।

৬৮। মল কালবর্ণ—(১) * ব্রোমি, লেপ্টা, (২) ক্যাল্ক, কিউ-প্রেব্, সাল্ফা, ট্যাবেকাম, টার্টার-এমি।

৬৯। „ ব্রাউন বা কটা বর্ণ—(১) * এসাফি; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কলোসি, ফ্লু ওর-এসি, লিলিয়াম-টি, লাইকো, মেজি, অক্জ্যালি-এসি, পিট্রো, হিয়াম, রুমেক্স, টার্টার-এমি, থুম্বোডি।

৭০। „ মাখনের ন্যায় বর্ণ—(১) * জেল্স; (২) ক্যাল্-কার্ব, আর্জেন্ট-নাইট্র।

৭১। „ মেটেবর্ণ—(১) *ব্যাপ্টি, কার্ব-ভ, নক্স-ভ।

৭২। „ প্রথম ভাগ মেটে বর্ণ ও শেষ ভাগ সাদা—(১) * ইস্কিউ।

৭৩। „ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যের দানার ন্যায়—(১) * থুম্বি।

৭৪। „ ভস্মের ন্যায় বর্ণ—(১) * ডিজি, * কেলি-কার্ব, (২) ক্যাল্কে, পিক্রি এসি।

৭৫। „ দেখিতে তৈলের ন্যায়—(১) * আইরড্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৭৬। „ থস্থসে—(১) ইস্কিউ, এলোজ, আর্নি, এসাফি, ব্যাপ্টি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে-ফস্, চেলিডো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইরিস্-ভা, ক্রিয়োজো, ল্যাকে, লেপ্টা, পিট্রো, পডো, সিকে। জিঙ্ক।

৭৭। „ পাতলা—(১) * ব্যাপ্টি, * গাম্বিগা, * হিপা, *লেপ্টা, * পিক্রি-এসি, * ন্যাট্রা-সাল ফ; (২) এগার, এলুমি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চেলিডো, ইগ্নে, আইরিস্-ভা, নক্স-ভ, হিয়াম্, রুমেক্স, সেম্বু, থুম্বি, জিঙ্ক।

৭৮। „ সাদা বর্ণ—(১) ইস্কিউ, * বেল, * পডো; (২) ক্যাল্কে-ফস্, ডিজি, লাইকো।

৭৯। „ হরিদ্রা বর্ণ—(১) * এগার্, * এলোজ, এপিস্, গাম্বিগা * হিপা, * কল্-এসি, * পডো; (২) এমোনি-মি, এসাফি, ব্যাপ্টি, বোরাক্স, বোভি, ক্যাল-কার্ব, চেলিডো, ককিউ, কলোসি, ডিজি, ফ্লু ওর-এসি, জেল্স, আইরিস্-ভা, ল্যাকে, পিক্রি-এসি, হ্রাস, টার্টার-এমি।

## অজীর্ণ মল।

৮০। মল অজীর্ণ—(১) *এন্টি-ক্রুড, *আর্জেন্ট-নাইট্রা, *ক্যাল্‌ক্‌-ফস, ** চায়না, ** ফেরা, * গ্র্যাফা, * হিপা, ** ওলিয়েণ্ডা, * ফস, * ফস-এসি, * পডো, * সাল্‌ফা: (২) আর্নি, ** ইথু, এলো, আর্স, ক্যামো, কলোসি, কোনা, ক্রোটন-টি, গাম্বিগা, জ্যাবোরাণ্ডা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কার্ব, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, র্যাফেনাস।

৮১। মলে পূর্ব্ব দিনের খাদ্য বস্তু— ** ওলিয়েণ্ড্রা।

## মলের দৃশ্য।

৮২। ঘোলের ন্যায়— * আইয়ড্।

৮৩। মলের মধ্যে তণ্ডুলাভ্যন্তরস্থ সাঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ও চক্‌চকে কণা সমস্ত দেখিতে পাওয়ায় যায়— * কিউবেব্।

৮৪। চর্ব্বির বাতির ন্যায়— ম্যাগ্নে-কার্ব।

৮৫। গরম জলে সাবান গুলিলে যেরূপ ছাকড়া ছাকড়া হয় সেই প্রকার মল— * বেঞ্জোইক-এসিড্।

৮৬। তরল মলের নিম্নে ময়দার ন্যায় গুঁড়া গুঁড়া তলানি বা সেডিমেণ্ট পড়ে— * পডো, ফস-এসি।

৮৭। ইন্‌টেষ্টাইন অর্থাৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া লইলে যে যে পদার্থ (মিউকাস, কিঞ্চিৎরক্ত, রক্ত মিশ্রিত জল ও কখন কখন বর্ণ শূন্য ক্লেদ ইত্যাদি) নির্গত হয়, মল তৎসদৃশ দেখা যায়—(১) ** ক্যান্থা; (২) * কলোসি; (৩) এস্কেলপি, ব্রোমি, পিট্রো।

৮৮। মল তৈলের ন্যায় দেখায়— *আইয়ড্, ঝোলিটাস্, পিক্রি-এসি, থুজা।

৮৯। „ ঢেলার ন্যায় বা দলা দলা— (১) * এণ্টি-ক্রুড্; (২) এপিস্, কোনা, ডায়েস্কো, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি-বাই, লাইকো, প্লম্বো।

৯০। মল মেষের মলের ন্যায় গুটি গুটি— ** ( ল্যাকে, মার্ক, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্লাম্ব, সাল্ফা, ভার্বেস্কা )।

৯১। ,, পর্দ্দার ন্যায়— * কল্‌চি।

৯২। ,, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দা খণ্ড সকলের ন্যায়— নাইট্রি এসি, * ভিরাট্, কুপ্রা কল্‌চি, আর্জেণ্ট-নাইট্রা।

৯৩। ,, পর্দ্দার খণ্ড সকলের ন্যায় হইয়া মিউকাস ভাবে নির্গতহয়— * মার্ক কর।

৯৪। ,, ফেণাযুক্ত— (১) * আর্ণি, * বোরাকস, * কলোসি, * ইলাটে, * গ্র্যাটি, * কেলি বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্ফা, (২) বেঞ্জো-এসি, বোলিটা, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফা, চায়না, আইওড, ইপিকা, মার্ক-ক্রি, ওপি, পডো, ব্যাপ্টে, হ্রিযাম হ্রাস, সাইলি, সালফ এসি।

৯৫। মলে চাপচাপ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র উল (Wool) সূতার খণ্ডেরমত জমিয়া বেড়ায়— ডালকা, সিকেলী, ভিরাট।

৯৬। ফার্মেন্টেড্ Fermented অর্থাৎ গাজলান বা উৎ-সেচন যুক্ত মল— (১) * আর্ণি, * ইপিকা, (২) মেজি, হ্রিযাম, পডো, স্টাবাডি।

## মলের গন্ধ।

৯৭। দুর্গন্ধ মৃত শরীরের ন্যায়— এস্কেল্‌পি, * কার্ব-ভ, * বিস্-মাথ, * ল্যাকে, ক্রিয়জো, ষ্ট্র্যামো।

৯৮। গন্ধ অম্ল— (১) ** হিপার, সাল্‌ফা, (২) * ক্যাল কার্ব, * কলোসি, * কলোষ্ট্রা, * হিপা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক ভা, (৩) বেল্, কোনা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ফস্।

৯৯। গন্ধ শূন্য— ** পলিনিয়া, * হাইয়স, * হ্রাস্, ইথু, এসারাম।

১০০। গন্ধ পচা ছানার ন্যায়— * ব্রাই, * হিপা।

১০১। ,, পচা ডিমের ন্যায়—এস্কেলপি, *ক্যাল্‌কা, ** ক্যামো, ক্যামো, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ-এসি।

১০২। ,, পচা—* আর্স, ** এসাফি, ** ব্যাপটি, * বোরা, ব্রাই, ** কার্ব-ভ, * চায়না, * ক্যানেসি, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম * পডো, সিপি, সাইলি, * ষ্ট্র্যামো।

১০৩। ,, নিতান্ত বিরক্তিজনক ও দুর্গন্ধময়—এগার, আর্জেণ্টা-না, * আর্ণি, এলো, এপিস, * আর্স, ** এসাফি, এস্কেল্‌পি, ** ব্যাপটি, বেল্‌, * বেঞ্জো-এসি, ক্যাল-কার্ব, ককিউ, সিকুটা, কফি, কল্‌চি, * কর্ণাস-সার্সি, ** গ্র্যাফা, গ্র্যাটি, গ্যামিগা, হিপোমেনি, আইয়ড, ক্রিয়েজো, * ল্যাকে, লেপটা, লাইকো, লিলিয়াম-টি, লিথি-কা, মেজি, নক্স-ভ, * ওপি, * ফস-এসি, প্লাম্বা, ** সোরি, ফস্‌, পাল্‌স, নাইট্রি-এসি, * হ্রাস, রুমেক্স, ** সিনা, * সিকেলী, সিপি, * সাল্‌ফা, টেবিবি, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক।

# মল নির্গমের অবস্থা ও বেগ।

১০৪। তীব্র বেগে বিরেচন হইতে থাকে—(১) ** ক্রোটন-টি * গ্র্যাটি: (২) সিষ্টাস, জ্যাবরাণ্ডাই, হ্রডো। (হঠাৎ সজোরে বিরেচন দেখ)।

১০৫। বোতল হইতে জল ঢালিবার সময় যে প্রকার ভাবে জল নির্গত হয় সেই প্রকার ভাবে বিরেচন হয়—(১) *জ্যাট্রোফ * পডো, থুজা; (২) এলো, লেপ্‌টাণ্ড্রা।

১০৬। সর্ব্বদা চুয়াইয়া চুয়াইয়া বিরেচন হইতে থাকে—(১) ** ফস, ** থুম্বিডি; (২) * এপিস; (৩) অক্‌জ্যালি-এসি, সিপি.

১০৭। অসাড়ে বিরেচন—(১) * চায়না, * ওপি, আর্ণি, * হাই য়স্‌ * ওলিয়েণ্ডা; (২) আর্জেণ্টা-নাইট্রা, আর্স, বেল্‌, ব্রাই, ** এলো ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, সিনা, কল্‌চি, কোপেবা, কিউবেব ডিজি, ফেরা, জেল্‌স, আইরিস্‌-ভা, কেলি বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে লরোসি, গুটা-মি, ** ফস-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, ** ফস্‌, প্লাম্বা * সিকে, সোরি, হ্রাস, ** ভিরাট্‌।

১০৮। অসাড়ে বিরেচন (কাশিবার সময় কি হাঁচিবার সময়)—* সিলি।

১০৯। অসাড়ে মলত্যাগ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার অর্দ্ধ উন্মিলীত — ** এপিস।

১১০। ,, ,, বাত কর্ম্মের সঙ্গে — ** এলো, ** ওলিয়েণ্ডা, * ফস্‌-এসি; একোন, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, পডো, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

১১১। ,, ,, প্রস্রাব করিবার সময় — এলো, মিউর-এসি, সিলা।

১১২। ,, ,, প্রত্যেকবার সঞ্চালনে — * এপিস।

১১৩। ,, ,, নিদ্রাবস্থায় — (১) ** আর্ণি; (১) ব্রাই, কোনা, হাইয়স্‌, পাল্‌স।

১১৪। কষ্টে মল নির্গমন — (১) * এলুমিনা; (২) ক্যালকে-ফস্‌, জেল্‌স, হিপা, সোরি, সাইলী, ষ্ট্যান্না।

১১৫। কেবল দাঁড়াইলে অতি কষ্টে মল নির্গত হয়, অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে — কষ্টি।

১১৬। প্রস্রাব করার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মল নির্গত হওয়া অসম্ভব — এলুমিনা।

১১৭। হঠাৎ সজোরে বিরেচন — (১) * এলো, * ক্যালকে-ফস্‌, * ক্রোটন্‌-টি, * গ্র্যাটি, * গাম্বিগা, * জ্যাট্রো, * ফস্‌, * পডো, * সাল্‌ফা, (২) আর্জেন্ট-নাই, ক্যাপ্‌সি, সিকুটা, সিষ্টা, সাইক্ল্যা, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-বাই, লেপ্‌টা, ন্যাটা-মি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, রাফে, থুজো, সিকে, সিপি, থুজা (তীব্রবেগে বিরেচন দেখ)।

## মলের বার ও পরিমাণ।

১১৮। পুনঃ পুনঃ বাহ্যি হয় — (১) * আর্স, * ক্যাপ্‌সি, * কার্ব-ভ, * ক্যামো, * কুপ্রা, * ইলাটে, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ, * পডো; (২) একোন্‌, এপিস্‌, আর্জেন্ট-নাইট্রা, আর্ণি, ব্যাপটি, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাল-কার্ব, ক্যান্থা, ক্যাষ্টো, চায়না, সিকুটা, সিনা, ককিউ, কল্‌চি, কলোসি, কিউবেব্‌, ডাল্‌কা, গ্র্যাটি, গাম্বিগা, হেলে, হাইয়স, ইপিকা, আইরিস-ভা, কেলি-বাই।

সোরি, পাল্স, হ্রাস্, সেস্থু, সিকে, সিপি, ষ্টার্টাব্-এমি, টেরিবিন্থ, থুস্বি, ভিরাট্।

১১৯। হঠাৎ বাহিরে বেগ হয়— * ক্যাম্ফ, কুপ্রা, * সিকেলী।

১২০। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও বিরেচন (১) * এন্টি-ক্রুড, * আর্জেন্ট-নাই, * নক্স-ভ: (২) আর্স, ব্রাই, সিনা কেলি-কার্ব, ল্যাকে, ফস, হ্রাস্, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

১২১। বহুপরিমাণ তরল মল—(১) * এসাফি, * বেঞ্জো-এসি, * ক্রোটন-টি, * ইলাটে, * জ্যাট্রো, * পলিনি, * পডো, * থুজা, * ভিরাট, (২) ইথ, আর্নি, আর্স, ব্রাই, ক্যাকৃটা, কেলি-কার্ব, ক্যাম্ফ, চায়না, কল্চি, কলোষ্ট্রা, কোপেবা, কিউবেব, ডাষোস্কো, গামিগা, আইওড, আইরিস-ভা, কেলি বাই, কেলি-কার্ব, লেপ্টা, লিলিযাম-টি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা মি, নক্স-ম, ফস, প্রাপ্বা, র‍্যাফে, হ্রাস্, রুমেক্স, সিকে, ট্যাবাকসে, টার্টাব-এমি, টেবিবিন্থ।

১২২। অল্প পরিমাণ মল—(১) * আর্স, * বেল্, * ক্যাল্সি, * মার্ক্-কর, * মার্ক্-ভ * নক্স-ভ; (২) একোন, এলো, আর্জেন্ট-নাই, আর্নি, এসাবা, ব্যাপটি, ক্যাস্থা, ক্যামো, কল্চি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, মেজি, ওলিযেণ্ডা, পাল্স, হ্রাস, সিকে, ষ্ট্যান্না।

## মলের অন্যান্য লক্ষণ।

১২৩। মল করোসিভ (Corrosive) অর্থাৎ এ প্রকার তীব্র যে, যেস্থানে লাগে সেস্থানে লোনৃছা উঠিয়া যায় বা ক্ষতের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়— (১) * আর্স, * গ্র্যাফা, মার্ক-ভা, * সাল্ফা; (২) একোন্, এলুমি, এন্টি-ক্রুড্, আর্জেন্ট-নাই, ব্যাপ্টি, ক্যান্থা, চায়না, কল্চি, কলোসি, গামিগা, আইরিস-ভা, ক্রিয়েজো, লেপ্টা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপাণ্ট, ফস্, পাল্স, ষ্ট্রিযাম্, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্।

১২৪। মল পরিবর্ত্তনশীল— ** সাল্ফা, * পালস, ক্যামো, কল্চি, ডাল্কা, পডো।

১২৫। উষ্ণ মল—(১) * একোন্, * ক্যাল্কে-ফস্, * ক্যামো, সাল্ফা; (২) এলো, সিষ্টা, ডাযোস্কো, ফস, ষ্ট্যাফি।।

১২৬। মলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকিলে—**(ক্যাল-কার্ব, চায়না, সিনা ইথে, সাল্ফা, ম্যারাম্-ভি)।

১২৭। „ „ বড় বড় কৃমি থাকিলে—**(সিনা, স্যাবাডি, স্যাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা)।

১২৮। „ „ ফিতার ন্যায় কৃমি থাকিলে—**(ক্যাল্কা, গ্র্যাফা, প্ল্যাটী, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা)।

১২৯। মল নির্গমনের সঙ্গে বেদনা না থাকিলে— (১) * ব্যাপ্টি, * বিসমাথ্, বোলিটা, * বোরাক্স, * ফেরা, * হিপা, * হাইয়স, * ফস-এসি, ** পডো, * সিনা, (২) এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, * আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চায়না, ক্রোটন্-টি, কক্কিউ, কলোসিন্থ, কল্চি, জ্যাবোরাণ্ডা, কেলি-ব্রোমি, কেলি-কার্ব, * লাইকো, * ফস্, স্যাটা-সাল্ফা, হ্রাস্, * ষ্ট্র্যামো, রুমেক্স, ভিরাট্।

১৩০। উদরাময় সহ বেদনা থাকিলে—**(মার্ক ষ্ট্রিযাম, হ্রাস্-টক্স)।

---

# ষ্টম্যাক্ অর্থাৎ পাকস্থলী।

১। পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ—(১) * আর্স, * কল্চি, ক্রোটন-টি, * সিকেলী, (২) বিসমাথ, ক্যাম্ফ, ক্যামো, সিকুটা, জ্যাট্রো, স্যাবাডি, ট্যাবেকা

২। „ শূন্য ২ বোধ—পিট্রো, ফস, * সিপি, ষ্ট্যান্না, * সাল্ফা।

৩। „ পূর্ণ বোধ—(১) * লাইকো, (২) আর্নি, ব্যারি-কার্ব, স্যাইক্ল্যা, নক্স-ম।

৪। „ কামড়ান বেদনা—(১)*লিথিয়াম্-কার্ব, ন্যাট্রা-কার্ব, স্যাইলি।

৫। „ অত্যন্ত বেদনা—(১) * লাইকো; (২) ব্রোমি, আর্স, কক্কিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইলাটে, আইয়ড, জ্যাট্রো, ষ্ট্যাফি, জিঙ্কি।

৬। ” চাপ বোধ—(১) বিস্মাথ্, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্রোটন-টি, ইলাটে, হিপা, ন্যাট্রা-কার্ব্, পিক্রি-এসি, ভিরাট্।

৭। ,, হইতে মুখ পর্য্যন্ত ক্ষত বোধ—* ট্যারেক্সে, নক্স-ম।

৮। ” স্পর্শে বেদনাবোধ—(১, * লাইকো, (২) ইলাটে অক্জ্যালি-এসি।

৯। পাকস্থলীতে আক্ষেপ—*কুপ্রা, * ককিউ, জ্যাট্রো, ব্রোমি

৯,ক। পাকস্থলী স্ফীত—* লাইকো, ন্যাট্রা-কার্ব।

## উদর।

১০। উদরে জ্বালা—* আর্স্, এপিস, আর্জেণ্টা-নাই, ক্যাম্বা, কার্ব্-ভ, কল্চি, সিকে।

১১। ,, বেদনা—এলো, * চায়না * কলোসি, * কুপ্রা, * ডায়োস্কো, * ইপিকা, * প্লম্বি, ভিরা,ট্ জ্যালাপা, ক্রিযেজো, সিকেলী, ইস্কিউ, এলাম, আর্জেণ্টা-না, এসাফি, ব্রাই, ক্যাল্-ফস্, ক্যাম্ফ, ক্যাম্বা, সিকুটা, ককিউ, কফি, কল্চি, ক্রোটন-টি, ইউফরবি, কিউবেব্, গামিগা, আইরিস-ভ, কেলি-বাই, কেলি-ব্রো, কেলি-না, ল্যাকে, লরো, মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সাল্ফ, অক্জ্যালি-এসি, পডো, পাল্স, হ্রাস্, ষ্ট্যান্না, টেবিবি।

১২। ,, মোচড়ান বেদনা—** ডায়োস্কো।

১৩। ,, আক্ষেপযুক্ত বেদনা—* কুপ্রা, ল্যাকে, ওপাঙ্ক।

১৪। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—একোন, আর্ণি, * বেল, ক্যাম্বো, * চায়না, সিনা, * কলোসি, কোনা, কিউবেব, ডাল্কা, ইলাটে, আইয়ড্, * জ্যালাপা, লেপ্টা, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্লাম্বা, হ্রিয়াম্, * হ্রাস্, স্যাবাডি, সিলা, সাল্ফা।

১৫। পেট কামড়ান—এলো, এমোনি-মি, বেল, কেমো, কলোসি, কোনা, কর্ণাস-সার্সি, চায়না, সিনা, ক্যামো, সিকুটা, ডাল্কা,

* ইপিকা, * জ্যালাপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মেজি, নক্স-ভ, প্ল্যাণ্টে, পিট্রো, সেম্বু, হ্রাস, সাল্ফা, থুম্বি।

১৬। উদর স্ফীত—(১) * আর্স, * ক্যাল-কার্ব, * কার্ব-ভ, * চায়না, * গ্র্যাফা, * ন্যাট্রা-সা, * লাইকো, * নক্স-ম, * সাইলি, * নিকোলাম্, ** টেরিবিন্থ, শেষোক্তটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। (২) একোন, এলো, এপিস্, আর্ণি, এসাফি ইত্যাদি। উদরস্ফীততার বিস্তৃত চিকিৎসা দেখ।

১৭। উদরে কল্কল্ শব্দ—(১) * এলো, * জ্যাট্রো; (২) * এসারাম্, গাম্বিগা, জিঙ্ক।

১৮। উদরের মধ্যে গব্ গব্ বা গড়মড় শব্দে ডাকিতে থাকে—(১) * লাইকো, (২) ইস্কিউ, এলো, আর্ণি, এসারাম্ বোভি, ক্যাল্-ফস্, ককিউ, কলোসি, কর্ণাস্-সার্সি, সাইক্ল্যা, গাম্বিগা, আইরিস-ভ, জ্যাট্রো, ম্যাগ্নে-কা, ওলিয়েণ্ডা, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, প্ল্যাণ্টে, পাল্স, স্যাবাডি, সিকে, সাইলি, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

১৯। উদর স্পর্শে বেদনা বোধ—(১) ** এপিস, (২) * কলোসি, * ল্যাকে, (৩) একোন, এলো, বেল্, ক্যাম্বা, ক্রোটন-টি, কুপ্রা, নক্স-ভ, ভিরাট, গাম্বিগা, মার্ক-কর, ক্রিয়েজো, টেরিবি, থুম্বি।

২০। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে চাপ দিলে বেদনা বোধ—(১) আর্জেণ্টা-নাই, কষ্টি, ট্যাবেকা।

২১। দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা... (১) ব্যাপ্টি, বোলিটা, মার্ক্-ভা, ন্যাট্রা-সাল্ফা।

২২। হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে, কাশিতে, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতে, হাসিতে, ইহার উপর চাপ দিয়া শয়নে বা কেবল চাপ দিলে এবং চলিয়া বেড়াইবার সময় বেদনা— সোরিনাম্।

২৩। শীতল জল পান হেতু বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা—ন্যাট্রা-কার্ব।

২৪। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ— কর্ণাস্-সার্সি, ন্যাট্রা-সাল্ফ।

২৫। বাতকর্ম্ম হইতে থাকিলে— এমোনি-মি, বোভি, * কার্ব-ভ, * চায়না, কিউবেব, গ্র্যাটি, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * নিকোলাম্, নাইট্রি এসি নক্স-ভ, ওলিয়েণ্ডা, ফস্-এসি, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, জিঙ্কি।

২৬। ,, শীতল— কোনা।

২৭। ,, উষ্ণ— ককিউ, ষ্ট্যাফি।

২৮। ,, নির্গত হয় না— ** ব্যাফে।

২৯। ,, দুর্গন্ধময় ও তাক্তজনক— এলো, আর্নি, চায়না, ককিউ, কোনা, লিথি কার্ব, ন্যাট্রা-কার্ব, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * নিকোলাম্, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, পিট্রো, প্ল্যাণ্টে, সোরি, রুডো, সেঙ্গু, সার্সা, সিপি, সাইলি, সিলা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৩০। ,, পচাগন্ধযুক্ত— কার্ব-ভ ওলিয়েণ্ডা।

৩১। বাতকর্ম্মে অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর গন্ধ—*লাইকো,*ন্যাট্রা-সাল্ফ, সাইলি।

৩২। ,, রসুনের ন্যায় গন্ধ—* এগারিকাস্।

৩৩। যকৃৎ স্ফীত— * চায়না, নক্স-ম, লবেসি।

৩৪। যকৃৎ বেদনাযুক্ত... ডিজি, * ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৩৫। প্লীহাস্ফীত— * চায়না, আইয়ড্।

---

## গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্র।

৩৬। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা— ** আইরিস্-ভা।

৩৭। গুহ্যদ্বার ক্ষত ও পূর্ণ বোধ— ইস্কিউ।

৩৮। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তর এবং চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ— জিঙ্কি।

৩৯। গুহ্যদ্বারের মুখ উদ্ঘাটিত অর্থাৎ হাঁ (Open) করিয়া থাকে... ** ফস্ফরাস্।

৪০। গুহ্যদ্বারের ভিতর চুলকান— ইস্কিউ।

৪১। গুহ্যদ্বার হইতে মল চোয়াইতে থাকে— (১) ** ফস্, (২) * এপিস্, * সিপি, * থুস্থি, (৩) অক্জ্যালি-এসি।

৪২। গুহ্যদ্বারে আক্ষেপযুক্ত বেদনা— ফেরা।

৪৩। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত তরল মল চোয়াইতে থাকে— * ক্যাল্-কার্ব।

৪৪। সরলান্ত্রে যেন কিছু হাটিয়া বেড়ায় এরূপ বোধ··· ক্যাল্-কার্ব।

৪৫। „ কর্ত্তন এবং চিমৃটিকাটার ন্যায় বেদনা— এলো।

৪৬। „ অত্যন্ত শুষ্কাবস্থা— * ইস্কিউ

৪৭। „ পূর্ণ থাকা বোধ— * ইস্কিউ।

৪৮। „ উত্তপ্ত এবং চুলকাঁনি— * ইস্কিউ, এলো।

৪৯। „ খোঁচানি বেদনা— নিউফার্।

৫০। গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রের বহির্গতি হওয়া অর্থাৎ হালিশ বা হাড়িস্ বাহির হওয়া— ক্রোটন্-টি, ব্রাই, কল্‌চি, * ইগ্নে, ** মিউর্-এসি, * পডো, সিপি, সাল্ফ, এন্টি-ক্রু, ক্যাম্ফা, ডাল্কা, ফেরা, ফ্লুওর-এসি, মিজি, প্ল্যান্টা, সিকুটা, আইবিস্-ভ, * মার্ক-ভ।

৫১। হালিস বহির্গত হইয়া আর ভিতরে যায় না— মেজি।

৫২। সরলান্ত্রস্থ মিউকাস ঝিল্লী স্ফীত বোধ হয়— ইস্কিউ।

( পশ্চাৎ লিখিত উদর ও গুহ্যদ্বারের বিস্তারিত লক্ষণ দেখ। ) :—

## ১। উদর।

## ( ক ) মল ত্যাগের পূর্ব্বে।

৫৩। পেটে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা— আর্স।

৫৪। „ কলিক অর্থাৎ শূলের ন্যায় বেদনা— (১) ** কলোসি, ** ডায়োস্কো; (২) * বেল্, * ক্যাম্মো, * ভিরাট্; (৩)

এলো, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্টা-নাই, এস্কেল্‌পি, ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কল্‌চি, জেল্‌স, গ্র্যাফা, গাম্বিগা, ইপিকা, কেলি-নাই, লাইকো, মিউর্‌-এসি, নাইট্রি-এসি, অক্‌জ্যালি-এসি, ফস্‌, পডো, পাল্‌স, টেরিবিস্থ, জিঙ্ক, জিঞ্জিবার।

৫৫। „ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা— আর্স।

৫৬। „ কর্তনবৎ বেদনা—(১) ** কলোসি; (২) আইরিস্‌-ভা, * জ্যালাপা, * ম্যাগ্নে-কা, * সাল্‌ফা, * টার্টার-এমি; (৩) একোন্‌, ইস্কিউ, এগার্‌, নক্স-ম, নক্স-ভ, মার্ক-কর, সিকে।

৫৭। „ ফাঁপাবোধ ওপুট্‌পাট্‌শব্দকরা— * আর্নি, * লাইকো,

৫৮। „ কামড়ান··· বেল, সোবি।

৫৯। „ গরম বোধ— বেল।

৬০। পেটের বাম দিগে বেদনা— * থুজি।

৬১। „ খোঁচান বেদনা— (১) * গাম্বিগা, * কেলি-কার্ব, * ম্যাগ্নে-কা, * ভিবার্ট, (২) ইথু, এগার্‌, বেল, ক্যাল্‌কে-ফস্‌, ক্যাম্ফা, সিনা, মার্ক-ভা, পিট্রো, স্যাবাডি, জিঞ্জিবার।

৬২। পেটের ভিতর গড়মড় করিয়া ডাকা— (১) ইস্কিউ, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, * পাল্‌স; (২) এপিস্‌, এগার, এস্কেল্‌পি, চেলিডো, আইরিস্‌-ভা, ল্যাকে, লেপ্‌টা, মিউর্‌-এসি, ন্যাট্রা-মি, ফস্‌, স্যাবাডি, সিকে, সাল্‌ফা, টার্টার-এমি, থুজা।

৬৩। পেটে মোচড়ান বেদনা— কষ্টি, অগ্‌জ্যালি-এসি, ষ্ট্র্যামো।

## (খ) মল ত্যাগের সময়, উদর।

৬৪। পেটে শূলের ন্যায় বেদনা— (১) * কলোসি; (২) এগার, এলুমি, এসাফি, ব্যাপ্‌টি, ক্যাম্ফা, এস্কেল্‌পি, ক্যামো, ক্রোটন্‌-টি, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মিউর-এসি, ম্যাগ্নে-কা, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো, পিট্রো, হিয়াম্‌, হ্রাস্‌, ট্যাবেকা, টার্টার-এমি।

৬৫। „ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা— সাল্‌ফা।

৬৬। „ আক্ষেপযুক্ত বেদনা— আইরিস-ভা।

৬৭। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—(১) * এলোজ, * কলোসি ,; (২) একোন, এগার, ক্যাপ্‌সি, চেলিডো, গামিগা, আইওড্, আইরিস্-ভা জ্যালাপা, মার্ক-ক, মার্ক-ভ, সিকে, হ্রাস্।

৬৮। ,, টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—* প্লাম্বা, পডো।

৬৯। পেটের ভিতর দিয়া অগ্নি স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়—এস্কেল্‌পি

৭০। পেটে কামড়ান—(১) * থুম্বি; (২) এপিস্, প্ল্যান্টে, বোভি।

৭১। ,, খোঁচানবৎ বেদনা—এগার, * ভিরাট্, মার্ক-ভা, ক্যাম্বা।

৭২। ,, গড়্‌মড় করিয়া ডাকা—চেলিডো, কর্ণাস্।

৭৩। পেটের বামপার্শ্বে বেদনা—*থুম্বি।

## (গ) মল ত্যাগের পর, উদর।

৭৪। পেটে জ্বালা—বোলিটা, কেলি-বাই, স্যাবাডি।

৭৫। ,, শূলের ন্যায় বেদনা—এমোনি মি. এস্কেল্‌পি, ডায়োস্কো, পাল্‌স, হ্রিয়াম্।

৭৬। ,, কর্ত্তনবৎ বেদনা—(১) ** কলোসি; (২) * লেপ্‌টা; (৩) আর্স, কেলি-নাই, মার্ক-কর, মার্ক-ভা, পডো, হ্রিয়াম্, ষ্ট্যাফি।

৭৭। ,, শূন্য বোধ—* ভিরাট্, সাল্‌ফ-এসি।

৭৮। ,, খোঁচান বেদনা—কেলি-কার্ব, মার্ক-ভা।

৭৯। পেটের ভিতর দুর্ব্বল বোধ—(১) * ফস্; (২) ডায়োস্কো, লেপ্‌টা, পডো, সাল্‌ফা।

# ২। গুহ্যদ্বার।

## (ক) মল ত্যাগের পূর্ব্বে।

৮০। গুহ্যদ্বারে জ্বালা—ওলিয়েণ্ডা।

৮১। গুহ্যদ্বার সংকুচিত বোধ— প্লাম্বা।
৮২। হারিশ্ বা হালিশ্ বাহির হওয়া— পডো। (৮৮, ২৫ দেখ।)
৮৩। গুহ্যদ্বারে ভারবোধ— ক্যাক্‌টাস্।

## (খ) মলত্যাগের সময়, গুহ্যদ্বার।

৮৪। গুহ্যদ্বারে কামড়ান— লাইকো।

৮৫। গুহ্যদ্বারে জ্বালা অথবা গরম বোধ— (১) একোন, * এলো, ** আর্স; (২) * ক্যাম্বা, * ক্যাম্থো, (৩) কার্ব-ভ, ব্রাই, কষ্টি, ক্যাষ্টাস্, গামিগা, ** আইরিস্-ভা, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কার্ব, ওপি, পিক্রি এসি, জিঙ্ক্।

৮৬। „ চুলকান— সাল্‌ফা।

৮৭। „ বেদনা— (১) * অক্‌জ্যালি-এসি, * প্লাম্বা, ক্যাম্বা, মিউর-এসি।

৮৮। গুহ্যদ্বার বাহির অর্থাৎ হালিশ্ বাহির হওয়া— (১) ব্রাই, কল্‌চি, * ইগ্নে, মিউর-এসি, * পডো, সিপি, সাল্‌ফা। ইহার মধ্যে পডো ও ইগ্নে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (৮২, ২৫, ও ১১৬ পৃষ্ঠা ২৯ দেখ।)

৮৯। „ চিড়িক্ মারিয়া উঠা— * মিউর-এসি, এগার, চায়না, কেলি-কার্ব, পিক্রি-এসি।

## (গ) মলত্যাগের পর, গুহ্যদ্বার।

৯০। গুহ্যদ্বারে কামড়ান বোধ— * ক্যাম্বা।

৯১। „ জ্বালা— (১) **আর্স, **আইরিস্-ভা, (২) * এলো, * ক্যাম্বা, * ক্যাম্থো, * গামিগা, * কেলি-কার্ব, * মার্ক-ভা, * থুজি, (৩) বোভি, ক্যাপ্‌সি, কার্ব ভ, সিকুটা, কলোসি, হেলে, কেলি-কার্ব, নেট্রোসি, লিলিয়াম্-টি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, পিক্রি-এসি, সাইলি, সাল্‌ফা, টার্টার-এমি, টেরিবিন্থ।

৯২। গুহ্যদ্বার সংকুচিত— *ইগ্নে, ¹ ল্যাকে।

৯৩। „ চুলকান—(১) * মার্ক-ভা, (২) কার্ব-ভ, ষ্ট্যাফি গ্রলো।

৯৪। „ খোঁচানবৎ বেদনা—আইরিস্-ভার্স।

৯৫। „ নির্গত বা হারিশ্ বাহির হওয়া—(১) * পডো, * থুজি, (২) আর্স, এসাবাম্, সিপি, সাল্ফা। (৮২, ৮৮ দেখ।)

৯৬। „ চিড়িক্ মারা বেদনা—(১) * ক্যাম্বা, * গামিগা, (২) এগাব্, হেলে, নক্স-ম, পাল্স, সাল্ফা।

৯৭। পেটে টিপি দিলে বেদনা বোধ—(১) **মিউর-এসি, (২) * গামিগা, * মার্ক-ভা, (৩) এলুমি, এন্টি-ক্রুড্, এপিস্, ক্যামো, নক্স-ম, নাইট্রি-এসি, পডো, সাল্ফা

৯৮। গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা—(১) * ক্যাম্বা, (২) কেলি-নাইট্রা।

৯৯। „ ভারবোধ—* এলোজ।

(নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখ)

## অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

## (ক) মল ত্যাগের পূর্ব্বাবস্থায়।

(পূর্ব্বোক্ত উদর ও গুহ্যদ্বার দেখ)।

১। পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপ্টি, সিকুটা, * নক্স-ভ, পাল্স।

২। তলপেটের দুই পার্শ্বে বেদনা—ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৩। উপরোক্ত স্থানে টিপিলে বেদনা—* থুজি, ক্যান্থা।

৪। শিরঃপীড়া—অক্জ্যালি-এসি।

৫। অন্ত্র সমূহে জ্বালা—এলোজ।

৬। অন্ত্র সমূহের ভিতর তরল পদার্থ যেন গল্‌গল্ শব্দে চলিয়া বেড়াইতেছে—* পডো।

৭। অন্ত্র সমূহের ভিতর খোঁচান বেদনা—* এলোজ।

৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা— (১) * এলো, * এস্কোনি-মি (২) ক্যাপ্‌সি, ফ্লুওর-এসি, নক্স-ভ, অক্‌জ্যালি-এসি।

৯। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে যেন একটি সিপি আটকান রহিয়াছে এরূপ বোধ— ** এলোজ।

১০। রেকটাম্ অর্থাৎ সরলান্ত্র বোধ হয় যেন তরল পদার্থ পূর্ণ রহিয়াছে— ** এলো।

১১। হটাৎ পেটে তীর বিদ্ধের ন্যায় বেদনা— এপিস্।

১২। টিনেস্‌মাস্ অর্থাৎ কোঁথপাড়া থাকিলে—* মার্ক-কর, মার্ক-ভ, বোলিটাস্।

১৩। বাহ্যির বেগ— (১) * এলো, ** সিষ্টাস্, * কলোসি, ,* গামিগা, * কেলি বাই, * মার্ক-কর, * মার্ক-ভ, * নক্স-ভ, * ট্রিয়াম্, * সাল্‌ফা। (২) আর্ণি, ক্যান্থা, কল্‌চি, ল্যাকে, ফস, হ্রাস্, স্যাবাডি।

১৪। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ— * নক্স-ভ।

১৫। হটাৎ বাহ্যির বেগ— (১) ** সাল্‌ফা, (২) * সিষ্টাস্, * লিলিযাম্-টি, (৩) সিকুটা, পিট্রো, ফস্, পডো।

১৬। বাহ্যির বেগ হইলে আর সম্বরণ করিতে পারেনা— * এলো, সাল্‌ফা, সিকুটা, * সিষ্টা।

১৭। প্রস্রাব করিতে বাহ্যির বেগ— ট্রিযাম্।

১৮। বাহ্যির পূর্ব্বে অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া— (১) * এলো, আর্জেণ্ট-নাইট্রা, (২) এসাফি, জেল্‌স।

১৯। শীত বোধ— (১) * মার্ক ভ, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, ডিজি, মেজি, ফস।

২০। উষ্ণতা মিশ্রিত শীতবোধ— * মার্ক-ভ।

২১। ঘর্ম্ম— (১) * থুম্বি, (২) একোন, বেল্, ডাল্‌কা, মার্ক-ভ,

২২। প্রস্রাবের উদ্বেগ— ট্রিযাম্।

২৩। বমন— আর্স, ইপিকা।

## ( খ ) মল ত্যাগকালীন আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

২৪। পৃষ্ঠে বেদনা— ** ইস্কিউ, এমোনি-মি, * নক্স-ভ, পাল্স।

২৫। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাবের বেগ—(১) ** মার্ক-কর্, (২) * ক্যান্থা, * লিলিয়াম্-টি, ষ্ট্যাফি।

২৬। অন্ত্র সমূহে থেঁতলে যাওয়ারন্যায় বেদনা—*এপিস্।

২৭। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা— ফ্লুওর্-এসি, কেলি-বাই

২৮। সরলান্ত্রে জ্বালা—(১) * আর্স, (২) এলো, এলাম্, এমোনি-মি, বোবাক্স, ক্যাপ্সি, ডায়োস্কো, কোনা, গ্র্যাফা, সাল্ফ-এসি।

২৯। রেক্টাম্ অর্থাৎ সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে—(১) * ইগ্নে, (২) এন্টি-ক্রুড্, ক্যান্থা, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা, ফেবা, ফ্লুওর্-এসি, মেজি। (৯৩, ও ১১৩ পৃষ্ঠা ৮৮ দেখ।)

৩০। সেক্রামে জ্বালা— ক্যাপ্সি,।

৩১। „ বেদনা—(১) * ইস্কিউ, (২) পডো।

৩২। কোঁথপাড়া থাকিলে— ** মার্ক-কর্, ** মার্ক-ভ, (২) * এলো, * আর্স, * বেল্, * কল্চি, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * নক্স-ভ, * হ্রাস্, *ট্যাবেকা, *থুজি, (৩) একোন, ইস্কিউ, এলুমি, এমোনি-মি, আর্জেণ্ট-নাই, ব্যাপ্টি, এস্কেল্পি, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, ডায়োস্কো, গ্র্যাফা, হেলে, হাইড্রোফো, কেলি-নাই, ল্যাকে, লরোসি, লিলি-টি, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-সাল্ফ, ওপি, পিট্রো, পডো, প্লাম্বা, সাল্ফা, টার্টার্-এমি, জিঙ্ক্।

৩৩। মূত্রস্থলীতে কোঁথ্পাড়া থাকিলে—লিলিয়াম্-টি, *ষ্ট্যাফি।

৩৪। বেদনা উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে— ** হ্রাস্।

৩৫। ইউরিথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা থাকিলে—কলোসি।

৩৬। বাহ্যির বেগ—(১) * ক্যান্থা, * গাম্বিগা, * কেলি-বাই * মার্ক-কর্, * মার্ক-ভ, (২) এলো, এপিস্, আর্জেণ্ট্-নাই, ব্র্যাণি,

বেঞ্জো-এসি, সাইক্ল্যা, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, অক্জ্যালি-এসি, হ্যাম্, থুজি।

৩৭। প্রস্রাবের বেগ— * এলুমি, এলো, সিকুটা।

৩৮। অসাড়ে মূত্রত্যাগ— * এলুমি, কেলি-ব্রোমি।

৩৯। বমন— (১) ** ইপিকা, (২) * ভিরাট্। (৩) আর্স, ব্রাই, ডাল্কা, মার্ক-ভা।

৪০। শীতে কম্প— পাল্স, ভিরাট্।

৪১। শীতবোধ— (১) আর্স, * মার্ক-ভ, (২) কল্চি, কোপেবা ইপিকা, লাইকো, হ্রিযাম্, সিকে, সাল্ফা, থুজি।

৪২। শীত উত্তাপসহ— মার্ক-ভ।

৪৩। নিদ্রাবেশ— ব্রাই।

৪৪। উদ্গার— ক্যামো, ডাল্কা, মার্ক-ভা, ষ্ট্যান্না।

৪৫। অবসন্নতা— সিকে, * ভিরাট্।

৪৬। বাতকর্ম্ম… ** আর্জেন্ট্-নাইট্রা, * এগার্, * এলো, * গামিগা, * ন্যাটা-সাল্ফ্, একোন্, এসাফি, লবোসি, পডো, সার্সা-প্যারি, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

৪৭। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম·· (১) * ক্যাল্কে-ফস্, * ফস্-এসি; (২) ইস্কিউ, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টোরি, ডায়োস্কো, আইরিস্-ভা।

৪৮। অত্যন্ত শব্দশালী বাতকর্ম্ম— * আর্জেণ্ট্-নাই, থুজা।

৪৯। মস্তক উষ্ণ— অক্জ্যালি-এসিড।

৫০। মস্তকের সম্মুখ ভাগে শীতল ঘর্ম্ম— * ভিরাট্।

৫১। ঐ স্থানে উষ্ণ ঘর্ম্ম— * মার্ক-ভা।

৫২। ন্যক্কার বা বমনেচ্ছা— (১) * ইপিকা, * ভিরাট্; (২) এগার্, আর্জেণ্ট্-নাই, আর্স, বেল, ক্যামো, চেলিডো, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাটি, হেলে, মার্ক-ভা, নাইট্রি-এসি, ওপাণ্ট, সাইলি, সাল্ফা, টার্টার্-এমি।

৫৩। ঘর্ম্ম— (১) একোন, বেল, ক্যামো, ক্রোটন্-টি, ডাল্কা মার্ক-ভা, ষ্ট্র্যামো, থুজি।

৫৪। ঘর্ম্ম, শীতল— * ভিরাট্, মার্ক-ভা, সাল্ফা।

৫৫। শাখা সমস্তে শীতল ঘর্ম্ম — * গ্যামিগা।

৫৬। উষ্ণ ঘর্ম্ম — সাল্‌ফা।

৫৭। চীৎকার করা — * মার্ক-ভা, কল্‌চি, স্ক্রিয়াম্।

৫৮। কামেচ্ছা উদ্দীপ্ত — ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা সাল্‌ফ।

৫৯। পাকস্থলীতে জ্বালা — হিপোমেনি।

৬০। স্বাদ ন্যক্কারজনক — ক্রোটন্ টি।

৬১। দুর্ব্বলতা — ইস্কিউ, প্ল্যাণ্টে।

## ( গ ) মল ত্যাগের পর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

৬২। আনন্দপূর্ণ — বোবাক্স, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ।

৬৩। শীত বোধ — * ক্যাম্ফা, গ্র্যাটি, মেজি।

৬৪। নিদ্রালুতা — ইথু, ব্রাই, কল্‌চি, * নক্স-ম। ( ১ ) কল্‌চি, সিকে, সিপি, টেরিবি, ভিরাট্; ( ২ ) ইথু, এলো, আর্স, চায়না বিস্‌মাথ্, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলিয়াম-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো।

৬৫। মূর্চ্ছা — (১) * এলো, *কোনা, * সার্সা; (২) ফস্, ভিরাট্, (৩) ক্রোটন্-টি, লেপ্‌টা, মার্ক-ভা, টেরিবিন্থ।

৬৬। অবসন্ন অবস্থা — * কল্‌চি, ইথু, এলো, আর্স, বিস্‌মাথ্, চায়না, কলোসি, ক্রোটন্-টি, গ্র্যাফা, লিলি-টি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পিক্রি-এসি, পডো, * সিকে, * সিপি, * টেরিবি, * ভিরাট্।

৬৭। অর্শ হইতে রক্তস্রাব — * এলো, * ব্রোমিন্।

৬৮। ঐ কাল রক্তস্রাব — ল্যাকে, * মিউর্-এসি।

৬৯। অত্যন্ত ক্ষুধা — * পিট্রো, লেপ্‌টা।

৭০। খিট্‌খিটে স্বভাব — নাইট্রি-এসি।

৭১। জানুতে দুর্ব্বলতা বোধ — থুজি।

৭২। ন্যক্কার — ( ১ ) * কষ্টি; ( ২ ) একোন্, ক্রোটন্-টি, কেলি-বাই, মিউর্‌-এসি, জিঙ্কি।

৭৩। ন্যক্কার ও তৎসঙ্গে শুষ্ক উকি — কেলি-বাই।

৭৪। হৃৎকম্পন— আর্স, কোনা।

৭৫। ঘর্ম্ম— একোন্, আর্স।

৭৬। " কপালে— ক্রোটন্-টি

৭৭। " শীতল— এলো।

৭৮। " " মুখ মণ্ডলে— সাল্‌ফা।

৮৯। " " পদে— সালফা।

৮০। " " কপালে— ** ভিরাট, মার্ক-ভ।

৮১। " উষ্ণ— * মার্ক ভ।

৮২। পেটের বেদনা, কোঁথ্‌পাড়া এবং বাহির বেগ উপশম বোধ হয়— (১) * কলোসি, * নক্স-ভ, ** গামিগা, * হ্রাস্, (২) একোন্, ইস্কিউ, এলো, এলুমি, আর্স, এসাফি, ক্যাল্‌কে ফস, ক্যাম্ফা, ক্যামো, কল্‌চি, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, টার্টার্-এমি। এই অধিকারে গামিগাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮৩। শীতার্ত্তের ন্যায় শরীর কম্পন— * ক্যাম্ফা।

৮৪। " " জলপানের পর— ক্যাপ্‌সি।

৮৫। কোঁথপাড়া ক্ষান্ত হওয়া মাত্র নিদ্রা—**সাল্‌ফা, কল্‌চি।

৮৫। মল ত্যাগের পরই বোধ হয় যে, আরও অধিক মল নির্গত হইবে— নক্স-ভ।

৮৭। যকৃৎ স্থানে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ— বোলিটাস্।

৮৮। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা— * লেপ্‌টা, এলো।

৮৯। ঐ চাপ দিলে বেদনা— ক্রোটন্-টি।

৯০। সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ— * আর্স, * টেরিবিন্থ, এমোনি-মিস্কাবাডি।

৯১। ঐ গরম বোধ— এপিস্।

৯২। ঐ অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ বহুক্ষণস্থায়ী বেদনা—*নাইট্রি-এসি।

৯৩। সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়া— (১) * মার্ক-ভা; (২) এন্টি-ক্রুড্, সিকুটা, ক্রোটন্-টি, ইগ্নে, আইরিস্-ভা। (২০ দেখ।)

৯৪। পাকস্থলীতে জ্বালা ও যন্ত্রণা বোধ— বোলিটাস্।

৯৫। পাকস্থলীতে চাপবোধ— ক্রোটন্-টি।

৯৬। কোঁথপাড়া—(১) ** মার্ক-কর্, ** মার্ক-ভ, (২) * বেল্, * ক্যাপ্সি, * ক্যাম্বা, * কল্চি, * ইগ্নে, * কেলি-বাই, * ম্যাগ্নে-কা, * ষ্ট্রিয়াম্, * সাল্ফা, * থুজি; (৩) এমোনি-মি, ব্যাপ্টি, বোলিটা, বোভি, ইপিকা, ল্যাকে, ফস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, টার্টার্-এমি।

৯৭। তৃষ্ণা— * ক্যাপ্সি, ডাল্কা।

৯৮। বাহ্যির অতৃপ্তিকর বেগ—(১) * ইথু, * মার্ক-কব্, মার্ক-ভ, নক্স-ভ; (২) ব্যারি-কার্ব, সিকুটা, ক্রোটন-টি, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, পিট্রো, ষ্ট্রিয়াম্।

৯৯। মুখ দিয়া জল উঠা— * কষ্টি।

১০০। দুর্ব্বলতা ও নিতান্ত অবসন্ন অবস্থা—(১) * ভিরাট্, * থুজি; (২) আর্স, বোভি, ক্যাল্-কার্ব, * কোনা, কার্ব-ভ, ইপিকা, মেজি, স্ট্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, থুজা।

---

যে যে অবস্থায় পেটের অসুখ ও তৎসঙ্গীয় উপসর্গের
বৃদ্ধি ও উপশম হয়।

## (ক) বৃদ্ধি।

১। অম্লবস্তু আহারে—(১) * এণ্টি-ক্রুড্, * ফস্-এসি, * সাল্ফ; (২) এলো, এপিস্, আর্স, ব্রোমি, কল্চি, ল্যাকে।

২। তরুণ রোগাক্রমণের পর— * কার্ব-ভ, * চায়না, * সোরি।

৩। বেলা দ্বিপ্রহরের পর—(১) * চায়না; (২) এলো, বেল্, বোরাক্স, ক্যাল্-কার্ব, ডাল্কা, লরোসি, লেপ্টা, টেরিবিস্থ, জিঙ্ক।

৪। „ ৪ টা হইতে ৬ টা— কার্ব-ভ।

৫। „ „ „ „ ৮ টা—(১) হেলে, * লাইকো

৬। „ ৫ টা „ ৬ টা— ডিজি।

৭। বৃদ্ধ বয়সে—(১) ওপি; (২) এণ্টি-ক্রুড্।

৮। বায়ু প্রবাহের মধ্যে থাকিলে—(১) ** ক্যাপ্সি, (২) কোকাস, (৩) নক্স-ভ।

৯। একদিন পর একদিন বৃদ্ধি— এলুমি, চায়না, ফ্লুওর-এসি, নাইট্রি-এসি।

১০। ক্রোধের পর— একোন, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, কলোসি।

১১। শরৎকালে—(১) * কলচি, (২) ব্যাপটি, ইপিকা।

১২। স্নানের পর—ক্যাল-কার্ব, সার্সা।

১৩। শীতল জলে স্নানের পর— এন্টি-ক্রুড।

১৪। প্রাতঃকালে আহারের পর— * থুজা, আর্জেন্ট-নাই, বোরাক্স।

১৫। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর— আর্স।

১৬। বাঁধা কপি আহারের পর— ব্রাই, পিট্রো।

১৭। সর্দ্দি লাগার পর— * সেঙ্গু।

১৮। মনস্তাপের পর—(১) এলো, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি।

১৯। সূতিকা গৃহে—(১) ফস্, * সোরি, * সিকে, * ষ্ট্র্যামো, (২) ক্যামো, ত্রিয়াম্, থুজা।

২০। শৈশবাবস্থায়— * ক্যাল্‌কে-ফস্, * ক্যামো, ইপিকা, নক্স-ম, ত্রিয়াম্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি।

২১। স্থূলকায় শিশু— ** ক্যাল্-কার্ব।

২২। শিশুদের ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া না লাগিলে—(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল্‌কে-ফস, * সাইলি, * সাল্‌ফা; (২) * এপিস্, * মার্ক-ভ; (৩) ইপিকা।

২৩। মহামারী ও ওলাউঠার সময়— কুপ্রা, ক্যাম্ফ।

২৪। ওলাউঠার আক্রমণের পর— সিকে।

২৫। কাফি আহারের পর— ক্যান্থা, * সাইক্ল্যা, * সিষ্টা, ফ্লুওর-এসি, ইগ্নে, অক্‌জ্যালি-এসি, থুজা।

২৬। শীতল পানীয় সেবনে— * আর্স, * পাল্‌স, এন্টি-ক্রুড, [illegible] নক্স ম, হ্রাস্, সাল্‌ফ-এসি।

২৭। শীত বা ঠাণ্ডালাগা হেতু— * একোন্, এলো, আর্স, [illegible]-কা, * বেল, * ব্রাই, ক্যাম্ফ, * কষ্টি, * ক্যামো, চায়না, [illegible]

*ক্যাল্কা, ইলাটে, গ্র্যাফা, ইপিকা, ন্যাট্রা-কার্ব, নক্স-ম, নক্স-ভ, ক্যাল্কা, জিঙ্ক্।

২৮। খাদ্য দ্রব্য আহারের পর— এন্টি-ক্রুড্, লরোসি, লাইকো, পাল্‌স।

২৯। কোষ্ঠবদ্ধের পর— এলুমি।

৩০। আর্দ্রগৃহে বাস জন্য— * ন্যাট্রাম-সাল্‌ফ, টেরিবিন্থ।

৩১। দিবাভাগে বৃদ্ধি— (১) * পিট্রো; (২) এমোনি-মি, ব্যাপ্‌টি, ক্যাম্ফা, সিনা, ককিউ, গামি-গা, হিপা, কেলি নাই, ম্যাগে-কা, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সিলা।

৩২। শিশুদের দন্তোদ্গম সময়ে—(১) *ক্যাল্‌-কার্ব, * ক্যাল-ফস্, ক্রিয়াম্, পডো, * ক্যামো, * কলোসি, সাল্‌ফ-এসি, * ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কার্ব, * মার্ক-ভ, জিঙ্ক্, নক্স-ম, * সোরি, * সিপি, * সাইলি, ম্যাগ্নে-কা, * সাল্‌ফা, ইথু, এপিস, আর্জেন্ট-না, আর্স, বেঞ্জো-এসি, বোরা, চায়না, হেলে, জেল্‌স, ইগ্নে, ইপিকা।

৩৩। মধ্যাহ্ন আহারের পর— এলুমি, এমোনি-মি, নক্স-ভ, নাইট্রি-এসি।

৩৪। পানীয় সেবনের পর— (১) ** আর্জেন্ট-নাই; (২) *আর্স, * ক্রোটন্-টি, * থুজি; (৩) ক্যাপ্‌সি, কলোসি, সিকে।

৩৫। ভোজনের পর— (১) ** ক্রোটন্-টি, (২) * আর্স, * লাইকো, * থুজি; (৩) এলো, এপিস্, কলোসি, নক্স-ম, ফস্-এসি, পডো, ব্রিয়াম্।

৩৬। ইরাপ্‌শান অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া যাওয়ার পর— (১) ** সাল্‌ফা; (২) * লাইকো; হিপা, মেজি।

৩৭। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি— (১) * বোভি; (২) এলো, ক্যাম্ফা, কষ্টি, কল্‌চি, ল্যাকে, জেল্‌স, মিউর্-এসি, পিক্রি-এসি, টেরিবিন্থ।

৩৮। বসন্তাদি রোগ বসিয়া যাওয়ার পর— * ব্রাই, পাল্‌স, চায়না।

৩৯। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার সময় বৃদ্ধি— আর্স, চায়না, সিনা, টার্টার-এমি।

৪০। টাইফয়েড্ জ্বরের সময় বৃদ্ধি—(১) * আর্স, * ব্যাপ্টি, * হাইয়স্, * ল্যাকে, * মিউর্-এসি, * নিউফার্, * ওপি, * স্ট্রাম্, * ষ্ট্যামো; (২) এলুমি, বেল্, ব্রাই, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, টেরিবিন্থ, ভিরাট্।

৪১। হেক্‌টিক বা পূয়োজ্বরে—এসারাম্।

৪২। ভয়প্রাপ্ত হওয়ার পর—(১) ** জেল্‌স, (২) * ওপি; (৩) ইগ্নে।

৪৩। ফলাদি আহারের পর—(১) * চায়না, * সিষ্টা, * কলোসি, * পাল্‌স; (২) আর্স, ক্যাল্ ফস্, একোন্ ক্রোটন্-টি, ল্যাকে, বোরা, ম্যাগ্নে-কা, থুজি, মিউর্-এসি, হ্রডো।

৪৪। ফল ও দুগ্ধ একত্র পানের পর—পডো।

৪৫। আহারী দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের পর—* নক্স-ভ।

৪৬। পচা দ্রব্য আহারের পর—আর্স, কার্ব-ভ।

৪৭। শোকার্ত্ত হওয়ার পর—* কলোসি, * জেল্‌স্, * ইগ্নে, * ফস্-এসি।

৪৮। সূর্য্য বা অগ্ন্যুত্তাপে—কার্ব-ভ।

৪৯। বরফের কুল্‌পি খাওয়ার পর—(১) * আর্স, * কার্ব-ভ, * পাল্‌স, ডাল্‌কা।

৫০। হঠাৎ আনন্দের পর—* কফি, ওপি।

৫১। মাংস আহারের পর—* পাল্‌স, * কষ্টি, ফেরা, সিপি, লেপ্টা, ক্যাল্-কা।

৫২। রজস্বল হওয়ার পর—গ্র্যাফা।

৫৩। ঐ পূর্ব্বে—* বোভি, সাইলি, ভিরাট্।

৫৪। ঐ উপস্থিত সময়ে—(১) * বোভি; (২) এমোনি-মি, ভিরাট্।

৫৫। পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পর—(১) * হিপা। (২) নাইট্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্যাফি।

৫৬। দুগ্ধ পানের পর—(১) * ক্যাল্-কার্ব, * ম্যাগ্নে-কার্ব, *

* লিকো, * স্যাল্ফা; (২) ইথু, আর্স, ব্রাই, কোনা, কেলি, লাইকো, নক্স-ম, * সিপি।

৫৭। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি— (১) * বোভি, * ব্রাই, * কেলি-বাই, * লাইকো, * ন্যাট্রা-সাল্ফ, * ফস্, * পডো, * রুমেক্স, * সাল্ফা; (২) এলুমি, ইথু, এগার্, কেলি-কা, সোরি, এন্টি-ক্রুড্, আর্জেন্ট-না, এপিস্, আইয়ড্, ক্যাক্টা, আইরিস্-ভা, লিলিয়াম-টি, মিউর্-এসি, কোপেবা, সিষ্টাস্, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, কেলি-না, ডায়োস্কো, নক্স-ভ, থ্বি, থুজা, অক্জ্যালি-এসি, ফস্-এসি, জিঙ্ক্।

৫৮। গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি— * এলো, বোরা, চায়না, সিফু, নিউফার্, * সোরি, * রুমেক্স, ** সাল্ফা।

৫৯। গাত্রোত্থানের পর বৃদ্ধি— ইথু, এগার্, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সোরি।

৬০। গাত্রোত্থানের পর কিছুকাল চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি— ** ব্রাই, লেপ্টা, ** ন্যাট্রা-সাল্ফ।

৬১। চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি— এলো, এপিস্, * বোরা, আর্নি, বেল্, ** ব্রাই, * কল্চি, কলোসি, ক্রোটন্-টি, ইপিকা, মার্ক-কর্, ন্যাট্রা-মি, অক্জ্যালি-এসি, হ্রিয়াম্, ট্যাবেকা, ভিরাট্।

৬২। অশুভ সংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধি— জেল্স।

৬৩। রাত্রিতে বৃদ্ধি— (১) * আর্স, * চায়না, * নক্স-ম, * পডো, * সোরি, * পাল্স, * সাল্ফা; (২) একোন্, ইপিকা, এলো, এন্টি-ক্রুড্, আর্জেন্ট-না, বোভি, ব্রাই, ক্যাস্থা, ক্যামো, চেলিডো, কল্চি, হাইয়স্, ইগ্নে, ক্যাপ্সি, গ্রাফা, আইরিস্-ভা, জ্যালাপা, কেলি-কা, ডাল্কা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-ভ, ট্যাবেকা, থুজা, ভিরাট্।

৬৪। দুই প্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি— আর্জেন্ট-না, আর্স, সিকুটা, আইরিস্-ভ, কেলি-কা, লাইকো, * সাল্ফা।

৬৫। রাত্রি জাগরণ হেতু বৃদ্ধি— নক্স-ভ।

৬৬। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বৃদ্ধি (ঠিক নির্দ্দিষ্ট একই ঘণ্টায়)— স্যাবাডি, থুজা।

৬৭। প্রত্যেকবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা করিয়া গৌণেবৃদ্ধি স্যুরার্-এসি।

৬৮। বৎসরের ঠিক একই সময়ে— কেলি-বাই।

৬৯। প্রতি চতুর্থ দিবসে— স্যাবাডি।

৭০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে— একোন্।

৭১। নিউমোনিয়া পীড়ার সময়— টার্টার্-এ।

৭২। গোল আলু আহারের পর— এলুমি, সিপি।

৭৩। গর্ভাবস্থায়— এণ্টি-ক্রুড্, লাইকো, পিট্রো, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

৭৪। কুইনাইনের অপব্যবহারের পর বৃদ্ধি— ফেরা, হিপা।

৭৫। বাতের পীড়ার সময়— ছিয়াম্।

৭৬। স্ক্রুফিউলা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির — (১) * ক্যাল্-কার্ব, * ক্যাল-ফস, (২) এসাফি, ব্যারি-কার্ব, কষ্টি, সিষ্টা, মার্ক-ভ, মেজ্, সাইলি, সাল্ফা।

৭৭। নিদ্রার পর—(১) ** ল্যাকে; (২) বেল্, ব্রাই, পিক্রিক-এসি, জিঙ্ক্।

৭৮। নিদ্রার সময়— * সাল্ফার।

৭৯। ডিম্ব, মৎস্য এবং মাংস ইত্যাদির গন্ধে — ** কল্চি।

৮০। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু— (১) ** নক্স-ভ; (২) আর্স, টার্টার্-এমি, * জিঙ্ক্।

৮১। বসন্ত কালে— * ল্যাকে, সার্সা।

৮২। গ্রীষ্মকালে— (১) * ব্রাই, * পডো; (২) একোন, এলো, এণ্টি-ক্রুড, আইরিস-ভা, ম্যাগ্নে-কা, ভিরাট্, (৩) ইথু, কেলি-বাই।

৮৩। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে— * ক্যাম্ফ, এগার্।

৮৪। মিষ্ট দ্রব্য খাইলে— (১) * আর্জেণ্ট্-নাই; (২) *মার্ক-ভা, (৩) ক্যাল্-কার্ব, ক্রোটন-টি, থুজা।

৮৫। তাম্রকুট বা তামাক পানে— ক্যামো, ইগ্নে, পাল্স।

৮৬। গোল আলু খাইলে— * এলাম্।

৮৭। ভ্যাক্সিনেশান বা গো-বীজ টিকা দেওয়ার পর— সাইলি, * থুজা।

৮৮। গরম খাদ্য আহারের পর— * ফস্।

৮৯। গরম গৃহে বাস হেতু— (১) ** পাল্‌স; (২) * আইয়ড্; (৩) এপিস্।

৯০। স্তন্য পান পরিত্যাগের পর— আর্জেন্ট্-নাই।

---

## (খ) উপশম।

১। খোলা বাতাসে উপশম বোধ—*পাল্‌স, আইযড, ডায়োস্কো।

২। শরীর গুটাইয়া থাকিলে— (১) * কলোসি, (২) এলো, বেল্, ব্রাই, ক্যাণ্ট্রা, চায়না, আইরিস্-ভা, পিট্রো, পডো, রিয়াম্, হ্রাস্, সাল্‌ফা।

৩। কাফি খাইলে— * কলোসি, ফস।

৪। ঠাণ্ডা প্রয়োগে— * পাল্‌স, সাইক্লা, লাইকো।

৫। শীতল স্থানে থাকিলে— ** পাল্‌স।

৬। শীতল পানীয় সেবনে— ** ফস্।

৭। উষ্ণ ঐ সেবনে—চেলিডো।

৮। খাওয়ার পর— (১) * ব্রোমি, * চেলিডো, * হিপা, * লিথি-কার্ব, * লাইকো * পিট্রো, * থুজা; (২) আর্জেন্ট-নাই গ্র্যাফি, অ্যাবোরাণ্ডা, আইয়ড্, প্ল্যাণ্টেগো, সেঙ্গু।

৯। উদ্গারের পর— (১) *আর্জেণ্ট-নাই, (২) গ্র্যাফি, হিপা, লাইকো।

১০। বাহ্য কর্ম্ম হইলে— (১) এলো, আর্ণি, ক্যাল্‌কে-ফস্, গ্র্যাফি, হিপা, কেলি-নাই,

১১। ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে উপশম— ** ফস্।

১২। শয়ন করিয়া থাকিলে— (১) মার্ক-ভা, স্যাবাডি।

১৩। পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিলে— * কলোসি, (২) হ্রাস্।

১৪। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে— ফস্।

১৫। গরম দুগ্ধ পানে—(১) ক্রোটন-টি।

১৬। চাপ দিলে—এসাফি, ক্যাষ্টা, * কলোসি, গামিগা,।

১৭। বিশ্রামের সময়ে—* ব্রাই, ইপিকা।

১৮। নিদ্রার পর—এলুমি, ক্রোটন-টি, * ফস্।

১৯। বমনের পর—এসারাম্,।

২০। উষ্ণ প্রয়োগের পর—(১) *নক্স-ম, (২) এলুমি, ক্যাষ্টা, পডো, রাস্।

২১। শীতল জল পানে—(১) ** ফস্, (২) কুপ্রা।

২২। মদ্যপানে—চেলিডো, ভায়োস্কো।

২৩। গরম বস্ত্রাবৃত থাকিলে—* সাইলি।

---

## সাধারণ ( General. ) আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

অর্থাৎ মল জনিত ও অন্যান্য পীড়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক কয়েকটী উপসর্গ ও লক্ষণ।

১। গাত্রে কাপড় রাখিতে চায়না—** ক্যাম্ফ, ** সিকে।

২। সমস্ত শরীর দলিত হওয়ার ন্যায় বেদনা—(১) এমোনি-মি, * আর্ণি, * ব্যাপ্‌টি, গামি-গা, হিপা, মার্ক, ষ্ট্যাফি।

৩। কোল্যাপ্‌স বা অবসন্নাবস্থা—(১) * আর্স, * ক্যাম্ফ, * ভিরেট্রা, * কাম্বা, * কার্ব ভ, * সিকে, * লরোসি, * ট্যাবেকা।

৪। টাঁস ধরা—** কুপ্রা, (২) * জ্যাট্রো, * পডো, * সিকে, * সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা; (৩) ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউফর, আই-রিস-ভা, ফস্-এসি।

৫। অত্যন্ত বেদনা দায়ক দন্তোদ্গম—* ক্রিয়েজো।

৬। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা—(এমনি কি রোগী একবারে শয্যা-শায়ী হইয়া পড়ে)—*আর্স ব্যাপ্‌টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ্, বোভি, * ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোনা, কর্‌াস-সার্সি, কুপ্রা, সাইক্ল্যা, ডাল্‌কা, ইলাটে, আইরিস-ভ, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, মার্ক-

কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নিউফার, পিক্রি-এসি, * সিকে, * সিপি, ম্যাল্‌কা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাক্সে, টার্টা-এমি, টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট্‌।

৭। মূর্চ্ছা ও দুর্ব্বলতা— * আর্স, ক্যাম্ফ, ককিউ, লরো, ইউ-ফরবি, * নক্স-ম, মার্ক-কর, লেপ্‌টা, ওপি, * ট্যাবেকা, *ভিরাট্‌, জিঙ্ক্‌।

৮। দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যায়— ** একোন, ** ব্রাই, ওপি, থুজি।

৯। বহু বিরেচন সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না—**ফস্‌-এসি

১০। শরীর অবসন্ন অথচ উষ্ণ— ** বিস্‌মাথ্‌।

১১। গ্ল্যাণ্ডস্‌ অর্থাৎ গ্রন্থি সমস্তের বিবৃদ্ধি—(১)*ক্যাল্‌-কার্ব, ব্যারি-কার্ব, * ক্যাল্‌-ফস্‌, * সিষ্টা, * মার্ক-ভা, * গ্র্যাফি, * সাল্‌ফা, (২) এসাফি, গ্র্যাফা, হিপা, মিউর-এসি, স্ট্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি।

১২। হাইড্রোকেফালইড্‌ অর্থাৎ মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা হইলে—(১) * ক্যাল্‌কে-ফস্‌, * চায়না * সাল্‌ফা, * জিঙ্ক্‌, (২) ইথুজা, এপিস্‌, ক্যাল্‌-কার্ব, ইপিকা, কেলি-ব্রোমি, ফস্‌।

১৩। জণ্ডিস্‌ বা কামল—(১) * চেলিডো, * ডিজি, (২) বোলিটা, কোনা, মার্ক-ভা, নক্স-ভ, পডো।

১৪। অস্থির অবস্থা— * একোন, * আর্স, * ক্যাম্ফা * কার্ব-ভ, * কুপ্রা, * আইয়ড্‌, * কেলি-ব্রোমি, * হ্যাস্‌, (২) ব্যাপ্‌টি, আর্জেন্ট-না, বেল্‌, ষ্ট্রিয়াম্‌, ডাল্‌কা, জ্যালাপা, ক্রিয়েজো।

১৫। মল ত্যাগের পর গাত্রে যেন বিষ্ঠা লাগিয়া আছে এরূপ গন্ধ—সাল্‌ফা।

১৬। গাত্র ধৌত করিলেও দুর্গন্ধ— ** সাল্‌ফা, ** সোরি।

১৭। শরীরে টক্‌ গন্ধ— * হিপা, * ম্যাগে-কা, *ষ্ট্রিয়াম্‌, * সাল্‌ফ-এসি।

১৮। ধনুষ্টংকারের লক্ষণ— ক্যাম্ফার।

১৯। ক্ষীণগ্রীবাদেশ— ** স্ট্যাট্রা-মি, সার্সা।

২০। ক্ষীণ শরীর—এপিস, * আর্জেন্ট-না, * আর্স, বোরা, ক্যাল্‌-কা, ক্যাল্‌-ফস্‌, চায়না, * কেয়া, গ্যামিপা, **আইয়ড, ক্রিয়েজো,

লাইকো, আটা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স, পিট্রো, ফস্, ** সার্সাপে সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, * থুজা।

২১। গ্ল্যাণ্ডস্ (Glands) অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহ স্ফীত— * এসাফি, * ব্যাবি-কার্ব, ক্যাল্-কা, ক্যাল্-ফস্, সিষ্টা, গ্র্যাফা, হিপা মার্ক-ভ, মিউর্-এসি।

২২। সমস্ত শরীরে শোত— * এপিস, আস্, চায়না।

২৩। জলোদরী (য়্যাসাইটীস্)— * এপিস্, * আস, কল্চি।

২৪। শরীরের একদিক অনিচ্ছা সত্বেও আপনি নৃত্য করিতে থাকে— * হেলে।

২৫। শরীরের স্থানে স্থানে আপনি রক্ত জমা হইলে— * আর্ণি, সার্সা, * সাল্ফ এসি।

২৬। আক্ষেপ (কন্‌ভলসন্) — * ইথু, * বেল্, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, * ক্যামো, সিকুটা, * সিনা, * কুপ্রা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লরোসি, ওপি, ট্যাবেকা, * জিঙ্ক্।

২৭। „ দন্তোদ্গম সময়ে— ক্যাল্-কার্ব, ইগ্নে, জিঙ্ক্।

২৮। „ একটী মাত্র অঙ্গের— ইগ্নে।

২৯। শরীর কম্পন (বাত ব্যাধি রোগগ্রস্থের ন্যায়)— কেলি-ব্রোমি।

৩০। সমস্ত শরীর রোগীর নিকট বোধ হয় যেন কাঁপিতেছে অথচ কোন প্রকার কম্পন দেখা যায় না—*সাল্ফ-এসি।

৩১। বিছানা হইতে গড়িয়া পড়া অভ্যাস— ** মিউর্-এসি।

৩২। অলস অথর্ব্বের ন্যায়— * বেল্, * নক্স-ম, * ওপি।

৩৩। অন্ত্র সমূহের গতি (পেরিষ্টল্টিক গতি) অধোদিকে না হইয়া উর্দ্ধদিকে হইতে থাকে— ** এসাফি।

৩৪। তোত্‌লা—মার্ক-ভ,।

৩৫। হাইতোলা— ক্যাষ্টা, ইলাট্, প্ল্যাণ্টা, পডো, * টার্টার-এমি, * ষ্ট্যাফি।

৩৬। হটাৎ চীৎকার করিয়া উঠা— * এপি[illegible] * হেলে।

৩৭। ধীরে বা গোঁণে কথা কহিতে শিখে— আটা-মি।

৩৮। মাংস পেশীগুলি নিতান্ত কোমল— পডো।

# মলকৃচ্ছ বা কোষ্টবদ্ধ।

ইহা একটী লক্ষণ বা উপসর্গমাত্র। হোমিওপ্যাথিমতে ইহার আরোগ্যার্থে এপ্রকার ঔষধই কার্য্যকারী যাহার সহিত শারীরিক কিম্বা উপস্থিত পীড়ার ও অন্যান্য উপসর্গের লক্ষণ সমূহ মোটামুটী ভাবে ঐক্য থাকে।

১। এই অধিকারে—(১) ইস্কিউলাস্, * ব্রাইও, * ক্যাল্কে, চেলোন্, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্া-মি, * নক্স-ভ, ওপি, * প্লাম্বা, * পডো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, * ভিরেট্রা; (২) য্যালেট্রি, * এলাম্, ব্যাপ্টি, বেল্, ক্যানা, ক্যাম্বা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চিমাফি, সিমিসিফি, কোনা, ইউনিমিন্, জেল্স, * গ্র্যাফা, হিভিযাম্, কেলি, ত্রিযেজো, মার্ক, মিচেল্, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, ও জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। অতি সত্বর বাহ্যি করাইবার দরকার হইলে—(১) ইস্কিউ, ব্রাই, নক্স-ভ, পডো, ওপি, (২) ক্যানা, কলিঞ্জো, হাইড্রাষ্ট্, ল্যাকে, মার্ক, প্ল্যাটী, পালস, সাল্ফা।

৩। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ হইলে—(১) ব্রাই, * ক্যাল্কে-কা, কষ্টি, কলিঞ্জো, কোনা, * গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, * সিপিয়া, * সাল্ফা।

৩,ক। „ অতিরিক্ত বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর অথবা উদরাময়ের পর—নক্স ভ, ওপি, এণ্টি, ল্যাকে, রুটা।

৪। „ যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় থাকে তাহাদের—(১) এলোজ, ব্রাই, নক্স-ভ, সাল্ফা, (২) লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী।

৫। „ মাতালের—ক্যাল্কে, ল্যাকে, * নক্স ভ, ওপি, সাল্ফা।

৬। „ বৃদ্ধদের; অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠ-

বদ্ধ— (১) এলোজ, এণ্টি, ওপি, ফস্, (২) ব্রাই, ক্যাল্কে, ল্যাকে, থুাস্, রুটা।

৭। „ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের— নক্স-ভ, ওপি, সিপি, এলাম্, ফস্, ব্রাই, লাইকো।

৮। „ নব প্রসুতির— এণ্টি, ব্রাই, নক্স-ভ, প্ল্যাটী।

৯। „ স্তন্যপায়ী বালকের— (১) ব্রাই, নক্স-ভ, ওপি, (২) এলাম্, লাইকো, সাল্ফা, ভিরাট্।

১০। „ গাড়ীতে ভ্রমণ করা হেতু— প্ল্যাটী, এলাম্, ওপি।

১১। „ সীসক সেবন দ্বারা বিষাক্ত হওয়া হেতু— এলাম্, ওপি, প্ল্যাটী।

১২। বাহ্যির অত্যন্ত বেগ অথচ বাহ্যি হয় না— ক্যাপ্সি, কোনা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, সিপি, সাল্ফা; (২) আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্ জিঙ্ক্। (৩) কলিন্জো, জেল্স, হাইড্রাষ্ট্, পডোফা।

১৩। কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যির বেগ মাত্র নাই এবং অন্ত্র সমস্ত অসাড়— এলাম্, চায়না, হিপা, কেলি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভিরাট্; (২) এনাকা, আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্স-ম, ওপি, পিট্রো, থুড, রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, (৩) ইস্কিউ, হাইড্রাষ্ট, ফাইটো, পডোফা।

১৪। মল অত্যন্ত কঠিন— এমনি, * এণ্টি, ব্রাই, * ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কোনা, গুয়াই, * ল্যাকে, ওপি, ম্যাগ্নে-মিউ, *প্লাম্বা, * সিপি, সাইলি, * সাল্ফা, (২) এলাম্, কার্ব-এনি, কষ্টি, কেলি, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক, * নক্স-ভ, পিট্রো, থুাস্, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, (৩) ইস্কিউ।

১৫। ভেড়ার নাদির ন্যায় গুটি গুটি মল— (১) এলাম্, *ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ওপি, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, (২) এমনি, ব্যারাই,

কার্ব-এ, কষ্টি, গ্র্যাফা, কেলি, * ল্যাকে, নক্স-ভ, পিট্রো, প্লাম্বা, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভার্‌বিনা।

১৬। মল অত্যন্ত মোটা (বড় ন্যাড়) * ব্রাই, * ক্যাল্কে, কেলি, নক্স-ভ, গ্র্যাফা, অরা, ইথে, ম্যাগ্নে-মিউ, ষ্ট্যান্না, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

১৭। মল অত্যন্ত সরু—কষ্টি, * গ্র্যাফা, হাইয়স্, মার্ক, * মিউর-এসি, ন্যাট্রা, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৮। মল অত্যন্ত অল্প পরিমাণ—এলাম্, আর্ণি, * ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা, ম্যাগ্নে-মিউ, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি, * সাল্ফা, (২) আর্ণি, ব্যারাইটা, ক্যামো. চায়না, ল্যাকে, রুটা, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

কোষ্ঠবদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব। } :—

ইস্কিউলাস্-হিপ্—সর্ব্বদা বাহ্যির বেগ কিন্তু বাহ্যি হয় না। মল বৃহদায়তন, শুষ্ক, কঠিন, কাল এবং নির্গমনে কষ্টকর, কিন্তু শেষ ভাগের মল স্বাভাবিক মলের ন্যায়। মল পরিত্যাগের পর গুহ্যপ্রদেশ শক্তভাবে বুঁজিয়া যায় এবং তথায় জ্বালা করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই ভাব হইতে দেখা যায়। মলত্যাগের পর হারিশ্ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা। গুহ্যদ্বার শুষ্ক, গরম, ও আটিয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থা যুক্ত এবং বোধ হয় যেন তন্মধ্যে ছোট ছোট কাঠি (শলাকা) সমূহ পূর্ণ রহিয়াছে। তল ও উপর পেটে দপ্‌দপানির ন্যায় বেদনা বোধ। দুর্গন্ধ বাত-কর্ম্ম। প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ, ঘোলা এবং নির্গমনে কষ্টকর। কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা।

এলোজ্—বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধে। যে ব্যক্তি হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত এবং বসিয়া থাকিয়া জীবন কর্ত্তন করিতেছে। গুহ্যপ্রদেশ গরম, ক্ষতবুক্তের ন্যায় এবং ভারী বোধ। উদরাময়ের ন্যায় মলের বেগ। গুহ্যদ্বারের ভিতর বোধ হয় যেন সিপি প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে এবং তৎসঙ্গে গরম বাতকর্ম্ম নির্গত হয়। অসাড়ে কঠিন মলত্যাগ।

এলুমিনা বা এলাম—সরল অন্ত্রের অর্থাৎ রেক্টামের অসাড় অবস্থা অত্যন্ত অধিক পরিমাণ মল সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহ্যির বেগ কিম্বা ইচ্ছা হয় না। রেক্টাম্ এত অসাড় যে অত্যন্ত কোমল মল পরিত্যাগেও অতিশয় বেগ দিতে হয়। মল এত কঠিন যে, নির্গমন সময়ে গুহ্যদ্বার হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার বাহ্যির বেগের সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার মল পরিত্যাগের পরেই গুহ্যদ্বারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা থাকে। মুখ শুষ্ক, জিহ্বা লালবর্ণ। অন্ত্রসমস্তের প্রক্ষেপণী গতির (Peristaltic action) অভাব হেতু বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বলদিগের মল ত্যাগে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। মল কঠিন, গুটিকাবৎ, অল্প পরিমাণ (গ্রেফা দেখ)।

এম্ব্রা-গ্রিসিয়া— পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ কিন্তু বাহ্যি হয় না এবং তাহাতে সে (স্ত্রী লোক) অস্থির হইয়া যায়। এই সময় যদি কেহ উপস্থিত থাকে তবে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। পেটের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ।

এমোনি-মিউ— মল কঠিন এবং পরিত্যাগের সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে (* ম্যাগ্নে-মি) এবং তজ্জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও শেষে কোমল মল নির্গত হয়। মল চক্চকে শ্লেষ্মা (মিউকাস্) দ্বারা আবৃত থাকে এবং তৎসঙ্গে পৃথক মিউকাস্ পড়িতে থাকে। অগ্রে মল কঠিন ও বৃহৎ নির্গত হইয়া পরক্ষণে কোমল মল পড়ে (তদ্বিপরীত——এনাকা)।

এনাকার্ডিয়াম্— অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহ্যির উদ্বেগ হয় বটে, কিন্তু কিছুই পড়ে না। বাহ্যির বেগ হয়, কিন্তু বসিলে বাহ্যির বেগ চলিয়া যায়, এবং বাহ্যি হয় না। * সরল অন্ত্র অসাড়ের ন্যায় বোধ হয়, এবং তাহার ভিতর যেন সিপির ন্যায় প্রবেশ করিয়া আছে (নক্স)। মল ত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার হইতে বহুপরিমাণে রক্তস্রাব।

এণ্টি-ক্রুড্— বৃদ্ধের পর্য্যায় ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, * ফস্)। মল কষ্টকর, কঠিন এবং বৃহদাকার। অজীর্ণ। গন্ধবিশিষ্ট বাতকর্ম্ম। গ্রীষ্মের উত্তাপে কোষ্ঠবদ্ধ। নবপ্রসূতির কোষ্ঠবদ্ধ। এ প্রকার বোধ হয় যেন বহুপরিমাণ মল নির্গত হইবে কিন্তু কার্য্যের বেলায় কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়, অবশেষে সামান্য কঠিন মল পড়ে।

এপিস-মেলিফিকা— পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ। ২ সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কঠিন, কষ্টকর, এবং বৃহদাকার মল। পেটে খোঁচানি

এবং বোধ হয় যেন কিছু কসিয়া ধরিয়া আছে। * অত্যন্ত বেগ দিলে বোধ হয় যেন কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে। পেটে চাপ দিলে বেদনা (ব্রাই, নক্স)।

আর্ণিকা— পেটে কোন চোট লাগিয়া * অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইলে।

এসাফিটিডা— অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে অর্শ এবং পেটে আক্ষেপযুক্ত বেদনা। সর্ব্বদা বাহ্যির উদ্বেগ ও তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বার দিয়া কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে মল দেখা যায় না।

অসাম্— কঠিন, গুঁটি গুঁটি এবং বড় বড় মল। ঋতুর সময় কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শ এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্ষরণ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—যকৃতের কঞ্জেসশান্ অবস্থারসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ। মধ্যাহ্নের পর অর্শে যন্ত্রনা।

বেলাডোনা— কোষ্ঠবদ্ধ সহ মাথায় রক্তাধিক্য হওয়া স্বভাব।

ব্রাইওনিয়া— গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠবদ্ধ। মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা মাত্র নাই। সামান্য ক্ষুধা। আহারান্তে পাকস্থলীর উদ্বেগ। পেট ফাঁপা। অন্ত্র সমূহে অল্প কিম্বা অধিক বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং দুর্ব্বলতা। কায়িক শ্রমে এই অবস্থার বৃদ্ধি। মল বৃহদায়তন, কঠিন, নির্গমন সময়ে কষ্টকর এবং তৎসহ হারিশ্ বাহির হইয়া পড়ে ও জ্বালা অনুভব হয়। শিরঃপীড়া হওয়ার স্বভাববিশিষ্ট, খিট্‌খিটে এবং ক্রুদ্ধ। বাতগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণী গতি ( Peristaltic action ) মৃদুমন্দ এবং তাহা হইতে এক্সক্রিশান্ বা ক্ষরণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব— দন্তোদ্গম সময় বালকের মল চা খড়ির ঢেলার ন্যায় দেখায়। প্রথম অবস্থায় কঠিন মল তৎপর কোমল ও সর্ব্ব শেষে তরল মল। মলে ডিম্ব পচার ন্যায় গন্ধ। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং টক্‌গন্ধবিশিষ্ট ফেণাযুক্ত পাতলা মল অসাড়ে নির্গমন। মল ত্যাগের পর মূর্চ্ছা। গুহ্যদ্বার হইতে মৎস্যের গাত্রের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার রস নির্গত হয়। সরল অন্ত্রের নিম্নভাগে ভার বোধ। প্রাতঃসময়ে অস্থির নিদ্রা। মল কঠিন, বৃহৎ এবং কখনও আংশিকজীর্ণ (হিপার)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্— কিছু পানীয় সেবনের পর বাহ্যির উদ্বেগ হয়

কিন্তু কেবল শ্লেষ্মার ন্যায় কিঞ্চিৎ মাত্র নির্গত হয়। পেটের ভিতর গরম বোধ।

কার্ব-এনি— সন্ধ্যার সময় গুহ্যদ্বারের ভিতর অত্যন্ত জ্বালা। নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং পেটের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন বেগ দিয়া বাহ্যি বাহির করিবার ক্ষমতা নাই।

কার্ব-ভ— কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে এরূপ ভাব যেন বাহ্যি হইবে কিন্তু কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়। বাহ্যির উদ্বেগ হইয়া কোমল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে বেদনার লাঘব হইয়া যায়। কঠিন মল, তাহার শেষ দিকের উপরিভাগে মিউকাস্ এবং রক্ত দেখা যায়। মল ত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদর যেন শূন্য শূন্য বোধ হয়।

কষ্টিকাম্— শিশুর কোষ্টবদ্ধ ও তৎসহ বিছানায় প্রস্রাব। মলদ্বারের শুষ্ক অবস্থা। মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত বেদনা হেতু শিশু বাহ্যি চাপিয়া রাখে। মল নাতিকঠিন কোমল, যেন চর্ব্বি মাখান, এই সঙ্গে মুখেও চর্ব্বির আস্বাদ অনুভূত হয়। দাড়াইয়া বাহ্যি করিলে সহজে বাহ্যি হয়। পুনঃপুনঃ নিষ্ফল বাহ্যির বেগ ও তৎসহ বেদনা অস্থিরতা এবং মুখ রক্তবর্ণ। (কঠিন সরু মল— * ফস্)।

চেলিডোনিয়াম্— ভেড়াবনাদির ন্যায় মল (* প্লাম্বা, রুটা)। যকৃতে এবং সিকাম্প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। পেট ফাঁপা এবং তাহাতে গল্‌গল্ শব্দ। পুনঃপুনঃ বাত কর্ম্ম। গুহ্যদ্বারের ভিতর যেন কিছু হাটিয়া বেড়ায় এবং চুলকায়। প্রস্রাব লালবর্ণ।

ককিউলাস্— বাহ্যি করিতে ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু অন্ত্রের প্রক্ষেপণী গতির অভাব। অতি কষ্টে একদিন অন্তর এক দিন কঠিন মল। গুহ্যদ্বারে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। বসিতে পারে না; দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি।

কলিন্সোনিয়া— মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেটফাঁপা গুহ্যদ্বারে গরম বোধ ও চুলকান, পোর্টালকন্‌জেস্‌সন্ সহ মলবদ্ধ; স্বভাবসিদ্ধ মলবদ্ধ।

কলোসিন্থ— পণির খাওয়ার দরুণ সময় সময় মলবদ্ধ।

ক্রোকাস্— বয়স্থদিগের অথবা বালকের অত্যন্ত দুর্দ্দম্য মলবদ্ধ; এইরূপ অবস্থা পোর্টাল্ কন্‌জেস্‌শন হইতে উদ্ভূত হয়। গুহ্যদ্বারের বাম ভাগে চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা। মলের সঙ্গে কাল আঁস আঁস রক্ত। গুহ্যদ্বারে অসহ্য মোচড়ান বেদনা।

ইউফরবিয়া — অন্ত্র সমূহের রক্তাধিক্য হেতু মলবদ্ধ। মল কঠিন, কষ্টে নির্গত হয়। গুহ্যদ্বারে চুলকাইলে পর এক প্রকার গর্দ্দের আঠার ন্যায় নির্গত হয়।

ফেরাম্ এসিটিকাম্ — পুরাতন মলবদ্ধ। নিষ্ফল মল ত্যাগের চেষ্টা ও তৎসঙ্গে বলক্ষীণতা। মুখ মণ্ডল এবং মস্তক হইতে যেন উত্তাপ নির্গত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল। সমস্ত দিনেই যেন বাহ্যির বেগ লাগিয়া রহিয়াছে। বমনেচ্ছা। মুখ বিস্বাদ। শীতল জল পান করিতে ভাল লাগে না।

গ্র্যাফাইটীস— মলবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারে ঝিল্লি শুষ্ক। ফিস্থুরা য্যানাই অর্থাৎ গুহ্যদ্বার ফাটা। কঠিন গুটিকার ন্যায় মল অতিকষ্টে অনেক বেগের পর নির্গত হয়। ঐ গুটিকা গুলি অত্যন্ত বৃহৎ এবং শ্লেষ্মাময় সূত্রদ্বারা সংযুক্ত (এলাম্)। প্রত্যেকবার বাহ্যিরপর সাদা মিউ-কাস্ কিছু পরিমাণ নির্গত হয়। হারিশ্ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বার চিড়িয়া যাওয়া। ক্ষতের ন্যায় এবং চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা। হার্পিস্ উঠার স্বভাব বিশিষ্ট।

হাইড্রাষ্টিস্-ক্যানা— শিরঃপীড়া এবং অর্শসহ মলবদ্ধ। মল ত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারে বেদনা। পেটে বেদনা ও গরম বোধ ও তৎসহ মূর্চ্ছা। মলবদ্ধই সকল পীড়ার মূল।

আইরিস্ ভার্সিকলার — মলবদ্ধের পরেই অত্যন্ত জলের ন্যায় উদরাময়। পেটে বেদনা ও পেট ফাঁপা। অর্দ্ধ কপালে শিরঃপীড়া। স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট।

আইওডিয়াম্… * কাল, কঠিন, গুটি গুটি মল (গ্র্যাফা)। পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং সাদা বর্ণের উদরাময়।

কেলিবাইক্রোমিকাম্‌— কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে জিহ্বা ময়লা পূর্ণ ও হাত পা ঠাণ্ডা। অল্প পরিমাণ শুষ্ক গুটি গুটি মল এবং তাহা নির্গমনে গুহ্য-দ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার যেন সরল অন্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত কষ্টে কঠিন মল নির্গত হয়। প্রত্যেক তৃতীয় মাসে নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মলবদ্ধ।

কেলি কার্ব— মলবদ্ধ। বৃহদায়তন মল, নির্গমনে অত্যন্ত কষ্টকর। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মল উপরে সরিয়া যায়। (এলুমি, ইগ্নে,) মল বহির্গত হইবার এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যন্ত উদ্বেগ হয়। মল ত্যাগের সময় রক্তপূর্ণ শিরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে খোঁচান ও জ্বালা হয়। বৃদ্ধদিগের শরীর স্থূল হইতে থাকিলে। (যুবকদের স্থূল শরীর—ক্যালক কা)।

ক্রিয়েজোট্‌— মল কঠিন এবং অত্যন্তবেগ দিলে বহির্গত হয়। সরল অন্ত্রে জিলিক্‌ দেওয়া বেদনার ন্যায় হইয়া বাম দিকের গ্রয়েনে (কুচকি) প্রসারিত হয়। জরায়ুর ক্যানসার আদি দূষিত ক্ষতরোগে সঙ্কুচিত রেক্‌টাম্‌।

ল্যাক্‌-ক্যানিনাম্‌— পুরাতন মলবদ্ধ পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগে ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সরল অন্ত্রে চিড়িক্‌ মারা বেদনা। মল অতি বৃহৎ, কঠিন, কর্কশ, ও সাদাপানা বং বিশিষ্ট, তাহা বেগ দিয়া নির্গত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ হয় না।

ল্যাকেসিস্‌— নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। কোষ্ঠবদ্ধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়। অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মল। সরল অন্ত্র সঙ্কুচিত অথবা বোধ হয় যেন তাহাতে কোন ছিপি ঢুকিয়া রহিয়াছে। বাহ্যির অত্যন্ত বেগ ও যন্ত্রণা হয় বটে কিন্তু বাহ্যি হয় না। গুহ্যদ্বারে দপ্‌দপানি বেদনা বোধ হয় যেন কেহ হাতুড়ির আঘাত করিতেছে। হারিশ্‌ বাহির হওয়া এবং তাহা ফুলিয়া থাকা। চেষ্টা করিলেও ঢেকুর উঠে না।

লাইকোপোডিয়াম্‌— উদর বাষ্প পূর্ণ। বাহ্যি যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু ক্ষমতা নাই ও তৎসঙ্গে এমন বোধ হয় যেন, সরল অন্ত্র এবং গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মল অল্প, বোধ হয় তাহার অধিকাংশ যেন অনেক দূরে রহিয়াছে এবং তৎসহ উদরাভ্যন্তরে যন্ত্রণা দায়ক বায়ু।

অল্প কঠিন মল পরিত্যাগ করিবার পর পেরিনিয়াম্ প্রদেশে সঙ্কোচন ভাবা-পন্ন বেদনা। মল দ্বারে সঙ্কার সময় চুলকান এবং বেদনা। গুহ্যদ্বারে কণ্ডু তাহাস্পর্শে বেদনা। উহা মোটা এবং রক্তাধিক্যযুক্ত, তৎসঙ্গে অধিক বয়স্ক ধনী এবং ভদ্র লোকদিগের মলবদ্ধ এবং মলত্যাগের ইচ্ছা মাত্র নাই। পেটডাকা। আহারান্তে নিদ্রালুতা (ফস্)।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব— মলবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা ও তৎসহ অল্প মাত্রায় মল নির্গত হয়, কিম্বা কেবল মাত্র বাতকর্ম্ম হইয়া যায়। গুহ্যদ্বারে এবং সরল অন্ত্রে চিড়িকমারাবৎ বেদনা এবং তৎসঙ্গে বৃথা বাহ্যির চেষ্টা।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউ— কঠিন গুটির ন্যায় কষ্টকর মল বহির্গত হইবার সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ( * এমনি-মি )। ভেড়ার নাদীর ন্যায় মল তাহার উপরে রক্ত এবং মিউকাস দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত বেগে অল্প বাহ্যি কিম্বা বাতকর্ম্ম মাত্র হইয়া যায়।

মার্কিউরিয়স্— মলবদ্ধ। মল আঠাযুক্ত অথবা অত্যন্ত বেগ দিলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে সর্ব্বদা নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা। রাত্রে অবস্থা মন্দ। বাহ্যির পর হারিশ বাহির হয়। মল ক্ষুদ্রায়তন। মুখ বিস্বাদ কিন্তু তাহাতে রুচির অভাব হয় না।

মেজিরিয়াম্— অত্যন্ত বেগের সহিত কঠিন মল, কাল গুটিকাকারে বাহির হয় কিন্তু তাহাতে বেদনা বোধ হয় না। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত বাত কর্ম্ম হয়। মল ত্যাগের সময় হারিশ্ বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বার এত সঙ্কুচিত হয় যে পুনরায় হারিশকে স্বস্থানে স্থাপিত করা কষ্টকর হইয়া উঠে।

ন্যাট্রা-মি—অত্যন্ত মলবদ্ধ। শরীর সামান্য সঞ্চালনে নিতান্ত উদ্বেগ জনক ঘর্ম্ম হয়। মলত্যাগে কষ্টকর। ফিসুরায়্যানাই অর্থাৎ মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া তৎসহ রক্তস্রাব এবং নিতান্ত ক্ষতের ন্যায় বেদনা। মল ত্যাগের পর গুহ্যদ্বার বোধ হয় যেন পাকিয়া উঠিয়াছে। তলপেটে এবং মূত্রস্থলীর উপর ভার বোধ, এবং হাঁটিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ চর্ম্ম সহজে উত্তেজিত ( irritated ) হয়। মনক্ষুন্ন। মল

কঠিন, কষ্টকর, এবং খণ্ড খণ্ড। গুহ্যদ্বারের আক্ষেপ। সর্দ্দিলাগা স্বভাব; সর্দ্দিলাগার পরে বিখাজ এবং অন্যান্য চর্ম্মোৎপাত দেখা যায়। ঝিল্লি সমস্ত শুষ্ক এবং উত্তেজনাযুক্ত। শরীর ক্ষীণ।

ন্যাট্রাম্-সালফ্— কঠিন গুটির ন্যায় মল তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায় এবং এই মল নির্গমনের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বারে চিড়িক্‌মারা বেদনা হইয়া থাকে। কোমল মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। অতিদুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক-এসিড— মল ত্যাগের চেষ্টা কিন্তু সামান্য মল নির্গত হয়, বোধ হয় যেন সরল অন্ত্রে মল বাধিয়া রহিয়াছে, নির্গত হইতে পারিতেছে না। নিষ্ফল মল ত্যাগের চেষ্টা। মল ত্যাগের সময় সরল অন্ত্র বোধ হয় যেন ফাটিয়া গেল। মল শুষ্ক, কঠিন, কষ্টকর, এবং অসম। মল ত্যাগের পর জ্বালা। গুহ্যদ্বারে সঙ্কোচন ভাবাপন্ন বেদনা এবং যন্ত্রনাযুক্ত হারিশ্ বাহির হওয়া। উদ্বেগ শূন্য মলবদ্ধ।

নক্স-ভমিকা— পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মল ত্যাগের চেষ্টা। অন্ত্র সমস্তের প্রক্ষেপণীগতি অসম এবং আক্ষেপযুক্ত হওয়ায় মলবদ্ধ। (এই প্রকার মলবদ্ধ অন্ত্রের অসাড়তা হেতু নহে)। মল বৃহৎ, কঠিন এবং কষ্টে নির্গত। গুহ্যদ্বার সংকীর্ণ বোধ হয় (সিপিবদ্ধবৎ-এনাকা) মল কাল, কঠিন, এবং রক্তের দাগযুক্ত। পোর্টালসাবকুলেসনের (যকৃৎ ইত্যাদির রক্ত সকালন ক্রিয়ার) ব্যাঘাত। অর্শ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও মলবদ্ধ। মল ত্যাগের পর আরাম বোধ। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা। (ব্রাই, লাইকো,) সর্ব্বদা উপবেশন অবস্থায় দিন কর্ত্তন (ব্রাই, লাইকো, সিপি)। অধিক ঔষধ সেবন।

ওপিয়াম— সমস্ত পরিপাক-যন্ত্র-পথের ঝিল্লি সকল হইতে রস ক্ষরণ না হওয়ার দরুণ মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান শুষ্ক। সরল অন্ত্রের অসাড়তা হেতু মলবদ্ধ কিন্তু তৎসঙ্গে উদরের মধ্যে কোন বোধাবোধ নাই। মল সমস্ত একত্রীভূত হওয়া হেতু কোন অসুবিধা বোধ করেনা। সংস্কৃতাবান্বিত স্থূলকায় স্ত্রীলোক এবং শিশুর মলবদ্ধ। সীসক-বিষাক্ত হেতু মলবদ্ধ।

মল কঠিন, কাল, গোল গোল ( প্লাম্বা )। ভয় প্রাপ্তি হেতু মলবদ্ধ। ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপযুক্ত গতিতে আবদ্ধ হইয়া মল ঐ প্রকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। পেট ভার এবং তাহাতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। মস্তকে রক্ত ধাবিত। শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা। অন্ত্র সমস্ত অসাড়।

ফস্ফরাস্— মলবদ্ধ। মল সরু, লম্বা, পাতলা ও শুষ্ক, নাতি কোমল কঠিন অথবা কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় শক্ত, কষ্টে নির্গত হয় (কষ্টে নির্গত ; কষ্টি)।

ফাইটোলেক্কা— নিতান্ত দুর্ব্বল শরীরী লোকের হৃদ্পিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ইণ্টারমিটেণ্ট্। মাংসপেশী শিথিল। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধের মলবদ্ধ।

প্ল্যাটীনা— দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা হেতু অথবা সীসক-বিষাক্ততা হইতে কোষ্ঠবদ্ধ। পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত বেগের সহিত অতিঅল্প বাহ্যি হয়। মল ত্যাগের পর পেটের ভিতর শীত এবং দুর্ব্বল বোধ হয়। মল বোধ হয় যেন গুহ্যদ্বারে আট্‌কিয়ে রহিয়াছে।

প্লাম্বাম-- অন্ত্র সমস্তের গ্ল্যাণ্ড সকল হইতে অল্প পরিমাণে রস ক্ষরণ এবং মাংপেশীর অসাড় অবস্থা হেতু মলবদ্ধ। মল শক্ত হওয়া হেতু আট্‌কিয়ে থাকে। মল শক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলার ন্যায়। দেখিতে ভেড়ার নাদীর ন্যায় ( চেলি, রুটা ) গুহ্যদ্বার বেদনাযুক্ত ও সঙ্কুচিত। পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

পডোফাইলাম্—শিরঃপীড়া এবং পেটফাঁপা সহ কোষ্ঠবদ্ধ। মল কঠিন, শুষ্ক ও কষ্টে নির্গত হয়। সামান্য বেগ দিলেই হারিশ্ বাহির হয়, তৎপশ্চাৎ মল ও স্বচ্ছ মিউকাস্ দৃষ্ট হয় ; সময় সময় তাহাতে রক্ত ও মিশ্রিত থাকে। প্রাতে সমস্ত কষ্টের বৃদ্ধি। পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল ও বেদনাযুক্ত।

পাল্‌সেটিলা— অত্যন্ত মলবদ্ধ। বমনেচ্ছা। মুখ প্রাতে বিস্বাদ এমন কি নাধুইয়া থাকিতে পারে না ; পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। মল বৃহদায়তন, কঠিন এবং পৃষ্ঠদেশে অতি বেদনা ও মল ত্যাগের অত্যন্ত বেগ ; কুইনাইন সেবন হেতু পর্য্যায়-জ্বর গুপ্ত হইয়া থাকিলে যদি এই সকল অবস্থা হয় তবে পাল্‌সটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় ( এণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই, * ফস্ )।

রুটা— ভেড়ার নাদীর ন্যায় কঠিন অল্প ২ মল। * পুনঃ ২ বাহ্যির বেগ

ও তৎসঙ্গে হারিশ্‌ বাহির হওয়া (ইগ্নে, নক্স)। মলদ্বার বহির্গত হওয়া হেতু মলত্যাগ নিতান্তই দুরূহ।

র‍্যাটানিয়া— গুহ্য শুষ্ক এবং গরম এবং তাহাতে ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা। নিষ্ফল বাহ্যি করিবার বেগের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে রক্ত পূর্ণ শিরা গুলি দেখা যায়।

রোবিনিয়া— মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু তাহাতে বাতকর্ম্ম মাত্র হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্র বায়ুপূর্ণ। পাকস্থলী অম্লভাবাপন্ন (য়্যাসিডিটি)।

সিলিনিয়াম্— মল এত কঠিন এবং এপ্রকার আবদ্ধ যে কোন কৌশল না করিলে নির্গত হয় না। মল চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ।

সিপিয়া--নিষ্ফল বাহ্যির চেষ্টা তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র মিউকাস্ নির্গত হয়। অত্যন্ত বেগের সহিত সামান্য পরিমাণ মেষের নাদীর ন্যায় পতিত হয়। গর্ভাবস্থায় কোষ্টবদ্ধ। কোমল বাহ্যি হইতেও কষ্ট বোধ হয়। বাহ্যির সময় হারিশ্‌ বাহির হওয়া। গুহ্যদ্বারে চাপ বা ভার বোধ মলত্যাগের পরও তাহা দূর হয় না।

সাইলিসিয়া— মল শক্ত ঢেলার ন্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত সরল অন্ত্রে আবদ্ধ থাকে, এবং সরল অন্ত্রের প্রক্ষেপণী শক্তির অভাব ও তাহাতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ। গুহ্যদ্বারে চিড়িক্‌মারা বেদনা। ঋতুর সময় এবং পূর্ব্বে মলবদ্ধ। * অত্যন্ত বেগের সহিত মল নির্গত হইতে হইতে হঠাৎ পুনরায় উপরে সরিয়া যায়। নরম মলও অতিকষ্টে নির্গত হয়। পেট অত্যন্ত ডাকে ও কাঁপে।

সালফার— অভ্যস্থ মলবদ্ধ (বিশেষ হাইপোকণ্ড্রিয়া বা অর্শযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে)। পুনঃ পুনঃ বাহ্যির বেগ এবং তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা ও অজীর্ণ দ্রব্যের গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্ম। মল কঠিন এবং গুটিকাকার। মন এবং শরীরের অপ্রসন্নাবস্থা। বাহ্যির প্রথম ভাগে বেগ দেওয়া এত কষ্টকর যে রোগী ঐ বেগ সংবরণ করিতে বিশেষ বাধ্য হয়।

ভিরেট্রাম-য়্যালবাম্—সরল অন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু অতি উত্তমরূপে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়াও ভাল বাহ্যি হয় না। জীবনী শক্তির সাধারণ অবসন্নতা। হিমাঙ্গ। মলত্যাগ পর সামান্য পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় সমস্ত শরীরে, অথবা কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও অস্থিরতা এবং তাহাতে পিংশে বর্ণ হইয়া উঠে।

# ক্রিমি।

শিশু, যুবা এবং বৃদ্ধ সকল অবস্থাতেই ক্রিমির উৎপাত লক্ষ্য করা যায়, কেবল মাত্র শিশুদিগেরই যে ক্রিমি ঘটিত অসুখ হইবে তাহা নহে, তবে অল্প বয়সে ক্রিমির অত্যাচার অন্যান্য বয়স অপেক্ষা অধিকতররূপে দেখা যায়। ক্রিমি গ্রস্ত-দিগের যে কোন পীড়া হউক ক্রিমির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অন্য কোন ঔষধে ফল পাওয়া যায় না, অতএব কেবল ক্রিমি রোগের জন্যই যে ক্রিমির ঔষধ প্রয়োজনীয় তাহা নহে এ কথা চিকিৎসকমাত্রেরই স্মরণ থাকা উচিত। আবার এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, অনেক উৎকট রোগের সময় যদি ক্রিমি নির্গত হইয়া পড়ে, তখন অনেক চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয় মনে করেন এবার রোগী নির্ব্ব্যাধি হইল, তাহার কোন ভয় নাই; এই বিবেচনায় প্রকৃত চিকিৎসায় শৈথিল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞতার কর্ম্ম। অনেক স্থলে এতাদৃশ শৈথিল্যের দরুণ অনেক রোগী নষ্ট হয়। এতাদৃশ সঙ্কট স্থলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে; প্রকৃত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহার কখনই অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

১। থ্রেড্ ওয়ারম্ বা সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি থাকিলে—

(১) একোন, ম্যালি-স্যাটা, ** সিনা, কুপ্রা, ফেরা, মার্ক, ** স্যাবাডি
(২) ক্যালক্-কা, হিপা, * সাল্ফা।

২। য়্যাসক্যারাইডিস্ অর্থাৎ কেঁচোর মতন ক্রিমির দরুণ

(১) একোন, বেল্, * চায়না, ** সিনা, ডিজি, * ফেরা, (২) এসারা, * ক্যাল্কা, গ্র্যাফা, * ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, স্যাবাডি, স্পাইজি, * স্যাণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্যান্না, সাইলি, ভ্যালিরিন্, ম্যারাম-ভি, ভিরাট-এলবাম্, * সাল্ফা।

৩। টেপ্ ওয়ারম অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমি হইলে (১) ক্যাল্‌ক, * গ্র্যাফা, * প্ল্যাটী, * পাল্‌স, * স্যাবাডি, * সাইলি, * সাল্‌ফা; (২) কার্ব-ভ, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্; (৩) য়্যাম্ব্রা, আর্স, চায়না, * ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, স্যাবাডি, ষ্ট্যান্না, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

ডাং হেরিং এক কৃষ্ণ পক্ষে দুই মাত্রা সাল্‌ফার ও অন্য কৃষ্ণ পক্ষে এক মাত্রা মার্ক প্রয়োগ করিয়া কৃমি চিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

এই সমস্ত কৃমি নির্গত করণ উদ্দেশ্যে কুসো ( Kousso ) ফিলিক্স-মাস্, ডালিমের শিকড়ের ছালের ক্বাথ, লাউয়ের বিচির ক্বাথ অনেকে ব্যবস্থা করেন।

কৃমি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশক }:——

একোনাইট— অন্ত্রে বেদনা। সমস্ত পেট স্ফীত এবং নাভিপ্রদেশ শক্ত। নিষ্ফল বাহ্যির বেগ অথবা সামান্য শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। হৃদ্দাহ; মুখে জল উঠা; গুহ্যদ্বারের চুলকানি এবং খোঁচানির দরুণ রাত্রে অস্থিরতা ( মার্ক ) এবং তৎসঙ্গে জ্বর বোধ। শিশুর অত্যন্ত ভয় এবং ব্যাকুলতা এমন কি ভয়ে শয্যায় শয়ন করিতে চায় না।

এপোসাইনাম্— ভয়ানক হাঁচি, তৎসঙ্গে নাক চুলকান। অত্যন্ত বমন ইচ্ছা ও বমন। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ চুলকান। কেঁচো কৃমি।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রা— নাভিপ্রদেশে এবং যকৃতদেশে সাময়িক বেদনা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও মিউকাস বমন। অনিয়মিত ঋতু এবং প্রায়ই ঘন, কাল, জমাট, রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মুখ মণ্ডলের বর্ণ ফেঁকাশে।

য়্যাস্‌ক্লিপিয়াস্-সিরি— জিহ্বা সাদা অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ও বাহ্যির বেগ এবং অধিক ক্ষুধা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে চিড়িকমারিয়া উঠা। কেঁচোকৃমি।

বেলেডোনা— নিদ্রালুতা। নিদ্রা হইতে ... ভয় কট্‌কট্

জ্বরে। অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ। অথবা মূত্রকৃচ্ছ্র। তির্য্যক্দৃষ্টি। মূত্রস্থলীতে কৃমি নড়া চড়া বোধ।

ক্যাল-কার্ব— শিরঃপীড়া; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; ফেঁকাশে এবং ফুলো ফুলো মুখমণ্ডল। তৃষ্ণা। উদর মোটা এবং স্ফীত। নাভির চতুর্দ্দিক বেদনা (সিনা)। উদরাময়। সঞ্চালনে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। স্ক্রফিউলা ধাতু বিশিষ্ট।

চায়না— পেট বেদনা, রাত্রে এবং আহারের পর বৃদ্ধি। মুখ দিয়া জল উঠা। পাকস্থলীতে চাপ বোধ এবং বমনেচ্ছা। সমস্ত শরীর দুর্ব্বলতায় কাঁপিতে থাকে। কৃমি নির্গত হয়, নাকখোটা অভ্যাস, উদর স্ফীত (*Cina)।

সিকিউটা— পুনঃ পুনঃ হিক্কা এবং ক্রন্দন। গ্রীবাদেশে বেদনা। আক্ষেপ সহ মস্তক পশ্চাৎদিগে টানিতে থাকে এবং হস্ত কম্পন।

সিনা— অস্থির নিদ্রা, দুই চক্ষু ঘূর্ণায়মাণ। চক্ষের চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ। তির্য্যক্ দৃষ্টি। কনিনীকা বা পিউপিল প্রসারিত। সর্ব্বদা নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ ও নাক চট্কান বা নাক খোঁটা। সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা (স্পাইজি)। নাসিকা হইতে রক্ত পাত। মুখমণ্ডল ফেকাশে এবং শীতল, অথবা লাল এবং উষ্ণ। আহারে অনিচ্ছা, অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা। বমনেচ্ছা বা বমন। নাভি-প্রদেশে বেদনা। উদর শক্ত এবং স্ফীত। কোষ্ঠবদ্ধ। রাত্রিতে শুষ্ক কাশি। জ্বর বোধ। হস্তপদ এবং মস্তকের কনভলসন্। ক্ষুদ্র২ কৃমিহেতু গুহ্যদ্বার চুলকান। প্রস্রাব কিছুকাল থাকিলে চূণের জলের মত সাদা হয়।

ডলিকস্— কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে উদরস্ফীত। শয়নকালে অত্যন্ত ত্যক্ত জনক কাশি এবং শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশির ত্যক্ততা থাকে। সমস্ত শরীর অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে।

ইউফরবিয়া— অক্ষুধা অথবা কোন সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। জ্বর বোধ। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময়। মলবদ্ধ অথবা উদরাময়। উদর স্ফীত, ক্ষীণ শরীর, খিট্খিটে স্বভাব ও অনিদ্রাবস্থা।

ফেরা[illegible] [illegible]খমণ্ডল ফেঁকাশে। গুহ্যদ্বারে ক্ষুদ্র২ কৃমি হেতু চুল-কাইতে থা[illegible] [illegible]রাত্রে) অসাড়ে মূত্র ত্যাগ।

ফিলিক্স-মাস্— পেট কামড়ান, এবং অন্ত্রের ভিতর শলাকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, মিষ্ট দ্রব্য খাইলে বৃদ্ধি। অক্ষুধা। অপরিষ্কৃত জিহ্বা। মুখমণ্ডল ফেকাশে। চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ, নাকচুলকান। খিট্‌খিটে এবং অবাধ্য।

ইগ্নেসিয়া— ক্ষুদ্র২ কৃমি হেতু গুহ্যদ্বার চুল্‌কান। কনভলসন্ তৎসঙ্গে জ্ঞান শূন্য এবং কিছুকালের জন্য কথা বলিতে অক্ষম।

কুসো (Kousso)— অজীর্ণ। আলস্য। অনিদ্রা। দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা। অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম। ক্ষীণ শরীর। পেট ফাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধ।

লাইকোপোডিয়াম্— গ্রন্থি সমূহে বেদনা, এবং আরষ্টভাব। পুরাতন ইরাপশান বা চর্ম্মোৎপাত। মুখমণ্ডল মলিন, ফেকাশে ও মেটেবর্ণ। পেট ফাঁপা। যেন পেটের ভিতর কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

* প্রস্রাবের নিম্নে লাল বালুকাবৎ পড়ে।

---

মার্কিউরিয়স্— সর্ব্বদা আহার করিবার জন্য পেটুকের ন্যায় ইচ্ছা, কিন্তু অত্যন্ত আহার করিয়াও ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। গুহ্যদ্বার চুলকান। যোনির মুখভাগে প্রদাহ। বড় বড় কৃমি। গুহ্যদ্বারের বহির্ভাগে কৃমি। হারিশ্ নির্গত হইতে দেখা যায় (ষ্ট্যান্না)।

পডোফাইলাম্— শিশুদিগের শিরোঘূর্ণন, (অন্ত্রের গোলযোগ মস্তিষ্কে সিম্প্যাথিটীক স্নায়ুদ্বারা প্রতিভাত হয়)। রাত্রিতে দাঁত কট্‌কট্ করা। অত্যন্ত লালা ক্ষরণ। মুখে দুর্গন্ধ। জিহ্বা বৃহৎ এবং প্রশস্ত, মধ্যভাগে লেইয়ের ন্যায় অপরিষ্কার ময়লা। উদ্গারে ভুক্তদ্রব্য টকসংযুক্ত হইয়া উঠে। উদর স্ফীত। বেদনাযুক্ত উদরাময় তৎসঙ্গে চীৎকার এবং দাঁত কড় কড় করা। প্রল্যাপ্‌সাসএনাই অর্থাৎ হারিশ্ বাহির হওয়া।

পিউনীকা-গ্র্যানেটাম্—মাথা ঘোরা। কনিনীকা প্রসারিত। হলুদবর্ণ শরীর। দাঁত কট্‌কট্ করা, মুখে জল উঠা; ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল। উদ্গারে মুখ ভরিয়া জল উঠা। বমন। পাকস্থলীতে যেন কিছু বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। পেটস্ফীত, বেদনাযুক্ত হৃৎকম্পন, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, রাত্রে পেট বেদনা।

সেণ্টোনিন্— অনেকে সিনার পরিবর্ত্তে সেণ্টোনিন্ ব্যবহার করিয়া

স্যাবাডিলা— বড় বড় কৃমি বমন। গলার ভিতর কৃমি রহিয়াছে বোধ হয়। ওক্কার এবং শুষ্ক বমন। ফিতার ন্যায় বৃহৎ কৃমি থাকিলে নাভিতে জ্বালা, ছিদ্র করার ন্যায় যন্ত্রণা এবং মোচড়ান। মুখে জল উঠা। ঠাণ্ডা লাগিলে শীত বোধ। পেট খাল্‌দিয়া পড়া বোধ। কৃমি হইতে অন্যান্য স্নায়বীয় লক্ষণ।

স্পাইজিলিয়া— প্রতি দিন প্রাতে জল খাওয়ার পুর্ব্বে ওক্কার ভাব, কিছু খাইলে বা বমনের পর সুস্থ বোধ। কনিনীকা প্রসারিত। তির্য্যকদৃষ্টি। মুখ ফেঁকাশে। নাকের ভিতর শুর্ শুর্ করিয়া উঠা। বোধ হয় গলা বহিয়া যেন কৃমি উঠিতেছে। আহারের পর অথবা যাহা কিছু আহার করিয়াছে তাহা বমন করিলে সুস্থ বোধ, তৎসঙ্গে পাকস্থলী হইতে টক উদ্গার। পেটে বেদনা রাত্রে শুষ্ক কাশি। অত্যন্ত হৃদকম্পন। মুখ পাংশু ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক হরিদ্রাবর্ণ ([illegible] কাল বা[illegible])।

সাইলিসিয়া— কৃমিজনিত পেট বেদনা তৎসঙ্গে মলবদ্ধ অথবা কঠিন মল। চক্ষুদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ বা নীলবর্ণ অথবা লালাভ। রক্ত সংযুক্ত মল। পেট ফাঁপা ও গড়গড় করিয়া পেট ডাকা।

সালফার— নাকের ভিতর শুর্ শুর্ করে, গুহ্যদ্বারে শুর্ শুর্ করে ও খোঁচায়। কেঁচোর ন্যায় বড় কৃমি এবং ফিতার ন্যায় কৃমি। আহারের পূর্ব্বে ওক্কার, আহারের পর অজ্ঞান ভাব, রাত্রে অস্থিরতা। বেলা ১১ টায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত শরীর দুর্ব্বল বোধ, পুনঃ২ অস্থির ও দুর্ব্বল অবস্থা। গুহ্যদ্বারে লোনছা বা খসড়িয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থা বোধ হয়। গায়ে চর্ম্মোৎপাত (পাসটিউলার ইরাপসন)।

ষ্ট্যানাম্— মানসিক জড়তা। মুখমণ্ডল ফেকাশে। চক্ষু বসিয়া যাওয়া, সঞ্চালন করিলে মুখমণ্ডল দিয়া যেন অগ্নিশিখার ন্যায় নির্গত হয়। পেটে বেদনা, চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। নিশ্বাস দুর্গন্ধময়। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অন্য সময় উপযুক্ত পরিমাণ আহার করিতে পারে না। আহারের পর বমনেচ্ছা। বহুপরিমাণ জলবৎ, বর্ণহীন প্রস্রাব। অস্থিরতা। নিদ্রাবস্থায় শিশু কোঁকায়। অথবা ভীতি প্রকাশ করে। মিউকাস্ সহ বড় বড় কৃমি নির্গত হয় (স্পাইজি, মার্ক)।

* টেরিবিন্থিনা— গুহ্যদ্বারে খোঁচান এবং জ্বালা, বোধ হয় যেন কৃমি হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ফিতার ন্যায় কৃমির, খণ্ড সকল নির্গত হয়। শীতল জল দিলে গুহ্যদ্বারের জ্বালা নিবারণ হয়। অন্ত্রসমূহের উত্তেজিত অবস্থা। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। যাহা কিছু খায় একেবারে তাহা গলাধকরণ করে। উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। দুর্গন্ধময় শ্বাস প্রশ্বাস। দমবন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ। থক্২ করিয়া শুষ্ক কাশি। আক্ষেপ এবং ক্রন্দন, রাত্রিতে অনিদ্রাবস্থা। ভীত হইয়া যেন চীৎকার করিয়া উঠে। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সকল মোচড়াইতে থাকে।

টিউক্রিয়াম্— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির দরুণ গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত চুলকান।

**কৃমি সম্বন্ধে**
**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।**

ইউরোপীয় ধাত্রীরা কৃমিগ্রস্ত বালকদিগের গুহ্যদ্বারে রাত্রিতে শয়ন কালীন চর্ব্বি দিয়া রাখেন তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি অনেক হাঁটিয়া আপনা হইতেই বহির্গত হইতে থাকে।

কেহ কেহ কোয়াসিয়ার জল অর্থাৎ ইনফিউসন্ সহ কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা গুহ্যদ্বারে পিচকারী করিতে উপদেশ করেন। কোয়াসিয়া জল বয়স্কের জন্য ১ ঔন্স ও শিশুদের জন্য অর্দ্ধ ঔন্স দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশীয় কবিরাজেরা জয়ন্তী পুষ্পের পত্র দ্বারায় রুটী প্রস্তুত করিয়া সেই রুটী দ্বারায় পেটের উপর স্বেদ দিতে ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ এই রুটী দ্বারা পেট আবৃত করিয়া তদুপরি একখানি বস্ত্র ভাঁজ করিয়া স্থাপন করেন, এবং তাহা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা পেটে বাধিয়া রাখিয়া থাকেন। অল্প জালের উপর তাওয়া রাখিয়া তাহাতে জয়ন্তীর পত্র ছড়াইয়া দিয়া হস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে চাপন দিলেই সুন্দর রুটীর ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। তাহাকেই জয়ন্তীর রুটী বলে। এই প্রকার রুটী বাঁধিলে পেটে এক প্রকার ফোমেণ্ট্ করা কার্য্যের ফল হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উদরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহের সুক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয়। উদরে কৃমি না থাকিলেও ইহাতে কৃমি

উৎপাদনের কারণ ও তজ্জনিত লক্ষণ সমূহের অনেক উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ বলেন " ইণ্ট্যাষ্টাইন সমূহের টিসু-মেটামরফসিস্ " অর্থাৎ "অন্ত্রের নির্ম্মাপক পদার্থের ধ্বংস" ও পরিবর্ত্তন হইয়া কৃমির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ প্রকার ব্যাণ্ডেজ পেটের উপর থাকিলে উক্তরূপ টিসুধ্বংস সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়।

আমাদের দেশীয় চিকিৎসকেরা অপরিষ্কৃত গুড়, চিনি, কলা ইত্যাদি পদার্থ, কৃমিধাতুগ্রস্ত বালককে খাইতে নিষেধ করেন। অপরিষ্কৃত এবং সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত অবস্থায় রক্ষিত চিনি গুড় ইত্যাদিতে মক্ষিকা সকল ডিম্বপাত করিয়া রাখে, তদ্বারা এক প্রকার কৃমির উৎপত্তি হয়; এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্যেই তাঁহারা এই প্রকার মিষ্টদ্রব্য খাওয়া অবিহিত বিবেচনা করেন।

কৃমি সম্বন্ধে কয়েকটী উপসর্গের চিকিৎসা।} : ——

গুহ্যদ্বার চুলকাইলে— ইগ্নে, ম্যারা, সাল্ফা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা— মার্ক।

লাল পড়া ও বমনেচ্ছা— ফেরা।

রাত্রিকালে স্পেজম বা আক্ষেপ— ভেলিরি।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ বোধ ও উদরের উপরিভাগে বেদনা — নক্স-ভ।

রাত্রিতে পেট বেদনা, লালা নিঃসরণ, আক্ষেপ, উত্তেজনা, কম্প— চায়না, ভেলিরি।

কন্‌ভল্‌সন্ বা আক্ষেপ— বেল্, ক্যাম্মো, হাইয়স্, , ইগ্নে, ষ্ট্র্যামো।

বিভীষিকা দর্শন— বেল্।

কৃমিগ্রস্ত ধাতুবিশিষ্ট হইলে— ক্যাল্ক-কা, সাইলি, * সাল্ফা, মার্ক।

——০——

# ফ্লেটুলেন্‌স্‌ বা পেট ফাঁপা।

( ১০৭ পৃষ্ঠায় "উদর" দেখ )।

১। এই অধিকারে—(১) এসাফি, * চায়না, নক্স-ভ, পাল্‌স, * আর্স, ** টেরিবিন্থ, সাল্‌ফা; (২) ইস্কিউ, অবম্‌, বেল্‌, ক্যাক্টা, * কার্ব-ভেজি, সীষ্টা, ক্যামো, ককিউ, কষ্টি; (৩) এস্কেল্‌পি, ম্যাগ্‌নাস্‌, ব্যাপ্‌টি, ক্যাল্‌কে, ফস্‌, ক্যাপ্‌সি, কলোফাই, কলিঙ্গো, কলোসি, ফেরা, জেল্‌স, * গ্র্যাফা, আইরিস্‌, ল্যাকে, * লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, * নক্স-ম, ফাইটো, রুমেক্স, সেম্বু, জিঙ্ক্‌ ও ভিরাট্‌।

২। যদি অন্যায় আহার হেতু পেট ফাঁপে তবে—(১) চায়না; (২) ব্রাই, সিপা, লাইকো, পিট্রো; (৩) এলো, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌মিয়া, মেলিফোলী, পাল্‌স, সিপি ও ভিরাট্‌ দেওয়া যায়।

৩। মদ্যাদি সেবনের পর পেট ফাঁপিলে—(১) নক্স-ভ; (২) চায়না, ককিউ, ফেরা ও ভিরাট্‌ দিলে উপকার হয়।

৪। শূকরের মাংস, চর্ব্বি, ঘৃত বা তৈলাক্ত পদার্থ আহারের দরুণ পেট ফাঁপিলে—(১) চায়না, কল্‌চি, * পাল্‌স; (২) কার্ব-ভেজি, ন্যাট্রা-মিউ।

৫। পেট ফাঁপা অত্যন্ত গুরুতর হইলে—ইস্কিউ-হি, এগার, ** কার্ব-ভ, * চায়না, সীষ্টা, কলিঙ্গো, * কর্ণা, জেল্‌স, নেক্সাল্‌, * গ্র্যাফা, ক্যাল্‌মিয়া-ল্যা, ল্যাকে, * লাইকো, নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ ফস্‌, ফস্‌-এসি, প্লাম্বা, সেম্বু, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ** টেরিবি।

৬। পেট ফাঁপার দরুণ নিতান্ত কষ্ট ও উদ্বেগ হইলে—ক্যাপ্‌সি, * কার্ব-ভ, * চায়না, ল্যাকে, * নক্স-ম, * নক্স-ভ * ফস্‌, পাল্‌স, সাল্‌ফা দেওয়া উচিত।

৭। অজীর্ণ বশতঃ পেট ফাঁপিলে—(১) কার্ব-ভ, কষ্টি, * সিপা, * চায়না, * সীষ্টাস্‌, কোনা, গ্র্যাফা, হিপার, আইয়, ক্যাল্‌মিয়া, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্‌, সাইলি, ও সাল্‌ফার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

৮। প্রাতঃকালে পেটে বেদনা বোধ হইলে—এলাম্, এসাফি, ব্যারাইটা, ক্যাক্টা, কার্ব-এ, কষ্টি, ক্যামো, নেফাল্, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ ও ফস্।

৯। পেট গড়মড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে— য্যাগা, এন্টি, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কলোফাই, কষ্টি, চায়না, কমোক্ল্যাডি, জেল্স, হেলে, ইগ্নে, আইরিস, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, ফাইটো, ফস্-এসি, পাল্স, সাবসা, সিপি, সাল্ফ ও ভিরাট্ প্রয়োগ করিবে।

১০। অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকিলে—ইস্কিউ-হি, য্যাগা, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, সিষ্টা, কলিঞ্জো, কর্ণাস্, জেল্স, নেফাল্, গ্র্যাফা, হেলে, ক্যাল্মিয়া, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েন্, ফস্, প্লাম্বা, সেঙ্গু ও ভিরাট্।

১১। বায়ুনিঃসরণে গন্ধ না থাকিলে— য্যাগ্নস্, বেল, কমোক্ল্যাডি কার্ব-ভ এবং লাইকো ব্যবহারে উপকার হইবে।

১২। „ অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে— আর্ণি, আর্স, এসাফি, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, চায়না, কর্ণাস্, গ্র্যাফা, আইরিস, জুগ্লা, ফাইটো, প্লাম্বা, সোলি, পাল্স, সেঙ্গু, সাইলি ও সাল্ফা।

১৩। „ সামান্য দুর্গন্ধ থাকিলে— আর্ণি, আর্স, কার্ব ভ, ইগ্নে, আইরিস, ওলিয়েণ্ডা, পাল্স এবং সাল্ফা।

১৪। „ পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে— আর্ণি, ক্যামো, কফি, সাল্ফা, এন্টি-টার্ট, টিউক্রিয়ম্;

১৫। বায়ু-নিঃসরণ গরম— একোন্, এলোজ্, ক্যামো, ফস্, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্ কার্ব-ভ, চায়না এবং শীতল বায়ুনিঃসরণে কোণা প্রয়োগ করিবে।

১৬। „ রসুনের গন্ধবিশিষ্ট— এগা, এসাফি, মস্কা, ফস্।

১৭। „ অম্ল গন্ধবিশিষ্ট—আর্ণি, ক্যাল্ক, ক্যামো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাল্ফা।

১৮। „ অত্যন্ত শব্দ করতঃ— কষ্টিক, ল্যাকে, মার্ক, স্পাইজি, টিউক্রি, এবং জিঙ্ক্ দেওয়া যায়।

পেট ফাঁপা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব :—

কার্ব-ভেজি— অম্ল এবং পচা উদ্গার। পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহের বায়ুপূর্ণাবস্থা। বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন অর্থাৎ বুক ধড়ফড়ানি। সজল অথচ উষ্ণ দুর্গন্ধময় বাতকর্ম্ম। পেট গড়গড় করিয়া ডাকা; দুর্গন্ধময় অথবা একেবারে গন্ধশূন্য বায়ুনিঃসরণ হওয়া। নানাবিধ উপকরণযুক্ত খাদ্য দ্রব্য নিয়ত আহারের দরুণ এই পীড়ার উৎপত্তি।

ক্যামোমিলা—অম্ল অথবা সাধারণ বাতাসের ন্যায় উদ্গার। ঢাকের ন্যায় পেট ফাঁপিয়া উঠা। সর্ব্বদা অল্প পরিমাণ অর্থাৎ (অযথেষ্টরূপে Insufficiently—প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প পরিমাণে) বায়ু নিঃসরণ হওয়া। সময় ২ পেটে শূল বেদনার ন্যায় বোধ হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশ অর্থাৎ পাঁজরের নিম্নভাগে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া বক্ষের মধ্যে তীব ছুটার ন্যায় বেদনা উৎপাদন করে।

চায়না— উদর স্ফীত পাকস্থলীতে যন্ত্রণা; উদ্গার ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধবিশিষ্ট অথবা তিক্ত বিশেষতঃ ভোজনের পর পাকস্থলী হইতে অম্লময় শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ গ্যাস্ট্রিক জুস (Gas'ric Juice) উঠিতে থাকে। অন্ত্র সমূহের মধ্যে অত্যন্ত * গাঁজলান বা উৎসেচন অবস্থা (Fermentation.) হয়। পেট এমনি আঁটিয়া পূর্ণ হয় যে, উদ্গার হইলেও কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় না। অপরিপাক বশতঃ বিশেষতঃফল খাওয়া কিম্বা মদ্য পান হেতু পেটের ভিতর টাঁশিয়া ২ বেদনা উপস্থিত হয়।

কাকিউলাস— পেট ডাকিতে থাকে। অপরিপাক বশতঃ পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে; রাত্রিতে ফাঁপা ও বেদনা বৃদ্ধি পায়। কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। তলপেটের দিকে ভার বোধ ও পেটের উর্দ্ধদিকে বমনের ন্যায় ভাব হইতেথাকে। তলপেটের দুই পার্শ্বে এমন বোধ হয় যেন সমস্ত ঠেলিয়া বাহির হইবে। ঘন ঘন অল্প পরিমাণে মলত্যাগ ও তৎসঙ্গে বায়ু নিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্— উদ্গারে আরাম বোধ হয়। পাকস্থলীর উপরে টিপিলে [illegible]বেদনা লাগে। পেট ফাঁপা ও তাহাতে এমন বেদনা যে, কোন প্রকার ভার সহ্য হয় না। অন্ত্র বদ্ধ বায়ুর জন্য পেটফাঁপা।

লাইকোপোডিয়ম্—পেট গল্ গল্ করিয়া ডাকা। বিশেষতঃ বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে। অন্ত্রের বিশেষ কোন স্থানে বায়ু আবদ্ধ হইয়া ফুলিয়া উঠা। নিম্নদিকে মূত্রস্থলী ও রেক্টামের ( Rectum ) উপর এবং উর্দ্ধে উপর পেটে ভাব এবং পূর্ণতা বোধ। পেট ফাঁপা এবং পা শীতল অবস্থাপন্ন।

নক্স-ভমিকা—বুক এবং মস্তকের দিকে ভার বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। অন্ত্র-বদ্ধ বায়ু কর্ত্তৃক পেট ফাঁপা; এবং প্রাতে ও আহারের পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়।

পালসেটিলা—পেট ফাঁপা ও বেদনা; সন্ধ্যা রাত্রিতে আহারের পর ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। উপর পেটে ভার বোধ। বায়ু এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়।

সিপিয়া—ভালরূপ পিত্ত ক্ষরণের অভাবে পেট ফাঁপা। সামান্য আহারেই পেট ফাঁপিয়া উঠা। শয়ন করিলে পেট ডাকিতে থাকে। দুর্গন্ধময় বাত কর্ম্ম হয়।

সাল্ফেট্ অব এনিলিন্—অত্যন্ত পেট ফাঁপা। আহারে অনিচ্ছা; মুখ বিস্বাদ; কোষ্ঠবদ্ধ; ফল, দাইল ও কপি ইত্যাদি খাইয়া পেট ফাঁপিলে এই ঔষধে অতি উপকার দর্শে।

সাল্ফার ( Sulphur )— পেট ফাঁপা; উদর প্রসারিত হওন; পুনঃ পুনঃ পেট ডাকা, উদ্গার এবং বাতকর্ম্মে আরাম বোধ। কোন চর্ম্মরোগ গুপ্তভাবে বসিয়া গেলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হয়।

---

# উদ্গার ইত্যাদি।

( উদ্গার, বুক জ্বালা, পাকস্থলীতে জ্বালা, গলা বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য উঠা ইত্যাদি )।

১। এই সমস্ত অধিকারে—( ১ ) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কোনা, ইগ্নে, মার্ক, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, সিপি, সাল্ফ, ভিরেট্রা; ( ২ ) এমোনি, আর্ণি, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, [illegible] ন্যাট্রা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, ভ্যালি; ( ৩ ) এলাম্, এম্ব্রা, [illegible]

বেল্, ক্যালা, ক্যান্থা, ক্যাপ্‌সি, চায়না, সিনা, সিকিউ, ক্রোকা, সাইক্ল্যা, ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, মেজি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফ্লুডো, স্ট্যাবাড়ি, সার্সা-প্যারি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, থুজা; (৪) ইস্কিউ-, হিপো, ডাযোস্কো, হাইড্রাষ্ট, পাল্‌স প্রধান ঔষধ।

২। পুনঃপুনঃ অত্যন্ত উদ্গার উঠা—(১) * আর্ণি, * বেল্, * ব্রাই, * কার্ব-ভ, কষ্টি, * ককিউ, * কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, * মার্ক, * ন্যাট্রা-মি, * নক্স-ভ, * ফস্, * পাল্‌স, * থ্রাস্, রুটা, সিপি, ষ্ট্যাফি, * সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা; (২) এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি-মি, এণ্টি, ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, চায়না, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মিউর-এসি, পিট্রো, স্যাবাডি, সার্সা-প্যারি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভ্যালি, (৩) ইস্কিউ, ব্যাপ্‌টি, কলোসি, ইউ-পেটো-পারফো, আইরিস্, গডো।

৩। উদ্গার উঠিতে বেদনাবোধ—ককিউ, নক্স-ভ, পিট্রো ফস, স্যাবাডি, সিপি।

৪। উদ্গার উঠাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা—এম্ব্রা, আর্জেণ্ট-নাইট্রাম্, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকেসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, ফস্, প্লাম্বা, পাল্‌স্, থ্রাস সাল্‌ফা, জিঙ্ক।

৫। উদ্গারাধিকারে—* ইগ্নে, * এণ্টি-ক্রু, * আর্ণি, * ককিউ, * কোনা * ব্রাই, * বেল্, * কার্ব-ভ, চায়না, সাইক্ল্যামে, ডায়োস্কো, ইপিকা আইরিস্-ভ, পাল্‌স, ন্যাট্রা-মি, মার্ক, ** নক্স-ভ, * ফস্, * সাল্ফ-এসি, ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাণ্টা, রুমে, থ্রাস্ট, সিপি, ভিরেট্রাট সালফার, সার্সা, জিঙ্ক।

৬। উদ্গার তিক্ত—এমোনি-মি, ইগ্নে।

৭। „ যানে উঠিয়া চলিবার সময়—ক্রিয়েজো।

৮। „ অত্যন্ত কষ্টকর এমন কি তাহাতে দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় হইয়া উঠে—* আর্জেণ্ট-না।

৯। „ দুর্গন্ধময়—আর্ণি, এসাফি, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, সোরি [illegible] এণ্টি-টার্ট।

১০। উদ্গার উচ্চৈঃ শব্দে— * আর্জে'ন্ট-না, * কার্ব-ভ, ।

১১। „ পচা তৈলের ন্যায়— * এসাফি, * কার্ব-ভ, * গ্র্যাফা, অ্যানাকার্ড।

১২। „ ডিম্ব পচা ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট— *আর্ণি, *সোরি, *এন্টি-টার্ট।

১৩। টক্— আর্ণি, হিপা, কেলি-কা, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-সা, পিক্রি-এসি, পডো, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

১৪। „ টক্ জলের ন্যায়— * নিকোলাম্।

১৫। হিক্কা— ইথু, কার্ব-ভ, সিকুটা, * এমোনি-মি, * সাইক্ল্যা, * মেরা-ভি, * হাইয়স্, * ইগ্নে, জ্যাবোর্যাণ্ডা, * নক্স-ভ, ট্যাবেকা। (অন্যত্র যথাস্থানে হিক্কার বিস্তারিত বর্ণনা, দেখ)।

১৬। উদ্গার সহ জল উঠিয়া মুখ পূর্ণ হয়— * (আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্-কা, কার্ব-ভ, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, প্যারিস, পিট্রো, ফস্, ব্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা)।

১৭। কিছু যেন গলা বাহিয়া উঠে— * (এসাফি, মার্ক-ক, প্ল্যাটী)।

১৮। উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ-বোধ হয়— এম্ব্রা, এমোনি, এন্টি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ফস্, পাল্স, সাইলি।

১৯। গলা বাহিয়া ভুক্ত দ্রব্য উঠা— (১) আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সাসা, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, টার্টা; (২) এন্টি, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যানা, কোনা, ড্রসি, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

২০। গলা বাহিয়া অপরিপক্ক ভুক্ত দ্রব্য উঠা— (১) ব্রাই ক্যামো, কোনা, ইগ্নে, ল্যাকে, ফস্; (২) এমোনি-মি, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্নে-মি, মেজি, সাল্ফা।

২১। টক্ উদ্গার উঠিলে— (১) ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা; (২) এমোনি, আর্স, বেল্, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, পাল্স, ষ্ট্যানা,

সার্সা, থুজা, ভিরাট্; (৩) হাইড্রাষ্ট, আইরিস, ফাইটো, রবিব্; পডো।

২২। বুক জ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা— (১) এমোনি, ক্যালকে, চায়না, ক্যানা, ক্রোকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সাল ফা; (২) ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-এনি কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, ডাল্কা, গ্রাফা, হিপা, ইগ্নে, আইয়ড্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, স্ট্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল ফ-এসি; (৩) আইরিস্, পডো।

# বমন এবং বমনেচ্ছা।

১। বমন অধিকারে— এণ্টষ্টোন্, একোন, * ব্রাই, *ইথু, *এন্টি-ক্রুড্, আর্ণি, ** আর্স, ব্যাপ্টি, * ক্যামো, বেল্, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, সিকুটা, ক্যাক্টা, * ককিউ, কলোসি, কোপে, ** কুপ্রা, ডায়োস্কো, ইলাট, ** ফেরা, গামি-গা, হিপোমে, আইয়ড্, ** ইপিকা, * আই-রিস্-ভা, জ্যালাপা, কেলি-বা, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, লাইকো, মিউর-এসি, ** ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, নক্স-ভ, প্লাম্বা, লেপ্টা, জ্যাবোর‍্যাণ্ডী, স্ট্যাবাডি, * সিনা, সার্সা, সিলা, * সিকে, সিপি, * সাইলি, * সালফা, *টার্টার-এমি, * ভিরাট্, * পাল্স, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ** ইউরেনো-পারফো, * ড্রসি।

২। বমনের পরই নিদ্রা হয়— ** ইথু, * কুপ্রা।

৩। বমনভাব ও ন্যক্কার উপশম হইয়াও অনবরত বমন হয়— এন্টিক্রুড্।

৪। বমনের পর হস্ত কম্পন ও মূর্চ্ছা— * টার্টা-এমি।

৫। রক্ত বমন— ইংরাজীতে ইহাকে হিমাটিমেসিস্ বলে। ইহাতে (১) * একোন, এলো, ** আর্নি, * আর্স, ** ফেরা, হাইয়স্, ** ইপিকা, নক্স-ভ, (২) এমোনি, * বেল্, ব্রাই, ক্যাম্ফা, * কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, প্লাম্বা, পাল্স, সিকেলী, * ফস, সাল্ফা, ভিরেট্রা-এলবা; (৩) ক্যাক্টা, এরিজি, ইরিজ্ঞিয়াম্, * হেমেমে, রুমেক্স, সেঙ্গু, ভিবার্ট্-ভি, দেওয়া যায়।

৬। বিষ্ঠাবমন— এপো-মরফিন্, বেল্, নক্স-ভ, ** ওপি, সাল্ফা, একোন, ব্রাই, প্লাম্বা, থুজা।

৭। কালবর্ণের বিকৃত রক্ত বমন— (১) এলাম্, * আর্স, ক্যাল্কে, চায়না, ভিবার্ট্, * হেমে, (২) ইপিকা, নক্স ভ, সাল্ফা ইত্যাদি।

৮। অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বমন— (১) ** ইউপেটো-পারফো, * ইপিকা, ** ফেরা, * পাল্স, ক্যামো, চায়না, * এন্টি-ক্রু, * সাল্ফা, * ভিরাট্; (২) ** আর্স, ক্রোটন-টি, কলে সি, ডিজি, হিপা, হাইয়স্, * নক্স ভ, আইরিস্-ভ, কেলি-বা, বোরে, হিপোমে, সাইলি; (৩) বেল, * ব্রাই, এন্টি-টা, ক্যালকে, সিনা, কফিউ, ইগ্নে, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, কেলি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, * ফস্, ষ্ট্রাম্, সিপি, ষ্ট্যান্না।

৯। আহারের পরই তৎক্ষণাৎ বমন হয়— ** আর্স, ইপিকা, * সিকে।

১০। আহারের পর ভুক্তদ্রব্য অম্বল হইয়া বমন হয়— * ক্যাল-কা, হিপা, কেলি-বা, ওলিয়েণ্ডা, পডো, * পাল্স, সাল্ফা।

১১। ভুক্তদ্রব্য কয়েক ঘন্টা অন্তর বমন হইয়া যায়— * ক্রিয়েজো।

১২। চক্চকে তরল পদার্থ বমন— কেলি-বা।

১৩। পানীয় বস্তু পেটে যাইয়া গরম হইবামাত্র উঠিয়া যায়— ** ফস।

১৪। পানীয় পান করিবামাত্র উঠিয়া যায়— ** আর্স, বিসমথ, ক্রোটন-টি, * জিঙ্ক। ** ইউপেটো-পার্ফো।

১৫। ভুক্ত পানীয় পদার্থ বমন— একোন, এণ্টি-ক্রু, * আর্স, হাইয়স, ইপিকা, * ফস * সাইলি, ভিরাট, আর্নি, বিসমাথ, সিনা, সেঙ্গু, স্পঞ্জি।

১৬। আপেক্ষিক গতি অর্থাৎ ঘোড়া, গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি আরোহণ করিয়া চলিলে যে গতি হয়, তদ্দরুণ বমন হইলে— আর্স, ককিউ, কল্‌চি, ফেরা, হাইয়স, পিট্রো, এপো-মরফিন্‌, বেল্‌, ক্রোকা, নক্স-ম, সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, ট্যাবেকাম্‌।

১৭। উদর পূর্ণ করিয়া আহার অথবা গুরুপাক দ্রব্য আহার হেতু বমন— (১) ইপিকা, পালস, (২) এণ্টি, ব্রাই, নক্স-ভ, সাল্‌ফার, (৩ আর্স, ব্রাই, ফেরা, হ্রাস্‌।

১৮। মাতালদিগের বমনে— (১) আস, ল্যাকে, নক্স ভ, ওপি, (২) ক্যাল্‌কে, সাল্‌ফা।

১৯। গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনে— (১) কার্বলিক-এসি, ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্‌ফা, (২ কোনা, ফেরা, পাল্‌স, সিপি, (৩) একোন, আর্স, ক্রিয়োজো, ল্যাকে, ল্যাক্‌টিক্‌ এসি, ম্যাগ্নে মি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ফস, পিট্রো, ভিরাট্‌।

২০। যদি কৃমি হেতু বমন হয়— (১) একোন, সিনা, ইপিকা মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স, সালফা, (২) বেল, কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে।

২১। সূর্য্যোত্তাপ হেতু বমনে— গ্লোনইন্‌।

২২। পিত্ত বমন— (তাহা দেখিতে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বাদ তিক্ত)— (১) এণ্টি-ক্রুড, ** ক্যামো; * নক্স-ভ, (২) একোন, এপিস্‌, ** আর্স, বেল্‌, ** ব্রাই, * ইপিকা, কেলি-কা, * মার্ক, ফস্‌, * সিনা, * সিপি, ভিরেট্রা; (৩) আর্নি, ক্যানা, চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, কলোসি, কুপ্রা, কোনা, ডিজি, ড্রসি, ইগ্নে, জ্যাট্রোফা, ** ন্যাট্রা-মি, কেলি-বাই, ল্যাকে, লাইকো, পডো, পিট্রো, * পাল্‌স, র‍্যাফেনা, সিকে, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা, * ভিরেট্রা-ভি, থুজা।

২৩। তিক্ত স্বাদযুক্ত বমন—এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, ব্রাই, কল্চি, গ্র্যাটি, কেলি-বাই, পাল্‌স, সেপ্স। ইউপেটো-পারফো।

২৪। বমনের গন্ধ ও স্বাদ অম্ল—(১) * এণ্টি-ক্রুড্, এপিস্, কেলি-কা, * ক্যাল-কার্ব, * পালস, * সাল্‌ফা, ক্যামো, * চায়না, * আইরিস্-ভা, নক্স-ভ, ** লাইকো, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, পডো, ** ফস, * বোভি, ফস-এসি, (২) আর্স, বেল্, ফেরা, ইপিকা, সাল্‌ফা-এসি, টার্টা, সাল্‌ফা।

২৫। বমনে মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ—(১) আর্স, * পাল্‌স, ইউফরবি, ইপিকা, (২) বেল্, ড্রসি, নক্স-ভ, সাল্‌ফা, (৩) একোন, এণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্‌কে, সাইক্ল্যা, ডিজি, ডাল্‌কা, কেলি-বাই, ওলিয়েণ্ডা, সিকেলী; (৪) ক্যামো, চায়না, সিনা, কোনা, গুয়াই, হিপার, হাইয়স্, ইগ্নে, মার্ক, ভিরাট্, (৫) ইউপেটো-পারফো, আইরিস্-ভ, সেপ্স।

২৬। জলবৎ বমন—(১) * আর্স, বেল্, এলষ্টোন্, ** ব্রাই, ইপিকা, (২) বিসমাথ্, চায়না, ক্রোটন টি, কুপ্রা, ** কষ্টি, ইউফরবি, গ্র্যাটি, হিপা, ওলিয়েণ্ডা, সেস্থ্, সিকেলী, সাল্‌ফা, ট্যাবেকা, টার্টার-এমিটিক্: (৩) আর্ণি, নক্স-ভ, পাল্‌স।

২৭। জলবৎ বমন, তাহাতে চর্ব্বির ন্যায় খণ্ড খণ্ড পদার্থ দেখা যায়—হিপো-মা।

২৮। শরীর সঞ্চালনকরিলেই বমন—* আর্স, ব্রাই, নক্স-ভ, পিট্রো, * ভিরাট্।

২৯। বমন ও তৎসঙ্গে উদরাময়—(১) * আর্স, বেল, কলোসি, * কুপ্রা, ডাল্‌কা, ইপিকা, ফস, * পাল্‌স, * ভিরেট্রা, (২) এপোসাই, আইরিস্-ভ।

*৩০। বমন ফেণাযুক্ত— ইথুজা, ক্রোটন-টি, টার্টার-এমিটিক্, * ভিরাট্।

৩১। „ ফেণাযুক্ত দুগ্ধের ন্যায় সাদা— ইথুজা।

৩২। „ পাণ্ডুবর্ণ— গ্রেটওলা।

৩৩। „ ঈষৎ হরিৎবর্ণ— ইথুজা, এন্টি ক্রুড, আর্জেন্ট-নাইট্রা, ক্যালাসি, ডিজি, হিপা, হিপোমা, জ্যাট্রোফা, ওলিয়েণ্ডা, * সিকেলী, ট্যাগো, টার্টার এমিটিক্।

৩৪। „ উষ্ণ বোধ হয়— পডো।

৩৫। দুগ্ধ বমন— ইথুজা, আর্জেন্ট নাট্রাস, ক্যালকে-ফস, আর্নি।

৩৬। দুগ্ধ দধির ন্যায় জমাট হইয়া বমন— ইথুজা, **এন্টি-ক্রুড, ক্যাল-কার্ব।

৩৭। দুগ্ধ জমাট বড় বড় চাপ চাপ হইয়া বমন— **ইথুজা।

৩৮। দুগ্ধ, মাতাবস্তন্য, বমন— * সাইলি।

৩৯। দুগ্ধ অম্ল হইয়া বমন— * ক্যাল-কার্ব।

৪০। শ্লেষ্মা (মিউকাস্) অণ্ডলালের ন্যায় হইয়া বমন—*জ্যাট্রোফা

৪১। „ দুর্গন্ধময় বমন— ইপিকা, * সিকেলী।

৪২। „ ফেণাযুক্ত, বমন— পডো, এন্টি-টার্ট।

৪৩। „ সবুজ বর্ণবিশিষ্ট, বমন— ইথুজা, আর্স, ব্রাই, * ইপিকা, পডো, ভিরাট্।

৪৪। „ জেলির ন্যায়, বমন— * ইপিকা।

৪৫। „ আঠার ন্যায় হইয়া বমন— আর্জেন্ট-নাইট্রা, ডাল্কা কেলি-বাই।

৪৬। „ হরিদ্রাভ, বমন— আর্স, ব্রাই, কল্চি, ইপিকা, ভিরাট্।

৪৭। তৈলের ন্যায় পদার্থ বমন— ইথুজা, নক্স-ভ।

৪৮। জলীয়ভাগ না উঠিয়া কেবল মাত্র খাদ্যের অভ্যন্তর পদার্থ সমস্ত বমন হইয়া যায়— * ব্যাপ্টিসিয়া।

৪৯। কেবল মাত্র জলীয়ভাগ বমন হইয়া খাদ্যের অভ্যন্তর ভাগ পেটে থাকে— * বিসমাথ্।

৫০। আহারের পর বমন বৃদ্ধি—(১) আর্স, * ফেরা, *ইপিকা, ক্রিয়েজো, নক্স-ভ, পাল্স, * সাল্ফা, ভিরাট্; (২) একোন, আর্ণি, হাইয়স, স্ট্যাটা-মি।

৫১। বমন প্রত্যহ প্রাতঃকালে—(১) ড্রসি, আর্স, * নক্স-ভ, * ভিরাট্; (২) হিপার, লাইকো, স্ট্যাটা-মি, সাইলি।

৫২। „ রাত্রে— আর্স, চায়না, ফেরা, নক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা।

৫৩। „ মদ্যাদি সেবনের পর—(১) আর্স, চায়না, ফেরা, ভিরাট্; (২) একোন্, আর্ণি, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি।

৫৪। „ প্রথমে মিউকাস্ ও পরে পিত্ত— ভিরাট্।

৫৫। „ „ মিউকাস্ ও পরে ভুক্তপদার্থ—আর্স, ওলিয়েণ্ডা।

৫৬। „ „ খাদ্য পরে পিত্ত— স্ট্যাটা-মি, ফস, জিঙ্ক্।

৫৭। „ „ খাদ্য ও পরে মিউকাস্—ড্রসি, নক্স-ভ, সিলিনি।

৫৮। „ „ খাদ্য ও পরে জলীয়ভাগ— ফেরা, পাল্স।

৫৯। „ „ জলীয় ও পরে খাদ্য— ইপিকা, ম্যাগ্নে, নক্স-ভ, সালফা।

৬০। „ তিক্ত ও লবণাক্ত— সাইলি।

৬১। „ তিক্ত ও অম্ল— টার্টা, ইপিকা, পাল্স।

৬২। „ চাপ চাপ রক্ত— আর্ণি, কষ্টি।

৬৩। „ কটা রং বিশিষ্ট— আর্স, বিস্মাথ্, ফস্, মেজি।

৬৪। „ দুর্গন্ধ—ব্রাই, ককিউ, নক্স-ভ, কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো।

৬৫। „ কেবল মাত্র অতরল পদার্থ— আর্স, ব্রাই, কুপ্রা, ফস্, পাল্স, সাল্ফা, ভিরাট্।

৬৬। „ কেবল মাত্র তরল পদার্থ— আর্স, ডাল্কা, মার্ক-কর, সাইলি।

৬৭। „ লবণযুক্ত পদার্থ— আইয়ড্, ম্যাগ্নে, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৬৮। বমন মিষ্ট পদার্থ— ক্যাল্কে, ক্রিয়েজো, প্লাম্বা।
৬৯। „ কেবল মাত্র জল— বিস্মাথ্।
৭০। অনবরত ওয়াক্ পাড়া— ব্যারিয়াম-মি।
৭১। „ পচা ডিম্বের ন্যায় উদ্গার উঠে— আর্নি, ব্রোমি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, ম্যাগ্নে-সালফ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যান্না, ভ্যালি।
৭২। „ ন্যক্কারভাব অথচ তৎসহ বমন নাই— বেল্।
৭৩। গর্ব্ভাবস্থায় রুটী খাইতে বমনভাব— সিপি।
৭৪। হঠাৎ বমন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে— একোন্, আর্নি, * ইথু, আস, ক্যাম্ফো, ব্রাই, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ভিরেট্রা।
৭৫। অত্যন্ত বেগের সহিত বমন— বিস্মাথ্।
৭৬। মাথা উঠাইলেই বমন হয়— সিকুটা।
৭৭। আহারের চিন্তা করা মাত্র বমন— সিপি, ড্রসি।
৭৮। খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাত্র বমন— কল্চি।
৭৯। মাতালদের বমনে— নক্স-ভ।
৮০। ফেণাযুক্ত বমন হয় ও তৎসঙ্গে নাড়ীর সবিরাম গতি থাকে— ভিরেট্রাম্-এলব।

---

# বমনেচ্ছা বা ন্যক্কার।

১। বমনেচ্ছা— (১) * আর্জেন্ট-নাইট্রা, * আর্স, * কল্চি, * কলোসি, চায়না, * ক্রোটন্-টি, ** ইপিকা, * হ্রাস্, স্ট্যাবাস্ভি, সিকেলি, * সাল্ফা, * ট্যারেকাম্, * এন্টি-টার্ট, ইউপেটো-পারফো, * ভিরাট্, জিঙ্ক; (২) এপিস্, আর্নি, ইগ্নে, ব্যাপ্টি, বেল্, বিস্মাথ্, * ইলাট, * কার্ব-ভ, বোভি, ব্রোমি, ক্যাম্ফ, ককিউ, কোনা, সাইক্লা, ডিজি, ডাল্কা, গ্র্যাটি, গামি-গাটি, হিপা, আইরিস্-ভ, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, জ্যালাপা, লেপটাণ্ড্রা, * লাইকো, মার্ক-ভাই,

নাইট্রিক-এসিড (? ) -এসি, * ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * নক্স ভ, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, প্ল্যাণ্টেগো, * পাল্‌স, প্লাম্বা, ফস্‌, পডো, রুমে, সাসা, * সাইলি সিনা, সিপি,।

২। জল পানের পর ন্যক্কার—*আর্স, আর্ণি, *ইউপেটো-পার্ফো

৩। জল খাইলে বমনেচ্ছা নিবারণ হয়— লোবি।

৪। বমনেচ্ছা অথচ গলা চাপিয়া ধরে (ওয়াক পাড়া)— **বিস্‌মাথ্‌,** কলোসি, এসাবাম্‌, আর্স, ক্রোটন, হেলে, বেল, ইগ্নে, জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই, * ক্রিয়েজো, ইপিকা, * পডো, * সিকেলী * এণ্টি-টার্ট।

৫। সদ্য মাংস আহারের পর বমনেচ্ছা— * কষ্টি।

৬। বমনেচ্ছা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রেযায়— ওপান্ট।

৭। উঠিয়া দাঁড়াইলে বমন ইচ্ছা হয়—* পিক্রি-এসি, ** ব্রাই।

৮। খাদ্য বস্তু দৃষ্টিমাত্র বমন ইচ্ছা— * আর্স, ** কল্‌চি।

৯। খাদ্য দ্রব্য, ব্রথ, ডিম্ব, চর্ব্বি, মৎস্য ইহাদের গন্ধে বমন ইচ্ছা— ** কল্‌চি।

১০। আপন মুখের থুথু গলাধঃকরণ করিলে বমন ইচ্ছা— ** কলচি।

১১। বমনের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—— মস্তিষ্কের কন্‌জেশ্চন্‌ বা উত্তেজনা অবস্থা হেতু বমনে মস্তকে শীতল জলের পটী কিম্বা বরফ ব্যবহার করিলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বমন নিবারনার্থ পাকস্থলীর উপরমাষ্টার্ড প্লাষ্টারপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনেক সময় কোল্ডকম্প্রেস্‌ পাকস্থলীর উপর রাখিলে উপকার হয়। একখান নেকড়া ভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পাকস্থলীর উপর রাখিয়া তদুপরি একখানা কচি কলাপাতা দিয়া পরে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা তাহা বান্ধিয়া রাখিলে সুন্দর কোল্ডকম্প্রেস হয়। অনেক সময় বরফ খাইতে দিলে বমনের উপকার হয়। অন্যান্য পথ্য বমন হইয়া উঠিয়া গেলে মুড়ি ভিজান জল কিম্বা চিড়ার ক্বাথ খাইলে পেটে থাকে।

# ক্ষুধা
# ও
# আহারে ইচ্ছা।

( Appetite. )

১। অত্যন্ত ক্ষুধা— * ব্যারি-কার্ব, * ক্যাল-কা, * ক্যাল-ফস্, কলোসি, * আইয়ড্, লাইকো, * মার্ক-ভ, ন্যাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ডা, ফস্-এসি, * সোরি, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, ** সাল্ফা, ভিরাট্, * সিনা।

২। ” ” বমনের পর— ওলিয়েণ্ডা।

৩। ” ” ১০ টা হইতে ১১ টা বেলা পর্য্যন্ত— **সাল্ফা, জিঙ্ক্।

৪। ” ” তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ( তৃপ্তিমত আহার না করিলে )— * ফস্।

৫। ” ” কুইনাইন সেবনের পর— *নক্স-ভ, ফস্, ষ্ট্যাফি।

৬। ” ” খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না— এণ্টি-ক্রুড্।

৭। ” ” খামখেয়ালীযুক্ত (কখন আছে কখন নাই)—*সিনা।

৮। ক্ষুধা অত্যন্ত, একবার বমন করার সময় হইতে অন্য বারের বমন পর্য্যন্ত— * ভিরাট্।

৯। ” ” সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা—কার্ব-এনি, ** মিনিয়াছি, পিট্রো, * ভিরাট্ ** ( ক্যাল্-কা, চায়না, সিনা, আইয়ড্, লাইকো, নক্স-ভ, সাইলি, ভিরাট্ )।

১০। ” ” ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও তৃষ্ণা— স্পাইজি।

১১। ” ” কিন্তু আহারে অনিচ্ছা— * সোরি, ** ক্লাস্, ** ন্যাট্রা-মি, ** ওপি।

১২। ” ” কিন্তু খাইতে পারে না— ব্যারাইটা।

১৩। ” ” কিন্তু মস্তকে বেদনা ( যদি সে আহার না করে )— * লাইকো।

১৪। খাইতেইচ্ছা,। অম্ল দ্রব্য—(১) এলাম্, ** (একোন, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, আর্স, বোরা, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, হিপ্পা, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, ফস্, পাল্স, স্যাবাইনা, সিলা, সিপি, ষ্ট্যামো, সিকেলী, সাল্ফা, ভিরাট্), (২) সিনা, সিষ্টাস্, কিউবেব্, ডিজি, ম্যাগ্নে, পডো, সোরি।

১৫। " আতা—এলোজ, ** এণ্টি-টার্ট।

১৬। " বিয়ার অথবা অন্য কোন প্রকার মদ্য—এলো, কেলি-বাই, মার্ক-কর, পাল্স, সাল্ফা, কষ্টি, হ্রাস্, কেলি-বা।

১৭। " তিক্ত দ্রব্য—ডিজি, ** ন্যাট্রা-মি।

১৮। " কাফি কিন্তু ইহাতে বমনোদ্রেক হইতে থাকে—ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, কোনা।

১৯। " শীতল পানীয়—* ডাল্কা, ** ফস্, সাইলি, * ভিরাট্।

২০। " শীতল খাদ্য অথবা পানীয়—আর্স, বেল্, ব্রাই, ** ফস্, হ্রাস্, সাইলি, টার্টার-এমি, * ভিরাট্।

২১। " শীতল খাদ্য—* ফস্, ** ভিরাট্।

২২। " শীতল দুগ্ধ—** হ্রাস্, চেলি।

২৩। " শীতল জল—হ্রাস্, * ভিরাট্, * আর্স।

২৪। " শীতল ফল—** ভিরাট্, চায়না, কিউবেব্, ম্যাগ্নে-কা, টার্টারী।

২৫। " ফলের জুস—** ভিরাট্।

২৬। " খাইতে ইচ্ছা সরস ফল—এণ্টি-টার্ট, * ফস্-এসি, পাল্স ** ভিরাট্, এলোজ।

২৭। " প্রত্যেক বস্তুই শীতল অবস্থায়—ফস্, ** ভিরাট্, * সাইলি।

২৮। " সরস ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য—* ফস্-এসি, পাল্স, ** ভিরাট্।

২৯। " লিমনেড্—ইউপে-পারপি, * সিকেলী, সাইক্ল্যা, পাল্স।

৩০। " বরফ দেওয়া দুগ্ধেরসর (কুল্ফি)—ইউপে-পারফো, হ্রাস্।

৩১। খাইতেইচ্ছা, বরফ দেওয়া জল— *ফস্, হ্রাস, **ভিরাট্।
৩২। „ কিন্তু খাইতে দিলে খায়না— ব্রাই।
৩৩। „ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য— আর্স, নক্স-ভ, কিউবেব্, সাল কা।
৩৪। „ রুটি— কিউবেব্, গ্র্যাটি।
৩৫। „ মাখন— মার্ক-ভ,।
৩৬। „ চাখড়ি— নাইট্রি এসি, নক্স-ভ।
৩৭। „ অঙ্গার— এলুমি, সিকুটা।
৩৮। „ লবঙ্গ— এলুমি।
৩৯। „ মসল্লা— * হিপা।
৪০। „ মৃত্তিকা— * এলুমি, নাইট্রি-এসি।
৪১। „ ডিম্ব— ক্যাল্-কা।
৪২। „ চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য— নাইট্রি-এসি, * নক্স-ভ।
৪৩। „ ইলিশ্ ইত্যাদি মৎস্য— নাইট্রি-এসি।
৪৪। „ গরম পানীয় * চেলি, কুপ্রা।
৪৫। „ বদ্ হজ্মি পদার্থ— এলুমি।
৪৬। „ বাদাম— কিউবেব্।
৪৭। „ পেঁয়াজ— কিউবেব্।
৪৮। „ কমলা লেবু— কিউবেব্।
৪৯। „ ঝিনুক— ল্যাকে, * ন্যাট্রা-মি, হ্রাস।
৫০। „ পরিষ্কার নেকড়া— এলুমি।
৫১। „ শুষ্ক চাউল— এলুমি।
৫২। „ মেজাজ্ ঠাণ্ডাকারক কোন বস্তু— ফস্ এসি।
৫৩। „ লবণ— ন্যাট্রা-মি।
৫৪। „ লবণযুক্ত আহারীয় সামগ্রী— ক্যাল্-কা, ক্যাল্ ফস্, কোনা, ন্যাট্রা-মি।
৫৫। খাইতেইচ্ছা, মসল্লা সংযুক্ত পদার্থ সকল— ফ্লুওর-এসি হিপা।
৫৬। „ স্পিরিট্— আর্ণি, আর্স, কুপ্রা, পাল্স।
৫৭। „ ষ্টার্চ নামক পদার্থ (এরারুট ইত্যাদি) এলুমি, নাইট্রি এসি।

৫৮। খাইতে ইচ্ছা চিনি— ** আর্জেন্ট-না, কেলি-কা।

৫৯। ,, অন্যান্য মিষ্ট পদার্থ— ক্যাল্-কা, ইপিকা, লাইকো, ম্যাবাডি, সাল্ফা, আর্জেন্ট-না।

৬০। ,, চা— হিপা।

৬১। ,, উষ্ণ খাদ্য— বুপ্রা।

৬২। ,, মদ্য— ব্রাই, ক্যাল্-কা, চেলি, চায়না, কিউবেব্ হিপা, ল্যাকে।

৬৩। অনিবার্য্য স্পৃহা, অম্ল পদার্থে— এলাম্, এন্টি-টা, কেলি-বা ম্যাগ্নে কা, কোনা, ডিজি।

৬৪। ,, ,, অম্ল পানীয়ে— ** ইউপেটো-পারফো, *ম্যাগ্নে-কা।

৬৫। ,, ,, এলকোহলে— * আর্ণি, আর্স, * পাল্স।

৬৬। ,, ,, বিয়ার নামক মদ্যে— * ক্ক-ভ, * সাল্ফা।

৬৭। ,, ,, তিক্ত পদার্থে— ন্যাট্রা-মি।

৬৮। ,, ,, ব্রাণ্ডি মদ্যে— নক্স-ভ, সাল্ফা।

৬৯। ,, ,, চাখড়ি, কয়লা, কাফি চূর্ণ, পরিষ্কৃত নেকড়া ইত্যাদি জন্য— এলুমি।

৭০। ,, ,, সুখাদ্য পদার্থ জন্য— ইপিকা।

৭১। ,, ,, চর্ব্বিতে— নাইট্রি-এসি।

৭২। ,, ,, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে — নক্স-ভ।

৭৩। ,, ,, মাংস আহারে— ** ক্যাম্বা, ম্যাগ্নে-কা, **মিনি-য়েন্থ।

৭৪। ,, ,, দুগ্ধে ( যাহা খাইলে অপকার দেয় না এপিস্, চেলিডো।

৭৫। ,, ,, দুগ্ধে ( যাহা সহ্য হয় না )— কার্ব-ভ।

৭৬। ,, ,, ঝিনুক খাইতে (সহ্য হয় না)— ** লাইকো।

৭৭। ,, ,, লবণে— ক্যাল্ কা, ** ন্যাট্রা-মি।

৭৮। ,, ,, স্পিরিট যুক্ত মদ্যে— ওপি, পাল্স।

৭৯। ,, ,, উত্তেজক পদার্থে— পাল্স।

৮০ ,, ,, মিষ্ট দ্রব্যে— ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি সাল্ফা।

———:( ):———

# অরুচি।

১। অরুচি— যদিচ ইহা সামান্য লক্ষণ বটে, তথাপি কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে, চিকিৎসা না করিলেই হইতে পারে না :— (১) এন্টি, আর্ণি, ক্যাকটা, চেলোন, চায়না, হিপা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্, সালফা; (২) ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, সিমিসিফিউ, সাইক্লেমে, জেলস্, হেলোনি, হাইড্রাষ্ট, আইরিস্, লোবে, ন্যাট-মিউ, সিপি, সাইলি; (৩) আস, বেল্, ক্যাম্ফা, সিকিউ, ককিউ, কমোক্ল্যাডি, কোনা, ইগ্নে, লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী, সেঙ্গু এই সমস্ত ঔষধ এ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

২। ,, পাকস্থলীর কোন অসুখ হেতু— (১) এন্টি, ক্যাক্টা চেলোন্, সাইক্যা, জিঙ্কেডাস, সালফা; (২) চায়না, আইরিস্, নক্স-ভ, পালস, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৩। ,, তৎসঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা— (১) ক্যাকটা, চায়না, সিমি-সিফিউ, ইউপেটো, হেলে, ন্যাট্রা-মিউ, হ্রাস; (২) ব্রাই, ক্যালকে, ইগ্নে, নক্স ভ, ওপি, সাইলি; (৩) আর্স, ডালকা, ব্যারাই, ম্যাগ্নে-মিউ, সাল্‌ফ-এসি।

৪। ,, এবং তৎসঙ্গে আহারে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা— ইপিকা, পালস, হ্রাস, ককিউ, আর্ণি, চায়না, ইগ্নে, নক্স-ভ, একোন্, আর্স, * কল্‌চি, ক্যাম্ফা, বেল, কমোক্ল্যাডি, ল্যাকে, লোবে, মিউর-এসি, ওপি, ক্যাম্বো, সিপি, সাইলি, ব্রাই, সিকেলী।

৫। ,, রন্ধন করা খাদ্য দ্রব্যে—গ্র্যাফা, পিট্রো, ইগ্নে।

৬। ,, গরম সিদ্ধ করা খাদ্যে— লাইকো, পিট্রো, সাইলি।

৭। ,, গরম খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে— ব্রাই, কল্‌চি।

৮। ,, গরম খাদ্য বস্তুতে— পিট্রো, ** ভিরাট্।

৯। ,, খাদ্য বস্তু দর্শনে, এবং ঘ্রাণ গ্রহণে অধিকতর— কল্‌চি।

১০। ,, ফলাদিতে— ব্যারাই কা।

১১। অরুচি, বিয়ার নামক মদ্য বিশেষে—(১) বেল্, চায়না, ককিউ, নক্স-ভ; (২) ক্যামো, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা, ফেরা।

১২। „ ব্রাণ্ডিতে ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ মদ্যে— ইগ্নে, হ্রাস, হিপোমে।

১৩। „ অন্যান্য প্রকার সাধারণ মদ্যে— ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, স্থাবাডি।

১৪। „ জলে— বেল, চায়না, ** নক্স-ভ, ষ্ট্যামো, হাইড্রো-ফোবিন, পাল্স।

১৫। „ দুগ্ধে— বেল, ব্রাই, এণ্টি টা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-কা, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ম্যাগ্নে-কা।

১৬। „ দুগ্ধে (তাহা খাইলে পেটফাঁপে)— কার্ব-ভ, পাল্স।

১৭। „ মাতৃ দুগ্ধে— * সাইলি।

১৮। „ কাফি খাইতে— বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, লিলি টি, ** নক্স ভ, হ্রাস, স্থাবাডি, ফ্লুওর-এসি।

১৯। „ সাধারণ তরল পদার্থে বা পানীয় দ্রব্য সমূহে— (১) বেল্, ক্যাম্ফা, হাইয়স, নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ককিউ, স্থাম্বু, (২) ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ।

২০। „ সকল প্রকার রুটিতেই— কোনা, * নাইট্রি-এসি, লাইকো, * ন্যাট্রা-মিউ, * নক্স-ভ, ফস-এসি, * কেলি কার্ব, পাল্স, সাইক্ল্যামে, হিপোমে, লিলি-টি, লাইকো।

২১। „ মাখনে— কার্ব-ভ, চায়না, মার্ক।

২২। „ চর্ব্বি এবং চর্ব্বিযুক্ত বস্তুতে—ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ সিকেলী, সাইক্ল্যামে, হেলে, হিপা, ন্যাট্রা-মিউ, ** পাল্স, পিট্রো।

২৩। „ মাংস এবং মাংসের ঝোলে—(১) মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, * পাল্স, এলোজ, ইগ্নে, ফেরা, ** পিট্রো, সিকেলী, সাইলি, * সাল্ফা; (২) বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব ভ, * চেলিডো,

হেলি বা, *গ্র্যাফা, ড্রস, ব ইবো, স্থাবাডি, সিপি, ** ভার্ণিয়া।

২৪। অরুচি মৎস্যে— * গ্র্যাফা।

২৫। ,, শাক সবজি ও তরকারীতে— হেলে, ম্যাগ্নে-কার্ব।

২৬। ,, রন্ধন করা দ্রব্য গরমগরম খাইতে—ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা; সাইলি।

২৭। ,, অতরল পদার্থ খাইতে— (১) লাই, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, (২) ফেরা, মার্ক।

২৮। ,, অম্ল বস্তুতে বেল্, ** বকিউ, ফেবা, স্থাবাডি, সাল্ফা।

২৯। ,, মিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ চিনি সন্দেশাদিতে— আর্স, কষ্টি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, গগ, সাল্ফা, জিঙ্ক্, গ্র্যাফা, ব্যারাইটা-কা।

৩০। ,, মিষ্ট দ্রব্যে, এবং খাইলে সহ্য হয়না— ** কষ্টি।

৩১। ,, লবণাক্ত পদার্থ খাইতে— * গ্র্যাফা, সিলিনি।

৩২। অরুচি পাণর নামক খাদ্যে— * চেলিডো, ওলিয়েণ্ডা

৩৩। ,, কাফির গন্ধে— সাল্ফ-এসি

৩৪। ,, ডিম্ব ভোজনে —ফেরা।

৩৫। ,, তামাকে— * ইগ্নে, লাইকো, ** নক্স-ভ, গ্র্যাফি।

*N B.* পাকস্থলীর অসুখ ও বমনেচ্ছা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে অরুচির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, সুতরাং ঐ সমস্ত পীড়ায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে তাহাও অরুচির জন্য ফলোপধায়ক।

——[:o:]——

# পিপাসা।

(Thirst)

১। ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিকী, তৃষ্ণাও সেইরূপ। যদি আহার না কর তবে অবশ্যই তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইবে; আহার করিবা মাত্র ক্ষুধা তৃপ্তিলাভ করিবে। জল পিপাসাও সেইরূপ। যে পরিমাণ জল তোমার প্রয়োজন,

যে পরিমাণ জল পান না করিলে 'স্বভাব' ক্লান্তি বোধ করিয়া তোমার নিকট পিপাসারূপে জল প্রার্থনা করে ; তুমি জল পান করিবা মাত্র 'স্বভাব' পরিতৃপ্ত হয়। স্বভাবের এই প্রকার ক্লান্তি অথবা কিঞ্চিৎ অভাব হেতুই এতাদৃশ পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার পিপাসা স্বাভাবিকী কিন্তু কোন রোগজনিত নহে। পীড়াজনিত যে পিপাসা তাহা দমনার্থ তুমি বরফ দাও, আর বহুল পরিমাণ শীতল জলই দাও, তাহাতে রোগীর তৃপ্তি নাই। বোধ হয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকিবে, দূষিত জ্বরে ও দারুণ ওলাউঠার অবস্থায় যখন রোগী জল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন তুমি বরফের নাম করিলে রোগী সানন্দে তোমার নিকট বরফ যাচ্ঞা করিয়া লইবে ; দুই চারিবার বরফ সেবন করিলে রোগী আর বরফে তৃপ্তিলাভ করে না। যদি তুমি জেদ করিয়া তাহার মুখে বরফ দাও তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, এবং বরফ তোমার মুখ পানে ছুড়িয়া মারিবে। এতাদৃশ অবস্থায়, শীতল জলের কথাও সেইরূপ। রোগী ঘড়ায় ঘড়ায় জল পান করুক তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। জল পান করিতে করিতে পেট ঢাকের মত হইয়া উঠিল অথবা যে জল পান করিল সে জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া গেল, তবু রোগীর জল পানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। আবার সে জলের জন্য কাতরোক্তিতে যাচ্ঞা করে। তুমি যতবারই কেন তাহাকে জল দাও না, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইবে না। বরং এই প্রকার বহুপরিমাণ জল পানে বমন হইতে হইতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িবে ; নাড়ীক্ষীণ হইয়া যাইবে, অথবা অসাড় অবস্থায় রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং এই তৃষ্ণা নিবারণ করা "কন্ট্রেরিয়া কন্ট্রেরিবাস" সূত্র অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মানুযায়ী চিকিৎসা-প্রণালীর সাধ্যায়ত্ত নহে। এ তোমার সামান্য জল-তৃষ্ণা নহে, এ "ব্যাধি-তৃষ্ণা," ইহাকে প্রশমিত করিতে মহাত্মা হানিমানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রকৃত বাণ খুঁজিয়া লইবে। যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে পার তবে দেখিবে এই মহাতৃষ্ণা এক মাত্রা ঔষধ সেবন মাত্র অগ্নিতে জল পতনের ন্যায় শান্ত হইয়া যাইবে। ঔষধের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, কেবল মাত্র যে ২ টী কি ৪ টী রোগীতে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, এ বিষয় সম্বন্ধে একজন সাধারণ হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসককেও জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে এ সম্বন্ধে শত রোগীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে।

এমন অবস্থাও দেখা যায় যে রোগী জল তৃষ্ণায় অস্থির, কিন্তু একবিন্দু জল পান করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি, ঔষধেরজলটুকু মাত্রও পেটে থাকে না। তখন সুগার অব্ মিল্ক অথবা গ্লবিউল্স সংযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগজনিত তৃষ্ণার পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অমৃত তুল্য উপকারী।

১। পিপাসা অধিকারে— (১) * (একোন্, আর্জেণ্ট-নাইট্রা, আর্স, ক্যাম্ফ, আর্সেনিকাম্ হাইড্রোজিনিসেটাম্, আর্সেনিকাম্-সালফিউরিকাম্ ফ্লেবাম্, ক্যান্থা, ফ্লুওর-এসি, হাইয়স্, মার্ক-কর, পডো, ন্যাজা, পেরিডিয়ান্, থুজা, জিঙ্ক্); (২) ক্যাল্-কার্ব, কোনা, চায়না, ড্রসি, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি-নাইট্রা, ওলিয়েণ্ডা, মিউর-এসি, সিকে, সিপি, ভিরেট্রাম্।

৩। অত্যন্ত তৃষ্ণায়— বোভি, কফি, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-আর্স, এসিড্ হাইড্রো, হাইঅস্, গ্র্যাটিওলা, কেলি-হাইড্রয়েড্, কেলি-কার্ব, প্লাম্বাম্ এসিটা, ফস্-এসি, নাইট্রি-এসি, জিঙ্ক্-অক্সাইড্, একোন্, এলষ্টোন্, * আর্ণি, * আর্স, বেল্, * ব্রাই, ক্যামো, চায়না-সা, চায়না, ইলাট, * হিপা, ** ষ্ট্যাট্রা-মি।

৪। অনিবার্য্য পিপাসায়— এগার্, * আর্স, ** একোন্, বেল্, ক্যাম্ফ্, ক্যামো, কুপ্রা-এসি. কেলি-ব্রো, ক্যান্থা, কল্চি, সাইক্ল্যা, * ডাল্কা, হাইয়স্, আইয়ড্, ত্রিয়েজো, কিউবেব্, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক-আইয়ড্-রুবার, * ভ্যাট্রো, সিকেলী, ফেরা, গ্র্যাটি, ন্যাট্রা-মি, * ওপি, পিট্রোল, যস্, ট্যাবেকা, থুজা, * ষ্ট্র্যামো, সোলেনাম্-নাইগ্রাম, * ভিরাট্।

৫। পিপাসায় যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায়— এম্বা, * আর্স, অরা, বেল্, ক্যান্থা, কল্চি, * ক্রোটেলাস্, কুপ্রা, কেলি-বাই, লাইকো, * মার্ক-কর, জ্যাবোর্যাণ্ডা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সালফ-এসি, ট্যারেণ্টুলা, জিঙ্কাম্, ভাইপেরা, এমোনি, কষ্টি, চায়না-সালফ।

৬। তৃষ্ণায় যেন দম্‌বন্ধ হইয়া আইসে—আর্স।

৭। পিপাসায় শীতল জল সেবনেচ্ছা— এণ্টি-টার্ট্, * বেল্, বোভি, * ব্রাই, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো, * চায়না, কুপ্রাম্-এসিটা, ইউপেটো-পারফো, আর্স, গ্লোনইন্, লোবি, মেজি, পিক্রি-এসি, পডো ফিজি, পাল্স-পালিগো, জিঙ্ক্।

৮। বরফের জল খাইতে ইচ্ছা— এগার্, বেঞ্জো-এসি, সিনা, ফাণ্টো, ট্রিলিয়াম্।

৯। রাত্রিতে উষ্ণ জল খাইতে ইচ্ছা— সিড্রন।

১০। ** আস, ** সিকেলী, ** ভিরেট্রাম্ ইত্যাদি ঔষধ প্রায়ই তৃষ্ণা অধিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১১। তৃষ্ণা অথচ জল পানে অক্ষম— ** সাইমেক্স।

১২। ,, ও অধিক পরিমাণে জলপান— * বিস্মাথ্, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

১৩। ,, ও অনেক বিলম্বে অধিক পরিমাণ জল পান— ব্রাই।

১৪। ,, ও পুনঃ২ অল্প পরিমাণে জল পান—এপিস্, **আস, বেল্, চায়না, এণ্টি-টার্ট্।

১৫। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় ভয়ানক পিপাসা—একোন্, এলষ্টোন্, আর্ণ, * আস, বেল, * ব্রাই, ক্যামো, চায়না-সা, চায়না, ইলাট, * হিপা, * হাইয়স্, ** ন্যাট্রা-মি।

১৬। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা হইলে— * একোন্, এই-ল্যান্থাস্, এণ্ড্রেড্, * আর্ণ, ** আস, ক্যালকে, * সিনা, কল্‌চি, * বেল্, কোনা, ইউপেটো-পারফো, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে মি ফস, কস্, * পাল্স, * রাস্-টক্স, সিপি, স্পাঞ্জ, সাল্ফা, * থুজা, এলষ্টোন্, এমোনি-কা, এমোন-মি, এঙ্গাসটু, এপিস্, ব্যারাই, বোভি, * ব্রাই, ক্যাক্টা, ব্র্যাডি, ক্যাল্ক, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, * সিড্রন, * ক্যামো, চায়না-সালফ, চায়না, * কফি, ক্রোকা, কুরারি, ইলাট, * ইউপে-পারপিউ, * হিপা, ইপিকা, লাইকো, * ম্যাগ্নে-কা, ** ন্যাট্রা-মি,

* নক্স-ভ, * পডো, * সোরি, * সিকেলী, * সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালিরি, ভিরাট্। (১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২৫, পেরা দেখ)

১৭। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ও তাহাতে অধিক পরিমাণ জল পানেচ্ছা— * একোন্, * এলষ্টোন্, ব্যাবাই, বেল্, ব্রাই, ** ন্যাটা-মি (জলপানে একপ তৃষ্ণা উপশমিত হইলে ** ন্যাট্রা-মি)।

১৮। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা হইলে— ** আর্স, ** চায়না, * কফি, জেল্স, কেলি-নাইট্রা, ম্যাগ্নে-মি, ওপি, পাল্স, থুজা, ভিরাট্, একোন্, এনাকা, ক্যাক্টা, * সিড্রন, * চায়না-সা, কোনা, হিপা, আইয়ড্, মার্ক, ** ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, হ্রাস্, সিকেলী, ** ষ্ট্র্যামো, ট্যারাক্সে।

১৯। ঘর্ম্মের পর পিপাসায়— বেল্, বোভি, লাইকো, পাইলোকার্পি, দেওয়া হইয়া থাকে।

২০। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থার সঙ্গে তৃষ্ণা—কফি, থুজা। (১৮ পেরা দেখ)

২১। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা—একোন, *এলাম্, এমোনি-মি, ** এপিস্, ব্যাবানি, ** আর্নি, * আর্স, বেল, * ব্রাই, ক্যাডি, * ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, ** ক্যাপ্সি, * কার্ব ভ, *চায়না-সা, চায়না, ক্রোকা, কুবারি, ডাল্কা, ইলাট, ইল্যাপ্স, ** ইউপে-পারফো, * ইউপে-পারপি, ফেবা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ** ইগ্নে, কেলি কা, কেলি-আইয়ড্, ল্যাকে, লরোসি, * লিডা, লোবি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মেজি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-কা, * ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্ল্যান্টা, সোরি, পাল্স, * হ্রাস্, * সিকেলী, * সিপি, থুজা, ** ভিরাট্।

২২। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা— * এলাম্, * এপিস্, * আর্নি, ** ব্রাই, ** ক্যাপ্সি, ** ইউপে-পারফো, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ** ইগ্নে, লিডা, মেজি, ** ন্যাট্রা-মি, পাল্স, হ্রাস।

২৩। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু অধিক পরিমাণ জল পান করিলে উপশম বোধ— ** ব্রাই, ** ন্যাট্রা-মি।

২৪। জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জল পান— * আর্স, চায়না, * ইউপে-পারফো।

২৫। বমনের পর তৃষ্ণা— ওলিয়েণ্ডা, ফস, * আর্স।

২৬। পর্য্যায়ক্রমে পিপাসা ও লালা নিঃসরণ— কার্ব-ভ

২৭। অত্যন্ত জল খায়— অ্যান্টা-মি, প্ল্যাটী।

২৮। সর্ব্বদা তৃষ্ণা— ইথুজা, এমোনি কার্ব, আইযড, মার্ক-সল, ফস্, * আর্স, বেল্, ক্যালকা, ক্যামো, সালফা ট্যাবেক।।

২৯। সমস্ত দিন তৃষ্ণা— ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা কার্ব।

৩০। তৃষ্ণায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া যায় ও জিহ্বা শুষ্ক— মরফিয়া-এসিটা।

৩১। অত্যন্ত অনিবার্য্য, অগ্নির ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রতিরোধক তৃষ্ণা তাহাতে পুনঃ পুনঃ জলপান করে কিন্তু প্রত্যেকবারে অতি অল্প পরিমাণ জল খায়— আর্সেনিক।

৩২। অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত অনিবার্য্য পিপাসা তাহাতে দম্-বন্ধের ন্যায় বোধ হয় অথচ জলপান অনিচ্ছা। একবিন্দু জলও পান করিতে পারে না—বেল।

৩৩। অতন্ত্য তৃষ্ণা অথবা একেবারে তৃষ্ণা রহিত—ফেরা-মিউ।

৩৪। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা মুখস্বাদ জলবৎ। জল খাইতে ইচ্ছা বটে, কিন্তু জল পান জন্য গ্রাহ্য নাই— বেল।

৩৫। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে মুখ শুষ্ক— বার্বেরিস ভালগেরিস, ব্যারিয়াম্-কার্ব।

৩৬। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গলা শুষ্ক— কলোসিন্থ।

৩৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে ফেণার ন্যায় লালা—লাইকে

৩৮। স্প্যাজম্ বা আক্ষেপের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা — সিকুটা।

৩৯। গলার অভ্যন্তরে তৃষ্ণা বোধ হয়— কলোসিন্থ।

৪০। রজস্বল অবস্থায় তৃষ্ণা—ম্যাগ্নে-সাল্ফ।

৪১। পাতলা বাহ্যি হওযার পর তৃষ্ণা— ম্যাগ্নে-কার্ব।

৪২। অনবরত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় ও মুখ শুষ্ক ; কিছু গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা পারেনা, ও ঠেলিয়া উঠিয়া যায় এবং তখন ক্লান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়ে— লাইকো।

৪৩। তৃষ্ণা আছে বটে, কিন্তু জল অথবা বিয়ার নামক মদ্য ভাল লাগে না— নক্স-ভ।

৪৪। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বর শুষ্ক— সেনিগা।

৪৫। জল পিপাসা ও তৎসঙ্গে হস্তের তালুতে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ— জিঙ্ক্-মেটা।

৪৬। তৃষ্ণা আছে বটে, কিন্তু ক্ষুধা নাই ; জল পান করিতে ইচ্ছা নাই— সাইলি।

৪৭। সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণা— * ন্যাট্রা-মি, * ন্যাট্রা-সা।

৪৮। সন্ধ্যাপর অত্যন্ত তৃষ্ণা— স্পাইজি।

৪৯। একদিন পর একদিন তৃষ্ণা— টার্টার-এমিটিক্।

৫০। তৃষ্ণা জলপানেও নিবৃত্ত হয়না ; অন্য কোন পানীয়ও পাকস্থলীতে অসুখ দায়ক হয়— সালফার।

৫১। মধ্যাহ্নের পর অত্যন্ত তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও কঠিন মল— ন্যাট্রম-সাল্ফ।

৫২। গলা হইতে জিহ্বার অগ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক, ও তৎসহ তৃষ্ণা ; জল সেবনে বমনোদ্রেক হয়— পাল্স।

৫৩। প্রাতে জল পিপাসা— নাইট্রি-এসি, সিপি।

৫৪। প্রতিদিন প্রাতে জ্বর বোধ ও তৎসঙ্গে শুষ্ক মুখ— ন্যাট্রাম্-কার্ব।

৫৫। ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণাই প্রবল ; তৎসঙ্গে অনবরত শীতভাব— মার্ক-সল।

৫৬। তৃষ্ণা এবং তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন গলার ভিতর মিউকাস্ অর্থাৎ শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দিবা রাত্রি অত্যন্ত তৃষ্ণা— ব্রাই।

৫৭। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা— আর্স।

৫৮। জ্বরের পূর্ব্বে হাইতোলার সময় তৃষ্ণা। তৎপরে উত্তাপ অবস্থায় অল্প তৃষ্ণা। তৃষ্ণা ও তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ নহে, কনিনীকা প্রায়ই প্রসারিত হয় না— আর্ণি।

৫৯। যদি জ্বরের সময় জলপান করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রস্রাব হইয়া বাহির হইয়া যায়, ঐ প্রস্রাব উষ্ণ এবং ঘোলা—সাইমেক্স।

৬০। জ্বরত্যাগ পাইলে তৃষ্ণা— সাইমেক্স।

৬১। অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং শুষ্ক জিহ্বা— ক্যানো।

৬২। ওষ্ঠদ্বয় রজনীতে শুষ্ক এবং তৃষ্ণা ব্যতীত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে— ক্যামো।

৬৩। দিনের বেলায় তৃষ্ণা এবং সন্ধ্যার সময় শীত—সিডা।

৬৪। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা কিন্তু উষ্ণাবস্থায় নহে—ইগ্নে।

৬৫। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার সময় তৃষ্ণা, ও প্রত্যেক বার জলপানের পর বমন করে। দ্বাহিক জ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ব্ব রাত্রে, শীত হইবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা। জ্বরের শীত এবং উষ্ণাবস্থার পূর্ব্বে এবং সমকালে তৃষ্ণা—ইউপেটোরিয়াম্।

৬৬। রাত্রিতে তৃষ্ণা— এটি-ক্রু, ক্যালকা, হ্রাস।

৬৭। রাত্রিতে মুখ শুষ্ক এবং অত্যন্ত জলপান করিয়া থাকে —একোন্।

৬৮। রাত্রিতে তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু জল খাইতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে তৃষ্ণার পর ঘর্ম্ম। জল ও বিয়ার নামক মদ্য খাইতে ইচ্ছা— হ্রাস-টক্স।

৬৯। অনেক দিন পর্য্যন্ত পিপাসা নাই— সিপি।

৭০। অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া পরক্ষণেই ঘর্ম্ম হয়— ষ্ট্র্যামো।

৭১। সর্ব্বদাই জল খাইতে চান। বাফের জল খাইতে ইচ্ছা। জ্বরেরউষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা— মার্ক-সল।

৭২। স্পিরিট্ সেবনে ইচ্ছা— পাল্‌স।

৭৩। শীতল পানীয় সেবনে ইচ্ছা— এপা, ডাল্‌কা, ইউফরবি, সিডা।

৭৪। শীতল পানীয়, বিশেষ শীতল জল পানে ইচ্ছা— মার্ক-সল্।

৭৫। শীতল জল পানে অত্যন্ত ইচ্ছা, তৎসঙ্গে গাত্র উষ্ণ ও গলদেশ শুষ্ক—কার্ব-এনি।

৭৬। সন্ধ্যার সময় শীতল জল পানে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে—বিসমথ্।

৭৭। অত্যন্ত তৃষ্ণা, বিশেষ শীতল জল পান করিতে— ভিরাট্।

৭৮। শীতল পানীয় সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা বটে কিন্তু গাত্র উষ্ণ নহে—বেল্।

৭৯। জল পিপাসা, ও জল খাইলে তাহা গড় গড় শব্দে নাবিতে থাকে—কুপা, * লবোসি, থুজা।

৮০। বমনের পর তৃষ্ণা— ওলিয়েণ্ডা।

---

## জলপানে অনিচ্ছা।

বা

## পিপাসার অভাব।

---

ইংরাজীতে ইহাকে "য্যাডিপ্‌শিয়া" বলে।

১। এই অধিকারে— এগার্, এগ্‌নাস, এমোনি-কার্ব, আর্স, এমোনি মি, এন্টি টর্ট, বেল্, বোভি, ব্যাপ্‌ট, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যান্থা ক্যাপ্‌সি, চায়না, কোকা, * সাইক্লে, ফেরা, * জেল্‌স, হেমামি, হিপা হাইড্রোকোনিন্, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক-কর, মেফি ম্যাট্রা-মি, নাইট্রি এসি, নক্স ম, নক্স ভ, ওপি, অক্‌জ্যালি-এসি, পডো প্লাম্বা, পিট্রো, ফস্-এসি, ফস্, প্লাটী, ** পাল্‌স, সার্সা, সিপি ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা।

২। ** এপিস, আর্জেন্ট-না, আর্স, বেল্, এণ্টি-ক্রুড্, ফেরা-এসিটাস, এসিড্ হাইড্রোসি, লিডা, লাইকো, ম্যাট্রা-সাল্ফ, ** পাল্স, * সাইক্ল্যামে, সিপি, সার্সা, ট্যাবেকাম্, অনেকে এই কয়টী ঔষধ এই অধিকারে প্রধান বলিয়া, গণ্য করেন।

৩। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে— * (এগ্নাস্ট্, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টি-টা, এবানি, আর্স, বেল্, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ব্রা, কার্ব-এনি, সিড্রন, ক্যামো, সিমিসি, সিনা, চায়না, ককিউ, ড্রসি, জেল্স, ইপিকা, পাল্স, ষ্ট্যাফি, হ্রাস্)।

৪। জ্বরের উষ্ণাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে— ইথু, * এলাম্, * এণ্টি-টা, * এপিস্, এসাফি, ব্যারাইটা, বোভি, * ক্যাল্কে, * ক্যাম্ফ, * ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, * কার্ব-ভ, * কষ্টি, * সিমিসি, * চায়না, ককিউ, সাইক্ল্যামে, ডিজি, * ড্রসি, * ফেরা, জেল্স, হেলে, * ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, * লিডা, মিনিয়াস্থ, মিউর-এসি, নক্স-ম, ওপি, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাডি, * সেম্বু, ** সিপি, স্পাইজি।

৫। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে— এপিস্, ব্যারাইটা, * ক্যাল্কে, * ক্যাপ্সি, কষ্টি, * সিমিসি, * সিনা, ইউপে-পারফো, হেলে, * ইগ্নে, ম্যাট্রা-সাল্ফ, * নক্স-ভঁ, * সেম্বু, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

জলপানে-অনিচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:—

এপিস্— মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা আবরকের প্রদাহ অর্থাৎ সেরিব্রো-স্পাইনেল্ মেনিঞ্জাইটিসে, ওভেরির শোথে, জলোদরী এবং গর্ভাবস্থায় পিপাসার অভাব। জ্বরের উষ্ণতাসহ তৃষ্ণাশূন্যতা। মুখ শুষ্ক।

আর্সেনিক— তৃষ্ণার অভাব, অথবা তৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

বেল্— তৃষ্ণার অভাব। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত সত্বেও সামান্য তৃষ্ণা। কোন পানীয় দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা নাই। কোন প্রকার পানীয় সেবন করা

দূরে থাকুক, তাহাদের দৃশ্যও তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয় (ইহাকে ইংরাজিতে হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক বলিয়া থাকে)।

ফেরাম্-এসিটা— সম্পূর্ণ তৃষ্ণার অভাব। টক্ বস্তুতে অনিচ্ছা।

লিডাম্— সর্ব্বদাই তৃষ্ণার অভাব।

লাইকো পোডিয়াম্— ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। পানীয় আহারের পর শিরোঘূর্ণন ও স্ফুরণ। গলনলী এমন আকুঞ্চিত বোধ হয় যে, কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারেনা।

পাল্সেটিলা— কচিৎ তৃষ্ণা। যখন তৃষ্ণা পায় তখন সামান্য মাত্র জলপান করে। জলপানে বমনেচ্ছা। পিপাসার অভাব, তৎসঙ্গে জিহ্বা আর্দ্র অথবা শুষ্ক।

সার্সা-পেরিলা— ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। আহারের বিষয় মনে করিলেও বিরক্তি জন্মে।

হাইড্রোসিয়েনিক্-এসিড্— পিপাসা নাই, তৎসঙ্গে শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত।

ক্যাম্ফোরা— পিপাসার অভাব অথবা অত্যন্ত পিপাসা।

---

পঞ্চম অধ্যায়।

# হাইতোলা বা জৃম্ভণ।

---

১। এই অধিকারে— (১) * (ষ্ট্যাফি, টার্টার-এ, একোন, ইগ্নেট, এগার্, আর্জেণ্ট-নাই, ব্রোমি, ক্যাল্মো, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, ক্যাষ্টর, চায়না, লাইকো, মিনিয়াস্থি, নক্স-ভ, ফস্, কাইক্লো, পাল্স, ভিরাট্,) (২) ক্যাষ্টা, ইলাট, প্ল্যাণ্টে, পডো, বেল্, ডিজি, হাইয়স্, হিপা, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্ট, মার্ক-সল, সিনা, এমোনি-কার্ব, চায়না-সাল্ফ, ক্যাম্ফ, আর্স, প্রধান ঔষধ।

২। জৃম্ভণ, তৎসঙ্গে তন্দ্রা— ক্যাম্ফর।

৩। „ „ হস্ত, পদ প্রসারিত করা— আর্স, কষ্টি, চায়না, গুয়াই।

৪। „ „ শীত বোধ— ক্রিয়েজো।

৫। „ অত্যন্ত কষ্টদায়ক এমন কি তদ্ধেতু অশ্রুবারি পড়িতে থাকে— ষ্ট্যাফি, ফস এসি।

৬। „ ও কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ— ভিবার্ট্।

৭। „ পরে দুর্ব্বলতা— নক্স-ভ, ভিবার্ট্।

৮। „ হইতে কাশির উদ্ভব— নক্স ভ।

৯। „ অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে বামকর্ণে কট্‌কট্ করিয়া উঠে— ককিউ।

১০। „ সামান্যরূপ ( দীর্ঘ জৃম্ভণ লইতে অক্ষম )—ককিউ।

১১। „ ও তৎসঙ্গে একটু ন্যক্কার ভাবের ন্যায় হয়—বেল্।

১২। „ তৎসঙ্গে চক্ষেজল ও হস্তপদ প্রসারিত হয়—বেল্।

১৩। „ „ বক্ষঃস্থলে বেদনা বোধ— হিপা।

১৪। „ „ কম্প— হাইড্রোসি-এসি।

১৫। „ আহার ও নিদ্রাবপরে, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে—ইগ্নে।

১৬। „ ও মস্তকে চাপ বোধ এবং দুর্ব্বলতা ও চক্ষু জল পূর্ণ— ক্রিয়েজো।

১৭। „ ও তৎসঙ্গে শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া রোমাঞ্চ হয়—লরোসি, ওলিয়েণ্ডা।

১৮। „ গহ মাড়ির সংযোগ স্থলে বেদনা— ওপি, ড্রাস্।

১৯। „ আহারের পূর্ব্বে— মার্ক সল্।

২০। „ ও তৎসহ হস্তদ্বয় প্রসারিত— রুটা।

২১। „ জ্বর আসিবার পূর্ব্বভাগে— ইস্কিউ, এন্টি-টা, আর্নি, আর্স, ইলাট, * ইউপেটো-পারফো, চায়না, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ড্রাস্।

২২। „ জ্বরের শীতাবস্থায়— আর্স, * ব্রাই, কেলাড়ি, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সিমিসি, * সিনা, ** ইলাট, ** ইউপেটো-পারফো, * গ্যাম্বো,

কোনাম্ট, লরোসি, লাইকো, ম্যাবাম, * মিনিয়াম্বি, মার্ক, মেজ্রি-
* মিউর-এসি, মিউরেক্স, ** ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রা-সা, * ওলিয়েণ্ডা, ক্স,
* পলিপো, সাইলি, থুজা।

২৩। ,, জ্বরের উত্তাবস্থায়—ইপিকা, ক্যাল্কে, ** চায়না-সা,
সিনা, বেলি-কা, ** হ্বাস, স্যাবাডি।

২৪। ,, জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়—কষ্টি।

---

# হিক্কা।

( Hiccup )

---

১। ইংরাজীতে হিক্কাকে হিকাপ্ বলে— ডায়েফ্রাম, নামক মাংসপেশীর হঠাৎ সংকোচন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গ্লটিসের আকুঞ্চন হইয়া হিক্কার উৎপত্তি হয়। পাই ইহা কোন গুরুতর পীড়ার বিপদ-জনক অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় নিদান শাস্ত্রে উক্ত আছে, "যমস্ত ভগিনী হিক্কা ন নিস্কা ন নির্ত্তণ।" উৎকট আমাশয়, ওলাউঠা কিম্বা উদরাময়ের সঙ্গে অনেক সময় হিক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন এই হিক্কাকে একটী গুরুতর উপসর্গ জানিবে। সুচিকিৎসক মাত্রেই বিশেষ মনোযোগ সহ এই হিক্কা নিবারণ জন্য যত্নশীল হইবেন।

পরিপাক যন্ত্র সমূহের প্রদাহ অথবা উত্তেজনা হেতু, কখনও হিষ্টিরিয়া রোগ জন্য, কখনও বা আপনি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এই লক্ষণ-উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত শিশুদের প্রায়ই ঘন ঘন হিক্কা হইয়া থাকে, সে হিক্কায় কোন ভয়ের কারণ নাই। গৃহিণীরা এই হিক্কাকে শিশুর "পেটবাড়া" অর্থাৎ উদর বর্দ্ধিত হওয়ার লক্ষণ বিশেষ বলিয়া থাকেন। উৎকট রোগে পুনঃ পুনঃ হিক্কার দরুন রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং নাড়ী বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, এই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড প্রদেশেও বেদনা অনুভূত হয়। সুতরাং হিক্কা যে একটী গুরুতর বিষয় তাহা আর বিশেষ

করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য মতের চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় ইহার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ রহিয়াছে।

২। হিক্কা অধিকারে— * (একোন্, * আর্স, * এগার্, এমোনি-কার্ব, এমিল-নাইট্রাইট্, বেল্, ব্রাই, বিসমাথ্, * কফি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, * ককিউ, ক্রোটন্, * ক্রিয়েজো, কুপ্রা, জেল্স, গ্রাফা, * হাইয়স্, * ডায়োস্কো, * ড্রসি, * টেবাকুমে, * ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ইথু, মস্কাস, * ন্যাট্র্যা-কা, ন্যাট্রা-মি, নিকোলাম্, * নক্স-ভ, নক্স-ম, পাল্স, রুটা, সিকুটা, * সাল্ফ-এসি, সিপি, সাইলি, * স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবেকা, * ভিরাট্-এল্ব, * ভিরাট্-ভি;) (২) ওলিয়াম্-ক্যাজুপুটা, পাইলোকার্পাস, ব্যবহৃত হয়। এই ২য় নম্বরস্থ ঔষধনিচয় ডাঃ হেল ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

৩। ডাঃ জার ও হেম্পাল নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় হিক্কা অধিকারের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন—(১) এসিড্-সাল্ফ, এগার্, এমোনি-মি, এনাকা, এঙ্গুস্টুরা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্টাম্, এসারাম্, ব্যারিয়াম্-কার্ব, বার্বেরিস-ভা, বেঞ্জো-এসি, ক্যাল্-কার্ব, ক্যাস্টোরিয়াম্, চেলিডো, সিনা, কল্চি, কলোসি, কোনা, কুপ্রা-মেটা, ড্রসি, ইউফ্রেসিয়া, হেলে, হাইয়স, ইগ্নে, কেলি-বাই, লরোসি, লিডা, লাইকো, মিনিয়াস্থিস, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, প্যারিস-কোয়াড্রি, পিট্রো, রুস্, প্লাম্বা-মেটা, পাল্স, র্যানান্-বাল্বো, স্ক্যাবাডি, স্পঞ্জি, ভার্বেস্কাম্, জিঙ্ক্-মেটা; (২) আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ককিউ, কেলি-হাইড্রা, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রন্শি-কার্ব, ট্যারাক্সে, এণ্টি টার্ট।

৪। হিক্কা প্রাতে এবং শীত হওয়ার পর— এমোনি-কার্ব।

৫। „ পুনঃ পুনঃ তৎসঙ্গে তিক্ত উদ্গার এবং হিক্কার দরুণ বামস্তনে অত্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া বেদনা হয়— এমোনি-মি।

৬। „ কন্‌ভল্‌শানযুক্ত— বেল্।

৭। „ হেতু যেন কন্‌ভল্‌শানের ন্যায় বোধ হয়— আর্স।

৮। „ জ্বর আসিবার কালীন বহুক্ষণ স্থায়ী— আর্স।

৯। হিক্কা অত্যন্ত হওয়ার দরুণ রোগিণী ছট্‌ফট্‌ করিয়া বিছানার বাহিরে পড়ে। এক হিক্কার পর অন্য হিক্কার সময় পর্য্যন্ত রোগিণী কর্ণে শুনিতে পায় না। আক্ষেপযুক্ত হিক্কা; এইপ্রকার-আক্ষেপের কতক ভাগ উদ্গার ও কতক ভাগ হিক্কার ন্যায় বোধ হয়— বেল্‌।

১০। „ উদ্গারের পর— ব্রাই, সাইক্ল্যামেন, টিলিয়া।

১১। „ পুনঃ পুনঃ কিন্তু একটী মাত্র বেগযুক্ত— ক্যামো।

১২। „ ধাতুপাত্রের বাদ্যের ন্যায় শব্দ হইয়া— সিকুটা।

১৩। „ ( অসম্পূর্ণ উদ্গার হিক্কায় পরিণত ) হয়— ককিউ।

১৪। „ সহ আক্ষেপ ও অসাড়ে মূত্র ত্যাগ, উদরাময়— হাইয়স্‌।

১৫। পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস সহ ফাকা উদ্গার —কেলি-হাইড্রো

১৬। হিক্কা অসম্পূর্ণ এবং তজ্জন্য পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়— ম্যাগ্নে-কার্ব।

১৭। „ পুনঃপুনঃ এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞানের ভাব— ষ্ট্যাফি।

১৮। „ গুরুতর এবং অনেক কাল স্থায়ী এবং তাহাতে বক্ষঃস্থলে বেদনা—ষ্ট্রনশি-কার্ব।

১৯। „ ও তিক্ত উদ্গার— ট্যারাক্‌সেকাম্‌।

২০। আক্ষেপযুক্ত উদ্গার— টার্টার-এমিটিক্‌।

২১। পুনঃপুনঃ হিক্কা এবং তজ্জন্য বদ্‌ মেজাজ্‌—এগ্নাস্‌-ক্যাষ্ট।

২২। পর্য্যায়ক্রমে হিক্কা এবং উদ্গার— এগার্, ডাল্‌কা, সিপি।

## আহার অথবা পানীয় সেবনের পূর্ব্বে সময়ে বা পরে হিক্কা।

২৩। হিক্কা আহারের পর— একোন্‌, এমোনি-মি, এলাম্‌, আর্ণি, আর্স ব্যারিয়াম্‌-কার্ব, বোভি, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, ইউজিনিয়া, গ্র্যাফা,

[illegible], কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক-সল্‌ ম্যাগে-মি, নক্স-জুগল্যান্স, [illegible]-কোয়াড্রি, র‍্যাটানিয়া, সাসাফ্রা, সিপি, ষ্ট্যান্না, ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

২৪। হিক্কা উদ্গার সহ, আহারের পর— আর্স।

২৫। „ বমনের পরই হয় এবং তৎসঙ্গে মুখের স্বাদ ও বুভুক্ষা উভয়রূপ হইতে দেখা যায়— কোনা।

২৬। „ আহারেরপর হইয়া মুখজলপূর্ণ হয়,এবং„তাহাতে অম্লস্বাদ পাওয়া যায়— সাইক্ল্যা, গ্র্যাফা।

২৭। „ আহারের পর, তৎসঙ্গে শরীর ও মনের স্থূলভাব— গ্র্যাফা।

২৮। „ আহারের সময়, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং মস্তক উত্তপ্ত— গ্র্যাটিওলা, হাইয়স্।

২৯। „ সন্ধ্যার সময় পানীয় সেবনের পর— ইগ্নে।

৩০। „ আহারের সময়— কেলিকার্ব।

৩১। „ আহারের পর এত গুরুতর যে, তাহাতে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনার উৎপত্তি হয়— ফস।

৩২। „ আহারের পর, তৎসঙ্গে আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বায়ু নিঃসরণ— প্ল্যাটী।

৩৩। „ পানীয় সেবনের পর— কারল্‌সব্যাড্‌, সাল্‌ফ-এসি, পাল্‌স।

৩৪। „ আহাবেরপর, ও পাকস্থলীতে চাপনবৎ বেদনা; পরে পেট ফাঁপা ও উদ্গার যেন পাকস্থলী দূষিত হইয়াছে— থুজা।

৩৫। „ একবিন্দু জল পান করিলেও হইয়া থাকে— মার্ক-কর।

৩৬। „ আহারের পূর্ব্বে এবং পরে— এসিড্‌-মিউর।

৩৭। „ আহারের সময়, আক্ষেপযুক্ত উদ্গার সহ— কার্ব-এনি, মার্ক-সল্‌।

৩৮। হিক্কা আহার করার সময়— ইউজিনিয়া।

৩৯। „ আহারের সময় অত্যন্ত গুরুতর, তদ্ধেতু পাকস্থলীতে বেদনা— ম্যাগে-মি, স্ভাট্রা-কার্ব।

৪০। „ আহারের পূর্ব্বে (অর্থাৎ আহারের পর হিক্কা থাকে না এই প্রকার ভাব কতক পরিমাণে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।) নক্স-ভ, ফস্, সাইলি। (৪৬, ৫৩ দেখ)

৪১। „ আহারের সময় ও পরে— সেপ্স।

৪২। „ আহারের সময় হইয়া পাকস্থলীতে চোট্‌লাগে— টিউক্রি।

৪৩। ধূমপান সময়ে হিক্কা— এসিড্-সাল্ফ, এম্ব্রা, এণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্ট-না, ইগ্নে, * পাল্স, রুটা, সেপ্স, সিপি, ষ্ট্যাম্না, * ষ্ট্যাফি।

৪৪। হিক্কা ও পর্য্যায়ক্রমে শূন্য উদ্গার— এগার্।

৪৫। „ ও তৎসহ বমনেচ্ছা— রুটা।

৪৬। „ ও উদ্গার আহারের পূর্ব্বে— সিলিনি। (৪০, ৫৩ দেখ)

৪৭। „ ও গলনলী সঙ্কুচিত যেন তাহাতে কোন সিপি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তদ্দরুণ বমনেচ্ছা এবং মুখের ভিতর জলসঞ্চয়— সিপি।

৪৮। „ আহারের পর— ষ্ট্যাম্না, কেলি-কার্ব।

৪৯। „ আহারের পর ও তাহাতে গলা বেদনা—কার্ব-ভ।

## দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে হিক্কা।

৫০। হিক্কা রাত্রিতে— এসিড্-সাল্ফ, এপোসাইনাম্, আর্স, বেল্, হাইয়স্, মার্ক-কর।

৫১। „ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে— বেল্, হাইয়স্।

৫২। „ সন্ধ্যার সময়— ইথুজা, গ্র্যাফা, কেলি-আইয়ড্, স্ভাট্রা-কার্ব, নিকোলাম্, পিট্রো, হ্রাস্, জিঙ্ক্, কফি, কেলি-কার্ব।

৫৩। হিক্কা পাকস্থলী শূন্য থাকিলে ( এই পংক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে পেটে কিছু থাকিলে অর্থাৎ জল কিম্বা ভুক্তদ্রব্য পড়িলে হিক্কা সাম্য থাকে। )—সাল্ফার। ( ৪০, ৪৬, দেখ )

৫৪। „ প্রাতঃকালে— এপোসাই-ক্যানা, ক্যানা-স্যাটা, সালফা।

৫৫। „ দুই প্রহরের পর— এগার্, এমোনি-কার্ব, ক্যাম্ফা।

৫৬। „ রাত্রিতে গাত্রোত্থানের পর, তৎসঙ্গে মুখ বিস্বাদ এবং মুখ চাচিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব— আর্স।

৫৭। „ বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে—ব্যাবিযাম্-কার্ব, মার্ক-সল।

৫৮। „ অত্যন্ত ধর্ম্মসহ, নিশাকালে— বেল্।

৫৯। „ অতি প্রত্যুষে— কেলি-নাইট্রা, সাল্ফা।

৬০। „ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এবং তৎপর উদ্গার হইতে থাকে— ম্যাগ্নে-কার্ব।

৬১। „ সন্ধ্যার সময়, এবং তৎপর অত্যন্ত হাঁচি—পিট্রো।

৬২। „ সন্ধ্যার পর, অত্যন্ত উদ্গার হইয়া— হ্রাস্ টক্স।

৬৩। „ সন্ধ্যার সময়, বহুক্ষণ স্থায়ী— সাসাফ্রা, সাল্ফা।

৬৪। „ অতি প্রত্যুষে ( ধূমপান সময়ে )— ভিরেট্রা।

৬৫। „ অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে— জিঙ্ক্-মেটা।

৬৬। „ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায়— পাল্স।

৬৭। „ চিন্তার সময়— অক্জ্যালি-এসি।

৬৮। „ অজ্ঞাতসারে— কুপ্রা-এসি।

৬৯। „ বমনের সময়— মার্ক-কর।

## হিক্কার বৃদ্ধি।

৭০। প্রাতে আহারের পর— কারল্স-বেড্।

৭১। „ মধ্যাহ্নে আহারের পর— গ্র্যাটীওলা, হাইয়স্।

৭২। „ শরীর সঞ্চালনের পর— কার্ব-ভ।

৭৩। „ পানীয সেবনেব পর— কারল্স-বেড্, সাল্ফ-এসি।
৭৪। „ আহাবেব পব— মার্ক।
৭৫। „ বিন্দুমাত্র জল সেবনে বৃদ্ধি— মার্ক-কব।

## হিক্কার উপশম।

(৪০, ৪৬, ৫৩ পেবা দেখ।)

৭৬। পিত্ত উদ্গার হইযা উঠিয়া গেলে হিক্কার উপশম— জিঙ্ক্।

৭৭। শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম— কোকা।

৭৮। হিক্কা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিযা বিবেচনা করেন।

" বেলেডোনা— পুনঃপুনঃ অত্যন্ত উৎকট হিক্কার আক্রমণ। হিক্কাতে রোগী বিছানা হইতে লাফাইযা উঠে। একবাবেব ফিট হইতে অন্য বারের ফিট পর্য্যন্ত কর্ণে কিছু শুনিতে পাযনা। রাত্রিতে ঘর্ম্মসহ হিক্কা। হিক্কার পরে মস্তক ও শাখা সমূহেব কনভল্শান। এবং ইহাব কিছুকাল পরে বমন ও অবসন্ন অবস্থা।

সিকুটা— ধাতুময় পাত্রেব শব্দেব ন্যায হিক্কা।

হাইয়সায়েমাস্— হিক্কাসহ আক্ষেপ, পেট ডাকা এবং তৎসঙ্গে অসাড়ে মূত্রত্যাগ ও মুখে গঁাজ্লা উঠা।

কার্ব-ভেজি— প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনেব পব হিক্কা। হিক্কা হেতু দমবন্ধ হওয়ার ন্যায বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায, শয়নে, পানীয সেবনের পর অথবা ধূমপান সময় হিক্কা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া— পুনঃপুনঃ হিক্কা এবং তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও অজ্ঞান ভাব। অত্যন্ত ক্ষুধা এমন কি ভুক্তদ্রব্যে উদবপূর্ণ থাকা সত্বেও ভয়ানক ক্ষুধা।

ফস্ফরাস্— আহারান্তে হিক্কা। পাকস্থলীতে বেদনা ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া— পানীয় সেবন কিম্বা আহাবের পর হিক্কা।

সাল্ফার— হিক্কা এবং তৎসঙ্গে তালুর পশ্চাদ্ভাগে বেদনা।

একোনাইট, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, কুপ্রাম, ল্যাকেসিস্, নক্স-ভমিকা, ভিরেট্রাম্ ও জিঙ্কাম্ এই কয়েকটী ঔষধকেও ডাক্তার সরকার হিক্কা জন্য উপযুক্ত মনে করেন।"

৭৯। "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক" ইহার ২ য় খণ্ড ৭ সংখ্যা মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত হিক্কার্থ ব্যবস্থা করেন।:—

বেলেডনা— পুনঃ পুনঃ প্রবল হিক্কা, হিক্কা বশতঃ রোগী শয্যা হইতে চমকিয়া উঠে, রাত্রিকালে ঘর্ম্মের সহিত হিক্কা, হিক্কাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি বক্রভাব ধারণ করে, হিক্কা বশতঃ পুনর্ব্বার অবসন্নভাব ও বমনোদ্যম প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সিকুটা— অত্যন্ত শব্দযুক্ত হিক্কা।

পালসেটিলা— ধূমপান অথবা জলপান করিবার পর, নিদ্রাবস্থায় ও শ্বাসরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা হইলে।

ষ্ট্র্যামোনিয়া— মূর্চ্ছা ও বমনোদ্যমযুক্ত হিক্কা হইলে।

ইগ্নেসিয়া— পান আহার করিবার পর হিক্কা হইলে ইহা উপকারী। এতদ্ব্যতীত হাইয়সায়েমাস্, কার্ব, ভেজিটেবিলিস্, ফস্ফরাস্, সাল্ফার্, প্রভৃতিও হিক্কার উত্তম ঔষধ।"

৮০। ডাং ম্যাসি নিম্নলিখিত ঔষধাদি হিক্কা সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

"কলো-ফাইলিন্— অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আক্ষেপ নিবারক ঔষধ। ইহা নিতান্ত শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে।

জেলসিমিনিয়াম্— শ্বাস প্রশ্বাস পথের আক্ষেপ নিবারণ হেতু ইহা অতি উপকারী ঔষধ।

শীতল জল— শিশুদের হিক্কা হেতু ১ ড্রাম করিয়া শীতল জল পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীতল জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে কিম্বা এক গ্লাস শীতল জল লইয়া তাহাতে জিহ্বা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে অনেক উপকার আছে।"

৮১। ডাং গারেন্‌সি নিম্নলিখিত ঔষধগুলিকে হিক্কাধিকারে প্রধান বলিয়া মনে করেন— ** (এমোনি-মি, সাইক্লেমে, হাইয়স্, ইগে, ম্যারাম্-ভি, নক্স-ভ)।

৮২। জ্বরের সময় হিক্কা— ক্রোটেলাস্-হি।

৮৩। যে সময় জ্বর হইবে সেই সময় জ্বর না হইয়া হিক্কা— আর্স।

৮৪। সামান্য শরীর সঞ্চালনে হিক্কা— বার্ক-কর।

৮৫। উদ্গার সদৃশ হিক্কা— এন্টি-টার্ট।

৮৬। হিক্কা উঠিবার সময় টের পায় না— কুপ্রা-এসি।

৮৭। ডাক্তার বাক, হিক্কা অধিকারে— * একোন্, এমোনি, * বেল্, ব্রাই, * কুপ্রা, * হাইয়স্, ইগ্নে, * নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, এই কয়েকটী ঔষধ প্রধান বলিয়া গণ্য করেন। (২, ৩ পেরা দেখ)

৮৮। হিক্কা সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা }:—

এই উপসর্গে প্রথমতঃ ৩০ কিম্বা অন্য কোন প্রকার উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে ফল না পাওয়া যায় তবে নিম্ন ডাইলিউ-সন দিবে; যদি তাহাতেও কোন ফল না দর্শে তবে মাদার টিংচার ১ ফোটা, প্রয়োজন হইলে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার কোন একটী বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার একটী হিক্কার রোগীতে বেলেডোনার মাদার টিংচার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মফস্বল স্থান বিধায় তাহা না পাওয়ায় এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিয়া রোগীটিকে আরোগ্য করা হয়।

৮৯। হিক্কা সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। }:—

অনেক সময় মস্তকে জলপটী বা বরফ দিলে; বরফ কিম্বা শীতল জল পান করিলে হিক্কা সহজে বারণ হইয়া যায়। কখন কখনও পথ্য সেবন করাতেও হিক্কার দমন হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হিক্কা নিবারণ জন্য ডায়েফ্রাম প্রদেশে মাষ্টার্ডপ্লাষ্টার ব্যবস্থা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎ-সকেরা নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবহার করেন, গোল মরিচ পোড়াইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া তাহার ধূম গ্রহণে সামান্য ফল দৃষ্ট হয়। হিক্কা সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে।

---

## দুর্ব্বলতা ( Debility. )। অবসন্নাবস্থা ( Prostration. )। অলস বা ক্লান্ত অবস্থা (Languor.)। শরীর শীর্ণতা (Emaciation.)।

১। অনেক সময় সাধারণ পীড়ার সঙ্গে যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহা মূল পীড়া আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় অত্যন্ত উৎকট ব্যাধিহেতু কিম্বা জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা এবং রক্তস্রাব ইত্যাদি জন্য যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহা আরোগ্য করিতে বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক।— ( ১ ) আর্স, কার্ব-ভ, * চায়না, ইপিকা, * নক্স-ভ, ফস্, * ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, * সাল্ফা, ভিরেট্রা; ( ২ ) একোন্, এরালি, এমোনি, আর্ণি, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কষ্টি, চেলোন, ককিউ, কর্ণাস্, ফেরা, গ্রাফা, হেলোন্, হাইড্রা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ম্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, থ্রাস, রুমেক্স, সেপ্ল, সিকে, সিপি, সাইলি; ( ৩ ) এনাকা, আর্জেণ্ট-নাই, ব্যারি-মিউ, ব্যাপ্টি, ক্যানা, ক্যাম্বা, ক্যামো, সিমিসিফিউ, কোনা, কুপ্রা, ডিজি, ডালকা, ইউপেটো-পারফো, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, হাইয়স্, ক্রিয়েজো, ল্যাক্টা, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কা, মিউর-এসি, পিট্রো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যান্না, ও জিঙ্ক্ দুর্ব্বলতা অধিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।—

২। শরীর হইতে রক্তাদি (জীবন সংরক্ষণী) কোন প্রকার স্রাব অত্যন্ত হইলে যদি দুর্ব্বলতা জন্মে তবে— ( ১ ) এলেষ্টোনিয়া, * চায়না, দিবে। তাহাতে কোন ফল না পাইলে ( ২ ) ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, সিনা, ল্যাকে, নক্স-ভ, * ফস্-এসি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; ( ৩ ) নাইট্রি-এসি, স্যাল্ফ-এসি, সিলিনি।

৩। অত্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম ( হস্তমৈথুন নহে ) হেতু দুর্ব্বলতা— * চায়না।

৪। প্রাচীন দুর্ব্বলতা—(১) * ক্যাল্-ক, ক্রিয়েজো, ফেলোন্, নকস-ভ, ফস-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা; (২) এনাকা, আর্নি, কার্ব-ভ, কোনা, ডায়োস্কো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, সিপি।

৫। অত্যন্ত দুগ্ধ ক্ষরণহেতু দুর্ব্বলতা— ক্যাল্-ক, চায়না, ফেরা, ফস্, ফস-এসি, এলিট্রিস-ফে, য্যালেষ্টোনিয়া।

৬। হস্ত মৈথুন হেতু দুর্ব্বলতা— ইহাতে নকস-ভ দিয়া পরে সালফার এবং ক্যাল্কেরিয়া দিবে। ফস্ফরিক এসিড এবং ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন ফল না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। * কার্ব-ভ, * সিনা, ককিউ, * কোনা, ন্যাট্রা মিউ, নক্স-ম, ফস্; এই কয়েকটী ঔষধ দ্বারাও আমরা অনেক ফল পাইয়াছি। চায়না হস্তমৈথুনে বিশেষ উপকারী নহে, কারণ কোন প্রকার বিশেষস্রাব এই দুর্ব্বলতার হেতু নহে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই হস্তমৈথুনের প্রধান শাস্তি। হস্তমৈথুন (এই পাপ অভ্যাস) মস্তিষ্ক, মেধা, আয়ু এবং সদ্বুদ্ধি নষ্ট করে। সুতরাং এবিষয়ে চিকিৎসক জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন। এই অভ্যাস দূর করার জন্য— (১) ক্যাল্কে, সালফা; (২) চায়না, ককিউ, মার্ক, ফস্; (৩) এন্টি, কার্ব-ভ, প্যাসী ও প্লাস্ স দেওয়া হইয়া থাকে। যদি এই সব ঔষধ ব্যবহারে এই পাপ অভ্যাস দূর না হয়, তবে কোন ফোস্কাকারক ঔষধ (যথা লাইকারসিটী) সাবধানে পুরুষাঙ্গের চর্ম্মোপরি প্রয়োগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত উৎপাদন করিলে এই পাপ অভ্যাস সহজে দূর হইতে পারে।

৭। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা হইলে— একোন্, আর্নি, * আর্স, ব্রাই, * ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, রাস্, সাইলি, ভিরাট্।

৮। রাত্রি জাগরণে দুর্ব্বলতা— কার্ব-ভ, ককিউ, নক্স-ভ, পাল্স।

৯। অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা— বেল্, ক্যাল্কে, * ল্যাকে, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, * নক্স-ভ।

১০। অত্যন্ত বসিয়া থাকার অভ্যাসে— নক্স-ভ, সাল্‌ফা।

১১। নূতন উৎকট পীড়া হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে—(১) চায়না, হিপা, সাইলি, ভিরাট; (২) ক্যাল্‌কে, ন্যাট্রা-মিউ, ফস-এসি, সালফা, (৩) ব্যাপ্টিসিয়া, ব্যাপটি, এলিট্রিস, কর্নাস্, ফেরিয়া, জেল্‌স্, হাইড্রাস, মিলেফ।

১২। রক্তস্রাব হইতে দুর্ব্বলতা জন্মিলে— চায়না, ফস-এসি, সাল ফ-এসি।

১৩। শীঘ্র শীঘ্র শরীর অতি দীর্ঘ হওয়ার দরুণ দুর্ব্বলতা ফস-এসি।

১৪। বৃদ্ধের দুর্ব্বলতা— * ব্যারাইটা, চায়না, অরা, কোনা, ওপি।

১৫। স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু দুর্ব্বলতা—(১) একোন, ক্যামো, চায়না, সিমিসিফি, কফি, কর্ণাস, জেলোন, লেপ্টে, লাইকো, ফস, নক্স ভ, পাল স, সেঙ্গ; (২) এসাবাম, ব্যাপ্টি, হিপা, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পিক্রি এসি, টিউক্রি, ভ্যালিরি, ভিরাট।

১৬। অত্যন্ত অধ্যয়ন রাত্রি জাগরণ, সর্ব্বদা বসিয়া কাজ করার দরুণ দুর্ব্বলতা—(১) নক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, জেলোন, কক্কিউ, আইরিস, ল্যাকে, পাল স।

১৭। অত্যন্ত কাফি পান করা হেতু দুর্ব্বলতা—ক্যামো, * ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, সাল ফা।

১৮। পারা ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার করার দরুণ দুর্ব্বলতা— কার্ব-ভ, ক্যামো, * হিপা, * নাইট্রি-এসি, পাল্‌স।

১৯। মাদক দ্রব্য সেবনে দুর্ব্বলতা— ক্যামো, কফি, * মার্ক নক্স-ভ।

২০। মদ এবং স্পিরিট্‌ সেবনে দুর্ব্বলতা— একোন, বেল কফি, নক্স-ভ, পাল স, সাল ফা।

২১। দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব। } :—

একোনাইট— যুবা পুরুষেরদের (বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদের) শরীরে রক্তাধিক্য হইলে এই ঔষধ দেয়। সামান্য বেদনায় অত্যন্ত বেদনা

অনুভব। অনিদ্রা, ছট্ ফট্ করা ও শয্যায় পড়িয়া এপাশ্ ও পাশ করা। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা। গাল লালবর্ণ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হওয়া। হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন।

এলেট্রিস্-ফেরিনোসা—(স্ত্রীলোকদের দুর্ব্বলতা আহারঅভাবে কিম্বা বহুকালস্থায়ী কোন রোগের দরুণ)। শারীরিক যন্ত্র সমুদায়ের কোন পীড়া নাই। ডিপ্থিরিয়া বা গলাক্ষত রোগের পর দুর্ব্বলতা।

ক্যাল্কে-কা—প্রত্যেকবার স্ত্রী সঙ্গমের পর হস্ত পদ কম্পন, দুর্ব্বল অবশ শরীর, মাথা বেদনা।

ষ্ট্যাফ সেগ্রিয়া—কোন ব্যক্তির রোগাসক্ততা থাকিলে এবং স্ত্রী সঙ্গমের পর যদি হাঁপানি পীড়ার ন্যায় উপস্থিত হয়।

সিলিনিয়াম্—সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, এবং নিতান্ত সঙ্গমেচ্ছা। প্রষ্ট্যাটিক্ রসক্ষরণ অত্যন্ত। টাইফস্ জ্বরের পর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা।

N. B. প্রষ্ট্যাটিক গ্রন্থি হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহাকে 'প্রষ্ট্যাটিক্-জুস' বলে; এই রস যখন অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তখন কোষ্ঠ দিলে বাহ্যের ন্যায় 'প্রষ্ট্যাটিক্ রস' দেখিতে পাওয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শুক্রকীট ইহাতে দেখিতে পাইবে না।

ক্যামোমিলা—বেদনায় নিতান্ত কাতর। সামান্য বেদনায় মূর্চ্ছা হওয়া স্বভাব। আবদারতা। কোঁকান। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কলহকারী স্বভাব। একবার পিংশবর্ণ পুনরায় লাল। এক গাল লালবর্ণ উষ্ণ অন্য গাল শীতল ও পিংশে।

চায়না—মানসিক কিম্বা শারীরিক কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। একটু সামান্য বাতাস জোরে গাত্রে লাগিলেই অসুখ বোধ। নানাপ্রকার চিন্তার দরুণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা। রাত্রে ঘুমাইলে নানাপ্রকার ভাবনা উপস্থিত হয়। অনেক সময় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্প।

কফি—অনিদ্রা। মানসিক উত্তেজনা। স্বভাব অত্যন্ত খারাপ অথবা সর্ব্বদা হাসি খেলায় রত। সামান্য বেদনা হইলেই অস্থির হওয়া।

নক্স-ভমিকা— সমস্ত স্নায়ু বিধান উত্তেজিত ও তদ্ধেতু স্বভাব খিট্ খিটে। শারীরিক পরিশ্রম ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছা। চমকিয়া উঠা স্বভাব। চিন্তান্বিত। ক্রুদ্ধ।

পাল্‌সেটিলা—ইহাতে নক্সের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ সরল স্বভাব পুরুষদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পিক্রিক্-এসিড্— শরীরে কোন ভুক্ত দ্রব্যের সার প্রবেশ না করা হেতু দুর্ব্বলতা। স্ফোটক হওয়া শারীরিক ধর্ম্ম। মাংশ পেশী নিতান্ত দুর্ব্বল। পা অবশ ও সমস্ত শরীরে দুর্ব্বলতা। বিশ্রাম করিলে ও বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয়।

## অবসন্নাবস্থা।

( Prostration )

১। অবসন্ন অবস্থা— * আস, ব্যাপ্টি, বেঞ্জো-এসি, বিস্‌মাথ্, বোলিটা, * ক্যাম্ফ, * কাব-ভ, চায়না, কল্‌চি, কোণা, কর্ণাস্-সা, কুপ্রা, সাইক্লেমে, ডাল্‌কা, ইলাচ, ইউফবাব, আইরিস্-ভ, ল্যাকে, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, মেজি, মিউর-এসি, নিউফাব, ওপান্ট, পিক্রি-এসি, প্ল্যাণ্টেগো, * সিকে, * সিপি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যাবেকা, ট্যারাকুসে, টার্টারী, টেরিবি, * থুজা, * ভিরাট্।

২। অবসন্নাবস্থার অভাব— ** ফস্-এসি।

৩। অবসন্নাবস্থা, তৎসঙ্গে উষ্ণ শরীর— **বিস্‌মাথ্।

( কোল্যাপ্‌স্ বা অবসানাবস্থা দেখ। )

## অলস বা ক্লান্ত অবস্থা।

( Languor. )

১। এই অবস্থায়— এলাম্, এপিস, আর্জেণ্ট-না, আর্স, এস্‌-ক্লেপি, বেঞ্জো-এসি, বোরা, ব্রোমি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ** চায়না, ককিউ

কোনা, * কর্ণাস্-সা, ডিজি, * ইউপেটো-পারফো, ডাল্কা, * ফেরা, গ্র্যাফা, গার্নি-গা, আইয়ড্, আইরিস্-ভা, কেলি-বা, * লোবি, কেলি-ব্রো, কেলি-কা, কেলি-না, ল্যাকে, লেপ্টা, * লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক-ভ, মোজ, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ** ন্যাট্রা-মি, * নক্স-ম, নক্স-ভ, ফস্, পডো, * সোরি, রেফি, স্যাবাডি, সেপ্সু, সিপি, সাল্ফা, ** সিড্রন, সাল্ফ-এসি, টার্টা-এ, থুজা, ভিরাট্।

## শীর্ণ শরীর।

শরীর শীর্ণ— (১২৮ পৃষ্ঠা ২০ পেরা ক্ষীণ শরীর দেখ। এবং শিশুর শরীর শীর্ণতা দেখ)।

## মূর্চ্ছা বা হটাৎ অচৈতন্য হওয়ার ভাব।

(১২৮ পৃষ্ঠা, ৭, ৮ পেরা দেখ, এবং কোমা বা অচৈতন্য অবস্থা দেখ।)

## টাঁস বা ক্রেম্পস্

(Cramps)

অর্থাৎ

অঙ্গুলী, হস্ত পদ, জঙ্ঘা ও গুল্ফ ইত্যাদিতে

আক্ষেপ বা খিল ধরা।

(১২৭ পৃষ্ঠা, ৪ পেরা দেখ)

১। টাঁসঅধিকারে— এলাম্, এস্যা, এনাকা, * ক্যামো, চায়না, কোনা, * কুপ্রা-এসিটি, * কুপ্রা-মেটা, কলষ্টম্, টিরাপিন্, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, নাইট্রি-এসি, ফস্, নকস-ভ, পাল্স, * সিকে, সিপি, সাইলি, স্যাইজি, ষ্ট্যাম্রা, ষ্ট্যাফি, এগারিকাস্, এমোনি-কষ্টি, এন্টি-টার্ট, আর্স,

[illegible]টোপি, বেল্, সিকুটা-ভি, কোনা, ডিজি, হেলে, হাইয়স্, কেলি-বা, কেলি-ক্লো, মার্ক-কর, প্ল্যাটীনা, পডো, * প্লাম্বা, ষ্ট্র্যামো, রিসিনাস্, [illegible]কুনিয়া, ট্যাবেকা, * মরফিয়া, কেলি-সাইনেটাস্, ব্রাই, কাইটো, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের সঙ্গে এই প্রকার খিল্ ধরা দেখা যায়।

২। টাঁস সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব :—

ভিরাট্-এল্ব— কেবল জঙ্ঘা পিণ্ডে টাঁস।

সিকেলী-কর্ণিউটাম্— পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মাত্র খিল্ ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী নীচমুখে বক্র হয়। অথবা গুল্ফ গ্রন্থিস্থানে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও হস্ত পদের অঙ্গুলীতে টাঁস ধরিয়া অঙ্গুলী পার্শ্বদিকে বক্র করিয়া থাকে। ইহার ১ ক্রম বিশেষ উপকারী।

আর্সেনিকাম্-এলবাম্— উরু, জঙ্ঘা পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বাহুমূল বা বাহু প্রভৃতিতে টাঁস।

কুপ্রাম্-এসিটিকাম্— হস্ত পদ ও অঙ্গুলীতে টাঁস।

( ১২১ পৃষ্ঠা ৪ পেরা দেখ )

## ঘর্ম্ম।

(Sweat)

( জ্বরের ঘর্ম্ম দেখ )

১। নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ঘর্ম্ম—নিশাঘর্ম্ম, অতিরিক্তঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ অনেক সময় নানাবিধ গুরুতর পীড়ায় ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কয়েকটী ওলাউঠার রোগীতে এবং হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ অবস্থায় ২। ৩ টী জ্বর-রোগীতে নাড়ী বিলুপ্ত প্রায় এবং তৎসঙ্গে শরীরে শীতল ঘর্ম্ম দৃষ্টে ক্যাম্ফর ৩য় ডাইলিউসন প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য

ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, "শীতল ঘর্ম্ম" এই প্রধান লক্ষণ দৃষ্টেই ক্যাম্ফর নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ঘর্ম্ম একটী বিশেষ গুরুতর লক্ষণ।

২। ঘর্ম্মাধিক্যে—(১) বেল, *অকজ্যালি-এসি, *এণ্টি-টার্ট, ব্রাই, ক্যাল-কার্ব, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাফা, হিপা, *মিউর এসি, মার্ক, কেলি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, পালস, হ্যাস, সেম্ব, সিলিনি, সিপি, সালফা, *ভিরাট; (২) একোন, *আর্স, বোরাক্স, ককিউ, কল্চিকা, গুয়াই, *ইপিকা, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস, ফস-এসি, স্ক্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, থুজা; (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, ব্যারাইটা, ক্যাপ্সি, কলোসি, কোনা, *হাইড্রোসি-এসি, ডসি, ডালকা, ফেরা, হেলে, হাইয়স, ভিরাট-ভি, ভ্যালিরি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, ড্রসো, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সালফ-এসি, টার্টা-এমি।

৩। অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম—এমোনি-মি, আর্স, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, ইপিকা, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, পাল্স, হ্যাস, সিপি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, সালফা; (২) এলাম্, এম্ব্রা, এনাকা, আর্নি, বেল, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, ডিজি, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, হিপা, আইয়ড, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, স্যাবাইনা, সেম্ব, সিপি, ভিরেট্রা।

৪। শয্যায় শয়ন করিবা মাত্র ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়—আর্স, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, ওপি, ফস, হ্রাস, ভিরাট।

৫। প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, আর্স, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, গুয়াই, হেলে, হিপা, আইয়ড, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ওপি, ফস-এসি, ভিরাট।

৬। সামান্য পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিলে দিবাভাগে ঘর্ম্ম (১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, হিপা, কেলি, ন্যাট্রা-মি, পালস, সিলিসি, সিপি, সালফা, ভিরাট্‌; (২) এমোনি-মি, এসারাম্‌, বেল, ব্রাই ফেরা, গ্র্যাফা, ল্যাক, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, স্পাইজি, হ্রাস, ষ্ট্যাফি, সালফ-এসি, জিঙ্ক।

৭। সামান্য বিশ্রাম অবস্থায় ও দিবসে ঘর্ম্ম— এনাকা, হ্রাস্‌, সিপি, সালফা, (২) এসারাম, ক্যাল্‌কে, কোনা, ফেরা, ফস-এসি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সালফ-এসি।

৮। মানসিক পরিশ্রম এবং কথাবার্ত্তা বলা কালীন ঘর্ম্ম— বোরাক্‌স, গ্র্যাফা, সিপা, হিপা, ইগ্নে, সালফা।

## আংশিক ঘর্ম্ম।

৯। একপার্শ্বে ঘর্ম্ম— এম্ব্রা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে, পালস, হ্রাস, স্পাইজি, সালফা।

১০। কেবল মাত্র মস্তকে ঘর্ম্ম — (১) বেল, ব্রাই, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, মার্ক, পালস, সাইলি, ভিরাট; (২) গ্র্যাফা, কেলি, নক্স-ভ, ওপি, ফস, হ্রাস, সার্সা, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি, (৩) ক্যাম্ফ, ডালকা, গুয়াই, হিপা, ম্যাগ্নে মি, স্যাম্বাডি, সিপি, স্পাইজি।

১১। কেবল মাত্র মুখ মণ্ডলে ঘর্ম্ম — (১) কার্ব-ভ, ইগে, পালস, হ্রাস, সেম্ব, স্পঞ্জি, ভিরেট্রা; (২) এসাম্‌, বেল, বোরাকস, কার্ব-এনি, ককিউ, কফি, ড্রসি, ডালকা, মার্ক, ফস, রুটা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সালফা।

১২। নাসিকার নিম্নভাগে কিম্বা চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্ম—বেল, নক্স-ভ।

১৩। গলদেশ এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম— (১) বেল, নাইট্রি-এসি, সালফা, (২) কেলি, আর্স, নক্স ভ, ফস-এসি, হ্রাস, ষ্ট্যান্না।

১৪। পৃষ্ঠদেশে ঘর্ম্ম— (১) চায়না, পিট্রো, ফস এসি, (২) আর্স, ক্যাল্কে, ডাল কা, ওয়াই, হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা, সিপি, সাইলি, ভিরেট্রা।

১৫। বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম— (১) এগার, আর্নি, ক্যাম্ফা, চায়না; ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ফস, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

১৬। উদরে ঘর্ম্ম— (১) এম্ব্রা, এনাকা, আর্জেন্ট-না, ক্যাম্ফা, ড্রসি, ফস্, প্লাম্বা, ষ্ট্যাফি।

১৭। জননেন্দ্রিয় সমস্তে ঘর্ম্ম— (১ অরা, হিপা, সিপি, সাইলি, সালফা, থুজা, (২) এমোনি, ব্যারাই, বেল, ক্যাম্ফা, কোনা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নক্স-ভ, ফস-এসি, হ্যডো, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

১৮। বগল প্রদেশে ঘর্ম্ম— (১) হিপা, কেলি, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, সিপি, সালফা, (২) ব্রাই, ক্যাপসি, কার্ব-এনি, ডাল্কা, হ্রুডো, সিলিনি, স্কুইল, থুজা, জিঙ্ক।

১৯। হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম— (১) ক্যালকে, কোনা, হিপা, সাইলি, সালফা, (২) ব্যারাই, কার্ব ভ, ডালকা, ইগ্নে, আইয়ড, লিডা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, থুজা, জিঙ্ক্।

২০। পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম— (১ ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, (২) এমোনি, ব্যারাই, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা মি, পিট্রো, ফস্-এসি, পাল্স, স্যাবাডি, থুজা, স্যাবাই, জিঙ্ক্।

২১। „ ঘর্ম্ম দুর্গন্ধময় হয় তবে— ব্যারাই, গ্র্যাফা, কেলি, নাইট্রি এসি, সিপি, সাইলি, টেলুরি, জিঙ্ক্ দেওয়া উচিত। (২৮ পেরা দেখ)

২২। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় বটে কিন্তু কিছুতেই বেদনা ও অন্যান্য পীড়ার উপশম বোধ হয়না; বিশেষতঃ শাখা সমস্তের বেদনা, সর্দ্দি এবং বাতজনিত জ্বর হেতু— চায়না, ডাল্কা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সিপি। (৪১ পেরা দেখ)

২৩। তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত ঘর্ম্ম—ব্রাই, চায়না, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ষ্ট্যাম্মো।

২৪। উষ্ণ বা গরম ঘর্ম্ম—বেল্, ক্যাম্ফ, ব্রাই, ল্যাকে, ক্যামো, ** ওপি, ফস্, স্যাবাডি, ষ্ট্যান্না।

২৫। আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম—(১) একোন্, এনাকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, ফেরা, হিপা, (২) লাইকো, * মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, সিপি, স্পাইজি, ভিরেট্রা।

২৬। রক্তময় ঘর্ম্ম—(১) আর্ণি, ক্যাল্কে, নক্স-ভ, (২) ক্যামো, ক্রেমা, ককিউলা, কোটেলা, ল্যাকে, নক্স-ম।

২৭। ঘর্ম্ম হেতু জামার কাপড়ে দাগ উৎপাদন করে—আর্স, বেল, কার্ব-এনি, গ্র্যাফা, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, সিলিনি।

২৮। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম—(১) এমোনি-মি, ব্যারাই, *ব্যাপ্টি, *ডাল্কা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, থুজা, সিলিনি, সিপি, * সাইলি, সাল্ফা, ষ্ট্যাফি; (২) বেল্, ক্যাম্ফা, কার্ব-এনি, ফেরা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, * মার্ক, পাল্স, হুডো, স্পাইজি, আর্ণি, গ্র্যাফা।

২৯। টক্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—আর্স, এসারাম্, ব্রাই, লাইকো, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা, আর্ণি, বেল্, কার্ব-ভ, ক্যামো, ফেরা, হিপা, ইপিকা, কেলি, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ভ, থুজা।

৩০। তিক্ত গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—ভিরেট্রা।

৩১। শোণিত গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—লাইকো।

৩২। তীক্ষ্ণ গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—থুজা-টক্স।

৩৩। দগ্ধ পদার্থের ন্যায় গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—বেল্, সাল্ফা।

৩৪। চরণে ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে—এপিস্, ক্যামো, কুপ্রা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি, থুজা।

৩৫। অত্যন্ত অবসন্নকারক ও পতনাবস্থা উৎপাদক ঘর্ম্ম—(১) ফেরা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, * ফস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা,

* আর্স, কার্ব-এনি * চায়না; (২) ক্যাল্কে, চায়না-সাল্ফ, ককিউ, নক্স-ভ, সেম্ব্, ভিরাট্, লাইকো, মার্ক, আইয়ড্। (৩৬ পেরা, ও কোল্যাপ্‌স্ অবস্থা দেখ)

৩৬। শীতল ঘর্ম্ম—(জ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসান বা পতনাবস্থায় অনেক সময় এই শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায় তখন বিশেষ সাবধানতা সহ চিকিৎসা করা উচিত) (১) একোন্, * ট্যাবেকা, ইথু, হেলে, জ্যাট্রো, টেরিবি, সাল্ফা, পিক্রি-এসি, * আর্স, ** ক্যাম্ফ, * কার্ব-ভ, * চায়না, ** সিনা, * হাইয়স্, * ইপিকা, ** সিকেলী, ** ভিরেট্রা, (২) অরা, * কুপ্রা, ফেরা, *হিপা, ইগে, ল্যাকে, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি, * ষ্ট্রামো, * টার্টা-এমি। (কোল্যাপস্ বা পতন অবস্থা দেখ। ৩৫, ৩৭ পেরা দেখ)

৩৭। শীতল ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈসজ্যতত্ত্ব (৩৫, ৩৬, পেরা ও কোল্যাপস্ দেখ) :——

ক্যাম্ফ—অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম।

আর্স, সিকেলী, টার্টা-এমি—শীতল ঘর্ম্ম ও তাহাতে কিঞ্চিৎ আঠার ন্যায় বোধ হয়।

অরাম-মে—শীতল ঘর্ম্ম হইয়া সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ উপশম হয়।

হেলেবোর—সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বর্ণ পিংশে, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়, শরীর বরফের ন্যায় শীতল। রোমনিচয়ের অগ্রে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু দেখা যায়।

চায়না—সমস্ত শরীরে অথবা কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা।

প্লাম্বা-মেটা—কপালে এবং সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম।

ল্যাকে—কোন প্রকার দংশন হেতু শীতল ঘর্ম্ম।

৩৮। ঘর্ম্ম ও তৎসহ অস্থির এবং ব্যাকুল অবস্থা—ক্যাল্‌-কা পাল্‌স, সিপি, সালফা।

৩৯। „ তৎসহ তৃষ্ণা—** ক্যাম্ফো, ** চায়না, * আর্স।

৪০। „ তৎসহ তৃষ্ণা নাই—**হেলে, **স্যাম্বুকাস্, **সাইলি।

৪১। ঘর্ম্ম তৎসহ গাত্রেকাপড় রাখিতে চায়না— ** একোন, (৪২, ৫১ পেরা দেখ।)

৪২। „ „ গাত্র আবৃত রাখিতে নিতান্ত স্পৃহা—( গাত্রাবরণ ফেলিতে চায়না ) **নক্স-ভ. **স্যাম্বুকাস সিনা, ষ্ট্রনশিয়ানা। (৪১, ৫১, ৫২ পেরা দেখ)

৪৩। „ শীতাবস্থার পরক্ষণেই ঘর্ম্মসহ শরীর উষ্ণ হয়— ** ক্যামো, ** পালস ** ওপি। (৫১, ৫২, ২৪ পেরা দেখ।)

৪৪। „ শীতসহ— সিকুটা, ডিজি।

৪৫। „ আবৃতভাগে— একোন।

৪৬। „ অত্যন্ত অধিক—**জ্যাবোরাণ্ডা, *ওপি, *সোরি, ষ্ট্র্যামো। (৩৫, ২২, পেরা দেখ)

৪৭ „ নিদ্রাবস্থায়— * চায়না, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ফস্, * সোরি। (২৯ পেরা দেখ।)

৪৮। „ বমন সহ — একোন, ইপিকা

৪৯। „ জাগ্রত হইবামাত্র ( কিন্তু নিদ্রাবস্থায় শরীর শুষ্ক খস্ খসে অবস্থায় থাকে)— ** স্যাম্বুকাস। (৫৭ পেরা দেখ)

৫০। „ উষ্ণ, কপালে— ক্যামো, ইউফর্বি, মার্ক-ভ। ২৪ পেরা দেখ)।

৫১। „ জ্বরের উষ্ণাবস্থায়— এলুমি, এমোনি-মি, এন্টি-ক্রু, ক্যাম্ফ, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি। (২৪, ৫০, ৪১, ৪২, ৪৩ পেরা দেখ)

৫২। „ „ „ অত্যন্ত — ** কল্‌চি, সোরি।

## ঘর্ম্ম একদিকে (Unilateral.) মাত্র হইয়া থাকে।

৫৩। এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব। }:—

নক্স-ভ এবং ব্যারাইটা— মুখে এবং মস্তকের একদিকে মাত্র ঘর্ম্ম।

পাল্‌স— কেবল মাত্র মুখের একদিকে ঘর্ম্ম।

ব্যারিয়াম্, চায়না ও জ্যাবোরাণ্ডাই— শরীরের বামদিকে ঘর্ম্ম কিন্তু প্রথমোক্ত ঔষধ কেবলমাত্র মস্তকের বামদিকের ঘর্ম্মেই উপযোগী।

ফস, পাল্‌স— দক্ষিণ পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

আর্জেণ্ট-না, ফস্, সিলিনি—শরীরের সম্মুখভাগে মাত্র ঘর্ম্ম।

সিপি— পশ্চাদ্ভাগে ঘর্ম্ম।

থুজা— পোতার একদিকে ঘর্ম্ম।

ক্রোকাস— শরীরের নিম্নার্দ্ধে মাত্র ঘর্ম্ম।

৫৩। ঘর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:——

একোনাইট— সমস্ত শরীরে এমন বোধ হয় যেন উষ্ণ বাষ্প লাগিতেছে এবং তাহাতে জলকণা সমস্ত শরীরোপরি জমিয়া পড়িতেছে। অনবরত ঘর্ম্ম (বিশেষ শরীরের যে ভাগ আবৃত থাকে তাহাতে) ঘর্ম্ম হইতে থাকে তখন গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে।

এগারিকাস্— সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। ভ্রমণ সময়ে এবং রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

এণ্টিমোনিয়াম্— সমস্ত শরীরে গন্ধশূন্য ঘর্ম্ম তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমুদয় কোমল এবং সংকুচিত হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

আর্সেনিকাম— চট্‌চটে, শীতল, দুর্ব্বলতাজনক, টক্ এবং বদ্‌গন্ধ যুক্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হেতু চক্ষু এবং ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। নিদ্রার প্রারম্ভ হইতেই নিশাঘর্ম্ম।

ব্যাপটিসিয়া— পীড়ার শেষ অবস্থায় ঘর্ম্ম মুখে এবং কপালে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতে পীড়ার উপশম বো. হয়। কটিদেশের নিকট হইতে ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে প্রসারিত হয়। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম।

বেলেডোনা— আবৃত স্থান সমূহে ঘর্ম্ম। উত্তাপ অবস্থার সঙ্গে অথবা কিছুকাল পর ঘর্ম্ম: অধিকাংশ ঘর্ম্মই মুখমণ্ডলে। ঘর্ম্মে কাপড়ে

ঝাঁঝ লাগে এবং দগ্ধ বস্তুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। দিবারাত্রি নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। সাধারণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হঠাৎ দৃষ্ট হয় ও হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ঘর্ম্ম সহ অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

বেঞ্জোইক্-এসিড্—প্রাতে শয্যায় থাকিতে, ভ্রমণ সময় এবং আহার কালীন ঘর্ম্ম (বিশেষ মুখমণ্ডলে)। ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে গাত্র চুলকান।

ব্রাইওনিয়া—কেবল একভাগে ঘর্ম্ম, এবং ইহা অতি অল্প সময়ের জন্য। বহুল পরিমাণ এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, এমন কি খোলা জায়গায় অতি ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিবার সময়ও ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। টক্ অথবা তৈলাক্ত ঘর্ম্ম দিবসে এবং রাত্রিতে। রাত্রিতে টক্ ঘর্ম্ম হওয়ার পূর্ব্বে পিপাসা পায়। ঘর্ম্ম শেষ হইবার সময় সময় কালে অত্যন্ত শিরঃপীড়া। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরে যেন উষ্ণ বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে।

ক্যাল্-কার্ব—সামান্য পরিশ্রমেই এমন কি খোলা শীতল বাতাসে বেড়াইলেও ঘর্ম্ম হয়। প্রথম নিদ্রার সময় ও প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম। কেবল মাত্র নিম্নশাখাদ্বয়ে চট্‌চটে নিশাঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্ম হইয়া যেন ক্ষত স্থানের ন্যায় বেদনাযুক্ত হইয়া পড়ে। চরণদ্বয় শীতল এবং আর্দ্র।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্—প্রভাত সময়, প্রাতে, এবং রজনীযোগে বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম শরীরের এক অংশে মাত্র দেখা যায়।

ক্যাম্ফোরা—শরীরে চট্‌চটে, শীতল, এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, (আর্স, সিকে, ভিরেট্রা)। শরীর বস্ত্রাবৃত রাখিতে চায় না।

ক্যান্থারিস্—ঘর্ম্মে প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ। শীতল ঘর্ম্ম বিশেষ হস্ত এবং পদে। প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে ঘর্ম্ম।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্—বহুপরিমাণ এবং পুনঃ পুনঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে ঘর্ম্ম। বহুপরিমাণ পচা এবং অম্লগন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম। চরণে ঘর্ম্মহেতু অঙ্গুলি সমস্তে ক্ষত।

ক্যামোমিলা— প্রসবের পর ঘর্ম্ম হয় না। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় এবং তৎপর অল্প ঘর্ম্ম ও চর্ম্মে চিট্‌মিট্‌ করিতে থাকা।

চায়না— বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম নিদ্রা এবং সঞ্চালন সময় নিঃসৃত হইতে থাকে। বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে তৈলের ন্যায় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখমণ্ডলের কতকাংশে অথবা সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। রাত্রিতে নিদ্রার সময় অতি সহজেই ঘর্ম্ম হয়। হেকটিক্ বা পুরোজ্বর, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ বলক্ষয়কারী নিশাঘর্ম্ম।

ককিউলাস্— সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম। প্রাতঃঘর্ম্ম বিশেষ বক্ষঃস্থলে। সামান্য পরিশ্রমেই সমস্ত শরীরে বিশেষ পীড়াগ্রস্ত স্থানে ঘর্ম্ম।

কলোসিন্থ— নিশাঘর্ম্ম তাহার গন্ধ প্রস্রাবের ন্যায়। গাত্র চুলকান বিশেষ মস্তকে এবং নিম্নশাখায়।

কোনায়াম— শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রাবেশ হইয়া অথবা এমন কি চক্ষু মুদ্রিত করিলে দিবসে এবং রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রাতে এবং রাত্রিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে চর্ম্মের মধ্যে চিড়িক্ মারিয়া উঠে। ঘর্ম্ম নাই অথচ শরীরে দুর্গন্ধ।

ক্রোকাস— শয়ন করা মাত্র নিদ্রা। রাত্রিকালে অল্পমাত্র ঘর্ম্ম। কেবল শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগে শীতল এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাল কামেরা— পুরাতন চর্ম্মরোগ সহ দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময় নিশাঘর্ম্ম প্রাতঃকালে সমস্ত শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। দিবাভাগে পৃষ্ঠে বগলে, এবং হাতের তালুতে ঘর্ম্ম। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্মসহ বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ।

ফেরাম— প্রাতে শয্যায় থাকার সময়, রাত্রিতে, প্রত্যেক বার শরীর সঞ্চালন সময় এবং দিবসে বহুপরিমাণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম আঠাযুক্ত, দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম ধরনযুক্ত। একদিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে বস্ত্রাদিতে হরিদ্রা বর্ণের দাগ লাগে; এইপ্রকার ঘর্ম্ম শয়ন অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত। ঘর্ম্মাবস্থায় অসুখের বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস — সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে; প্রায়ই শরীরের সম্মুখ ভাগে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে হরিদ্রা বর্ণের দাগ কাপড়ে লাগে, এবং ইহা অম্ল, দুর্গন্ধময় ও প্রায়ই শীতল। প্রভূত নিশাঘর্ম্ম অথবা সম্পূর্ণ ঘর্ম্মের অভাব। চরণদ্বয়ে প্রভূত ঘর্ম্ম, কিন্তু ইহা সাইলিসিয়ার ঘর্ম্মের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত নহে। সামান্য ভ্রমণে পদের অঙ্গুলি সকলের মাঝে ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত জন্মে ইহাকে গ্রাম্যভাষায় "পাঁকুলা" বলে।

ইগ্নেসিয়া— আহারের সময় কেবল মাত্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

হিপার-সাল্‌ফার— শীতল, চটচটে, প্রায়ই অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। দিবারাত্রি ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে উপশম বোধ হয় না, অথবা দিবসে একেবারেই ঘর্ম্ম হয় না, পরে রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। দিবারাত্রি যে ঘর্ম্ম হয় তৎসঙ্গে পিপাসা নাই।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডাই— প্রভূত ঘর্ম্ম এবং লালা নিঃসরণ। গ্রন্থিময় যন্ত্র সমস্ত হইতে বহুপরিমাণ নিঃসরণ হয়। কপাল এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হইয়া পরে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মের পর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতে হয়। কেবল মাত্র শরীরের বামপার্শ্বে ঘর্ম্ম দেখা যায়।

কেলি-কার্ব— শরীরের প্রায়ই উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। আহারের পর এবং দিবসের পরিশ্রমের দরুণ সহজেই ঘর্ম্ম হয়। নিশাঘর্ম্ম।

ল্যাকেসিস — বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, তাহাতে রোগী কষ্ট প্রকাশ করে। ঘর্ম্ম শীতল, তাহাতে হরিদ্রা অথবা রক্তের দাগের ন্যায় দাগ লাগে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা।

ল্যাক্‌টিক্‌-এসিড্‌— চরণদ্বয়ে বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে দুর্গন্ধ নাই।

লিডাম্‌— পচা এবং অম্লময় নিশাঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে অনাবৃত থাকিতে চায়। সামান্য পরিশ্রমেই কপালে ঘর্ম্ম হয় ও তৎসঙ্গে শীত অনুভূত হয়। শরীর চুলকান।

লাইকোপোডিয়াম্‌— সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম, ইহা রক্তমিশ্রিত, শীতল এবং অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট অথবা পিঁয়াজের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। চটচটে ঘর্ম্ম (রাত্রিতে) তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল।

মার্কিউরিয়স্— ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে শরীরের উপরিভাগে জ্বালা। বহুল পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে কাপড় হলুদ বর্ণের দাগবিশিষ্ট ও শক্ত হইয়া যায়। ঘর্ম্মে উপশম বোধ হওয়া দূরে থাকুক শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

নক্স-ভমিকা— দ্বিপ্রহর রাত্রির পর এবং প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। শরীরের একদিকে (দক্ষিণ দিকে) অথবা কেবল শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম দৃষ্ট হয়। শীতল এবং চটচটে ঘর্ম্ম মুখমণ্ডলে দেখা যায়, তাহাতে হস্ত পদের বেদনার উপশম বোধ হয়।

ওপিয়াম— গরম ও জ্বালাযুক্ত ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে হইয়া থাকে। গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া দিতে চায়। শরীরের ঊর্দ্ধভাগে ঘর্ম্ম। নিম্নভাগ শুষ্ক এবং উষ্ণ। কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

পিট্রোলিয়াম্— বগলে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণদ্বয় টেণ্ডার অর্থাৎ স্পর্শে বেদনা বোধ, এবং দুর্গন্ধযুক্ত অল্প অল্প ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া থাকে। চর্ম্মে ক্ষত উৎপত্তি হইবার স্বভাব দৃষ্ট হয়।

ফস্ফরাস্—প্রায়ই মস্তকে, হস্তে ও চরণে ঘর্ম্ম দেখা যায়, তৎসঙ্গে অতিরিক্ত প্রস্রাব হয়। শরীরের সম্মুখভাগে ঘর্ম্ম। চট্চটে ঘর্ম্ম। বহুপরিমাণ নিশাঘর্ম্ম বিশেষ নিদ্রাবস্থায়।

ফস্ফরিক্-এসিড্— প্রায়ই অক্সিপাট প্রদেশে এবং গ্রীবায় ঘর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে দিবসে অনিদ্রা। রাত্রে এবং প্রাতে ব্যাকুলতার সহিত বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম চট্চটে। কেবল ঘর্ম্মের সময় পিপাসা।

পাল্সেটিলা— শরীরে এক পার্শ্বস্থ ঘর্ম্ম (বাম পার্শ্বে), কেবল মাত্র মুখে এবং মস্তকে। রাত্রে এবং প্রাতে ঘর্ম্ম, কিন্তু জাগ্রত হওয়া মাত্র আর ঘর্ম্ম থাকে না। অম্ল এবং "ছেতলা পড়া" গন্ধ; কখনও শীতল ঘর্ম্ম। রাত্রিতে ঘোর অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা। ঘর্ম্মের সময় বেদনা অনুভব।

হ্রুডোডেণ্ড্রন্— অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম বিশেষ খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময়ে। বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। চর্ম্মে চুলকানি ও ঝিঁঝিঁ ধরে ও তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম।

সেম্বুকাস্— অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম। দিবারাত্রি দুর্ব্বলকারী এবং বহুল পরিমাণ ঘর্ম্ম। হেক্‌টিক্ জ্বরের লক্ষণ, উষ্ণ শরীর ও তৎসঙ্গে নিদ্রার সময় হস্তপদ ঠাণ্ডা। জাগ্রত হওয়া মাত্র মুখে বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং পরে এই ঘর্ম্ম সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া শরীর শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তত্রাচ সে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চায় না।

সিকেলী— শীতল, চট্‌চটে, বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম সমস্ত শরীরে বিশেষ উপরার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

সিলিনিয়াম্— বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম বক্ষঃস্থলে, বগলে এবং জননেন্দ্রিয়ে দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র এবং সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্মোদ্রেক। ঘর্ম্ম কাপড়ে লাগিয়া হলুদ বা সাদা দাগ বিশিষ্ট হইয়া শক্ত হয়।

সিপিয়া— পরিশ্রম হেতু এবং স্নায়বীয় চমক্ লাগিয়া হঠাৎ অনবরত ঘর্ম্ম চোয়াইতে থাকে, পরিশ্রমান্তে বিশ্রামের সময় অথবা শক (Shock) অর্থাৎ চমক্ লাগা চলিয়া গেলে ঘর্ম্মোদ্রেক হইয়া থাকে (ক্যাল্‌কে— পরিশ্রমের সময় ঘর্ম্ম)। বক্ষে, পৃষ্ঠে এবং উরুতে নিশাঘর্ম্ম, ঊর্দ্ধভাগ হইতে ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া পায়ের বলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। চরণ দ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, তাহাতে চরণাঙ্গুলির মাঝে ক্ষত হইয়া থাকে। (পাঁকুই বা পাঁকলা)

সাইলিসিয়া— চরণে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে পদাঙ্গুলি সকলের পাঁকুই ক্ষত। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক ঘর্ম্ম। অম্ল, দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্ব্বলকারক নিশাঘর্ম্ম (বিশেষ দ্বিপ্রহর রাত্রির পর)।

ষ্ট্যান্নাম্— দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম বিশেষ গলদেশে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম বিশেষ প্রাতে এবং রাত্রে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া— ঘর্ম্মে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ। কপালে এবং চরণে শীতল ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা। হরিদ্রাবর্ণের ক্ষতোৎপাদক লিউকোরিয়া অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর ভিতর বলি জন্মিয়া থাকে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্— সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, ইহা তৈলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং তৎসঙ্গে দৃষ্টিশক্তির অভাব অথবা আলো দেখিতে অনিচ্ছা।

সাল্ফার— গ্রীবাদেশ এবং অক্সিপাট্ প্রদেশে প্রাতে এবং রাত্রে অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম। শরীরে ঘর্ম্ম হয় না। চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক। শয্যার কোনস্থলই তাহার নিকট শীতল বোধ হয়না।

সাল্ফিউরিক্-এসিড্— অত্যন্ত ঘর্ম্ম, বিশেষ শরীরের উর্দ্ধভাগে অঙ্গচালনা করিলে পর রাত্রে ঘর্ম্ম এবং উপবেশন করার পরও অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মদ্যপান করার পর ঘর্ম্ম অল্প।

থুজা— কেবলমাত্র অনাবৃতস্থানে ঘর্ম্ম, কিন্তু আবৃত স্থান শুষ্ক ও উষ্ণ। মস্তক ব্যতীত আর সকল স্থানেই ঘর্ম্ম। নিদ্রার সময় ঘর্ম্ম। কিন্তু জাগ্রত হইলে ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়। তৈলাক্ত, দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণে দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। চরণের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্— সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষ কপালে চট্চটে এবং বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্নকারক ঘর্ম্ম। মৃতের ন্যায় মুখমণ্ডল পিংশে বর্ণ।

৫৫। ঘর্ম্ম মস্তকে — * ক্যাল্কা, *ক্যাল্কে-ফস্, ক্যামো, সাইলি। (১০ পেরা দেখ)।

৫৬। „ „ নিদ্রার সময়ে — ** ক্যাল্-কা, * ক্যাল্কে-ফস্, মার্ক-ভ, পডো, সাইলি।

৫৭। „ „ শীতল — বেঞ্জো এসি।

৫৮। „ ললাটে— এন্টি-টা, ষ্ট্র্যাম্ন, ইউফর্বি

৫৯। „ „ শীতল— চায়না, * ইপকা, ** ভিরাট্।

৬০। „ „ „ নিদ্রাবস্থায়— * মার্ক-ভ, * সাইলি। ৪৭ দেখ।

৬১। মস্তকের উপর হস্ত নিক্ষেপ— ব্রাই।

(জ্বরে ঘর্ম্ম দেখ)

—⁂—

## ঘর্ম্মের অভাব।
( Want of sweat )

১। ঘর্ম্মের অভাব ( চর্ম্মের শুষ্ক ভাব )— **( বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কা, ক্যামো, চায়না, কল্চি, ডাল্কা, কেলি-কা, লিডা, লাইকো, ম্যারাম-ভি, নক্স-ম, ওলিয়েণ্ডা, ওপি, ফস, সিকেলী, সেনিগা, সাইলি, সাল্ফা, ভার্ব্বেস্কা ) * এলুমি, * গ্র্যাফা।

২। „ „ তৎসঙ্গে শরীরউষ্ণ গাত্রদাহ, চর্ম্ম শুষ্কভাবাপন্ন —**( একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস। )

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত অবস্থা নিচয়।

(১)

## কোল্যাপ্স্ বা অবসানাবস্থা।
( Collapse )

১। এই অবস্থাকে কেহ কেহ পতন অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল এবং অস্থির হইয়া পড়ে। শরীর শীতল হইতে থাকে। নাড়ী ক্ষীণ অথবা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শরীরে অনবরত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ওলাউঠার শেষ অবস্থায়, হঠাৎ জ্বর ইত্যাদি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব ভাগে এই অবসান অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থা আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ যদি চিকিৎসক কিঞ্চিন্মাত্রও টের পান, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিবিধানার্থ বিশেষ যত্নবান হইবেন। উৎকট তরুণ জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে সুচিকিৎসক সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, যেন অবসান অবস্থা উপস্থিত হইতে না পারে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে নিতান্ত সংকটাপন্ন বলিয়া জানিবে।

২। কোলাপ্স অধিকারে— (৬) এসিটিক্‌-এসিড্, **এসি-হাই-ড্রোসি, একোনিন্, একোনাইট, এপিলপ্‌সিস, * এমিগডেলা-এমারা (লবোসিবেসাস্), এপিস্, ** আর্স, ব্যারাইটা-কার্ব, ক্যাড্‌মিয়াম্, ** কার্ব-ভ, * ক্যান্থা, ** ক্যাম্ফ, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, কার্বলিক্‌-এসিড্, ** সিকেলী, সিনা, সাইট্রাস-লিমন্, কলোসিন্থ, ক্রোটন-টি, কুপ্রা-এসি-টাম্, * ক্যাম্ফ মনোব্রোম্, * কুপ্রা-আর্সেনিকাম্, কুপ্রা-সাল্ফ, ড্রসিরা, ইউনিমাস্, হেলেবোর, হোমিরিয়া, আইয়ডিয়াম্, জ্যাবোরাণ্ডাই, কেলি-ক্লোরিকাম্, কেলি-সায়েনেটাম্, কেলি-নাইট্রিকাম, ল্যাবার্ণাম্, ল্যাকেসিস্, মার্ক, মার্ক কর, মার্ক-নাইট্রাস, মার্ক-প্রিসি, এলব, মরফিনাম্, * জ্যাজা-কোরা, সিকুটা ভি, ওলিয়েণ্ডার, ওপিয়াম্, * অক্‌জ্যালিক্ এসিড্, ফস্ফরাস্, ফাইজষ্টিগ্‌মা, প্লাম্বাম্, স্যাণ্টোনিন্, স্ক্যামোনিয়াম্, * ষ্ট্রামোনিয়াম্, সাল্‌ফ-এসি, * ট্যাবেকাম্, ট্যাক্সাস্, ** ভিরাট্, * ভাইপেরা-ল্যাকেসিস্। অবসান্ন অবস্থার প্রধান ঔষধ। অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহাতে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাইবে। যাহা এলোপ্যাথি কি অন্য কোন মতের চিকিৎসা হইতে কখনও ফল পাওয়া যায় নাই।

৩। অবসানাবস্থা উদরাময়ের পর— আর্স ও বিসিনাস্ দিবে।

৪। „ সার্ব্বাঙ্গিক বাত ব্যাধির প্রথমভাগে— কোনায়াম্।

৫। „ বমনের সময়— রিসিনাস্।

৬। „ বমনের পর— আর্স, ফাইজোষ্টিগ্‌মা এবং বিসিনাস্।

৭। „ রমণের পর— লোবিলিয়া।

৮। „ হঠাৎ হইলে—আর্সেনিক, ফস্ফরাস্ এবং ভিরেট্রাম্ ব্যবহার্য্য।

৯। মনোব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফার— ইহার ২য় ট্রিটিউরেশনের ১ কিম্বা ২ গ্রেণ পরিমাণ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্কের লক্ষণ নিচয়ের সঙ্গে যে কোল্যাপ্স উদ্ভব হয় তাহাতে অত্যন্ত সুফল প্রদর্শন করে, বিশেষ বালকদিগের ওলাওঠায় এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাতে ইহা নিতান্ত কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

( ২৪ পৃষ্ঠা অবসন্নাবস্থা দেখ। ঘর্ম্মের ১০, ১, ৩১ পের্‌া দেখ রোগ বিকারসম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখ)

———০———
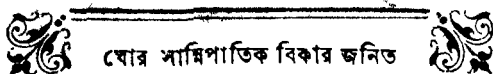
ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত
অবস্থা নিচয়।

( ২ )

# অচৈতন্য অবস্থা

## বিলুপ্ত সংজ্ঞা বা চেতনাচ্যুতি।

( ইহাকে ইংরাজীতে কোমা বা ষ্টুপর বলে )।

( Coma & stupor )

---

১। আমরা উৎকট জ্বর, ওলাউঠা, ও অন্যান্য রোগের সঙ্গে ও শেষ অবস্থায় অনেক স্থলে দেখিতে পাই, রোগী জ্ঞান হারা হয়, এই অবস্থাকে বিলুপ্ত সংজ্ঞা বলে। ইহার সঙ্গে ডিলিরিয়াম অর্থাৎ প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণও প্রকাশ পায়। তখন রোগীর অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ব্যাকুল চিত্ত হইয়া থাকেন। হইবার কথাও বটে। কিন্তু সুচিকিৎসক তীক্ষ্ণ নেত্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক রোগীর হাবভাব, ক্রিয়াকলাপ, রোগের কারণ ও লক্ষণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। অন্যান্য প্রকারের চিকিৎসা হইতে হোমিও-প্যাথি মতে ইহার যে প্রকার উৎকৃষ্ট ফল প্রদায়ক ঔষধ আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। যিনি স্বহস্তে এ সম্বন্ধে দুটী রোগীকেও চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারীতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেক এলোপ্যাথ্ মহাশয় এই অবস্থার চিকিৎসা দেখিয়া স্বেচ্ছায় আগ্রহাতিশয়সহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। (এই অবস্থায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময়, আবশ্যক হইলে, ডিলিরিয়াম, জ্বর, মানসিক বিকৃতি, স্বপ্ন এবং অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন ইত্যাদিও দেখ)।

২। বিলুপ্তসংজ্ঞা-অধিকারে—(১) ** আর্ণিকা, আর্স, আর্জেণ্ট-না, এপিস্, * নক্স-ম, * ব্যাপ্টিসিয়া, ** হাইয়সায়েমাস্, * হেলেবোর,

** বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, **ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, **এণ্টি-টা, **ওপিয়াম্; সর্ব্বপ্রধান ঔষধ; (ইহাদের ৩, ১২, ৩০, ২০০ ক্রম দ্বারা আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়। প্রথমে নিম্নক্রমই প্রয়োগ করিবে)। (২) স্যাবসিম্বিয়াম্, একোন্, ইস্কিউলাস-গ্ল্যাব্রা, এগ্নাস-ক্যাষ্টাস, এগারিকাস্, * এগারিকাস্-ফেলোইডিস্, য়্যাগ্রিস্ট্রোডন্-কণ্টরট্রিস, য়্যাগ্রষ্টিম্মা-গিথেগো, এলকোহল, এমোনি-কষ্টি, এটোপিয়া, বেঞ্জো-এসি, বেঞ্জো-নাইট্রি, বথ্রপ্স্-ল্যান্সিওলেটাস, বাফো, * ক্যাম্ফার * কোনা, ক্যানাবিস-ই, ক্যানাবিস-স্যাটা, ক্যান্থা, কার্ব-এসি, কার্বনিয়াম-হাইডোজিনিযেসেটাম, কার্বনিয়াম্-অক্সিজিনিসেটাম্, চিনোপোডিয়াম্, ক্লোরোফরম্, সিকিউটা-ম্যাকিউলেটা, কল্‌চিকাম্, কোরিয়্যাবিয়া-মার্টিফোলিযা, ক্রোটেলাস-হরিডাস্, কুপ্রা-মে, কুপ্রা-এসি, ডেট্রা-মিটেল্, ডিজিটেলিস, ডাল্‌কামেরা, ইথিউস্যা, ফ্রেগেরিয়া, গ্লোনইন, *হাইড্রোসিয়েনিক-এসিড্, জ্যাস্‌মিনাম্, জুনিপেরিস, লিডাম, কেলি-ব্রোমেটাম্, ল্যাকেসিস, লরোসিরেসাস্, লিপিডিয়াম, লোনিসেরা, ম্যান্‌সিনেলা, মার্কিউরিয়ালিস, * মার্কিউরিয়াস্ মার্ক-কর, মেজিরিয়ম, মরফিয়া, * মস্কাস, ন্যাজা, ন্যাট্রাম-হাইপোক্লোরোসাম্, নক্স-ভ, ইনান্থি, ওলিয়েণ্ডার, পিট্রো, * ফস্, ** প্লাম্বাম্, রাস-টক্স, স্যাণ্টোনিন্, স্যাপোনাইনাম, * সিকেলী-ক, সোলেনাম-নাইগ্রাম, সাল্‌ফিউরেটেড্-হাইড্রোজেন, *ট্যাবেকাম্, ট্যানাসিটাম্, ট্যাক্সাস-ব্যাকেটা, টেরিবিন্থ, ভাইপেরা: (৩) এসিটিক্-এসি, এগারিকাস্-ষ্টার্কোরেরিয়াস্, *এলুমিনা, এণ্টি-ক্রুড, আর্জেণ্ট-মেটা, ক্যালাডিয়াম্, সিকুটা-ভি, ক্রোটেলাস-ক্যাস্কাভিলা, কার্ব-এনি, ডেটুরা-সেঙ্গুইনিযা, ডোরাইফোরা, ডুবোইসিয়া, জেল্‌স, * হেমেমেলিস, হেলেবোর, হিপা, আইয়ড্, কেলি-আইয়ড্, কেলি-নাইট্রি, ক্রিয়েজোট, ল্যাবার্ণাম্, লুপিউলাস, মার্ক-প্রিসিপিটেটাস-রুবার, মাইরিকা, নাইট্রি-এসি, অক্স্যালিক-এসিড্, ফাইটোলেক্কা, পাইরাস্, সেঙ্গুইনেরিয়া, স্কুফুলেরিয়া, সোলেনাম-টিউবারোসাম্, ষ্ট্রিক্নিয়া, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি, ট্যারেণ্টুলা, * ভিরাট্, ভিস্‌কাম্-এল্‌বাম্।

৩। অজ্ঞানাবস্থা ডিলিরিয়ামের পর— ব্রাই, ফস, এট্রোপি।
( বিষয় " ডিলিরিয়াম " দেখ )

৪। „ পক্ষাঘাতের প্রথম ভাগে— কোনা।

৫। „ মৃগী রোগের ফিটের পর— প্লাম্বা।

৬। „ ( পর্য্যায়ক্রমে, ডিলিরিয়াম সহ )— প্লাম্বা।

৭। „ তৎসঙ্গে পচাল পাড়া— প্লাম্বা।

৮। „ অসম্পূর্ণ— আর্স, * ক্লোরাম, প্লাম্বাম্, বেঞ্জিনাম্-নাইট্রিকাম্, ক্রোটেলাস-হি, কার্বলিক-এসিড্, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, মার্ক-সি-এ, মস্কিয়া, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, জিঙ্ক্-মেটা।

৯। তন্দ্রা ও অলস অবস্থা, মধ্যে মধ্যে আক্ষেপসহ বমন— ডিজি।

১০। ঘোর নিদ্রা, তৎসঙ্গে হস্ত পদাদির আক্ষেপ— কুপ্রা-মে।

১১। সমস্ত দিন চক্ষু মুদ্রিত অবস্থা. চক্ষু আর উন্মিলন করিতে পারেনা— ইথু।

১২। অজ্ঞানাবস্থা ও তৎসঙ্গে ডিলিরিযাম— প্লাম্বা। (৬ দেখ)

১৩। নিদ্রা, অজ্ঞানাবস্থা এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম— ট্যাবেকম্।

১৪। অজ্ঞান এবং নড়ে চড়ে না যে ভাবে পড়িয়া আছে সেইভাবেই আছে— নক্স-ম।

১৫। অজ্ঞানতা এবং ডিলিরিয়াম— ক্যাম্ফ।

১৬। অজ্ঞান অবস্থা প্রাতে— আর্স-মেটা, ফস।

১৭। „ বেলা ১০ টার সময়— ষ্ট্রিকনিয়া।

১৮। „ সন্ধ্যার সময়— একোন, ইনাম্থি।

১৯। „ ৮ টা, রাত্রির সময়— ষ্ট্রিকনিয়া।

২০। „ কনভলশানের সময়— জুনিপার।

২১। „ কনভল্‌শানের পর— কোরিয়েরি-রাসিফোলিয়া, ক্যাম্ফা, সিকেলী।

২২। অচৈতন্য, দুইটী ফিটের ( Fit ) মধ্যবর্ত্তী সময়ে—প্লাম্বাম্।

২৩। „ উদরাময়ের পর—আর্স।

২৪। „ বমনের পর—আর্স, একোন।

২৫। „ রজস্বলার সময়—নক্স-ম।

২৬। „ বেদনার পর—ক্যাষ্টিকাম।

২৭। „ মদ ইত্যাদি নেশা সেবনে—জেলস, হাইয়স।

২৮। „ টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থার ন্যায়—কেলি-ব্রো।

২৯। „ মস্তিষ্কাভ্যন্তরে ধমনি হইতে রক্ত বিনিঃসৃত হইলে—সোলেনাম-নাইগ্রাম।

৩০। „ মস্তিষ্কের যন্ত্রগত পীড়া হইতে হইলে—আর্স।

৩১। „ জ্বরকালীন—** আর্নি, ক্যাক্টস্ ল্যাকে ল্যাবোসিরে ওপি, এন্টি-টার্ট * সোলেনাম নাইগ্রাম। ( জ্বর দেখ )

৩২। „ জ্বরের শীতাবস্থায়—বেল, * ডিগা, * ক্যাম্ফ গি।

৩৩। „ তন্দ্রা এবং চমকিয়া উঠা—আর্নি।

৩৪। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু অচৈতন্য হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা মস্তকে জলপটী বা বরফ দিয়া থাকেন এবং গ্রীবাদেশের পৃষ্ঠভাগে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার প্রয়োগ করেন। এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা অবস্থায় এ প্রকার হইলে কোন বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হয় না বরং তাহাতে কিঞ্চিৎ অপকারও হইতে পারে। কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার অবস্থার চিকিৎসা জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে অতি ভাল ভাল ঔষধ রহিয়াছে। তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়। এই প্রকার অজ্ঞানাবৃত রোগীতে হোমিওপ্যাথি অতি সত্বর অভাবনীয় ফল দেখাইয়া ইহার ঔষধের যে নিতান্ত তেজস্কর ক্ষমতা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে। ( ভ্রিশিবিয়ম, স্বপ্ন মানসিক লক্ষণ, স্বপ্ন, অনৈসর্গিক নিদ্রা, ডিলিউসন, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ)।

—⋄—

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত
অবস্থা-নিচয়।

(৩)

# ডিলিরিয়াম্

( Delirium )

অর্থাৎ

বিকারযুক্ত ক্রিয়া এবং প্রলাপ ইত্যাদি ঘোর
বৈকারিক লক্ষণচয়।

( জ্বর, মানসিক লক্ষণচয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, ডিলিউসন বা বিভীষিকা দেখ। )

---

১। মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিলে ডিলিরিয়াম কার্য্যে এবং বাক্যে প্রকাশ পায়। রোগীর মানসিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। রোগী প্রলাপ বকে; কখনও চীৎকার কখনও বিকট হাস্য করিতে থাকে। কোন কোন রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে কামড়াইতে চায়। কখন বা আপন হাত কামড়ায়। কখন বা বিছানা হাতড়ায়। কোন সময় বা আপন পরিধেয় কাপড় ধরিয়া টানে। কোন সময় বা বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বকিতে থাকে। ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অনেক সময় বিলুপ্ত-সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর মস্তিষ্কের কনজেসশন বা রক্তাধিক্য, মস্তিষ্কের বিশেষ কোন উত্তেজনা, অথবা অবসন্নাবস্থা হেতু ডিলিরিয়াম হইয়া থাকে। কারণ-তত্ত্ব অনুসন্ধানে জানা যায় যে, (১) মস্তিষ্কের পীড়া অথবা তাহার আবরক ঝিল্লীর পীড়া; (২) জরায়ু, অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির পীড়ার দরুণ মস্তিষ্কে রিফ্লেক্স অর্থাৎ প্রতিফলিত ক্রিয়া প্রকাশ হেতু; (৩) জ্বর, প্রদাহ, এবং মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়াও এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে (৪)। স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু ডিলিরিয়াম উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

৮। বিকারে কুকুর ডাকার ন্যায় শব্দ করে— * বেল্।

৯। „ স্বকৃত দোষ জন্য নিজকে নিজে তিরস্কার করিতে থাকে— ওপি।

১০। „ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে – বেল্।

১১। „ বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে পচাল পাড়া— ডোরিফোরা, ওপি, ব্রাই।

১২। „ গোলযোগ পূর্ণ কথা বলিতে থাকে— বেল্।

১৩। „ অসংলগ্ন বিষয় বলিতে থাকে— * ওপি।

১৪। „ কুকুর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে— বেল্।

১৫। „ অসংলগ্ন কথা— * ষ্ট্র্যামো, (এই প্রকার রাত্রিতে হইলে- বেল্)।

১৬। „ অত্যন্ত পচাল প্যাড়লে— বেল্, ডোরি, * ওপি, * কস্, ভিরাট্, ষ্ট্র্যামো, (রাত্রিতে— মিলফোলিয়া, ওপি, প্লাম্বা)।

১৭। „ আপনি বকিতে থাকে— ট্যাবেকা, বেল্, মার্ক-সল,

১৮। „ আপনি আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে— এইল্যান্থাস্, ডোরি, কোল-সা, * মার্ক, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো। (ঐ প্রকার নিদ্রাবস্থায় করা—আস)।

১৯। „ পদ্যে কথা বলিতে থাকে— খিয়া।

২০। „ ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

২১। „ ভৎর্সনা করে,গালাগালি দেয়— মার্ক সল, লাইকো।

২২। „ অতি চীৎকার করিয়া কথাবার্ত্তা বলে— ষ্ট্র্যামো।

২৩। বিকারে দুঃখ প্রকাশ— একোন্, বেল্, পাল্‌স।

২৪। „ যেন কার্য্য কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত—বেল্, ক্যাম্ফ, হাইয়স্, কেলি-সাইনেটাস্, * ষ্ট্র্যামো।

২৫। „ ক্রন্দনশীল— এগারিকাস্-প্রসিরাস্, বেল্।

২৬। বিকারে চীৎকার করা— এপিস্, প্ল্যান্টেগো, পাল্‌স ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি, এট্রোপি, বেল্।

২৭। ডিলিরিয়াম গর্ব্ব পূর্ণ— স্ট্রামো।

২৮। বিকারে ক্রোধ পূর্ণ ভাব সমস্ত প্রকাশ— একোন্, বেল, সিমিসিফি, ওপি, প্লাম্বা, ভিরাট্।

২৯। ,, ক্রোধ পূর্ণ— * বেল্, এক্টিয়া-স্পাই, এন্টি-টার্ট, ক্যাম্ফ, *ক্যান্থা, কুপ্রা-এাস, ক্যানাবিস্-স্যাটা, কার্ব্বণ-সাল্ফ, *লাইকো, * ইনান্থি, ওপি, ফস্, প্লাম্বা, * ষ্ট্র্যামো, ট্যারেন্ট্; (রাত্রিতে-একোন্); (মধ্যাহ্নে-ব্রাই); (নিদ্রার পর-ফস্)। (পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম্ ও ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তেজনা—এগারিকাস্-মা)।

৩০। ,, শাসনাতীত— আর্স।

৩১। ,, উন্মাদের ন্যায়— একোন্, কোরিএরেয়া রাসিফোলিয়া, ইনান্থ, সিকেলী, * ষ্ট্র্যামো, মার্ক-সল্।

৩২। ,, নির্ব্বোধের ন্যায়— ষ্ট্র্যামো।

৩৩। ,, অত্যন্ত ক্ষেপা অবস্থা— এট্রোপি, আর্স, হাইয়স্,

৩৪। ,, মারিতে বা প্রহার করিতে চেষ্টা করে—বেল্।

৩৫। ,, অত্যন্ত উগ্রতা-পূর্ণ, উন্মত্তভাব যুক্ত— এল্কোহল, আস, বেল্, ক্যাল্-কা, একোন, কল্চি, কোরিএরিয়া-রাসিফো, ডাল্কা, লোবেলিয়া, মার্ক-সাই, এগারি-মা, মস্কাস্, ষ্ট্র্যামো, * ওপি, সিকেলী, ভাইপেরা, (৫ টা সন্ধ্যার সময়—প্লাম্বা, (রাত্রিতে—বেল্, গ্র্যাফা, নক্স-ভ,); (কন্ভলশানের সময়— আস), (জ্বরের সময়—জুনিপার, মরফিয়া, সাল্ফ-এাস)। (নিদ্রাবস্থায—কুপ্রা-এসি, মিউর এসি)। (পর্য্যায়ক্রমে এই প্রকার ডিলিরিয়াম ও জ্ঞান উদয—একোন।)

৩৬। বিকারে হাস্য ও আনন্দ— (১) বেল্, (২) একোন্, ওপি, সাল্ফা, ভিরাট্, জিঙ্কম্।

৩৭। ,, হাস্য-পূর্ণ— বেল্, হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, সিয়া, (দুই প্রহরের রাত্রিতে—সিপি) আক্ষেপযুক্ত হাসি কিম্বা উন্মত্তের ন্যায় হাসি—বেল্।)

৩৮। ডিলিরিয়াম বা বিকারে পরিহাস জনক কৌতুক করা — ল্যাকেসিস।

৩৯। ডিলিরিয়াম কৌতুক জনক— ভিরাট্।

৪০। „ গান করে— ষ্ট্র্যাম্‌টুকা, ষ্ট্র্যামো।

৪১। „ আনন্দ পূর্ণ— এগারিকাস্-মা, *বেল্, ক্যানাবিস্ স্যাটা, হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, ল্যাস্কুং। (পর্য্যায়ক্রমে আনন্দময় ও বিষাদযুক্ত ডিলিরিয়াম্, এগারিকাস্-মা)।

৪২। „ অন্যায় কার্য্য সকল করে—সিকেলী।

৪৩। „ বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করে—বেল্।

৪৪। „ ছুরিকা হস্তে লোককে আক্রমণ করা— হাইয়স্।

৪৫। „ কামড়ায়— হাইড্রোস এসি, * বেল্।

৪৬। „ শূন্য স্থানে কিছু যেন ধরিতে চেষ্টা করিতেছে—হাইয়স্।

৪৭। „ মুচকে হাসি হাসে— হাইওসায়েমিনাম্।

৪৮। „ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরে— এট্রোপ।

৪৯। „ যেন অন্ধকারে কিছু হাতড়াইয়া অন্বেষণ করিতেছে—প্লাম্বা। (হাতড়ান ও খোটা,— ৫৭ দেখ)

৫০। বিকারে হাতড়ান কিম্বা খোটা—আর্স,এল্‌কোহল্,এট্রোপি, বেল্, কল্‌চি, কোনা, ডাল্‌কা, হাইয়স্, হাইসায়েমিন্, আইয়ড্, ওপ, ফস্, জিঙ্ক-মেটা, ** ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে— এট্রোপ, সোলেনাম-না, ৫৭ দেখ।)

৫১। নাসিকা খোঁটে— * সিনা, জিঙ্ক্।

৫২। নাসিকার ভিতরঅঙ্গুলিপ্রবেশ করিতে থাকে— *সিনা।

৫৩। „ ঘরের দেয়ালে ঘাস ঝাড়তেথাকে— কোণি।

৫৪। „ ঝাঁক ঝারতে থাকে— ডকোন্।

৫৫। „ গোময়, কর্দ্দম এবং লালা চাটিয়া খাওয়া—মার্ক-সল।

৫৬। „ কথা বলার ন্যায় যেন দুইটী ওষ্ঠ নড়িতে থাকে—বেল্।

৫৭। বিকারে বিছানার কাপড়ধরিয়াটানা—*হাইয়স্। (৪৯,৫০দেখ)

৫৮। „ থুথু ফেলিয়া ইহা চাটিয়া উঠায় অথবা মেজিয়াতে রগড়াইয়া ফেলে— মার্ক-সল।

৫৯। „ ঘরেব মেজিয়াতে প্রস্রাব করে— প্লাম্বাম্।

৬০। „ পালাইতে চেষ্টা করে— এলোকহল, বেল্, কুপ্রাম, ড্রিস্কি, ফস্, * ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, ভিরাট। (এই প্রকার, রাত্রে—মার্ক)।

৬১। „ বিছানা হইতে পালাইতে চায—একোন্, এলকোহল, এটোপি, বেল, আর্স, ব্রাই, চায়না, সিকটা-ভি, গ্যালি-এসি, হাইয়স, মার্ক কর, মার্ক-মিউ, ওপি, ফস, প্লাম্বা, সোলেনাম, সাল ফ-এসি।

৬২। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠা এবং বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা—(১) * বেল, ব্রাই; (২) একোন্, কলোসি, ওপি।

৬৩। „ লম্ফদিয়া উঠে— একোন্, বেল্, ল্যাকৃট্, মার্ক-সল্।

৬৪। „ লম্ফ দিয়া জলে পড়ে— বেল্, সিকেলী।

৬৫। „ দৌড়ান— বেল, কোনা।

৬৬। „ আপন কন্যাকে দেখিব বলিয়া উত্থানকরে—আর্স।

৬৭। „ ঐ প্রকার জ্বরের সময় উঠিতে চাহিলে— মরফিয়া।

৬৮। „ বিছানা হইতে পুনঃপুনঃ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা— বেল্।

৬৯। „ আপন গর্ব্ভজ সন্তানদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়া— লাইকো।

৭০। „ বাড়ীযাওয়ার উদ্যোগ করা— বেল্।

৭১। তাঁহার আপন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করা— সিকেলী।

৭২। „ ঘরের বাহির হইতে চায়— এগারিকাস্-ষ্টারকো, বেল্, ওপি।

{ ডিলিরিয়ামে ভয়, ব্যাকুলতা, স্বপ্ন, বিভীষিকা ইত্যাদি। }

( অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম ও ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ। )

৭৩। ব্যাকুলতা ও ভয়যুক্ত ডিলিরিয়াম— (১) একোন, বেল্, হাইয়স্, * ওপি, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, (২) এনাকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ক্যাল্-কা, সিমিসিফি, সাইপ্রিপেড।

৭৪। স্বপ্ন ও নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা— (১) * বেল্, হাইয়স্, ওপি, ষ্ট্র্যামো; (২) আর্স, ক্যাক্টা, নক্স ভ, পাল্স, ক্যাল্-কা; (৩) ক্যালক, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্ব-ভ, ডসি, হেলে, হিপা, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটী, সেঙ্গু, ভিরাট।

৭৫। কোন স্থানের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা— বেল, ব্রাই, ল্যাকে, ভিরাট।

৭৬। „ স্বপ্ন দেখা— এটোপি, বেল।

৭৭। „ ভয়যুক্ত— এটোপি, ওপি, হুড়ো।

৭৮। „ ভয় প্রকাশ করিয়া বলে— বেল।

{ অচৈতন্য অবস্থাসহ ডিলিরিয়াম }

( অচৈতন্য অবস্থা; ডাঃ জারের ডিলিরিয়াম ব্যবস্থা দেখ। )

৭৯। পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম এবং অজ্ঞানাবস্থা—প্লাম্বাম।

৮০। ঐ ঐ অবস্থা অপস্মার রোগের পর হইলে— প্লাম্বাম।

৮১। ঐ ঐ অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত আলস্য— বেল্।

৮২। ঐ ঐ অবস্থা ও নিদ্রা— ককিউ, প্লাম্বা, ভাইপেরা।

৮৩। „ কাহাকেও চিনিতে পারেনা— মার্ক-সল্, ষ্ট্র্যামো।

{ ডিলিরিয়াম জ্বর সহ }

৮৪। ডিলিরিয়াম জ্বরের উষ্ণাবস্থায়—এণ্টি-টা, ** আর্ণি, আর্স, বেল্, কার্ব-ভ, ** চায়না-সা, সিনা, চায়না, কফি, জেল্স্, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকনেন্থি, ** ম্যাটা-ম্বি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ** পডো, ল্যাকে, * সোরি, স্যাবাডি, সেঙ্গু, সিকেলী, স্পঞ্জি, ** ষ্ট্র্যামো, * ভিরাট্।

৮৫। ডিলিরিয়াম জ্বরের শীতাবস্থায়—* আর্ণি, বেল্, ** স্ট্রামো-নিনক্স-ভ, সাল্ফা, ভিরাট্। (জ্বর দেখ)

৮৬। „ জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায়— থুজা। (জ্বর দেখ)*

৮৭। „ ঈষৎ জ্বরসহ— সাল্ফার, (রাত্রিতে-ব্যারাইটা-কার্ব)

৮৮। „ টাইফয়েড্ জ্বরে— এট্রোপি।

৮৯। জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম থাকিলে অথবা মস্তিষ্কে অত্যন্ত উত্তেজনা হইলে— (১) বেল্, ক্যাম্ফা, হাইয়স্, ল্যাকনেন্, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট-এল্ব, ভিরাট্ ভি, (২) * একোন, অরাম্, * ব্রাই, * কুপ্রা, ল্যাকেসিস, লাইকো, মরফিয়া, নক্স ভ, ফস্, সাল্ফা, * সাল্ফ-এ, (৩) আর্ণি, আর্স, চায়না, ব্যাপ্টি, বাফো, ক্যাল্কে, ক্যান্থা, ক্যামো, সিমিসিফিউ, সিনা, সাইপ্রিপেড্, জেল্স, ইগ্নে, কেলি, পডো, পাল্স, হায়স, সেঙ্গু, সিকে স্পাঞ্জি, স্ট্রিমিরা, এইলেন্থাস্, ইথু। (জ্বর দেখ)

অন্যান্য বিবিধ প্রকার ডিলিরিয়াম

(উপরোল্লিখিত লক্ষণাদি ও ডাঃ জ্বরে ডিলিরিয়াম ব্যবস্থা পশ্চাৎ দেখ।)

৯০। „ ঘর্ম্ম হওয়াতে উপশম বোধ হয়— ইথু।

৯১। „ অস্থির— একোন্, এট্রোপি, প্লাম্বা।

৯২। „ হিংসা পূর্ণ— লাইকো।

৯৩। „ আপন বিষ্ঠা খাইতে চায়— ভিরাট্।

৯৪। „ লড়াই করিতে ইচ্ছা— বেল্, হাইয়স্।

৯৫। „ ঔষধ খাইতে চায়না— এগাবিকাস্-প্রসিরাস্।

৯৬। „ গাত্রে হাত দিতে দেয়না— মার্ক-সল্, * এণ্টি-ক্রুড্।

৯৭। „ খাম্ খেয়ালীযুক্ত— বেল্।

৯৮। „ শান্ত ভাবাপন্ন— কুপ্রা-এসি, হাইয়স্, হাইয়সায়েমিনাম্, প্যাম্বিনেকা, ফস্ প্লাম্বা, ট্যাবেকা।

৯৯। „ শরীর দোলাইতে থাকে— হাইয়স্।

১০০। „ শরীরভূমিতে লুঠায়— ওপি।

১০১। ডিলিরিয়াম. বালকের সঙ্গে ঝগড়া করে—এগারিকাস্-মা।

১০২। „ নীরব— এগারি মা, সিকেলী।

১০৩। „ প্যারক্সিজ্‌মযুক্ত অর্থাৎ সময় সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়— * বেল্, কোনা।

১০৪। „ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সাময়িক— সেন্নু।

১০৫। „ হঠাৎ— ষ্ট্র্যামো।

১০৬। „ হিষ্টিরিয়া রোগ সদৃশ— বেল্।

১০৭। „ জড় বুদ্ধির ন্যায়— * ষ্ট্র্যামো।

১০৮। „ যেন মাদক সেবনে মত্ততা প্রাপ্ত— কোরিএরিয়া-রাসিফো, কার্ব-এনি, ভাইপেরা।

১০৯। „ বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে— হাইয়স।

১১০। „ বন্য পশুর ন্যায়— কলচি, হাইড্রো এসি হাইয়স্, ভ্যাট্রা-সাল্‌ফ, * ষ্ট্র্যামো। (রাত্রিতে-ডিলিরিয়াম-গ্যালিক এসি)।

১১১। বিকারে শিরোলুণ্ঠন— * বেল্, ব্রাই, * হেলে, * পডো, * রাইলি, * ষ্ট্র্যামো, * জিঙ্ক্।

১১২। „ দন্ত কিড়মিড় বা দন্ত কটকট করা—(৫৭ পৃঃ ক হইতে জ পর্য্যন্ত দেখ)।

১১৩। „ জিহ্বা পুনঃ পুনঃ নির্গত করা—(জিহ্বা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভৈষজ্য তত্ত্ব ২৬ পৃঃ দেখ)।

{ ডাক্তার জার ডিলিরিয়ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। }

১১৪। "ডিলিরিয়াম অধিকারে—বেল, ক্যাম্ফা, কোনা, মুত্রা, নক্স-ম।

১১৫। „ রজনীতে, কিন্তু দিবসে থাকেনা— বেল্।

১১৬। „ কেবল রজনীতে— ব্রাই, ডিজি।

১১৭। „ রজনীতে, বেদনা বৃদ্ধির সহিত— ডাল্কা।

১১৮। „ পথ্যের পর ভাল বোধ হয়— বেল্।

১১৯। বিকার ক্রোধ, উগ্রতা অথবা অত্যাচার পূর্ণঃ——

প্রাপ্তাম্—ক্রোধ অথবা উগ্রতা পূর্ণ। পচালপাড়া। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত

কেঁপিয়া উঠে। সর্ব্বদা অথবা সময় সময় ক্রোধ ও অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম (রাত্রিতে); মধ্যে মধ্যে চৈতন্য শূন্য নিদ্রা।

ওপিয়াম্— উগ্রতা ও অত্যাচার পূর্ণ ডিলিরিয়াম।

১২০। বিকারে রোগী উঠিয়া পলাইতে চায়ঃ——

ভিরাট—অত্যন্ত গোলযোগ ও অত্যাচার করে; ধরিয়া রাখা অসাধ্য; উঠিয়া পলাইতে চায়।

বেলেডোনা— বিকারে যেন বাড়ীতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করে

হাইয়স—বিকারে অস্থির, বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চায়।

১২১। বিকারে বলিতে থাকে যে পীড়া তাহার মস্তকের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে সে এই কথা বলিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠেঃ—ষ্ট্র্যামো।

১২২। ডিলিরিয়াম, পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধীয়ঃ——

ওপিয়াম— চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা বলে, যেন কোন স্বপ্ন দেখিতেছে।

১২৩। বিকার, কিন্তু মাঝে মাঝে সুস্থ অবস্থা দেখা যায়ঃ—

ষ্ট্র্যামো— ডিলিরিয়াম ও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞানোদয় হয় সেই জ্ঞানোদয় সময়, জাগ্রতাবস্থায় যে স্বপ্নের ন্যায় দেখিতেছিল তাহা স্মরণ হয় কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সুস্থাবস্থার সময়টুকুতে সে যাহা যাহা করিয়াছিল বা বলিয়াছিল তাহা কিছু মাত্র মনে থাকে না। যখন সুস্থ থাকে তখন সে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রার্থনা করে।

১২৪। ডিলিরিয়াম, ধর্ম্ম সম্বন্ধেঃ——

ভিরাট্— শরীর শীতল, চক্ষু উন্মীলিত, এবং বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে। যাহা করিব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা করিতে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। সে মনে করে যেন বাড়ীতে নাই অন্য কোথায় আছে। এবং তজ্জন্য প্রেয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা করিতে থাকে।

১২৫। ডিলিরিয়াম ইন্‌কোহেরেন্ট অর্থাৎ অসংলগ্ন কথা-বার্ত্তা ও ব্যবহারঃ——

বেল্‌— স্বপ্নে যেন কথাবার্ত্তা বলে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে কারণ অগ্নি লাগিয়া সমস্ত পুড়িয়া যাইতেছে। অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা ( সন্ধ্যা কালে )।

ষ্ট্র্যামো— যদি পিতা জিজ্ঞাসা করে তুমি আমায় চিনিতে পার ? তখন রোগগ্রস্ত বালক উত্তর করে "বাবা তুমি" ? এবং তখন অঙ্গুলীচয় দ্বারা তাহার পিতার মুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে অথবা হাত দুলায় কিম্বা আঁচড়াইতে থাকে।

হাইয়স্‌— অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা।

১২৬। ডিলিরিয়াম স্বপ্ন পূর্ণঃ——

ওপিয়াম্‌— বিকারে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দেয় যে একটী লোক মুখে মুখোস ( কৃত্রিম মুখ ) পরিয়া তাহার নিকট আসিতেছে ; কখন হাসি কখন বা মনুষ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠে এবং এই ভয়ে ভীত হয় যেন কেহ তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে কেহ বিকারগ্রস্ত মনে করে তবে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালাগালি দেয়। বিকারে ভূত, দৈত্য দানব, নানা প্রকার বিকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে।

ষ্ট্র্যামো— তাহার নিকটে "কুকুর, বিড়াল, খরগোস্‌ ইত্যাদি আসিল" এই কথা উচ্চৈঃশব্দে বলে।

বেল্‌— নেকূড়া বাঘ, ষাঁড়, যুদ্ধ, সৈন্য সামন্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। তাহার চতুর্দ্দিকে যেন কুকুর সমস্ত চড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্রোধ ; কুকুর সম্বন্ধ পচাল পাড়া, বাহু এবং মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠা।

১২৭। বিকারে অনবরত অত্যন্ত বকিতে থাকেঃ——

মস্ক-ম— চুপ করাইয়া স্থির ভাবে রাখা যায় না। উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অসঙ্গত কথা বলে, ও বহুবিধ বিকট অঙ্গভঙ্গী করে। বিকার ও [illegible] মাথা ঘোরা।

বেল্ — রমণ বা কামভাব পূর্ণ কথাবার্তা। উন্মাদের ন্যায় কথাবার্তা ও দুইচক্ষু বিস্ফারিত যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বালকের ন্যায় কথা।

ষ্ট্র্যামো— অত্যন্ত কথা বলা।

ওপিয়াম্ — গোলযোগ পূর্ণ কথাবার্তা, তৎসঙ্গে গরম ও ব্যাকুলতা ভাব যেন মাদক সেবন করিয়াছে। কিছু বলিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাহার করে যেন সে তাহা বলিয়া ভীত হইয়াছে। সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ ও উগ্রভাবাপন্ন হইয়া নিকটে যে ব্যক্তি থাকে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরে।

১২৮। বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকেঃ———

হাইয়স্— বিড় বিড় করিয়া পচাল পাড়া ও আকাশ মধ্যে যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া অঙ্গুলী-ক্রীড়া করিতে থাকেঃ ইহাকে কর-ক্রীড়া (Carphology) বলে। বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অসঙ্গত কথা বিড় বিড় করিয়া বকে।

বেল্ — নিদ্রিতের ন্যায় আস্তে আস্তে বকিতে থাকে।

এণ্টি-টা— আস্তে আস্তে পচাল পাড়ে।

১২৯। বিকার ও তৎসঙ্গে ভয়ঃ———

ষ্ট্র্যামো— মনে করে যেন সে একাকী রহিয়াছে এবং তাহাতে অত্যন্ত ভয় পায় ও পলাইতে চেষ্টা করে। দুই প্রহর রাত্রিতে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে এবং ঘরের ভিতর দৌড়িয়া বেড়ায়, যে তাহার নিকট যায় তাহাকেই সে ধরে, এবং বলিতে থাকে যে কোন্ ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; এবং পুনঃ পুনঃ বলে যে "তোমরা আর আমাকে পাইবে না"। কুকুরে কামড়াইবে বলিয়া নিতান্ত ভয়।

১৩০। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ প্রকারের ডিলিরিয়ামঃ——

আর্স— বিকার ও তৎসঙ্গে উন্মীলিত চক্ষু।

একোন— কখন কান্না, কখন হাসি, কখন বা ক্রোধ;

ষ্ট্র্যামো— স্মৃতি ও জ্ঞান বিভ্রম।

চায়নিনাম-সালফ— ডিলিরিয়াম ও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া এবং কর্ণ

...র করিতে অক্ষম। শরীর গরম, নাড়ী দ্রুত, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, ও তৎসঙ্গে বিকারে যেন অজ্ঞানের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়।

প্লাম্বাম্-এসিটা— রাত্রিতে ডিলিরিয়াম ও তৎসহ চক্ষু স্ফীত।

ক্যাম্ফর— নানা প্রকার অন্যায় প্রস্তাব করে।

ব্রাইওনিয়া— বিকারে (প্রাতঃকালে) বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার সময়ে নিদ্রা; পলাইতে ইচ্ছা, সন্ধ্যাকালে ডিলিরিয়াম, তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে; মনে করে সে যেন অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রহিয়াছে; বাটীতে প্রস্থান করিতে চায়।

বেল্— উন্মাদাবস্থাপন্ন বিকার। অনবরত অনেকক্ষণ অথবা সময়ে সময়ে সানন্দভাব থাকিয়া পুনঃ ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ে।"

——oo——

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত অবস্থা-নিচয়।

## (৪)

# ডিলিউসন বা বিভীষিকা-দর্শন

(Delusion)

অর্থাৎ

বিকার জনিত নানা প্রকার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও বিকৃত মানসিক দর্শন।

[ ডিলিরিয়াম ২:৬ পৃঃ, মানসিক লক্ষণচয়, স্বপ্ন, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদি দেখ ]

—— • ——

১। বিভীষিকা-দর্শন অধিকারে— এব্সিস্থ, এলকোহল্, আর্স, এট্রোপি, বেল্, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, কার্লস্‌ব্যাড, চায়না, সিকুটা-ভি, কোকা, কফি, কোনা, ডিজিটেলিন্, ইউপেটো-পারফিউ, ক্রেশেটাম্, হাইয়স, আইয়ড্, কেলি-ব্রো, লাইকো, মার্ক, মরফিয়া, * ওপিয়াম্, ফস্ এসি, স্যালিসাইলিক্-এসি, সেণ্টোনিন, ষ্ট্র্যামো।

২। ডিলিউসন, প্রায় জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র — লিডাম্।

৩। „ ডিলিউসনে যেন স্বর্গে আছে— ক্যানা-ইণ্ডি, ওপি।

৪। „ নরকেরদ্বারেউপস্থিত—এগারিকাস্ মা, ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, (যেন নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না— মার্ক-সল)।

৫। „ যেন বিদেশে আছে— ভেলিন্ধি।

৬। „ অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ মনে করে— ক্যানা-ইণ্ডি।

৭। „ বিচার শক্তি হারা— একোন্, ক্যানা-ইণ্ডি, চেলিডো মার্ক-সল, ষ্ট্যাট্রা-মি।

৮। „ শরীর নিতান্ত সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র বোধ—ক্যানা-ইণ্ডি।

৯। „ কোন কাল্পনিক শব্দ শুনিতে পায়— হাইয়স্

১০। „ শরীর সুদর্ঘ বোধ হয়— ষ্ট্র্যামো।

১১। „ শরীর মোটা বোধ হয়— ক্যানা-ইণ্ডি।

১২। „ সকলই অপরিচিত বোধ হয়— সিকুটা-ভি।

১৩। „ কোন কণ্ঠস্বর শুনিতেছে— ক্যানা স্যাটা। (নিজের শব্দ অপরিচিত ও বজ্র তুল্য বোধ হয়— ক্যানা-ইণ্ডি); (অন্যায় কথাবার্ত্তা বলায় — নাইট্রি-এসি); (যেন কোন কাল্পনিক ব্যক্তির সহ উচ্চৈঃস্বরে ও অসংলগ্ন প্রকারে কথাবার্ত্তা বলিতেছে— বেল্); (যেন কোন ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে— সিপি)।

১৪। „ সন্তরণ— ক্যানা-ইণ্ডি।

১৫। „ তাহার নিকটে যেন কেহ শুইয়া আছে—পিট্রোল।

১৬। „ বায়ুতে ভাসমান—ক্যানা-ইণ্ডি, ক্লোরফরম্, কেলি-ব্রো বেল্।

১৭। „ অপদেবতা যেন রান্না করিতেছে— ক্যানা-ইণ্ডি।

১৮। ডিলিউসনে জীব জন্তু দর্শন— এবসিন্থ, স্যান্টোনিন্, ষ্ট্র্যামো, ট্যারেণ্টুলা; (ভয়ানক জীব— ওপি)।

১৯। „ শয্যায় পিপীলিকা দর্শন— প্লাম্বা

২০। ডিলিউসনে পক্ষী ও কীট দর্শন—বেল্।
২১। " কীটাদি দেখা—বেল্, ষ্ট্র্যামো।
২২। " প্রজাপতি দেখা—ক্যানা-ইণ্ডি, বেল্।
২৩। " মৃত ব্যক্তিদিগকে দর্শন—ষ্টিকৃনিয়া, হিপা, ক্যানা-ইণ্ডি, কোনায়াম্, এগারি-মা আর্স, বেল, (সন্তানের মৃত্যু—কেলি ব্রো; স্ত্রীর মৃত্যু—ক্যাম্ফর)।
২৪। " ময়ূর দর্শন—হাইয়স।
২৫। " সরীসৃপ দেখে—বেল।
২৬। " মন্দ স্বপ্ন—এলাম্।
২৭। " মন্ত্রাদি পাঠ দেখা—কক্বিয়া-টোষ্টা।
২৮। " নানা প্রকার মুখাকৃতি দেখে—ট্যারেণ্টুলা, ফস্, পিক্রি-এসি, এম্ব্রা, * ক্যানা-ইণ্ডি, কষ্টি, আর্জেণ্ট-নাইট্রা।
২৯। " মূর্ত্তি নানা প্রকার দেখে—বেল্, মার্ক, লাইকো, কোকা, প্লাম্বা, স্ট্যান্টোনিন্, স্ট্যাট্রা-কার্ব, সাল্ফা, ষ্ট্র্যামো, মস্কাস; (প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—এট্রোপি,); ভয়ানক মূর্ত্তি—এট্রোপি, কোকা, ষ্ট্র্যামো)।
৩০। " অগ্নি দর্শন—বেল ষ্ট্র্যামো এমোনি-মি, (প্রতিবাসীর গৃহে অগ্নি-হিপা)।
৩১। " ভয়পূর্ণ দর্শন—এবসিন্থ, এট্রোপি, বেল্, ক্যাম্ফর, গ্রাফি, ব্রুডো, ক্যাল্-কা, কার-ভ, নাইট্রি-এসি, ফস্, ট্যারেকা, কষ্টি, চায়না, স্পঞ্জিয়া।
৩২। " ভূত, প্রেত ইত্যাদি দর্শন—* আস, ওপি, ফাই জোষ্টি, ট্যারেণ্টু, এট্রোপি, মার্ক, বোমিয়াম্। (চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই প্রকার দেখে—ষ্ট্র্যামো)।
৩৩। " মৎস্য দেখা—বেল্।
৩৪। " শত্রু দর্শন—এল্কোহল, এমোনি-মি, (প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রু ভাব মনে করে—মার্ক সল, এনাকা)।
৩৫। " দেবতা দর্শন—ক্যানা-ইণ্ডি, ইগ।
৩৬। " মনুষ্য দর্শন—আর্স, ক্যানা-ইণ্ডি, (সুদীর্ঘ শ্মশ্রু পূর্ণ বিকৃতবদনযুক্ত মনুষ্য)—লবোসিরেসাস্।

৩৭। ডিলিউসন, ইন্দুর দেখা— বেল্, ইথু, এথুসিয়।

৩৮। „ দুর্ভাগ্য দর্শনে ক্রন্দন— ভিরাট্।

৩৯। „ কোন বস্তু দর্শন ও তাহা ধরিতে চেষ্টা— আর্স, এট্রোপি, বেল, হাইয়স, ইগ্নাশিস্।

৪০। „ যেন কোন জন্তু তাহাকে গ্রাস করিতেছে—*হাইয়স্

৪১। „ মনে করে যেন তাহার রোগ আরোগ্য হইবেনা— প্লাম্বা।

৪২। „ আত্মীয় স্বজন কর্তৃক যেন পরিত্যক্ত— কেলি-ব্রো * প্ল্যাটী, * ষ্ট্র্যামো।

৪৩। „ মনে করে কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিতেছে— কোনা।

৪৪। „ আহার করিতে দেখা— এট্রোপি।

৪৫। „ নিজকে সম্রাট বলিয়া মনে করে— ক্যানাবিস্-ইণ্ডি

৪৬। „ চিকিৎসক আসিতেছে বিবেচনা করে— সিপি।

৪৭। „ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন কেহ আসিতেছে— এনসিথ, প্লাম্বা; (চোর, ডাকাইত আসিতেছে—এল্কোহল)। (চোর যেন গৃহে প্রবেশ করিতেছে—মার্ক-সল, আর্স)।

৪৮। „ বিষ দিয়া তাহাকে যেন বধ করা হইতেছে—প্লাম্বা, হাইয়স্, ষ্ট্রাস্।

৪৯। „ বিপদ দেখা— ফ্লুওর-এসি, কেলি-ব্রো, ষ্ট্র্যামো, ভেরিরি। (স্বপ্রাণের উপর বিপদ—প্লাম্বা); (পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির উপর বিপদ— কেলি-ব্রো)।

৫০। „ হত্যা— (তাহাকে হত্যার জন্য যেন কেহ অর্থ লইয়াছে— ক্যানা-ইণ্ডি); (তাহাকে হত্যার জন্য পরামর্শ হইতেছে—প্লাম্বা); (তাহাকে যেন বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে—ষ্ট্র্যামো); (তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন হত্যাকারী বলিয়া বোধ হয়—প্লাম্বা); (তাহার মাতাকে যেন কেহ বধ করিয়াছে—মক্ক-ভ)।

৫১। ডিলিউসন, উড়িয়া বেড়ান— ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, ইথুজা, ওপিয়াম্, ইনাথি। (রাত্রিতে—ক্যাম্ফর)।

৫২। „ রজনীতে— মার্ক।

৫৩। „ শীত হওয়ার পর—নাইট্রি-এসি।

৫৪। „ কন্‌ভালশনের পর—এব্‌সিন্থ।

৫৫। „ মনে করে যেন দম্ বন্ধ হইয়া প্রাণ যাইবে — ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

৫৬। „ সঙ্গীদিগকে বোধ হয় যেন তাহাদের অর্দ্ধেক শরীর মনুষ্য ও অর্দ্ধেক শরীর বৃক্ষ— ক্যানা-ইণ্ডি।

৫৭। „ অশ্রদ্ধাযুক্ত মূর্ত্তি এবং স্বপ্ন— এলাম্।

৫৮। „ কাল কুকুর দেখা— বেল্। (কুকুরে আক্রমণ করে ও কামড়ায়— **ষ্ট্র্যামো); (চতুর্দ্দিকে যেন কুকুরে ঘেরিয়া ধরিয়াছে—বেল্)।

৫৯। „ ঘোটক দর্শন— বেল্, (ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান দেখা— ক্যানাবিস্-ইণ্ডি)।

৬০। „ বস্ত্র দেখা— সাল্‌ফা। (তাহার কাপড় যেন উড়িয়া আকাশে লয় হইবে—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি)।

৬১। „ বিভীষিকা দর্শন জ্বরের সময়— বেল্।

৬২। „ অৰ্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায়— অ্যাট্রাম-কার্ব।

৬৩। „ তর্ক বিতর্ক করা—ক্যানাবিস্-ইণ্ডি, হাইয়স্।

৬৪। „ সুন্দরী স্ত্রী দর্শন— ক্যানাবিস্-ই, কোকা।

৬৫। „ কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করা— প্লাম্বা।

৬৬। „ মাতা কিম্বা ভগিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে — এনাকা।

৬৭। „ অনুপস্থিত ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ডাকা — হাইয়স্।

৬৮। „ কাল বিড়াল দেখা— বেল্, এব্‌সিন্থ।

৬৯। ডিলিউসন, মনে করে সে যেন পুনরায় শিশুর ন্যায় হইয়াছে—সিকুটা-ভি। ( শিশু বন্ধুদের সহিত যেন রহিয়াছে—ইথু )।

৭০। ,, সে যেন স্বয়ং খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে— ক্যানাবিস্-ইণ্ডি।

[ ডিলিরিয়াম ও ডিলিউসন সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব ২৩৯, ২৪০ পৃঃ দেখ ]

—•◇•—

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত অবস্থা-নিচয়।

( ৫ )

## ইউরিমিয়া

( Uerænua )

[ ৮৪ পৃঃ মূত্রাভাব বা অনুৎপাদিৎ মূত্র। ওল উহার চিকিৎসা ২১০, ২১২, ২১৬, ২২৮, ২৩৫, ২৩৯, ২৪০ পৃঃ দেখ ]

—•◇•—

১। অনুৎপাদিত-মূত্র বা মূত্রাল্পতা, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, নিদ্রা, ডিলিরিয়াম, অচৈতন্যাবস্থা, আক্ষেপ, বমন ইত্যাদি ইউরিমিয়ার প্রধান লক্ষণ। ইহাতে ললাট প্রদেশ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা তাহাতে ভার বোধ হইয়া থাকে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; কোল্যাপ্স্ হয় ও নাড়ী বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

২। মূত্রোৎপাদক-যন্ত্র কিড্নীর ( Kidney ) অর্থাৎ বৃক্কের কন্জেস্শন, প্রদাহ ইত্যাদি নানাপ্রকার প্যাথলজিক্যাল পরিবর্ত্তন ( নির্ম্মাণ বিধানের অবস্থান্তর ) হওয়াতে মূত্রোৎপাদন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। মূত্রোৎপাদন না হইলে ইউরিয়া, ইউরিক-এসিড্ ইত্যাদি শারীরিক ধ্বংস পদার্থ সকল রক্তস্থ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত ধ্বংস পদার্থ শরীর হইতে

যথা পরিমাণে মূত্রসহ নির্গত না হইতে পারিলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। রক্তযোগে উক্ত বিষবৎ পদার্থচয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিধানাদিতে প্রবেশ করিলেই ইউরিমিয়ার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইতে থাকে; ইহা ঘোর সান্নিপাতিক বিকার বিশেষ। ইহার লক্ষণ সমস্ত কিঞ্চিৎ অধিকরূপে প্রকাশ হইলে চিকিৎসা নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে; অনেক সময় রোগীর ইহাতেই প্রাণ নষ্ট হয়। ওলাউঠার রিএক্সন (reaction) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে চিকিৎসক মূত্র নিঃসরণ জন্য সাবধানে চেষ্টা করিবেন; নতুবা ইউরিমিয়া হেতু রোগী প্রাণ হারাইবে। "মরবাস্-ব্রাইটাই" (Morbus Brightii) অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক দিন যাবৎ এল্-বুমেন্ হইলে ইউরিমিয়া জন্মিতে পারে। যে কারণেই হউক যথা রীতি মূত্র উৎপাদিত না হইলেই ইউরিমিয়া জন্মিবার সম্ভাবনা। অনেক ম্যা-লিগ্ন্যান্ট (বিষাক্ত) জ্বর রোগে বহু সময় পর্য্যন্ত মূত্র অনুৎপাদিত থাকিলে ইউরিমিয়ার লক্ষণচয় প্রকাশ পাইতে পারে, এই প্রকার জ্বর রোগের বিকার ইউরিমিয়াজনিত উপসর্গসহ নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে।

৩। ইউরিমিয়া অধিকারে—* আর্স, অরাম্, ক্যানা-ইণ্ডি, কার্বলি-এসি, কুপ্রা, হাইড্রোসি-এ, নিকোটীন, ফস্, * টেরিবিন্থ, * ক্যাম্ফা, * বেল, * হাইয়স, * ষ্ট্র্যামো, * ওপি, কেলি-বা, * সিকুটা।

৪। গর্ভাবস্থায়, স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরে, তরুণ (acute) ইউরিমিয়া ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে—এপিস্, বেল্, কোনা, কুপ্রা, গ্লোনইন, জেল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্-ভি।

৫। তরুণ ইউরিমিয়া সহ মোহযুক্ত নিদ্রায়—এগারি, বেল্, হাইড্রোসায়েনিক-এসি, ল্যাকটুকা, ওপি।

৬। রক্ত ক্ষীণতা এবং শরীরের অসার অবস্থা (Paralytic Symptoms) সহ তরুণ ইউরিমিয়া হইলে—আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, চায়না-সা, ফস্, ফস্-এসি।

৭। মূত্রে এলবুমেন হেতু ইউরিমিয়া হইলে (বিশেষ গর্ভাবস্থায়)—এপিস্, এপোসাই, আর্স, অরা, বেল্, বেঞ্জো-এসি, ঝার্বেরিস্, ব্রাই, ক্যান্থ্রা, ক্যাম্ফা, চায়না, কল্চি, ডিজি, ডালকা, হেলো.

হেলেবো, হেলোনিন, কেলি-কা, ল্যাকে, ল্যাক্‌টুকা, লিডা, লাইকো মার্ক্কর, কস্, ফাইটো, হ্লাস্, প্লাম্বা, সেনিসিও, সিপিয়া, সাল্‌ফা টেরিবিন্থ, ইউরেনিয়াম্-নাইট্রিকাম্।

৮। আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—তরুণ ইউরিমিয়া, কিড্‌নীর রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ হেতু হইলে কিড্‌নী প্রদেশে এলোপ্যাথিক মতে প্রত্যুগ্রতা সাধন মানসে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দেওয়া হয় এবং গ্রীবাদেশে ও শিরোপরি নানা-প্রকার প্রত্যুগ্রতা সাধন জনক কার্য্য করা হয়। প্রয়োজন হইলে ক্যাথিটার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[ মর্‌বাস্ ব্রাইটাই, গর্ভাবস্থা, স্কার্লেটিনা ইত্যাদির চিকিৎসা। ২১২, ২১৩, পৃঃ দেখ ]

ঘোর সান্নিপাতিক নানাবিধ বিকার
জনিত অবস্থা-নিচয়ের

# বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

১। কোল্যাপ্‌স্। ২। অচৈতন্যাবস্থা। ৩। ডিলিরিয়াম্।
৪। ডিলিউসন। ৫। ইউরিমিয়া ইত্যাদি।

[ ২১০, ২১২, ২১৬, ২৩১, ২৪০ পৃষ্ঠা দেখ ]

## ( ১ )

## কোল্যাপ্‌স্

অর্থাৎ পতনাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ

## ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

[ ২১০ পৃঃ কোল্যাপ্‌স দেখ ]

একোনাইট—যে কোল্যাপ্‌স্ বা পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা আস্তে আস্তে উপস্থিত হয় তাহাতে একোনাইট বিশেষ উপকারী। ৬ষ্ঠ, ১২শ, ইহার ও ৩০শ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

কার্ব-ভেজিটেবিলিস্— যে রোগীর কোল্যাপ্‌স্ আস্তে আস্তে উপস্থিত হয় (বিশেষ আর্স ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগের পর) তাহাতে ইহা অতি চমৎকার ষ্টিমুলেণ্ট অর্থাৎ উত্তেজনা জনক কার্য্য করে; এই সঙ্গে যদি উদর স্ফীত (পেট ফাঁপা) ও মলে দুর্গন্ধ থাকে তবে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সফল হইবে। যদি মল আর্স কিম্বা ভিরেট্রাম স্বভাবাপন্ন হয় তবে কার্ব ইহাদের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার ৩০, ডাইলিউসন সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাম্ফর— শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। যদি পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকে কিম্বা অতিবিক্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় খাইয়া থাকে, এতাদৃশ যে কোন অবস্থায় কোল্যাপ্‌স্ উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শেষোক্ত অবস্থায় ইহা প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্যকারী। ১ম কিম্বা ৩০শ ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপ্‌স্ অবস্থায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, ওলাউঠার পতানাবস্থায় যখন অনবরত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে তখন ক্যাম্ফর ও মনো-ব্রোমাইড্ অব্ ক্যাম্ফর ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। (২১০, ২১১ অচৈতন্য অবস্থার ও ডিলিরিয়াম ইত্যাদির বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব দেখ)।

ন্যাজা বা কোব্রা (কেউটিয়া সর্প বিষ)— যে স্নায়ু বলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মূল স্থান (মস্তিষ্কাভ্যন্তর) অসাড়াবস্থাপন্ন হইয়া শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকিলে কোব্রা নিতান্ত উপকারী। প্রায়ই শ্বাসরোধ (asphyxia) হেতু (কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা (syncope) হেতু তত নহে) মৃত্যু উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে কোব্রা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কোব্রার একটি প্রধান লক্ষণ; এই কষ্ট মস্তিষ্কের কিম্বা স্নায়বীয় অসবন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে কিম্বা ফুস্‌ফুসের রক্তবহা নাড়ী সমস্তে রক্ত চাপ হইয়া জমিয়া যায় তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিকাংশ সময় উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্‌স্ মধ্যে এই প্রকার লক্ষণ অনেক দেখা যায়। আর্সেনিক ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে কোব্রা ব্যবহার করিবে। কোব্রার কার্য্য হাইড্রোসায়েনিক ঔষধের ন্যায় অতি শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্র

লাল সরকার মহাশয় বলেন যে, ইহার ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা কোল্যাপস্ অবস্থায় শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম সময় সময় কালে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

হাইড্রোসায়েনিক-এসিড্—নাড়ী বিলুপ্ত। শরীরে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম। অসাড়ে মল নিঃসরণ। একদৃষ্টে বিস্ফারিত লোচনে মৃতবৎ চাহিয়া থাকা। কণীনিকা প্রসারিত। শ্বাস প্রশ্বাস অতি মৃদু, ধীর ও গম্ভীরভাবে টানিয়া ফেলে, যেন খাবি খাইতে থাকে (gasping), আক্ষেপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস অনেকক্ষণ পরে পরে নিশ্বাস ফেলা, রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই; কিংবা রোগী যেন এক প্রকার মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়াগিয়াছে। ডাক্তার সরকার ইহাকে মৃত সঞ্জীবনী উপাধি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় কয়েকটী রোগীর ঔষধ গলাধঃকরণে ক্ষমতা ছিল না সেই অবস্থায় ইহার আঘ্রাণ দ্বারা তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন। পরিশেষে রোগীর ঔষধ সেবন ক্ষমতা জন্মে।

লরোসিরেসাস্—হাইড্রোসায়েনিক-এসিডের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার ১ম, ৩য়, ১২শ ডাইলিউসন্ ব্যবহার করা যায়।

কেলি-সায়েনেটাম্—ডাঃ সালজার ইহার ২য় বা ৩য় ক্রমের চূর্ণ হাইড্রোসায়েনিক এসিডের দ্বারা কোন ফল না পাইলে ব্যবহার করিতে বলেন।

ভিরেট্রাম্—হঠাৎ কোল্যাপস্ অথবা অত্যন্ত মল নিঃসরণের দরুণ কোল্যাপস্ (কুপ্রা-আর্স, সিকেলী)।

আর্সেনিক—ইহা ভিরেট্রামের পরিবর্ত্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে পরিমাণ মল নিঃসরণ হইয়াছে, কোল্যাপস্ অবস্থা তাহা হইতে অত্যধিক হইলেই ইহা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। অস্থিরতা, এপাশ ওপাশ করা, গাত্র ও পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ।

কুপ্রাম এবং সিকেলী—হাত পায় অত্যন্ত খিল ধরা। কোল্যাপস্ অবস্থা অত্যন্ত খিল ধরা জন্য উপস্থিত হয়। দম্ বন্ধ (শ্বাস প্রশ্বাস-যন্ত্র হীনশক্তি হইয়া) অথবা হৃৎপিণ্ডের অসাড় অবস্থা হেতু কোল্যাপস্।

সিকেলী—মুখাভ্যন্তর ও নাসিকা শুষ্ক; তাহা জল সেবন দ্বারাও উপশমিত বোধ হয় না। বমন হইলে ভাল বোধ হয়। বমনে কৃমি পড়ে।

ট্যাবেকাম্—শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। বিশেষ প্রত্যেক বার বমনের পর পাকস্থলীতে যন্ত্রণা বোধ। হাতে পায় খিল ধরা। অঙ্গ চালনা মাত্র বমনোদ্রেক হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহা কোব্রার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। (কোব্রাতে মানসিক নিস্তেজ অবস্থা এবং মৃত্যু ভয় নিতান্ত প্রবল)। কিন্তু ল্যাকেসিসে অগ্রে উগ্রতা হইয়া পশ্চাৎ অবসন্নাবস্থা হয়।

অক্জেলিক্ এসিড্ এবং এণ্টি-টার্ট—কোল্যাপ্স্ অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অক্জেলিক্-এসিড্ দ্বারা কয়েকটী নিতান্ত খারাপ অবস্থাপন্ন কোল্যাপ্স্ রোগীর আরোগ্য বৃত্তান্ত কোন কোন পুস্তকে দেখা যায়। আমাদের এই ঔষধে যদিও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই তথাপি ইহার ভৈষজ্য তত্ত্ব দৃষ্টে ইহা যে এতৎসম্বন্ধে একটী প্রধান ঔষধ তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

এমোনিয়া, এল্কোহল, ইথার—শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন "যখন এই সমস্ত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে কোল্যাপ্সের ন্যায় ঘর্ম্ম ও অবসন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত প্রকার অবস্থায় এই সমস্ত ঔষধ "সমঃ সমংশময়তি" হোমিওপ্যাথিকের এই মূল সূত্র অনুসারে কেন ব্যবহৃত হইবে না?" হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রের ধর্ম্মযুক্ত যেকোন ঔষধ হউক তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন"। এলকোহলের দুই চারি ফোটা মাত্রায় এবং প্রথম ডাইলিউসন দ্বারা অনেক স্থলে আমরা ফল পাইয়াছি।

(ডিলিরিয়াম্, অচৈতন্যাবস্থা, জলাউঠার চিকিৎসা দেখ।)

[২১০, ২১২ ২১৬, ২২৮, ২০১, ২৩৫, ২৩০, ২৪০ পৃঃ দেখ]

( ২ )

# অচৈতন্যাবস্থা

## অর্থাৎ বিলুপ্ত সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ

## ভৈষজ্য-তত্ত্ব ।

[ ২১০, ২১২, ২১৮, ২২৮, ২৩১, ২৩৫, পৃষ্ঠা দেখ ]

---

ষ্ট্র্যামো— মৃত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা তৎসঙ্গে কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। নাসিকা ডাকা, মাঝে মাঝে পা গুটাইয়া থাকা। মুখ মণ্ডল ব্রাউন (কটাবর্ণ), মুখে রক্ত মিশ্রিত ফেনা। অচৈতন্য, তৎসহ আক্ষেপ। নাসিকা ডাকিতে থাকে। এবং নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। হস্ত পদ মোচড়াইতে থাকে। চক্ষু দুইটি ঘুরিতে থাকে। পিউপিল্ বা কনীনিকা প্রসারিত। অজ্ঞানাবস্থায় আপন নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি করদ্বারা ধরিতে থাকে।

হাইয়সায়েমাস্—জ্ঞান শূন্য। কথার উত্তর দিতে অক্ষম। কাহাকেও চিনিতে পারে না। ঠিকভাবে কথার উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পুনঃ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। কোন কথার উত্তর দিতে চায় না। কথার উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রা বা অজ্ঞানাবস্থায় বকিতে থাকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা।

ওপিয়াম্— অজ্ঞানাবৃত, তৎসহ চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, শিবচক্ষু (চক্ষুর তারাটী উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায়)। হা করিয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। (এপোপেক্সি ফিটের পর এই অবস্থা হইতে দেখা যায়)। অজ্ঞানতা সহ তৃষ্ণা; জিহ্বা পরিষ্কার, ইহার পার্শ্বদ্বয় কৃষ্ণাভ লালবর্ণ, ওষ্ঠ দ্বয় শুষ্ক থস্থসে। অজ্ঞানতাসহ অসংলগ্ন কথা বার্ত্তা। অজ্ঞানতা ও বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ। ঘোর নিদ্রা ও তাহা হইতে জাগ্রত হইলে তৃষ্ণা।

বা বমনেচ্ছা উদ্ভব হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিলে বা ঝাঁকিলে কিম্বা উচ্চৈঃশব্দে ডাকিলেও জাগ্রত হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় বিছানা হাতড়ান ও অন্যান্য প্রকারের কর-ক্রীড়া (যেন হাত দিয়া আকাশের মধ্যে কিছু ধরি-তেছে) পর্য্যায়ক্রমে কখন বা অজ্ঞান কখনও বা চৈতন্য প্রাপ্ত, তৎসঙ্গে ডিলিরিয়াম, প্রলাপ ইত্যাদি এবং জ্বর (গাত্র উষ্ণ) ও অজ্ঞানতা; হাত পা গুটাইয়া স্তূপাকার হইয়া শয়ন।

বেল্—অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে, নাসিকা ডাকে, নড়ে চড়ে না, কখন কখন বা চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে। কর-ক্রীড়া (Subsultus tendinum)। মুখমণ্ডল পিংশে বা ফেকাশে। হস্ত শীতল। নাড়ী শক্ত, দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র। অজ্ঞান বা নিদ্রাবস্থায় গান করিতে থাকে এবং কথাবার্ত্তা বলে।

ভিরেট্রাম্—এক চক্ষু উন্মীলিত অন্য চক্ষু অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুন-র্ব্বার চমকিয়া উঠা। কোমা ভিজিল (Coma vigil)। মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে।

(কোল্যাপস বা পতনাবস্থা, ডিলিরিয়াম্, ডিলিউসন ইউরিমিয়া দেখ)

# ২। অচৈতন্যাবস্থা, ৩। ডিলিরিয়াম, ৪। ডিলিউসন, ৫। ইউরিমিয়া

ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ

# ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

[২১০, ২১২, ২১৬, ২২৮, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৯, পৃষ্ঠা দেখ]

এসিটিক্-এসিড্—ঘোরতর বিকার (টাইফয়েড্ জ্বর)। পেটে বেদনা। উদরাময়। পেট ফাঁপা এবং কোষ্ঠবদ্ধ তৎসহ ভয়ানক ডিলিরিয়াম। পর্য্যায়ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং ডিলিরিয়াম।

য়্যাবিসিন্থিয়াম্— বিভীষিকা দর্শন। পর্য্যায়ক্রমে অচৈতন্ত অবস্থা এবং ভয়ানক অত্যাচারযুক্ত ডিলিরিয়াম।

একোনাইট— ক্লেয়ারভয়েন্স ( অদৃশ্য এবং দূরস্থিত পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় বলিতে সক্ষম )। ডিলিরিয়াম, ( বিশেষ রাত্রিতে )। ভূতের ভয়। মৃত্যু আসিবে বলিয়া ভয়। মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করে। অজ্ঞান অবস্থা, অস্থিরতা, এবং কোঁকান। শিশু স্বীয় হস্তের মুষ্টি কামড়াইতে থাকে।

হৃদাবসাদক কোল্যাপস্ জন্য অর্থাৎ যে স্থান হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া অবসান অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাতে একোন্ এক উৎকৃষ্ট ঔষধ, এইজন্য ইহা ওলাউঠা রোগের কোল্যাপসে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে প্রলাপ, স্বীয় মৃত্যুর তারিখ ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় বলিতে থাকে। রাত্রে উন্মাদের ন্যায় বকিতে থাকে। এবং বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠে ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ। পিউপিল্ অর্থাৎ কনীনিকা প্রসারিত অথবা আক্ষেপযুক্ত।

ইথুজা-সাইনেপিয়াম— বিকারে বিভীষিকা ও মিথ্যা বিষয় দর্শন। যেন ইন্দুর গৃহ কক্ষে দৌড়াইয়া যাইতেছে দেখিতে পায় এবং বিড়াল কুকুর ইত্যাদি দর্শন করে। জানালা দিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া বাহিরে পড়িতে চায়। অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা, কনীনিকা প্রসারিত, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ( শিশুদিগের )।

আর্ণিকা— অজ্ঞান। এমনভাবে বসিয়া আছে যেন কোন চিন্তা করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন চিন্তা করেনা। যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। নিম্ন ওষ্ঠের কম্পন। কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না ( ফস্-এ )। কাহারও ভালবাসা বা সহানুভূতি চায়না, বরং তাহাতে ত্যক্ত হয়। সে যেন ভাল আছে, কোন পীড়া নাই এ প্রকার ভাবে ( এপিস্, আর্স )। যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, [illegible]র ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া [illegible]ড়ে। কথা বলিতে বলিতে (সমাপ্তি না হইতেই) নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ( ব্যা[illegible] )।

অচৈতন্যাবস্থা, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি রহিত—( কন্‌কাশন্ অব্ দি ব্রেইন

মস্তিষ্কে আঘাত লাগা)। অজ্ঞানাবস্থায় মলত্যাগ (টাইফাস্ জ্বর)। স্মৃতি বিভ্রম, যে কথা বলে তাহা পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে না (টাইফাস জ্বর)। নানা বিষয় চিন্তা, নানা কল্পনা। ডিলিরিয়ামে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকা। মদ মত্ত দিগের ডিলিরিয়াম। চক্ষের জল ফেলিয়া ক্রন্দন (ক্রোধের পর)। বিকারে বিছানা হাতড়ান। কোন ব্যক্তি তাহার নিকট আসিতেছে এবং সে তাহাকে আঘাত বা স্পর্শ করিবে এই বলিয়া ভয়। ভরসা শূন্য; সামান্য বিষয়েই উত্যক্ত হওয়া। আঘাত, ক্রোধ বা ভয় হেতু পীড়া। নিতান্ত চিত্তোদ্বিগ্ন অবস্থা। স্বপ্ন পরিষ্কার, ভয় পূর্ণ। স্বপ্নে গোরস্থান, শ্মশান, কাল কুকুর ও বজ্রাঘাত দর্শন করে।

এপিস্-মেলিফিকা— অজ্ঞান, অচৈতন্য ও তৎসঙ্গে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা। মৃত্যুর ভয়। সর্ব্বদা কোন প্রকার বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণ হারাইবে, এরূপ আশঙ্কা। অজ্ঞানাবস্থায় মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠা। হঠাৎ চীৎকার করা। হাইড্রোকেফালাস বা (মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় পীড়া)। সদা ক্রন্দনশীল, অশ্রুপাত। শ্রুতি কাঠিন্য। কম্পন। হাইতোলা।

* আর্সেনিকাম্— ধীর গতি ও অধিকদিন স্থায়ী পীড়ার সঙ্গে সামান্য বিকার ও তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা। সর্ব্বদা শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে চায়। একাকী থাকিতে মৃত্যুভয়। হাইতোলা। অস্থিরতা ও কোঁকান। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা। দ্রুত অবসানাবস্থা।

য়্যারাম্-ট্রি— খিট্ খিটে স্বভাব। বিকারাবস্থায় নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবেশ করিতে থাকে। অন্য কোন স্থান অথবা শুষ্ক ওষ্ঠ খুঁটিতে থাকে। (স্কার্লেটিনা, টাইফাস জ্বর)। জাগ্রতাবস্থা, অস্থিরতা, চীৎকার। সমস্ত সময় ডিলিরিয়ম থাকেনা। ঊর্দ্ধশাখার আক্ষেপ। হাইতোলা। হাঁচি। মুখে এবং গলার ...এর ক্ষত অথবা গাত্র চুলকান হেতু অনিদ্রা।

ব্যাপ্টিসিয়া— সর্ব্বদা বিশেষ রাত্রে ডিলিরিয়াম, অজ্ঞানতা ও প্রলাপ, কোন এক কথার উত্তর দিতে দিতে, বা কোন কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে (আর্স, হাইয়স্)। বোধ হয় যেন

শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত টুক্‌রা গুলি একত্র করার জন্য ছট্‌ফট করে, নিদ্রা যাইতে অক্ষম কারণ ঐ টুকরা গুলি একত্র করিতে পারিতেছে না। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দর্শনে অস্থির। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া থাকে।

বেলেডোনা— ঘোরতর বিকার ও তজ্জন্য উঠিয়া দৌড়াইয়া যায় (ওপি)। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার করে; কামড়ায়। কখন বা আনন্দময় আবার পরক্ষণে গাত্রে থুথু দেয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। হস্ত পদ কম্পন। নিদ্রাতে চমকিয়া উঠে; ভীত হয়; কোঁকাইতে থাকে; গান করে এবং উচ্চৈঃশব্দে কথা বলে। বহুকালাতীত বিষয় স্মৃতি প্রাখর্য্য হয়। স্মৃতি বিভ্রম। যাহা কিছু করে তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়। নানাবিধ কীট দেখে। পলায়ন করিতে চায় অথবা কিছুর নীচে লুকাইতে চায়। অত্যন্ত কথা বলিয়া পুনরায় বোবার ন্যায় চুপ করিয়া থাকে। বিছানার কাপড় হাতড়ায় যেন কিছু অন্বেষণ করিতেছে, তৎসঙ্গে অস্পষ্টভাবে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। পথ্য না খাইয়া চামচ্ কামড়াইয়া ধরে। কুকুরের ন্যায় ডাকে ও শব্দ করে। কেহ নিকটে আসিলে চমকিয়া উঠে। অতি সহজেই উত্যক্ত হয় ও ক্রন্দন করে। ব্যাকুলচিত্ত ও দিশাহারা। মনে করে যেন তাহার মৃত্যু এই মুহূর্ত্তেই হইবে। কিছুই তাহার নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। নিজে নিজেই নিতান্ত ত্যক্ত। স্বপ্ন স্পষ্ট দেখে কিন্তু স্মরণ থাকে না। স্বপ্নে হত্যা কাণ্ড, রাজপথে ডাকাইত, অগ্নি জনিত বিপদ ইত্যাদি দর্শন করে। সমস্ত শরীর যষ্টির ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। শরীর ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎদিকে বক্র হয়। শরীর একবার সম্মুখ দিকে একবার বামদিগে বক্র হইতে থাকে। মস্তক উষ্ণ, মুখ রক্তবর্ণ তৎসহ ডিলিরিয়াম। কাল্পনিক বিষয় হইতে ভয়। ভূত, প্রেত ও দৈত্য দানবাদি দর্শন। ঘোর বিকারে খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে ও তৎপর দাঁত কিড়্ মিড়্ করিতে থাকে এবং লোককে কামড়াইতে চেষ্টা করে।

ব্রাইওনিয়া— রাত্রিতে বিকারাধিক্য; বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে ও ঘর কন্না বা সাংসারিক কার্য্যাদির বিষয় প্রলাপে বকিতে থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই বিভীষিকা দেখে। খিট্‌খিটে। দ্রুত গতিতে কথা বলে। মস্তকে

ভার বোধ এবং চিড়িক্‌মারা ও চাপন বোধ সহ শিরঃপীড়া। ক্রোধজনিত উপসর্গ। হঠাৎ মূর্চ্ছা। শয্যাশায়ী অবস্থা। পুনঃ পুনঃ হাইতোলা। শয্যা হইতে উঠিতে মূর্চ্ছা। নানাবিধ চিন্তা। রাত্রিতে অস্থিরতা, ভয়াবহ স্বপ্ন। নিদ্রা বেশ মাত্র চমকিয়া উঠা। এমনভাবে মুখ নাড়িতে থাকে যেন কিছু চর্ব্বণ করিতেছে।

ক্যাম্ফর— রাত্রে বিকার। নিদ্রালুতা। ও মৃদু গতি জ্বর। মস্তক ভার ও উত্তাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর এবং ডিলিরিয়াম। স্মৃতি বিভ্রম। শরীরাভ্যন্তরে কম্প। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা। হিমাঙ্গ। ভয়ানক স্বপ্ন। পর্য্যায়ক্রমে অজ্ঞান অবস্থা ও অনিদ্রা।

ওলাউঠা রোগের কোল্যাপ্‌স্‌ অবস্থায় ইহার ৩য় ক্রম কিম্বা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কোন ঔষধ না খাইয়া থাকিলে কিম্বা অত্যধিক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন হেতু কোল্যাপ্‌স্‌ অবস্থায় ইহা দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় অন্যান্য ঔষধ সেবন করিলে প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে।

ক্যান্থারিস্‌— ঘোরতর বিকার ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন। কুকুরের ন্যায় ডাকা। প্রহার করা। মস্তিষ্কের গোলযোগ। ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে। হঠাৎ জ্ঞান হারা; মুখ রক্তবর্ণ (দন্তোদ্গম)। অত্যাচার শীল ডিলিরিয়াম। খিট্‌খিটে স্বভাব, কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নহে। ক্ষুব্ধচিত্ত, বলে যে সে বাঁচিবেনা। ক্রুদ্ধ হয় ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন করে। খেউ খেউ করিয়া উঠে এবং কামড়াইতে চায়; এতাদৃশ অবস্থা জল পান করিতে চেষ্টা করিলে কিম্বা চক্ষে আলো লাগিলেই পুনঃ উপস্থিত হয়। অস্থির অবস্থা। বিভীষিকা দর্শন।

চায়না— রক্ত স্রাবের পর ডিলিরিয়াম্‌ বা বিকার। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই মনুষ্যের আকৃতি সকল দেখিতে পায়। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। আত্ম হত্যা করিতে ইচ্ছা; কিন্তু সাহস পায়না। গালা গালি দেয়। অবাধ্য, যাহা ইচ্ছা খাইতে চায়।

কল্‌চিকাম্‌— শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে বিকার। যদিচ ঠিক উত্তর দেয় বটে, তত্রাচ জ্ঞান যেন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়। কদাচিৎ স্বভাব খিট্‌খিটে কিছুমাত্র বোধ শক্তি নাই, সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা। চীৎ হইয়া শয়ন।

নিতান্ত অবসন্নাবস্থা। হঠাৎ দুর্ব্বলাবস্থা। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠা। স্বভাব প্রায়ই আনন্দ পূর্ণ, অথবা দুঃখিত, কিন্তু কদাচ খিট্ খিটে নহে।

কুপ্রাম্-মেটা— বিকার। কেহ নিকটে আসিলে তাহাকে দেখিয়াই যেন ভয় পায় এবং জড সড় হইতে চায়। অত্যন্ত ভয়যুক্ত। অস্থির এবং আছাড় পিছাড় করিতে থাকে। কামড়ান ও প্রহার করা স্বভাব। কোন বস্তু হাতে পড়িলে দুই খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলে। ক্রন্দনশীল। এমন কথা বলিয়া ফেলে যে কখন যাহা বলিতে ইচ্ছা করে নাই ( এপোপ্লেক্সি রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ ) বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে, পলায়ন করিতে ইচ্ছা, পরিবর্ত্তন-শীল স্বভাব, ইন্দ্রিয় সমস্ত তীক্ষ্ণ ( অত্যন্ত )। ইন্দ্রিয় সকল সামান্য তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত ভ্রম পূর্ণ কল্পনা। উপুড হইয়া পেটে নির্ভর করিয়া শয়ন।

জেল্‌সিমিয়াম্— নিদ্রা অবস্থায় প্রলাপ। অর্দ্ধ জাগরিত ও তৎসঙ্গে বিশৃঙ্খল বাক্য প্রয়োগ। নিদ্রার সঞ্চার মাত্রেই বিকার ও প্রলাপ ( শান্তি )। অত্যন্ত কথা বলা। ক্যাটালেপটিক্ রোগ গ্রস্তের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া স্তম্ভিত, তৎসঙ্গে কণীনিকা প্রসারিত এবং চক্ষু-মুদ্রিত থাকে বটে কিন্তু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। নিদ্রাবস্থায় ডিলিরিয়াম। অর্দ্ধ জাগ্রত; তৎসঙ্গে অসংলগ্ন কথা বার্ত্তা। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, তৎসঙ্গে খিট্‌খিটে স্বভাব। পচাল পাড়া, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল যেন ললাট ভেদ করিয়া ছুটিয়া পড়িবে, জ্বর। মৃত্যু ভয়। মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত অক্ষম; নাড়ী-বিলুপ্ত প্রায়।

হাইয়সায়েমাস্— যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা ও বিকার পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পড়ে। জাগ্রত অবস্থাতেই বিকার। বিষয় কর্ম্ম ও ঘর কন্না সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা। কাল্পনিক বস্তুর ভয়। অস্পষ্ট বিড় বিড করিয়া বকা। কোন কাজ করার জন্য নিতান্ত উদ্ধত ইচ্ছা। অচৈতন্য অবস্থা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কাহাকেও চিনিতে পারেনা। অসংলগ্ন উত্তর দেয়। চিন্তা করিতে অক্ষম। এমন ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিতে পায় যে নিকটে উপস্থিত নাই কিম্বা কখন ছিলনা। মনে করে সে যেন কোন অন্যায় স্থানে উপস্থিত। জাগ্রত অবস্থাতেই

ডিলিরিয়াম্। আলো এবং জনতা ভালবাসে না। বিশ্রী হাসি। প্রত্যেক বিষয়েই হাসা; পর্য্যায়ক্রমে একবার কান্না একবার হাসি। শরীর উলঙ্গ করে; বিশেষ জননেন্দ্রিয়। হঠাৎ কান্না বা চীৎকার। বিছানা খোঁটা (৪১, ৫০, ৫৭, পেপা ২২০ পৃষ্ঠায়দেখ) কর-ক্রোড়া। (বিছানা খোঁটা নহে।) শয্যা হইতে শয্যা স্তরে যাইতে ইচ্ছা। অস্থিরতা। বিছানা হইতে লাফিয়ে পড়া। দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা। পাগলের ন্যায় অবস্থা। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে গালাগালি দেয়; কিম্বা আঘাত করে কেহ কথা বলিলে তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। কন্‌ভালশনের পর ভয়। অচৈতন্য এবং তন্দ্রাযুক্ত। কথা বলিতে বলিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। কন্‌ভালশনের সহ গাঢ় নিদ্রা। অনিদ্রা, অথবা নিদ্রা যাইতে অক্ষম। নিদ্রাতে চেঁচিয়া উঠা। চীৎ হইয়া শুইয়া থাকে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া পুনরায় শয়ন করে। চীৎকার করিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠা। স্বপ্ন দর্শন। ভ্রমণ বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন।

হেলেবোরাস—সম্পূর্ণ অজ্ঞান। স্মৃতি বিভ্রম। মানসিক ক্ষমতা ন্যূন। ভাবশূন্য দৃষ্টি। ডিলিরিয়াম। পুনঃ পুনঃ ঠোঁট খোঁটা, এবং কাপড় খোঁটা। কোঁকান এবং শোক প্রকাশক কান্না। মেনিন্‌জাইটীস্ এবং হাইড্রোকেফালাশ (মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জল সঞ্চয়) নামক পীড়ার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ চীৎকার; (মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, তরুণ রোগে হইলে—এন্টি-টার্ট ও ফস্ফরাস্ নিতান্ত উপকারী যদি এই সঙ্গে গাত্রে পূয যুক্ত ইরাপশন থাকে তবে এন্টি-টার্ট বিশেষ ফলপ্রদ হইবে)। পলাইতে চেষ্টা। বিমর্ষ। খিট্‌খিটে স্বভাব: তাক্ত করা ভাল বাসে না। শব্দ করিলে বা কোন প্রকার ধক্ বা চমক লাগিলে ফিট (fit) স্বল্প হয়। একাকী থাকিলে নিদ্রা আইসে; তন্দ্রা, জাগ্রত করা যায় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না (টাইফইড জ্বরে) তন্দ্রা মধ্যে চীৎকার করিয়া এবং চমকিয়া উঠে। স্বপ্ন দেখে বটে কিন্তু স্মরণ থাকে না। নিদ্রাবস্থায় মাংসপেশী সমস্ত মোচড়াইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। সে (স্ত্রী) ভয়ে অস্থির যেন চিরজন্ম তাহাকে কষ্টে থাকিতে হইবে। রাত্রে প্রলাপ ও বিকার। বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। নিদ্রালু। মুখ রক্তবর্ণ। ধীরে ধীরে কষ্টে বাক্য নিঃসরণ। গান করে, শিশ দেয় ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করে। আত্মহত্যার

ইচ্ছা; নীচের মাড়ী শিথিল হইয়া পড়িয়া যায়। অত্যন্ত কথা বলা। ঔষধকে বিষ বলিয়া মনে করে। বিকারে অত্যন্ত বকিতে থাকে এবং এক বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে অন্য বিষয় আরম্ভ করে। অত্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্তস্রাব ও অতিশয় অধ্যয়ন হেতু ডিলিরিয়াম। মৃত্যু ভয়। শয্যায় যাইতে ভয় পায়। নিজে মনে করে যে, সে মরিয়াছে, অজ্ঞান ও তৎসঙ্গে বিড়বিড় করিয়া বকা। বিভীষিকায় নানাবিধ ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন।

ল্যাক্‌নান্থিস্— বিকারে বকিতে থাকে। চক্ষু উজ্জ্বল। গালের কতক ভাগ রক্তবর্ণ। জ্বরসহ অনিদ্রা। জ্বরের সময় কষ্টকর স্বপ্ন দর্শন।

লাইকোপোডিয়াম— নিদ্রালুতা। প্রলাপ, একটী ইচ্ছা বা চিন্তা প্রকৃত কথা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, তজ্জন্য অন্য প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকে (ভাবে এক, বলে আর)।

মার্ক-বাইজোডেটাস — বিকার ও তৎসঙ্গে মুখগহ্বরে এবং টন্‌সিলে ক্ষত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর।

নক্স মস্কেটা— প্রলাপ। অত্যন্ত মাথা ঘোরা। নানা প্রকার মুখভঙ্গি উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার অন্যায় কথা বলা। অনিদ্রা। হাস্য। প্রত্যেক জিনিসই যেন পরিহাস যোগ্য বোধ হয়। আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। অজ্ঞান চৈতন্যশূন্য। অনিবার্য্য নিদ্রা। মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ রক্তস্রাব পর অচৈতন্যাবস্থা। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। অসংলগ্ন উত্তর। সময় অতি ধীরে ধীরে চলিয়া যাওয়া বোধ হয়। ক্রন্দনশীল।

ওপিয়াম্— মৃদু অথবা প্রবল বিকার ও তৎসহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, হাস্য; পলাইতে চেষ্টা। ভেনাস বা শিরাস্থ রক্তাধিক্য ও মুখ কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। মনে করে যেন শরীরের প্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত বড় হইয়াছে' মনেহয় সে যেন বাড়ীতে নাই। অচৈতন্য, চক্ষুদ্বয় চক্‌চকে ও অর্দ্ধ উন্মীলিত। মুখমণ্ডল ফেকাশে। ঘোর অজ্ঞান অবস্থা। বিকারযুক্ত প্রলাপ, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলো ফুলো। অচৈতন্য অবস্থা তৎসঙ্গে নাক ডাকা। জীব জন্তু দর্শন। মুখমণ্ডলে ভয়ের লক্ষণ। খিটখিটে স্বভাব। আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, লজ্জা হেতু পীড়া। ভয় পাওয়ার পরেও ভয় ভয় ভাব মনে থাকে। অসাড়ে মূত্রত্যাগ। নিদ্রা অবস্থায় বিছানা খোঁটা। অনিদ্রা

ও তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি; ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ এবং দূরস্থ কুক্কুট-কণ্ঠস্বর হেতু নিদ্রা যাইতে পারে না। অত্যন্ত মস্তক গরম; হস্তপদ শীতল। নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়, মুখ ব্যাদান করিয়া নাসিকা ডাকা। গাত্র বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, প্রাতঃসময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কথা বলিতে পারে না, সংজ্ঞাশূন্য, ডাকিলে চৈতন্য হয় না, টাইফয়েড্ জ্বরে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং প্যারালিসিস অর্থাৎ পক্ষাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ফস্‌ফরিক্-এসিড— শান্তভাব, বিকার ও তৎসহ অজ্ঞান অবস্থা ও মস্তক যেন অসাড়। নির্ব্বোধের ন্যায় বিড়বিড় করিয়া বিকারে বকিতে থাকে। অচৈতন্য এমন কি চিম্‌টী কাটিলে টের পায় না।

ফসফরাস্ — অচৈতন্য, ডিলিরিয়াম, যেন হস্ত দ্বারা আকাশে কিছু ধরিতেছে। ভয়পূর্ণ, যেন দেখিতে পায় কোন জন্তু হামাগুড়ী দিয়া ঘরের মেজিয়াতে আসিতেছে। অজ্ঞানাবস্থা, মস্তকে জ্বালা ও উষ্ণ বোধ। বিড় বিড় করিয়া ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকে (নিউমোনিয়া)।

পডোফাইলাম— বিকারে জ্বরের সময় বকিতে থাকে।

রাস্-টক্স—বিকার ও আপনাপনি প্রলাপ বকা। মানসিক ক্রিয়া ধীর গতিবিশিষ্ট এবং কষ্টকর। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে কখনও বা অতিত্রস্ততার সহিত (ত্রাই ত্রাস্ত কথা বলে। হিপার- ত্রাস্ত কথা বলে এবং তাড়াতাড়ি কিছু পান করিয়া ফেলে)। মৃদু ও অবসন্নতাযুক্ত প্রলাপ। (শ্লো ডিলিরিয়াম) সে মনে করে মাঠে বেড়াইতেছে অথবা অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেছে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্— বিকারে বকে, গালাগালি করে ও হাসিতে থাকে এবং শিশ দেয় ও চীৎকার করে। সর্ব্বদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হস্ত পদ এবং শরীর বিশ্রীভাবে যেন নৃত্য করে। জলাতঙ্ক, জল বা দর্পণাদি কোন উজ্জ্বল পদার্থ দৃষ্টি মাত্র কনভালসন উপস্থিত হয়। চীৎকার করে, কামড়ায়, মুখ শুষ্ক; কণীনিকা প্রসারিত; অচৈতন্যাবস্থা। সমস্ত পদার্থই বক্রভাবাপন্ন দেখে। বিকারে সুদৃশ্য ভাবে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে থাকে। রোগিণী বুঝিতে পারে তাহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়াছে। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়। অতিবেগে নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে থাকে। হস্ত

পদ কম্পন। অচৈতন্য অবস্থা, আক্ষেপ; পরে নাসিকা ডাকিতে থাকে। জ্ঞানশূন্য, নিস্তব্ধী খুঁজিয়া পড়ে। হস্ত পদের আক্ষেপ। চক্ষুদ্বয় কোটরে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। উদ্দেশ্য রহিত হইয়া হস্ত দ্বারা নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি ধরিতে থাকে। জল গলাধঃকরণ করিতে পারে না। নিদ্রা হইতে ভয় পাইয়া জাগরিত হয়, ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে; কাহারেও চিনিতে পারে না, যাহাকে নিকটে পায় তখন তাহাকে জড়িয়া ধরে (শিশু)। ভূতাদি দর্শন নানাপ্রকার বাক্য শ্রবণ, অপরিচিত বিদেশীয় লোক দেখা, অথবা বিভীষিকা দেখিতে পায়, জন্তু সকল যেন ঘরের এ পাশ হইতে ও পাশে লাফাইয়া যাইতেছে কিম্বা তাহার পানে দৌড়াইয়া আসিতেছে। নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাব। আপন শরীর সুদীর্ঘ, দ্বিগুণ দেখে অথবা শরীরের অর্দ্ধেক যেন কাটিয়া ফেলিয়াছে দেখিতে পায়। প্রেত আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় ও স্তব আদি পাঠ করে। ডিলিরিয়ামও তজ্জন্য লুকাইতে চায় অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত কথা বলে। হাস্য করে। নিজের হস্ত দ্বারা মস্তক ধরে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত। রাত্রিতে সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে (টাইফয়েড্ জ্বর) জ্বরের শীতাবস্থায় মুখ হইতে লালা-নিঃস্রবণ। অজ্ঞান অবস্থাও গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। মুখে রক্ত মিশ্রিত ফেণা।

ভিরাট্-এলব্—বিকার। গভীর নিদ্রালুতা। অস্থিরতা ও তৃষ্ণা। পায়ে খিল ধরা। গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম ও চিটমিট করা। নাড়ী অসম। শীঘ্র শীঘ্র বকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত কথাবার্ত্তা। কথনও সত্য বলে না। ডিলিরিয়াম ব্যতীত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। স্বপ্নে জলে ডোবা ও কুকুরে কামড়ান দেখে। পর নিন্দা তৎপর। একাকী থাকিতে ভয়। নিজকে বড় লোক বলিয়া মনে করে। ত্যক্ত করিলে চটে ও গালাগালি দেয়। ভয়; চমকিয়া উঠা; দৌড়িতে চায় ও চীৎকার করে। ব্যাকুলতা, অস্থিরতা; সহজে ভয় প্রাপ্ত, কোঁকান, নীরবে ক্রন্দন, ডিলিরিয়াম (নীরব ও গ্রাহ্য শূন্য) মুখ নীলবর্ণ (টাইফয়েড্ জ্বর) মূর্চ্ছা অসাড়ে মলত্যাগ। গৌরব বা সম্মান নষ্ট হেতু পীড়া।

জিঙ্কাম্ — বিকারে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে। সর্ব্বদা হস্ত কম্পন এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা।

এগারিকাস্ — উপযুক্ত কথা না জোটাইতে পারিয়া ভুল কথা ব্যবহার করে। রাত্রিতে অনিদ্রা। মস্তিষ্কে ভার বোধ যেন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে। প্রফুল্লতা, এবং পদ্য বলিতে থাকে। গান করে। কথা কয়, কিন্তু কথার উত্তর দেয় না। বিকারে নানা প্রকার বল প্রকাশ করিতে থাকে। প্রলাপ এবং বিড় বিড় করিয়া বকা এবং স্কন্ধের উপর মস্তক আনিয়া রাখে। রক্তোচ্ছাস হেতু জ্বরে অজ্ঞান ও অচৈতন্য। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, সাদা ভাগ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস ত্রাস্ত এবং ঘন ঘন, কিন্তু প্রায়ই দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে শাখা সমস্ত মোচড়ান ভাবে কনভালসন বা আক্ষেপ দেখা যায়।

ডিলিরিয়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা } :—

রক্তাধিক্য হেতু ডিলিরিয়াম হইলে অনেকে মস্তকে বরফ, অভাবে শীতল জল প্রয়োগ করেন, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা বা ক্ষীণরক্ত হেতু ডিলিরিয়াম হইলে সেস্থলে জলপটী ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। অনেকে গ্রীবাদেশে 'মাষ্টার্ড প্লাষ্টার' ডিলিরিয়াম ও সংজ্ঞা বিলুপ্ত অবস্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার জনিত চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা ইত্যাদি } :—

ঔষধ বিশেষরূপ নির্ব্বাচিত করিয়া প্রথমে ৩০ শ ডাঃ দিবে। যদি তাহাতে উপকার না প্রাপ্ত হও তবে দুই এক মাত্রা ২০০ ডাঃ দিয়া দেখিবে। তাহাতে উপকার না পাইলে ৩য় ডাঃ কিম্বা ১ ম ডাঃ অথবা মূল আরক (মাদার টিংচার) ব্যবহারে অবশ্য উপকার পাইবে। আমি প্রথমে নিম্ন ডাইলিউসনই ব্যবহার করি। ইহা স্মরণ রাখিবে যদি ঔষধ বিশেষে তাহার প্রতিপোষক ঔষধ প্রয়োজন হয় তবে তাহা ( পূর্ব্বে বা পরে যথা ব্যবস্থা ) প্রয়োগ করিয়া নিবে। শারীরিক বিশেষ কোন ধর্ম্ম হেতু ঔষধের ফল না দেখিলে সালফার, সিনা ইত্যাদি অগ্রে ব্যবহার করিবে। দরকার হইলে মাদার টিংচার এক ফোটা

হইতে তিন চারি ফোটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ৭২ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকে ডিলিরিয়ামে "ঘরকন্না সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা" "কাহাকে চিনিতে না পারা", "জাগ্রত অবস্থায় ডিলিরিযাম" "দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা," এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্টে হাইযসায়েমাসের মাদার টিংচার পাঁচ ফোটা মাত্রায় দুই ডোজ ঔষধ ব্যবহার করিযাই আশ্চয্য ফল পাইয়াছিলাম।

ঘোর সান্নিপাতিক বিকার অবস্থায যদি প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রযোগ করিতে পার তবে দেখিতে পাইবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কি আশ্চয্য ক্ষমতা। আমি এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে ঔষধের ফল স্বচক্ষে অসংখ্য বার প্রত্যক্ষ করিযাছি। এই ঔষধের আশ্চর্য্য ফল এক-বার নিজচক্ষে দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারিবে না।

যিনি স্বচক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া উৎকট ব্যাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি শপথ করিযা এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল এত শীঘ্র দেখা যায় যে অন্য কোন মতের চিকিৎসায় এ প্রকার কেহ কখনও দেখেন নাই। আমার এই কথা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। আমি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণের পূর্ব্বে যখন অন্যান্য হোমিওপ্যাথি মহাশযেরা ইহার ঔষধের ক্রিযা সম্বন্ধে এই প্রকার কথা বলিতেন তখন আমি মনে করিতাম ইহারা গল্প কথা বলিতেছেন, কার্য্যতঃ এতাদৃশ নহে। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতে পাই, তাহাদের কথা নিতান্ত সত্য। এমন অনেক সময হইযাছে যে, ঘোর বিকারাদি সংকট অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ মাত্র যৎসামান্য সময় মধ্যে ঔষধের অদ্ভুত ক্রিযা প্রকাশ হইয়াছে; যাহারা নিকটে ছিলেন তাহারা ভোজের বাজী বা মন্ত্রের মোহিণী শক্তির ন্যায় ইহার ক্ষমতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিযাছেন; তাহাদের নিকট আর কাহার সাধ্য যে হোমিওপ্যাথির নিন্দাবাদ করে,ব্যাধির বেগ যত প্রবল হইবে ঔষধের ক্রিয়া ততই শীঘ্র ফলপ্রদ হয নতুবা ইহার ঔষধত্ব কেহ কখন স্বীকার করিত না কারণ প্রাচীন ব্যাধিতে ইহা নিশ্চয বলা নিতান্ত কঠিন, যে "স্বভাব" আপনি আরোগ্য করিল কিম্বা ঔষধে আরোগ্য করিল। বিকারাদি উৎকট অবস্থায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য ফল দেখিযাই অনেকে ইহার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থলে একটী রোগীর কথা নিম্নে উল্লেখ করিলাম একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন:——

দুর্গাচরণ সাহার স্ত্রী, বয়স ১৮ বৎসর, নিবাস পাবনা। ১৬ দিনের জ্বরের পরে বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা জাগ্রত ও জ্ঞানহারা, নিদ্রা মাত্র নাই। ডিলিরিয়ামে অস্থির। পাবনার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের নেটিভ ডাক্তার মহাশয়ের চিকিৎসাধীন ছিল, তিনি ইহার নিদ্রা জন্য কত যে হাইড্রেট-অব ক্লোরাল এবং ব্রোমাইড্ অব পটাশ দিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগিণীর নিদ্রা আসিল না। বরং অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে চলিল। রোগিণীর নিকটে কাহারও উপবেশন দায় হইয়া উঠিল, কারণ সে যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইযা ধরে। কুসংস্কার যুক্ত লোকেরা মনে করিল সে ভূতগ্রস্তা হইয়াছে। জ্বরের ১৭ দিনের দিন এই রোগী আমার চিকিৎসাধীন হইল। দেখিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তা, নিদ্রা নাই, আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারে না, যাহাকে নিকটে দেখে তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা পায়। এই কামড়ান লক্ষণ দৃষ্টে আমি তাহাকে বেল ৩য় ডাঃ দিলাম। ইহার এক মাত্রা সেবনের পরই রোগিণী নিতান্ত সুস্থির হইয়া পড়িল ও নিদ্রা আসিল; প্রায় আট ঘণ্টা নিদ্রার পর রোগিণী চৈতন্য লাভ করিল; আর সে প্রকার বিকারভাব নাই, অনেক সুস্থতা লাভ করিযাছে। পুনরায় আর এক মাত্রা "বেল" দেওযাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল; আমাকে দেখিয়া রোগিণী মাথায় ঘোমটা দিল। এই সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর জ্বরও ত্যাগ পাইল। পর দিন হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু তাহাকে দেখিতে আসিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং আমাকে নিতান্ত সমুৎসক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনি কোন ঔষধ দ্বারা এত ফল দর্শাইলেন? আমি তাঁহাকে ঔষধের নাম বলিলাম। তিনি মুক্তকণ্ঠে এমন স্থলে হোমিও-প্যাথিক ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ গুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

# মানসিক অস্থিরতা।

১। মানসিক অস্থিরতা— সময় সময় এই লক্ষণ এত প্রবল হয় যে, ইহার বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া উঠেঃ—(১) একোন্, আর্স, অরা, বেল্, ক্যাম্মো, ডিজি, মার্ক, নক্স-ভ, পালস, ভিরাট্; (২) এলাম, এনাকা, ব্যারাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ককিউ, কুপ্রা গ্র্যাফা, হাইযস, ইগ্নে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, হ্যাস, সিপি স্পাইজি স্পঞ্জি, সালফা এই রোগের প্রধান ঔষধ।

২। বুকের ভিতর অস্থির ভাব হইয়া মানসিক অস্থিরতা হইলে—(১) একোন, আর্স, অরা, ইপিকা, পালস, ভিরাট; (২ ক্যাকটা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ডিজি, স্পাইজি।

৩। পাকস্থলী অথবা উদরের কোন প্রকার অসুখ হেতু হইলে—(১) আর্স, ক্যাল্ক, কুপ্রা, ন্যাট্র, * নক্স-ভ, পাল্স, ভিরাট; (২) বেল্, ক্যাম্মো, কার্ব-ভ, ককিউ, লরোসি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ষ্ট্যান্না, থুজা।

৪। হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখ হেতু হইলে—(১) * একোন্, * আর্স, অরা, * ক্যাক্টা, ডিজি, পালস, * স্পাইজি, (২) স্পঞ্জি, ক্যাম্মো, সিলিনি, জেল্স, লাইকোপো, নাইট্রি-এসি, ফস্, ভিরাট-ভি।

৫। হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ অর্থাৎ রোগোন্মত্ততাহেতু হইলে—(১) একোন, আর্স, ক্যালক, ডিজি, * ল্যাকে, ন্যাটা, * নক্স-ভ; (২) ইস্কিউ, এলাম্, এনাকা বেল্, কষ্টি, ক্যাম্মো, কোনা, সাইগ্রি, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, ইগ্নে, আইরিস, ল্যাকে, লেপ্টা, লাইকো, মার্ক, মস্কাস, নাইট্রি-এসি, পডো, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাম্মো।

৬। হিষ্টিরিয়া হেতু হইলে—(১) একোন, সিকিউ, ককিউ কোনা, ক্রোকা, সাইগ্রি, হাইযস্, ইগ্নে, মস্কাস, * নক্স-ভ; (২) এলিট্রা, বেল্, ক্যাল্ক, কষ্টি, কলোসি *জেলস, হাইযস্, ম্যাগ্নে-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস, সাইলি, ভিরাট্।

৭। মস্তিষ্কে বোধ শক্তির অত্যন্ত আধিক্য হেতু হইলে— * একোন্, * বেল, * হাইযস্, * ল্যাক্নান, মার্ক, নক্স-ভ, ভিরাট্।

# নানাবিধ স্বভাব ও বিকৃত মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

১। এই অধিকারে— অরা, বেল্, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা, একোন্, এনাকা, আর্স, ক্যাল্কা, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা; (৩) এণ্টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যানা, ক্যান্থা, চায়না, সিনা, কফি, কুপ্রা, হিপা, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, প্রধান ঔষধ।

২। ব্যাকুলতা এবং মানসিক অস্থিরতা—(১) আর্স, পাল্স, ভিরেট্রা; (২) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস, সেম্বু, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৩। ভয় এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা— একোন্, এনাকা, আর্স, ব্যাবাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, সিকুটা, ককিউ, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, সাল্ফ-এসি, ভিরেট্রা।

৪। হিতাহিত ও সদসৎ জ্ঞানের মন্দ অবস্থা জন্য মানসিক অস্থিরতা— এলাম্, এমোনি, আর্স, অরা, কার্ব-ভ, সিনা, ককিউ, কোনা, সাইক্লে, ডিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৫। মানসিক ব্যাকুলতা হেতু স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়— একোন্, আর্স, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যান্থা, কার্ব-ভ কলোসি, কুপ্রা, ড্রসি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটি পাল্স, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা।

৬। উত্ত্যক্ত স্বভাব বিশিষ্ট— আর্স, ক্যাল্কা, কষ্টি, ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি

সালফা; (২) একোন, এলাম্, অরা, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা গ্রাফা, হিপা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্-এসি, প্লাটী, ষ্ট্যাফি ভিক্স, সিপি, স্পাইজি।

৭। খিটখিটে স্বভাব—(১) আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্ট, কোনা, ন্যাট্রা মি, নাইট্রি-এসি, ফস, পালস, ষ্ট্যাফি, সালফা; (২) আর্জি, অরা, বেল, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হিপা, ইগে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস-এসি, প্লাটী, সিপি, স্পাইজি।

৮। ক্রোধশীল স্বভাব—(১) অরা, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যামো, কষ্ট, হিপা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, সালফা, (২) আর্জি, আর্স, ক্যাপসি, চায়না, ক্রোকা, গ্রাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, সিপি, সাইলি।

৯। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস—(১) ব্যারাই, কষ্ট, সিকিউ, হাইয়স, লাইকো, পালস, (২) এনাকা, এন্টি, অরা, বেল, ক্যামো, ড্রসি, হেলে, ল্যাকে, মার্ক, ওপি, রুটা, সালফ-এসি।

১০। মনুষ্যভীতি দ্বেষ—(১) এস্ট্র, ব্যারাই, হাইয়স, ন্যাট্রা পালস, রুস, (২) বেল, সিকিউ, কোনা, কুপ্রা, লাইকো, সিলিসি।

১১। স্নায়বীয় উত্তেজনা—(১) একোন, আর্জি, অরা, বেল্, ক্যালকে, ক্যামো, কফি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ফস, ভ্যালিরি; (২) এলাম, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, কেলা, হিপা, হাইয়স্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, সিপি, সালফা, টিউক্রি, ভিরেট্রা।

১২। অত্যন্ত চমকিয়া উঠা স্বভাব—একোন, বেল্, বোরাক্স; ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্ট, ক্যামো, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, সাইলি; সালফা।

১৩। হিংসাযুক্ত স্বভাব -(১) এনাকা, বেল, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা, (২) আর্স, ক্যাপসি, কুপ্রা ন্যাট্রা-মি; পিট্রো, ফস্, প্লাটী, সিকেলী।

১৪। শপথ করা স্বভাব—এনাকা, ভিরেট্রা।

১৫। অপরকে বধ করিবার ইচ্ছা — আর্স, চায়না, হিপা, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

১৬। অত্যাচার এবং প্রহার করা স্বভাব — (১) বেল, হাইয়স, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এনাকা, আর্স, ব্যাবাই, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, মস্কাস, ষ্ট্যাফি, নক্স-ভ, প্লাটী।

১৭। প্রতিহিংসা লওয়া স্বভাব — এগার, এনাকা, অরা, ল্যাকে।

১৮। চতুর স্বভাব — কুপ্রা, ল্যাকে, নক্স-ভ।

১৯। সাহসিক ও নির্ভয় স্বভাব — (১) ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ওপি; (২) একোন, এগার্, মার্ক, সাল্ফা।

২০। অবাধ্য এবং এক গুঁয়ে — বেল, ক্যাল্ক, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, সালফা,

২১। ঝগড়াটে স্বভাব — (১) আর্স, ক্যাপসি, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা, (২) আর্নি, অরা, বেল, কষ্টি, ক্যামো, হাইয়স্, লাইকো, ল্যাকে, মস্কাস, নক্স-ভ, পিট্রো, সিপি, ষ্ট্যাফি।

২২। কল্পনা এবং নির্দিষ্ট মানসিক ভাব সকল পরিত্যাগ — (১) বেল্, ককিউ, ইগ্নে, ফস-এসি, স্যাবাডি, ষ্ট্র্যামো, সালফা; (২) একোন্, এম্বা, সিকিউ, হেলে, হাইয়স, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, রাস্, সিকেলী, সাইলি, ভ্যালিরি, ভিরেট্রা।

২৩। হাইপোকণ্ড্রিয়া ভাবযুক্ত ও ভাবী বিপদে ভয়াতুরতা — (১) ক্যালকে, চায়না, ষ্ট্যাফী, নক্স-ভ, সালফা; (২) এনাকা অরা, কোনা, গ্র্যাফি, ল্যাকে, মস্কাস, ষ্ট্যাফি, ফস্ ফস-এসি, সিপি, ষ্ট্যানি; (৩) আর্স, কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লাইকো, নাইট্রি এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, রাস, ভ্যালিরি।

২৪। গম্ভীর স্বভাব — এলম্, অরা, বেল্, কষ্টি, ক্যামো, ইউফ্রবি, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, লিডা, মার্ক, নক্স-ভ, নক্স-ম, ফস-এসি, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

২৫। নিস্তব্ধ ও চুপ করিয়া থাকা স্বভাব—অরা, বেল্, ক্যাল্সি, কষ্টি, ক্যামো, ইউফ্রাব, হেলে, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, নক্স-ভ, ফস-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্র্যামো।

২৬। গ্রাহ্য শূন্যতা—(১) আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি; (২) আর্ণি, ক্যামো, চায়না, কাকউ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটী।

২৭। খামখেয়ালী এবং ক্রুদ্ধ স্বভাব—(১) ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, হিপা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সিপি; (২) এনাকা, অরা, ড্রাস, কোণ, ল্যাকে, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পেট্রো, ফস্, সাইলি, সাল্ফা।

২৮। কোন একটী বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত লোভ—আর্স, ব্রাই, পাল্স, ক্যাল্কে, লাইকো, সিপি।

২৯। কোঁকান, বিলাপ করা এবং নীরবে ক্রন্দন—একোন্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, সিনা, কফি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৩০। আনন্দময় স্বভাব, গান করা, শিশ দেওয়া, নৃত্য করা ইত্যাদি—(১) বেল্, কফি, ক্রোকা, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ওপি, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) অরা, ক্যানা, কার্ব-এনি, সিকিউ, হাইয়স্, ন্যাট্রা, স্পঞ্জ, জিঙ্ক্।

৩১। আশাশূন্য ও নিরাশাপূর্ণ—একোন্, অরা, ক্যাল্কে, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৩২। জীবনে ক্লান্তি বোধ—এম্ব্রা, এমোনি, আর্স, অরা, বেল্, চায়না, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, থুজা।

৩৩। আত্ম-হত্যার ইচ্ছা—(১) আর্স, অরা, নক্স-ভ, পাল্স; (২) এলাম্, এন্টি, বেল্, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, হিপা, হাইয়স্, মেজি, রাস্, সিকেলী, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা-এ।

৩৪। কল্পনা পূর্ণ মন— (১) বেল্, ষ্ট্র্যামো; (২) এনাকা, ল্যাকে, ফ্লাট্ৰা-মি, ওপি, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা; (৩) একোন্, আস, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডাল্কা, হেলে, হিপা, কোনি, ম্যাগ্নে-মে, মার্ক, ফ্লাট্রা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী।

৩৫। ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ততা— (১) বেল্, হাইয়স্, ল্যাকে, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা; (২) আস, অরা, ক্রোকা, লাইকো, প্ল্যাটী, সিলিসি।

৩৬। কোমল প্রকৃতি— কাকড, ক্রোকা, হেপে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্স, সাইলি।

৩৭। অহঙ্কার, গর্ব্ব ইত্যাদিযুক্ত স্বভাব—(১) লাইকো, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এলাম্, আর্ণি, বষ্টি, চায়না, কুপ্রা, হাইয়স্, ল্যাকে, ফস্।

৩৮। দুঃখ এবং মানসিক বিষণ্ণতা— (১) আস, অরা, বেল্, ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্স, সাল্ফা, (২) একোন, ব্রাই, কার্ব, ক্যামো, কাকড, কোনা, গ্র্যাফা, হেলে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, ফ্লাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, প্ল্যাটী, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফ, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা।

৩৯। প্রণয় সহ শৃঙ্গার রসাত্মক স্বভাব— (১) এন্ট, হাইয়স্, ভিরেট্রা; (২) গ্র্যাফা, হেপ, লাইকো, ল্যাকে, মার্ক, ফ্লাট্রা-মি, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

৪০। অত্যন্ত কুৎসিত কামভাবাপন্ন স্বভাব— (১) ক্যান্থা, হাইয়স্, ফস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ফ্লাট্রা-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স।

৪১। উন্মাদ এবং পাগলা ছিট বিশিষ্ট স্বভাব— (১) একোন্, বেল্, ক্যাল্কে, হাইয়স্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) এগার, এনাকা, এণ্ট, আর্ণি, আস, ক্যানা, ক্যান্থা, বষ্টি, কাকড, কাকউ, কলোসি, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, ডিজি, ডাল্কা, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ফ্লাট্রা, নক্স ম, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, প্লাম্বা, রাস্, পাল্স, সিকেলী, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক।

৪২। ক্রোধ— (১) বেল, ক্যান্থা, হাইয়স্, লাইকো, ষ্ট্র্যামো

ভিরেট্রা; (২) এগার, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যানা, ককিউ, ক্রোকা, কুপ্রা, ল্যাকে, মার্ক, প্লাম্বা, সিকেলী।

৪৩। ফিট্ † হওয়া স্বভাব— (১) একোন্, এলাম্, বেল্, ক্রোকা, ফেরা, ইগ্নে, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ-এসি; (২) অরা, ক্যানা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এান, কষ্টি, চায়না, ককিউ, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স, কোল, লাইকো, স্ট্র্যা-মি, সাপ, ভ্যালিরি, জিঙ্ক্।

† ( কোন পীড়া বিশেষ লক্ষণের হঠাৎ গুরুতররূপে আক্রমণকে সেই পীড়ার ফিট বলে, ফিট শব্দে যে কেবল মূর্চ্ছাই বুঝাইবে তাহা নহে )

[ দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি, মানসিক বিকৃতি, হাইপোকণ্ড্রিয়া, মেলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি দেখ]

৪৪। ব্যাকুলতা, আশঙ্কা ও ভয়ঃ——

ওপিয়াম্— ভয় এবং আশঙ্কা হেতু অসুখ।

একোনাইট— কিছু সময় পূর্ব্বে মনে আঘাত লাগা। লোক সমাকীর্ণ অথবা কোন গোলযোগ পূর্ণ স্থানে যাইতে ভয়। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। মৃত্যু ভয়।

আর্স— আপনাকে আপনি ভয় করে। মৃত্যু ভয়। মৃত আত্মার ভয়।

ক্যান্থারিস্— কাল্পনিক অনিষ্টের ভয়।

কার্ডুয়াস্-বেনিডিক্টাস্— ভীত এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক গোলযোগেই চম্কিয়ে উঠা। শীতল ঘর্ম্ম।

ক্যাল্-কার্ব— যক্ষ্মা রোগের, দারিদ্রতার, মানসিক বিকৃত অবস্থার এবং পড়িয়া যাইবার ভয়। ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্য ভয়।

কার্ব-ভেজি— কোন বিষয় ভাল করিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া ভয়। ভূতের ভয় ( বিশেষ রাত্রে )।

ক্লোরিণ— উন্মাদ হওয়ার ভয়। কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বলিয়া ভয়। হঠাৎ চম্‌কিয়ে উঠিবে বলিয়া ভয়।

কল্‌চিকাম্— কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইবে বলিয়া ভয়।

কুপ্রাম— দ্রুতবেগে চলিয়া যাইবার ভয়।

ডালকামেরা— ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়।

ডিজিটেলিস্— মৃত্যু বিষয়ে ভয়।

ভুসিয়া— বিষ খাইয়া প্রাণ যাইবে বলিয়া ভয়।

হ্যাইয়সায়েমাস্— কোন জন্তু দংশন করিবে অথবা বিষ দ্বারা প্রাণ হারাইবে বলিয়া ভয়।

ইগ্নেসিয়া— চোরের ও সামান্য তুচ্ছ বিষয় আগত প্রায় বিশেষতঃ বিষয়ের জন্য ভয়।

লিলিয়াম— দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় আক্রান্ত হইবে বলিয়া ভয়।

লাইকোপোডিয়াম্— কাল্পনিক বিভীষিকা এবং মূর্ত্তি সমস্ত দেখার ভয়।

মার্ক— বুদ্ধিহারা হইবে এবং পাড়য়া যাইবে বলিয়া ভয়।

মরাফস— বজ্রপাত ও মেঘ গর্জ্জনের সময় এবং তাহার পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিয়া অস্থির হয়।

ফসফরাস্— ভয়োৎপাদক প্রতিমূর্ত্তি সকলের আশঙ্কা।

পালস্‌সাটিলা— সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

র‍্যানানকুলাস্— বিদ্যুতের ভয়। একাকী থাকিতে এবং সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয়।

রুটা— ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং জেলে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিবে বলিয়া ভয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া— যখন দ্রুতবেগে চলিয়া বেড়ায় তখন ভাবযাৎ ভয় হইতে থাকে।

ষ্ট্র্যামো— উন্মাদ হওয়ার, কোন জন্তু কর্তৃক দংশিত হওয়ার, এবং ভয়াবহ প্রাণঘাতের ভয়।

ট্যারেন্টুলা— মানসিক গোলযোগ হওয়ার ভয়।

জিঙ্কাম্— চোরের ভয়। ভয়াবহ কাল্পনিক দর্শনের ভয়।

৪৫। অন্ধকারের মধ্যে থাকিতে ভয়—ক্যাল্‌কার্ব, কষ্টি, লাইকো, পালস, ষ্ট্রাম্, ভ্যালার।

৪৬। মৃত্যু ভয়— একোন্, আর্স, বেল্, ক্যাক্‌টে, ডিজি, ক্যাম্ফ, ক্রোটা-হি, নাইট্রি-এসি, র‍্যাফেনাস্, সিনা, জিঙ্ক্।

৪৭। জ্বরের উত্তাপাবস্থার সময় মৃত্যু ভয়— একোন্, ক্যাল্‌কে, [illegible] ইপিকা, [illegible], নাইট্রি-এসি, রুটা।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ভবিষ্যৎ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অনুভব হইতে থাকে। হাইপোকণ্ড্রিয়া। গ্রাহ্য লজ্জা। সর্ব্বদা লজ্জার বিষয়ক আলোচনা হেতু দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। নিজকার্য্য করিতে নিজেই ক্রোধে অস্থির হয়। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। কনভলশান ও তৎসঙ্গে বিলাপ সাত্ত্বনা। নিদ্রা নিদ্রা।

আর্সেনিক—মানসিক বিকৃতি পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছা; মনে করে যে কখনও তাহাদিগকে ক্ষোভ ও অপমানিত করিয়াছে কিন্তু কখন যে কি প্রকারে এ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা সে জানে না। দুঃখিত। ক্রন্দনশীল ও ব্যাকুল স্বভাব। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কষ্টিকাম্—চুপ করিয়া থাকে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে চায় না। নৈরাশ্য পূর্ণ। বন্ধুদিগের শোক কিম্বা দুঃখের পর শারীরিক পীড়া এবং এই সঙ্গে অর্শ রোগের বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস—অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যাকুল স্বভাব। অনেকদিনের শোক এবং দুঃখের পর পুরাতন পীড়ার উৎপত্তি। মাথায় দপদপানি বেদনা বোধ।

মার্কিউরিয়াস—শোক ও তৎসঙ্গে বক্তৃতাতে ভয়। ঝগড়াটে স্বভাব। তাহার বন্ধু বান্ধবদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। নাসিকা হইতে এক প্রকার শ্লেষ্মা গড়িয়া পড়ে তৎক্ষণ নাসিকার নিম্ন শোনছা উঠিয়া যায়। উদরাময়, এবং পেটে বেদনা। ভয়জনক মর্ম্মী দর্শনে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়।

নক্স মস্কেটা—দুঃখ। রোগের সহিত সংকম্পন, নীরবে ক্রন্দন স্বভাব; স্ফুর্ত্তি রহিত। শয়ন করিতে যাইতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ নিদ্রাশূন্যতা। পাকস্থলীর পীড়া। হিষ্টিরিয়া। হাঁটিতে হাঁটিতে যেন ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, কখনও কখনও পড়িয়াও যায়।

৫১। বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত ও তাহাতে যেন পীড়িত :—অরা, বেল, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব এনি, কষ্টি, ফেরা, ইউপেটো-পারপিউ, হেলে, হাইয়স, ইগ্নে, ম্যাগে-মি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্-এসি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

ক্যাপ্‌সিকাম্‌—অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বেড়াইলে এপ্রকার মাথা ধরা যেন কাটিয়া গেল। কপোল রক্তবর্ণ। মুখের অভ্যন্তর গরম। শীত এবং উষ্ণ। আহারের পর পেটের ভিতর জ্বালা। উদরাময় ও তৎসঙ্গে পেটে বেদনা। নিশ্বাস অত্যন্ত টানিয়া গ্রহণ করে। সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কাশি। নড়া চড়া করিতে অনিচ্ছা। হেক্‌টীক জ্বর। কফোন ধাতু বিশিষ্ট। বাড়ীর জন্য কষ্ট প্রকাশ এবং চিন্তা।

কার্ব এনি—কেহ যেন একাকী ফেলিয়া গিয়াছে এই বলিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত। কোন প্রকারে সান্ত্বনা করা যায় না।

ইউপেটোরিয়াম্‌ পার্পিউ—পরিবার সহ বাটীতে থাকিয়াও বাড়ীর জন্য যন্ত্রণা অনুভব করে (হোমসিকনেস)। দীর্ঘ নিশ্বাস, মাথা ব্যথা। গলদেশে নিশ্বাস বন্ধকারক ভাব। সর্ব্বদা ঢোকগেলা। উদরাময়। অস্থির চিত্ত এবং কোঁকান। দুর্ব্বল, ক্লান্ত এবং মূর্চ্ছা ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের উদ্বেগ।

ম্যাগ্নেসিয়া-মি—বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদে। দুঃখ। নীরবে ক্রন্দন। বিপদ অনুভব। পুনঃ পুনঃ নীরবে ক্রন্দন সহ বোধ করে যেন সে একাকী রহিয়াছে। হিষ্টিরিয়া এবং আক্ষেপ যুক্ত পীড়া। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মার্ক-সল—পালাইয়া বিদেশে যাইতে চায়। কিছুতেই তাহার ভাল লাগে না। ব্যাকুলতা। ক্ষুধা এবং মন্দাগ্নি। উদরাময় এবং পেটে বেদনা; রাত্রিতে হাত পায়ের বেদনা। সামান্য পরিশ্রমের পর হস্ত পদ কম্পন। রাত্রিতে ভয়। নিশাঘর্ম্ম।

ফস-এসি—বাড়ীর জন্য মন পোড়া ও তৎসঙ্গে নীরবে ক্রন্দন; এবং রাত্রির শেষভাগে ঘর্ম্ম। নিদ্রালুতা। ক্ষীন শরীর। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য পীড়া। অল্প বয়সেই পক্ক কেশ, কথা কহিতে অক্ষম উদরাময়। সর্ব্বদাই নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা।

৫২। অতৃপ্ত প্রণয় জনিত অসুখ—অরা, কষ্টি, কফি, বেল, হাইয়স্‌, ইগ্নে, নক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি।

অরাম—অসুখকর প্রণয়। নীরবে ক্রন্দনেচ্ছা। তাহার (পুরুষের) প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা। নৈরাশ্য। হঠাৎ ক্রোধ। মিলাঙ্কোলিয়া। ঝগড়াটে স্বভাব। মৃত্যু ইচ্ছা। কখনও বা আনন্দ কখনও বা দুঃখে পূর্ণ হয়। রাত্রিতে

রক্তাধিক্য। চক্ষের নিকটে যেন জোনাকী পোকা জ্বলে। কর্ণে ভোঁভোঁ শব্দ। মুখে দুর্গন্ধ। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও ভয়সহ ব্যাকুলতা।

হাইয়সায়েমাস্—অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক প্রণয়। ক্রোধ এবং অসম্বদ্ধ কথাবার্ত্তা বলা। উন্মত্ততার সহিত শৃঙ্গারভাব। গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দেয় বিশেষতঃ উলঙ্গ হইয়া পড়ে। প্রণয় বিষয়ক সঙ্গীত গান করে। খামখেয়ালী এবং ঈর্ষাপূর্ণ। হেকৃটীক জ্বর। গোলমাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলে।

ল্যাকেসিস্—অসুখকর প্রণয় এবং সর্ব্বদা সন্দেহজনক চিত্ত। জীবনে ক্লান্ত। হৃৎপিণ্ডে বেদনা। মূর্চ্ছা ও মৃতপ্রায় অবস্থা। অবিশ্বাস। সন্দেহ। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যাহাতে মানসিক কষ্ট হইবার কারণ নাই এমন বিষয়ে ক্রোধ। নিজের নিকট হইতে জিনিস পত্র ঢালিয়া ফেলে।

৫৩। মর্ম্মান্তিক মানসিক কষ্ট ও অপমান হেতু নানা প্রকার পীড়ায়—অরা, বেল্, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পেলাডি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, সেনিগা, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

অরাম্—অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই এবং মনে করে অন্যেও তাহার প্রতি সেই প্রকার ভাবে। অত্যন্ত শিরঃপীড়া বাতাসে বেড়াইলে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ নিতান্ত উত্তেজিত। অত্যন্ত ক্ষুধা। কাফি সুরা এবং দুগ্ধ খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা। মাংসে অরুচি। হৃৎকম্পন।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত সরমে মরিয়া যাওয়া। অসহিষ্ণুতা। কিঞ্চিৎ জ্বর। অন্যের বিরুদ্ধেচ্ছাপন্নতা। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা। মুখতিক্ত। গরম পিত্ত পূর্ণ উদরাময়, তাহাতে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ।

কলোসিন্থ—নীরবে এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা। প্রতি হিংসা সহ অত্যন্ত ক্রোধ ও খিট্ খিটে। পেটে অত্যন্ত বেদনা। প্রত্যেকবার আহারের পর বমন এবং উদরাময়। জঙ্ঘা ও উরু প্রদেশে বেদনা। এই

বেদনা কিড্‌নী হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পায়ের ডিমে আক্ষেপ। অনিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া—ভয়াতুর। কথা বলিতে অনিচ্ছা। একাকী থাকিতে চায়। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথা ভার। নীরবে বসিয়া থাকা। উদ্দেশ্য রহিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকাইয়া থাকে। শ্রবণশক্তি স্থূল। মুখ ছবি বিশ্রী ফেকাশে এবং বসিয়া যাওয়া। কিছু খাইতে বা পান করিতে ইচ্ছা নাই। বামহাইপো-কণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনা বৃদ্ধি। মূত্র ও মলের পরিমাণ অধিক। স্বর কম্পিত। চলিবার সময় যেন পা বাঁকিয়া পড়িতে থাকে। গৌণে নিদ্রা এবং অস্থিরতা। পদদ্বয় শীতল বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়।

লাইকোপোডিয়াম্— মস্তিষ্ক মানসিক পীড়ার পর যকৃতের পীড়া। মনুষ্য দেখিতে ভয় করে। একাকী থাকিতে ইচ্ছা, কিন্তু একাকী থাকিলে অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং মিলাঙ্কোলিয়া যুক্ত হইয়া উঠে। খামখেয়ালী। ক্রুদ্ধ এবং অবাধ্য। স্পর্শাদিজ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা

ন্যাট্রা-মি— দুঃখ। নীরবে কান্না। সান্ত্বনা করিতে গেলে পীড়ার বৃদ্ধি। হৃৎকম্পন। নাড়ী পর্য্যায়যুক্ত। সামান্য বিষয়ে ক্রুদ্ধ। ঘৃণাশীল এবং প্রতিহিংসা পূর্ণ স্বভাব। মস্তিষ্ক ক্লান্ত। পেট ভারী এবং প্রসারিত ও বেদনাযুক্ত।

নক্স-ভমিকা— বাহ্যিক কিম্বা কোন মানসিক চাঞ্চল্যে অত্যন্ত চঞ্চল সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া কালযাপন করা স্বভাব। হাইপোকণ্ড্রিয়া যুক্ত এবং বৃথা সময় নষ্টকারী এবং গৌণে নিদ্রাকারী ব্যক্তিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরের গোলযোগ থাকিলে সহজেই উন্মত্ত হইয়া যায়। যাহা সে করিতে ইচ্ছা করে তাহাই বিপথগামী হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

পাল্‌সেটিলা— মানসিক দুঃখ এবং কাঁদিয়া ফেলা। ব্যাকুলতা। জীবনে ক্লান্ত। ডুবিয়া মরিতে আনন্দ বোধ করে। কিছুতেই সন্তুষ্ট নাই। সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তপাত। চক্ষুর চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখ মেটে রং বিশিষ্ট। মুখ বিস্বাদ। বমনেচ্ছা। তিক্ত পিত্তজলের ন্যায় বমন। কঠিন ও অল্প মল। নিশ্বাস কষ্ট। পা ভারী। চিন্তাকুল স্বপ্ন।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ক্রোধ। তুচ্ছতা অথবা অন্তর্নিবদ্ধ অসন্তুষ্টি হইতে পীড়া। চিড়চিড়ে স্বভাব। ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভয়। দিবসে নিদ্রা এবং রাত্রিতে নিদ্রা শূন্য। দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ স্বর। মাথার চুল উঠিয়া যায়।

৫৪। লজ্জা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ইগ্নে, ওপি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৫৫। ভর্ৎসনা হেতু মানসিক চাঞ্চল্য—কলোসি, ক্রোকা, ইগ্নে, ওপি, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি।

৫৬। অত্যন্ত ক্রোধ হেতু পীড়া—একোন, ব্রাই, ক্যামো, নক্স-ভ, (ক) অত্যন্ত ক্রুদ্ধশীল—ব্রাই, নস্, জিঙ্ক্। (খ) ক্রোধ হেতু অধিক কাল স্থায়ী পীড়া—এগার, জিঙ্ক্ (গ) ক্রোধ হইতে মর্ম্মান্তিক পীড়া—ষ্ট্যাফি। (ঘ) ক্রোধ ও তৎসহ ত্যক্ততা—ক্যামো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি। (ঙ) ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা—একোন, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যামো, ইগ্নে লাইকো, নক্স-ভ, ভিরেট্রা।

৫৭। ত্যক্ততা জনিত পীড়া—আর্স, বেল্, কষ্টি, সিষ্টাস্, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, নস্, সিপি, সাল্ফা। (ক) ত্যক্ততার পর অনেক কাল স্থায়ী পীড়া—এলাম্, ক্যামো, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, পাল্স, সিপি। (খ) ত্যক্ততা তৎসঙ্গে ক্রোধ ও ঘৃণা—কলোসি, ইপিকা, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

৫৮। অহঙ্কার জনিত পীড়া—ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি, ভিরাট্। (ক) আত্মম্ভরিত্ব হইতে পীড়া—ক্যাল্-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, স্যাইলি, সাল্ফা।

৫৯। হিংসা-জনিত পীড়া—আর্স, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, ষ্ট্যাফি।

প্রতিহিংসাশীল স্বভাব—এমোনি-কার্ব্ব, ক্যাল্-কার্ব্ব, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি। উপরোক্ত মানসিক অবস্থা সমূহজনিত নিম্নলিখিত পীড়া সমূহে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধীয় ঔষধ সকল প্রশস্ত জানিবে।

---

# মানসিক উদ্বেগাদি জনিত অবস্থা ও পীড়া-নিচয়।

[ স্থানান্তরে পীড়ানিচয়ের কারণ দেখ। ]

---

১। কামল— ক্যামো, মার্ক, চায়না।

২। কন্‌ভালশন্— বেল্, ক্যামো, ইগ্নে, হাইয়স্, ওপি, সেম্বু।

৩। ধনুষ্টংকারের ন্যায় আক্ষেপ— বেল্, ওপি, ইগ্নে।

৪। অপস্মার-বায়ু-যুক্ত— ইগ্নে, ওপি, বেল্, ল্যাকে, কষ্টি।

৫। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও তৎসঙ্গে কম্পন— মার্ক, ওপি, ফস্-এসি, ভিরাট্।

৬। মূর্চ্ছাজনক ফিট্— কফি, ওপি, ভিরাট্।

৭। আক্ষেপ-যুক্ত বেদনা— কলোসি।

৮। স্নায়ুবায়ু উত্তেজনা— একোন, ম্যাগ্নে, কফি, মার্ক, নক্স-ভ।

৯। উত্তেজিত রক্ত— একোন, কফি, মার্ক।

১০। জ্বর— একোন, ব্রাই, ক্যামো, নক্স ভ।

১১। শীত এবং কম্পন— ব্রাই, মার্ক, পাল্স।

১২। শরীর শীতল— ওপি, পাল্স, সেম্বু, ভিরেট্‌।

১৩। শরীর গরম এবং গাল রক্তবর্ণ— ক্যাপ্‌সি, ইগ্নে, একোন্।

১৪। নিশা ঘর্ম্ম— মার্ক, ফস্-এসি।

১৫। হেক্‌টিক্ জ্বর— ইগ্নে, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি।

১৬। অনিদ্রা— একোন, কফি, মার্ক, ক্যাপ্-সি, কলোসি, ষ্ট্যাফি।

১৭। অজ্ঞানতাযুক্ত নিদ্রা— ওপি, ফস্-এসি, সেম্বু।

১৮। মিলাঙ্কোলিয়া এবং দুঃখিতাবস্থা— অরা, ইগ্নে, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

১৯। সর্ব্বদা নীরবে ক্রন্দন ও বিলাপ— বেল্, হিপা।

২০। সর্ব্বদা ক্রন্দন— বেল্, ওপি।

২১। সর্ব্বদা ভয় এবং অস্থিরতা— একোন্, বেল্, ক্যামো, মার্ক, প্ল্যাটী, ষ্ট্যাফি।

২২। গ্রাহ্য শূন্যতা— হেলে, হাইয়স্, ফস্-এসি।

২৩। চৈতন্য শূন্য এবং বিলুপ্ত সংজ্ঞা— বেল্, হাইয়স্, নক্স-ভ, ওপি।

২৪। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং মাথা ধরা— একোন্, বেল্, কফি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি।

২৫। মাথার চুল পড়িয়া অথবা উঠিয়া যাওয়া—ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি

২৬। ক্ষুধা-শূন্যতা তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন— ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স।

২৭। পৈত্তিকের গোলযোগ— একোন, ব্রাই, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, নক্স-ভ।

২৮। পাকস্থলীতে বেদনা— ক্যামো, নক্স-ভ, পালস্।

২৯। উদরাময় ও পেটে বেদনা— ক্যামো, পাল্স, ভিরেট্র।

৩০। অসাড়ে মলত্যাগ— ওপি, ভিরেট্র।

৩১। বক্ষঃস্থলে বেদনা হাঁপানি ইত্যাদি— অরা, বেল্, ক্যামো, নক্স-ভ, ওপি, সেম্বু।

৩২। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত কম্পন— একোন, ক্যামো, হিপা, ওপি, প্লাটি।

[ মানসিক গোলযোগ মিলাঙ্কোলিয়া ইত্যাদি পীড়া দেখ। ]

# ব্যাধিগ্রস্ত, নিদ্রা, তন্দ্রা এবং আলস্য।

১। এই অধিকারে—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যালক্, ক্যামো, চায়না, কফি, হিপা, কেলি, মার্ক, ফস্, পালস্, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা, (২) একোন, বেল, বোরাক্স, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, থুজা, (৩) এম্ব্রা, এমোনি-মি, অরা, ব্যারাইটা, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব-এ, ককিউ, ডাল্‌কা, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস-এ, প্ল্যাটী, হ্রডো, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সারসা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ-এ, ভিরাট্ প্রধান ঔষধ।

২। নিদ্রাবস্থায় মানসিক ব্যাকুলতা—(১) ককিউ, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস, স্পঞ্জি, ভিরাট্, (২) একোন, আর্স, বেল, ফেরা, হিপা, কেলি, পিট্রো, হ্রাস্।

৩। মোহ-অবস্থাপন্ন—বেল, ব্রাই, ক্যামো, ক্যাম্ফ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, নক্স-ম, ওপি, ফস্, পাল্‌স্, সিকেলী, ক্যাল্‌ক, কার্ব-ভ, সিকিউ, হাইয়স্, ইগ্নে ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সাল্‌ফা, টার্টা, ভিরাট্।

৪। গভীর নিদ্রা—বেল, ইগ্নে, নক্স-ম, ওপি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, (২) এলাম্, এণ্টি, আর্স, কোনা, ক্রোকা, কুপ্রা, হাইয়স্, লিডা, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এ, পাল্‌স, সিকেলী, সিপি, ভিরাট্।

৫। পাতলা নিদ্রা—আর্স, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সাল্‌ফা, (২) ক্যাল্‌কে, কফি, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, পাল্‌স, সাইলি, ভিরাট্।

৬। অজ্ঞানাবস্থাপন্ন নিদ্রা—(১) বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্রোকা, নক্স-ম, ওপি, সিকেলী, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, ভিরাট্ (২) আর্ণি, ক্যাপসি, কার্ব-ভ, কলোসি, কোনা, হাইয়স্, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ফস্, ফস্-এ, পাল্‌স, হ্রাস্, সেম্বু।

৭। অল্প নিদ্রা এবং অতি প্রত্যুষে জাগরিত হওয়া—(১) আর্স, কষ্টি, ডাল্কা, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা, নাইট্রি এসি, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি (২) অরা, বোরাকস, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কফি; ক্রোকা, গ্র্যাফা, লাইকো, মিউর-এসি, সাল্ফ-এসি।

৮। অতি দীর্ঘকাল নিদ্রা এবং গৌণে জাগরিত হওয়া—(১) ক্যাল্ক, কষ্টি, গ্র্যাফা, ম্যাগে-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, সিপি, সাল্ফা; (২) এলাম্, এণ্টি, কোনা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগে মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, পাল্স, সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যান্না।

৯। নিদ্রাবস্থায় নানা প্রকার চিন্তার সহিত উন্মত্তের ন্যায় বকা—একোন্, ক্যাল্ক, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স ভ, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা; (২) কার্ব-এনি, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, ওপি, সিপি।

১০। নিদ্রায় অত্যন্ত অধিক স্বপ্ন দর্শন—এনাম্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্ক, চায়না, কোনা, কেলি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, (২) এমোনি-মি, আর্নি, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব-ভ, ক্যামো, কলোসি। ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, মেজি, ন্যাট্রা-মি, রাস, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি।

১১। নিদ্রা তৃপ্তিকর এবং সুস্থতাকর নহে—(১) এনাম্, ব্রাই, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্রিয়েজো, লাইকো, ওপি, ফস, সিপি, সাল্ফা; (২) এম্ব্রা, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্ক, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিকুটা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

১২। নিদ্রায় অস্থিরতা এবং ছট্ফট করা—(১) এম্ব্রা, আর্নি, ব্যারাইটা, ক্যাল্ক, চায়না, কেলি, লাইকো, ফস্, রাস্, স্যাবাডি, স্যাবাইনা, সাইলি, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কল্চি, কলোসিন্থ, ডিজি, ডাল্কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি

নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিটে্রা, ফস-এ, পাল্স, সেপ্সু, সার্সা, সিকেলী, মেনিগা, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, টার্টা, থুজা।

১৩। পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়া অর্থাৎ খণ্ডনিদ্রা—(১) বেল, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, (২) এস্রা, আর্স, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ওলিয়েণ্ডা, হ্যাস, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

১৪। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও তজ্জন্য ব্যাকুলতা—(১)একোন,আর্নি, বেল্, ক্যাল্কে কষ্টি, চায়না, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে কার্ব, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, হ্যাস, সাইলি, সাল্ফা, (২) এনাকা, আর্স, অরা, ব্রাই, কার্ব ভ, হিপা, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, হ্যাস, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সালফ-এসি, থুজা, ভিরেট্রা, জিঙ্ক্।

১৫। বিরক্তিকর স্বপ্ন—ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, সিপি।

১৬। আনন্দকর ও চিত্ত সন্তোষক স্বপ্ন—এগাম্, আর্স, অরা, কষ্টি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, সাল্ফা, সিপি, ষ্ট্যাফি।

১৭। ঘৃণা-জনক স্বপ্ন ও ময়লা, পোকা, পীড়া,পুঁয ইত্যাদি দর্শন—(১) মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্, (২) এমোনি, এনাকা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, পালস, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

১৮। নির্দ্দিষ্ট চিন্তা সম্বন্ধে স্বপ্ন ও পুনঃপুনঃ সেই একই বিষয় দর্শন—একোন, ইগ্নে, পাল্স, ষ্ট্যান্না।

১৯। যে স্বপ্ন নিদ্রায় দেখে জাগরিত হওয়ার পর তাহাই দেখিতে থাকে—(১) চায়না, গ্র্যাফা, ফস, সাইলি, সাল্ফা (২) এমোনি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ইগ্নে ল্যাকে, লিডা, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি।

২০। রতি বিষয়ক ও কামাদির ভাবপূর্ণ স্বপ্ন—গ্র্যাফা, ন্যাকে, ক্যাট্রা, ক্যাট্রা-মি, নক্স ভ, ওপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, (২) এন্টি, ক্যামো, চায়না, কলোসি কোনা ইগ্নে, কেলি, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, ফস্, ফস্-এসি পালস, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যান্না, থুজা।

২১। মস্তিষ্কে শ্রমোৎপাদক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে স্বপ্ন দেখা—ব্রাই, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, নক্স ভ, ফস, পালস (২) একোন, এলাম্, এসাফি, আর্ণি, অরা, বেল, ক্যালকে, কার্ব এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, ক্যাট্রা-মি, ওপি, ফস্-এসি, স্যাবাইনা, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা, জিঙ্ক্।

২২। পরিষ্কার রূপ স্বপ্ন দেখা—(১) এনাকা, ক্যালকে, ককিউ, লাইকো, ক্যাট্রা-মি, পিট্রো, পালস, রুাস সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা; (২) একোন, এগার, আর্ণি, বেল, ব্রাই, কার্ব এনি, কার্ব ভ ক্যামো, সিকুটা, ককি, কোনা, ড্রসি, গ্র্যাফা, ল্যাকেসি, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মিউর-এসি, ফস, নক্স-ভ, ফস এসি, স্পাইজি, ... ষ্ট্যামো।

২৩। গোলযোগ পূর্ণ অর্থাৎ অপরিষ্কার স্বপ্ন—(১) চায়না, সিকুটা, ক্রোকা, লাইকো, ক্যাট্রা, পালস, ষ্ট্যান্না, ভ্যালিরি, (২) একোন্, এলাম্, ব্যারাইটা, ব্রাই, কোনা, কষ্টি, হেলে, ম্যাগ্নে, ফস্, সাইলি।

২৪। নানা প্রকার কল্পনাযুক্ত স্বপ্ন—ক্যালকে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ক্যাট্রামি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, ব্যারাইটা, কার্ব এনি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, পাল্স, স্পঞ্জি, জিঙ্ক্।

২৫। দিবসের সাধারণ কার্য্য-কলাপ এবং অন্যান্য বিষয় যাহা চিন্তা করা যায় না তদ্বিষয় স্বপ্ন—(১) ব্রাই, গ্র্যাফা, ল্যাকে, পাল্স রুাস্ সাইলি; (২) এনাকা, বেল্, সিকুটা, সিনা, ক্রোকা, কেলি, ল্যাইকো, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, ক্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস এসি, সারসা, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৬। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন— একোন, আর্ণি, ব্রাই ক্যামো হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

২৭। চোর ডাকাইত সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন— (১) ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, স্ট্যাট্রা, সাইলি; (২) এলাম্, অরা, বেল্, ম্যাগ্নে-মি, পিট্রো, ফস্, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

২৮। ভুতপ্রেত ইত্যাদি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন— এলাম্, কার্ব-ভ, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, স্ট্যাট্রা, ওপি, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাইলি, সাল্ফা।

২৯। মৃতব্যক্তি এবং সৎকার ও গোর দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন— (১) এনাকা, আর্স, ক্যাল্কে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ফস্, ফস্-এসি, থুজা; (২) এমোনি, আর্ণি, অরা, ব্রাই, কষ্টি. কোনা, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি প্ল্যাটী, সাল্ফ-এসি।

৩০। দুর্ভাগ্য, বিপরীত অবস্থা মনের কষ্টদায়ক ও ক্রোধাদি অবস্থা এবং বিপদ ইত্যাদি বিষয় স্বপ্ন— এনাকা, আর্ণি, আর্স, চায়না, গ্র্যাফা, আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স।

৩১। পীড়া বিষয়ে স্বপ্ন— এমোনি, এনাকা, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কোনা, কেলি, নক্স-ভ, সাইলি।

৩২। ঝগড়া ও বিরোধ বিষয়ে স্বপ্ন— এলাম্, আর্ণি, ব্যারাইটা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, হিপা, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফ, ষ্ট্র্যামো।

৩৩। যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত বিষয়ে স্বপ্ন— এমোনি-মি, ফেরা হিপা, মার্ক, প্ল্যাটী, স্পঞ্জি, থুজা।

৩৪। হত্যা বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন—এমোনি-মি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, গুয়াই, ইগ্নে, কেলি, স্ট্যাট্রা-মি, ফস্, পিট্রো, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৩৫। প্রাণী, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা— (১) আর্ণি, পাল্স; (২) এমোনি, এমোন-মি, বেল্, ক্যাল্কে, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, সাইলি, সাল্ফা, সাল্ফ এসি।

৩৬। সর্প ও সরীসৃপাদি স্বপ্নে দেখা— এলাম্, কেলি, সাইলি।

৩৭। পোকা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা— এমোনি, আর্স, কেলি, হেলে, মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্।

৩৮। জল এবং জল পড়া স্বপ্ন দেখা— এলাম্, এমোনি-মি, আর্স, ডিজি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, নাইটার, সাইলি।

৩৯। অগ্নি এবং অগ্নি হেতু বিপদ স্বপ্ন দেখা— এলাম্, এনাকা, আর্স, ক্যাল্কে, হিপা, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, রডো, রাস, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৪০। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান— (১) কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিনা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ; (২) আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই, হাইয়স্, ইপিকা, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, ওপি, ফস্, ফস-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্।

৪১। নিদ্রাবস্থায় অত্যন্ত চম্‌কিয়া উঠা— (১) আর্স, বেল্, ক্যামো, গ্র্যাফা, হাইয়স্, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, পাল্স, সেম্বু, সিকেলী, সাইলি, সাল্ফা; (২) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, চায়না, কুপ্রা, ড্রসি, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, রাস্, সিপি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

৪২। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে— (১) বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, পাল্স, রাস্, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্, (১) আর্ণি, অরা, বোরাক্স, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা, সিপি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্রাটা।

৪৩। নিদ্রাবস্থায় কথাবার্ত্তা বলে—(১)আর্স, ব্যারাইটা, ক্যাল্কে, ক্যামো, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) আর্ণি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফস্-এসি, প্লাম্বা, রাস্, স্যাবাডি, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্রাটা, থুজা।

৪৪। নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন— ক্যামো, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্‌স; (২) ক্যাল্‌কে, কষ্টি, কার্ব-এনি, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্‌, সাইলি।

৪৫। নিদ্রাবস্থায় রোগীর অত্যন্ত নাক ডাকিতে থাকে— (১) বেল্‌, ক্যাম্ফ্‌, কার্ব-ভ, ওপি, হ্রাস্‌, সাইলি, ষ্ট্র্যামো; (২) ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, চায়না, ড্রসি, ডাল্‌কা, হাইয়স্‌, ইগ্নে, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

৪৬। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত বা সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া নিদ্রা — বেল্‌, ক্যাপ্‌সি, চায়না, কলোসি, হেলে, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস্‌-এসি, সেম্বু, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

৪৭। হা করিয়া অর্থাৎ মুখ গহ্বর খুলিয়া নিদ্রা— ক্যামো, ডাল্‌কা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ওপি, সেম্বু।

৪৮। নিদ্রাবস্থায় মুখ চোকান অর্থাৎ কিছু যেন চুষিতেছে ও গলাধঃকরণ করিতেছে— ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে।

৪৯। নিদ্রাবস্থায় মুখ ভঙ্গি, চক্ষু ভঙ্গি এবং অন্যান্য প্রকার আক্ষেপ জনক অবস্থা—বেল্‌, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, হেলে, হাইয়স্‌, ইগ্নে, ইপিকা, ওপি, ফস্‌-এসি, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সেম্বু, ভিরাট্‌।

---

## নাইটমেয়ার

(Night-mare)

বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে ইহাকে "বোবায ধরা" বলিয়া থাকে। এই অবস্থার নানা প্রকার ভাব নিদ্রার সময দেখিতে পাওযা যায়। কোন ব্যক্তির নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে পাথর চাপার ন্যায বোধ হয। কেহবা স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিযা উঠে ইত্যাদি।

১। নিদ্রাবেশ মাত্র বক্ষঃস্থলে কোন ভার চাপার ন্যায় বোধ হইলে—(১ একোন্, এলোজ, এলাম্, এমোনি, ব্রাই, কোন্যা, সিনেবার, গুয়াই, হিপার, ল্যাচ্যা, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা, ভ্যালিরি দেওয়া যায়।

নাইটমেয়র সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব }:—

একোনাইট—শিশু এবং স্ত্রীলোকের জন্য উপযোগী। যদি তাহাদের শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ, তৃষ্ণা, হৃৎকম্পন, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দৃষ্ট হয় ইহা তবে দিবে।

গুয়াইকাম্—চীৎ হইয়া শুইলে বোবায় ধরে। চীৎকার করিয়া জাগরিত হয়। সমস্ত শরীর বোধ হয় যেন কসিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাগ্রত হইলে অসুস্থ বোধ হয়। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বোধ, বিশেষতঃ উরু এবং বাহুদ্বয়ে পেটের ভিতর অত্যন্ত বায়ুজন্মে, তাহাতে পেট খোঁচান। পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপ না হওয়ার জন্য পেটে চিম্‌টি কাটার ন্যায় বেদনা।

মোজারিয়াম্—স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগ্রত হয়। পেটে জ্বালা ও অসুখভাব, খাইলে পর তাহা নিবারণ থাকে। "বোবায় ধরা অবস্থা" জাগ্রত হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রিক-এসিড্—কিছুকাল নিদ্রার পরই "নাইটমেয়ার" হইতে দেখা যায়। নিদ্রাবেশ মাত্র চমকিয়া উঠে। জাগ্রত হইলে বোধ হয় যেন তৃপ্তিকর নিদ্রা হয় নাই। অত্যন্ত শারীরিক উত্তেজনা, তৎসঙ্গে কম্পন ও দুর্ব্বলতা (বিশেষ প্রাতঃকালে)।

নক্স-ভমিকা—কোন প্রকার মদ্য পান অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলে "নাইটমেয়ার" হইতে দেখা যায়। নিদ্রায় নাক ডাকা। স্বপ্নাবস্থায় অত্যন্ত ত্রস্তব্যস্ত এবং কার্য্যনিপুণ। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিকারের রোগীর ন্যায় লাফাইয়া উঠে। সামান্য শব্দ হইলেই ভয়ে জাগরিত হয়।

ওপিয়াম্—ভয়ানক "বোবায় ধরা" তৎসঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মুখব্যাদান, কষ্টকর এবং ঘড় ঘড় করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস,

ব্যাকুলতাযুক্ত মুখশ্রী, শীতল ঘর্ম্ম, শাখা সমস্তের কনৃভালশন এবং মোচড়ান ভাব, অনিদ্রা, অজ্ঞান ভাব, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন। দ্বি প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে।

পালসেটিলা— ফুৎকার করিয়া কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যাকুলতা ও দুঃখজনক স্বপ্ন, তৎসঙ্গে ক্রন্দন। চীৎ হইয়া শয়ন, হস্ত দুইখানি মস্তকের উপরে প্রসারিত, অথবা উদরের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন এবং দুই খানি পদ গুটান। কালবর্ণের পশু স্বপ্নে দর্শন। নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করা, কোঁকান এবং কথাবার্ত্তা বলা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা। দিবসে নিদ্রালুতা।

সালফার— অতৃপ্তিকর পাতলা নিদ্রা, তৎসঙ্গে [illegible] অগ্নি বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন, বাহুদ্বয় মস্তকোপরি প্রসারিত, চক্ষু অর্দ্ধ [illegible] নিদ্রাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে থাকে, এবং শরীর [illegible] ও মোচড়াইতে থাকে। চীৎকার করিয়া ও চমকিয়া জাগ্রত [illegible]

টেরিবিন্থিনা— নিদ্রাবেশ মাত্র "বোবায় ধরে"। [illegible] জাগ্রত হয় ও ছট্‌ফট করিতে থাকে (রাত্রিতে)। নিতান্ত দুর্ব্বল। কৃমি, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গলদেশ টিপিয়া ধরিলে দমবদ্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব। শুষ্ক উৎকাশি। শিরোঘূর্ণন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা— যে ব্যক্তির "বোবায় ধরা" অভ্যাস, তাহার চীৎ হইয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে; সে একপার্শে শয়ন করিবে। ভোজনান্তেই শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজন করার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পর শয়ন করিবে। আর এই প্রকার উপসর্গগ্রস্ত ব্যক্তির কখনও উদর পূরিয়া আহার এবং মদ্য ইত্যাদি পান করা কর্ত্তব্য নহে; এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কালে হৃদ্রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

---

# অনিদ্রা।

যে স্থলে অনিদ্রা একটী প্রধান লক্ষণরূপে পরিণত হয় সেস্থলে একোন, বেল্, সিমিসিফি, কফি, হাইয়স্, ইগ্নে, মস্কাস্, নক্স-ভ, ওপি, পাল্‌স, সিকেলী প্রধান প্রধান ঔষধ।

অনিদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। }:——

একোনাইট্—রাত্রি দুই প্রহরের পর অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে ব্যাকুলতা অস্থিরতা, ছট্‌ফটি ভয় ও ব্যাকুলতা হেতু চক্ষু মুদ্রিত করে; তৎসহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়। ব্যাকুলতাসহ স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন। নিদ্রা হইতেছেনা এই ভয়ে অনিদ্রা। বৃদ্ধ এবং বালকের অনিদ্রা।

এগ্‌নাস্-ক্যাক্টাস্—অনিদ্রা; যেন ভীত হইয়া জাগরিত হয়। ব্যাকুলতা জনক স্বপ্ন হেতু নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে এবং জাগরিত থাকে। নানাপ্রকার চিন্তা ও কল্পনা মনে উদয় হইয়া তাহাকে শয়ন অবস্থায় থাকিলেও জাগরিত রাখে; অথবা বাহুদ্বয়ের ভারবোধ হেতু অনিদ্রা। অতৃপ্তকর নিশা নিদ্রা। অত্যন্ত গরম বোধ। ভয়ে চমকিয়ে উঠে। বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকা এবং চীৎকার করা। আহার না করা পর্য্যন্ত জাগরিত, দুর্ব্বল এবং মূর্চ্ছাপন্ন।

এম্ব্রা—কোন কারণে অনিদ্রা। কার্য্য কর্ম্মের দরুণ ক্লান্তির পর অনিদ্রা। ব্যাকুল এবং অস্থির অবস্থায় ঘরের মেজেতে ভ্রমণ। স্নায়ু ধাতু বিশিষ্ট শরীর দুর্ব্বল। খিট্‌খিটে স্ত্রীলোক ও শিশু। শরীর শীতল। ব্যাকুলতা জনক স্বপ্ন।

এনাকার্ডিয়াম্—গা চুলকান হেতু অনিদ্রা।

আর্জেন্টা মেটা—সহজে নিদ্রা হয়না। নিদ্রা অস্থিরতাযুক্ত। নিদ্রার আবেশ মাত্র যেন সমস্ত শরীরে কিম্বা কোন শাখায় কিছু আঘাতের ন্যায় আঘাত লাগিয়া চমকিয়ে উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বমনেচ্ছা। স্বপ্ন দর্শন ও তৎসঙ্গে শুক্রপতন। জাগরিত হইলে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল।

আর্জেন্টা-নাইট্রি— নানাপ্রকার কল্পনাও চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

আর্সেনিকাম্—অনিদ্রা ও তৎসহ অস্থিরতা এবং কোঁকান। বেদনা বোধ করিয়া জাগ্রত (বিশেষ দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) হয়।

এরাম্-ট্রিফো— গাত্র চুলকান। মুখ ও গলদেশের ক্ষত হেতু অনিদ্রা।

অরাম্-মেটা— সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, কোন বেদনা নাই, প্রাতে তন্নিমিত্ত দুর্ব্বল ও নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ হয় না, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রের পর ঐ অবস্থা।

ব্যাপ্‌টিসিয়া— রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ছটফটি ও অনিদ্রা। বোধ হয়, শরীর যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শয্যায় ছড়িয়া রহিয়াছে।

বেলেডোনা— মানসিক চিন্তা। অস্থিরতা এবং ভয়পূর্ণ স্বপ্ন হেতু নিদ্রার ব্যাঘাত। সন্ধ্যার সময় নিদ্রাবেশ হয় বটে কিন্তু নিদ্রা হয় না। প্রাতে উঠিলে বোধ হয় যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ব্রাইওনিয়া— রক্তের ভিতর কোন অসুস্থ অবস্থা এবং মানসিক ব্যাকুলতা হেতু অনিদ্রা। এক চিন্তার পর অন্য চিন্তা। রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্বপ্ন দর্শন। এক পা ও হাতে শীতযুক্ত কম্পন ভাব বোধ হওয়াতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রা এবং তৎপরক্ষণেই ঘর্ম্ম। বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া প্রলাপ বকা।

ক্যাক্‌টাস্— কারণ ব্যতীত অনিদ্রা। পাকস্থলীর স্থানে এবং কর্ণ দেশে ধমনীর স্পন্দন।

ক্যাম্ফর— পর্য্যায়ক্রমে অনিদ্রা ও কোমা অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিদ্রা।

ক্যাপ্‌সিকাম্— মানসিক চঞ্চলতা হেতু অনিদ্রা। বাড়ী বলিয়া ব্যাকুলতা। কাশি। স্বপ্ন ও অস্থিরতা পূর্ণ নিদ্রা।

কষ্টিকম্—গরম হেতু অনিদ্রা, সমস্ত রাত্রি অস্থির। একটু নিদ্রার পরই অস্থিরতা। দশ মিনিটও সুস্থির থাকিতে পারে না। উঠিয়া বসিয়া থাকে। এপাশ হইতে ওপাশে মাথা অনিচ্ছার সহিত আছাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়।

ক্যামোমিলা—অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে দিবাভাগে জৃম্ভণ। রাত্রে ব্যাকুলতাসহ নিদ্রা হয়না ও শয্যায় থাকিতে পারেনা; তৎসহ প্রলাপ বকা। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা এবং নীরবে কাঁদিতে থাকা। নিদ্রার সময় বেদনা বোধ।

সিমিসিফিউগা— রাত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা। বোধ করে যেন কিছু আশ্চর্য্য বস্তু ঘরের ভিতর অথবা তাঁহার বিছানার নীচে রহিয়াছে; তৎসঙ্গে

চক্ষুর পিউপিল্ প্রসারিত ও হস্ত পদ কম্পন। মানসিক অস্থিরতার পর অনিদ্রা। হিষ্টিরিয়া, দন্তোদ্গম, টাইফস্ ইত্যাদি পীড়ায় অনিদ্রা। শিশু চমকিয়া নিদ্রা হইতে উঠে।

সিষ্টাস্-ক্যানা—পেটফাঁপা অথবা গলা শুকাইয়া যাওয়া হেতু অনিদ্রা।

কোকা—প্রলাপ। কাল্পনিক বিষয় সমস্ত স্বপ্নে দর্শন। অনিদ্রার মধ্যে কাজ কর্ম্ম করার ইচ্ছা। পুনঃপুনঃ জাগিয়া উঠা। অসুখদায়ক স্বপ্ন এবং অনবরত ঘর্ম্ম।

ককিউলাস—মানসিক পরিশ্রম বিশেষতঃ স্মৃতি শক্তির অত্যন্ত চালনা এবং রাত্রি জাগরণ হেতু অনিদ্রা। সর্ব্বদা নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয়না। পুনঃপুনঃ চমকিয়া উঠে জাগরিত হয়, তজ্জন্য প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া থাকে। নিদ্রার পর মাথা ভাল বোধ হয় না।

কফিয়া—অত্যন্ত কাফি ব্যবহার, দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণ, আনন্দ কিম্বা হঠাৎ কোন সুখকর বিষয়ের সংবাদ শ্রবণ হেতু শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা। শিশুর অনিদ্রা এবং তৎসম্বন্ধে কোন কারণ না থাকিলে।

সাইপ্রিপিডিয়াম্—দীর্ঘকাল পীড়াক্রান্ত থাকা হেতু বিশেষতঃ স্নায়ুর পীড়া থাকিলে দুর্ব্বলতা জন্য অনিদ্রা।

ডিজিটেলিস্—স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। অসুখ বোধ। অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

ফেরাম্—দুই প্রহর রাত্রির পর শয্যার উপর ছটফট করে। রাত্রে কেবল চীৎ হইয়া শুইতে পারে। শিশু কৃমির চুলকান দরুণ নিদ্রা যাইতে পারেনা।

ফ্লুওরিক্-এসিড—অনিদ্রা, নিদ্রার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সামান্য নিদ্রাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি এবং সুস্থতা বোধ করে।

জেলসিমিয়াম্—জাগরিত অথবা অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা বলে। দন্তোদ্গম সময় মুখ মণ্ডল, মস্তক এবং হৃদয়ে অত্যন্ত চুলকান হেতু অনিদ্রা। নাসিকা বদ্ধ এবং শুষ্ক হওয়ার দরুণ রাত্রে আশঙ্কা বোধ হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং মস্তক ও শরীরে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বোধ।

হাইয়সায়েমাস্‌— স্নায়বীয় উত্তেজনা। বিশেষ উৎকট পীড়া হেতু অনিদ্রা। খিট্‌খিটে স্বভাব বিশিষ্ট; বিশেষতঃ সহজে উত্তেজিত হয় এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত।

ইগ্নেসিয়া— শোক, দুঃখ ও চিন্তা হেতু অনিদ্রা, ব্যাকুলতা মূলক চিন্তা এবং মন ক্ষুদ্ধকারক অবস্থা। শিশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জাগিয়া উঠে।

আইয়ডিয়াম্‌— দুই প্রহর রাত্রির পর অনিদ্রা বা অস্থির নিদ্রা ও তৎসঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বপ্ন দর্শন।

ক্রিয়েজোট— দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অত্যন্ত অনিদ্রা। শিশু সর্ব্বদা কোকায় এবং অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ঝুমিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠে।

ল্যাকেসিস— অনবরত অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত কথা বলিতে থাকে। রাত্রে একবার জাগরিত হইলে আর নিদ্রা হয়না।

ল্যাক্‌নান্থিস্‌—অনিদ্রা। জ্বরবোধ। দুইগাল রক্তবর্ণ। গলাশুষ্ক।

লাইকোপোডিয়াম্‌—অস্থির নিদ্রা। কোন অবস্থায় শুইয়া আরাম বোধ হয় না। চীৎকার করে। চমকিয়া উঠে এবং পা আছড়ায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে, লাথি দেয়, গালাগালি করে এবং নিদ্রার দরুণ তৃপ্তিবোধ করেনা। নিদ্রা হইতে জাগিলে ক্ষুধা পায়।

মার্কিউরিয়াস্‌— রক্তের উত্তেজনা। মানসিক ব্যাকুলতা, এবং পোর্ট্যাল্‌ সার্কুলেসান্‌ অত্যন্ত গরম হওয়া হেতু অনিদ্রা। এইসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ক্ষুদ্ধচিত্ততা ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্কাস্‌— স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু অনিদ্রা কিন্তু তৎসঙ্গে অন্য কোন বিশেষ পীড়া নাই। কোন বিষয়ে চেষ্টা করা সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন। একস্থানে অনেকক্ষণ থাকিতে পারেনা, কারণ ঐভাবে থাকিলে এরূপ বেদনা হয় যেন কোন আঘাত লাগিয়াছে, কিম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টায় জাগরিত হয়। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়। অত্যন্ত গরম বোধ করে, অথচ ঘর্ম্ম হয় না।

ন্যাট্রা-মি— শোকাকুলতার পর অনিদ্রা। নিদ্রাবেশ হওয়া মাত্র হাত পা মোচড়াইতে থাকে, এবং বিদ্যুৎবেগ যেন শরীররের মধ্যদিয়া চলিয়া যায় এমন বোধ করে। তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পুনঃপুনঃ জল বা অন্য কোন পানীয় খাওয়া হেতু এবং ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত। সম্পূর্ণ অনিদ্রা অথচ তাহাতে বিশেষ কোন পীড়া হয়না।

নক্স-ভমিকা—রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত অধ্যয়ন হেতু অনিদ্রা। সন্ধ্যার সময়েই নিদ্রা এবং শয়ন করে, রাত্রি ৩ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত জাগরিত অবস্থাতেই থাকে। তখন মন পরিস্কার এবং শরীর কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় ঘুমিতে ঘুমিতে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য নিদ্রাবেশ হয় এবং পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়।

ওপিয়াম্—জ্ঞানহারা অনিদ্রা। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে ভয়াবহ স্বপ্ন। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দ এবং বহুদূরের কুক্কুট ধ্বনি তাহাকে জাগরিত অবস্থায় রাখে।

ফাইটোলেক্কা—অস্থির নিদ্রা। বেদনারদরুণ আর বিছানায় থাকিতে পারে না।

প্ল্যাণ্টেগো— পেটের অসুখের দরুণ অনিদ্রা। রাত্রি ৪ টার পর নিদ্রা হয় না। নিদ্রাবেশ মাত্র ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন এবং তদ্ধেতু জাগরিত হইয়া পড়ে।

প্ল্যাটীনা— স্নায়বীয় উত্তেজনা। স্বপ্নে অগ্নি দর্শন এবং সেই দিকে যাইতে চায় কিন্তু যাইতে পারে না। বায়ু প্রধান হেতু অনিদ্রা।

পাল্‌সেটিলা— রাত্রে গৌণে আহার কিম্বা অত্যন্ত ভোজনের দরুণ অনিদ্রা ও তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং গরম বোধ। নিদ্রার প্রথম ভাগ অস্থিরতাপূর্ণ। প্রাতে উঠিবার সময় ঘোর নিদ্রা। জাগিলে শরীর দুর্ব্বল এবং ভাল বোধ হয় না।

সিলিনিয়াম্— রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে অনিদ্রা। পাতলা নিদ্রা। সামান্য গোলমালেই জাগরিত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে ক্ষুধা। অতি প্রত্যূষে ঠিক এক সময়েই জাগরিত হয়।

সিপিয়া— অস্থিরতা পূর্ণ নিদ্রা। অতি প্রত্যূষে জাগরিত হয় বটে কিন্তু পুনরায় নিদ্রা হয় না। নানা প্রকার মানসিক চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

স্ফুটিলেরিয়া— রাত্রে নানা প্রকার অসুখকর চিন্তার দরুণ অনিদ্রা।

ষ্টিকৃটা-পালমোনেরিয়া— স্নায়বীয় উত্তেজনা, কাশি, এবং অস্ত্র-করা হেতু অনিদ্রা।

সাল্ফার— সন্ধ্যার সময় অনিদ্রা। রাত্রে অসুখকর নিদ্রা। নানা স্থানে বেদনা এবং অল্প নিদ্রা।

ট্যাবেকাম্— হৃৎপিণ্ডের স্ফীত অবস্থা হেতু অনিদ্রা।

থুজা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানা প্রকার ভূত প্রেতের ছবি দর্শন করে, যে পাশে শুইয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ হয়।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা।

কোন ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুচিকিৎসক মাত্রই তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। " কেন এই ব্যাধি জন্মিল " যিনি এবিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইতে অক্ষম তিনি প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য নহেন। যিনি যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন তিনিই যশস্বী বৈদ্য মধ্যে পরিগণিত হইবেন, সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে যে রোগীর ব্যাধি নানা প্রকার জটিল উপসর্গে জড়িত তখন ঔষধ নির্ব্বাচন নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, নানাবিধ চিন্তা করিয়া ও নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিযা কিছুতেই ফল লাভ করিতে পারি নাই। অবশেষে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি। নিম্নে দুইটী রোগীর কথা উল্লেখ করিলাম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

(১) নিবাস শালগাড়িয়া * * * সাহার মাতা নিম্নলিখিত পীড়াগ্রস্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করে। তাহার বস্তি প্রদেশের সেলুলার টীসুর প্রদাহ হইয়া বাম ওভেরি বা ডিম্ব কোষের প্রদাহ হয়। এই রোগিণীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। আমি ১২৯৫ সালের ১২ ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতঃকালে চিকিৎসার্থ আহুত হই। দেখিলাম সে তল পেটের বামভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। ঐ স্থানে হস্ত স্পর্শ করিলেও অসহ্য বেদনা বোধ করে। তথায় একটী বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। তৎসঙ্গে জ্বর ১৮ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিবা রাত্রি শরীরে লগ্ন ছিল। এই রোগিণী তাহার পীড়ার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এইরূপ প্রকাশ করিল যে সে ৫ ক্রোশ দূরে রথ যাত্রা দেখিতে গিয়াছিল এবং তথায় তাহার একটী আত্মীয় বালক সেই দিন হারাইয়া যায়। ইহাতে সে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই বালককে তল্লাস করিবার সময় এক কর্দ্দমময় স্থানে আছাড় পড়িয়া যায় এবং সমস্ত দিন ভিজা কর্দ্দমময় কাপড়ে থাকে। সেই দিন বাটী আসিয়াই রাত্রে তাহার ঋতু হয় এবং এই ঋতু দুই দিন স্থায়ী থাকে। এই ঋতু অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাম বস্তি প্রদেশে উপরোক্ত রূপ বেদনা আরম্ভ হয়। এতৎসঙ্গে জ্বরও হয়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক তীরবিদ্ধবৎ। কতক দিন পর্য্যন্ত মসিনার পুলটীশ ও সেঁক দেওয়া হয় এবং হাতুড়ে ও এলোপ্যাথিক ঔষধও অনেক প্রকার খাওয়া হয়। পরে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। পরে আমি তাহাকে হ্রাস টক্স ৩x ডাঃ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। সেইদিন সন্ধ্যাকালে দেখিলাম, জ্বর নাই, বেদনা ও অনেক কম পড়িয়াছে। ৪ দিন মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল, এবং দস্তুর মত স্বাভাবিক পথ্য ব্যবহার করিতে লাগিল। স্ফীত স্থান এই সময় মধ্যে ক্রমে নিম্ন হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল।

মন্তব্য। এই কেসে হ্রাস-টক্স ৩x ডাঃ কেবল ইহার কারণ "আছাড় পড়িয়া যাওয়া ও জলে ভিজিয়া পীড়া জন্মা" হেতু নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই প্রকার তোমরা রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া

ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পাইবে।

* * * সাহা নামক এক মধ্যপায়ীর যকৃতের বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ হয়; তৎসঙ্গে জ্বরও প্রবল ছিল। নক্স-ভ ৩× ডাঃ ও একোনাইট ১× ডাঃ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হই। এই ব্যক্তির যকৃত এতদূর বড় হইয়াছিল যে চক্ষুর দৃষ্টিতেই একটী বাতাবি লেবুর ন্যায় দেখা যাইত। এক সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার করিয়াই তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উপশম হয়। পরে সে আর দুই সপ্তাহ ঔষধ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে।

## জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার।

১। জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ব্যবহার দরুণ পীড়া—(১) ক্যাল্কে, চায়না, নক্স-ভ, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, (২) আর্ণি, এনাকা, কার্ব-ভ, কোনা, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি, (৩) এগার্, আর্স, সিনা, কোনা, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস, পাল্স, সাইলি, স্পাইজি, থুজা।

২। হস্ত মৈথুন হেতু পীড়ায়—(১) নক্স-ভ, সাল্ফা, (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, কোনা, ন্যাট্রা-মি, নক্স ম, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, (৩) এনাকা, এন্টি, সিনা, ডাল্কা, লাইকো, মার্ক, পিট্রো, পাল্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি। [ ১৯০ পৃঃ দুর্ব্বলতা দেখ ]

## সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগা।

৩। সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু যে যে পীড়ার উৎপত্তি হয় তজ্জন্য—(১) একোন, ক্যামো, কফি, ডাল্কা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) আর্স, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হাইয়স, ইপিকা, ফস্, হ্রাস্, সাইলি, স্পাইজি, (৩) ক্যাল্কে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, সেম্বু, সিপি, সাল্ফিউ-এসি, ও ভিবাট্ প্রধান ঔষধ।

৪। সর্দ্দি লাগা হেতু তরুণ এবং উৎকট বেদনা—একোন, আর্স, বেল্, ক্যামো, কষ্টি, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সেম্বু, স্পাইজি।

৫। বেদনা মৃদু ও তরুণ হইলে—ডাল্কা, চায়না, ইপিকা নক্স-ম।

৬। দুর্দ্দমনীয় পুরাতন বেদনা রোগে উপরোক্ত ঔষধ ব্যতীত—ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগে, ভ্যাট্রা-মিউ, নাইট্-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা এই কয়েকটী ঔষধ নিতান্ত উৎকৃষ্ট।

৭। ভিজিয়া যাওয়ার দরুণ সর্দ্দি হইলে—(১) ক্যালকে, ডাল্কা, পালস, সালফা; (২) আর্স, কার্ব্ব-ভ, নক্স-ম, হ্রাস, সার্সা; (৩) বেল, ব্রাই, কষ্টি, কলচি, হিপা, লাইকো, ফস, সিপি।

৮। স্নান করা হেতু সর্দ্দি লাগিলে—(১) এণ্টি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, পালফা, (২) আর্স, বেল্, কষ্টি, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্; সার্সা, সিপি, সাল্ফা।

৯। শীতল জলে গাত্রধৌত কিম্বা তন্মধ্যে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে—(১) ক্যাল্কে, নক্স-ভ, পালস, সার্সা, সাল্ফা; (২) এমোনি, এণ্টি, বেল্, কার্বভ, ডাল্কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস, সিপি, স্পাইজি।

১০। অত্যন্ত ঘর্ম্মের উপর ঠাণ্ডা লাগিলে—একোন্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, ডালকা, মার্ক, ফস-এসি, হ্রাস্, সিপি।

১১। মস্তক ভিজা হেতু—একোন্, ব্যারাই, বেল্, লিডা, পাল্স, সিপি।

১২। চরণ ভিজা হেতু—কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি, ক্যামো, মার্ক, ভ্যাট্রা, হ্রাস।

১৩। বরফ, ফল, এবং টক্ ইত্যাদি আহার হেতু পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা—আর্স, কার্ব-ভ, পাল্স।

১৪। ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ কিম্বা শারীরিক অন্য কোন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হওয়া হেতু—(১) ব্রাই, ইপিকা; (২) একোন্, আর্স, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডালকা, মার্ক, ফস-এসি, হ্রাস্।

১৫। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি বসিয়া গেলে—একোন্, আর্স, ক্যাল্কে, ডাল্কা, ল্যাকে, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা।

১৬। সর্দ্দি লাগার দরুণ রজোনিঃসরণের গোলযোগ হইলে—একোন, বেল, ক্যালকে, চায়না, ডালকা, পালস, সিপি, সাইলি, সালফা। (স্রাব বসিয়া যাওয়া বিষয় দেখ)।

১৭। সর্দ্দি লাগার স্বভাব হইলে—(১) বেল, ক্যালকে, কার্ব-ভ, কফি, ডালকা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পালস, হ্রাস, সাইলি, (২) একোন, ব্যারাইট, বোরাক্স, গ্যাফা, হাইযস, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, ফস, সিপি, সাইলি, সালফা।

১৮। সর্দ্দি লাগা স্বভাব এরূপ হয় যে, সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস বাতাসের পরিবর্ত্তন কিম্বা একটু গরম ও তৎপর একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই পীড়া জন্মে—ব্রাই, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা, সালফা।

১৯। যে কোন প্রকারের ঠাণ্ডা বাতাস হউক কখনই সহ্য হয় না—আর্স, ব্যারাইট, বেল, ক্যালকে, ক্যাম্ফ, ক্যাপসি কষ্টি, কক্কিউ, ডালকা, হেপে, নক্স ভ, নক্স ম, হ্রুডো, হ্রাস, স্যাবাডি।

২০। সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হইলে—এমোনি, কার্ব ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সালফা।

২১। ঝড় বাতাস অসহ্য হইলে—ব্রাই, হ্রুডো, সাইলি।

২২। ভিজা এবং শীতল বাতাস পীড়াদায়ক হইলে—এমোনি বোরাক্স, ক্যালকে, কার্ব-ভ, ডালকা, ল্যাকে, হ্রুডো, হ্রাস, ভিরেট্রা।

২৩। বায়ু পরিবর্ত্তন সহ্য না হইলে—ক্যালকে, কার্ব-ভ, ডালকা, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস, সাইলি, সালফা, ভিরেট্রা।

২৪। ঠাণ্ডার পর গরম লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাতে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, সালফা; (গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া যে পীড়া জন্মে—ডালকা, মার্ক, হ্রাস, ভিরেট্রা)।

২৫। বসন্তে সর্দ্দি লাগিলে—কার্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরাট।

২৬। গ্রীষ্মে সর্দ্দি লাগিলে—বেল, ব্রাই, কার্ব-ভ, ডালকা, আকাশে বিদ্যুৎ ক্রীড়া এবং বজ্রপাত দরুণ সর্দ্দি লাগিলে—ব্রাই, সিপি, সাইলি।

২৭। শরতে সর্দ্দি লাগিলে—(১) ডাল্‌কা, মার্ক, হ্রাস্, ভিরেট্রা; (২) ক্যাল্‌কে, ব্রাই, চায়না।

২৮। শীতে সর্দ্দি লাগিলে—(১) একোন্, বেল, ব্রাই, ডালকা, হ্রডো, হ্রাস, (২) ক্যামো, ইপিকা, নক্স-ভ, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

২৯। বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে ভিজিলে—(১) ক্যাল্‌কে, ডালকা, পাল্‌স, সাবসা, আর্স, কার্ব, নক্স-ম, হ্রাস, সাবসা, (২) বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কষ্টি, কলচি, হিপা, লাইকো, ফস, সিপি।

৩০। শীতল শুষ্ক বাতাসে সর্দ্দি লাগিলে—একোন, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ইপিকা, নক্স-ভ, সালফা।

৩১। আর্দ্র শীতল বাতাসে সর্দ্দি লাগা—ডালকা, হ্রাডো, হ্রাস, ভিরেট্রা।

[পীড়া সর্দ্দি ও হাস শীর্ষক প্রবন্ধে ঠাণ্ডা লাগা দেখ]

৩২। ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া নিচয়ের বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব।}:—

একোনাইটাম্—দন্তশূল। মস্তকে স্নায়বীয় বেদনা। মস্তিষ্কে বক্কালিকা। কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ। হস্ত পদের গ্রন্থি সমূহে সঞ্চালন কষ্ট। জ্বর। অস্থিরতা ইত্যাদি।

এণ্টিমোনিয়াম্—মাথা ধরা। পাকস্থলীর গোলযোগ। অক্ষুধা ও বমনেচ্ছা।

আর্ণিকা—হস্ত পদে বেদনা। বাত। পাকস্থলীর গোলযোগ।

আর্সেনিক—হাঁপানি কিম্বা পাকস্থলীর গোলযোগ ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডস্থলে বেদনা।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া। চক্ষে ঘোর দেখা। গলার ভিতর বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদি।

ব্রাইওনিয়া—আক্ষেপযুক্ত কাশি ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। হস্ত পদে বেদনা ও উদরাময়।

ক্যাল্‌কেরিয়া—হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু অথবা জলে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করা হেতু বৃদ্ধি।

কার্ব-ভেজি— কাশি দুর্দ্দম্য, কাশিতে শূন্যং ভাব ও তৎসঙ্গে বমন। হাঁপানির ভাব। বক্ষঃস্থলে বেদনা।

ক্যামোমিলা— মাথা ব্যথা। দন্তশূল। কর্ণশূল। অন্যান্য প্রকার স্নায়ুশূল। অস্থিরতা। সহজে ক্রোধোদ্রেক। সামান্য জ্বর। আর্দ্র কাশি। উদরাময় ও পেটে বেদনা ইত্যাদি (বিশেষ বালকদের পক্ষে)।

ককিউলাস্— পাকস্থলীর গোলযোগ।

কফিয়া— শিরঃপীড়া এবং অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় বেদনা ও তৎসঙ্গে কোকান। দাঁতের বেদনা। গলার বেদনা। পাকস্থলীর গোলযোগ। আর্দ্র কাশি। বেদনা শূন্য উদরাময়। হাত পায়ে বেদনা ও জ্বর।

হিপার— চক্ষু উঠা। দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

ইপিকাকুয়ানা— পাকস্থলীর গোলযোগ। আক্ষেপযুক্ত কাশি। বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গে বমন। হাপানির ভাব।

ম্যার্কউরিয়াস্— হস্ত পদ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও গলায় বেদনা। বেদনাযুক্ত উদরাময় অথবা আমাশয়।

নক্স-ভমিকা—জ্বর। শুষ্কসর্দ্দি। নাসিকা বন্ধ। শুষ্ককাশি। কোষ্ঠবদ্ধ। আমাশয় অথবা বেদনাযুক্ত উদরাময় ও তৎসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কোথ পাড়িলে অল্পমাত্র মলত্যাগ।

ফসফরিক্-এসিড্— বাত জনিত বেদনা, অথবা কাশি সামান্য সর্দ্দি লাগিলেই হইয়া থাকে।

পাল্‌সেটিলা— নাক দিয়া অত্যন্ত তরল সর্দ্দি, আর্দ্র কাশি, কর্ণশূল, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজ্য)।

হ্রাস্-টক্স— দন্ত ও হাত পায়ে বেদনা।

সাইলিসিয়া— হস্ত পদে দুর্দ্দম্য বেদনা। বায়ু পরিবর্ত্তন সময়ে পীড়া বৃদ্ধি।

সাল্‌ফার— হস্ত পদে অত্যন্ত বেদনা। পেটে বেদনা। শ্লেষ্মার ন্যায় উদরাময়, অত্যন্ত সর্দ্দি। চক্ষে বেদনা। কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি। কর্ণ, দন্ত ইত্যাদিতে বেদনা।

[শিরঃপীড়া, দন্তশূল, কর্ণশূল, বাত এবং পীড়াব হ্রাস বৃদ্ধি দেখ]।

৩৩। অত্যন্ত শীতে রক্ত জমাট হইয়া পীড়া জন্মা বা মৃত প্রায় হওয়া—(১) একোন্, আস, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সাল্‌ফ-এসি; (২) এগার, ক্যাম্ফ, কল্‌চি, পিট্রো, রুস্, সাল্‌ফা।

## উত্তাপ জনিত পীড়া।

৩৪। শারীরিক পরিশ্রম, সূর্য্যোত্তাপ, এবং অগ্ন্যুত্তাপ ইত্যাদি মধ্যে থাকিয়া পীড়া হইলে—(১) একোন, এমিল-নাইটাইট্, এন্টিমোনিয়াম্, আর্ণ, ব্রাই, ব্যাপ্‌টি, বেল্, ক্যাক্‌টা, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্‌সি, কার্ব্ব-ভ, গ্লোনইন, ল্যাকে, ওপ, ন্যাট্রা-মি, সাহাল, নক্স-ভ, থেরিডি, থুজা, ভিরেট্রা-ভি, জিঙ্ক্ দেওয়া যায়।

৩৫। তাপ জনিত পীড়া ও উপসর্গের বিশেষ ভৈষজতত্ব—}:—

একোনাইট—সানষ্ট্রোক্ অর্থাৎ সূর্য্যাঘাত ও অগ্ন্যুত্তাপে থাকা হেতু যে সমস্ত পীড়া জন্মে।

এমিল-নাইট্রাইট্—সূর্য্যাঘাতের কনজেষ্টিভ ষ্টেজ অর্থাৎ রক্তাধিক্য অবস্থা। ব্যাকুলতা। সুবাতাস সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা। মস্তকের ভিতর এলোমেলো ভাব। শিরোঘূর্ণন ও মাতালের ন্যায় অবস্থা। মাথার ভিতর পুনঃ পুনঃ ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় ভাব। টেম্পল প্রদেশে নাড়ার স্পন্দনের ন্যায়। উৰ্দ্ধদিকে রক্তের গতি বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। চক্ষু বিস্ফারিত। কঞ্জংটাইভা রক্তবর্ণ গোলার ন্যায়। মুখ লাল। পাকস্থলী প্রদেশে আক্ষেপ যুক্ত বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর ভার বোধ ও জ্বালা। বক্ষঃস্থলে এবং হৃৎপিণ্ডে কাসয়া বন্ধন করার ন্যায় ভাব এবং নিশ্বাস-কষ্টতা। অস্থিরভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। হস্ত কম্পন। চলিতে মাতালের ন্যায় অবস্থা। পা অবশ। শরীর শিথিল।

এণ্টি ক্রুড্— কোন ব্যক্তি সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিতে পারেনা অথবা সামান্য সূর্য্যোত্তাপে থাকিয়া কার্য্য করার দরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গে নিশা ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ঘুমাইতে ইচ্ছা। পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণ ইত্যাদি।

আর্ণিকা— অনবরত উত্তাপে থাকা হেতু ক্লান্তি এবং শারীরিক শিথিল অবস্থা। সময় সময় অত্যন্ত ব্যাকুলতা। মাথা ঘোরা এবং এপ্রকার শিরঃপীড়া যে তাহাতে অজ্ঞান হইতে হয় ( বিশেষ চলিয়া বেড়াইবার সময় চতুর্দ্দিকের সমস্ত পদার্থই ঘুরিতে থাকে )। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ; অবশিষ্ট শরীর শীতল ; অথবা উষ্ণ নহে। কনীনিকা সঙ্কুচিত। বমনেচ্ছা ও বমন। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে আঘাত লাগার ন্যায় বোধ অথবা যেন হৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত হইয়াছে, এরূপ বেদনা অনুভব হয়। পাকস্থলীতে যেন প্রস্তর চাপিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞাতসারে মল মূত্র ত্যাগ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে হাপানির ন্যায় ভাব। নিশ্বাস-কষ্টতা। শরীর দুর্ব্বল এমন কি অতি কষ্টে হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে।

বেলেডোনা—শিরঃপীড়া, তৎসহ মস্তকের মধ্যে পূর্ণ বোধ এবং এপ্রকার অনুভব হয় যেন কপালের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িবে। উপুড় হইলে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কিম্বা কিঞ্চিন্মাত্র ও সঞ্চালন করিলে বৃদ্ধি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা। ক্রোধ। সেরিব্রাল স্নায়ুদিগের অত্যন্ত উত্তেজনা। অত্যন্ত ভীতি পূর্ণ ; চমকিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে কিম্বা নিকটে যে সব বস্তু থাকে তাহা দেখিয়া ভয় প্রাপ্ত হয়। ক্রন্দন এবং চীৎকার করা স্বভাব। সূর্য্যাঘাতের প্রথম অবস্থা।

ব্রাইওনিয়া— মস্তকে পূর্ণ বোধ সহ অত্যন্ত বেদনা। শারীরিক শিথিল ভাব। উদরাময় ও বমন। খামখেয়ালী স্বভাব। ক্রোধের ফিট্ ( উপসর্গ অবস্থায় )।

ক্যাক্টাস্— মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু মাথা ঘোরা। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মস্তকে চাপন যুক্ত বেদনা। বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালুতে কোন ভার চাপিয়া রহিয়াছে, কথা বলিলে ও গোলযোগ শুনিলে তাহার বৃদ্ধি। দৃষ্টি কোয়াসা পূর্ণ। কর্ণের ভিতর নাড়ীর স্পন্দন বোধ। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। বক্ষঃস্থল বোধ হয় যেন লৌহ বেষ্টন দ্বারা কসিয়া ধরা হইয়াছে ; এবং এই প্রকার কষ্ট অবিশ্রান্ত। সুবাতাস সেবন করিতে পারিলেই উপশম বোধ হয়।

কার্ব্ব-ভ— যখনই কোন উত্তাপের ভিতর থাকে তখনই শিরঃপীড়া ও

মাথা ভার এবং তাহাতে নাড়ীর স্পন্দনবৎ বেদনা। চক্ষুর উপর চাপনবৎ বোধ। কোন বস্তুর দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা।

গ্লোনইন্— বুদ্ধি হারা হওয়া। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তৎপূর্ব্বে মুখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা ও বমনেচ্ছা। কঞ্জাংটাইভা রক্তবর্ণ। কোয়াসা, কাল কাল ক্ষুদ্রদাগ কিম্বা কোন একটী আলোকময় পদার্থ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পায়। মুখমণ্ডল ফেকাশে; অস্থিরতা পূর্ণ। তৃষ্ণা। বেদনা এবং দপ্‌দপে ভাব পাকস্থলী প্রদেশে উপলব্ধি হয়। তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন পাকস্থলী বসিয়া গিয়াছে। কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস। বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ ও ব্যাকুলতার ভাব। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অত্যন্ত বেগযুক্ত এবং অতি পরিশ্রম যুক্ত। হস্ত পদাদি কম্পন। নিদ্রা ও অজ্ঞানতা। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থা।

গতকল্য ( ২৩ শে চৈত্র ১২৯৪ সাল ) গ্লোনইন ৩য় ডাইলিউশন প্রয়োগে একটী ওলাউঠার রোগীতে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রোগিণী একটী ভদ্র মহিলা। বয়স ১৫ বৎসর। আসেনিক প্রয়োগে তাঁহার ভেদ বারণ হইল বটে, কিন্তু ৪ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বমন নিবারণ ও প্রস্রাব হইল না। যাহা আহার করেন তাহা তৎক্ষণাৎই বমন হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কি ঔষধের জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে থাকে না। পূর্ব্বে রোগিণী অট্টালিকায় বাস করিতেন এক্ষণ টিননির্ম্মিত গৃহেবাস করিতেছেন। এই দারুণ চৈত্র মাসের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে টিন নির্ম্মিত গৃহ সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; রোগিণী এই প্রকার গৃহ মধ্যে থাকা হেতু তাঁহার বমন ইত্যাদি নিবারণ জন্য যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত ঔষধ হয় নাই, আমার মনে এ প্রকার ধারণা হইল। রোগিণীও প্রকাশ করিলেন এই প্রকার উত্তাপযুক্ত গৃহে বাস করা হেতুই তাঁহার কষ্টের নিবারণ হইতেছে না। তাঁহার মস্তকের ভিতর "একরূপ অব্যক্ত, অস্থির ভাব হইতেছে"। তখন ২। ৩ মাত্রা গ্লোনইন সেবনের কিছুকাল পরেই প্রস্রাব হইল, এবং বমন নিবারণ হইয়া গেল। যে বার্লি পথ্য পূর্ব্বে একবারও পেটে থাকে নাই, তাহা আর বমন হইয়া উঠিয়া পড়িল না। রোগিণী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলেন।

ল্যাকেসিস্ — পুরাতন উপসর্গ। প্রলাপ বকা। নিতান্ত আতঙ্ক। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। মাথা ঘোরা। চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে এবং অকসিপাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, এই বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখশ্রী বসিয়া যায় অথবা স্ফীত এবং রক্তবর্ণ দেখায়। জিহ্বা প্যারালিসিস যুক্ত, নির্গত করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী সংকুচিত, গলাধঃকরণে কষ্টকর। দুর্গন্ধময় মল। ফুৎকার ভাব যুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস। গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারে না। বক্ষঃস্থল যেন আটিয়া আছে। হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড নিতান্ত সংকোচন অবস্থাপন্ন। কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না। নাড়ীর অবস্থা নানাপ্রকার। মাংস পেশীর আক্ষেপ। কম্পন। অপস্মার যুক্ত কনভালশন। অজ্ঞান অবস্থায় কোকান।

ন্যাট্রাম-কার্ব — নানা উপসর্গ। চিন্তা করিতে অক্ষম। মাথায় এমন বেদনা যেন বুদ্ধি লুপ্তের ন্যায় বোধ। রৌদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। চক্ষের সম্মুখে অসহ্য আলোকাভা প্রতিভাত হইতে থাকে কিম্বা কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি ঘোলা। হৃৎকম্পন। হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়। অতৃপ্তিকর নিদ্রা ও অস্থিরতা। সামান্য শ্রমেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সাইলিসিয়া — উত্তাপ হেতু বমনেচ্ছা ও পাকস্থলীর অসুখ। মাতালের ন্যায় শিরঃপীড়া। চক্ষে অন্ধকার দেখে ও মাথা ঘুরিতে থাকে। কোন কার্য্য করিতে অস্থিরতায় পতিত হয়। কোকান। মস্তকের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন ইহাতে কোন প্রাণী জন্মিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

থেরিডিয়ন্ — সর্য্যাঘাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা। অসহ্য শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে জাহাজ চলনি লাগার ন্যায় বমন এবং শীত ও কম্প। সামান্য গোলমাল শুনিলেই বৃদ্ধি। কপাল হইতে অকসিপাট প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনায় দপ্‌দপ করিতে থাকে। শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমন বৃদ্ধি হয়। চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে কঠিন এবং ভারী চাপ বোধ।

৩৬। সান্‌বারন একজিমা সোলারী অর্থাৎ সূর্য্য দগ্ধ নামক এক প্রকার চর্ম্ম পীড়া হইয়া চর্ম্মে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে।

তাহাতে— ক্যাম্ফা, মিউর-এসি, হ্রাস, গ্লিণ্ডেল, ব্যবহার করা যায়। উত্তাপ হেতু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে মাথায় শীতল জলের পটী দেওয়া যাইতে পারে।

# খাদ্য এবং পানীয় হেতু পীড়া।

৩৭। দুগ্ধপান হেতু পীড়া হইলে—(১) ব্রাই, ক্যালকে, নক্স-ভ; (২) সাল্ফা, এম্ব্রা, কার্ব-ভ, চায়না, কোনা, কপা, ইগ্নে, ক্যালমি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা, ন্যাটা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পালস, হ্রাস, সালফ-এসি।

৩৮। জলপান হেতু—(১) চায়না, মার্ক, পালস, হ্রাস, সালফ-এসি; (২) আর্স, ক্যাপসি, ক্যামো, ফেরা, ন্যাটা, নক্স-ভ, ভিরাট।

৩৯। বিয়ার নামক মদ পান হেতু—(১) আর্স, বেল, কলোসি, ফেরা, নক্স-ভ, পাল স, হ্রাস, সিপি, সাল ফা; (২) এলাম্, এসারাম্, মেজি, ইগ্নে, মিউর-এসি, ষ্ট্যান্না, ভিরাট।

৪০। লিমোনেড হেতু—সিলিনিয়াম্।

৪১। ব্রাণ্ডি নামক মদ্য হেতু—(১) নক্স-ভ, ওপি; (২) আর্স, ক্যালকে, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, ল্যাকে, লিডা, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরাট।

৪২। মদ্য হেতু—(১) আর্স, ক্যালকে, কফি, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, সাইলি, জিঙ্ক; (২) এণ্টি, আর্ণি, ন্যাটা, ন্যাটা-মি, পাল্স, সিলিনি, সাল্ফা।

৪৩। স্পিরিট জাতীয় পদার্থ হেতু—(১) আর্স, ক্যালকে, কার্ব-ভ, হেলে, হাইঅস, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সালফা; (২) এণ্টি, বেল, চেলিডো, চায়না, কফি, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, মার্ক, ন্যাটা, ন্যাটা-মি, নক্স-ম, হ্রাস, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট।

৪৪। রুটী সহ্য না হইলে—(১) ব্যারাই, ব্রাই, কষ্টি, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, পালস, হ্রাস, সিপি, ষ্ট্যাফি, (২) সিনা, কফি, ক্যাল্মি, নাইট্রি-এসি; নক্স-ভ, ফস্, সাল্ফা, জিঙ্ক।

৪৫। মাখন খাওয়া হেতু— আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, হিপা, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি।

৪৬। চর্ব্বি বা চর্ব্বি সংযুক্ত খাদ্য— (১) আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি, ট্যাবাক্স, থুজা; (২) কল্‌চি, সাইক্লে, ফেরা, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি।

৪৭। মাংস খাওয়া হেতু— ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ফেরা, মার্ক, পাল্‌স, রুটা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

৪৮। বাছুরের মাংস খাওয়া হেতু— ক্যালকে, কষ্টি, ইপিকা, সিপি।

৪৯। শূকরের মাংস খাওয়া হেতু— কার্ব্ব-ভ, কল্‌চি, ড্রসি, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স, সিপি।

৫০। ছছেজ নামক মাংস পাক নষ্ট হইয়া গেলে তাহা খাইয়া যে পীড়া— আর্স, বেল, ব্রাই, ফস্‌-এসি, হ্রাস্‌।

৫১। মৎস্য— কার্ব্ব-এনি, ক্যাল্‌মি, প্লাম্বা।

৫২। ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অথবা গুগ্‌লী আহার করিলে যে পীড়া কিম্বা উক্ত প্রাণীদ্বয়ের কোন একটী আহার করিয়া তৎপর দুগ্ধ খাইলে যে উৎকট পীড়া জন্মে—পাল্‌স।

৫৩। পচা মৎস্য— (১) কার্ব-ভ, পাল্‌স; (২) চায়না, হ্রাস্‌।

৫৪। বিষাক্ত শম্বুক বা ঝিনুক জাতীয় দ্রব্য আহারে— বেল্‌, কার্ব-ভ, ইউফরবি, লাইকো, হ্রাস্‌।

৫৫। তরমুজ খাওয়া হেতু— জিঙ্ক্‌।

৫৬। উদর স্ফীতকারক পদার্থ খাওয়া হেতু—(১) কার্ব-ভ, চায়না, নক্স-ভ, (২) ব্রাই, কুপ্রা, লাইকো, পিট্রো, পাল্‌স, সিপি, ভিরাট্‌।

৫৭। গোল আলু খাওয়া হেতু— এলাম্‌, এমোনি, সিপি, ভিরাট্‌।

৫৮। ফল ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) আর্স, ব্রাই, পাল্‌স, ভিরাট্‌; (২) চায়না, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, সিলিনি, সিপি।

৫৯। পিষ্টক ইত্যাদি খাওয়া হেতু—(১) ব্রাই, পাল্‌স, সাল্‌ফা, (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, ক্যাল্‌মি, ভিবাট্‌।

৬০। ডিম্ব খাওয়া হেতু— কলচি, ফেবা, পাল্‌স।

৬১। অম্লযুক্ত পদার্থ খাওয়া হেতু —(১) একোন্‌, আর্স, কার্ব-ভ, হিপা, সিপি, (২) এন্টি, ফেরা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস, ফস-এসি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ-এসি।

৬২। লবণযুক্ত দ্রব্য খাওয়া হেতু—(১) আর্স, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, ড্রসি, লাইকো।

৬৩। মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হেতু—একোন, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে, মার্ক, সিলিনি, জিঙ্ক।

৬৪। বরফ খাওয়া হেতু— আর্স, কার্ব-ভ, পাল্‌স।

৬৫। গোল মরিচ ইত্যাদি মসল্লা হেতু— আর্স, চায়না, সিনা, নক্স-ভ।

৬৬। পলাণ্ড খাওয়া হেতু— থুজা, নক্স-ভ।

৬৭। তামাক খাওয়া হেতু—(১) নক্স-ভ, পাল্‌স, (২) ইগ্নে, স্পাঞ্জি, ষ্ট্যাফি, (৩) একোন্‌, এন্টি, আর্নি, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ক্রেমা, ককিউ, কলোসি, কুপ্রা, ইউফ্রে, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস, ভিরাট্‌।

৬৮। প্রত্যেক খাদ্য আহারের কিঞ্চিৎ পরেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠে—(১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, ন্যাটা-মি, নক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) এমোনি, আর্স, ব্রাই, কোনা, সাইকে, গ্র্যাফা, ক্যাল্‌মি, লাইকো, ন্যাটা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, পাল্‌স, রুস, সিপি, সাইলি।

৬৯। আহারের পর কিঞ্চিৎ কাল উপশম বোধ— এনাকা, চেলিডো, লিথিয়াম্‌ পিট্রো।

৭০। আহারের পর পেট জ্বালার সঙ্গে ক্ষুধা বোধ— এলাম্‌ আর্জেণ্ট-না বোভি, লাইকো, ষ্ট্রনশি।

৭১। আহারের পর ক্ষুধা ও তৎসঙ্গে উদর শূন্য বোধ—
ক্যাল্কে, ক্যাসকেরি, চায়না, সিনা, গ্র্যাটি, লরোসি।

[পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা দেখ]।

## চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপ্শন্ কিম্বা কোন স্বাভাবিক ক্ষরণ বন্ধ হওয়া জনিত পীড়া বা উপসর্গ।

৭২। স্বাভাবিক নিঃসরণ অথবা কোন চর্ম্ম উদ্ভেদ অর্থাৎ ইরাপ্শন্ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা, (২) আস, কার্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ডাল্কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ফস্, ফস্ এসি, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, (৩) এম্ব্রা, এমোনি, এপিস, আর্ণি, অরা, ব্যারাই, সিনা, বারবেরিস, কুপ্রা, ফেরা, হিপা, হাইয়স্, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, মিউর এসি, আম্ব্রা, স্ট্র্যামো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ব্র্যানা, স্পাঞ্জ, এবং সেনিগা। (সিক্রেশান্ অর্থাৎ নিঃসরণ বসিয়া যাওয়া দেখ)।

(ক) ঠাণ্ডা লাগা হেতু উপরোক্ত ব্যাপার ঘটিলে—(১) একোন, ক্যামো, কফি, ডাল্কা, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) আস, বেল্, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, হাইয়স্, ইপিকা, ফস্, হ্রাস্, সাইলি, স্পাইজি, (৩) ক্যাল্কে, চায়না, কলোসি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, স্ট্র্যামো, নাইট্রি-এসি, নক্স ম, সেপি, সিপি, ভিরেট্রা (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা হেতু দেখ)।

(খ) আঘাতাদি হইতে ইরাপ্শান্ বসিয়া গেলে—(১) আর্ণি, সিকেউ, কোনা, হিপা, ল্যাকে, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফ-এসি; (২) একোন, এমোনি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, হউক্সে, নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, ফস্, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক; (৩) এলাম্, বেল্, বোরাক্স, কার্ব্ব ভ, ডাল্কা, আইয়ড্, পিট্রো, সাইলি।

(আঘাতাদি দেখ)

(গ) জলে দাঁড়াইয়া কাজকর্ম্ম বা বস্ত্রাদি ধৌত করা হেতু—(১) ক্যাল্কে, নক্স-ম, পাল্স, সার্সা, সাল্ফা; (২) এমোনি, এন্টি, বেল্, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি। (সর্দ্দি কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা দেখ)।

৭৩। হার্পিস্ এবং অন্যান্য ইরাপ্শান্ অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে—(১) বেল্, ব্রাই, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হিপা, ফস্-এসি, পাল্স, সাল্ফা; (২) একোন, এম্ব্রা, আর্স, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, মস্কাস্, ফস্, হ্রাস্, সার্সা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৭৪। রক্তস্রাব রোধ হইয়া গেলে অথবা রক্তমোক্ষণ অভ্যাস বন্ধ হইয়া গেলে (পূর্ব্বকালে অতি বলবান্ ব্যক্তিরা মধ্যেমধ্যে ফস্ত খুলিত অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিত) ইহাতে—(১) একোন্, বেল্, চায়না, ফেরা, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) আর্ণি, অরা, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, গ্র্যাফা, হাইয়স্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, হ্রাস্, সেনিগা, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো।

৭৫। পূঁয নিঃসরণ ও ক্ষত রুদ্ধ হইয়া গেলে—(১) বেল্, হিপা, ল্যাকে, সাইলি, সাল্ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৭৬। অর্শ বসিয়া গেলে—(১) একোন্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, এন্টি, আর্স, বেল্, ক্যাপ্সি, কষ্টি, চায়না, কলোসি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ক্যাল্মি, ল্যাকে, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, হ্রাস্, সিপি, সাইলি।

৭৭। লোকিয়া অর্থাৎ প্রসবের পর জরায়ু ক্লেদ নিঃসরণ বসিয়া গেলে—(১) কলোসি, হাইয়স্, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, হ্রাস্, সিকেলী, ভিরাট্, জিঙ্ক্; বেল্, ব্রাই, কোনা, ডাল্কা, পাল্স, সিপি, সাল্ফা।

৭৮। স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ ক্ষরণ বসিয়া গেলে— (১) বেল্, ব্রাই, ডাল্কা, পাল্স; (২) একোন, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, মার্ক, হ্রাস্, সাল্ফা।

৭৯। স্ত্রীলোকের ঋতু বসিয়া গেলে— (১) একোন্, ব্রাই, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ক্যাল্মি, লাইকো, পালস, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, আস, ব্যারাই, বেল্, ক্যাল্কে, কফি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কুপ্রা, ফেরা, আইয়ড্, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, ওপি, প্ল্যাটী, ফস, হ্রডো, স্যাবাই, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালি, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

৮০। ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে— (১) বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না ডাল্কা, ল্যাকে, সাইলি, সাল্ফা, (২) একোন, আর্স, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক নক্স-ম, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সিপি।

৮১। পদের ঘর্ম্ম বসিয়া গেলে— (১) কুপ্রা, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সিপি, সাইলি. (২) ক্যামো, মার্ক, ন্যাট্রাম, হ্রাস্।

৮২। সর্দ্দি এবং অন্যান্য মিউকাস্ মেম্ব্রেন্ হইতে রস ক্ষরণ বসিয়া গেলে— (১) একোন্, আস, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, সিনা, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা, (২) এম্ব্রা, এমোনি-মি, কার্ব-ভ, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ইপিকা, ক্যাল্মি, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস, হ্রডো, সেম্বু, সাল্ফা।

## আঘাত প্রাপ্তজনিত শক্ (Shock.) অর্থাৎ চমক লাগা হেতু পীড়া।

৮৩। আঘাত প্রাপ্ত হেতু পীড়া ও উপসর্গে নিম্ন লিখিত ঔষধ সমূহ বিশেষ ফলদায়ক:——

একোনাইট— আঘাত লাগা হেতু ভয় প্রাপ্ত হওয়া। প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়া দৃঢ়ভয়। অত্যন্ত অস্থিরতা। ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রখর। নাড়ী সূক্ষ্ম এবং কঠিন। আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্য; ইহাতে গাত্রের কাপড়

উন্মোচন করিলে শীত বোধ ও তৃষ্ণা এবং মাথা উঠাইলে মূর্চ্ছা। পদদ্বয় শীতল।

এমোনি-কষ্টিকায়্— বর্ণ ফেঁকাশে। নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি দুর্ব্বল এবং শুইয়া থাকিতে চায়।

আর্ণিকা—লোনছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা। মস্তিষ্কে আঘাত লাগা ও রক্তপাত। মাথা নিম্নদিক করিয়া রাখিতে চায়। মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞানতা। বমন ভাব। উঠিলে বা বেড়াইয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি, শয়ন অবস্থায় ভাল বোধ। মাথা বালিশ হইতে নিম্নে রাখিতে চায়। ধীর এবং দুর্ব্বল নাড়ী। গরম কাপড়ে গাত্র ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মুখ এবং মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ শীতল।

আর্সেনিকায়্— কোল্যাপ্স বা অবসন্নাবস্থা হইবার উপক্রম। চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল ও উজ্জ্বল। নাড়ী সূত্রবৎ। অস্থিরতা। তৃষ্ণা। ঘন ঘন ও অল্প অল্প পরিমাণ জলপান। জলপান মাত্র তৎক্ষণাৎ বমন। শরীরে উত্তাপ ভাল লাগে এবং গরম থাকিতে চায়। ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিতে পারেনা। মুখশ্রী মৃত ব্যক্তির ন্যায়।

ক্যালেমাস্—রক্তস্রাবের অনতিবিলম্বেই অত্যন্ত মূর্চ্ছা ও অজ্ঞানতা।

ক্যাম্ফোরা— হঠাৎ কোন শক্ত আঘাত লাগা। সমস্ত শরীর শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত। মুখ ফেকাশে এবং নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। ওষ্ঠদ্বয় নিস্তেজ। উদরাময়। নাড়ী মৃদু। স্নায়বীয় ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে মানসিক বোধ শূন্যতা। দীর্ঘ নিশ্বাস ও অল্প পরিমাণ নিশ্বাস। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

ক্যাপ্সিকায়্—শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্মযুক্ত চর্ম্ম। নাড়ী সূত্রবৎ। আভ্যন্তরিক জ্বালা এবং বাহ্যভাগে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীত বোধ। জবস্থবের ন্যায় অবস্থা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুলতা যেন সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

কার্ব-ভেজি—অজ্ঞান অবস্থা। কোন প্রকার উত্তেজক ঔষধে উপশম দেখা যায় না। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির লোপ। দুর্গন্ধময় বহু পরিমাণ মলত্যাগ বা উদয়। শীতল ঘর্ম্ম। নিশ্বাস প্রশ্বাসে গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ শরীরে রক্তাবর্ত্তন-ক্রিয়া ত। সূত্রবৎ নাড়ী।

ক্যামোমিলা—মানসিক উদ্বেগ এবং অসহ্য অবস্থা। বেদনায় যেন এলিয়ে পড়িয়াছে, কথা বলিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার বৃদ্ধি। ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম। চর্ম্ম সিক্ত, শীতল এবং ফেঁকাশে। কপাল দেশ ও শাখা সকল শীতল, গরম স্বেদ দিলে ভাল বোধ হয়।

চায়না—পুনঃ পুনঃ এবং অনবরত রক্তস্রাব হেতু অবসন্ন ও দুর্ব্বল অবস্থা। স্নায়বীয় অস্থিরতা। ব্যাকুল অবস্থা। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে এবং মৃত ব্যক্তির মুখশ্রীর ন্যায়। নাড়ী বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। বোধ হয় যেন দক্ষিণ দিকের হৃৎপিণ্ড হইতে উষ্ণরক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

কফিয়া—মানসিক এবং শারীরিক বোধ শক্তির আধিক্য। কোন প্রকার কার্য্য কিম্বা গাত্রে হস্তাদি প্রয়োগ সহ্য করিতে পারেনা, ইহাতে চিকিৎসারও অনেক ব্যাঘাত জন্মে; একাকী থাকিলেই চুপ করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত আলোক কিম্বা কোন গোলযোগ পূর্ণ শব্দ বাহিরে থাকে সে পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না।

কুপ্রাম্—এনসিফরম্ কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থির পশ্চাদ্দিকে অসাড় অবস্থা বোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস, এপাশ ওপাশ করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া লওয়া। প্রায়ই সূত্রবৎ নাড়ী। আক্ষেপের লক্ষণ। পাকস্থলী হইতে বমন ভাব, প্রলাপ ও বিকার। এমন কি মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা, তৎসঙ্গে কোলাপ্স বা অবসন্ন অবস্থা।

ডিজিটেলিস্—মৃদু গতি নাড়ী। মূর্চ্ছা এবং দুর্ব্বলতা. তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম। নীলাভযুক্ত ফেঁকাশে বর্ণ। কনীনিকার নিশ্চেষ্ট অবস্থা। দৃষ্টি বিভ্রম।

জেলসিমিয়াম্—অত্যন্ত ভয়। তৎসঙ্গে ক্লান্তি বোধ। অবসন্নতা ও নিদ্রালু অবস্থা। ব্যাকুলতা ও অজ্ঞান অবস্থায় বিড়বিড় করিয়া বকা। ফেঁকাশে মুখমণ্ডল। পৃষ্ঠদেশ ও শাখা সমূহে বেদনা। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ভয়।

হাইপারিকাম্—সমস্ত শরীর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তৎসঙ্গে মূত্রত্যাগ ইচ্ছা। মূত্ররোধ। থেতলে যাওয়া, ছিন্ন হওয়া, বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ক্ষত এবং তাহাতে নার্ভাসটিসু অর্থাৎ স্নায়ু সূত্র সমস্ত ব্যথিত হইলে। চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ লেছড়া ( Laserdtion ) হইয়া গেলে। মেরুদণ্ডের আঘাত। হস্ত পদের আঘাত।

হিপার-সাল্‌ফ—অল্প বেদনাতেই মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা হয় তৎপরে মাথা ধরে। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া লওয়া। শরীরের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক কম্প। অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত। মাথা সমস্ত দুর্ব্বল এবং লোনছা উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত।

হাইড্রোসায়েনি-এসি—সমস্ত শরীর শীতল এবং বহুক্ষণস্থায়ী সিন্‌কোপ্ অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা। বক্ষঃস্থলে ব্যাকুলতা এবং চাপ বোধ। হিক্কা। কোকান গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ এবং শ্বাস প্রশ্বাস মৃদুগতি। মুখশ্রী বিকৃত। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুর পাতা অসাড়। সূত্রবৎ নাড়ী।

ইপিকাক্‌য়ানা—শয্যাশায়ী অবস্থা। বমনেচ্ছা। ফেঁকাশে বর্ণ। বমন। শূল বেদনা ও উদরাময়। নিশ্বাস পথে যেন দমবন্ধের ন্যায় বোধ হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। শীত। হস্তপদ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মাক্ত। কনীনিকা প্রসারিত।

ল্যাকেসিস্—হাত পা গুটাইয়া পুটলির ন্যায় পড়িয়া থাকা। নাসিকা কর্ণ এবং কপাল অত্যন্ত শীতল। মাথা বোবা এবং চক্ষে দেখিতে অক্ষম। চর্ম্ম কোঁচান শীতল ও চক্‌চকে। নাড়ী সূত্রবৎ এবং বিলুপ্ত প্রায়। ঘন ঘন মুখ ব্যাদান ও খাবি খাওয়া। অত্যন্ত টানিয়া নিশ্বাস গ্রহণ। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলিমাময়।

মার্কিউরিয়াস্—হৃৎপিণ্ড যেন ডুবিয়া যাইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ন্যায় ভাব। তন্দ্রা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন চকিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে হৃৎকম্পন। সামান্য পরিশ্রমেই শরীর কম্পন। নাড়ী মৃদুগতি। ঘর্ম্ম হইয়া উপশম বোধ হয়না।

নক্স-মস্কেটা—সর্ব্বদা তন্দ্রা। গাত্র শীতল এবং অনাবৃত করিলে কষ্ট বোধ করে। পাকস্থলী হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত চাপনবৎ কষ্ট। মৃদু এবং ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও নিদ্রা যায়। উদরাময়

নক্স-ভমিকা—শীতল ঘর্ম্ম, ব্যাকুলতা ও শিরোঘূর্ণন। সঞ্চালন এবং গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিলে ভয় করে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা-বোধ, তৎসঙ্গে ক্রোধযুক্ত নৈরাশ্য। সামান্য কারণেই মূর্চ্ছা। আক্ষেপ। পেট ফাঁপা। কাল বর্ণের রক্তস্রাব।

ওপিয়াম্—অতি অল্প শ্বাস প্রশ্বাস। অসামঞ্জস্যভাবে চক্ষু স্থির-দৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা। ভয় প্রাপ্ত হওয়ার পর পীড়া।

ফস্ফরাস্—বাহ্য দৃষ্টিতে জীবন নাই বলিয়া বোধ হয় কিন্তু, তৎসঙ্গে কখন কখন কন্ভল্শান্ এবং তৎপরে ঈষৎ সবুজবর্ণের বমন। ভুক্ত তরল পদার্থ পাকস্থলীতে গিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইবা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সহজেই বহুপরিমাণে বমন হয়। মৃতের ন্যায় মুখশ্রী। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

সিকেলী—নিতান্ত শয্যা শায়ী অবস্থা। অত্যন্ত জলবৎমল। নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মৃদুগতি। হস্ত পদের অঙ্গুলি সমস্ত মৃতবৎ দেখায। ভার এবং ব্যাকুলতা জনক নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কোকান। ফাঁপা, গলা ভাঙ্গা শব্দ। অম্ল খাইবার ইচ্ছা। বস্ত্রাবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, যদিচ চর্ম্ম শীতল এবং চট্চটে ঘর্ম্ম যুক্ত তথা সামান্য গরম ও সহ্য হয় না। মূত্রাভাব ( (Suppression of urine )।

ষ্ট্রেন্শিয়ানা—রক্তস্রাব হেতু পুরাতন উপসর্গ। অত্যন্ত স্মৃতি বিভ্রম। চক্ষুর সম্মুখভাগে উজ্জ্বলবর্ণ সকল দৃষ্ট হয়। বাতের বেদনা। দুর্ব্বলতা। কম্প। ক্ষীণ শরীর। গরমে থাকিতে ইচ্ছা। কোন বস্তুর দক্ষিণভাগ মাত্র দেখিতে পায়।

ট্যাবেকাম্—শীতল ঘর্ম্ম। অনবরত মৃত্যুবৎ যন্ত্রণাসহ বমনেচ্ছা বা ফুকার। সঞ্চালন করিলে বমন, বমনান্তে ভাল বোধ। শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় শীতল। নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র ও মন্দগতি। শিরোঘূর্ণন ও অত্যন্ত শিথিল অবস্থা।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্—শীতল ঘর্ম্ম ( বিশেষ মুখ মণ্ডলে )। বমন, উদরাময় ও তৃষ্ণা। অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে প্রলাপ ও বিকার। ভীত এবং বাত্যাচ্ছন্ন, মনে করে যেন উড়িয়া যাইবে। জীবনে নৈরাশ্য। অত্যন্ত

দুর্ব্বলতা। হস্ত, পদ শীতল এবং ঝিঁঝিঁ ধরার ন্যায় বেদনা। (সময়ে সময়ে চিড়িক্ মারিয়া উঠে)। পানীয় দ্রব্য সেবনে শীত বোধ হয়। শীতল জল পানে অত্যন্ত ইচ্ছা। মুখ মণ্ডল মৃত ব্যক্তির ন্যায়। নাড়ী সূত্রবৎ। হাই তোলা। হিক্কা। বাক্‌শক্তি বিহীনতা। আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহে রক্তস্রাব। পেট শীতল বোধ হয়।

৮৪। আঘাতাদি জনিত পীড়া ও উপসর্গের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।:—

কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চমক্ লাগিলে এবং তজ্জনিত পীড়া ও উপসর্গে রোগীকে স্থিরভাবে এক শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় বিশ্রাম একটী প্রধান ঔষধ সন্দেহ নাই। মূর্চ্ছা ইত্যাদি হইলে মুখ ও চক্ষুতে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। গুরুতর আঘাত লাগিয়া চমক পাইলে যে পর্য্যন্ত এই চমক্ এক প্রকার দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পথ্য দেওয়া আবশ্যক করে না। তাহা দিলে অনেক সময় বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ঔষধ ও সামান্য পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। চমক লাগা কতক পরিমাণে দূর হইলে এমন পরিমাণ তরল পথ্য দিবে যাহাতে উদর বিশেষরূপ যেন পূর্ণ না হয়। নতুবা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা।

# অন্যান্য নানাবিধ কারণ জনিত পীড়া।

৮৫। ভ্রমণ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া হেতু পীড়া হইলে— আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, ফেরা, রাস্, থুজা, ভিরাট্।

৮৬। শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগা হেতু—(১) আর্ণি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, স্পাইজি; (২) একোন্, বেল্, ক্যাল্‌কে, সিনা, হিপা, ইগ্নে, নক্স-ভ, ফস্-এসি, রাস, রুটা, সালফা।

৮৭। গাড়ী কিম্বা অন্য কোন যানে চড়িয়া গমন এবং দোলান হেতু পীড়ায়—(১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সাল্‌ফা; (২) কল্‌চি, ফেরা, নক্স-ম, সিপি, সাইলি; (৩) বোরাক্স, কার্ব্বভ-

ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, কেলি, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, প্ল্যাটি, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৮৮। মানসিক শ্রম হেতু— (১) বেল্, ক্যাল্কে, ল্যাকে, নক্স-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) এনাকা, আর্জি, অরা, ককিউ, কলচি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ওলিয়েণ্ডা, প্ল্যাটী, স্যাবাডি, সিপি।

৮৯। মানসিক উত্তেজনা বা মনের উদ্বেগ হেতু—(১)একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, কফি, কলোসি, হাইয়স্, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, ভিরেট্রা; (২) আর্স, অরা, ক্যাল্কে, কষ্টি, ককিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, সিপি, সাল্ফা।

৯০। শারীরিক পরিশ্রম হেতু পীড়ায়— (১) একোন, আর্জি, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, কফি, মার্ক, হ্রাস্, সাইলি, ভিরাট্; (২) এলাম্, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, রুটা, স্যাবাই, সাল্ফা।

৯১। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু— (১) এণ্টি, আর্জি, ইপিকা, নক্স-ভ, পাল্স; (২) একোন্, আর্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, কফি, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, ষ্ট্যাফি; (৩) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ক্যামো, হিপা, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৯২। রাত্রি জাগরণ হেতু— (১) কার্ব-ভ, ককিউ, নক্স-ভ, পাল্স; (২) এম্ব্রা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, রুটা, স্যাবাইনা, সিলিনি, সিপি।

৯৩। পাথরের ধূলি-জনিত পীড়ায়— ক্যালকে-কা, সাইলি, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, সাল্ফা।

৯৪। অত্যন্ত মাতালদিগের পীড়ায়— (১) আর্স, বেল্, ক্যালকে চায়না, কফি, হেলে, হাইয়স্, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সাল্ফা; (২) এগার, এণ্টি, কার্ব-ভ, ইগ্নে, লিডা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, র‍্যানা, হ্রডো, রুটা, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্। [ ২৯৪ পৃঃ দেখ ]

৯৫। মাদক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায়—(১) এণ্টি, কার্ব-ভ, কফি, নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, ডাল্কা, নাইট্রি-এসি, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্। [২৯৪, ৩০৫ পৃঃ দেখ]

৯৬। রক্ত ও অন্যান্য জীবন-সংরক্ষক জলীয় পদার্থ (Animal fluid) অতিরিক্ত স্রাব হেতু পীড়ায়—(১) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, চায়না, সিনা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্-এসি, সাল্ফা, ভিরাট্; (২) আর্স, কোনা, ফেরা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, চায়না, পাল্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্কুইল, ষ্ট্যাফি। (দুর্ব্বলতা ১৯০ পৃঃ দেখ)।

৯৭। বিষযুক্তকীটাদির দংশন—লিডাম্ এসম্বন্ধে একটী অতিউৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মূল আরক দষ্ট স্থানে দংশন মাত্র প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ১ম ক্রম প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একোনাইট, আর্ণিকা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস্ এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রধান ঔষধ। যদি কোন কোমল এবং স্পর্শ বোধাধিক্য স্থানে দংশন করে এবং তাহাতে জ্বর ও প্রদাহ জন্মে তবে রোগীকে কর্পূর আঘ্রাণ করিতে দিবে; যদি তাহাতে ফল না হয় তবে একোনাইট খাইতে দিবে। জিহ্বায় বোল্তা কামড়াইলে একোনাইট এবং তৎপরে আর্ণিকা দিবে; যদি তাহাতে ফল না দর্শে তবে বেলেডোনা দিয়া পরে মার্কিউরিয়াস্ দিবে। চোক্ষে কামড়াইলে একোনাইট ও আর্ণিকা পর্য্যায় ক্রমে দিবে। একোনাইট একঘণ্টা অন্তর দিবে এবং আর্ণিকা ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্ত্তব্য।

হস্ত পদাদিতে বোলতায় দংশন করিলে তৎস্থানে চিনি প্রয়োগ করিয়া আমি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। অভাবেগুড় কিম্বা চিটাগুড় দিতে পারা যায়।

---

সপ্তম অধ্যায়।

# পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি

অর্থাৎ

যে যে অবস্থায় রোগাদি ও তৎলক্ষণ সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা ও তদনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন।

অনেক চিকিৎসক রোগের হ্রাস বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি করিয়া সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ঔষধ নির্ব্বাচন ক্রিয়ার অনেক সাহায্য হয়।

# সময়ানুযায়ী পীড়ার বৃদ্ধি।

১। বেদনা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হইলে—(১) এম্ব্রা, এমোনি, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, বেল [illegible], ক্যাপ্সি, কষ্টি, কলোসি, ডাল্কা, ইউফ্রে, হেলে, হাইয়স, [illegible] সি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্স, [illegible] সাল্ফ-এসি, থুজা, জিঙ্ক, (২) এন্টি, এসা [illegible], কার্ব-এসি, কার্ব-ভ, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ইগ্নে, লবোসি, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে মিউ, মেজি, ন্যাট্রা-মি, ন্যাট্রাম, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস-এসি, পডো, হ্রাস্, সেনিগা, সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি সাল্ফা, টার্টা।

২। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবার সময় এবং শয়ন করিলে (দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে) পীড়ার বৃদ্ধি—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যানা, কাব, ক্যাল্কে, কাব ভ গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ফস, পাল্স, সিলিনি, সিপি, (২) এলাম্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, অরা, ক্যালাডি, কার্ব-এনি, কষ্টি চায়না, ককিউ, ডাল্কা, ইগ্নে, ইপিকা, ক্যাল্মিয়া, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ন্যাট্রা সা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্ এসি, র্যানা, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্রনশি, সাল্ফা, এসিড্-সাল্ফ, টার্টা, থুজা, ভিরাট্।

৩। রাত্রে বৃদ্ধির পক্ষে:—(১) একোন, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো চায়না, সিপা, কলোসি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রাম, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স হ্রাস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্রন্শি, সাল্ফা, থুজা, (২) এন্টি, অরা, ব্যারাইটা ব্রাই, ক্যাম্ফ্, ক্যান্থা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, কফি. ক্রোকা, কুপ্রা, এলোজ, হাইয়স্, ক্যাল্মি, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে, মেজি, ন্যাট্রা-সা, নক্স-ভ, প্লাম্বা, র্যানা।

৪। নিদ্রাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে—(১) এলাম্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, হিপা, ল্যাকে, মার্ক, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, পাল্স, সেম্বু,

সাইলি, ষ্ট্যামো. সাল্ফা; (২) একোন, এনাকা, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, সিনা, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ইগ্নে, মিউর-এসি, ষ্ট্যাট্য-মিউ, নক্স-ভ, ওপি, ফস্-এসি, হ্রাস্, রুটা, থুজা।

৫। রাত্রি দুই প্রহরের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধি—(১) এলাম্, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, হিপা, ক্যাল্কে, ল্যাকে, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, আর্ণি, অরাম্, ক্যাল্কে, ক্যানা ক্যান্থা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, ড্রসি, ক্রোকা, চায়না, ফেরা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ষ্ট্যাট্যাম, ষ্ট্যাট্য-মিউ, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, র‍্যানা, পডো, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সেপ্ল, সাইলি, স্কুইল, সাল্ফ-এসি, ষ্ট্যাফি, থুজা ও ভিরাট্।

৬। প্রাতে বৃদ্ধি হইলে—(১) এম্ব্রা, এমোনি, এমোনি-মিউ, এন্টি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব ভ, সিনা, ক্রোকা, ড্রসি, গুয়াই, ইগ্নে, ষ্ট্যাট্য-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, ব্রাই, স্কুইল, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, এন্টি, অরা, কার্ব্বলি-এসি, ককিউ, কোনা, হিপার, ক্যাল্মি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, স্যাবাইনা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, টার্টা, থুজা।

৭। বেলাদুই প্রহরের পূর্ব্বে কিম্বা প্রাতে কিছু আহারেরপর বৃদ্ধি—(১) কার্ব্ব-ভ, ষ্ট্যাট্য-ম, ষ্ট্যাট্য-মিউ, নক্স-ম, সিপি; (২) এমোনি, এনাকা, আর্স. ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, ক্যালি, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্যাবাডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফিউ-এসি, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৮। দুইপ্রহরের পর আহারান্তে বৃদ্ধি—এলাম্, এসাফি, বেল্, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক,

এমোনি-মিউ , এন্টি , বোরাক্স , ক্যাল্কে , ক্যাম্ফা , সিকিউ , কল্চি , কোনা , গ্র্যাফা , ইগ্নে , মস্কাস , মিউর-এসি , ন্যাট্রা-মিউ , সার্সা , সিলিনি, ভ্যালিরি।

৯। নিদ্রার পর অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলে— এনাকা , ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা , ল্যাকে , ষ্ট্যান্না , সাল্ফা , থুজা।

## পরিপাক কার্য্যানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি।

১০। প্রাতে কিছু আহারের পূর্ব্বে যে প্রকার অবস্থা থাকে আহারের পর তাহা ভাল বোধ হয় — ব্যারাইটা , ক্যাল্কে , গ্র্যাফা , হিপা , ইগ্নে , আইয়ড্ , নক্স-ভ , পিট্রো , প্ল্যাটী , হ্রাস্ , সিপি , ষ্ট্যাফি , সাল্ফা।

১১। আহারের পর উপশম বোধ— ( ১ ) এম্ব্রা , ক্যাল্কে , ক্যানা , ফেরা , ইগ্নে , আইয়ড্ , ল্যাকে , ন্যাট্রা , ফস্ , স্যাবাডি , ষ্ট্রনৃশি , জিঙ্ক্ ; ( ২ ) এলাম্ , এম্ব্রা , এনাকা , ব্যারাইটা , ক্যাপ্সি , চায়না , গ্র্যাফা , লরোসি, পাল্স , হ্রাস্ , সিপি , স্পাইজি , সাল্ফা।

১২। আহারের সময় বেদনা বৃদ্ধি— ( ১ ) এমোনি , ব্যারাইটা , কার্বলি-এসি , কার্ব-ভ , ককিউ , গ্র্যাফা , হিপা , লাইকো , ন্যাট্রা-মিউ , নাইট্রি-এসি , ফস্ , পাল্স , সিপি ; ( ২ ) এম্ব্রা , আর্ণি , বোরাক্স , ক্যাল্কে , কষ্টি , ক্যামো , সিকিউ , কোনা , ম্যাগ্নে-মিউ , নক্স-ভ , ফস-এসি , সাইলি , সাল্ফা , ভিরাট্।

১৩। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি— এমোনি-মিউ, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ , কষ্টি , ক্যামো , কোনা , গ্র্যাফা , ল্যাকে , ন্যাট্রা-মিউ , নাইট্রি-এসি , নক্স-ভ , ফস্ , হ্রাস্ , সিপি , সাল্ফা , থুজা , জিঙ্ক্।

১৪। আহারান্তে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা বেদনা বৃদ্ধি হয় — এমোনি , এনাকা , আর্স , ব্রাই , ক্যাল্কে , কার্ব-ভ , কষ্টি , চায়না, কোনা , ল্যাকে , লাইকো , ন্যাট্রা-মিউ , নাইট্রি-এসি , নক্স-ভ , ফস্ , সিপি , সাইলি , সাল্ফা , জিঙ্ক্ ; ( ২ ) এমোনি-মিউ , এন্টি , বোরাক্স্ ,

কার্ব-এনি, ক্যাম্ফো, সিনা, ককিউ, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা, পিট্রো, ফস্-এসি, পাল্স, ব্যানা স্পাইল, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, থুজা।

১৫। মদ্য পানের পর বৃদ্ধি— আর্স, বেল্, ক ... র্ব-ভ, চায়না, ককিউ, ফেরা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, হ্রাস্, স ... ভিরাট্।

১৬। অতিশয় তামাকের ধূমপানের দরুণ রো ... উৎপত্তি কিম্বা বৃদ্ধি—(১) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি; (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, এণ্টি আর্ণি, ব্যারাইটা, কার্ব-এনি, চায়না, ক্যাল্কে, জেল্স, ককিউ, কুপ্রা, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, পিট্রো, রুটা, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি।

## পীড়ার বৃদ্ধি

(ঋতু এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে)

১৭। বসন্ত কালে বেদনা বৃদ্ধি কিম্বা বেদনা উঠিলে—(১) কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, হ্রাস, ভিরাট্, এম্ব্রা, অরা, বেল্, ক্যাল্কে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ! পাল্স।

১৮। গ্রীষ্মকালে—(১) বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, কার্ব-ভ, ল্যাকে, ডাল্কা, (২) লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, সাইলি, হ্রডো।

১৯। শরৎকালে—(১) ক্যাল্কা, কল্চি, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, পিট্রো, হ্রডো, হ্রাস, ভিরেট্রা, (২) অরা, ব্রাই, চায়না।

২০। শীতকালে—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, ক্যাম্ফো, কল্চি, ডাল্কা, ইপিকা, নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস, সাল্ফা, ভিরেট্রা, (২) এমোনি, অরা, ক্যাম্ফ্, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, ফস্, পাল্স, হ্রডো, সিপি।

২১। কৃষ্ণপক্ষে—(১) এলাম্, ক্যাল্কে, স্যাবাডি, সাইলি; (২) এমোনি, কষ্টি, কুপ্রা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা, সিপি, সাল্ফ্যু'জা।

২২। নূতন চন্দ্রে—এলাম্, এমোনি, ক্যাল্কে, কষ্টি, কুপ্রা, লাইকো, স্ট্যাবাডি, সিপি, সাইলি।

২৩। পূর্ণিমা তিথিতে—এলাম্, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা, স্ট্যাবাডি, সাইলি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

২৪। শুক্ল পক্ষে অর্থাৎ চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিকালে— এলাম্, ডাল্কা, থুজা।

## বায়ুর পরিবর্ত্তনানুসারে।

২৫। গরমের সময় বেদনার বৃদ্ধি হইলে—(১) ব্রাই, ব্রুডো, সিপি, সাইলি; (২) কার্ব-ভ, কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্।

২৬। ঝড় বাতাসে—(১) ব্রাই, সাইলি, (২) কার্ব-ভ, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, নক্স-ম, নক্স ভ, পাল্স, ব্রুডো, সাইলি, ভিরেট্রা, ব্রাস্।

২৭। সামান্য প্রবল বায়ুতে—(১) কার্ব-ভ, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, সাল্ফা, (২) একোন, আস´, অরা, বেল্, চায়না, কোনা, গ্র্যাফা, মিউর-এসি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, থুজা।

২৮। উত্তর-বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে—একোন্, কষ্টি, হিপা, নক্স-ভ, সিপি, সাইলি।

২৯। পূর্ব্ব বায়ুতে—(১) একোন্, ব্রাই, কার্ব-ভ, হিপা, সাইলি, (২) কষ্টি, নক্স-ভ।

৩০। দক্ষিণ বায়ুতে—ব্রাই, কার্ব-ভ, ব্রুডো, সাইলি।

৩১। পশ্চিম বায়ুতে— ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ব্রুডো, ব্রাস্, ভিরাট্।

৩২। সায়াহ্ন কালীন শীতল বাতাসে—(১) এমোনি, কার্ব্ব-ভ, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সাল্ফা, (২) বোরাক্স, মেজি, নক্স-ম, প্ল্যাটী।

৩৩। ভ্রমণ করিবার সময় খোলা বাতাসে—(১) এমোনি, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ক্যামো, ককিউ, কফি, কোনা, কেলি,

লাইকো, স্যাট্রা, নক্স-ম, নক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, (২) এলাম্, ব্রাই, ক্যাম্ফ্, কার্ব-ভ, চায়না, ফেরাম্, গুযাই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক নাইট্রি-এসি, পিট্রো, পাল্স, হ্রাস্, সিলিনি, স্পাইজি, সাল্ফিউ-এসি, থুজা, ভ্যালিবি, ভিরেট্রা।

৩৪। গৃহে বদ্ধ থাকা হেতু—(১) এলাম্, এসাফি, ক্রোকা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাই, (২) একোন্, এম্ব্রা, এনাকা, এন্টি, ব্যারাইটা, গ্র্যাফা, হেলে হিপা, ইপিকা, লাইকো, মেজি, মস্কাস, ন্যাট্রা-মিউ ওপি, প্ল্যাটী, সাবসা, সেলিনা, সিপি, স্পঞ্জি ষ্ট্রনশি, থুজা।

## সর্দ্দি, ভিজা, এবং ঠাণ্ডা লাগা হেতু।

[ ১৮৫ পৃঃ দেখ ]

৩৫। শীতল বাতাসে বেদনা হইলে—(১) আর্স, ব্যারাইটা, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ্, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, ডাল্কা, হেলে, নক্স-ম, নক্স-ভ, হ্রডো, হ্রাস, স্যাবাডি, (২) একোন, এমোনি, এনাকা, অরা, বোরাক্স, কার্ব্ব এনি, কার্ব্ব-ভ, কল্চি, হিপা, হাইষস্, ইগ্নে, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, নাইট্রি-এসি, ফস, ফস এসি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, ষ্ট্রনশি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, থুজা।

৩৬। কোন হাত বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে—বেল্, ক্যাম্মো, হিপা, পাল্স, হ্রাস, সিপি, সাইলি।

৩৭। শরীরের কোন একভাগ অনাবৃত থাকা হেতু—(১) আর্স, অরা, ককিউ, কোনা, হিপা, কষ্টি, মার্ক, মস্কাস্, নক্স-ভ, হ্রাস্, সেপ্ন, স্কুইল, সাইলি, ষ্ট্রনশি, (২) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাম্ফ্, কষ্টি, সিকিউ, ক্রেমা, কল্চি, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, স্যাট্রা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ম, ফস্, স্যাবাডি, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৩৮। শীতল এবং ভিজা বায়ুতে—(১) এমোনি, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ম, হ্রডো, হ্রাস্, ভিরেট্রা, (২) বোরাক্স, কার্ব্ব-এনি, চায়না, কল্চি, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্স, রুটা, সারসা, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা।

৩৯। ভিজা অবস্থায় থাকিলে—(১) আর্স, ক্যাল্কে, কল্চি, ডাল্কা, নক্স-ম, পাল্স, হ্রাস্, সাবসা, সিপি, (২) বেল্, ব্রাই, হিপা, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ফস্, সাল্ফা।

৪০। জলে থাকিয়া কার্য্য করা অর্থাৎ কাপড় ধোয়া ইত্যাদিতে—(১) এমোনি, এন্টি, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ক্রেমা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস, পাল্স, হ্রাস্, সাবসা, সিপি, সাল্ফা, (২) একোন্।

৪১। প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়—(১) ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, ডাল্কা, ল্যাকে মার্ক, ব্রাস, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্ (২) গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, হ্রডো।

[ উত্তাপ হেতু ২০০ পৃঃ দেখ ]

৪২। উত্তাপের পরিবর্ত্তন হেতু বেদনা জন্মে—আর্স, কার্ব-ভ, ডাল্কা, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, র‍্যানা, হ্রডো, হ্রাস্, সাল্ফা, ভিরেট্রা।

৪৩। সাধারণতঃ গরমে হইলে—এম্ব্রা, আর্স, অরা, ক্যাম্ফ, ক্যানা, কার্ব্ব-ভ, ড্রসি, আইযড্, লিডা, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, সিকেলী, সেনিগা, থুজা।

৪৪। গরম বাতাস বা গরমের সময়—এন্টি, ব্রাই, কার্ব-ভ, ককিউ, কল্চি, আইযড্, ল্যাকে, পাল্স, সাল্ফা।

৪৫। শয্যার গরমে বৃদ্ধি—(১) আর্স, বেল্, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, ড্রসি, গ্র্যাফা, লিডা, লাইকো, মার্ক, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাই, সাল্ফা, ভিরেট্রা, (২) এম্ব্রা, ক্যাল্কে, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, কেলি, লিডা, লাইকো, ফস্, ফস্-এসি, স্পঞ্জি, থুজা।

৪৬। অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি— একোন্, এলাম্, এনাকা, এন্টি, আর্নি, সিনা, কল্চি, ক্রোকা, আইযড্, ন্যাট্রা মিউ, ওপি, ফস্, প্ল্যাটী, পাল্স, স্তাবাই, স্পঞ্জি, সাল্ফা, থুজা।

৪৭। সুর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি হইলে— এগাব্, এন্টি, আর্নি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ্, ইউফর্, সাল্ফা, ভ্যালিরি, সিলিনি।

## চাপন লাগা।

৪৮। পীড়ার স্থানে চাপন লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি—(১) এগার্, এনাকা, ব্যারাইটা, ব্রাই, সিনা, হিপা, কেলি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, প্ল্যাটী, সাইলি।

## সংস্থিতি।

[পোজিসন্ দেখ।]

৪৯। উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি— (১) একোন্, আর্নি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্স, হ্রাস্, সাল্ফা, (২) ক্যামো চায়না, কোনা, লাইকো, ওপি, ভিরাট্।

৫০। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি— বেল্, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, ফেরা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্স, হ্রাস্, রুটা, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, টার্টা, থুজা, ভিরাট্।

৫১। বেদনাযুক্ত অঙ্গ প্রসারণ করিলে বৃদ্ধি— এলাম্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কোনা, হিপা, ক্যাল্মি, ম্যাগ্নে, রুটা, সিপি, সাল্ফা, থুজা।

৫২। উপুড় হইলে— একোন্, এলাম্, ব্যারাইটা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপা, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভ্যালিরি।

৫৩। দাঁড়াইলে—এগার্, এমোনি-মিউ, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্সি, কষ্টি, ককিউ, কোনা, ম্যাগ্নে, পিট্রো, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৪। বসিলে—(১) এগার্, এম্ব্রা, আর্স, এসাফি, ব্যারাই, ক্যাপ্সি, সিনা, ফেরা, গুয়াই, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ ন্যাট্রা, প্ল্যাটী, পাল্স, রুটা, সিপি, (২) একোন্, এলাম্, এনাকা, কষ্টি, চায়না, ডাল্কা, ইউফর, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, ওপি, ফস্-এসি, হুডো, হ্রাস্, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, টার্টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্।

৫৫। বিশ্রাম অবস্থায়—(১) এগার্, এসাফি অরা, ক্যাপ্সি, কোনা, ড্রসি, ডাল্কা, ইউফর, ফেরা, ল্যাকে, ফস্-এসি, পাল্স হ্রাস্, সেম্বু, সাল্ফা, ভ্যালিরি; (২) এমোনি-মিউ, চায়না, কলোসি, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, মস্কাস্, রুটা, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যান্না।

৫৬। শয়ন অবস্থায়—একোন্, এমোনি-মিউ, আর্স, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কলোসি, কুপ্রা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস্' সিপি, সাইলি।

৫৭। একপার্শ্বে শয়ন করিলে—একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-এনি, সিনা, ফেরা, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাডি, সাইলি, ষ্ট্যান্না।

৫৮। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে—এমোনি-মিউ, কষ্টি, বোরা, কুস, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না।

৫৯। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে—একোন্, এমোনি, কলচি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, থুজা।

৬০। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে যত বেদনা অনুভব না হয়, বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহা অপেক্ষা বেদনা অধিক হইয়া থাকে— এম্ব্রা, আর্নি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কলচি, ম্যাগ্নে, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্যান্না।

৬১। অবস্থিতি-পরিবর্ত্তনে— ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, র‍্যানা।

## শরীর সঞ্চালন কার্য্য।

৬২। সাধারণ শরীর সঞ্চালন জন্য বেদনার বৃদ্ধি— আর্ণি, বেল্, ব্রাই, কল্চি, ইগ্নে, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, ইপিকা, লিডা, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, স্পাইজি, ষ্কুইল্, ষ্ট্যাফি।

৬৩। কেবল মাত্র পীড়িত অঙ্গ সঞ্চালনে— আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাপ্সি, ক্যামো, চায়না, ককিউ, ফেরা, গুয়াই, লিডা, মার্ক, মেজি, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

৬৪। পীড়িত অঙ্গ উত্তোলন করিলে— আর্ণি, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা, ফেরা, গ্র্যাফা, কেলি, লিডা, ন্যাট্রা, পাল্স, সাইলি।

৬৫। পীড়িত অঙ্গ ঘুরাইলে কিম্বা নোয়াইলে—এমোনি-মিউ, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, ব্রাই, চায়না, সিকিউ, হিপা, ইগ্নে, কেলি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না।

৬৬। কোন প্রকার শকটারোহণ করিয়া ভ্রমণে বা কোন প্রকার দোলায় ঝুলিলে— (১) আর্স, ককিউ, পিট্রো, সাল্ফা, (২) কল্চি, ফেরা, নক্স-ম, সিপি, সাইলি, (৩) বোরাক্স, কার্ব্ব-ভ, ক্রোকা, কল্চি, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, ফস্, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৬৭। ভ্রমণে— আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কল্চি, কোনা, ডিজি, গ্র্যাফা, হেলে, হিপা, লিডা, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, সারসা, সিপি, ষ্কুইল্, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি, ভিরাট্।

৬৮। দৌড়াইলে বা দ্রুত ভ্রমণ করিলে—আর্ণি, আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, ক্যাল্‌মি, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, হ্রাস্, সেনিগা, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

৬৯। অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণে—আর্স, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি সাল্‌ফিউ-এসি।

৭০। কোন উচ্চস্থানে আরোহণ হেতু—একোন্, এলাম্, আর্স, অরা, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ক্যানা, মার্ক, নক্স-ভ, পিট্রো, হ্রাস্, সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা, থুজা।

৭১। অযথা পাদবিক্ষেপে—আর্ণি, ব্রাই, সিকিউ, কোনা, পাল্‌স, হ্রাস্।

৭২। শারীরিক পরিশ্রম হেতু—একোন্, আর্ণি, আর্স, ব্রাই ক্যাল্‌কে, চায়না, ককিউ, কফি, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, সাইলি সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৭৩। হাস্য করার দরুণ—আর্স, বেল্, বোরাক্স, কার্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে, ফস্, ষ্ট্যান্না।

৭৪। কাশিলে—একোন্, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে কার্ব-ভ, ড্রসি, হিপা, ইপিকা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা, ভিরেট্রা।

৭৫। হাঁচিব দরুণ বেদনা হইলে—একোন্, এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, সিনা, লাইকো, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, স্পাইজি।

৭৬। নাসিকায় আঘাত লাগার দরুণ—আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, সিপি, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৭৭। গান করার দরুণ—এমোনি, ড্রসি, হিপা, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা।

৭৮। কথা কহার দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) এনাকা, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা; (২) একোন্, এলাম্,

এম্ব্রা, এম্মোনি, অরা, ক্যানা, চায়না, ডাল্কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মিউ, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস্, সিলিনি, সাইলি, ভিরেট্রা।

# মানসিক গতি ইত্যাদি।

৭৯। মন চঞ্চল হইলে বেদনার বৃদ্ধি—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, পাল্স, ষ্ট্যাফি; (২) আর্স, অরা, কষ্টি, ককিউ, কফি, হাইযস্, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ওপি, প্ল্যাটী, হ্রাস্, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ভিরাট্।

৮০। নির্জ্জনে থাকা হেতু—আর্স, কোনা, ডসি, মেজি, ফস্, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক্।

৮১। লোক সংসর্গ হেতু—(১) ব্যারাইটা, হাইয়স, লাইকো, ন্যাট্রা, পাল্স, হ্রাস্, এম্ব্রা, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কোনা, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রাম, পিট্রো, ফস, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

৮২। মানসিক পরিশ্রমের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি হইলে—(১) বেল্, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা; (২) এম্ব্রা, এনাকা, আর্ণি, আস, অরা, বোরাক্স, ককিউ, লাইকো, ন্যাট্রা, ওলিয়েণ্ডা, স্যাবাডি, সিলিনি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৮৩। অধ্যয়নের দরুণ বেদনা বৃদ্ধি—(১) এগ্নাস্, অরা, ক্যাল্কে, সিনা, ককিউ, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, সাইলি; (২) এসাফি, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কফি, ডাল্কা, ইগ্নে, ন্যাট্রাম্, ওলিয়েণ্ডা, হ্রডো, রুটা, স্যাবাডি, সাল্ফা, সাল্ফিউ-এসি।

৮৪। লিখন হেতু— এসাফি, অরা, ক্যাল্কে, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মিউ, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক্; (২) বোরাক্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, লাইকো, নক্স-ভ, হ্রাস, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৮৫। প্রচুর আলো হেতু—(১) একোন্, বেল্, ক্যাল্‌কে, কল্‌চি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, লাইকো, মার্ক, ফস, ষ্ট্র্যামো; (২) আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাম্ফো, চায়না, কফি, হেলে, হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রাম, নক্স-ভ, ফস্-এসি, পাল্‌স, হ্রাস, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৮৬। গোলমাল হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন্, আর্ণি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফো, কফি, কোনা, লাইকো, ন্যাটাম, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি; (২) এগ্নাস, অরা, ব্রাই, কার্ব-এনি, চায়না, কল্‌চি, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, পিটো, ফস, পাল্‌স, জিঙ্ক্।

৮৭। প্রখর গন্ধ হেতু বৃদ্ধি—(১) একোন্, অরা, বেল্, ক্যাম্ফো, চায়না, কফি, কলচি, গ্র্যাফা, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্; (২) ব্যারাই, কোনা, হিপা, ইগ্নে, কেলি, ফস-এসি, সিলিনি, সিপি, সাইলি।

---

# পীড়ার হ্রাস বা উপশম বোধ।

---

১। কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বেদনার হ্রাস বোধ হয়—বেল্, কার্ব্ব-ভ, কেলি, মার্ক, নক্স-ভ, পডো, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি।

২। বেদনার স্থানে চাপন দিলে উপশম বোধ—(১) এমোনি-মি, কোনা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা, ফস্-এসি, ষ্ট্যান্না, (২) এলাম্, এনাকা, আর্স, অরাম্, ব্রাই, কোকা, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, ফস্, হ্রাস, সাল্‌ফ-এসি।

৩। বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে হ্রাস বোধ—ক্যাম্ফ্। (অন্য বিষয়ে চিন্তা নিবেশিত করিলে বেদনা হ্রাস বোধ—পাইপার—মেথিষ্টিকাম্)।

৪। শকটারোহণে উপশম বোধ—গ্রাফা, নাইট্রি-এসি।

৫। ভ্রমণে উপশম—(১) এমোনি-মি, আর্স, ডাল্‌কা, ফেরা, ম্যাগ্নে-কা, মস্কাস্, পাল্‌স, হ্রাস্, সিপি, (২) এগার্, এলাম্, আর্জ, অরা, ক্যাপ্‌সি, কোনা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, স্যাবাডি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

৬। কাফি খাইলে উপশম— আস, ক্যামো, কলোসি।

৭। সঞ্চালনে উপশম বোধ— (বিশ্রামে পীড়ার বৃদ্ধি, ৫৫ পেবা ৩১৫ পৃঃ দেখ)।

৮। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম— (৩১৬ পৃঃ উত্তাপে পীড়াব বৃদ্ধি দেখ)।

৯। পোজিসন্ বা অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম— আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ফস-এসি, পাল্স, ভ্যালিবি।

১০। শয়ন অবস্থায় উপশম—এলাম্, আর্নি, আর্স, ব্রাই, ক্যাম্বা, কার্ব-এনি, কুপ্রা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা মার্ক, ন্যাটা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, নক্স-ভ, স্কাবাডি, স্পাইজি স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

১১। একপার্শ্বে শয়নে উপশম— আর্নি, আর্স, নক্স-ভ, ফস, সিপি।

১২। পীড়িত পার্শ্বে শয়নে উপশম— এম্ব্রা, আর্নি, ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, কলোসি, ইগ্নে, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যান্না।

১৩। বিশ্রামে উপশম— (শরীর সঞ্চালন কার্য্যে বৃদ্ধি ৩১৬ পৃঃ দেখ)।

১৪। নিদ্রা হইলে উপশম—একোন, এনাকা, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, কল্চি, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্কুইল, ষ্ট্যাফি, থুজা।

১৫। দণ্ডায়মান হইলে উপশম— আর্স, বেল্, ক্যাল্কে, কল্চি, গ্র্যাফা, ইপিকা, মার্ক, মিউর-এসি, ফস্, প্লাম্বা।

১৬। রৌদ্রতাপে উপশম— কোনা, প্ল্যাটী, ষ্ট্যামো, ষ্ট্রন্শি।

১৭। ঘরের ভিতর থাকিলে উপশম বোধ— ৩১১ পৃঃ ও ৩১২ পৃঃ খোলা বাতাসে বৃদ্ধি দেখ।

# অষ্টম অধ্যায়।

## পোজিসন্ ( Position )

### অর্থাৎ

( শয়ান, অবস্থিতি এবং সংস্থিত ইত্যাদি )

[ ৩১৪ পৃঃ দেখ ]

---

সময় বিশেষে রোগীর "পোজিসন্" দ্বারা সুচতুর চিকিৎসক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় "পোজিসন্" হইতেও ঔষধ নির্ব্বাচন করার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। রেমিটেণ্ট ফিবার ও কাশি হইয়া একটী রোগী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে; বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া এটী ফস্‌ফরাস্ কেস্ বলিয়া আমার অনুমান হইল; পরে ভৈষজ্যতত্ত্ব সহ মিলাইয়া দেখিলাম ফস্‌ফরাসই ইহার প্রকৃত ঔষধ; এবং ফস্‌ফরাস্ দ্বারা সে রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

১। নিদ্রাবস্থায় বাহু মাথার উপর প্রসারিত করিয়া রাখে—(১) চায়না, নাইট্রি-এসি, প্ল্যাটী, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাল্‌ফা, ভিরাট্; (২) ষ্ট্র্যামো, ক্যাল্-কা।

২। মস্তকের নীচে বাহু রাখিলে—একোন্, ককিউ, ম্যাগ্নে. ফস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, টার্টা, ক্যাজুপুটাম্।

৩। বাম হস্ত মস্তকের উপরে রাখিলে—ভিজি।

৪। উভয় হাত মস্তকের উপরে রাখিলে—পাল্‌স।

৫। বাম হস্ত মস্তকের পশ্চাৎদিকে রাখিলে—একোন্।

৬। এক হস্ত মস্তকের পশ্চাৎদিকে রাখিলে—কলোসি।

৭। পেটের উপরে হাত রাখিলে—ম্যাগ্নে, প্ল্যাটী, পাল্‌স।

৮। দস্তুর মত পা প্রসারিত করিয়া শয়ন—(১) কার্ব-ভ, প্ল্যাটী, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো; (২) ষ্ট্যান্না, পাল্‌স।

৯। এক পায়ের উপরে অন্য পা রাখিয়া শয়ন—হ্রডোডেন্।

১০। হাঁটু গুটাইয়া শয়ন— এম্ব্রা, ম্যাগ্নে, ভাইওলা-ওডো, মার্ক-কর।

১১। হাঁটু বুকেরদিকে উঠাইয়া শয়ন— কার্ব-ভ, ক্যাম্মো, মার্ক, ওপি, প্লাম্বাম্, পাল্স, ভাইওলা-ওডো।

১২। দুই পা প্রসারিত ও ফাঁক করিয়া শুইলে— নক্স-ভ।

১৩। সম্মুখদিকে মাথা নোয়াইয়া শয়ন— একোন্, ফস্, পালস।

১৪। পার্শ্বদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন— সিনা, স্পঞ্জি।

১৫। পশ্চাৎদিকে মাথা বক্র করিয়া শয়ন— বেল্, চায়না, হেলে, হিপা, নক্স-ভ।

১৬। চীৎ হইয়া সাধারণতঃশয়ন করিলে— (১) ব্রাই, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, (২) একোন্, এন্টি, অরা, ক্যাল্কে, চায়না, সিকুটা, কলোসি, ডিজি, ড্রসি, ফেরা, ইগ্নে, লাইকো, প্ল্যাটী, সাল্ফা; (৩) এসিটিক্-এসিড্, এম্ব্রা, আর্স, বিস্মাথ্, কার্ব্বোলিয়াম্ হাইড্রা, ক্যাম্মো, ক্রোকা, ক্রোটন্-টি, কুপ্রা-এসি, কুপ্রা-আর্স, ডিজি, হিপা, মার্ক-কর, ম্যাগ্নে, মেজি, মিউর-এসি, ওপি, অক্জ্যালিক্-এসি, ফস্, সারসা, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক্।

১৭। উপুড় হইয়া অর্থাৎ পেটের উপর ভর করিয়া শয়ন — আর্স, বেল্, এসিটিক্-এসি, ককিউ, ক্রোটন, কুপ্রা, ল্যাকে, কাইটো, প্লাম্বা, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

১৮। না নড়িয়া চড়িয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে— লাইকো।

১৯। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে— একোন্, এমোনি-মি, এট্রোপি-বাক্সো, সেহিটায়েনসিস্, জেল্স, ক্যাট্রা-কার্ব, সোরিনাম্, স্যাবাইনা।

২০। দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া থাকিলে—ক্যাম্মো, আইরিস্-ফিটিডি ফস্।

২১। বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—কেলি, লাইকো, ক্যাট্রা কস, সাইলি, কলচি, স্ক্যাজা, ট্যাবেকা, থিয়া।

২২। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম—(১) অরা, মার্ক, পাল্‌স; (২) প্রোনাস্‌-স্পাইনোজা, সোরিনাম্‌, র‍্যানানকুলাস্‌-বাল-বোরাস্‌, সাল্‌ফা।

২৩। চীৎ হইয়া শুইতে অক্ষম—একোন্‌, এলাম্‌, ব্যারাইটা, কষ্টি, কল্‌চি, ম্যাগ্নে-মি, মার্ক, ন্যাট্রা, ** ফস্‌, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

২৪। হাত মুট করিয়া শয়ন করিলে—সিপি।

২৫। অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিতি—বার্ব্বেরিস্‌।

২৬। শুইয়া থাকিতে অক্ষম—গ্নোনইনা, ট্যারেণ্ট্‌।

২৭। অত্যন্ত সর্দ্দির দরুণ শুইতে না পারিলে—ম্যাগ্নে-মি।

২৮। কেবল বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারে—একোন, আর্স, চায়না, সিনা, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্‌, জিঙ্ক্‌।

# নবম অধ্যায়।

## শারীরিক স্বধর্ম্ম, বয়স, লিঙ্গ এবং ধাতু।

১। অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া কতকগুলি ঔষধ একটী রোগের জন্য একত্রে নির্দ্দেশিত হইলে নির্ব্বাচন ক্রিয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য শারীরিক স্বধর্ম্মাদি বিবেচনায় ঐসমস্ত ঔষধ হইতে বিশেষ ঔষধ নির্ব্বাচিত করিয়া লইলে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

### বয়স এবং লিঙ্গ।

২। (ক) পুরুষদের জন্য—(১) একোন্‌, এলাম্‌, অরা, ব্রাই, ক্যাম্ফা, কার্ব-ভ, চায়না, ক্রেয়া, কফি, কল্‌চি, ডিজি, ইউকরবি, গ্র্যাফা, ইগে[illegible] ক্যাল্‌মিয়া, ম্যাগ্নে, আর্কটি, ম্যাগ্নে-মিউ, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, হ্রাস্‌, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক; (২) এগার, এলাম্‌, এনাকা, এন্টি, আর্স, ব্যারা-

ইটা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কষ্টি, কোনা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, মস্কাস্, মিউর-এসি, পেট্রো, ফস্-এসি, প্লাম্বা, পাল্স, সেনিগা, ষ্ট্যাম্না, সাল্ফ-এসি, থুজা, ভিবার্ট্।

(খ) স্ত্রীলোকের জন্য—(১) একোন্, এম্ব্রা, এমোনি-মিউ, এনাকি, বেল্, ক্যাম্মো, চায়না, সিকিউ, কোনা, ক্রোকা, হাইয়স্, ইগ্নে, ম্যাগে-কা, ম্যাগে-মিউ, মস্কাস্, নক্স-ম, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সিপি, ষ্ট্যাম্না, ভ্যালরি; (২) এলাম্, এমোনি, আর্ণি, বোরাক্স, ক্যাল্কে, কাষ্ট, কাকিউ, ফেরা, গ্র্যাফা, হেলে, হিপার, ক্যাল্মি, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, রুটা, স্যাবাডি, সিকেলী, সল্লাইজ, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, থুজা, ভিরাট্, জিঙ্ক্।

(গ) বালকের জন্য—একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কাকি, হিপার, ইগ্নে, হাপকা, লাইকো, মার্ক, নক্স-ম, সাইলি, সাল্ফার, (২) এম্ব্রা, আস, অরা, ব্যারাইটা, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাম্বা, চায়না, সিনা, ড্রসি, হিপার, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ম, পাল্স, হ্রাস্, রুটা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাম্না, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ-এসি, ভিরাট্।

(ঘ) যুবকদের জন্য—একোন্, বেল্, ব্রাই, ল্যাকে।

(ঙ) বৃদ্ধের জন্য—এম্ব্রা, অরা, ব্যারাইটা, কোনা, ওপি, সিকেলী

## শারীরিক স্বধর্ম্ম।

৩। কোমল শরীর, শুভ্রবর্ণ, নীলচক্ষু, কটা ও পাতলা চুল বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—বেল্, ব্রোমি, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, ক্লেমা, কোনা, ককিউ, ডিজি, গ্র্যাফা, হাইয়স্, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, হ্রাস্, সাইলি, সাল্ফা।

৪। দৃঢ় শরীর ও কালবর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে—(১) একোন্, এনাকা, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্মিয়া, ক্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৫। পিত্ত প্রধান ধাতুর পক্ষে—(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, ককিউ, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, (২) এন্টি, আর্স, এনাকি,

ক্যানা, কল্‌চি, ডেফনি, ডিজি, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, সিকেলী, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

৬। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে— (১) একোন, ব্যারাইটা, বেল্, চায়না, কোনা, কুপ্রা ইগ্নে, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, ফস, প্লাটী, পাল্‌স, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সালফা, ভ্যালিরি, ভায়লোওড; (২) এলাম্, আর্স, কার্ব-ভ, ক্যামো, ডিজি, গ্র্যাফা, হিপার, হাইয়স, লরোসি, লাইকো, ন্যাটাম্, নক্স-ম, ফস এসি হ্রাস্, স্যাবাইনা, সিপি, ষ্ট্র্যামো, টিউক্রি।

৭। লিম্ফেটিক্ বা শ্লেষ্মিকা ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এতাদৃশ গাত্রে আঁচবটী লাগিলেই সেস্থান পাকিয়া পূঁয জন্মে। তাহাদের পক্ষে— বেল, ক্যাল-কার্ব, কার্ব-ভ, চায়না, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মিউ, নাইট্রি-এসি, ফস, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) এমোনি-মিউ, আর্ণি, আর্স, ব্যারাইটা, ডাল্‌কা, ফেরা, গ্র্যাফা, পিটো, হ্রাস, থুজা, (স্ক্রফিউলা বা গণ্ডমালার বিশেষ চিকিৎসা দেখ)।

৮। অসাড় ও স্ফীত শরীরের পক্ষে—(১) এমোনি, এন্টি, আর্স, এসাফি, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্সি, কুপ্রা, ফেরা, হেলে, কেলি, ল্যাকে, পাল্‌স, হ্রাস, সেনিগা, স্পাইজি, সাল্‌ফা।

৯। হালকা শরীরী লোকের পক্ষে— এম্ব্রা, নক্স-ভ, ফস্, সিপি।

১০। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে— এম্ব্রা, আর্স, ব্রাই, চায়না, গ্র্যাফা, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রাম্, নক্স-ভ, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা; (২) এন্টি, ব্যারাইটা, ক্যামো, ক্রেমা, কুপ্রা, ফেরা, ইগ্নে, ইপিকা, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, প্লাম্বা, পাল্‌স, সিকেলী, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ভিরেট্রা।

১১। মোটা ও বৃহৎকায় ব্যক্তির পক্ষে— এন্টি, বেল, ক্যাল্‌কে ক্যাপ্সি, কুপ্রা, ফেরা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্‌স, সাল্‌ফার।

১২। নিতান্ত ক্ষীণ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে— এম্ব্রা, বেল্, ক্যালাডি, সিকিউ, ককিউ, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা।

১৩। কফীয় ধাতুর পক্ষে— বেল্, ক্যাল্কি-কার্ব, ক্যাল্কে, কার্ব, মেডি, ন্যাট্রা-মিউ, পাল্‌স, সেনিগা।

১৪। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে— একোন্, আর্স্, ক্যামো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ।

১৫। বিষণ্ণচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে— একোন, অর্‌ম্, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, গ্রাফা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাটাম্, প্ল্যাটি, পাল্‌স, রাস, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

১৬। সহজ উত্তেজিত স্বভাব-বিশিষ্ট লোকের পক্ষে— আর্স, এন্টি, ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফা, কফি, কোনা, কুপ্রা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ফস্, প্লাটি, ষ্ট্যাফি।

১৭। গত প্রৌঢ় অবস্থা অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের ঋতু অন্তর্দ্ধানের বয়স— কোনা, ইগ্নে, সিপি, সাল্‌ফা।

১৮। ঋতু অন্তর্দ্ধান হেতু রক্তাধিক্য হওয়ার দরুণ পীড়া হইলে— এমোনি-নাইট্রেট, ল্যাকে, সেঙ্গু, সিপি।

১৯। অনেক সময় সিফিলিস বা উপদংশ, সোরা, সাইকোসিস, স্ক্রফিউলা, এবং পারদের অপব্যবহারের দরুণ শরীরের রক্ত ও ধাতু বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যায়। এতাদৃশ শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে কোন রোগ জন্মিলে নিতান্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধও তাহাতে প্রকৃতভাবে কার্য্য করিতে পারেনা তখন সচ্চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার রোগীর শরীর যে ভাবে বিকৃত তাহার প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে তাহার নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। অনেকেই জানেন পূর্ব্বাপর একপ একটী নিয়ম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচলিত আছে যে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ কার্য্যকারী না হইলে সালফার প্রয়োগ করিয়া লইবে। সে নিয়মের মূল এই যে, সাল্‌ফার মোটামোটীরূপে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থাই সংশোধন করিতে সক্ষম। এস্থলে উল্লিখিত কয়েক প্রকার শারীরিক বিকৃত অবস্থারই প্রতিষেধক ঔষধ সকল পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হইল। এ সমস্ত অবস্থায় এই সকল ঔষধের প্রায়ই ৩০ ডাঃ কখন কখন ২০০ ডাইলিউশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা যথাস্থানে লিখিত হইবে।

ক। স্ক্রফিউলা বা গণ্ডমালা গ্রস্ত ধাতু।ঃ——————

(১) সাল্ফার, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, (২) এপ্নাস্, [illegible] অরা, ব্যাডিএগা, ব্যারাইটা, বেল্, ক্যাল্কেরিয়া-আর্স, ক্যাল্-[illegible] ক্যাল্-মিউরি, সিষ্টাস্, কোনা, গ্র্যাফা হিপা, হাইড্রাষ্ট, আইয়[illegible] লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফাইটো, রাস্, রুমেক্স, সিপি, সাইলি, থেরিডি, থুজা। এই অধিকারের প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ।

খ। উপদংশ এবং সাইকোসিস্ গ্রস্ত ধাতু।ঃ——————

(১) সাল্ফার, নাইট্রিক্-এসিড, মার্ক-আইয়ড, মার্ক কর, মার্কি-সল্, (২) আর্জেন্ট নাইট্রা, আর্ণিকা, আর্স, বার্স্কেবিস, কার্ব-ভেজি, কেলি-ব্রাইক্র, ল্যাকে, লাইকো, ফস্-এসি, সিপি, সিফিলিনাম্, থুজা।

গ। সোরা অর্থাৎ চর্ম্মরোগ বিশেষ গ্রস্ত ধাতু।ঃ——————

এই অধিকারে সাল্ফার, সোরিনাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঘ। পারদের অপব্যবহারের দরুণ শারীরিক অবস্থা বিকৃত হইলে।ঃ——————

(১) হিপার, নাইট্রিক্ এসি, সাল্ফা, এবং ক্যাল্কেরিয়া অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রথমে হিপার দিয়া তৎপরে নাইট্রিক্-এসিড্ দিবে, যদি তাহাতেও মনোমত ফল না পাওয়া যায় তবে সপ্তাহে ২।১ মাত্রা সাল্ফার ব্যবহারের পর ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

ঙ। কৃমি গ্রস্ত ধাতু (১৪২-১৪৮ পৃঃ দেখ)।

## সর্দ্দি ও কাশি।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সর্দ্দি ও কাশি অতি গুরুতর বিষয়। এসম্বন্ধে বহুসংখ্যক রোগী এখায় দেখা যায়। অতি শিশু হইতে বৃদ্ধ

পর্য্যন্ত এরোগের ভুক্তভোগী। সুতরাং যত্নতঃ এবিষয়ে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করা চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা লাগা, পাকস্থলীর ও পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ যথা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদি, দন্তোদ্গম, নানাপ্রকার ও উত্তেজনাদি হেতু সর্দ্দি ও কাশির উৎপত্তি হয়। ইহা শ্বাস প্রশ্বাস পথস্থ ঝিল্লি সমস্তের এক প্রকার উত্তেজনা ও প্রদাহ।

## (১। ক) সর্দ্দি কাশি সম্বন্ধে ঔষধ মনোনয়ন প্রদর্শক।

১। সর্দ্দি কাশি জন্য—(১) * একোন, বেল, *ব্রাই, ক্যাক্‌টাস, ক্যামো, সিমি-সিফি, মার্ক, *নক্স-ভ, পাল্‌স, হ্রাস্‌, (২) আর্ণি, আর্স, ক্যাল্‌কে-কা, সিনা, ড্রসি, ডাল্‌কা, হাইয়স্‌, ইগ্নে, ফস, স্কুইল (সিলা), ভিরাট্‌, ইপিকাক, ল্যাকে-সিস, চায়না, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি।

২। সর্দ্দি শুরু হইয়া নাসিকা বন্ধ প্রায় হইলে——*এমোনি কার্ব্ব, ব্রাই, ডাল্‌কা, নক্স-ভ, *সিপি।

৩। নাসিকা হইতে অত্যন্ত তরল সর্দ্দি নিঃসৃত হইতে থাকিলে—এলিয়াম্‌-সিপা, আর্স, এরাম্‌-ট্রি, ক্যামো, ইউফরবি, কেলি-বাইক্র, *মার্ক, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

৪। কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায় বা বমনোপক্রম হয়—(১) *ব্রাই, *কার্ব্ব-ভ, *ড্রসি, ফেরা, হিপা, নক্স-ভ, *ইপিকা, *পাল্‌স, *সিপি, সাল্‌ফা, (২) ক্যাল্‌কে, ক্রিয়েজো, (৩) ল্যাকে, কস্‌-এসি, স্যাবাডি, হ্রাস্‌, এন্টি-টার্ট, ভিরাট।

৫। স্নায়বীয় ও আক্ষেপযুক্ত কাশি—(১) *বেল, *ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ড্রসি, সিনা, *হাইয়স, *ইপিকা, নক্স-ভ, পাল্‌স, য্যাম্ব্রা, (২) কুপ্রা, ফেবা, হিপা, মার্ক, সাল্‌ফা, (৩) একোন্‌, ক্যাল্‌কে, চায়না, ইগ্নে, আইয়ড্‌, ক্রিয়েজো, স্ট্রা-মো, সিপি, সাইলি, ভিরাট্‌।

৬। কাশিতে কাশিতে অবসন্ন হইয়া পড়া——(১) *আর্স, বেল, ল্যাকে, লোবি-ইন্‌, *মার্ক, *নক্স-ভ, পাল্‌স, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা, (২) এনাকা, কার্ব্ব-ভ, হাইয়স, ইগ্নে, লাইকো, সাইলি, জিঙ্ক-ক্রেডাস, (৩) *কষ্টি, চায়না, কোনা, কুপ্রা, গ্র্যাফা, *ইপিকা, ফস্‌, হ্রাস্‌, স্কুইল।

৭। কাশিতে কাশিতে দম্‌ আট্‌কাইয়া আইসা—(১) য্যারাম্‌, সিনা, *কুপ্রা, ড্রসি, *ইপিকা, *ওপি, সাইলি, (২) ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, কোনা, হিপা, নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা, (৩) আর্স, কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, নক্স-ম, এন্টি-টার্ট।

৮। স্বরভঙ্গযুক্ত গভীর কাশি—সিনা,

*হিপা, ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, ষ্ট্যান্না, * কুটা, (২) ম্যাঙ্গা, আর্স, ক্রিয়েজো, লাইকো, ভিরাট্।

৯। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের ন্যায় শব্দে কাশি—*বেল্, *ব্রাই, *স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি

১০। হাঁপানির সহিত সন্ সন্ বা সাঁইসাঁই শব্দে কাশি—(১) সিনা, ড্রসি, (২) বেল্, কুপ্রা, ডাল্কা, হাইয়স্, ইপিকা, ফস্, পাল্স্, স্পঞ্জি, ভিরাট্, (৩) ম্যাঙ্গা, ক্রিয়েজো।

১১। গলার ভিতর সর্‌সর্, ভুড়ভুড, চিট্‌মিট্, বা খুস্‌খুস্ করিয়া কাশির উদ্রেক হয়—(১) আর্স, চায়না, ইগ্নে, পাল্স; (২) এমোনিয়া, ক্যাল্কে, সিনা, স্পঞ্জিয়া, টিউক্রি, ভিরাট্।

১২। শুষ্ক কাশি বা উংকাশি ; গয়ার উঠেনা—*(১) একোন্, এবাম, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, হিপা, ইপিকা, নক্স-ভ, ফস্, সেঙ্গু, সিপি, সিনা, ড্রসি, মার্ক ; (২) ল্যাকে, স্পঞ্জি, আর্স, চায়না, কুপ্রা, লাইকো, নক্স-ম, পাল্স, স্পাইজি, স্কুইল, সিমিসি।

১৩। তরল কাশি ও গয়ার উঠা—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, আইয়ড্, লাইকো, ফস্, পাল্স, ষ্ট্যান্না, (২) স্পঞ্জি, থুজা, মার্ক।

১৪। গয়ার রক্তময়—(১) একোন্, আর্ণি, ব্রাই, ক্যাল্কে, ফেরা, ইপিকা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, সাল্ফা ; (২) আর্স, বেল্, চায়না, কোণা, ক্রোকাস্, ড্রসি, ডাল্কা, হিপা, হাইয়স্, লরোসি, লিডা, মার্ক, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সিপি, সাইলি, স্কুইল, সাল্ফ-এসি।

১৫। গয়ারে রক্তের দাগ থাকিলে অথবা শ্লেষ্মা রক্ত মিশ্রিত থাকিলে—(১) আর্স, ব্রাই, চায়না, ফেরা, ফস্, স্যাবাইনা, সিপিয়া; (২) একোন্, আর্ণি, বেল্, বোবাক্স, আইয়ড, ইপিকাক, লবোসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক।

১৬। গয়ার পুঁযের ন্যায়—ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, চায়না, কোনা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, ফস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, (২) আর্স, বেল্, কার্ব্ব-এনি, ড্রসি, ফেরা, হিপা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, ফস্-এসি, পাল্স, হ্রাস্, ষ্ট্যান্না।

১৭। গয়ার জেলি বা সুসিদ্ধ সাগুর ন্যায়—আর্জে-টা, ব্যারাইটা, চায়না, ডিজ্জি, ফেরা, লরোসি।

১৮। গয়ার ফেণাযুক্ত—আর্স, ফেরা, ওপি, ফস্, পাল্স, সিকেলী, সাইলি।

১৯। গয়ার দুর্গন্ধযুক্ত—(১) ক্যাল্কে, ন্যাট্রা মি, সাইলি, সাল্ফা, (২) আর্স, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, ষ্ট্যান্না।

২০। জলবৎ বা পাতলা গয়ার—কার্ব্ব-ভ, আর্জে টা, ক্যামো, চায়না, ফেরা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা,

ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা।

২১। গয়ার আঠাযুক্ত বা চট্‌চটে—(১) এণ্টিমোনিয়াম্‌, আর্স, বেল্‌, বোভি, কার্ব্ব-ভ, সেনিগা, সাইলি, (২) এলাম্‌ এনাকা, ক্যামো, চায়না, ডাল্‌কা, ফেরা, আইয়ড্‌, ম্যাগ্নে-কা, ল্যাকে, মার্ক, ফস্‌-এাস, স্পাঞ্জ, হ্রাস্‌, জিঙ্ক।

২২। গয়ার পীতবর্ণ—(১) ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-ভ, ড্রসি, ক্রিয়েজো, ফস্‌, পাল্‌স, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফ, থুজা, (২) এ কোন্‌, আর্স, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সিপি, স্পাঞ্জ।

২৩। গয়ার সাদা ভস্মবৎ বর্ণ—১) এম্ব্রা, আস, লাইকো, সিপি, (২) এ-নাকা, আর্জেণ্ট, চায়না, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-ম নক্স ভ, থুজা।

২৪। গয়ার ঈষৎ সবুজ বর্ণ—(১) আর্স, কার্ব্ব-ভ, লাইকো, পাল্‌স, ষ্ট্যান্না, (২) বোরাক্স, কল্‌চি, লিডা, ফস্‌, সাইলি, থুজা।

২৫। গয়ার তিক্ত—(১) আস, ক্যামো, নক্স-ভ, মার্ক, পাল্‌স (২) আর্ণি, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ড্রস, নাইট্রি এসি, সিপি।

২৬। গয়ার পচা স্বাদ—আর্ণি, বেল্‌, কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, কোনা, কুপ্রা, ফেরা, পাল্‌স, সিপি, ষ্ট্যান্না, মার্ক।

২৭। গয়ার লবণবৎ স্বাদ—(১) আস, লাইকো, *মার্ক, ন্যাট্রা-মি, ফস্‌, পাল্‌স, সিপি, (২) এলাম্‌, এম্ব্রা, ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কেরিয়া, চায়না, ড্রসি, গ্র্যাফা, নক্স-ভ, সাইলি, সালফা।

২৮। গয়ারে মিষ্ট স্বাদ—(১) ক্যাল্‌কে, ফস্‌, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, স্যাম্বে-কা, নক্স-ভ, পাল্‌স, স্যাম্বু, স্কুইল, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা।

২৯। কাশিতে মাথায় লাগে—*বেল্‌, *ব্রাই, নক্স-ভ, রুমেক্স, সেঙ্গু।

৩০। কাশিতে কাশিতে মুখমণ্ডল লাল এবং নীলবর্ণ হইয়া যায়—একোন্‌, বেল্‌, *সিনা, *কুপ্রা, *ইপিকা ওপি, নক্স-ভ, সাইলি।

৩১। কাশিতে কাশিতে গলার বেদনা—*একোন্‌, *মার্ক, নক্স ভ, স্পাঞ্জ, আস, য্যারাম্‌।

৩২। কাশিতে কাশিতে পাকস্থলী ও হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে বেদনা হয়—ব্রাই, ল্যাকে, ড্রস, নক্স-ভ, ফস্‌, এম্ব্রা, আস।

৩৩। কাশির দরুণ য়্যাব্‌ডোমিন্যাল রিং দিয়া হার্ণিয়া নির্গত হওয়ার উপক্রম—*নক্স ভ, সালফা, ক'কউ, ভিরাট্‌, সাইলি।

৩৪। কাশির চোটে প্রস্রাব বাহির হইয়া পড়ে—(১) কষ্ট, *ন্যাট্রা-মি, ফস্‌, *স্কুইল, ভিরাট্‌, জিঙ্ক, (২) এণ্টিমোনিয়াম্‌, ক্রিয়েজো, কল্‌চি, পাল্‌স, ষ্ট্যাফ, সাল্‌ফা।

৩৪ক। কাশি বা হাঁচির চোটে অমনি ছিঁকরূপে মল নির্গত হয়—সিপা বা স্কুইল।

৩৪খ। হাঁচির চোটে অনৈচ্ছিকরূপে মল নির্গত হয়।—সাল্ফার।

৩৫। কাশিতে কাশিতে বক্ষঃস্থলে বেদনা—(১) *একোন্, বেল্, * ব্রাই, (২) আর্ণি, লাইকো, *ফস্, আর্স, ড্রসি, মার্ক।

৩৬। কাশিতে বক্ষের পার্শ্বে চিড়িক্ মারা, বেদনা—(১) *একোন্, ব্রাই, * স্কুইল, এম্ব্রা, ফস্, সাল্ফা, (২) চায়না, ভিরাট্।

৩৭। কাশির সময় ক্রোধাদির উদ্রেক—বেল্, আর্ণি, ক্যামো, এণ্টি-টার্ট।

৩৮। কাশিতেং কাঁদিয়া ফেলে—আর্ণি, বেল্, সিনা, হিপা, এণ্টি-টার্ট, স্যাম্বু।

## কাশির বৃদ্ধি।

৩৯। সন্ধ্যার সময়—আস, ক্যা সি, কার্ব্ব-ভ, ড্রসি।

৪০। শয়নাবস্থায়—একোন্, আর্স, বেল্, ড্রসি, হাইয়স্, মার্ক, নক্স-ভ, পাল্স, রুমেক্স, সেঙ্গু, ষ্টিকৃটা।

৪১। প্রাতে—আর্স, ব্রাই, ক্যাল্কে, ড্রসি, নক্স-ভ।

৪২। আহারান্তে—বেল্,ব্রাই, ফেরা, ল্যাকে, এলুমিনা।

৪৩। জলপানান্তে—আর্স, হিপা, ড্রসি, ব্রাই।

৪৪। শীতল জল পানের পর—এমোনি-মি, আর্স, ইপিকাক, ডাল্কা, সিপি।

৪৫। হাসিতে, কথা বলিতে, গান করিতে ও পড়িতে—(১) সিমসিফি, চায়না, ল্যাকে, নক্স-ভ, *ফস্, *পান্স, ষ্ট্যান্না,ব্যারাইটা, (২) কষ্টি,ড্রসি,মার্ক।

৪৬। শুইলে কাশি হয়।কন্তু উঠিয়া বসিলে, বা দাড়াইলে কাশি থাকেনা—(১) হাইয়স্,,পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাডি; (২) ইপিকাক, সাইলি।

৪৭। চীৎ হইয়া শুইলে—এমোনি-মি, কেলি-বা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, আইয়ড্, নক্স-ভ, সাইলি।

৪৮। নিদ্রাবস্থায়—আর্স, ক্যাল্কে, ক্যামো, ল্যাকে।

৪৯। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে—একোন্, এমোনি-মি, কার্ব্ব-এনি, ইপিকাক, ষ্ট্যান্না।

৫০। তামাক খাইলে—ইগ্নে,পাল্স, স্পঞ্জি, নক্স-ভ।

৫১। দুগ্ধ পান করিলে—এম্ব্রা, এণ্টি টার্ট, সাল্ফ-এসি, জিঙ্ক্।

৫২। শীতল জলপানে—এমোনি-মি, ক্যাল্কে, কার্ব্ব ভ, ডিজি,হিপা, লাইকো, হ্রাস্, স্কুইল, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ এসি

## কাশির উপশম।

৫৩। শীতল পানীয় পানে— কষ্টি, কুপ্রা, স্পঞ্জিয়া, সাল্ফা।

৫৪। গরম জলপানে—আর্স,লাইকো, নক্স-ভ, হ্রাস্, ভিরেট্রাম-এ।

৫৫। আহারান্তে— এনাকা, ফেরা, স্পঞ্জি।

## (২। খ) সর্দ্দি কাশি সম্বন্ধে ঔষধ সমূহের বিশেষ পরীক্ষিত লক্ষণ সমস্ত সংগ্রহ।

**একোনাইট।**——পীড়ার প্রথমাবস্থা। শীত ও তৎসহ মস্তক ও মুখমণ্ডল গরম। চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া (ইউফবি)। লেরিংস্ মধ্যে খুস্‌খুসি সহ শুষ্ক কাশি। জ্বরের তাপাবস্থায় কাশিসহ প্যাল্পিটেসন ও পুরাতে চিড়িক্‌মারা বেদনা (শীত ও তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাই। শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও তৎসময়ে কাশি—হ্রাস্)। চীৎ হইয়া শুইলে কতক উপশম। কোন পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। শুষ্ক ও ঠন্‌ঠনে কাশি। পূবান বাতাসে বৃদ্ধি (হিপার)। ধূমপানে, জলপানে ও রাত্রিকালে পীড়ার আধিক্য। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**আর্ণিকা।**——খুস্‌খুস্ করিয়া শুষ্ক কাশি বিশেষতঃ প্রাতে। কাশিতে পার্শ্ব বেদনা (ব্রাই)। কাশির দরুণ পেটে ও বক্ষঃস্থলে ব্যথা জন্মায়। কাশিসহ জমাট রক্ত পড়ে। গয়ার তুলিয়া গিলিয়া ফেলে। ডা—৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**এলিয়াম্-সিপা।**——চক্ষুদিয়া অত্যন্ত জলপড়া। নাসিকা দিয়া সর্দ্দি পড়িতে পড়িতে লোনুছা উঠে ও তাহাতে জ্বালা হয়। লেরিংস্ মধ্যে ভয়ানক কাশি তাহাতে বোধ হয় যেন লেরিংস ছিঁড়িয়া গেল তজ্জন্য রোগী হস্ত দ্বারা গলদেশে লেরিংসের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাশিতে চেষ্টা করে। ডাঃ——১ম, ৩য়, ৩০শ।

**এমোনি-কার্ব্ব।**——চক্ষুর জ্বালা ও জলপড়া। শুষ্ক সর্দ্দি ও নাসিকা বন্ধ বিশেষতঃ রাত্রিতে। গলার ভিতর কি একপ্রকার ভার্ হইয়া উৎকাশি। ডাঃ——৩য়, ১২শ।

**নক্স-ভমিকা।**——রাত্রিতে শুষ্ক উৎকাশি ও বক্ষঃস্থলে চিড়িক্‌-

মারা বেদনা। দিবসে পাতলা সর্দ্দি। পুনঃপুনঃ শীত। শুষ্ক কাশিতে গলা চাঁচিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ ও মাথা বেদনা যেন মাথা ফাটিয়া যায়; কিম্বা পেটে বেদনা। সর্দ্দিসহ কাশি। অন্যান্য ঔষধ সেবনের পর প্রথম লক্ষণচয়ের উপশম হইয়া কাশি শুষ্কভাবে থাকিলে। কাশিবার সময় আহারে ইচ্ছা।

ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**আর্সেনিক।**——পুনঃপুনঃ হাঁচি তৎসহ অত্যন্ত সজল সর্দ্দি ও নাসিকা বন্ধ। নাসিকা দ্বারে ক্ষতবৎ বোধ ও জ্বালা। চক্ষুর জলপড়া ও জ্বালা (একোন্, ইউফরবি)। মুখ শুষ্ক ও স্বাদশূন্য। জলপানান্তে শীত। অস্থিরতা। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জনিত কাশি ও সর্দ্দির পক্ষে ইহা নিতান্ত উপকারী। যেন গন্ধকের ধূমপানে দমবন্ধের ন্যায় হইয়া কাশি (চায়না, ইগ্নে)। কাশিতে সামান্য পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে বা কিছুই উঠেনা; কখনবা তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে শ্বাসকষ্ট। ব্যাকুলতা। কাশিবার কালে উঠিয়া উপবেশনাবস্থায় না থাকিয়া পারেনা। ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**য়্যারাম-ট্রি।**——সর্দ্দি ও তৎসহ পূঁযবৎ পদার্থ নাসিকা হইতে নির্গত হয়, তাহাতে উপর ওষ্ঠ ও নাসিকা দ্বারে ক্ষত জন্মে (আর্স)। নাসিকা বন্ধ; মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য। গলাভাঙ্গা ও বেদনাযুক্ত। জ্বর বোধ। তরল কাশি বিশেষতঃ বালক ও বৃদ্ধের। গলার তুলিতে অক্ষম (ইপিকা)। কাশির দরুণ নিদ্রা যাইতে অক্ষম। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

**বেলেডোনা।**——গলাভাঙ্গা ও বেদনাযুক্ত। মাথায় বেদনা ও দপদপ্ করা, শরীর সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি। নাসিকা দ্বারে ও মুখের কোণে ক্ষত। শুষ্ক গলাভাঙ্গা কাশি। শিশু কাশিতে২ কাঁদিয়া উঠে। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ (মার্ক)। গ্রীবা স্ফীত ও শক্ত। নিদ্রা আইসে কিন্তু কাশির দরুণ নিদ্রা হয়না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সর্দ্দিকাশিতে উপকার করে। শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি। সর্ব্বদা গলা খুস্‌খুসী যেন গলার ভিতর বালুকাকণা বিদ্ধ রহিয়াছে।

ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**ব্রাইওনিয়া।**——শুষ্ক সর্দ্দিসহ নাসিকা দ্বারে প্রদাহ ও ক্ষত। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা। জলপানের পর কাশির বৃদ্ধি। রোগী চুপ করিয়া থাকিতে চায়। খিটখিটে স্বভাব। কাশিতে মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, বক্ষের পার্শ্বে

ও গহ্বরের নিম্নে লাগে। শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি, তৎসহ বমন। গয়েরে রক্তের দাগ কখন কখন দেখা যায়। নাড়ী কঠিন ও দ্রুত। কাশিবার কালে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। রাত্রিতে বৃদ্ধি। ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**কার্ব্ব-ভেজি।**——মাথার বেদনা নাড়ী স্পন্দনবৎ (বেল্)। চক্ষুর জলপড়া ও জ্বালা। পাতলা সর্দ্দি তৎসহ গলাভাঙ্গা। সন্ধ্যাকালে সর্দ্দির আক্রমণ। বক্ষের অভ্যন্তরে কষ্ট, জ্বালা ও ক্ষতবৎ বোধ; প্যাল্‌পিটেসন। গলা খুস্‌খুস্‌সহ শুষ্ক কাশি হইয়া বমন। অত্যন্ত কাশিসহ পীতবর্ণ পূঁযের ন্যায় গয়ার উঠে তৎসহ বক্ষপার্শ্বে বেদনা। ডাঃ——১২শ, ৩০শ।

**ক্যামোমিলা।**——নাসিকা হইতে সজল ও ক্ষত উৎপাদক সর্দ্দি। গলাভাঙ্গা ও গলা ঘড়ঘড়যুক্ত কাশি। রাত্রিতে এমন কি নিদ্রাবস্থায় শুষ্ক কাশি। সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়। ডাঃ—৩য় ১২শ ৩০শ।

**ডাল্‌কামেরা।**—ঠাণ্ডা লাগিয়া শুষ্ক সর্দ্দি ও উৎকাশি। মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই। ঠাণ্ডাতে উপসর্গের বৃদ্ধি (রেলস)। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**ক্যাম্ফার।**——সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় নিতান্ত উপকারী হঠাৎ আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু অত্যন্ত পাতলা সর্দ্দিসহ শিরঃপীড়া। ডাঃ হেরিং বলেন ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম আক্রমণ অবস্থায় শরীর ও মন ভার এবং শীত ও সর্দ্দি লাগা থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ——φ, ৩য়, ৩০শ।

**ইউফ্রেসিয়া।**——অত্যন্ত পাতলা সর্দ্দি তৎসহ চক্ষুর জ্বালা ও জলপড়া। কেবলমাত্র দিবসে কাশি। চক্ষুর পাতার ধার ক্ষতযুক্ত (* মার্ক, সাল ফা)। ডাঃ——১ম, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

**জেল্‌সিমিনাম।**——আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু সর্দ্দি লাগা (ডাল কা)। গলাতে বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত যেন তীরবিদ্ধ হয়। অতৃষ্ণাসহ জ্বর। চুপ করিয়া থাকা অভ্যাস। কাশিতে বুকে লাগে। গলার ভিতর শুষ্ক ও খোচানবৎ বেদনা। বসন্তকালীয় জ্বর। ডাঃ—১ম ৩য়, ৩০শ।

**হিপার সাল্‌ফার।**——সহজেই সর্দ্দি লাগে বিশেষতঃ পারদাদি ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পর। গলার ভিতর লোমছা উঠার ন্যায় বোধ (নক্স-ভ)। গলাভাঙ্গা ও ক্রূপের ন্যায় কাশি। কাশি তরল এবং তাহাতে যেন দম আটকাইয়া ধরে। লেরিংস প্রদেশে ভয়ানক সর্দ্দি। ইউভূলা অর্থাৎ

আলা জিহ্বা প্রবর্দ্ধিত। ক্রুপের ন্যায় কাশি ; গয়ার তরল, ঘড়ঘড়ে ও দম্‌আটক কারক। সামান্য ঠাণ্ডা (বিশেষতঃ হস্ত পদে) লাগাতে পীড়ার বৃদ্ধি। কাশিতে কাশিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়া। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**ইপিকাক।**——পাতলা সর্দ্দি, নাসিকা বন্ধ। ঘ্রাণশক্তির হ্রাস। বুকের ভিতর কাশি ঘড়ঘড় করে অথচ কিছু উঠেনা (এন্টি-টার্ট)। অধিক পরিমাণে মিউকাস বমন। হাপানির ন্যায় কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। শুষ্ক কাশি। কাশিতে কাশিতে মুখ চোক নীলবর্ণ প্রায় হয় ও বমন হইতে চায়।
ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**কেলি-বাইক্রে।**——তরুণ সর্দ্দি, সন্ধ্যার সময় ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। নাকদিয়া সর্দ্দি পড়িতে পড়িতে ক্ষত (আস, য়্যারাম্‌-ট্রি)। যে গয়ার উঠে তাহা দুই দাবে ধরিয়া টানিলে রজ্জুবৎ হয়। গন্ধ পায়না (ইপিকা, সিপিয়া)। তরল ঘড়ঘড়ে কাশি। কাশিতে স্কন্ধদেশে ও ষ্টার্ণাম স্থানে (বুকের মধ্যভাগে) লাগে। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**ল্যাকেসিস্‌।**——তরল সর্দ্দি ও চক্ষুদিয়া জল পড়া। মুখ শুষ্ক তৎসহ মরীচের জ্বালার ন্যায় জ্বালাযুক্ত। শুষ্ক উৎকাশি, খব্ব শ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষে চিড়িক্‌মারা বেদনা। গলার ভিতর কিছু গেলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং তাহাতে যেন দম্‌ আটকাইয়া আইসে। দুই প্রহরের পর ও নিদ্রার অন্তে পীড়ার বৃদ্ধি। গলার উপর একটু চাপদিলেই ভয়ানক দম্‌ আটকান কাশির উদ্রেক হয় (রুমেক্স)। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

**মার্কিউরিয়াস্‌।**——সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়া। চক্ষুর জ্বালা ও জল পড়া। দন্ত ও দন্তের মাড়িতে বেদনা। পুনঃপুনঃ হাচি ও বহু তরল সর্দ্দি পড়া। টন্‌সিলে প্রদাহ ও ক্ষত (বেল)। অত্যন্ত শুষ্ক উৎকাশি। রাত্রিতে বৃদ্ধি। রাত্রিতে ঘর্ম্মসহ সর্দ্দি ভাল হইয়া যায়। গরম গৃহে ভাল বোধ করা (আর্স) এপিডেমিক বা ব্যাপকভাবে বহুলোকে সর্দ্দির আক্রমণ। সমস্ত বক্ষস্থল মধ্যে যেন শুষ্ক কাশি প্রতিধ্বনিত হয়। হৃদুদপান। গবাব। কখন গয়ার সহ রক্ত। রাত্রিতে ও বৃষ্টির দিবসে পীড়ার বৃদ্ধি। গয়ার পচা বা লবণাক্ত স্বাদ, তৎসহ লালানিঃসরণ ও শ্বাস কষ্ট এমনকি, একটি কথা উচ্চারণ করিতেও কাশিতে কাশিতে অস্থির হয়। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**পাল্‌সেটিলা।**——নাসিকা হইতে হরিদ্রাভ, হরিৎবর্ণ, গাঢ়, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা পড়ে। স্বাদ ও গন্ধ নাপাওয়া (সাল্‌ফা)। দন্তে বেদনা। উষ্ণ গৃহে শীত বোধ। তরল কাশি এবং হরিদ্রাবর্ণের গয়ার উঠা। সন্ধ্যাকালে পীড়ার বৃদ্ধি। রাত্রিতে শুষ্ক উৎকাশি, বসিয়া থাকিলে উপশম বোধ (হ্যাইয়স্)। ঠাণ্ডা লাগা হেতু সর্দ্দি। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

**সিপিয়া।**——নাসিকা দ্বারে ক্ষত; তৎসহ নাসিকা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। অত্যন্ত শুষ্ক সর্দ্দি ও নাসিকা বদ্ধ। গন্ধ নাপাওয়া। পৃষ্ঠে এবং গ্রীবাদেশে বেদনা ও নাড়িতে চাড়িতে কষ্ট বোধ (আরষ্ট ভাবাপন্ন)। কাশিতে কাশিতে বমন হয়। প্রাতে কাশির বৃদ্ধি। উদর শূন্যবোধ। উৎকাশি। স্ত্রীলোকদিগের জনন যন্ত্রের প্রাচীন পীড়া। পোর্টাল কঞ্জেচশন্ হেতু কাশি। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**সাল্‌ফার।**——পরিষ্কৃত জলবৎ সর্দ্দি। গলার ভিতর ক্ষতবৎ ও চাপবৎ বোধ, তাহাতে মনে হয় যেন গলার ভিতর একটি গোলা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্বাদ এবং গন্ধ পায়না (*পাল্‌স)। সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি লাগা। প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্র পায়খানায় না যাইয়া থাকিতে পারেনা। শুষ্ক উৎ-কাশিসহ গলাভাঙ্গা ও গলাশুষ্ক। মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট, হরিদ্রাভ বহুপরিমাণ গয়ার উঠা (ফস)। দীর্ঘকায় ও কুঁজপ্রায় ব্যক্তি। গলার ভিতর ঘড়ঘড়ি। ডাঃ——৩০শ, ২০০ শক্ত।

**এণ্টি-টার্ট।**——তরল কাশি কিন্তু কাশিলে উঠেনা। গলা ঘড় ঘড়ি, দম আটকাবৎ বোধ, রাত্রিতে বৃদ্ধি। বমনেচ্ছা ওশ্লেষ্মা বমন। দিবা রাত্রি তৃষ্ণা থাকে। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**এণ্টি-ক্রুড্‌।**——কাশিবার কালে সমস্ত শরীর ঝাঁকিতে থাকে ও অনৈচ্ছিকরূপে মূত্র নির্গত হয় (পাল্‌স, ভিরাট, কষ্টি), কাশি যেন পেটের ভিতর হইতে উঠে। রৌদ্রোত্তাপে কিম্বা অগ্নির নিকট থাকিলে কাশির উদ্রেক হয়। প্রাতে গাত্রোত্থানের পরে কাশি। ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**হাইয়সায়েমাস্‌।**——শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি; রাত্রিতে ও শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি, উপবেশন করিয়া থাকিলে উপশম (পাল্‌স)। যুবতী ও হিষ্টিরিয়াযুক্ত স্ত্রীলোক। (গর্ভবতী স্ত্রীলোক পক্ষে—কোনা, নক্স-ম, স্যাবাইনা,) শয়নাবস্থা হইবামাত্র উৎকাশি হয়। ——φ, ৩য়, ১২শ, ৩০শ।

**ইগ্নেসিয়া।**——শুষ্ক উৎকাশি। কাশিতে ওহ্যদ্বার ও অর্শ মধ্যে লাগে। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**রুমিক্স।**—গলা খুসখুসীসহ শুষ্ক উৎকাশি। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পীড়ার বৃদ্ধি। শীতল জল সেবনে কাশির উপশম (বৃদ্ধি—স্থইল)। কাশির চোটে অনৈচ্ছিকরূপে মূত্রত্যাগ (পাল স, ভিরাট, এন্টি-ক্রুড) গলাভাঙ্গা ও গলাতে ক্ষতবৎ বোধ। তরল কাশি হেতু কথা কহিতে পারেনা। ডাঃ——১ম, ৩য়, ৩০শ।

**সিনা।**——কৃমি-গ্রস্তদিগের কাশি। উৎকাশি শুষ্ক ও আক্ষেপযুক্ত। শিশু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দম্ আটকার ন্যায় হয়। নাক খোঁটা ও নাসারন্ধ্রে, পুনঃপুনঃ অঙ্গুলী প্রবেশ করান অভ্যাস (ফস-এসিড্)। প্রস্রাব কিছু কাল পাত্রে থাকিলে ঘোলা হয়। ডাঃ——১ম, ৩য়, ৩০শ, ২০০শত।

**ড্রসিরা।**——বালিশে মাথা স্পর্শমাত্র গলা খুসখুস করিয়া উৎকাশি, কাশি শুষ্ক। তরল কাশি। কাশিতে বক্ষে এমন যাতনা হয যে তখন বক্ষঃস্থল দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। গান করিতে, হাসিতে কথা কহিতে কাশি (ফস্)। ডাঃ——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**ফস্ফরাস্।**——শুষ্ক কাশিসহ বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ (পাল্স, সাল্ফা)। কথা বলা ইত্যাদি হেতু কাশি (ব্রাই,ড্রসি)। পাতলা দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি। ডাঃ——৩য, ১২শ, ৩০শ।

**ফস্-এসিড্।**——প্রত্যেকবার গাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় কাশির উদ্রেক। উৎকাশি। হিষ্টিরিয়াযুক্ত স্ত্রীলোকে শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের কষ্ট। ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**নক্স-মস্কেটা।**——শয্যায শযনে গরম হইযা উঠিলে কাশির বৃদ্ধি। ডাঃ——৩য।

**কেলি-আইয়ড্।**——ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত কাশিতে উৎকৃষ্ট। উপদংশ পীড়াগ্রস্ত-ধাতু। শুষ্ক উৎকাশি, কিম্বা ঈষৎ সবুজ বর্ণযুক্ত তরল গয়ার উঠা। ডাঃ—— মাদার টিং, ১ম, ৩য।

☞ ব্রংকাইটিস, প্লুরিসি, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা বিস্তারিতরূপে স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

---

A
PRACTICAL GUIDE
TO THE
SELECTION *of* MEDICINES
AND
THEIR DILUTIONS

**PART. II.**

BY
C. S. Kali, *L. M. S. (University Calcutta.)*

# রোগানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ও

## ডাইলিউসন্ মীমাংসা।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী এল, এম্, এস্
প্রণীত।

কলিকাতা
২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১২৯৬

দ্বিতীয় খণ্ড।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

রোগানুযায়ী

# ঔষধ নির্ব্বাচন-প্রদর্শক

ও

## ডাইলিউসন মীমাংসা।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই পরিচ্ছেদে যে সমুদায় ব্যাধির বিষয় লিখিত হইল তাহারা সাধারণ পীড়া, উপসর্গ, অবস্থা বা লক্ষণ বিশেষ। ইহারা কখন বা স্বাধীন রোগ মধ্যে পরিগণিত হয়, কখন বা নানা প্রকার রোগ সহকারে লক্ষিত হইয়া থাকে; কখন বা সামান্য অবস্থারূপেও প্রকাশ পায়।

---

## প্রথম অধ্যায়

### শিরঃপীড়া বা মাথাধরা।

ইংরাজিতে ইহাকে "হেড্‌এক্' (Headache) বা "কেফাল্যাল্‌জিয়া" (Cephalalgia) বলে। এই পীড়া পীড়ানিচয়ের মধ্যে যেমন সামান্য তেমনি গুরুতর। অন্যান্য অনেক সময় এই পীড়া সামান্য বটে, কিন্তু যখন যন্ত্ররাজ মস্তিষ্ক কিম্বা ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র বিশেষ পীড়িত হইয়া মাথা

ধরে, তখন ইহা অতীব গুরুতর ব্যাধি। অন্যান্য দূরস্থ যন্ত্রের পীড়া হইতেও মাথা ধরার উৎপত্তি হয়। মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইলে তাহাকে "আদ্‌কপালে মাথা ধরা" বা "হেমিক্রেনিয়া" কিম্বা "ব্রাউএগু" বলে।

**কারণ-তত্ত্ব**—১--মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন গত ব্যাঘাত বা রক্তের অবস্থা পরিবর্ত্তন; জ্বর, পিত্তাধিক্য, শরীরের সাধারণ রক্তাধিক্য বা রক্তক্ষীণতা, দূষিত বায়ু সেবন, মূত্র যন্ত্রের পীড়া হেতু (রক্তে ধ্বংস পদার্থ ইউরিয়া ইউরিক এসিড্ ইত্যাদির আধিক্যজনিত রক্ত দূষিতহওয়া)। ২—মস্তিষ্কের কিম্বা ইহার কোন আবরকের কোন প্রকার যন্ত্রগত পীড়া বা ইহাতে আঘাতাদি লাগা: মেনিঞ্জাইটী, সেরিব্রাইটীস্, সফেনিং ইত্যাদি। ৩—মস্তিষ্কের অস্থি কিম্বা ইহার সাইনাসাদির পীড়া। ৪—নিউরেলজিয়া বা স্নায়ুশূল। ৫—অন্যান্য কতগুলি দূরবর্ত্তী কারণ হৃদ বা ফুস্ফুস্ রোগ; অত্যন্ত কাশি; পাকস্থলী বা অন্ত্র মধ্যে পীড়া; যকৃতগত রোগ; চর্ম্মপীড়া; নানাবিধ জ্বর ও প্রদাহ; ম্যালেরিয়া; বাত; জরায়ুর পীড়া; হিষ্টিরিয়া, স্নায়বীয় অবসাদ উৎপাদক কারণনিচয়—যথা সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া জীবন কর্ত্তন; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম; অত্যন্ত সূর্য্যোত্তাপ মধ্যে থাকা; অনিদ্রা; অত্যন্ত দুগ্ধ ক্ষরণ; অতিরিক্ত রতিক্রিয়া; হস্তমৈথুন; অতিরিক্ত কাফি, চা, মদ্য, তামাক ও অহিফেণ সেবন; নানাবিধ ঔষধ খাওয়া। স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের কিম্বা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায়ই সামান্য সামান্য কারণে সর্ব্বদা মাথা ধরা থাকে।

১। শিরঃপীড়াধিকারে—(১) বেল্, চায়না, কলোসি, জেল্স, নক্স-ভ, পাল্স ও সিপি সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। (২) এন্টি, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ক্যামো, সিমিসি, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, হ্রাস্, সেঙ্গু, সাইলি, সাল্ফা, ভিরাট্ এল্ব, ভিরাট-ভি, জিঙ্কিয়া; (৩) ইস্কিউ-গ্ন্যাব্রা, ইস্কিউ-হি, আর্ণি, আর্স, এস্ক্লেপিয়াস্, অরা, ব্যাপ্টি, কলোফাই, কার্ব-ভ, সিনা, কলিন্‌জো, কর্ণাস, ককিউ, ডাল্কা, হেমেমি, হেলে, হিপা, ইপিকা, আইরিস্, লেপ্টাণ্ড্রা, লোবি লাইকো, ওপি, প্ল্যাটী,

ষ্টিক্টা; (৪) এমোনি-মি, এপোসাই, ক্রিয়েট, কোনা, ডায়োস্কো এরিজি, ফেরা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হাইয়স্, কেলি, ল্যাকে, মস্কাস্, ক্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফাইটো, ফস্।

## (ক) শিরঃপীড়ার কারণ ও চিকিৎসাঃ——

২। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়ায়— (১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কফি, জেলস্, গ্লোনইন, মার্ক, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্স, হ্রাস্, ভিরাট-এল্ব, ভিরাট-ভি; (২) ক্যামো, চায়না, সিমিসি, সিনা, ককিউ; ডাল্কা, হিপা, ইগ্নে, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাল্ফা, সাইলি; (৩) এলাম্, এমোনি-কার্ব, এমিল্-নাইট্রাইট্, কোনা, হেমেমি, ল্যাকে, লিডা, সেঙ্গু, জিঙ্কিয়া।

৩। পাকস্থলীর অসুস্থতা হেতু শিরঃপীড়ায়— (১) ইস্কিউ-গ্ল্যাব্রা, একোন্, আর্ণি, আস, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, কষ্টি, কলোসি, কর্ণাস, ইগ্নে, আইরিস, ল্যাকে, লেপ্টাণ্ড্রা, লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স, সেঙ্গু, সিপি, সাইলি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) বার্বেরিস্, কার্ব-ভ, ককিউ, ইউপেটো-পারফো, নক্স-ম।

৪। যদি কোষ্ঠবদ্ধ শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ হয়—(১) ব্রাই, কফি, কলিন্‌জো, নক্স-ভ, হাইড্রাষ্ট, ওপি, ভিরাট্, লেপ্টাণ্ড্রা।

৫। হিষ্টিরিয়া জনিত শিরঃপীড়ায়— (১) অরা, ককিউ, হেলে, হিপা, ইগ্নে, আইরিস্, মস্কাস্, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, ফস্, প্ল্যাটী, সিপি, ষ্টিক্টা, ভ্যালিরি, ভিরাট্; ক্যামো, ক্যাপ্সি, হ্রাস্, রুটা।

৬। সর্দ্দিলাগা হেতু শিরঃপীড়ায়—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, মার্ক, জেল্স, নক্স-ভ, সাল্ফা; (২) আর্স, কার্ব-ভ, কলোসি, সিমিসি, সিনা, ইগ্নে, ল্যাকে, পাল্স, লাইকো, মাইরিকা।

৭। নার্ভাস অর্থাৎ স্নায়ু জনিত শিরঃপীড়ায়—(১) একোন্, আর্স, বেল্, ক্যালকে, কলোফাই, সিনা, কলোসি, আইরিস্, পাল্স, সেঙ্গু, সিপি, ষ্টিকৃটা; (২) ব্রাই, ক্যাপ্সি, ইগ্নে, ইপিকা, নক্স-ভ, হ্রাস্, ভিরাট্; (৩) আর্ণি, ক্যামো, সিকিউ, ফস্, হিপা, নাইট্রি-এসি, ওপি, পিট্রো, সাইলি, সাল্ফা, থুজা; (৪) এগাব, এসারাম্, কষ্টি, কোনা, জেল্স, গ্র্যাফা, হেলোনি, হাইয়স্, ম্যাগ্নে, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, প্ল্যাটী, ফস্, স্যাবাইনা, স্পাইজি, জিঙ্ক্; (৫) সিমিসি, জেল্স, পলিন্, জিঙ্ক্-ব্রোমা, জিঙ্ক্-ভ্যালি।

৮। হ্রিউমেটিক্ অর্থাৎ বাত জনিত শিরঃপীড়ায়—(১) একোন্, ব্রাই, ক্যামো, চায়না, মার্ক, সিমিসি, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফা, (২) বেল্, ইগ্নে, ফস্; (৩) কষ্টি, ল্যাকে, লিডা, ম্যাগ্নে-মি, সোডা, সাইলি।

৯। ঋতুকালে রজো জনিত শিরঃপীড়ায়—(১) পাল্স, প্ল্যাটী, সেনিসিও, ইগ্নে, ককিউ, সিমিসি, জেল্স, এট্রোপি। শারীরিক স্বধর্ম্ম সংশোধন জন্য—(২) ক্যালকে, গ্র্যাফা, সিপি ও সাল্ফা দেওয়া উচিত।

১০। ম্যালেরিয়া জনিত শিরঃপীড়া—আর্স, চায়না, চায়না-নিয়ম-সাল্ফ, চায়নানিয়ম-আর্সেনিকাম্, ন্যাট্রা-মি, সিড্রন জেল্স, কেলি-ফেরোসায়েনেটাম্।

১১। স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর শিরঃপীড়ায়—(১) একোন্, আর্স, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, কলোফাই, সিমিসি, ককিউ কলোসি, ডাল্কা, হেলোনি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-মি, পাল্স, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, স্পাইজি, ভিরেট্রাম্।

১২। সহজে চঞ্চলমনা ব্যক্তিদের পক্ষে—একোন্, ক্যামো, চায়না, কফি, জেল্স, ইগ্নে, আইরিস্, ইপিকা, স্পাইজি, ভিরেট্রা।

১৩। শিশুদের শিরঃপীড়ায়—একোন্, বেল, ক্যাপ্সি, ক্যামো

কফি, ইগ্নে, ইপিকা, জেল্‌স।

১৪। অত্যন্ত অধ্যয়ন এবং মানসিক পরিশ্রম হেতু শিরঃপীড়ায়—(১) ক্যাল্‌কে, ফস, নক্স-ভ, সাল্‌ফা; (২) অরা, ন্যাট্রা-মি, সাইলি, পাল্‌স; (৩) এনাকা, গ্র্যাফা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্‌।

১৫। শোক এবং অন্যান্য মানসিক চাঞ্চল্যহেতু শিরঃপীড়ায়—ইগ্নে, ফস-এসি, ষ্ট্যাফি।

১৬। ক্রোধ হেতু মানসিক চাঞ্চল্য জনিত শিরঃপীড়া—(১) ক্যামো, নক্স-ভ; (২) কলোসি লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ষ্ট্যাফি, হ্রাস।

১৭। অত্যন্ত উত্তপ্ততা হেতু—(১) একোন্‌, বেল্‌, ব্রাই, কার্ব-ভ, গ্লোনইন; (২) এমোনি, ব্যাব্যাইটা, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, ইগ্নে, ইপিকা সাইলি।

১৮। অত্যন্ত কাফি সেবন হেতু শিরঃপীড়া—ক্যামো, ইগ্নে, নক্স-ভ, বেল্‌, কষ্টি, ককিউ, হিপা, লাইকো, মার্ক, পাল্‌স।

১৯। সাধারণ ধাতু ঘটিত দ্রব্য ব্যবহার জন্য শিরঃপীড়ায়—সাল্‌ফার সর্ব্ব প্রধান ঔষধ।

২০। তাম্র ব্যবহার জনিত শিরঃপীড়ায়—হিপার-সাল্‌ফার।

২১। পারদ দোষে শিরঃপীড়ায়—(১) কার্ব-ভ, চায়না, পাল্‌স; (২) অরা, হিপার, নাইট্রি-এসি, সাল্‌ফা।

২২। রাত্রি জাগরণ হেতু শিরঃপীড়ায়—(১) ককিউ, নক্স-ভ, পাল্‌স; (২) ব্রাই, সাল্‌ফা, ক্যাল্‌কে।

২৩। অত্যন্ত সুরা পান হেতু শিরঃপীড়ায়—(১) কার্ব-ভ, নক্স-ভ; (২) এন্টি, আর্স, বেল্‌, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, ইপিকা, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাস্‌, সাল্‌ফা।

২৪। অত্যন্ত তামাক কিম্বা নস্য ব্যবহার দরুণ শিরঃপীড়া—

একোন্ , এন্টি , ইগে।

২৫। শীত লাগা হেতু—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যামো, ডাল্কা, নক্স-ভ; (২) এন্টি, চায়না, কলোসি, পাল্স।

২৬। ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু— একোন্, বেল্ চায়না, কলোসি, নক্স-ভ।

২৭। স্নান করা হেতু শিরঃপীড়া— এন্টি, ক্যাল্কে, পাল্স।

২৮। শীতল জল পান হেতু— (১) একোন্, বেল্, (২) আস, ন্যাট্রা-মি, পাল্স।

২৯। মস্তকে কোন প্রকার আঘাত কি চোট লাগা হেতু শিরঃপীড়ায়— (১) আর্ণি, সিকিউ; (২) মার্ক, পিট্রো, হ্রাস্।

৩০। অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া হেতু শিরঃপীড়ায়— (১) ক্যালকে, হ্রাস্, এম্ব্রা, আর্ণি, ব্রাই, ন্যাট্রাম্, ফস্-এসি, সাইলি (পীড়ানিচয়ের কারণ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা ২৮৩-৩০৬ পৃ দেখ)।

## (খ) শিরঃপীড়ার গতিঃ——

৩১। অক্ষিগোলক হইতে বেদনা পশ্চাদ্দিকে প্রধাবিত হয় — ক্রোটন-টি, কমোক্ল্যাড্, লিলিয়াম্, প্যারিস্-কোয়াড্রি, ল্যাকে, ফস্।

৩২। চক্ষু হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত— ফাইটো।

৩৩। চক্ষুর উপরিভাগস্থ কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত বেদনা —সিপিয়া।

৩৪। কপাল হইতে পশ্চাদ্দিক পর্য্যন্ত— আর্ণি, ব্রাই, কার্বলি-এসি, কোনা, কুপ্রা, ইউপেটো-পারফো, ফরমিকা, কেলিবাই, লিলিয়াম্, ফাইটো, স্পঞ্জিয়া, থিরিডিয়ান্।

৩৫। গ্রীবার পশ্চাদ্দিগ হইতে উর্দ্ধ ও সম্মুখভাগে— ক্যাল্-কার্ব, কষ্টি, সিমিসি, ফ্লুওর-এসি, জেল্স, ল্যাক্নাস্থি, সাইলি,

এমিল-নাইট্রাইট্।

৩৬। অক্সিপাট্ হইতে বেদনা মস্তকের সম্মুখভাগে প্রধাবিত হয়— চায়না, সেঙ্গু, সার্সা, স্পাইজি।

৩৭। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত—ওলিয়েম-এনিম্যালি। কপাল পর্য্যন্ত— নিকোলাম্।

৩৮। অক্সিপাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত— ক্যাল্-কার্ব, ল্যাকটিক্-এসি।

৩৯। টেম্পল প্রদেশ হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত— ষ্ট্র্যামো।

৪০ অক্সিপাট প্রদেশ হইতে টেম্পল প্রদেশ পর্য্যন্ত— কোকা।

৪১। অক্সিপাট হইতে কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত— চেলিডো।

৪২। টেম্পলপ্রদেশের মধ্যদিযা একদিক হইতে অন্যদিকে তীরবেগে বেদনা ছুটিলে— এলাম্, চায়না, ফস্, সেঙ্গু।

৪৩। বামস্কন্ধ হইতে অক্সিপাট পর্য্যন্ত বেদনা ছুটিলে— ইউপেটো-পারপিউ।

৪৪। মস্তক হইতে ঘাড়ী পর্য্যন্ত— অসমিয়াম।

৪৫। মস্তক এবং অক্সিপাট হইতে স্পাইন প্রদেশ (মেরুদণ্ড) পর্য্যন্ত— লিলিযাম্, সিমিসি, ন্যাট্রা-মি, পডো।

৪৬। উপর হইতে নিম্নদিকে বেদনার গতি— (১) বেল্, কষ্টি, ক্যামো; (২) ফস্-এসি, থুজা, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

৪৭। মস্তকের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্দ্দিকে বেদনার গতি— (১) এসাফি, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, চাযনা, কোনা, ডাল্কা, মার্ক, মেজি, ফস্, থুজা, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যান্না, ভ্যালিরি; (২) একোন্, এলাম্, কার্ব-ভ, ড্রসি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, নক্স-ভ, ফস্-এসি, স্ট্যাবাডি সেঙ্গু, ষ্ট্যাফি, বার্বেরিস্।

৪৮। বহির্দ্দেশ হইতে অন্তর্দ্দিকে গতি—(১) এনাকা, আর্ণি, ক্যাম্ফা, লরোসি, প্ল্যাটী; (২) ববিউ, ডাল্কা, হেলে, ইগ্নে, প্রাম্বা, স্যাবাইনা, স্পাইজি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি।

## (গ) শিরঃপীড়ার নির্দ্দিষ্ট স্থানঃ——

৪৯। বাম চক্ষের উপরিভাগে বেদনা— একোন, আর্স, ব্রোমিন, ইপিকা, লিলিয়াম্, মার্ক-বিনআইয়ড্, নক্স-জুগ্ল, নক্স-ম, ফস্, সিলিনি, সিপি, স্পাইজি, থিবিডি।

৫০। দক্ষিণ চক্ষের উপরিভাগে বেদনা—কার্বলি-এসি, ক্রোটন-টি ইগ্নে, সেঙ্গু।

৫১। টেম্পল প্রদেশে বেদনা—এগার, এলোজ, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, বেল্, আর্ণি, ক্যাক্টা, চেলিডো, চায়না, কোকা, কুপ্রা, জেল্স, ইউপেটো-পাবফো, ইউপেটো-পারপি কেলি-বাই, ল্যাকে, লিলিয়াম্, লাইকো, ন্যাজা, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নক্স-ম, ফস্, স্যাবাইনা, সেঙ্গু, সার্সা, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, থিবিডি, থুজা, ট্যারাক্সেকাম্।

৫২। ফ্রণ্ট্যাল অর্থাৎ কপাল প্রদেশে— একোন, এলোজ, এলাম্, এমোনি-কার্ব, বেল্, ব্রাই, কার্বলি-এসি, চায়না-সাল্ফ, ক্রোকা, ইউপেটো-পারফো এবং পার্পি, হিপার, ল্যাক্টি-এসি, লিলি, ম্যাগ্নে-মি, মিন্ন্যান্থিস্, মার্কিউরিয়ালিস্, মাইরিকা, ন্যাট্রাম-সাল্ফ, নক্স-ভ, সোরিনাম্, পাল্স, সার্সা, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, টার্টার-এমিটিক, ভিরাট্-এল্ব।

৫৩। নাসিকা প্রদেশ— একোন, আর্স, ব্যাপ্টি, কল্চি, ক্রোটন, হিপার, ন্যাট্রা-কার্ব, প্ল্যাটী, সার্সা, সিপি।

৫৪। ব্রহ্মতালু বা ভার্টেক্স স্থানে— এগার, এলাম্, ব্যাপ্টী, ক্যাক্টা, ক্যানা-স্যাটা, কার্ব-এনি, কার্বলি-এসি, সিমিসি, কুপ্রা, গ্লোনইন, কেলি-বাই, লিথিয়াম্-কার্ব, ল্যাকে, ওলিয়ম্-এনিম্যালি, ফাইটো, সাল্ফা, চেলিডো, ইউপেটো-পারফো, ল্যাক্নান্থি, মার্ক-আইয়ড্, ফস্-এসি, সার্সা, ষ্ট্যানো, ভিরাট্-এল্ব।

৫৫। প্যারাইটাল্ অস্থিদেশে— কফি, সার্সা।

৫৬। অক্‌সিপাট প্রদেশে— ডাল্‌কা, * ইউপেটো-পারফো, জেল্‌স, বেল্, ইগ্নে, ল্যাক্‌টি-এসি, মার্ক, মার্ক-বিনআইয়ড্, ন্যাট্রা-কার্ব, পিট্রো, সিপি, সাল্‌ফা।

৫৭। সেরিবেলাম্ স্থানে— ক্যাম্ফ, ইল্যাপ্‌স, আইরিস্।

৫৮। হেমিক্রেনিয়া অর্থাৎ আধকপালে মাথা ব্যথা— এনাকা, কষ্টি বেল্, কল্‌চি, কুপ্রা ইল্যাপ্‌স, ইউপেটো-পারফো, পাল্‌স, মার্ক-বিনআইয়ড্, ন্যাট্রা-সাল্‌ফ, সেঙ্গু, সার্সা, সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, থুজা।

৫৯। সামান্য অল্প মাত্র স্থানে বেদনা— একোন্, ব্রাই, লাইকো, এম্ব্রা, এনাকা, গ্র্যাফা, হিপা, লরোসি, লিডা, মস্কাস্, নক্স-ম প্র্যাটী, সিপি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, স্থুইল।

৬০। মস্তকের ত্বক্‌ভাগে বেদনা—(১) একোন, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্‌কে, চায়না, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভ, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি; (২) এলাম্, কার্ব-ভ, কষ্টি, গ্র্যাফা, গুয়াই, নাইট্রি-এসি, হিপার, ফস্, পাল্‌স, রুটা, সিপি, স্পাইজি, থুজা, ভিরেট্রা।

৬১। দুই অক্ষিতে বেদনা কিম্বা বেদনা দুই অক্ষি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়— (১) একোন, ব্যারাই, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, ককিউ, হিপার, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সিলিসি, সাইলি, (২) আস, বোরাক্‌স, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিকিউ, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ফস্, ফস্ এসি, সাল্‌ফ-এসি, স্পঞ্জি।

৬২। কর্ণদেশে বেদনা কিম্বা বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়— (১) ক্যাম্বা, লাইকো, মার্ক, মস্কাস্, মিউর-এসি, হ্রাস্, পাল্‌স, সিপি, সাল্‌ফা; (২) এনাকা, এলাম্, আর্ণি, বোরাক্‌স, ক্যাপ্‌সি, কষ্টি, কোনা, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, ফস্।

৬৩। নাসিকা মূলে বেদনা কিম্বা বেদনা নাসিকা মূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়—(১) একোন্, হিপার, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্; (২) আর্স, ব্যাপ্‌টি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মেজি, মস্কাস্, ষ্ট্যাম্বা।

৬৪। বেদনা দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়— (১) ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, হ্রাস্, সিপি; (২) ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, ইগ্নে, ক্রিয়েজো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, সাল্ফা।

৬৫। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা কিম্বা বেদনা গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়— ব্যারাই, বেল্, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, লাইকো, পাল্স, স্যাবাইনা।

## (ঘ) মাথার বেদনা স্থানে যে প্রকার ভাবযুক্ত বেদনা অনুভূত হয়ঃ—

৬৬। নাড়ীর গতির ন্যায় দপ্দপ্ করে— বেল্, বোভি, ক্যাল্কে, চায়না, গ্লোনইন, চায়না-সাল্ফ, ইউপেটো-পাবফো এবং পার্পিউ, ইগ্নে, হেলে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, নক্স-ম, ফস্, সার্সা, ষ্টিলিন্জিয়া, থিরিডি।

৬৭। চড়চড় করিয়া ফাটিয়া যাওয়া অথবা কামড়ানবৎ বেদনা — কফি, ডিজি, পাল্স, সিপি।

৬৮। বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় বেদনা— হেলে, ন্যাট্রা-সাল্ফ, সার্সা।

৬৯। হাতুড়ির আঘাতের ন্যায়— একোন্, ক্যাম্ফ্, ক্যামো, ক্যাল্কে, কুপ্রা. ড্রসি, ইগ্নে, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, সার্সা, সিপি, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

৭০। বারুদে অগ্নি সংযোগে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায়— ডিজি, সোরিনাম্।

৭১। ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ার ন্যায়— এলাম্, ইথুজা, কফি, ম্যাগ্নে।

৭২। ক্ষতস্থানের ন্যায় বেদনা— ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, ক্যাইটো।

৭৩। কি প্রকার বোধ হয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেনা — ককিউ, প্লাম্বাম, ষ্ট্র্যামো।

৭৪। ফাঁপা বোধ হয়— আর্জেণ্ট-মেটা, ককিউ, কুপ্রা, থুজা;

৭৫। একটী স্তূপের ন্যায় বোধ হয়—কোনা, ভিরেট্রা।

৭৬। একটী গোলার ন্যায় বোধ হয়— ষ্ট্যাফি।

৭৭। ঠাণ্ডা বোধ হয়— ক্যাল্-কার্ব।

৭৮। মাথার ভিতর দুর্ব্বল বোধ হয়— গ্র্যাফা, সিপি।

৭৯। মাথার ভিতর শিথিল বোধ হয়—ব্যারিয়াম্-কার্ব, কার্ব্ব-এনি, সিকিউ, ক্রোকা, ডিজি, হাইয়স্, কেলি, লরোসি, নক্স-ম, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি।

৮০। কসিয়া বাঁধার ন্যায় বোধ হয়— বেল্, কার্বলি-এসি, আইয়ড্, কেলি-ব্রোমাইডম্, লাইকো, সার্সা।

৮১। মস্তক বিস্তারিত বোধ হয়—এপোসাই, ক্যানা, আর্জেণ্ট-নাইট্রি, বোভি, কোরাল, ডাল্কা, ইণ্ডিগো, ল্যাক্নান্থি, ম্যাগে, সিকে, প্ল্যাটী, সাল্ফা, প্যারিস-কোয়াড্রি।

৮২। মস্তকের ভিতরে যেন জল নড়িতেছে— আর্স, বেল্, গ্লোনইন, হিপা, হাইয়স, নক্স-ম, প্ল্যাটী, স্পাইজি।

৮৩। মাথা দুইভাগ হইয়া ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা —(১) বেল্, ব্রাই, চায়না, মুাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) একোন্, এমোনি, এণ্টি ব্যারাইটা, ক্যাল্কে ক্যাপ্সি, কষ্টি, গ্র্যাফা, মার্ক, ন্যাট্রা, প্ল্যাটী, ফস্, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, থ্রম্বিডিয়ানা।

৮৪। আক্ষেপযুক্ত বেদনা—(১) একোন্, আর্নি, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, কলোসি, ইগ্নে, ফস্-এাস, প্ল্যাটী, ষ্ট্র্যামো; (২) এম্ব্রা, এগ্রাস, চায়না, কল্চি, মেজি, মস্কা, নক্স-ম, নক্স-ভ, পিট্রো, সিপি, জিঙ্ক।

৮৫। চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—আর্ণি, ব্রাই, কার্ব-ভ, চায়না, ককিউ, হেলে, লাইকো, মস্কাস্, ন্যাট্রা-মি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, টার্টা, একোন্, এলাম, এনাকা, কষ্টি, ক্যাল্কে, সিকিউ, কোনা, ডাল্কা, গ্র্যাফা, ম্যাগে, নাইট্রি-এসি, সিপি, সাল্ফ-এসি।

৮৬। যেন কোন ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে… সাইক্লে, আইয়ড্, লরোসি, মার্ক, নাইট্রি-এসি, সার্সা, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা।

৮৭। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা—(১) ক্যাল্‌কে ডাল্‌কা, হিপা, পাল্‌স, সিপি, (২) এমোনি-মি, বেল্, ককিউ, ইগ্নে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, স্যাবাইনা, স্পাইজি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক্।

৮৮। মস্তকে প্রেক বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা—(১) একোন্, আর্ণি, হিপা, ইগ্নে, ম্যাগ্নে, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, সাল্‌ফ-এসি; (২) এসাফি, কার্ব-ভ, ককিউ, কফি, ডাল্‌কা, হেলে, ক্রিয়েজো, ন্যাট্রা-মি, ওলিয়েণ্ডা, হ্রাস্, থুজা।

৮৯। ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা—(১) আর্ণি, আর্স, বেল্ ক্যাল্‌কে, চায়না, কোনা, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) এম্ব্রা, অরা, ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ফস্, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি।

৯০। চিড়িক মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা—(১) একোন্, বেল্, ব্রাই, ক্যান্থা, কষ্টি, কোনা, ইগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা, পিট্রো, পাল্‌স, ফস্, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা; (২) এলাম, আর্ণি, এসাফি, ক্যাল্‌কে, চেলিডো, চায়না, ল্যাকে, লরোসি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, সিলিনি, ষ্ট্যাফি।

৯১। আঘাত লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা—(১) অরা, বেল্, ক্যাম্ফ্, চায়না, কোনা, হেলে, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্‌স, ভিরেট্রা; (২) এলাম, আর্স, এমোনি-মি, কার্ব-এনি, কষ্টি, কোনা, হিপা, ইপিকা, মার্ক, মিউর-এসি, ফস, ফস্-এসি, হ্রাস্, সিপি, সাল্‌ফা, ষ্ট্যান্না, জিঙ্ক্।

৯২। বাণ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা—(১) এম্ব্রা, আর্ণি, বেল্, ক্যাল্‌কে, চায়না, ইগ্নে, কেলি, নাইট্রি-এসি, পাল্‌স, সিপি, সাইলি; (২) এনাকা, কষ্টি, গ্র্যাফা, লাইকো, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, প্রাম্বাম, সালফা।

৯৩। ব্রহ্মতালু বা মস্তকের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ হয়—(১) বেল্, ক্যাল্কে, ফস, সিপি, সাল্ফা, ভিরেট্রা; (২) একোন, আর্ণিকা, ডাল্কা, মস্কাস্।

৯৪। মাথার ভিতর জ্বলিয়া যায়—(১) একোন, বেল্, ব্রাই, মার্ক, নক্স-ভ, ফস্, স্যাবাডি, সিপি; (২) এমোনি, আর্জেণ্টাস্, আর্ণি, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, ডাল্কা, গ্র্যাফা, হেলে, মিউর-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস্, স্পাইজি. ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, ভিরাট্।

৯৫। মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে—(১) অরা, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ল্যাকে, প্ল্যাটী, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, জিঙ্ক্; (২) একোন, ব্যাবাই, কার্ব-ভ, কষ্টি, ককিউ, গ্র্যাফা, হেলে, মিউর-এসি, ফস্-এসি, হ্রাস, স্পাইজি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ-এসি, ভিরাট্।

৯৬। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক আল্গা হইয়া নড়িতেছে এবং পড়িয়া যাইবে—(১) একোন, বেল্, চায়না, সিপি, সাল্ফা; (২) আর্স, ব্যারাই, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, সিকিউ, কষ্টি, কেলি, লাইকো, পেলাড়ি, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস্, স্পাইজি।

৯৭। মাথার ভিতর যেন কোন কীট হাঁটিয়া বেড়াইতেছে—(১) আর্ণি, কল্চি, হাইয়স্, লরোসি, ম্যাগ্নে, প্ল্যাটী, পাল্স, হ্রাস্; (২) একোন, ব্যারাই, ক্যাম্ফা, ককিউ, সিকিউ, কুপ্রা, পিট্রো, ফস্, ফস্-এসি, সাইলি, সাল্ফা।

৯৮। বোধ হয় যেন মাথার ভিতর একটী গোলা উঠিতেছে—একোন, ইগ্নে, ল্যাকে, প্লাম্বা, সিপি।

৯৯। বোধ হয় যেন মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিতেছে—অরা, কল্চি, ম্যাগ্নে, পাল্স, স্যাবাইনা, জিঙ্ক্।

## (৬) শিরঃপীড়া জনিত উপসর্গঃ—

১০০। মুখ মণ্ডল উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ—একোন, বেল্, ইগ্নে ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, প্ল্যাটী, সাইলি, সাল্ফা।

১০১। বেদনা হেতু বোধ ও বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়া যায়— একোন, এম্ব্রা, অরা, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ককিউ, হেলে, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, ফস পাল্স, থুজা, সাইলি, সাল্ফা।

১০২। ভার্টিগো অর্থাৎ মাথা ঘোরা উপস্থিত হয়— একোন, বেল্, ব্রাই, ক্যাল্কে, কার্ব-এনি, কষ্টি, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, এনাকা, ককিউ, চায়না, কোনা, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, থুজা, সিপি।

১০৩। চক্ষে ঘোর দেখে অথবা দুর্ব্বল দৃষ্টিশক্তি— একোন আর্নি, বেল্, ক্যাল্কে, ক্যাম্মো, সিকিউ, হাইয়স্, ইগ্নে, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

১০৪। কর্ণের ভিতর ভোঁভোঁ শব্দ— (১) একোন, আর্স, বোরাক্স, চায়না, নক্স-ভ, পাল্স, থুজা, ষ্ট্যাফি, থুজা।

১০৫। বমনেচ্ছা কিম্বা বমন হয়— (১) এমোনি, আর্নি, বেল্, ব্রাই, কার্ব-ভ, কলোসি, ইপিকা, ল্যাকে, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, (২) এলাম্, চায়না, ক্যাল্কে, ককিউ, কোনা, ডাল্কা, ইগ্নে, কেলি, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্।

১০৬। শয্যায় পড়িয়া থাকে— (১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কোনা, নক্স-ভ, ফস্-এসি, পাল্স, থুজা, সিলিনি, সিপি; (২) এলাম্, এমোনি, এনাকা, বেল্, গ্র্যাফা, চেলিডো, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ওলিয়েণ্ডা, পিট্রো, সাইলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফা।

## (চ) শিরঃপীড়ার সময়ঃ——

১০৭। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেদনা হয়—(১) এলাম্, কার্ব-ভ, লরোসি, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ফস্, পাল্স, সাল্ফা, (২) কলোসি, হিপা, মার্ক, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, থুজা, সিপি, সাইলি, ভ্যালি।

১০৮। রাত্রে কিম্বা সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে বেদনা—(১) বেল্, চায়না, হিপা, ল্যাকে, লাইকো, পাল্স, সাইলি, সাল্ফা; (২) এলাম্, আর্স, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নাইট্রি এসি, সার্সা, কষ্টি।

১০৯। প্রাতে জাগ্রত হইলে বেদনা—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কেলি, লাইকো, নক্স-ভ, স্ট্যাট্রা-মি, সাল্ফা, (২) ব্যারাই, বেল্, ক্যাম্বো, চায়না, কফি, কোনা, হিপা, ইগ্নে, ইপিকা, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্, পাল্স, থুজা।

১১০। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে—(১) ব্রাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, হিপা, কেলি, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস, ফস-এসি, সিপি, সাইলি, সাল্ফা; (২) এমোনি-মি, আর্স, অরা, ব্যাবাই, বেল, কার্ব-এনি, কোনা, আইয়ড্, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ম, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, পাল্স, থুজা, ন্যাটাম্।

১১১। আহারের পর—(১) এমোনি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, নক্স-ভ, ফস্, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, (২) এলাম্, আর্নি, ব্যারাই, ক্যাল্কে, ক্যান্থা, কষ্টি, চায়না, সিনা, কোনা, কফি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, পাল্স, নাইট্রি-এসি।

## (ছ) শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির অবস্থাঃ——

১১২। মানসিক পরিশ্রম (লেখা পড়া এবং চিন্তা ইত্যাদি) হেতু পীড়ার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি—(১) ক্যাল্কে, চায়না, ন্যাট্রা, নক্স-ভ, পাল্স, সাইলি; (২) আর্নি, অরা, কার্ব-ভ, কষ্টি, সিনা, ককিউ, কফি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পিট্রো, ফস্, সিপি, সাল্ফা।

১১৩। খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি কিন্তু ঘরের মধ্যে উপশম বোধ হইলে—(১) ক্যাল্কে, কষ্টি, চায়না, কফি, কোনা, হ্রাস্, স্পাইজি, সাল্ফা; (২) বেল্, ফেরা, হিপা, ম্যাগ্নে, মার্ক, মিউর-এসি, নক্স-ভ, পিট্রো, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি ৮

১১৪। ঘরের ভিতর থাকিলে পীড়ার বৃদ্ধি, এবং খোলা বাতাসেও পীড়ার বৃদ্ধি—(১) এলাম, আর্ণি, এসারাম্, বোভি, কার্ব-এনি, ম্যাগ্নে-কা, ম্যাগ্নে-মি, ফস, পালস, স্যাবাইনা; (২) একোন, এণ্টি, হেলে, সিপি, সাল্ফা।

শিরঃপীড়া সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব। } :————

এসিটিক্ এসিড্— বায়ু পিত্তজনিত শিরঃপীড়া। অত্যন্ত খিট্‌খিটে। মানসিক ভাব গোলযোগ পূর্ণ। কোন প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। মাথা ঘোরা, তৎসঙ্গে মাথাভার এবং মাতালের ন্যায় অবস্থা। টেম্পল্ প্রদেশের শিরা সমস্ত পরিপুষ্ট দেখা যায়।

একোনাইট্—আধ-কপালে মাথা ব্যথা; ইহাকে কেহ কেহ "সূর্য্য-ব্যথা" ও বলিয়া থাকে, এই প্রকার ব্যথা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়, মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে উপশম বোধ হয়। চক্ষু কোটরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতমত প্রত্যহ এই বেদনা উপস্থিত হয়; উপুড় হইলে, বা শয়ন করিলে এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কপালে পূর্ণত্ব এবং ভারবোধ, যেন সমস্ত মস্তিষ্ক চক্ষের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। মাথার ভিতর আঘাত এবং তীর ছুটার ন্যায় বেদনা। এ প্রকার শিরঃপীড়া, বোধ হয়, যেন মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতেছে। চলিয়া বেড়াইতে, জলপান করিতে, কথা বলিতে, এবং সূর্য্যোত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি। এপ্রকার দাহযুক্ত, যেন মস্তিষ্ক গরম জলে ভাসিয়া যাইতেছে। গরম ঘরের ভিতর যাইলে বোধ হয় যেন কপালের দিক চাপিয়া ধরিয়াছে। কপালে, টেম্পল প্রদেশে এবং মস্তকের উপরিভাগে চাপনবৎ বেদনা। শিরঃপীড়া এত গুরুতর যে, তাহাতে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায় এবং মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া থাকে। কম্প, শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, রক্তাধিক্য এবং ব্যাকুলতা, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, অথবা রক্তবর্ণ ও উষ্ণ। নাড়ী পূর্ণ এবং বলবান, অথবা ক্ষুদ্র ও দ্রুতগতি। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। ঘ্রাণ শক্তির অত্যন্ত প্রখরতা। পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ।

ইথুজা-সাইনে— অত্যন্ত শিরঃপীড়া বোধ হয়, যেন মস্তিষ্ক খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। কপাল প্রদেশে এরূপ চাপনবৎ বেদনা, যেন কপাল ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি সময়ে বমন এবং শেষভাগে উদরাময়। বাতকর্ম্ম হইলে শিরঃপীড়ার লাঘব হয়। মস্তকের ভিতর চিড়িক্ দিয়ে উঠে এবং নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বোধ হয়। অকৃসিপাট্ (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ) এবং মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা। পশ্চাদ্দিকে ঘাড় বাঁকাইলে ভাল বোধ হয়। সর্ব্বদা যেন তাহার চুল ধরিয়া কে টানিতেছে একপ বোধ করে। আধ-কপালে মাথাধরা।

এগারিকাস্— যেন বরফ খণ্ডের তীক্ষ্ণভাগ কিম্বা অত্যন্ত শীতল সূচিকা নিচয় মস্তকে বিদ্ধ হইতেছে। কোরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া। জ্বর হইলেই যে ব্যক্তির সহজেই বিকার উপস্থিত হয় এরূপ ব্যক্তির মাথাধরা। অসাড় অবস্থাপন্ন শিরঃপীড়া (বিশেষ কপাল প্রদেশে)। সদা মস্তক এদিক ওদিক সঞ্চালন করে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। মস্তকের বামভাগে ছিন্ন হওয়ার ন্যায় এবং চাপনবৎ বেদনা। মস্তকের দক্ষিণদিকে প্রেক্ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, বসিয়া থাকিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। হিষ্টিরিয়ার ভাব ও তৎসঙ্গে মাংসপেশী সমূহের ঝাঁকি মারিয়া আক্ষেপ। অত্যন্ত লেখনী চালনা ইত্যাদি জন্য শিরঃপীড়া।

এগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্— জরায়ু, ওভেরি, অণ্ডকোষ, অথবা অন্যান্য সাধারণ জননেন্দ্রিয়ের গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়ায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বপ্নদোষ, শুক্রক্ষরণ, জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা ইত্যাদি এবং অবিবাহিত ব্যক্তির স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। সে (স্ত্রী) সর্ব্বদাই বলে যে মরিয়া যাইব, এবং সেইজন্য মিলাঙ্কোলিয়া ও হাইপোকণ্ড্রিয়া ভাবযুক্ত। দক্ষিণ চক্ষু এবং টেম্পল প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা যেন কেহ ঘুসি মারিয়াছে, স্পর্শমাত্র তাহাতে লাগে, চলিয়া বেড়াইলে এবং সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। অধ্যয়নজনিত সঙ্কোচন ভাবাপন্ন শিরঃপীড়া। সেঁত্‌সেঁতে গৃহে বাস হেতু মস্তকের উপরিভাগে বেদনা। এক নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া থাকিলে

বেদনার উপশম বোধ হয়।

এলোজ্—কপাল প্রদেশে এক প্রকার অসাড় ভাবের বেদনা, তজ্জন্য কোন পরিশ্রম (বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম) করিতে অপারগ হয়। কপালদেশে শিরঃপীড়া হেতু চক্ষুদ্বয় ভারি এবং বমনেচ্ছা। ব্রহ্ম তালুতে ভারবোধ হইয়া চক্ষেরদিকে চাপনদিতে থাকে, ও তৎসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুখমণ্ডলে গরম বোধ ও চক্ষুর সম্মুখে জোনাকী পোকার ন্যায় জ্বলিতে থাকে। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম বোধ; তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। ভালরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে শিরঃপীড়া ও পেট বেদনা।

এলুমিনা—মাথাধরা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, চুপ করিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। কপাল স্থানে বেদনায় দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। সিঁড়ি দিয়া উপর তালায় উঠিবার কালে বেদনার বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের ভিতর চিড়িক্ মারিয়া উঠা ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা।

এলুমিনিয়াম্ বা এলুমিনিয়াম্-মেটালিকাম্—স্ফুলাধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে (যদি প্রাচীন সর্দ্দি পীড়া থাকে) উপযোগী। শিরঃ-পীড়া সহ বমনেচ্ছা, মস্তকের সম্মুখভাগে যন্ত্রণা। চক্ষু এবং নাসিকায় রক্তাধিক্য। নাসিকা হইতে রক্তপাত। মুখমণ্ডল ফেকাশে এবং শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। রাত্রিতে শয়নের সময়ে মস্তকে এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং প্রাতে উঠিলে পর বেদনা নিবারণ হইয়া যায়। এক দিন পর এক দিন শিরঃপীড়া। তাহার (স্ত্রী) চক্ষু মেলিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, বাতাসে হাঁটিলে কি সিঁড়ি দিয়া উপর তালায় উঠিতে বৃদ্ধি।

এম্ব্রা—কপাল প্রদেশে চাপনবৎ বোধ ও তাহাতে উন্মাদ হইবার ভয়। ব্রহ্মতালু যেন অত্যন্ত বেদনার সহিত ছিঁড়িয়া গেল এরূপ বোধ হয়। মোটামুটি মস্তিষ্কের উপরিভাগের সমস্ত অংশেই বেদনা ও তৎসঙ্গে মুখ ফেঁকাশে এবং বাম হস্ত শীতল। গ্রীবার পশ্চাদ্দিক হইতে বেদনা উঠিয়া কপালের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অক্ষিপাটের নিম্নভাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে।

এমোনি-কার্ব— মস্তিষ্ক যেন আল্‌গা বোধ হয়, যেদিকেই শয়ন করে সেই দিকেই যেন গড়াইয়া পড়ে। মস্তিকের নানা স্থানে চিড়িক্‌ মারাবৎ বেদনা। নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, আঘাত করার ন্যায়, এবং চাপনবৎ বেদনা; কপালদেশে এমন বোধ হয় যেন ইহা ফাটিয়া গেল; আহারের পর এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি; গরম ঘরে থাকা এবং চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। স্থূলকায়া এবং প্রায় সর্ব্বদা বসিয়া থাকিয়া জীবন যাপন করে এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এনাকার্ডিয়ম্‌— পাকস্থলী এবং স্নায়ুর দোষে শিরঃপীড়া। যেন বাহির হইতে ভিতরের দিকে চাপনবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া কপালে ও তৎপরে মস্তকের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। উচ্চৈঃশব্দে গোলমাল এবং তীক্ষ্ণ গন্ধ ও ভ্রমযুক্ত পাদবিক্ষেপ হেতু অক্‌সিপাট্‌ প্রদেশে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মস্তকের সম্মুখদিকে চাপনবৎ বেদনা। খিটখিটে স্বভাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেদনার বৃদ্ধি, অত্যন্ত চাপিয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, অবশেষে সমস্ত মস্তকে বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চলিয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি; আহারের পর, অথবা রাত্রে শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। মুখমণ্ডলে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় এবং চুলকান ভাবের সহিত এক প্রকার বেদনা। নিশ্বাস দুর্গন্ধময়।

এণ্টি-ক্রুড্‌— কপাল প্রদেশের ব্যথায় যেন অজ্ঞানাপন্ন করে এবং বেদনা এত গুরুতর হয়, যে বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবার সময়েও ব্যাকুলতার সহিত ঘর্ম্ম হয়। নদীতে স্নান করার পর অত্যন্ত মাথাব্যথা, ও তৎসঙ্গে শাখা-সমস্ত নিতান্ত দুর্ব্বল ও আহারে অনিচ্ছা। স্থূল বেদনাযুক্ত শিরঃ-পীড়া, মাথাঘোরা, ও সিড়ি দিয়া উপর তলায় উঠিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি। চুল পড়িয়া যাওয়া। বমনেচ্ছা। আহারে অনিচ্ছা। বমন। চক্ষের উপরি-ভাগে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা, মধ্যাহ্নে উহার বৃদ্ধি ও রাত্রিতে উপশম (বমনে উপশম বোধ হয় না)। ফ্রণ্ট্যাল্‌ সাইনাস্‌ অর্থাৎ নাসিকার মূল-দেশ হইতে শ্লেষ্মা নির্গমন হেতু কপাল প্রদেশে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ও তৎসঙ্গে নাসিকা বন্ধ। হস্তপদ দুর্ব্বল।

এপিস্-মেল্লি—মস্তিষ্ক এরূপ ক্লান্ত বোধ হয় যেন অসাড় অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষুর্ভ্রূর উপরিভাগে স্থূল, ভারযুক্ত এবং টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ও তৎসঙ্গে চক্ষুকোটরের ভিতরেও বেদনা। পুরাতন শিরঃপীড়া হেতু কপাল টেম্পল এবং চক্ষুস্থানে বেদনা; তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, বমনেচ্ছা ও বমন। জ্বালাযুক্ত এবং দপ্‌দপ্‌ করিয়া লাফানবৎ বেদনা, উপুড় হইলে কিম্বা চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি; হাতদিয়া চাপিয়া ধরিলে ক্ষণকালের জন্য ভালবোধ হয়। শয়ন বা উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে এবং গরম গৃহমধ্যে বৃদ্ধি। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া। আর্টিকেরিয়া নামক ইরাপ্‌শান্‌ এতৎসঙ্গে দেখা যায়

আর্জেণ্টাম্-মেটা—মস্তকের ভিতর শূন্য শূন্য ভাবযুক্ত বেদনা। চাপনসহ জ্বালাযুক্ত বেদনা অস্থিভাগে (বিশেষ টেম্পল্ অ.স্থতে) বোধ হয়। প্রত্যেকদিন দুই প্রহরের সময় এই বেদনা আরম্ভ হইয়া থাকে, তৎসঙ্গে মস্তকের বহির্ভাগে ক্ষতস্থানের বেদনার ন্যায় বেদনা হয়; চাপিয়া ধরিলে বেদনার বৃদ্ধি এবং খোলা বাতাসে উপশম বোধ হয়। মস্তকের বামদিকে এ প্রকার বেদনা যে তাহাতে প্রথমতঃ বোধ হয় যেন অল্প অল্প মস্তিষ্ক টানিতেছে; পরে যেন কোন একটী স্নায়ু একেবারে ছিঁড়িয়া গেল, এবং হঠাৎ বেদনা থামিয়া গেল। পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা এবং মানসিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি হেতু ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, জনিত-শিরঃপীড়া।

আর্জ্জেণ্টাম্-নাইট্রি—মিগ্রেন নামক এক প্রকার শিরঃপীড়া মস্তকের ও মুখমণ্ডলের পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে; ইহা যকৃৎ, পাকস্থলী অথবা জরায়ুর গোলযোগ হেতু উৎপন্ন হয়। মানসিক চঞ্চলতা অথবা টেম্পারেচার (তাপ) পরিবর্ত্তন হেতু শিরঃপীড়া; তৎসঙ্গে সমস্ত শরীরে কম্পন; বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এবং প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি বন্ধ। বোধ হয় যেন মস্তকের অস্থি সমুদয় পৃথক হইয়া গেল, এবং শরীরে বিশেষ মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে যেন প্রসারিত হওয়ার ভাব বোধ। মস্তক চাপিয়া ধরিলে কিম্বা বাঁধিলে ভালবোধ হয়। অত্যন্ত মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি। পড়িবার সময় বোধ হয় যেন একটী বর্ণ অন্যটীর মধ্যে মিলিয়া যায়।

মাথাঘোরা, বমন এবং হস্ত কম্পন। ব্রেইনফ্যাগ্ (Brainfag.) নামক পীড়া।

আর্ণিকা— চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা, তৎসঙ্গে মস্তকের সম্মুখভাগে চাপনবৎ ভার এবং হরিৎবর্ণের বমন। টেম্পল প্রদেশে যেন লৌহ শলাকা বিদ্ধ হইতেছে, তৎসঙ্গে নিশীথ সময়ে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা। মস্তক যেন দগ্ধ হইয়া যায় এরূপ জ্বালা। কিন্তু সমস্ত শরীর শীতল। বিশ্রামের সময় উপশম বোধ। ছুরিকা দ্বারা মস্তকে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইয়া পরে মস্তকের অভ্যন্তর শীতল বোধ হয়। বমনেচ্ছাসহ মাথাঘোরা, উঠিলে বা সঞ্চালন করিলেই তাহার বৃদ্ধি। পরিশ্রম, অধ্যয়ন, চিন্তা ও কোন প্রকার চোট লাগা মাত্র অস্থির হইয়া যায়। ঐ যন্ত্রণা হেতু কোন কার্য্য করিতে পারেনা। মানসিক চাঞ্চল্য হইবামাত্র পুনরায় শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করে।

আর্সেনিক-এলবম্— মস্তকের সম্মুখভাগে প্রখর বেদনা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা। মাথা উঠাইলেই ছিঁড়িয়া পড়ে ও তৎসঙ্গে বমন হয়, ঘামের পর শিরঃপীড়া; শীতলজল প্রয়োগে অথবা ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। এরূপ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা; নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া।

এসাফিটিডা— হিষ্টিরিয়াযুক্ত আদ-কপালি মাথা ব্যথা; তৎসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল, মাথা গরম, চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, পাকস্থলীর গোলযোগ, মুখে পচা স্বাদ, পেট ডাকা এবং ফাঁপা, কোষ্টবদ্ধ অথবা উদরাময়। শিরঃপীড়া, সন্ধ্যার সময় গৃহের ভিতর, বিশ্রামকালে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি। সুবাতাসে চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ। সহজে চঞ্চল হওয়া স্বভাব।

অরাম্-ফোলি— গরম না রাখিলে, মাথার ভিতর দিয়া, এরূপ বোধ হয় যেন বায়ুস্রোত প্রবিষ্ট হইতেছে। মাথা উষ্ণ এবং রক্তাধিক্য-যুক্ত, তৎসঙ্গে চক্ষের সম্মুখে জোনাকী পোকা জ্বলিতে থাকে এমন বোধ। মুখমণ্ডল চক্চকে স্ফীত। মানসিক চাঞ্চল্য হেতু বৃদ্ধি। অর্দ্ধ মস্তকে শিরঃপীড়া চিড়িক্মারা ও দাহযুক্ত যন্ত্রণা। কপালের একদিকে আঘাত প্রাপ্তের ন্যায়

বেদনা, বমনেচ্ছা, এমনকি পিত্ত মিশ্রিত বমন ও হয়।

বেলেডোনা— সমস্ত মস্তকে এরূপ ভার ও চাপনবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন মদ্যপান করিয়াছে, কিম্বা পাথর দ্বারা চাপা লাগিতেছে, অথবা স্ক্রুদ্বারা এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে, যেন মাথা সংকীর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাইবে। কপালে এরূপ একটি গুরুতর ভারবৎ চাপ বোধ হয় যে, সে তদ্দরুণ চক্ষু মেলিতে পারেনা; সেস্থান স্পর্শ করিলে বেদনা লাগে, চলিয়া বেড়াইলে বেদনার বৃদ্ধি; ও শয়ন অবস্থায় থাকিলে উপশম বোধ; উঠিয়া দাড়াইলে বেদনা পুনরুপস্থিত হয়। চক্ষুকোটরের এবং নাসিকার মূলদেশে টানিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত বেদনা ও তাহাতে চাপনবৎ বোধ। ব্রহ্মতালুতে খননবৎ এবং ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। উপুড় হওয়ামাত্র বেদনা এত বৃদ্ধি হয় যে, তখন কাশিলে, অথবা হঠাৎ চলিয়া বেড়াইলে তদ্বেগে মস্তকের ভিতর হইতে যেন সমস্ত পদার্থ কপালের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, এরূপ বোধ হয়। হাঁটিয়া বেড়াইবার সময় এবং প্রতিপাদ-বিক্ষেপের সঙ্গে এরূপ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িয়া যাইতেছে। মাথা উচু করিয়া শয়ন করিলে বা পশ্চাদ্ভাগে বক্রভাবে থাকিলে ভাল বোধ হয়। সমস্ত শরীর এবং মাথায় একত্রে রক্তবহা নাড়ী সমস্ত দপ্ দপ্ ভাবে স্পন্দন করিতে থাকে।

বার্বেরিস্— যকৃতের গোলযোগ অথবা বাতের পীড়ার সঙ্গে শিরঃপীড়া। চাপনবৎ, খননবৎ এবং টানিয়া ধরার ন্যায় মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা, উপুড় হইলে বৃদ্ধি এবং মুক্তবাতাসে ভাল বোধ। মস্তকটী যেন স্ফীত হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। কপোলদেশ বসিয়া যাওয়া, দেখিতে পীড়িতের ন্যায়।

বিস্মাথ্— পর্য্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া ও পাকস্থলীর বেদনা। আহারের পর তৎক্ষণাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং অপরিপক্ক পদার্থের বমন হইয়া উপশম বোধ হইয়া থাকে। কপালের সম্মুখভাগে চাপনবৎ ভার বোধ; চলিলে উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেকবার আহারের পর পাকস্থলীতে

ভার বোধ। পীড়ার প্রত্যেকবার আক্রমণের সঙ্গেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

বোলিটাস — টেম্পল প্রদেশে অত্যন্ত স্নায়ুশূল, তাহাতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মস্তকের সম্মুখভাগে অত্যন্ত সূলবৎ বেদনা ও লেখা পড়ার সময় বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল এবং উষ্ণ। মাথা সঞ্চালন করিলে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। কণ্ঠাটাইভার রক্তাধিক্য এবং তৎসঙ্গে চক্ষে চিড়িক্‌মারাবৎ বেদনা

বোভিষ্টা — এরূপ বোধ হয় যেন মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়াছে; রাত্রিতে অত্যন্ত গাঢ় বেদনা, বসিলে পীড়ার বৃদ্ধি। প্রাতে দক্ষিণদিকে ও সন্ধ্যার সময় বামদিকে বেদনা, স্ত্রীলোকের রজোদোষ জনিত শিরঃপীড়া, মস্তকের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা, কপালে এবং ব্রহ্মতালুতে অজ্ঞান ভাবকারী বেদনা ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মূত্রনিঃসরণ। চাপ লাগিলে ও রাত্রিতে বসিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। আহারের পর এবং ঘর্ম্ম হইলে শরীর ভাল থাকে।

ব্রোমিয়াম্‌ — দুগ্ধ খাবার পর শিরঃপীড়া। বামদিকের আর কপালে বেদনা, তৎসঙ্গে নাড়ীর আয়তন এবং গতি বৃদ্ধি দেখা যায়। রৌদ্রে পীড়ার বৃদ্ধি, ছায়ায় উপশম

ব্রাইওনিয়া — শিরঃপীড়াতে এরূপ বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া গেল, তৎসঙ্গে মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। সামান্য একটু শরীর সঞ্চালন করিলে এমন কি, চক্ষের পাতা নাড়িলে কি পীড়ার বৃদ্ধি বোধ হয়। চক্ষুগোলকে এত বেদনা যে, রোগী তাহাতে হাতদিতে পারেনা। মাথা যেন ফাটিয়া গেল (বিশেষ দক্ষিণদিকে) ঐ বেদনা কপোলদেশ এবং মুখমণ্ডলের অস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। চিড়িক্‌মারা ও দপ দপ্‌ করাবৎ বেদনা ললাট হইতে অক্‌সিপাট পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে। অক্‌সিপাট্‌ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা। প্রাতঃকালে উঠিবা মাত্র বেদনা হয় না, কিন্তু জাগ্রত হইয়া কিছুকাল পর এবং মস্তক ও চক্ষু চালনা করিলে বেদনা অনুভব হয়। মাথা বেদনার সঙ্গে বমন, বমনেচ্ছা এবং শয়নেচ্ছা। মধ্যাহ্নে আহারের পর ও কুঁজ হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। ব্যাকুল, খিট্‌খিটে স্বভাব।

ব্যাফো— প্রখর রৌদ্রে এবং গোলমালে পীড়ার বৃদ্ধি তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও পদদ্বয় শীতল। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া। একপার্শ্বে মাথাব্যথা (বিশেষ দক্ষিণে); নাসিকা হইতে রক্তপাত দ্বারা উপশম বোধ। মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ক্যাল্ কেরিয়া-কার্ব— একপার্শ্বের মুখ ফেঁকাশে এবং স্ফীত। মস্তকের ভিতর এবং বাহিরে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ। প্রত্যেক উদ্গার ও বমনেচ্ছার সঙ্গে শিরঃপীড়া। স্বাদশূন্য উদ্গার এবং বমনেচ্ছাসহ শিরঃপীড়া। অনেক সময় মানসিক চাঞ্চল্য, উপুড় হওয়া, অথবা সুবাতাসে ভ্রমণ করা হেতু বৃদ্ধি। চক্ষু বুজিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে ভালবোধ হয়। অক্‌সিপাট্ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাথার ভিতর বেদনা ও তাহা সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত থাকে। অত্যন্ত ভারবস্তু উঠান হেতু শিরঃপীড়া। সিঁড়ি দিয়া উপর তলায় উঠিলে, ও কথা বার্ত্তা বলিলে পীড়ার বৃদ্ধি। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ভালবোধ হয় ও বমনের সহিত পিত্ত ও মিউকাস্ দেখা যায়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্— বিদ্যালয়ের বালকদিগের ও বালিকাদিগের শিরঃপীড়া। কখন কখনও এই বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (বিশেষ মানসিক পরিশ্রমের পর)। কখনও অস্থি সংযোগস্থলে (Sutures) অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে উদরাময়। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পীড়ার বৃদ্ধি। মাথাব্যথা, কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত অথবা টেম্পল প্রদেশ হইতে ঘাড়ী পর্য্যন্ত এবং তৎসঙ্গে ক্ল্যাভিকেল হইতে হাতের কব্জা পর্য্যন্ত এক প্রকার বেদনা অনুভূত হয়।

ক্যাল্ কেরিয়া-এসিটিকা—চক্ষুর উপরিভাগ হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; তৎসঙ্গে হাইতোলা ও বমনেচ্ছা। মাথায় অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ, এবং পাকস্থলীতে অতিশয় অম্লবোধ। আধ কপালে শিরঃপীড়া।

ক্যাম্ফোরা— বেদনার কথা ভাবিলেই বেদনা থামিয়া যায়। মাথা যেন চাপিয়া ধরিয়া আছে। সানষ্ট্রোক্ বা সূর্য্যাঘাত অর্থাৎ রৌদ্রোত্তাপ জনিত নাড়ী লাফানবৎ (থ্রবিং) বেদনা, হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় ও তৎসঙ্গে

নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। আক্ষেপযুক্ত অবস্থার সহিত মস্তক ঘুরিতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে পীড়ার বৃদ্ধি।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডি— যেন ব্রহ্মতালু একবার খুলিতেছে ও একবার বন্ধ হইতেছে। স্থূল ভাবাপন্ন, ভাব এবং দপ্‌দপে বেদনাযুক্ত শিরঃপীড়া এবং বোধ হয় যেন মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও গ্রীবাদেশে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

ক্যানাবিস্-স্যাটা— মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ভাব, সেইস্থান হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্বদিয়া টেম্পল প্রদেশে এবং ব্রহ্মতালুতে তীরবেগে ধাবিত হয়। মধ্যাহ্নে পীড়ার বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালু একবার উদ্ঘাটিত হইতেছে ও একবার বন্ধ হইতেছে। পেট ফাঁপা, কটিদেশে বেদনা ঋতু অল্প হইলে স্ত্রীলোকের এই বেদনার বৃদ্ধি।

ক্যান্থারিস্— স্নান করা এবং মাথা ধৌত করা হেতু শিরঃপীড়া। গ্রীবা হইতে বেদনা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। মাথার দুইপার্শ্বে জ্বালা বোধ হয়। শিরোঘূর্ণন। প্রাতে এবং দুই প্রহরের পর দাঁড়াইয়া থাকিলে কিম্বা বসিলে পীড়ার বৃদ্ধি। হাটিয়া বেড়াইলে কি শয়ন করিলে উপশম বোধ।

ক্যাপ্‌সিকাম্— হাঁটিয়া বেড়াইলে এবং মস্তক নাড়িলে মস্তক যেন দ্বিখণ্ড হইযাছে এইরূপ বেদনা বোধ। মস্তকের দুই পার্শ্বেই চিড়িক্-মারাবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। টেম্পল প্রদেশে দপ্‌দপে বেদনা।

কার্ব-ভেজি— অত্যন্ত মদ্যপান হেতু শিরঃপীড়া। ব্রহ্মতালুতে বেদনা। মস্তকের চর্ম্মস্পর্শে বেদনা বোধ হয় ও চুলগুলি নাড়াচাড়া করিলে যাতনা বোধ হইয়া থাকে। অক্ষিপাট্ প্রদেশ হইতে চক্ষের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয় এই বেদনা স্থূল ও ভার বোধবৎ। মৌমাছির গুন্‌গুন্ শব্দের ন্যায় মস্তকাভ্যন্তরে বোধ হয়। মস্তক সীসক খণ্ডের ন্যায় ভারি। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম। গরম গৃহে থাকিলে মস্তকে রক্তাধিক্য। ব্রহ্মতালু অগ্নিবৎ গরম (ঋতু অন্তর্দ্ধান বয়সে)।

কষ্টিকাম— শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা। উপুড় হইয়া উর্দ্ধে বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলে বামদিকে যেন পড়িয়া যাইবে

প্রকার বোধ হয়। রাত্রে মাথাব্যথা এরূপ বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া গেল, কিম্বা জাতার মধ্যে পিশিতেছে তৎসঙ্গে মাথার ভিতর অনেক গোলমাল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মতালুতে এবং কপালের নিম্নভাগে চিড়িক্ মারিয়া উঠা। বসিয়া থাকিলে অথবা চলিয়া বেড়াইবার সময় মাথার ভিতর পুনঃপুনঃ একাদিক্রমে আঘাত লাগাবৎ কিম্বা ঝাঁকি মারিবার ন্যায় অথবা চিড়িক্ মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা। মস্তকের চর্ম্মগুলি যেন অত্যন্ত কসিয়া ধরিয়া আছে এরূপ বোধ হয়। মস্তিষ্ক এবং কপাল এই দুয়ের মধ্যস্থান যেন শূন্য শূন্য জ্ঞান হয়। লিখিবার সময় সম্মুখদিকে মস্তক অজ্ঞাতভাবে ঝুলিয়া পড়ে

ক্যামোমিলা— মস্তকের একপার্শ্বে এবং মাড়ীর নিকট চিড়িক্‌মারা ও ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। মাথার ভিতর চিড়িক্‌মারা ভাব, এবং আঘাত করার ন্যায় বেদনা যেমন অগ্নির উত্তাপে থাকিলে মস্তকে চাপবৎ বোধ হয়, সেইরূপ মস্তকের সম্মুখভাগে বোধ হইয়া থাকে। মস্তক উষ্ণ, সন্ধ্যার সময় খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি অত্যন্ত গরমে ও হাঁটিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয় ঘর্ম্ম হওয়া হেতু কপাল এবং মস্তকের উপরিভাগের চর্ম্ম আঠাযুক্ত হয়। নিদ্রাবস্থাতেও মাথার বেদনা।

চৈলিডোনিয়াম গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া অক্‌সিপাট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় অক্‌সিপাট প্রদেশ অত্যন্ত শীতল বোধ হয়। স্থির হইয়া থাকিলে উপশম, এবং চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি। অক্‌সিপাট্ হইতে বেদনা তীব্রবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। অক্ষিগোলকে বেদনা, উহা স্পর্শ করিলেও বেদনা লাগে কোষ্ঠবদ্ধ সময় সময় বমনেচ্ছা খিট্‌খিটে স্বভাব।

চায়না— সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া হেতু শিরঃপীড়া কপালের সম্মুখভাগে চাপনবৎ বেদনা যেন মস্তিষ্ক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে নস্য-সাল্‌ফ। রক্ত ইত্যাদি স্রাবের পর মাথায় অত্যন্ত দপ্‌দপ্ করিয়া লাফানবৎ বেদনা। অত্যন্ত জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হস্তমৈথুন হেতু অক্‌সিপাট্ প্রদেশে বেদনা। এক দিন পর এক দিন পীড়ার বৃদ্ধি। বেদনায় শুইয়া থাকিতে পারে না, চলিয়া বেড়ায় কি দাঁড়াইয়া থাকে। সমস্ত মস্তক যেন আঘাত

প্রাপ্তবৎ বোধ হয়। একটুকু ঝাঁকিও সহ্য করিতে পারে না। সামান্য স্পর্শে, ঠাণ্ডাবাতাসেও মানসিক পরিশ্রম হেতু পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি। অত্যন্ত চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। চিড়িকমারাবৎ বেদনা, এক টেম্পল প্রদেশ হইতে অন্য টেম্পল পর্য্যন্ত ধাবিত। বোধ হয় যেন মস্তকের অস্থি মধ্যে মস্তিষ্কের আঘাত লাগিতেছে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, তন্নিমিত্ত রোগী চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ করে।

সিনা—এপিলেপ্সী অর্থাৎ অপস্মার রোগের পরে কিম্বা পূর্ব্বে ইণ্টার মিটেণ্ট জ্বরের অন্তে শিরঃপীড়া। বক্ষঃস্থলে এবং পৃষ্ঠে বেদনা (ইহা সেলাই ইত্যাদি কার্য্য করার জন্য একদিকে চাহিয়া থাকা হেতু ঘটিয়া থাকে)। সহজে ত্যক্ত হয়। রক্তক্ষীণতা হেতু শিরঃপীড়া নুব্জ হইলে উপশম বোধ, এবং মানসিক পরিশ্রমের পর পীড়ার বৃদ্ধি। মস্তকের সম্মুখভাগে এবং টেম্পল প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। শিরঃপীড়া হেতু চক্ষু ও চক্ষুর পত্রদ্বয় এবং নাসিকার মূলদেশ ও মুখমণ্ডল বেদনাময় (স্নায়ুশূল)।

সিনেবারিস—মাথায় এত বেদনা যে বালিশ হইতে মাথা উঠাইতে পারেনা। মস্তকের বামভাগে বেদনার বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে লালা ক্ষরণ এবং অত্যন্ত মূত্রত্যাগ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করার পর মাথা ঘুরিতে থাকে।

ককিউলাস—নৌকায় চড়িলে কি গাড়ীতে ভ্রমণ হেতু শিরঃপীড়া (বেল্), (গাড়ীতে চড়িলে পীড়া উপশম বোধ হয—নাইট্রি-এসি)। সন্ধ্যার সময় মাথায় দপদপ করিয়া লাফানবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা। অত্যন্ত শিরঃপীড়া হেতু বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, কথা বলিলে, হাসিলে ও গোলমাল করিলে এবং প্রখর আলোকে পীড়ার বৃদ্ধি গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রমণ করিলে মাথাঘোরা ও বমন বাধক বেদনা ও অর্শ থাকিলে এই পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে। ককিউলাসের শিরঃপীড়ায় মস্তকের ভিতর শূন্য শূন্য বোধ হয়

কফিয়া—সহজে উত্তেজিত স্বভাব, সামান্য বিষয়েই চঞ্চল হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের ভিতর যেন প্রেক্ বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ। খোলা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্নে)। বেদনায় মাথা যেন ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গেল। মস্তক অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়, (অত্যন্ত

বৃহৎ বোধ—গ্লোনইন্, নক্স-ভ)। অত্যন্ত অনিদ্রা। উদ্গার অম্ল ও জ্বালাযুক্ত (আইরিস্)।

গ্লোনইন্— রক্তাধিক্য এবং স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে কোন পৈত্তিকের কি পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা যায়না। মাথার ভিতর অত্যন্ত দপ্দপ্ শব্দ ও নাড়ীর স্পন্দন বোধ, তৎসঙ্গে উৰ্দ্ধদিকে চাপনবৎ বেদনা। মাথার ভিতর যেন ঢেউ খেলাইতেছে। বমন ও মূর্চ্ছাপন্ন হইবার ন্যায় ভাববোধ পাকস্থলী প্রদেশ হইতে এইভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা। মস্তক অত্যন্ত বড় বোধ হয়, হৃৎকম্পন। সূর্য্যাঘাত বা সান্ষ্ট্রোক্ গরমের সময় পীড়া আরম্ভ হইয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল পীড়া বর্ত্তমান থাকে; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রত্যহ পীড়া আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকে। রজোজনিত শিরঃপীড়া। সূর্য্যের উত্তাপ ও মস্তক আবরণ সহ্য হয় না। মস্তিষ্ক বসিয়া পড়িবে ভয়ে মস্তক নাড়িতে ভীত হয়। আধ কপালে মাথাব্যথা কোন বস্তুর অৰ্দ্ধভাগ পরিষ্কার ও অৰ্দ্ধভাগ অন্ধকার দেখে। কপাল প্রদেশে স্ফুল ভাবাপন্ন বেদনা। তৎসহ উষ্ণ ঘর্ম্ম। ঝাঁকি লাগিলে, উপুড় হইলে, পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে, শয়ন করিয়া থাকিতে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে, রৌদ্রোত্তাপে, গ্যাসের আলোকে থাকিয়া কার্য্য করিলে ও অত্যন্ত গরম হইলে, শীতলজল, অধ্যয়ন, পঠন মদ্য ইত্যাদি হেতু পীড়ার বৃদ্ধি।

হাইয়সায়েমাস্— মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, তৎসঙ্গে প্রলাপ, সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর প্রকৃতরূপে দিতে থাকে। কনীনিকা প্রসারিত। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। মুখমণ্ডল বেগুনে রং বিশিষ্ট। সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। চক্ষে ঘোর দেখে, নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া। (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক অথবা মাসিক)। মস্তকে প্রেক্ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা। মস্তকের সম্মুখ ভাগে শলাকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, শয়ন করিলে তাহা উপশম বোধ হয়। এপ্রকার মাথাব্যথা যেন বোধ হয় কোন শক্ত পদার্থ মস্তকের উপর চাপা রহিয়াছে। শোকপূর্ণ হৃদয় ও তৎসঙ্গে পাকস্থলী শূন্য বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে হালিশ বা হারিশ বাহির হওয়া।

ইপিকাকুয়ানা— পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়া ও তৎসহ বমনেচ্ছা ও বমন প্রধান লক্ষণ (ভিরাট্)। এপ্রকার শিরঃপীড়া যেন

বোধ হয় মস্তিষ্ক এবং মস্তকের অস্থি জিহ্বার মূলদেশ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেঁটমুখ হইলেই বমন হইতে থাকে। ঘাসের বর্ণ বিশিষ্ট মলযুক্ত উদরাময়।

আইরিস্-ভার্স— পাকস্থলীর অসুখ হেতু শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মিষ্ট স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মাবমন (অধিক মসলাদি মিশ্রিত ও ঘৃতাদিযুক্ত খাদ্য হেতু—এন্টি, ইপিকা, নক্স-ভ, পাল্স)। বসিয়া থাকা হেতু বৃদ্ধি (আর্স)।

কেলি-বাই— অত্যন্ত শিরঃপীড়া হেতু চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, শয়ন অবস্থায় নাথাকিযা পারেনা। আলো এবং গোলযোগ ভালবাসেনা। পীড়ার বৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির পুনরাবির্ভাব হয়। প্রাতে জাগরিত হইলে কপালে এবং মস্তকে র উপরিভাগ বেদনা পশ্চাদ্ভাগে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। মধ্যাহ্নে আহারের পর এত শিরঃপীড়া হয় যেন মাথা ফাটিয়া গেল, শয়ন করিলে ও মাথা চাপিয়া ধরিলে কিম্বা খোলা বাতাসে পীড়ার উপশম বোধ হয়। চলিয়া বেড়াইলে এবং কুঁজো হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। বমনেচ্ছা, উদ্গার ও বমন।

ক্যাল্মিয়া— "সূর্য্য বেদনা" অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের সময় শিরঃ পীড়া উপস্থিত হয় এবং সূর্য্যের অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস — শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে সর্দ্দি। গ্রীবাদেশ শক্ত বোধ হইয়া বেদনা উপস্থিত হয়। চক্ষের উপরে বা টেম্পল্ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা। কপালে এরূপ বেদনা যে, দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যায়। একদিকের মস্তকে বেদনা হইয়া গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কটিদেশে কসিয়া কাপড় পড়িতে পারেনা। নিদ্রার পর পীড়ার বৃদ্ধি।

লিডাম্— মাথা ধরার দরুণ বুদ্ধির গোলযোগ। মস্তক একটু আবৃত করিলেই অসহ্য বেদনা বোধ হয়। পারদ ব্যবহার হেতু, এবং উপদংশ রোগ-জনিত শিরঃপীড়া।

লিথিয়াম্-কার্ব্ব—আহারের সময় মাথার বেদনা নিবারিত হইয়া যায়, কিন্তু আহারের পর এবং পুনর্ব্বার আহারের সময় পর্য্যন্ত বেদনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া প্রবল থাকে।

মস্কাস — হিষ্টিরিয়াযুক্ত শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা এবং বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ।

ন্যাট্রাম-মি—ম্যালেরিয়া-জনিত শিরঃপীড়া। মাথাভার, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে মাথাব্যথার বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পা ঠাণ্ডা। অধ্যয়ন হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। সামান্য পরিশ্রমসহ শরীর সঞ্চালনে উপশম বোধ হয়।

নক্স-মস্কেটা—সমস্ত মস্তিষ্ক যেন শিথিল বোধ হয়। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া ও তৎসহ নিদ্রালুতা। মাথাপূর্ণ এবং প্রসারিত বোধ হয়। গাত্র ভিজিলে, বায়ু পরিবর্ত্তনে, শকটারোহণে, মদ্যপান ও আহারের পর, ইরাপ্শান বসিয়া গেলে, রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বে ও গর্ভাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি। দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি।

নক্স ভমিকা— রক্তাধিক্য এবং উদরের গোলযোগ হেতু শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন, কাশিলে এবং উপুড় হইলে বৃদ্ধি হয়। প্রেক্ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাতে উহার বৃদ্ধি চক্ষু সঞ্চালন করিলে মাথা অত্যন্ত ভার বোধ হয়। মাথা দ্বিখণ্ড হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, প্রাতরুত্থানের পর, আহারান্তে এবং খোলাবাতাসে বেদনার বৃদ্ধি। কাফি খাইতে অনিচ্ছা, কাফি খাওয়ার পর বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শ। বসিয়া থাকা অভ্যাস। বেশ্যা-গমন, মদ্যপান ইত্যাদি জনিত। মস্তিষ্কে দুষ্ট বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা।

রুস-এসি—মস্তকের উপরিভাগে এমন বেদনা যেন মস্তিষ্ক দলিত হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। তৎসহ যকৃতের বেদনা। সাধারণ।

পেলাডিয়াম্— এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত মস্তকের উপরিভাগে অত্যন্ত বেদনা। নিদ্রার পর উপশম বোধ হয়। বৈকালে বৃদ্ধি।

সোরিনাম্— শিরঃপীড়ার সময় সর্ব্বদাই ক্ষুধা পাইয়া থাকে। কোন ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু শিরঃপীড়া। চক্ষে ঘোর দেখা। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল লাল। অক্সিপাট্ প্রদেশে এক প্রকার আশ্চর্য্য বেদনা, তাহাতে বোধ যেন মস্তকের পশ্চাদ্দিকে একখণ্ড কাষ্ঠ বামে ও দক্ষিণে লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় ইরাপ্শান্ উঠে ও শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

পাল্‌সেটিলা—ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। মাথাঘোরা বিশেষ উর্দ্ধদিগে চাহিলে কি উপুড় হইলে পীড়ার বৃদ্ধি। শীতল বাতাস সেবন ইচ্ছা। ঘরের ভিতর থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। বমনেচ্ছা ও বমন সহ আহারে অনিচ্ছা। ঋতু বিলম্বে ও অতি অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে (বেল্, ক্যাল্‌কা)। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে। হৃৎকম্পন। পিপাসা শূন্যতা। মাথা বাঁধিয়া রাখিলে উপশম বোধ হয়। কান্না ও কষ্ট ব্যক্ত করা (ইগে, সিপি)।

হ্রাস্‌-টক্স— বাত জনিত শিরঃপীড়া। স্নান করা হেতু মাথা বেদনা।

সিপিয়া— ঘোরতর বেগে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। রক্তাধিক্যজনিত পুরাতন শিরঃপীড়া ও তৎসঙ্গে আলোকভীতি এবং চক্ষু পর্য্যন্ত উন্মীলন করিতে পারে না। স্নায়ুজনিত অথবা গাউট্‌পীড়া হেতু শিরঃপীড়া। শলাকা বিদ্ধ বা হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় দক্ষিণ চক্ষুস্থানে অথবা পার্শ্বের টেম্পল প্রদেশে এমন ভয়ানক বেদনা যে, সে (স্ত্রী) চীৎকার করিতে থাকে, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমন। অন্ধকারে ও নিদ্রা অবস্থায় উপশম। আহারে অনিদ্রা। আদকপালে মাথাব্যথা। প্রস্রাবের অত্যন্ত দুর্গন্ধ, তাহাতে মেটে রঙের রেণুনিচয় দৃষ্ট হয়। ঋতু দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেত প্রদর রোগ। একবার রজস্বলা হইয়া পুনরায় ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেত প্রদর।

সাইলিসিয়া— স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হইতে শিরঃপীড়া। উত্তাপ প্রয়োগে উপশম বোধ হয়, কিন্তু চাপদিলে সেরূপ বোধ হয় না। নিদ্রা-বস্থায় মাথাব্যথা থাকে না। প্রাতে অত্যন্ত গুরুতর, দুর্দ্দম্য শিরঃপীড়া, ও তৎসঙ্গে কম্পন, ও বমনেচ্ছা। আদকপালে মাথাব্যথা হেতু চীৎকার করে এবং চক্ষে ঘোর দেখে। প্রতি সপ্তাহে শিরঃপীড়া। মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া।

স্পাইজিলিয়া— প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে আস্তে আস্তে অবনত সূর্য্যের সঙ্গে উপশম হইয়া সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ বিরাম প্রাপ্ত হয়, এমন কি মেঘাচ্ছন্ন দিবসেও এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মাথা চাপিয়া রাখিলে উপশম

...। চিন্তা করিলে এবং গোলমাল শুনিলে বেদনার বৃদ্ধি। তীব্র বেদনা বাম চক্ষু ও টেম্পলপ্রদেশ দিয়া ছুটিতে থাকে। অক্ষিকোণকে বেদনা।

স্পাঞ্জিয়া— মাদক দ্রব্য সেবন, এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু শিরঃপীড়া। অত্যন্ত আনন্দময় স্বভাব। গান করার নিতান্ত ইচ্ছা। চীৎ হইয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া— মস্তকের সম্মুখভাগে বোধ হয় একটী গোলা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। সময় সময় কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে। অত্যন্ত হাই উঠিয়া বেদনার উপশম বোধ হয়। অক্সিপাট্ মধ্যে ফাঁপা, বোধ হয় যেন তাহার ভিতর উপযুক্ত পরিমাণে মস্তিষ্ক নাই।

সালফার— মস্তকের সম্মুখভাগে এবং টেম্পাল প্রদেশে বেদনা। ব্রহ্মতালু এত গরম, যেন তাহা হইতে আগুন উঠিতেছে (ঠাণ্ডা বোধ হইলে— সিপি, ভিরাট্)। প্রাতে গাত্রোত্থান মাত্র তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, প্রাতঃকালীয় উদরাময়। ইবাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া। শীর্ণ হাল্কা ব্যক্তি সম্মুখে বক্র হইয়া চলিয়া থাকে। উপর তালায় উঠিতে মাথা ঘোরে।

ভিরেট্রাম্-এল্বাম্— নিউর‍্যাল্জিয়া অর্থাৎ স্নায়ুশূল ও তৎসঙ্গে অপরিপাক বা অজীর্ণ। বেদনায় কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া যায়, সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়। মস্তকের উপরিভাগ শীতল (সর্ব্বদা উষ্ণ থাকিলে— গ্র্যাফা, সাল্ফা)। দুর্ব্বলকারী উদরাময়। প্রত্যেক ঋতুর সময়েই শিরঃপীড়া। ঠাণ্ডা জল খাইতে ইচ্ছা।

জিঙ্ক-মেট্— লৌহঘটিত ঔষধ অত্যধিক পরিমাণে সেবন হেতু শিরঃপীড়া। ঋতুর অভাব। অরুচি। কোষ্ঠবদ্ধ, মলের আয়তন ক্ষুদ্র। কঠিন ও শুষ্ক। ব্রেইন ফেগ্ নামক পীড়া।

( ৩৬৩ পৃঃ দেখ )

এবং শূন্য বোধ। প্রত্যেকদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বেদনা উপস্থিত হয়।

আর্নিকা— সমস্ত শরীর শীতল, কিন্তু মস্তক অগ্নির ন্যায় উত্তাপে জ্বলিতে থাকে। মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা হেতু সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যকীয়।

এস্কেলপিয়াস্—ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ মাথার বেদনা।

বেলেডোনা—হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া, ক্রমশ উগ্র হইতে হইতে হঠাৎ ছাড়িয়া যায় (প্ল্যাটী, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্রনশিয়ানা—ইহাদের লক্ষণ বেলেডোনার ন্যায়; কিন্তু বেদনা কমিবার সময় আস্তে আস্তে কমিতে থাকে; স্যাবাইনা—হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং আস্তে আস্তে কমিয়া যায়) বেলেডোনার শিরঃপীড়া শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় (গ্লোনইন্, হেলে, ইগ্নে— শয়ন করিলে পীড়ার উপশম)। পশ্চাদ্দিকে মস্তক বক্র করিলে বেদনার উপশম বোধ হয়; (ক্রেবা, অস্মিয়াম্—মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে বেদনার বৃদ্ধি)। মস্তক বস্ত্রাবৃত করিলে বেদনার উপশম (আর্স, সাল্ফা, থুজা)। সমস্ত দিবা রাত্রই মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। (ফস্, আর্স, সাইলি)। (গ্লোনইন্, লিডা— বস্ত্রাবৃত করিলে পীড়া বৃদ্ধি।

বোরাক্স— নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পর পীড়ার বৃদ্ধি (মেলিলোটাস্—উপশম বোধ)।

ব্রোমিয়াম্— দুগ্ধ পানের পর শিরঃপীড়া।

ব্রাফো— নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের পর শিরঃপীড়ার উপশম। প্রাতে আহারের পর বৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব— মস্তকের ভিতরে এবং বাহিরে বরফের ন্যায় শীতল (এগার—যেন তীক্ষ্ণধার বরফ খণ্ডের অগ্রভাগ বিদ্ধ হইতেছে। ল্যাক্‌ডিফ্লোর, ভিবাট্—এল্ব—বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা)। শিরঃপীড়া চক্ষু বুঁজিলে ভাল বোধ হয় এবং উন্মীলন করিলে বৃদ্ধি বোধ হয়।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্— বিদ্যালয়ে শিশুদিগের শিরঃপীড়া। অস্থি সকলের সংযোগস্থলে বেদনা অত্যন্ত অধিক (স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ সমস্ত স্থান স্পর্শ করিলে সহজে বেদনার অনুভব হয়)।

ক্যাম্ফোরা— শিরঃপীড়ার বিষয় চিন্তা করিলেই ভাল বোধ হয় (অক্‌জ্যালি-এসি— মলত্যাগের পর বৃদ্ধি।

হেলোনি—অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিলেভাল বোধহয়। পাইপার-মিথি—যতক্ষণ সে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে ততক্ষণ সুস্থ থাকে )।

ক্যানাবিস্-ইণ্ডি— ব্রহ্মতালু একরূপ বোধ হয় যেন ইহা একবার উদ্ঘাটিত হইতেছে আবার বন্ধ হইতেছে ( কষ্টি—অনবরত মস্তকে যেন ঝাঁকি এবং চোট লাগিতেছে )।

ক্যান্থারিস্— স্নান করার পর; গাত্রধৌত করা হেতু শিরঃপীড়া।

কার্ব্বুরিটাম্— মলত্যাগের পর শিরঃপীড়া ( অক্‌জ্যালি-এসি—মলত্যাগের পর আরাম বোধ। কোনা—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত মলত্যাগ হেতু বেদনা। কোকা—মলত্যাগের সময় কোঁথ দিতে এবং কাশিবার সময় কপালের বামভাগের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেদনা )।

চেলিডো— গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেদনা উঠিয়া অক্‌সিপাট্ প্রদেশে যায় এবং তৎস্থানে জলবৎ বোধ হয়।

চায়না— মস্তক উর্দ্ধে ও নিম্নে সঞ্চালিত করিলে ভাল বোধ হয়। রক্তক্ষীণতা হেতু শিরঃপীড়া। মস্তক সঞ্চালিত করিলে উপশম বোধ হয়।

সিকুটা— সোজা হইয়া বসিলে অথবা বাতকর্ম্ম করিলে ভাল বোধ হয়।

সিমিসিফিউগা— বালক এবং মাতালদিগের শিরঃপীড়া। রজো-জনিত মাথার বেদনা।

সিনা— মৃগীরোগ আক্রমণের পর মাথার বেদনা ( কুপ্রাম্ )।

কোবাল্ট— উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাবেদনা; মলত্যাগের সময় বোধ হয় যেন মাথা অত্যন্ত বড় হইয়াছে, তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা।

ককিউলাস্— শিরোঘূর্ণন ও বমনেচ্ছা সহ রজোজনিত শিরঃপীড়া, মাথার ভিতর যেন শূন্য বোধ হয়।

কল্‌চিকাম্— সেরিবেলামের আভ্যন্তরিক প্রদেশে অত্যন্তবেদনা ও মানসিক পরিশ্রমে তাহার বৃদ্ধি।

কলোসিন্থ— দূষিত পিত্তজনিত ও ইণ্টারমিটেণ্ট শিরঃপীড়া।

ক্রোকাস্— রজস্বলা হওয়ার বয়স উত্তীর্ণ হইবার সময়ে শিরঃপীড়া। রজো দেখা দিলে তৎসঙ্গে বেদনা বৃদ্ধি হয়।

কুপ্রাম্— অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগের আক্রমণের পর শিরঃপীড়া।

মস্তকে যেন ঠাণ্ডা জল ঢালার স্থায় শীতল বোধ হয়। হস্ত পদ শীতল।

ডায়েডেমা-এরেনিয়া—ঠিক নিয়মিত ঘন্টায় শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং তখন শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। উঠিলে মস্তক এবং হস্তদ্বয় যেন স্ফীত বোধ হয়।

ইউপেটো-পারফো—কথাবার্ত্তা বলিলে উপশম বোধ হয় (পাইপার-মিথি)।

জেলসিমিয়াম— শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না, এবং শিরঃপীড়ার সময় কথা শুনিতে কিম্বা বলিতে চায়না। শিরাতে রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া। পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ হেতু অথবা নিদ্রার পর রোগী উপশম বোধ করে।

গ্লোনইন্— স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় মাথা ব্যথার বৃদ্ধি, এমন কি মাথা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। সঞ্চালনে বৃদ্ধি। পদ শীতল। রৌদ্রজনিত তরুণ মাথা বেদনা। অনেক দিন ব্যাপী অক্সিপাট প্রদেশের শিরঃপীড়া। উত্তাপে উপশম বোধ হয় (সিমিসি, ন্যাট্রা-কার্ব, নক্স-ভ, ভ্যালিরি)।

হেলোনিয়াস— জরায়ু এবং হিষ্টিরিয়া জনিত শিরঃপীড়া। শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম ও বেড়াইয়া বেড়াইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য বোধ হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় হইতে ক্ষান্ত হওয়া মাত্র পুনরায় বেদনা দেখা দেয়।

হিপার— এ প্রকার মাথা ব্যথা যেন চক্ষু দুইটী মস্তকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

আইরিস-ভার্স—পাকস্থলী কিম্বা যকৃতের পীড়া হেতু মাথার বেদনা। চক্ষের সম্মুখভাগে কাল কাল দাগ উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

কেলি-বাইক্রমিকাম্— অন্ধের ন্যায় অবস্থা হইয়া তৎপর শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় (ল্যাকে—মাথাধরার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ দেখে। ন্যাট্রা-মি—চক্ষুদ্বয়ে অন্ধ অবস্থার ন্যায় হইয়া তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। সোরিনাম্—মাথাধরার পূর্ব্বে কোয়াশার ন্যায় দেখিতে পায়; চক্ষের সম্মুখভাগে একপ্রকার চিহ্নের নৃত্য দেখিতে পায়: ষ্ট্র্যামো—মাথাধরার পূর্ব্বে চক্ষে দেখিতে কি কর্ণে শুনিতে পায় না)।

ক্যালমিয়া— সূর্য্যোত্তাপে কিম্বা স্নায়ুশূল জনিত শিরঃপীড়া (গ্লোনইন—রক্তাধিক্য জনিত অবিরত স্থায়ী শিরঃপীড়া।

ল্যাক্-ডিফ্লোরেটা—শরীর বরফবৎ শীতল, এমন কি অগ্ন্যুত্তাপেও গরম

হয় না, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

ল্যাকেসিস্‌— ব্রহ্মতালুতে অগ্নিবৎ জ্বালাযুক্ত শিরঃপীড়া। মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা; দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা হয়, মানসিক এবং শারীরিক অবসন্নতা।

ল্যাক্‌নান্থিস্‌— মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়। যেন বাহির হইতে ভিতরে একটী খিল প্রবিষ্ট হইয়া ফাটিয়া যাইবে। শয়নে বৃদ্ধি।

লিডাম্‌— মস্তক সামান্য আবৃত করিলেই অসহ্য বোধ হয়। মুখ এবং চক্ষুদ্বয় যেন টোসা টোসা স্ফীত বোধ হয়।

লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা—পিত্তজনিত শিরঃপীড়া।

লিলিয়াম-টি— চাপন ভাবাপন্ন এক প্রকার শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে কম্প এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব (ইউজিনিয়া, সিলিনিয়া—শিরঃপীড়া সহ গ্রীবাশক্ত এবং অতিরিক্ত প্রস্রাব)।

লিথিয়াম্‌-কার্ব— আহারের পর শিরঃপীড়া নিবারণ হইয়া যায়, কিন্তু পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া পুনরায় আহারের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

* লাইকোপোডিয়াম্‌— হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় বেদনা কপালের মধ্য স্থানে বোধ হয়। প্রাতে আহারের পর শিরঃপীড়া ভাল বোধ হয় (নাইট্রাম্‌—গোমাংস ভক্ষণের পর বৃদ্ধি। নক্স-ম এবং লিথিয়াম্‌--আহারের পর উপশম বোধ। ব্রাই এবং নক্স-ভ—আহারের পর অবস্থা মন্দ। সোরিনাম্‌—শিরঃপীড়ার সময় ক্ষুধা পায়। মেলিলোটাস্‌—নাসিকা হইতে রক্তপাত হেতু উপশম বোধ)।

ন্যাজা-ট্রি— ললাটদেশে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসঙ্গে অন্তঃকরণের অবসন্নাবস্থা।

ওলিয়েণ্ডার— টেরচাভাবে দৃষ্টি করিলে শিরঃপীড়ার উপশম বোধ হয়

প্যারিস্‌-কোয়াড্রি— সামান্য একটু সঞ্চালন করিতেই অক্ষিগোলকে বেদনা বোধ হয়। এরূপ বোধ হয় যেন বহির্গত চক্ষু পশ্চাদ্দিকে মস্তিষ্ক মধ্যে এক সূত্র দ্বারা আকর্ষিত হইতেছে (হিপার)।

পলিনিয়া-সর্ব্বি—স্নায়বীয় শিরঃপীড়া তৎসঙ্গে স্নায়বীয় পরিপোষণ ক্রিয়ার দুর্ব্বল অবস্থা।

পেলাডিয়াম— মস্তকের উপরিভাগে এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা। নিদ্রার পর ভাল বোধ।

ফিলাণ্ড্রিয়াম্‌—ব্রহ্মতালুতে চাপন

বোধবৎ ও তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ও চক্ষে বেদনা।

ফস্-এসি—স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাহেতু গ্রীবাতে এবং অক্সিপাট্ প্রদেশে বেদনা।

ফস্ফরাস্—সর্ব্বদা চক্ষুর অত্যন্ত পরিচালনা ও মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু শিরঃপীড়া। এক দিন অন্তর এক দিন শিরঃপীড়া (সেঙ্গু, স্যাইলি, সাল্ফা—প্রতি সপ্তাহে)।

ফাইটোলেক্কা—উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া।

পিক্রিক্-এসিড্—সাহিত্য পর্য্যালোচক অথবা বিষয়ী ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া। সামান্য মানসিক কি শারীরিক পরিশ্রমেই মাথা বেদনা উপস্থিত হয়।

পাইপার-মিথি— অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিলে শিরঃপীড়া উপশম হয়।

ফর্মিকা— পাকস্থলীর বেদনা মস্তকে প্রধাবিত হয়)।

সোরিনাম্— শিরঃপীড়ার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। অক্সিপাট্ প্রদেশে যেন একখণ্ড কাষ্ঠ রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

পাল্সেটিলা—একদিকের কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে অত্যন্ত বেদনা যেন প্রেক্ বিদ্ধ হইতেছে। হৃৎকম্পন। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, মস্তকে রক্তাধিক্য।

সেঙ্গুইনেরিয়া— প্রতি সপ্তাহে শিরঃপীড়া। আদকপালে মাথাব্যথা। এরূপ মাথার বেদনা যে, জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক দুই হস্তে মাথা চাপিয়া না ধরিলে কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না।

সিলিনিয়াম্— চা খাওয়ার পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (এরূপ দেখা যায় এক পেয়ালা ষ্ট্রং চা সেবন করিয়া স্নায়বীয় অবসন্নতা জনিত শিরঃপীড়ার উপশম বোধ হয়)।

সিপিয়া— পর্য্যাপ্ত নিদ্রার পর উপশম বোধ (জেল্স, প্যালাড্, ল্যাকে, ককিউ— নিদ্রার পর বৃদ্ধি। ক্যামো— নিদ্রার সময় শিরঃপীড়া বোধ হয়)।

নক্স-ম— মস্তকের ভিতর নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, তাহাতে কোন বেদনা নাই, তৎসহ নিদ্রা যাইতে ভয় বোধ হয়।

সাইলিসিয়া—স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু শিরঃপীড়া। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে উপশম বোধ হয়।

স্পাইজিলিয়া— স্নায়ুশূল ও বাত জনিত শিরঃপীড়া ও অক্ষিগোলকদ্বয়ে

বেদনা। উপুড় হইলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে শিরঃপীড়ার আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে উপশম হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর সঞ্চালন করিলে বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া গেল।

প্লাম্বাম্—গলা হইতে যেন মস্তিষ্কে একটী গোলা উঠিতেছে।

পডোফাইলাম্— পর্য্যায়ক্রমে শিরঃপীড়া এবং উদরাময় ( হ্রাস্—পেট বেদনা হইয়া তৎপরে শিরঃপীড়া।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া— বোধ হয় যেন একটী গোলা ললাটে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ষ্ট্রেনশিয়ানা— মাথা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে উপশম বোধ হয়।

সাল্ফার— গাউট এবং বাতের পীড়া জনিত শিরঃপীড়া। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক শিরঃপীড়া।

ট্যারেণ্টুলা— শিরঃপীড়া এরূপ বোধ হয় যেন মস্তকে বহুপরিমাণে শীতলজল ঢালিতেছে। চাপিয়া ধরিলে কিম্বা বালিশে মস্তক ঘর্ষণ করিলে উপশম বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডস্থানে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে।

থিরিডিয়ন্—বোধ হয় যেন ব্রহ্মতালু তাহার আপনার নহে, ইহা শরীর হইতে যেন পৃথক, ইচ্ছা করিলে উঠাইতে পারা যায়। সূর্য্যাঘাত[illegible] সামুদ্রিক পীড়া (বমন) ইহাকে [illegible] ভাষায় "নৌকা বা জাহাজ দুলানি লাগা" বলিয়া থাকে।

ভিস্কাম্-এল্বাম্—অনবরত এমন কি শয়নাবস্থাতেও মাথা ঘুরিতে থাকে। একপ বোধ হয় যেন মাথাটী ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—১। জর কিম্বা সর্দ্দি ইত্যাদি লাগিয়া যে সামান্য মাথাব্যথা হয়, তাহাতে ফুটবাথ (Footbath) অর্থাৎ গরম জল (যতদূর সহ্য হয় এরূপ গরম) গামলায় রাখিয়া তন্মধ্যে পা ডুবাইয়া রাখিবে। তাহাতে শরীরে ঘর্ম্ম হইয়া শিরঃপীড়া এবং জর উভয়েরই উপকার হয়।

২। অনেক সময় রক্তাধিক্য হেতু যে শিরঃপীড়া হইয়া থাকে তাহাতে মস্তকে শীতল জলের পটী প্রয়োগ অথবা শীতল জল দ্বারা মস্তক ধৌত করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। অনেক সময় পিত্ত-জনিত শিরঃপীড়ায় গলায় অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বমন করিয়া পিত্ত উঠাইয়া দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

৪। স্নায়বীয় অর্থাৎ বায়ু প্রধান হেতু শিরঃপীড়ায় মস্তকে পুরাতন

ঘৃত কিম্বা তিল তৈল ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ হয়।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা— মাথা-ধরা পীড়ায় আমরা উচ্চ ও নিম্ন উভয়প্রকার ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অধিকাংশ গ্রন্থকর্ত্তা ইহার উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। উচ্চ ডাইলিউসন মধ্যে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আমরা ৩০ ডাঃ ব্যবহার করি। কোন কোন স্থলে ১০০০ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি। নিম্নডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া যে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি তৎসম্বন্ধে একটী রোগীর কথা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

* * * বসাকের পুত্র, নিবাস সালগাড়িয়া, বয়স প্রায় ২০ বৎসর, বহুদিন পর্য্যন্ত জর রোগে (ম্যালেরিয়া) আক্রান্ত ছিল। প্রতি দিন জর আসিবার সময় তাহার অক্‌সিপাট প্রদেশে (অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে) অত্যন্ত বেদনা ও যাতনা উপস্থিত হইত। নানা প্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধ ও কুইনাইন ব্যবহার করিয়া কোন ফল পায় না। আমার চিকিৎসাধীন হইলে আমি তাহাকে ইউপেটোরিয়াম্‌—পারফোলিয়েটাম্‌ ১ ম ডাইলিউসন প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। প্রথম দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া, পর দিন জরের বেগ অনেক কম হইল মাথাধরা প্রায়ই টের পাইল না। সপ্তাহকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# রক্তস্রাব।

সম-সংজ্ঞা— সেঙ্গুইফ্লাক্‌সাস্‌, হিমোরিয়া বা হিমরেজ।

রোগ-পরিচয়— কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইলে তাহাকে রক্তস্রাব বলা যায়। স্থান বিশেষে এই রক্তস্রাব বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা নাসিকা হইতে রক্তস্রাবকে এপিস্‌ট্যাক্‌সিস্‌ বলে। পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠিলে হিমাটিমেসিস্‌ বলে। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্ত পড়িলে

হিমপ্‌টিসিস্; অন্ত্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে মেলিনা; মূত্র যন্ত্র হইতে রক্তস্রাবকে হিমাচুরিয়া; জরায়ু হইতে রক্তস্রাবকে মেনুরেজিয়া বলে। এবং কোন যন্ত্রের শরীরাভ্যন্তরে রক্তপাত হইলে তাহা সেই যন্ত্রের এপোপ্লেক্সি নামে অভিহিত হয়।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব—(১) আঘাত জনিত বা ট্রমেটিক্ রক্তস্রাব— রক্ত বহা নাড়ীর প্রাচীর আঘাত বশতঃ ছিন্ন হইয়া বা টুবার্কল, ক্যান্‌সার, গ্যাংগ্রিণ, কিম্বা বিশেষ কোন প্রকার ক্ষত দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব হয়। (২) উত্তেজনা বা ইরিটেসন্ জনিত রক্তস্রাব— যথা মূত্র স্থলীতে পাথরী থাকা সত্ত্বে মূত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল হইতে উত্তেজনার দরুণ রক্তপাত হয়। (৩) রক্ত বহা নাড়ী প্রসারিত হইয়া রক্তস্রাব— হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি কিম্বা অতিরিক্ত বেগ, কন্‌জেসসন্, অত্যন্ত কোঁথপাড়া ইত্যাদি জন্য রক্ত বহা নাড়ী বা আর্টেরী অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া ফাটিয়া রক্তস্রাব হয়। যকৃতের সিরোসিস্ নামক পীড়া হেতু পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য হইয়া রক্তপাত। (৪) ভাইকেরিয়াস বা প্রতিনিধি রক্তস্রাব অর্থাৎ কোন স্থানের স্বাভাবিক রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর দিয়া সেই রক্তস্রাব হয়। যথা ঋতু বন্ধহওয়াতে অনেক সময় গলাদিয়া কিম্বা নাসিকা বা অন্য কোন স্থান দিয়া অনেক স্ত্রীলোকের রক্ত পড়ে। (৫) রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীরের পীড়া হেতু রক্তস্রাব—ফ্যাটিডিজেনারেশন বা মেদত্ব প্রাপ্ত, ক্যাল্‌কেরিয়াস্ ডিজেনারেশন বা প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত ইত্যাদি পীড়া জন্য রক্তবহা নাড়ীর প্রাচীর ভঙ্গ প্রবণ হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। (৬) রক্তের পরিবর্ত্তিত অবস্থা—প্রাচীন পীড়া, দূষিত জ্বর, স্কার্ভি ইত্যাদি রোগ হেতু রক্তক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাব প্রবণ ধাতু (বা হিমরেজিক ডায়েথেসিস্) হইলে রক্তের ফাইব্রিণ কমিয়া যায় তাহাতে সহজে সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়।

১। আর্টারী অর্থাৎ ধমনী হইতে যে রক্তস্রাব, তাহাকে আর্টিরিয়েল কিম্বা একটিভ্-হিমরেজ বলে। ২। শিরা বা ভেইন হইতে রক্তস্রাবকে — ভেনাস বা প্যাসিভ-হিমরেজ বলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক রক্ত বহা নাড়ী সমস্ত হইতে রক্তস্রাবকে ক্যাপিলেরী-হিমরেজ কহিয়া থাকে।

রক্তস্রাবাধিকারে—(১) চায়না, (২) আর্ণি, হেমেমে, ফস্, স্যাবাইনা; (৩) একোন্, এপিস্, বেল্, ক্যাল্কে, ক্রোকা, এরিজি, ফেরা, ইপিকা, মার্ক, মিলিফোলী, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্স, সেকু, সিপি, সাল্ফা, ট্রিলি; (৪) এল্নাস, এণ্টি, এপোসাই, আর্স, ক্যানা, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্রিয়েজো, সিমিসি, ক্যামো, কলিন্জো, কুপ্রা, ড্রসি, জেল্স, জিরান্, গ্র্যাফা, হেলে, হাইয়স, আইয়ড্, আইবিস্, ল্যাকে, লিডা, লাইকোপোডিয়াম্, লাইকোপাস্, প্লাম্বা, হ্রাস্, সিকেলী, সাইলি, সাল্ফ-এসি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্ ও জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। বলবান যুবকদিগের "একটিভ্-হিমরেজ" (Activehæm-orrhage) অর্থাৎ রক্তস্রাবে—(১) একোন্, বেল্; (২) ক্রোকা, ফেরা, হাইয়স্, পাল্স; (৩) চায়না, আর্ণি, ক্যাল্কে, ক্যামো, এরিজি, জেল্স, জিরান্, ইপিকাক, লাইকো, লাইকোপাস্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্, হ্রাস্, স্যাবাইনা, সেকু, সিপি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, ট্রিলি, ভিরাট্-ভি।

৩। রক্ত বা অন্য প্রকারের জীবন সংরক্ষক তরল পদার্থ স্রাব হেতু দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের "প্যাসিভ্-হিমরেজ" অর্থাৎ রক্তস্রাবে—(১) চায়না, (২) আর্স, কার্ব-ভ, ফেরা, হেলে, হেমেমে, ইপিকা, আইরিস্-ভ, মার্ক, ফস্, হ্রাস্, সিকেলী।

৪। শিরা হইতে কৃষ্ণমিশ্রিত লাল রক্তস্রাবে—(১) ক্যামো, কলিন্জো, ক্রোকা, হেমেমে, হেলে, আইরিস্-ভ, নক্স-ভ, পাল্স, সিপি; (২) এমোনি, এণ্টি, আর্ণি, ল্যাকে, ম্যাগ্নে-কা, নাইট্রি-এসি, নক্স-ম, ফস্-এসি, সাল্ফা।

৫। ধমনী হইতে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাবে—একোন্, বেল্, ডাল্কা, হাইয়স্, স্যাবাইনা, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, ফেরা, জেল্স, ইপিকা, লিডা, লাইকোপাস্, মার্ক, ফস্, হ্রাস্, সেকু, সিকেলী, ট্রিলিয়াম্।

৬। কটাবর্ণের রক্তস্রাবে—(১) ব্রাই, কার্ব-ভ, (২) ক্যাল্কে, কোনা, পাল্স, হ্রাস্।

৭। জমাট রক্তস্রাবে— (১) বেল্, ক্যামো. প্ল্যাটী, ষ্ট্রাম্, (২) আর্ণি, চায়না, ক্রোকা, ফেরা, হাইয়স্, ইগে, ইপিকা, মার্ক, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ফস্-এসি, স্যাবাইনা, সিকেলী-ক, ষ্ট্র্যামো।

৮। দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবে— (১) বেল্, ব্রাই, কার্ব-এনি, স্যাবাইনা, (২) কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ক্রোকা, ইগে, কেলি, মার্ক, ফস্, প্ল্যাটী, সিকেলী, সাইলি, কাল্‌ফা।

৯। আঠাযুক্ত রক্তস্রাবে— ক্রোকা, কুপ্রা, ম্যাগে-কা, সিকেলী।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে
বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব } :———

একোনাইট্—রক্তস্রাব (বিশেষতঃ রাত্রে), অথবা ক্রোধ কিম্বা ভয় হেতু রক্তস্রাব। দুই পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না,— উঠিয়া বসিলে রোগীর পীড়ার বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বদার তরে রক্তস্রাব, এবং তাহা জমাট বাঁধিয়া এক চাপ হইয়া উঠে। তৃষ্ণা। চর্ম্মশুষ্ক। অস্থিরতা। কৃষ্ণকেশ। শরীরের রক্তাধিক্য; (বিশেষ যুবকদিগের)। মানসিক লক্ষণের মধ্যে— মৃত্যু ভয়, অথবা উঠিতে কিম্বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কি অঙ্গ সঞ্চালন করিতে এতাদৃশ ভয় উপস্থিত হয়, যেন কোন বিপদ ঘটিবে। মনে শান্তি নাই।

আর্জেণ্টাম-নাইট্রি— উদ্গারের সঙ্গে বায়ু বহির্গত হইয়া গেলে অতি আরাম বোধ হয় (হিমপ্টিসিস্ সহ এই লক্ষণ দেখা যায়)।

আর্ণিকা— যদি কোন আঘাত, থেঁতলে যাওয়া, অথবা শ্রান্তি হেতু রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবের স্থানে যদি রোগী বেদনা অনুভব করে। মস্তক উষ্ণ এবং শরীর শীতল। বেদনা হেতু মস্তকে রক্ত প্রধাবিত হয় ও রোগী তজ্জন্য তাহার আপন মস্তক অত্যন্ত গরম বোধ করে। অবিরত রক্তস্রাব। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। মাথাধরা।

বেলেডোনা— জরায়ুতে বেদনা এবং বেগ সহ রক্তস্রাব, এবং ঐ বেগে এমন বোধ হয় যেন উদরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত পদার্থ যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। সহজেই রক্ত জমিয়া যায়, এবং যেদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয় তাহা উষ্ণ বোধ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে, চক্ষে, এবং চক্ষু

যন্ত্রেরঅভ্যন্তরে রক্তাধিক্য। চক্ষু লালবর্ণ, এবং মুখ উজ্জ্বল। রোগী কোন প্রকার ঝাঁকি সহ্য করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জল পান করে। গরম কাপড়ে আবৃত থাকিতে চায়, কিন্তু ঐ প্রকারে আবৃত থাকিলে তাহাতেও শীত বোধ হয, এবং সন্ধ্যার সময কিম্বা দুই প্রহরের পর বাতাস বহমান হইলে ও তাহা গাত্রে লাগিলে পীড়াব বৃদ্ধি। মুখ রক্তবর্ণ, এবং সতেজ শরীর।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব— কফীয় ধাতু। রোগী পা ঝুলাইয়া রাখিলে অবস্থা মন্দ বোধ করে, এমন কি শয্যায শাযিত অবস্থাতেও পা গুটাইয়া থাকিতে চায়। অন্ধকার গৃহে, গরম থাকিতে, এবং গরম বস্ত্রে আবৃত থাকিতে ও ঢোলা পোষাক পরিধান করিতে ভাল বোধ করে।

ক্যান্থারাইডিস্‌— শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব, এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব করিতে কর্ত্তনবৎ এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা অনুভব হয়।

কার্ব-ভেজি— কোল্যাপ্‌স অর্থাৎ অবসন্ন অবস্থা। অনবরত পাখা দিয়া বাতাস করিতে বলে। চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল, এবং নীলাভ। হৃৎপিণ্ডের অস্থিরতা। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ। নিশ্বাস শীতল। নাড়ী দুর্ব্বল এবং অসম।

চায়না— কর্ণে ঘণ্টা বাদ্যের ন্যায শব্দ শ্রবণ। মূর্চ্ছা। নাড়ী অসম, ও প্রায অনুভব হয় না। গাত্র ঠাণ্ডা এবং তাহাতে আঠাযুক্ত ঘর্ম্ম। অজ্ঞান অবস্থা।

ক্রোকাস্‌— রক্ত কাল রজ্জুর ন্যায হইয়া অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হয। পেটের ভিতর একরূপ বোধ হয যেন একটী সন্তান নড়িতেছে। প্রাতে এবং উপবাসের অবস্থায়, গৃহের ভিতরে এবং গর্ভাবস্থায় অবস্থা মন্দ। আহারের পর এবং খোলা বাতাসে ভালবোধ করে।

ফেরাম্‌— মুখ রক্তবর্ণ। নাড়ীপূর্ণ। রক্তের কিযদংশ জলবৎ ও কতকভাগ জমাট ও কাল এবং তৎসঙ্গে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা। রাত্রে (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রের পর), চর্ব্বিযুক্ত বস্তু আহার ও অত্যন্ত সিঙ্কোনা সেবন হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। যদিচ মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নাড়ী পূর্ণ, তত্রাচ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করিয়া থাকে।

হাইয়সায়েমাস্— অবিরত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে মুখ রক্তবর্ণ ও চক্ষুতে রক্তাধিক্য। মাংস পেশীর মোচড়ান আক্ষেপ। ডিলিরিয়াম। অজ্ঞান অবস্থা। সন্ধ্যার সময় মানসিক চাঞ্চল্য। বিদ্বেষ বুদ্ধি ও অশুভকর প্রণয়। ঠাণ্ডা লাগা হেতু অবস্থা মন্দ। উপুড় হইলে কিম্বা সম্মুখভাগে বেঁকিলে অবস্থা ভালবোধ করে।

ইপিকাকুয়ানা।— অবিরত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব ; সর্ব্বদা বমন ইচ্ছা। নাভিস্থলে বেদনা। শরীর ও ঘর্ম্ম শীতল। দম্ বন্ধের ন্যায় ভাব। কোন ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া, কাশি, বমন, গোমাংস ভক্ষণ, ইত্যাদি কারণে সময় সময় আপনা হইতেই অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। সিঙ্কোনা অধিকদিন সেবন হেতু রক্তস্রাব।

কেলি-কার্ব— প্রসবের পর রক্তস্রাব। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ও তৎসহ পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হইয়া নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। উদ্গার উঠিলে এবং দস্তুরমত গরম অবস্থায় থাকিলে ভালবোধ। ত্যক্ততা, অত্যন্ত গরম ও একপার্শ্বে শয়ন ইত্যাদি কারণে পীড়ার বৃদ্ধি।

ল্যাকেসিস্— জরায়ু, অন্ত্র, নাসিকা, পাকস্থলী, ফুস্ফুস্ অথবা কোন ক্ষত যাহা হইতেই কেন রক্তস্রাব না হউক ঐ রক্ত স্পষ্ট কাল খড়ের ন্যায় সেডিমেণ্ট অর্থাৎ তলানিরূপে দৃষ্ট হয়। যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাব হেতু দক্ষিণ ওভেরি অর্থৎ ডিম্বকোষের বেদনার লাঘব হয়।

লাইকোপোডিয়াম্— রক্তস্রাবের সময় এরূপ বোধ হয় যেন গলা পর্য্যন্ত রক্তপূর্ণ হইয়া আছে। সামান্য আহার কিম্বা পান করিলেই এই প্রকার পূর্ণতাবোধ বৃদ্ধি হয়। পেট সর্ব্বদা গড় গড় করিয়া ডাকে, এবং তাহার ভিতর বায়ুজন্মে। অত্যন্ত গরম বোধ, ক্রমাগত দিবারাত্র পাখা দিয়া বাতাস করিতে বলে। অত্যন্ত বায়ুসেবনের ইচ্ছা। হৃৎকম্পন এবং শ্বাস-কষ্ট। তলপেটের দক্ষিণদিক হইতে বামদিক পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারেনা।

মার্কিউরিয়াস্— নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের রজস্বলা হওয়ার বয়স অতীত হওয়ার পর রক্তস্রাব। টাইফস্ ইত্যাদি

রোগে রক্তপ্রস্রাব। মাংস ও চর্ম্ম শিথিল, কেশের বর্ণ কটা। মুখ এবং জিহ্বা সিক্ত, অথচ তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা। পায়ের ঘর্ম্মে কোন গন্ধ নাই। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ব্যাকুলতা পূর্ণ। রক্ত পাতলা। দন্তের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রি-এসি— জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া ঐ বেদনা উরুদেশ দিয়া পা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, বেদনা এরূপ বোধ হয় যেন জরায়ু, বেগের সহিত যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। নাসিকা ও ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবের ইহা একটী প্রধান ঔষধ। মাংসপেশী ও চর্ম্মদৃঢ়, ঘোরকাল কেশ, এমন ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। পিপাসা পূর্ণ। পায়ের ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ। মানসিক অবস্থা অবিশ্বাস পূর্ণ। রক্ত কাল। প্রস্রাব ঘোড়ার চোনার ন্যায়।

নক্স-ভমিকা— পুনঃপুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা এবং বোধ করে যেন গুহ্যদ্বারের ভিতর মল বাঁধিয়া রহিয়াছে, রোগী তাহা টানিয়া বাহির করিতে চাহে। গরম বাতাসে থাকিলে, ঢোলা পোষাক ব্যবহার করিলে এবং বাত কর্ম্মের পর আরাম বোধ করে।

ফস্‌ফরাস্‌— ক্ষুদ্রক্ষত হইতে বহু পরিমাণে রক্তস্রাব। পেটের ভিতর শূন্য এবং দুর্ব্বল বোধ। সুদীর্ঘ এবং পাতলা কেশ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। বামপার্শ্বে অথবা চীৎ হইয়া শয়ন ও গরম খাদ্য বা পানীয় দ্বারা অবস্থা মন্দ হয়। নিদ্রার পর একটু ভাল বোধ হয়। শিরাপূর্ণ কোন টিউমার বা অর্ব্বুদ (ইরেক্‌টাইল টিউমার)।

প্ল্যাটীনা— রক্ত কতক পাতলা ও কতক চাপ্‌চাপ্‌ অথবা গাঢকাল আল্‌কাতরার ন্যায়, এবং মৃত্যুভয়ে ভীত। বোধ করে যেন তাহার শরীরের প্রত্যেকদিকই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

পালসেটিলা— ক্রন্দনশীল এবং সংস্বভাব। রক্তকতক পাতলা ও কতক চাপ্‌চাপ্‌। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেনা, বাতাসে থাকিতে অত্যন্ত ইচ্ছা। পিপাসা শূন্য। অল্প প্রস্রাব।

স্যাবাইনা— জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পিউবিস্‌ নামক স্থানে বেদনা জন্মিয়া সেক্রাম্‌ অস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। রক্ত তরল ও চাপ্‌চাপ্‌,

কাল, লাল, অথবা পিংশেবর্ণ। খোলা বাতাসে ভালবোধ। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলে অবস্থা মন্দ।

সিকেলী— প্যাসিভ রক্তস্রাব। রক্তকাল, অথবা লাল (দুর্ব্বল এবং শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের)। হস্তপদ ঝিঁঝিঁ করে বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা। গাত্রে কাপড় বাধিতে চায়না। পা ছড়াইয়া থাকিতে চায়। গাত্র ঠাণ্ডা।

সিপিয়া— যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, সেস্থান অত্যন্ত ভার বোধ হইয়া থাকে। পাকস্থলী শূন্য বোধ, সন্তানকে স্তন্যপান করানের পর মাতার অবস্থা মন্দ। পা গুটাইয়া থাকিলে অবস্থা ভালবোধ হয়।

সালফার— যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, সেস্থান গরম বোধ হইতে থাকে। অগ্নির উত্তাপে, অথবা শয্যার গরমে অবস্থা মন্দ। হঠাৎ নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে ও পুনর্ব্বার হঠাৎ সুস্থ লাভ করে। (গুহ্যদ্বার, চক্ষু, ফুস্‌ফুস, মুখ, জরায়ু এবং মূত্রযন্ত্র ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব সম্বন্ধে যথাস্থানে লিখিত হইল।

## রক্তস্রাব সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও অন্যান্য উপদেশ।

১। কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে বিবেচনা করিবে যে, এই স্রাব বন্ধ করা বিহিত কি না? কারণ, অনেক সময় এক স্থানের নৈসর্গিক স্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর দিয়া সেই স্রাব হইতে থাকে এইরূপ স্রাবকে প্রতিনিধি বা ভাইকেরিয়াস্ (Vicarious) রক্তস্রাব কহে, এইরূপ স্থলে, রক্ত বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; তবে যদি মনে কর কোন স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণ বন্ধ হইয়া স্থানান্তর অবলম্বনে সেই রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখিবে, জরায়ু হইতেও এইরূপ পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে জীবনের বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে সেইস্থল ভিন্ন অন্য স্থলে এইরূপ রক্তস্রাবকে বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে সংক্ষেপতঃ এই প্রকার প্রতিনিধি রক্তস্রাব যথোপযুক্ত পরিমাণে হইলে তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। কিন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলে উহা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় ব্যক্তিকে

আধিক্য হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে 'নাসাভাঙ্গা' বলে। এইরূপ রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ করা বিহিত নহে।

২। যেস্থলে রক্তস্রাব বন্ধ করা বিহিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা ঔষধ প্রয়োগ এবং অন্য যে কোন প্রকারেই হউক বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৩। রক্তস্রাব হেতু যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা চিকিৎসকের আর একটী গুরুতর কার্য্য।

## এইক্ষণ রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে কি কি করা কর্ত্তব্য।

(১) উপযুক্ত আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ- তাহা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

(২) শারীরিক এবং মানসিক সম্পূর্ণ বিশ্রাম যাহাতে হইতে পারে তাহা করিবে। রোগীকে শয়ন অবস্থায় রাখিবে। কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব যেন উপস্থিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। হিমপটিসিস অর্থাৎ ফুস ফুস হইতে রক্তস্রাবে রোগীর যাহাতে কাশি বারণ থাকে এবং হিমাটি-মেসিস অর্থাৎ পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে যাহাতে বমন না হইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য।

(৩) যেস্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সে স্থানের অবস্থিতিও একটী গুরুতর বিষয়। পদের ভেরিকোজ অর্থাৎ স্ফীত শিরা হইতে রক্তস্রাবে পদকে শরীর হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে বালিশ কিম্বা তাকিয়ার উপরে রাখিয়া দিবে। তাহাতে রক্ত ক্ষত দিকে ভার হইতে পারিবেক না। এইরূপ অবস্থিতি হেতু শিরার রক্ত শীঘ্র শীঘ্র গড়াইয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে চলিয়া আসিবে, এবং ধমনীর রক্ত প্রক্ষেপণী-শক্তি ঐ ক্ষত স্থানের দিকে অপেক্ষাকৃত মন্দবেগ ধারণ করিবে। এপিসট্যাক্সিস অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শরীরের সমসূত্র হইতে মাথা উচ্চ করিয়া বালিশের উপর রাখিবে, এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মস্তকের দুইপার্শ্বে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে। নিম্নশাখাও টানভাবে প্রসারিত করিয়া রাখিবে।

(৪) শারীরিক উত্তাপের কতক লাঘব করিতে পারিলে রক্তস্রাব নিবা-

স্রাব সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এজন্য বরফ সেবন বিশেষ। রোগীকে পুরু, কোমল এবং তুলাপূর্ণ বা অন্যান্য প্রকারের গরম বিছানায় শয়ন করিতে না দিয়া একখানি তক্তপোষের উপর মাদুর কিম্বা শতরঞ্চ বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া রাখিবে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই রজস্বলার সময় এইরূপ ভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। এই প্রকার শয়নে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের আশঙ্কা থাকে না।

(৫) কোন ধমনী অর্থাৎ আর্টারীর মুখ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা লিগেচার (Ligature) অর্থাৎ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। যদি তাহা তাড়ি বন্ধন করিতে না পার, তবে অঙ্গুলি দ্বারা বিশেষরূপ টিপিয়া ধরিয়া রাখিবে। যদি বৃহৎ ধমনী কাটিয়া থাকে, তবে যে প্রকারে হউক "আর্টারী-ফরসেপ" দ্বারা ধরিয়া রেশম নির্ম্মিত (মোটা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় স্থূল) সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। যে স্থলে ঐপ্রকার ছিন্ন ধমনী নিতান্তই বন্ধন না করা যায়, সেস্থলে পাতলা নেকড়া ছিন্ন করিয়া শীতলজলে কিম্বা ট্যানিক্ এসিড (Tannic-acid) অথবা এলাম্ (Alum) অর্থাৎ ফিট্‌কারি কিম্বা টিংচার ষ্টিল ইত্যাদি কষায় দ্রব্য শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঐ নেকড়া ভিজাইয়া এলোপেথিক চিকিৎসকেরা রক্তস্রাব মুখে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেন, এবং এই নেকড়া যাহাতে পড়িয়া যাইতে নাপারে, তজ্জন্য আটিয়া ব্যাণ্ডেজ্ করিয়া দিতে হয়। এপ্রকার চিকিৎসা কৌশল প্রয়োগমাত্র (Mechanical treatment) সন্দেহ নাই। (এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রবেশিকায় দ্রষ্টব্য)।

(৬) সাধারণ রক্তস্রাব সামান্য শীতল জলপটী প্রয়োগেই বন্ধ হইয়া যায়। স্থানীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে বরফও একটী প্রধান সহায়। হেমেমেলিস কিম্বা তাহার বীর্য্য হেজিলিন্ ২৫ ফোঁটা ১ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করায় বিশেষ ফল লাভ করা গিয়াছে। ট্যানিক-এসিড, লাইকর-ফেরি-পারক্লোরাইড্ সময় বিশেষে উৎকৃষ্ট স্থানীয় প্রয়োগ।

(৭) অত্যন্ত রক্তস্রাবের দরুণ রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তখন তাহার মস্তক আর বালিশের উপর না রাখিয়া শয্যার উপর রাখিবে এবং হাত

পিণ্ডের রক্ত যাহাতে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত না হইয়া মস্তিষ্কের দিগে যাইতে পারে তাহা করা উচিত। তজ্জন্য ব্রেকিয়েল ও ফিমারেল্ আর্টারীতে চাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। নেকড়া কিম্বা তদ্রূপ কোন পদার্থ দ্বারা একটী গদি প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত আর্টারীদ্বয়ের উপর স্থাপন পূর্ব্বক কসিয়া বাঁধিলে তদুদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দরুণ যে অজ্ঞান অবস্থা হয়, তাহা কেবল মস্তিষ্কের ও হৃৎপিণ্ডের রক্তশূন্য হওয়া হেতুই ঘটিয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায় অজ্ঞান হইলে তাহাকে ইংরাজীতে "সিন্‌কোপ্" (Syncope) বলে।

(৮) রক্তস্রাবের রোগীর কোল্যাপ্‌স্ বা অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডি ইত্যাদি ষ্টিমুল্যাণ্ট অর্থাৎ উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া বিহিত বোধ হয়না; তাহাতে অনেক সময় অপকারই দর্শিয়া থাকে; কারণ উত্তেজনা রক্তস্রাবের বিশেষ সহায়তা করে।

(৯) রক্তস্রাবের রোগীকে সুপথ্য প্রদান করিয়া যাহাতে সে শীঘ্র বল লাভ করিতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য। শীতল দুগ্ধ এবং ব্রথ্ (Broth) উৎকৃষ্ট পথ্য, সন্দেহ নাই। যথেষ্ট পরিমাণে কাগ্‌জি লেবুর রস বার্লি সংযোগে দেওয়া যাইতে পারে।

রোগী জল কিম্বা লিমোনেড্ খাইতে চাহিলে তাহা বরফ সংযুক্ত করিয়া দিলে অতি উপাদেয় পানীয় হয়।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে
ডাইলিউসন ব্যবস্থা। } :—

একোনাইট্ ১, ৩, ৩০ ডাঃ। আর্ণিকা প্রায়ই ১, ৩ ডাঃ। বেলেডোনা ৩ ডাঃ। ক্যালকে-কার্ব ৩০ ডাঃ। ক্যান্থারাইডিস ৩, ৩০ ডাঃ। কার্ব-ভেজি ৬, ৩০, ২০০ ডাঃ। চায়না ১, ৩, ৩০, ২০০ ডাঃ। ফেরা ৬, ৩০ ডাঃ। হেমেমেলিস ঔ, ৩, ৩০ ডাঃ। হাইয়সায়েমাস ঔ, ৩, ৩০ ডাঃ। ইপিকাক ৩, ১২ ডাঃ। ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০ ডাঃ। লাইকো ৬, ১২। মার্ক ৬, ১২, ৩০। এসিড্-নাইট্রি ১, ৩, ১২। নক্স ৩, ৬, ৩০। ফস্ ৩, ৩০। প্ল্যাটী ৬, ৩০। পাল্স ঔ, ৩, ১২। স্যাবাইনা ১, ৩, ৩০। সিকেলী ৩, ৩০। সিপি ৬, ৩০। সাল্ফার ৬, ৩০, ২০০। ইত্যাদি ডাইলিউসন সচরাচর ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য

ঔষধের সাধারণতঃ নিম্ন ডাইলিউসন বিশেষ প্রয়োজন হইলে উচ্চ ডাইলিউসন দেওয়া যাইতে পারে।

---

তৃতীয় অধ্যায়।

## নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

সম সংজ্ঞা— এপিসটাক্সিস্; হিমরেজিয়া-ন্যারিনাম; রাইনো-রেজিয়া।

রোগ-পরিচয়— নাসিকা হইতে এক প্রকার সামান্য রক্তস্রাব সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় তাহাকে নাসাভাঙ্গা বলে; ইহা বিশেষ কোন অনিষ্টকর নহে। বৃদ্ধ বয়সে ও নিতান্ত জরাজীর্ণ পীড়িতাবস্থায় এপিসট্যাক্সিস হইলে তাহা নিতান্ত ভযপ্রদ। যে সমস্ত ব্যক্তির এপোপ্লেক্সি রোগের সম্ভাবনা আছে, সময সময তাহাদের পক্ষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব মঙ্গল দায়ক। কিন্তু যকৃতের পীড়া, স্কার্ভি, পারপিউরা, কিড্নী বা মূত্র গ্রন্থির পীড়া, নানাপ্রকার জ্বর রোগে এপ্রকার রক্তস্রাব দেখা দিলে নিতান্ত বিপদের সম্ভাবনা। অর্শ কিম্বা ঋতুবন্ধ হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে "প্রতিনিধি রক্তস্রাব" নাসিকা হইতে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগের উপস্থিত কারণানুসারেই চিকিৎসা করিতে হইবে। ডাক্তার বেযার বলেন, মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য থাকিলে বেলেডোনা, একোনাইট্, নক্স-ভমিকা, জেল্‌সিমিয়াম্, ভিরেট্রাম-ভিরিডি বিশেষ উপযুক্ত। কোন উৎকট তরুণ রোগের প্রথম অবস্থায় এরূপ রক্তপাতে ব্রাইওনিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; এবং ইহা মস্তিষ্কস্থ শিরা সমস্তের রক্তাধিক্যে ও প্যাসিভ্-হিমরেজ বা শিরা ও কৈশিক রক্তবহা নাড়ী সমস্ত হইতে রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী। জ্বর না থাকিলে ক্রোকস বা চায়না দিবে; (দুর্ব্বল ও রক্তহীন ব্যক্তির পক্ষে চায়না নিতান্ত উপযোগী)। উৎকট তরুণ রোগ কতকদিন ভোগ করিলে এবং তৎসঙ্গে রক্তের পরিবর্ত্তিত ও পচনশীল অবস্থা হইলে আর্সেনিক, ল্যাকেসিস্, সিকেলী অতি উৎ-

কুষ্ঠ ঔষধ। ডাক্তার হার্টম্যান বলেন, রক্তস্রাব হেতু মাংসপেশী সমস্ত ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া কম্পন হইলে তিনি মস্কস্ প্রযোগ করিয়া অতি শীঘ্র ফল পাইয়াছেন। কোনায়াম, মিউরিয়াটিক ও সালফিউরিক এসিড্ ও আর্ণিকা বিশেষ বিশেষ স্থলে নিতান্ত দরকারী, ইপিকাক শিশুদের জন্ম বিশেষ উপকারী। যদি স্বভাবসিদ্ধ রক্তস্রাব হয়, তাহা শারীরিক স্বধর্ম্ম-শোধক ঔষধ প্রয়োগদ্বারা শরীরের অবস্থা সংশোধন করিলেই সহজে আরোগ্য হইতে পারে। সাল্ফার, লাইকোপোডিয়াম্, নাইট্রি এসিড, ফেরাম রক্তস্রাব প্রধান লক্ষণ থাকিলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১। এই অধিকারে—(১) একোন, এলোজ, আর্ণি, আর্স, বেল্, ব্রাই, চায়না, ক্রোকা, মার্ক, নক্স ভ, পাল্স, হ্রাস, সাল্ফা, (২) এম্বা, নাকা, কার্ব-ভ, সিনা, ইল্যাপ্স এরিজি ফেরা, ক্রিয়োজো, মিলিফোলী স্যাবাইনা, সিকেলী, সিপি, সাইপি, এবং (৩) প্রধান ঔষধ।

২। নাসা রোগ হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—(১) একোন, ; (২) আর্ণি, বেল, চায়না, ইল্যাপ্স, মার্ক, পাল্স, হ্রাস, সিকেলী।

৩। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু রক্তস্রাবে—(১) একোন, চায়না, বেল্, ক্রোকা, (২) এলাম্, কোনা, গ্র্যাফা, হ্রাস।

৪। শীতের সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—আর্স, পাল্স,।

৫। ক্রিমি ধাতু বিশিষ্ট বালকের নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—সিনা, মার্ক, টেরিবিস্থ।

৬। স্ত্রীলোকের অল্প ঋতু হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাবে—সিকেলী, পাল্স, সিপি।

৭। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব অত্যধিক হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—একোন, ক্যাল্কে, ক্রোকা, স্যাবাইনা।

৮। স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাবে—ব্রাই, সিপি, পাল্স।

৯। শরীরের রক্ত ইত্যাদি অত্যধিক পরিমাণে স্রাব হেতু, দুর্ব্বল ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—চায়না, সিকেলী, কার্ব-ভ সিনা, ফেরা।

১০। মদ্যপান হেতু উত্তেজিত হইয়া নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাবে— নক্স-ভ, একোন, বেল্, ব্রাই।

১১। শারীরিক পরিশ্রম হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে— আর্ণি, হ্রাস্, ব্রাই, ক্যাল্কে, পাল্স, সাল্ফার।

১২। কোনস্থানে আঘাতজনিত থেঁৎলেযাওযা হেতুনাসিকা হইতে রক্তস্রাবে— আর্ণি, ইল্যাপ্স।

১৩। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের স্বভাব থাকিলে— কার্ব-ভ, ক্যাল্কে, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ-তত্ত্ব। } :—

একোনাইট্— নাসিকা হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে মাথা ভার ও পূর্ণবোধ।

এমোনি-কার্ব— যখনই শীতল জলে মুখ ধৌত করা যায়, তখনই নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে, এবং আহারের পর ও নিদ্রা হইতে উঠিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে।

আর্জেন্টাম্—নাসিকার ভিতর বিড় বিড় করে ও রক্তপাত হয়। কপালে এবং নাকের ভিতর শুড় শুড় করিয়া পরে রক্তস্রাব হয়।

বেলেডোনা— উভয় নাসারন্ধ্র হইতে দরদরিত ধারায় এবং ফোঁটা ফোঁটা হইয়া রক্তস্রাব হইলে।

ব্রাইওনিযা—অত্যন্ত গরম ও উত্তেজিত হওয়া হেতু নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

কার্ব-ভেজি— সর্ব্বদা, বিশেষতঃ প্রাতে ও দুই প্রহরের পূর্ব্বে, অথবা মলত্যাগ সময় কোঁথ দেওয়া হেতু নাসিকা হইতে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব।

চায়না— ক্ষীণ রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও তৎ-সঙ্গে মূর্চ্ছা।

ককিউলাস্— গর্ভাবস্থায় এবং তৎসঙ্গে অর্শের পীড়া থাকিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

কোনায়াম্— হাঁচি দেওয়ার পর রক্তস্রাব।

ক্রোকাস্— নাসিকা হইতে স্রাবিতরক্ত, কাল, গাঢ়, আঠাযুক্ত এবং জমাট ও সূত্রবৎ খণ্ড খণ্ড। বয়স্ক ও কোমলাঙ্গ শিশুদের পুরাতন রক্ত-স্রাবের পীড়া এবং তৎসঙ্গে অবসন্নতা ও মূর্চ্ছা।

এরিজিরণ— জ্বর। মুখের বর্ণ লাল এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

কোল-কার্ব—প্রত্যেক দিন বেলা ৯ টার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

হ্যাঁমেগো— শুষ্ক কাশির সহিত রক্ত পড়া।

মার্ক— নাসারন্ধ্রের ভিতর কাল রক্ত জমিয়া বজ্জুর ন্যায় বাহির হইয়া পড়ে। এই লক্ষণে মার্ক ৬ষ্ঠ প্রয়োগ দ্বারা আমি দুইটী রোগীতে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

রুস্— নাসিকার রক্তস্রাবের সঙ্গে হরিদ্রা বর্ণের মিউকস দেখা যায়। নাসিকা হইতে পুনঃপুনঃ জমাট রক্ত প্রবাহে নির্গত হয়, কিন্তু তজ্জন্য নাক চুলকায় না।

পাল্সেটিলা—স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব অত্যল্প পরিমাণ কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হওয়াতে এপিস্ট্যাসিস্।

রুাস্— রাত্রে, কিম্বা উপুড় হইলে রক্তস্রাব।

সিপিয়া— গর্ভাবস্থায় পোর্টাল বিধানে রক্তাধিক্য এবং অত্যন্ত দুর্ব্ব-লতা জনিত রক্তস্রাব।

সিকেলী— নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায় ( সাধারণ রক্তস্রাব, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, সর্দ্দি ইত্যাদি পীড়া দেখ )।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা— মস্তকে এবং নাসিকার উপর শীতল জল ও বরফ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। রক্তস্রাবের সময় নাসা-পান বিহিত নহে, তাহাতে রক্তজমাট বাঁধিতে পারেনা। রোগীর মস্তক একটি তাকিয়া কিম্বা উচ্চ বালিশের উপর রাখিয়া শয়ন অবস্থায় থাকিতে বলিবে, এবং তাহার দুইখানি হাত মস্তকের দুইপার্শ্ব দিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে মস্তকের শিরা-নিচয়ের শোণিত শীঘ্র শীঘ্র নিম্ন দিকে চলিয়া আসিবে ও তৎস্থানের রক্তাধিক্যের লাঘব হইয়া পড়িবে। ( এনাটমি শাস্ত্রের

ধমনী ও শিরা বিধান স্মরণ করিয়া দেখিলে এ প্রক্রিয়ার কার্য্য কৌশল অনায়াসে উপলব্ধি হইবে)।

চতুর্থ অধ্যায়।

## কন্‌জেচ্‌শন বা রক্তাধিক্য।

সম সংজ্ঞা—হাইপারিমিয়া।

রোগ-পরিচয়— কোন স্থানে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত স্থিত হইলে তাহাকে সেই স্থানের কন্‌জেচশন্ বলে। ইহা তিন প্রকার ১— একটিভ্ আর্টিরিয়েল বা ধামনিক, ২— মিকানিকেল, ভিনাস বা শৈরিক, ৩— প্যাসিভ্ ক্যাপিলারী বা কৈশিক কন্‌জেচশন্।

কারণ-তত্ত্ব— উত্তেজনা, ঠাণ্ডা লাগা, কিম্বা আঘাত লাগাজনিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যে কোন কারণ হউক তাহাতে রক্তবহা নাড়ীর মধ্যে রক্ত অধিক প্রবিষ্ট ও স্থিত হইয়া কন্‌জেচশন্ উৎপাদিত করে। কোন স্থানের অগ্রে উত্তেজনা হইয়া পশ্চাৎ সে স্থানের কনজেচশন্ উৎপত্তি হয়। কনজেচশন অধিক হইলে প্রদাহ জন্মিতে পারে। প্রাচীন কন্‌জেচশন যুক্ত স্থান স্ফীত ও শক্ত হইয়া থাকে।

১। কন্‌জেচশন অধিকারে—(১) একোন্, আর্ণি, বেল্, ব্রাই, ক্যাক্টা চায়না, ফেরা, জেল্‌স, হাইয়স, ল্যাকন্যান্, মার্ক, নক্স-ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা, (২) এপাম্, এমোনি, এসাফি, অরা, ক্যাল্‌ কা, কার্ব-ভ, সিমিসি, কফি, গ্র্যাফা, হিপা, আইরিস, কেলি, লেপ্টা লাইকো, মস্কাস, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফাইটো, প্লাম্বা, পডোফা, হ্রাস্, সেঙ্গু, সিপি, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ-এসি, থুজা, ভিরাট্-এলব ও ভিরাট্-ভি ঔষধগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

---

পঞ্চম অধ্যায়।

## প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন।

সম-সংজ্ঞা—ফ্লগোসিস্; ফ্লেগমেসিয়া; হাইপারহিমাটোসিস্; হাইপারএণ্ডস্মোস ইত্যাদি ইহার আর কয়েকটী ইংরাজি নাম আছে।

রোগ-পরিচয়— কোন স্থানের প্রদাহ হইলে সে স্থান রক্তবর্ণ, স্ফীত, বেদনা ও সন্তাপযুক্ত হইয়া উঠে। এই চারিটী লক্ষণ প্রদাহের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। প্রথমে ইরিটেশন বা উত্তেজনা হইয়া কোন স্থান কন্‌জেচশন যুক্ত হয, পরে সেই স্থানে প্রদাহ হইয়া এই চা[illegible] দেখা যায়। কোন প্রদাহ সহজে সুস্থতা প্রাপ্ত হয; কোন প্রদাহ স্থা[illegible] পূঁয সঞ্চার হইয়া উঠে; কোন স্থান বহুকাল পর্য্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত হইয়া থাকে; কোন স্থান ক্ষত হইয়া উঠে বা পচিয়া যায। বিশেষ বিশেষ প্রদাহ তাহাদের যথা স্থানে লিখিত হইবে।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব— ঠাণ্ডা লাগা, বিষাক্ত-পদার্থ-সংস্পৃষ্ট, নানাবিধ পীড়ার উপসর্গ ও অন্যান্য বহুপ্রকার কারণে কোন স্থানে প্রথমতঃ— ইরিটেশন্ জন্মে, দ্বিতীয়তঃ— তাহাতে কন্‌জেচশন্ বা রক্তাধিক্য হয়; তৃতীয়তঃ— প্রদাহ জন্মে; চতুর্থতঃ— পূঁয সঞ্চার হয। চতুর্থ অবস্থা অনেক সময়, সুচিকিৎসা হেতু উপস্থিত হইতে পারেনা।

চিকিৎসা—একোনাইট্— রোগী অস্থির, এপাশ ওপাশ ও ছট্‌ফট্ করে; জ্বরের অত্যন্ত তাপ; বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধি, নিতান্ত তরুণ রোগে এবং রোগের প্রথম অবস্থায একোনাইট্ নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ।

এণ্টিমোনিয়াম্— প্রাচীন প্রদাহ হেতু স্থানটী শক্ত ও চক্‌চকে এবং নির্ম্মল বোধ হয যেন বার্ণিস করা হইয়াছে। বেদনা অত্যন্ত ও ছুরিকা বিদ্ধবৎ; কোন সময় বেদনা কিছু মাত্র অনুভূত হয না। মিউকাস বা ঝিল্লী স্থান সাগুর ন্যায় সাদা লেপ দ্বারা আবৃত।

এপিস-মেলি— তরুণ প্রদাহে স্থানটী স্ফীত এবং যেন শোথযুক্ত; শরীরের উর্দ্ধভাগে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে প্রদাহ হইলে অত্যন্ত শোথযুক্ত হয। চুলকান, দংশনবৎ বেদনা ও অত্যন্ত জ্বর সত্ত্বেও তৃষ্ণা অনুভূত হয় না ইহা একটী এপিসের প্রধান লক্ষণ।

আর্সেনিকাম্— স্ফীতস্থান যেন শোথযুক্ত (বিশেষতঃ নিম্ন শাখায়।) পীড়িত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায়, এবং কাল কিম্বা মৃত শরীরের ন্যায় ফেঁকাশে সাদা সাদা ভাবাপন্ন বর্ণ। অত্যন্ত অস্থিরতা। স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায়, কখন বা বিছানায় শুইয়া পড়ে,

অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং অল্প অল্প জল পান, কারণ জল খাইতে বিস্বাদ লাগে ও খাইলে বমন হইয়া যায়। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থা (শীঘ্র শীঘ্র); উত্তাপে সমস্ত কষ্টের উপশম।

বেলেডোনা— প্রদাহ স্থান নির্ম্মল, চকচকে ও লালবর্ণ, এই লালবর্ণ চতুর্দ্দিকে রেখাকারে প্রসারিত ও অত্যন্ত স্ফীত ও তাপযুক্ত বোধ হয় যেন উনন হইতে তাপ উঠিতেছে। অত্যন্ত বেদনা, তাহাতে নাড়ীর গতির ন্যায় দপ্ দপ্ করে। জ্বর ও অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ প্রবল। যে স্থলে প্রদাহ অতি সত্বর সত্বর জন্মে, অল্প স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা, কিন্তু অধিক চাপ দিলে আরাম বোধ হয় সেইস্থলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব— ক্ষীণকায় ব্যক্তির প্রাচীন প্রদাহ, বেদনাশূন্য পাঙ্গাশ বর্ণের লাল, অথবা সাদা, তৎসঙ্গে লিম্ফেটিক গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত ও প্রদাহ স্থানে অসম্পূর্ণ পূঁয সঞ্চার। জ্বর টের পাওয়া যায় না।

ক্যান্থারিস— চর্ম্ম বা মিউকাস (ঝিল্লী) প্রদেশে প্রদাহ, ফোস্কা-যুক্ত, উপরিভাগেই প্রসারিত, লবণ মাখিয়া রাখিলে যেমন চিটমিট করে সেইরূপ চিট্‌মিট্ বেদনা। ফোস্কা সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঘন নিবিষ্ট অথবা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্য হইতে পরিষ্কার জলের ন্যায় নির্গত হয়। এই সমস্ত ফোস্কা শুষ্ক হইলে সচরাচর ইহাদের উপর সাদা অথবা হরিদ্রাভ সাদা চটা পড়িয়া যায়।

হ্রাস্-টক্স— চর্ম্ম স্থানে মাত্র প্রদাহ কিন্তু ক্যান্থারিস্ অপেক্ষা কিছু গভীরতর, ফোস্কা সমস্তও বৃহত্তর তন্মধ্যে হরিদ্রাভ বা কটাভ বর্ণের জল থাকে, যখন ইহারা শুষ্ক হয় তখন হরিদ্রা বর্ণের চটা পড়িয়া যায়, ঐ চটা উঠাইলে তন্নিম্নে ঘা দেখা যায়। বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, বাতের বেদনার ন্যায়। শারীরিক অন্যান্য উদ্বেগ বিশেষ ভয়াবহ, প্রায়ই টাইফয়েড্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্থিরতা, সর্ব্বদা নড়িয়া বেড়ান (আর্সেনিকের ন্যায় নহে); নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম।

সাল্‌ফার— প্রাচীন প্রদাহ, জল লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। তৎস্থানে খোঁচান ও ঝেজিধরাবৎ বেদনা।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা— তুলার দ্বারা বেণ্ডেজ করিয়া রাখিলে প্রদাহ অনেক সময় আপনা হইতে অপসারিত হয় ঠাণ্ডা জলপটী দিলে

অবস্থা বিশেষে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে এক্‌ট্রাক্ট বেলেডোনার প্রলেপ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। গরম জল দ্বারা ফ্ল্যানেল কাপড় সহ ফোমেণ্ট করিলে কিম্বা মসিনার বা ভুসীর পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় প্রদাহ ও তজ্জনিত বেদনার উপশম হয়।

———o———

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

# এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা।

**সম-সংজ্ঞা**— রক্তাল্পতা; এক্সিমিয়া; স্পেনিমিয়া; হাইড্রিমিয়া; ও লিক্সিমিয়া; সজল রক্ততা।

**রোগ-পরিচয়**——

স্বাভাবিক শরীরে ১০০০ অংশ রক্ত মধ্যে ১৩০ অংশ পরিমাণ লাল কণা থাকে। তাহা হ্রাস্ হইয়া ৮০ কিম্বা ৬০ মধ্যে পরিণত হয় এবং রক্তের দ্রবণীয় লবণ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তখন এই অবস্থাকে এনিমিয়া বলে। ইহাতে শরীর পাণ্ডাশ বর্ণ হয়, মুখমণ্ডলে ও চক্ষের কণ্ঠায় রক্ত দেখা যায় না; নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুত; শোথের ভাব; হৃৎকম্পন; হৃদ্‌স্থানে হুস্‌হুস্ শব্দ; মূর্চ্ছা; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট; পীড়া কঠিন হইলে চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

**কারণ-তত্ত্ব**—অসংখ্য কারণ; অত্যন্ত রক্তস্রাব, অনুপযুক্ত আহার; অজীর্ণ দোষ, শরীরের অন্যান্য জীবন সংরক্ষক তরল পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষরণঃ— যথা অতিরিক্ত দুগ্ধনিঃসরণ, উদরাময়; অত্যন্ত পূঁয উৎপত্তি; অতি শুক্র ক্ষরণ ইত্যাদি। বহুকাল ম্যালেরিয়া জ্বর ও প্লীহাতে পীড়িত; নানাবিধ প্রাচীন রোগঃ— ক্যানসার, যক্ষা; হৃদরোগ, পাকস্থলী মধ্যে ক্ষত ইত্যাদি। সীসক, পারদ ও অন্যান্য ধাতু কর্ত্তৃক শরীর বিষাক্ত।

১। ক্ষীণরক্তাধিকারে— (১) আর্স, চায়না, হেলোনি, হাইড্রাষ্ট, পাল্‌স, স্ফুইল, ষ্ট্যাফ, সাল্‌ফা; (২) আর্ণি, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ সিনা, কোনা, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, সাল্‌ফা, ষ্ট্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, ফস্-এসি, ষ্ট্রাস্, সিপি, সাইলি, ও * ভিরেট্র প্রধান ঔষধ।

২। যদি অত্যন্ত রক্তস্রাব অথবা অন্য কোন জলীয় ভাগ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাওয়ার দরুণ এই রোগ উপস্থিত হয় তবে— (১) * চায়না, এলাম্, * নক্স-ভ, সাল্‌ফা, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, সিনা, হাইড্রাষ্ট, ফস্-এসি ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। উৎকট কোন তরুণ রোগ হেতু এই রোগ জন্মিলে—

ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, ন্যাট্রা-মিউ, নক্স-ভ ও ভিরেট্রা।

বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:—

আর্সেনিক— শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং শয্যাগত হইয়া পড়া। নিতান্ত অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয়। শীর্ণতা। গরম ঘরে থাকিতে ইচ্ছা।

চায়না— রক্তস্রাব। শুক্র পতন। উদরাময়। শ্বেতপ্রদর; কিম্বা অত্যন্ত দুগ্ধক্ষরণ ইত্যাদি কারণে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে * চায়না একটী মহৌষধ।

হেলোনিয়াস্— মাথায় ভার বোধ ও তৎসঙ্গে দৃষ্টিহীনতা, মূর্চ্ছা, কর্ণে ভোঁভোঁ শব্দ, রাত্রে অনিদ্রা থাকিলে ও মূত্র-জননেন্দ্রিয়ের যন্ত্র সমুদায়ের পীড়া হইতে "এনিমিয়া" হইলে এই ঔষধ প্রশস্ত।

ফেরাম্— "এনিমিয়া" ও তৎসঙ্গে মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় পাংশুবর্ণ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ঝিল্লী সমুদায়ে (মিউকাস্‌মেম্ব্রেণ) বিশেষতঃ মুখগহ্বরে রক্ত শূন্যতা। হৃৎপিণ্ডে কর্ম্মকারদের ভাতির শব্দের ন্যায় শব্দ; ধমনী এবং শিরাতে এক প্রকার হুস্ হুস্ শব্দ কর্ণ কিম্বা বক্ষোবীক্ষণ-যন্ত্র (ষ্টেথিস্‌কোপ্) দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়। মাংসপেশী সকল ক্ষীণ। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

ন্যাট্রা-মিউ—ম্যালেরিয়া-জনিত ক্ষীণকায়। পাংশুবর্ণ। উদর বিস্তৃত। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারের সংকীর্ণতা। নিতান্ত বিষণ্ণ-ভাব।

ন্যাট্রাম-সালফ— কফায় ঢোস্কা শরীর। রক্ত জলময়।

নক্স-ভমিকা— নিতান্ত বসিয়া থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ কিম্বা নানা প্রকার অত্যাচার অর্থাৎ মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, বেশ্যা গমন, ইত্যাদি হইতে পরিপাক যন্ত্রের পীড়া ও তাহা হইতে "এনিমিয়া" হইলে।

(এই সঙ্গে ক্লোরোসিস্; দুর্ব্বলতা; স্কার্ভি; ইত্যাদি ক্ষীণ-রক্তকারী পীড়ার বিষয় অধ্যয়ন করিয়া দেখ)।

———o———

## সপ্তম অধ্যায়।

# শোথ বা ড্রপ্‌সি।

**সম-সংজ্ঞা**— হাইড্রপ্‌সি।

**রোগ-পরিচয়**— শরীরের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ভাবে জল সঞ্চয় হইলে তাহাকে শোথ বলে। সমস্ত শরীরের বা শরীরের কতক অংশের সেলুলার টিসুনামক নির্ম্মানবিধান-সূত্র সমূহ মধ্যে এইরূপ জল সঞ্চয় হইলে তাহাকে— "এনাসার্কা" কহে; এনাসার্কা সীমাবদ্ধ কতক পরিমাণ স্থানে হইলে তাহাকে "ইডিমা" বলে। ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র মধ্যে জল সঞ্চয়কেও ইডিমা বলা যায়। বক্ষস্থলে প্লুরা মধ্যে জল সঞ্চয়— হাইড্রোথোরাক্স; পেরিকার্ডিয়াম্‌ মধ্যে— হাইড্রোপেরিকার্ডিয়াম্‌, পেটে, পেরিটোনিয়াম্‌ নামক সিরাস্‌-ঝিল্লী-গহ্বর মধ্যে জল সঞ্চয— "য্যাসাইটিস্‌"; মস্তিষ্কের সিরাস্‌-ঝিল্লী গহ্বর মধ্যে জল সঞ্চয়কে— "হাইড্রোকেফেলাস্‌" বলা যায়। যদি উভয় সিরাস্‌ ঝিল্লী-গহ্বর এবং সেলুলার টিসু মধ্যে শোথ হয় তবে তাহাকে জেনারেল্‌ বা সাধারণ অর্থাৎ সার্ব্বাঙ্গিক শোথ বলে।

**কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব**— ১-শিরা এবং কেপিলারী সমূহ নানা কারণে নিতান্ত অত্যধিক রূপে পরিপূর্ণ হইলে তাহাদের গাত্র হইতে জল চুয়াইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের চতুর্দ্দিকে জল সঞ্চয় হয যথাঃ— টিউমার, বিবৃদ্ধিযুক্ত গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড সমূহ, গর্ভযুক্ত জরায়ুর চাপ ভেইন বা শিরার উপর পড়া; যকৃতের যন্ত্রগত পীড়া হেতু পোর্টাল বিধানের রক্ত সঞ্চালন কার্য্যের ব্যাঘাত; হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ বা কপাটদিগের পীড়া এবং ব্রংকাইটীস্‌, এম্ফিজিমা ইত্যাদি ফুস্‌ফুসের পীড়া হেতু শিরা সমস্তের রক্ত অগ্রসর হইতে না পারা বিধায় শিরা সমস্ত পূর্ণ থাকিয়া যায। প্রাচীন প্রদাহ জনিত রক্তাধিক্য (হাইড্রসিল্‌ বা জল দোষের পীড়া)। ২— দূষিতরক্ত; কিড্‌নীর পীড়া হেতু মূত্রাল্পতা জন্য অত্যধিক জলীয় ভাগ ও ইউরিয়া ইত্যাদি দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া শোথ। ৩— ক্ষীণ রক্ত বা এনিমিয়া। ৪— হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা দরুণ আভ্যন্তরিক কঞ্জেচ্‌সন্‌। ৫— চর্ম্ম রোগ ইত্যাদি হঠাৎ বসিয়া গেলে। ৬— স্নায়বীয় দোষ হেতু শোষক কার্য্যের হীন ক্ষমতা।

ইত্যাদি কারণে শোথের উৎপত্তি হয়। শোথ একটী বিশেষ রোগ নহে ইহা কতকগুলি রোগ ও অবস্থার উপসর্গ বিধায় এই ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

শোথাধিকারে— (১) *এপিস্, *এপোসাই, *আর্স, চায়না, *কল্চি, ডাল্কা, হেলে, আইবিস্, লিডাম্, *লাইকো, মার্ক, সাল্ফা; (২) এস্কেল্পি, *ব্রাই, ক্যান্থ, ক্যাম্ফা, চিমাফা, ফেরা, হিপা, ল্যাকে, মিউর-এসি, ফস্, হ্রাস্, সেম্বু, *ফ্লুওরি-এসি, সোলেনাম-নাইগ্রা, স্কুইল্; (৩) এন্টিমোনিয়াম্, অরা, ব্যারাইটা, কার্ব-ভ, চেলিডো, কোনা, হাইয়স্, র‍্যানান্-বাল্বো, স্যাবাডি, স্যাবাইনা, *টেরিবিন্থ, টার্টা, ভিবার্ট-ভি, প্রধান ঔষধ।

২। একজ্যাস্থিমেটা অর্থাৎ হাম ইত্যাদি ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু শোথ হইলে— (১) *এপিস, এপোসাই, *আর্স, এস্কেল্পি, ডিজি, *হেলে, হ্রাস, সালফা; (২) অরা, ব্রাই, কল্চি, ডাল্কা, ল্যাকে, মার্ক, টেবিবিস্থ, ভিবার্ট-ভি।

৩। পর্য্যায় জ্বর চাপা দিয়া থাকা হেতু শোথে—*আর্স, চিমাফি, ডাল্কা, *ফেরা, মার্ক, সোলেনাম-নাইগ্রা, *সাল্ফার।

৪। এনিম্যালফ্লুইড্ অর্থাৎ রক্ত অথবা জীবন সংরক্ষক জলীয় পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে স্রাব হেতু শোথে— *চায়না, *ফেরা, হেলোনি, লাইকো, মার্ক, সাল্ফা, এপোসাই।

৫। অভ্যস্ত মদ্যপায়ীদিগের শোথে— আর্স, ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকাম্, কার্ডুয়াস, চায়না, ফ্লুওরিক্-এসিড্, হেলে, লিডা, নক্স-ভ, হ্রাস, সাল্ফার।

৬। অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারের দরুণ*শোথে—চায়না, ডাল্কা, হেলে, ফাইটো, সাল্ফা।

৭। যকৃৎ অথবা প্লীহা হেতু শোথ হইলে——*অরা, কার্ডুয়াস্ *চিমাফা, *চায়না, কুপ্রা, *ফ্লুওরিক-এসি, আইরিস, ল্যাকে, *লাইকো, মার্ক।

৮। ঠাণ্ডা লাগিয়া শোথ হইলে— *এপিস্, এপোসাই, আর্স, ডাল্কা, টার্টা।

৯। স্ত্রীলোকের ঋতুর অবস্থা নিয়মিতরূপ না হইলে ও তাহা হইতে শোথ হইয়া থাকে, তাহাতে—এপিস্, আর্স, হেলোনি ক্যাল্-কার্ব, গ্র্যাফা, মার্ক, সেনিসিও।

১০। এনাসার্কা অধিকারে—(১) আর্স, বেল ; (২) ব্রাই, চায়না, ডিজি, ডাল কা, ইউপেটো, হেলোনি, হাইড্রাষ্টি, মার্ক,সালফা, এপিস্, ক্যাম্ফ, কলৃভল, আইরিস্-ভা, ল্যাক্টা, লাইকো, হ্রাস, ও সেম্বু দেওয়া যায়।

১১। হাম এবং স্কার্লেটিনা পীড়ার পর শোথ রোগ হইলে —হিপা, হেলে, আর্স, দেওয়া যায়।

১২। হৃৎপিণ্ডের পীড়া হেতু শোথে— (১) এপিস্, *আর্স, অরা, ব্রাই, ক্যাক্টা, কার্ব-ভ, ডিজি, ফ্লুওরিক-এসি, হেলে, *লাইকো, স্কুইল, টেবিবিন্থ; ক্যানাবিস, ক্রোটেলাস্। (ক)—হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হেতু শোথ হইলে— আর্স, ডিজি, লাইকো। (খ)—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের পীড়া হেতু শোথ হইলে— ফস, ফস-এসি।

১৩। মূত্রপিণ্ড(কিডণী)যন্ত্রের পীড়াহেতু শোথে— এমোনি-বেঞ্জো, এপিস, আর্জেণ্টাম, আর্সেনিকাম্, অরাম, বার্বেবিস, ক্যান্থা, ডিজি, হেলোনি, ফস্-এসি, প্লাম্বাম্, সিকলী, টেবিবিন্থিনা, ইউরেনিয়াম্।

ড্রপসি সম্বন্ধে বিশেষ ভৈষজ্যতত্ত্ব। }:—

এসেটিক্-এসিড— চর্ম্মের বর্ণ মোমের ন্যায় ফেঁকাশে। সমস্ত শরীরে শোথ ভাব ও তৎসঙ্গে উদরাময়, অম্ল উদ্গার ইত্যাদি। শরীর শুষ্ক হইয়া যাওয়া।

এপিস-মেলিফিকা— প্রায় সমস্ত শোথ রোগেই প্রস্রাব অল্প পরিমাণ হয়, ও তৎসঙ্গে অনিদ্রা এবং তৃষ্ণা রহিত অবস্থা। শরীরের নানাস্থানে হুল ফোটা ও জ্বালাসহ যন্ত্রণা থাকিলে। বক্ষঃগহ্বরের ভিতর শোথ ও তাহাতে হুল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা। নিশ্বাস কষ্ট, এমন কি একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শ্বাস লইতে পারিবে কি না তাহাতে আশঙ্কা। অর্দ্ধোদরীর পীড়ায় পেট বেদনাযুক্ত। না বসিলে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না, এমন কি চীৎ হইয়া হেলান দিয়া থাকিলেও দম্ বন্ধ হইয়া আইসার ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে স্কার্লেটিনা পীড়া হইলে তাহার উপসর্গাদিতে এইটী উপযুক্ত ঔষধ। অন্ত্র সমূহের প্রদাহ এবং জরায়ুর ভিতর কোন টিউমার বা অর্ব্বুদ হইলে।

এপোসাই ক্যার্না— এসাইটিস্ ( Ascites ) অর্থাৎ উদরী। পাকস্থলীর উত্তেজনা, এমন কি এক বিন্দু জলও পেটে থাকে না, বমি হইয়া উঠিয়া যায়। প্রস্রাব ঘোলা। উদরাময়। শয়ন করিলে মুখ ফুলা ফুলা বোধ হয়; এবং বসিলেই তাহা থাকে না। বক্ষঃস্থলে শোথ। কথা কহিতে অক্ষম; দম্ বন্ধ হইয়া আইসে। মূত্রাভাব। অত্যন্ত তৃষ্ণা। স্কার্লেটিনা রোগের পর শোথ। টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরের পর শোথ। পেরিকার্ডিয়ামের অভ্যন্তরে জল সঞ্চয় হেতু কথা বলিতে ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট। কাশি, সাঁই সাঁই শব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অনুভব করা যায় না। মুখ ফুলা ফুলা এবং ব্যাকুলভাবাপন্ন দৃষ্টি। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল। অঙ্গুলীর নখ ( চাড়া ) সীসকের ন্যায় নীলাভ-বর্ণ বিশিষ্ট। শয়ন করিতে কষ্ট; বসিয়া থাকিলে কোন বস্তু বা মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। নিম্ন শাখাদ্বয়, পুরুষাঙ্গ, ও স্ক্রোটাম্ অর্থাৎ পোতা এবং উদর স্ফীত। এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীরে অল্প অল্প ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইলে জানিতে পারিবে ঔষধে ফল দর্শিবে। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে প্রস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে হইবে।

আর্সেনিক— সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শোথ। উদরী। নিম্ন শাখায় শোথ। সমস্ত শরীরের বর্ণ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল দেখিতে ফেঁকাশে, মেটে এবং ঈষৎ সবুজ বর্ণের আভাযুক্ত। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শয্যাগত অবস্থা। সামান্য সঞ্চালনেই মূর্চ্ছা। জিহ্বা শুষ্ক। অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু প্রত্যেক বারেই অধিক পরিমাণে জল পান করে। নিশ্বাস কষ্ট, বিশেষ রাত্রে চীৎ হইয়া শয়ন করিলে অত্যন্ত ব্যাকুলতা। বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস। শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু অভ্যন্তর জ্বলিয়া যায় (অন্তর্দাহ)।

এস্কেল্পিয়াস্—স্কার্লেটিনা পীড়ার পর শোথ। মূত্রপিণ্ড বা কিড্‌নীর পীড়া অথবা ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার দরুণ শোথ।

এস্প্যারেগাস্—হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল। বামস্কন্ধে বেদনা। নাড়ী দুর্ব্বল।

অরাম্— উদর গহ্বরস্থ যন্ত্র-সমূহের ক্রিয়াগত অবস্থায় বাত্যয় হেতু উদরী।

ব্রাইওনিয়া— সার্ব্বাঙ্গিক শোথ। পদদ্বয় স্ফীত, দিবাভাগে স্ফীততার বৃদ্ধি ও রাত্রে তাহার হ্রাস হয়। বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়। পার্শ্ব বেদনা। কাশি ও তৎসঙ্গে ডায়েফ্রাম্ পেশীর সঙ্কোচন অবস্থা। বমন। অত্যন্ত মাথা বেদনা ও নড়িলেই উহার বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও অল্প অল্প ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়। উদরী। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। উপুড় হইলে শিরোঘূর্ণন হয়। একটু চলিয়া বেড়াইলেই নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। চক্ষের নিম্ন পাতা শোথযুক্ত। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ। অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অল্প প্রস্রাব। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। স্কার্লেট জ্বরের পর শোথ।

ক্যাকটাস — হস্তদ্বয় বিশেষ বাম হস্তের শোথ; নিম্ন শাখার শোথ; চর্ম্ম চকচকে; অঙ্গুলি দ্বারা টিপি দিলে সেই স্থান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গর্ত্ত পানা হইয়া থাকে; হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

ক্যান্থারিস — মূত্র যন্ত্রের অসাড় অবস্থা হেতু শোথ ও তৎসঙ্গে মূত্রাভাব; মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশের উত্তেজিত অবস্থা ও বেদনা, হস্তপদ-বেদনা, পুরাতন সর্দ্দি।

চিমাফাইলা— উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার পাতলা প্রস্রাব হইতে থাকে, তাহাতে কোন মিউকাস দেখা যায় না।

চায়না— রক্তস্রাবের পর যকৃৎ এবং প্লীহার পীড়া হেতু উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; বৃদ্ধ বয়স।

কলচিকাম্— সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; বক্ষঃগহ্বরে শোথ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা, যেন মূত্রস্থলীতে কোন প্রকার আক্ষেপ হইয়াছে, কিন্তু অত্যল্প পরিমাণে প্রস্রাব অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়; শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট; তরুণ বাতের পীড়া হেতু হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

কনভলভিউলাস-আর্ভেনসিস — শোথ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যন্ত ক্ষুধা এমন কি যথেষ্ট পরিমাণ আহার করিয়াও যদি আর কিছু পায় তাহাও আহার করিতে চায়; পেট জলপূর্ণ; সম্পূর্ণ মূত্রাভাব।

ডিজিটেলিস— সমস্ত প্রকারের শোথ; মূত্রকৃচ্ছ্র; মুখ ফেকাশে; নাড়ী পর্য্যায়শীল অর্থাৎ ইণ্টারমিটেণ্ট; স্ফীত স্থান, মথিত ময়দার ন্যায়

অঙ্গুলির টিপিতে বসিয়া যায়; হৃদ্রোগ তৎসঙ্গে মূর্চ্ছা ও সমস্ত শরীর পিংশেবর্ণ ও পীতাভ-বর্ণ বিশিষ্ট।

ইউপেটো-পার্‌পি-- ইন্‌সিপিড্‌ডায়েবেটিস্‌ অর্থাৎ শর্করাবিহীন বহুমূত্র। এল্‌বুমিনুরিয়া। মূত্রপিণ্ডের পীড়া হেতু শোথ ও তৎসঙ্গে শরীর ফুলিয়া যায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

ফ্লুওরিক্‌-এসিড্‌— হুইস্কি ( Whisky ) মদ্য পান হেতু যকৃৎ প্রবর্দ্ধিত ও শক্ত, বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়।

হেলেবোরাস -- তরুণ শোথ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। কোন বিষয় বুঝিতে হইলে কিছু বিলম্বে তাহা বুঝিযা থাকে। আস্তে উত্তর করে। মুখ ফেঁকাশে। মণ্ডেব ন্যায় মলযুক্ত উদরাময় ও পেটে বেদনা। রোগী শযন কবিযা সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে ( আর্স— বসিযা থাকিলে ) মূত্রাভাব অথবা মূত্রে অত্যন্ত এল্‌বুমেন। মূত্রেব বর্ণ গাঢ় কিন্তু তাহাতে কোন সেডিমেণ্ট Sediment ) অর্থাৎ তলানি পড়া দৃষ্ট হয না।

হেলোনিয়াস্‌— সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। এলবুমিনুরিয়া। জননেন্দ্রিযেব শিথিল অবস্থা। রজঃকৃচ্ছ্র। ক্লোরোসিস্‌। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হেতু শোথ।

হিপার-সাল্‌ফ— ব্রাইটস্‌ডিজিজ অর্থাৎ মূত্রপিণ্ডেব পীড়া হইতে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বিশেষ স্কার্লেটিনা রোগেব পব।

আইরিস-ভার্স— উদরী এবং যকৃৎ স্থানের শোথ অবস্থা।

কেলি-কার্ব— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয ও তৎসঙ্গে সাঁই সুঁই শব্দযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস। চক্ষুব ভ্রূ ও পাতার মধ্যস্থান শোথ যুক্ত। মাইট্রাল-ভাল্‌ভ অসম্পূর্ণ। চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক। রাত্রি ৩ টার সময় পীড়ার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ড এবং যকৃতের পীড়া হেতু উদরী, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে।

ল্যাকেসিস— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় তৎসঙ্গে সময় সময় নিশ্বাস বন্ধ হওয়ারূপ ফিট্‌ ( Fit ) হয় এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত নিক্ষেপ করিতে থাকে ও নিদ্রা হইতে জাগিযা উঠে। ফেঁকাশে মুখশ্রী। প্রস্রাব গাঢ বর্ণ। মূলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। স্কারলেট্‌ জরের পর যকৃৎ, প্লীহা এবং হৃদ্রোগ ইত্যাদির সঙ্গে শোথ রোগ জড়িত হইয়া উঠে।

লিডাম্— শোথ ও তৎসঙ্গে হস্তপদে বেদনা ও চর্ম্ম শুষ্ক।

লেপ্‌টাণ্ড্রা— পোর্ট্যাল বিধানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু উদরী এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

লাইকোপোডিয়াম্— হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হইতে শোথ। বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়, চীৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধ। বাম ইলিয়াক্ প্রদেশে গলগল্ করিয়া ডাকা। প্রস্রাবে লাল গুঁড়াগুঁড়া সেডিমেণ্ট দেখা যায়। জাগ্রত হইয়া অত্যন্ত খাম্‌খেয়ালী ভাবাপন্ন হয়। যকৃতের পীড়া এবং অত্যন্ত সুরাপান হেতু উদরী রক্তস্রাবের পর ইণ্টার-মিটেণ্ট জ্বর। নিম্ন শাখায় ক্ষত হইলে পূয নিঃসৃত না হইয়া জল নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প ও তাহাতে লাল বর্ণের সেডিমেণ্ট দেখা যায়। শরীরের ঊর্দ্ধভাগ শুষ্ক হইয়া নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে। এক পদ শীতল অন্য পদ উষ্ণ। অস্থির নিদ্রা।

ম্যানগাম্ অক্‌সাইডাম্—ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর হইতে উদরী। কৃশতা। হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত বলের সহিত অনিয়মিত ভাবে কম্পন অবস্থাযুক্ত প্যাল্‌-পিটেশান্ অর্থাৎ উল্লম্ফন অবস্থা অথচ তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক শব্দের কোন প্রকার গোলযোগ শুনা যায় না।

মার্কিউরিয়াস্— নূতন এবং পুরাতন সার্ব্বাঙ্গিক শোথ। যকৃৎ এবং উদরগহ্বরের অন্যান্য যন্ত্রের পীড়া হেতু উদরী পেট স্ফীত, শক্ত এবং সটান; বিশেষতঃ তৃষ্ণা নাই। শ্বাস টানার পর বক্ষঃস্থলের উদ্বেগ। শরীর গরম এবং ঘর্ম্মযুক্ত। সর্ব্বদা ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে উৎকাশি।

সিলা— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অল্প পরিমাণ গাঢ় বর্ণের প্রস্রাব। সর্ব্বদার জন্য কাশি এবং তাহার সঙ্গে পাতলা একটু একটু মিউকাস্ উঠে। শরীরে সামান্য ভাবে শোথ।

সেনিসিও— পেট অত্যন্ত সটান, নিম্ন শাখা অল্প অল্প শোথযুক্ত, প্রস্রাব অল্প এবং গাঢ়বর্ণ অথবা পর্য্যায় ক্রমে অল্প বা অধিক প্রস্রাব। কটি-দেশ ও ওভেরিতে অর্থাৎ অণ্ডাধারে বা ডিম্বকোষে বেদনা।

সেনিগা— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়। সামান্য একটু পাতলা কাশি।

স্পাইজিলিয়া— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়। বিছানায় থাকিয়াও একটু নড়াচড়া করিলে কষ্ট বোধ হয়। বক্ষঃস্থল বিছানা হইতে শূন্য করিয়া কেবল

দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে। সামান্য নড়াচড়া করিলেই দম্ বন্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব হয়। হাত ঊর্দ্ধে উঠায় ও তৎসঙ্গে ব্যাকুলতা এবং হৃৎ-পিণ্ডের প্যাল্পিটেশান্ হইতে থাকে।

সাল্ফার— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় ও তৎসঙ্গে হঠাৎ রাত্রে শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেই নিশ্বাস বন্ধ এবং উঠিয়া বসিলেই তাহা আর থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধ অথবা প্রাতঃকালে উদরাময়। ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়ার দরুণ চর্ম্ম কর্কশ, নীলাভ এবং তৎসঙ্গে শোথ। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান। নাড়ী দ্রুতগতি ও পদদ্বয় শীতল। সহজেই ঘর্ম্ম হয় বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে। পেট-বেদনা-শূন্য উদরাময়। স্থিরভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা। অত্যন্ত স্মৃতি-বিভ্রম।

টার্টার-এমিটিক্— বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয় এবং তৎসঙ্গে বক্ষের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ। যে পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, সে পরিমাণে নির্গত হয় না। ঝিমিতে ঝিমতে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করে।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা— সর্ব্বদা গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখা উচিত। কারণ ঠাণ্ডা লাগাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। যখন জ্বর ইত্যাদি উৎকট ব্যাধি ইহার সহিত থাকে তখন সাগু, মসুরীর ক্বাথ, যুস) কিম্বা বালি ইত্যাদি লঘু পথ্য বিধেয়। জ্বরাদি না থাকিলে অন্ন বা রুটী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। 'মান তরকারী, এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট। অবস্থা-বিশেষে বহু-পরিমাণ দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে এতদ্দেশে কবিরাজেরা এক প্রকার মার্কিবিযাস্ স্বর্ণ সিন্দুর) খাইতে দিয়া পথ্য কেবল সর্ব্বদা দুগ্ধ খাইতে দেন, একবিন্দু জলও রোগীকে খাইতে দেন না, ইহার নাম "দুগ্ধবটী করা" বলে। ইহাতে কেবল দুগ্ধ পথ্য দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মান চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া এক প্রকার মানমুণ্ড প্রস্তুত হয় তাহা সুপথ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা—সচরাচর, φ ১, ৬, ১২, ৩০ ডাইলিসন দ্বারা ফল লাভ করা যায়। আর্স ইত্যাদির ১০০০ কিম্বা ২০০ ডাইলিউসন দ্বারা অনেক সময় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

———

অষ্টম অধ্যায়।

# কর্ণমূল।

**সম-সংজ্ঞা**—প্যারোটাইটিস, মাম্প, কর্ণমূল প্রদাহ, পাষাণগর্দ্দভ, কর্ণমূল ফুলা।

**রোগ-পরিচয় ও কারণ তত্ত্ব**—ঠাণ্ডালাগা, আপনা আপনি অলক্ষিত কোন কারণ বিশেষ, অথবা কোন দূষিত জ্বর হেতু কর্ণমূল হইয়া থাকে। এক প্রকার সামান্য পেরোটাইটিস বা মাম্প কোন এক সময় বহুসংখ্যক বালকদিগের হইতে দেখা যায় জ্বর বিশেষ কোন ভয়প্রদ নহে। ম্যালিগন্যাণ্ট বা দূষিত প্যারোটাইটিস নামক এক প্রকার কর্ণমূল আছে তাহা নিতান্ত ভয়ানক, তাহার প্রকাশ মাত্র তৎসঙ্গে জ্বর ও সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অনেক সময় কর্ণমূল বসিয়া গিয়া তৎপশ্চাৎ অর্কাইটিস বা অণ্ডকোষের বিচির প্রদাহ জন্মিয়া উঠে।

১। দূষিত অর্থাৎ ম্যালিগন্যাণ্ট প্যারোটাইটিস্ রোগে—
(১) এম্‌ব্রাসিন, ব্রাই, হিপার, ক্রিযেজো দেওয়া হয়।

২। সাধারণ প্যারোটাইটিস্ হইলে— বেল্।

বেলেডোনা—উজ্জ্বল লালবর্ণ স্ফীত অবস্থা বিশেষ দক্ষিণ কর্ণমূলে।

হ্রাস্— কৃষ্ণাভ লালবর্ণ (বিশেষ বাম দিকে)।

মার্ক— ফেঁকাশে বর্ণ।

কার্ব-ভ এবং ককিউ— কর্ণমূল সহ জ্বর থাকিলে।

পালস— প্যারোটাইটিস্ হইয়া স্তনের প্রদাহ হইলে।

কার্ব-ভ এবং আর্স— অণ্ডকোষে মেটাষ্ট্যাসিস্ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ প্যারোটিড্ গ্রন্থির প্রদাহ বিলুপ্ত হইয়া উহা অণ্ডকোষে প্রকাশিত হইলে।

আর্স, ফস্ এবং সাইলি— পূঁয জন্মিবার উপক্রম হইলে।

লাইকো, নাইট্রি-এসি ও ফাইটো— ফুড়ি ঘা জন্মিলে।

ব্যারিয়াম্. ক্যালকে, কার্ব-ভ, কোনা, ক্লেমা, কেলি-কার্ব, সাইলি— কর্ণমূল শক্ত হইয়া থাকিলে।

ব্যারিয়াম্-মি, হিপা, কেলি-কার্ব, হ্রাস্— স্কার্লেট্ জ্বরের পর কর্ণমূলে।

আর্স, চায়না, ল্যাকে, ক্রিয়েজো— দূষিত প্যারোটাইটিস্ এবং তাহাতে অসুস্থ পুঁয জন্মিলে, বিশেষ উপকারী।

---

নবম অধ্যায়।

# টীনিটাস অরিয়াম

ও

কর্ণের অন্যান্য কয়েকটী উপসর্গ বা পীড়া।

রোগ-পরিচয়— টিনিটাস্ অরিয়াম্ বা কর্ণ-নাদ ইহাতে কর্ণ মধ্যে ঝন্ ঝন্ ভো ভোঁ কিম্বা শোঁ শোঁ ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

কারণ-তত্ত্ব— এই উপসর্গ কঠিন জ্বর ইত্যাদির সঙ্গে অথবা কোন মাদক দ্রব্য সেবনে, মস্তিস্কের কোনরূপ পীড়া অথবা কর্ণের পটাহের অভ্যন্তরে পীড়া জন্মিলে অনুভূত হয়। অতিরিক্ত কুইনাইন ও সিংকোনা সেবনেও এই লক্ষণ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

১। কর্ণের অভ্যন্তরস্থ নির্ম্মাণ বিধান সমূহের পুরু ও কঠিন অবস্থা হেতু এই পীড়া হইলে—কোনা, গুয়াই, আর্স, মার্ক, আইয়ড্ সাল্ফা।

২। শারীরিক রোগ হেতু এই পীড়া হইলে তাহার প্রতি-বিধান তদনুসারে করিবে।

৩। হিসিং অর্থাৎ হিস্ হিস্ শব্দ কর্ণে শুনিতে থাকিলে— গ্র্যাফা, ক্রিয়েজো, মিউর-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, টিউক্রি।

৪। মৌমাছির ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ— বেল্, এমোনি, কষ্টি কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্, আইয়ড্, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, সাল্ফা।

৫। ঝন্ ঝন্ এবং শোঁ শোঁ বা কাঁশির বাদ্যের ন্যায় শব্দ—(১) একোন্, এম্ব্রা, এলাম্, অরাম্, এনাকা, এন্টি, আর্স, ব্যারাইটা, বেল্, বোরাক্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, কার্ব-ভ, ক্যাল্কে, কোনা, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ক্রেমা, কফি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, লিডা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি ফস, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, সিপি, সাল্ফা, থিরিডি; (২) আর্জেন্টাম, ক্যাপ্সি, চেলিডো, ককিউ, কোনা, ড্রুসি, ডাল্কা, হাইয়স, ইগ্নে, কেলি ল্যাকে, লবোসি, ম্যাগ্নে-কা, প্ল্যাটী, হ্রডো, স্যাবাডি, সেঙ্গু, সাইলি, স্পাইজি, ভ্যালি, জিঙ্ক্।

৬। দেব গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ—(১) ক্যালকে, গ্র্যাফা, প্ল্যাটী, (২) অরা, কষ্টি, চেলিডো।

৭। কর্ণে কম শুনিলে—(১) একোন্, এম্ব্রা, এমোনি-মি, এনাকা, আর্স, এসাফি, অরা, বেল, ক্যালকে, কোনা, ক্রোকা, গ্র্যাফা, হিপা, হাইয়স, আইয়ড, ল্যাকে, লিডা, লাইকো, মার্ক, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, পাল্স, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা, সাল্ফ-এসি, ভিরাট; (২) আর্জেন্টা-নাইট্রা, আর্নি, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাপ্সি, চেলিডো, চায়না, ককিউ, ডাল্কা, ড্রুসি, ইগ্নে, নক্স-ভ, ওপি, রুটা, সিকেলী, স্পাইজি।

৮। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি—একোন, আর্নি, অরা, বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রাম্, নক্স-ভ, ফস-এসি, প্ল্যাটী, সিপি, স্পাইজি।

৯। কর্ণের ভিতর চুলকাইলে—(১) এমোনি, এনাকা, পাল্স, রুটা, সাল্ফা; (২) এগার, এলাম্, আর্জেন্টা, ব্যারাই, লাইকো, নক্স-ভ, ফস, সার্সা, সিপি, স্পাইজি।

১০। কর্ণের ভিতর লৌহশলাকাবৎ অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা—এমোনি, অরা, ব্যারাই, বেল্, হেলে, ম্যাগ্নে-মি, ন্যাকটি-এসি, প্লাম্বা, হ্রডো, সাইলি, স্পাইজি, জিঙ্ক্।

১১। ঝাঁকি মারিয়া উঠার ন্যায় বেদনা—এমোনি-মি, এলাম্, সিনা, পিট্রো, পাল্স, সাইলি, ভ্যালিরি।

১২। চিড়িক্‌মারা বেদনা— (১) বেল্‌, ক্যাল্‌কে, ক্যামো, কোনা, ড্রসি, কেলি, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, পাল্‌স, সাইলি, স্পাইজি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌, (২) হিপা, ইগ্নে, কেলি-বাই, ম্যাগ্নে-মি, মিন্যান্থি, ন্যাট্রা, ফস-এসি, প্ল্যাটী, প্ল্যাম্বা, সেম্বু, সার্সা, ট্যাবাক্‌সেকাম্‌, বার্বেরিস।

১৩। ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা— (১) একোন্‌, আর্নি, বেল্‌, ক্যামো, চায়না, কল্‌চি, কোনা, মার্ক, নক্স-ভ, প্ল্যাটী, পাল্‌স, সাল্‌ফা, জিঙ্ক্‌; (২) এগার, এলাম্‌, এম্ব্রা, ব্রাই, বোরাক্স, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্‌সি, কার্ব-ভ, চেলিডো, কুপ্রাম্‌, ডাল্‌কা, গ্র্যাফা, গুয়াই, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস্‌-এসি, প্লাম্বা, সার্সা, ষ্ট্যামো, টার্টার-এমিটিক্‌।

১৪। বেদনায় কর্ণের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে— (১) একোন্‌, এলাম্‌, এমোনি-মি, ব্যারাই, বেল, ক্যাল্‌কে, চায়না, ডিজি, গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-মি, মিউর-এসি, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, হ্রাস্‌, সিপি, সাইলি, স্পাইজি স্পঞ্জি, সাল্‌ফা, ভিরাট্‌।

১৫। কর্ণের ভিতর হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় ক্ষরণ হইলে— (১) বাই-সাল্‌ফেটঅব্‌কার্বণ স্যালিসাইলিক-এসিড্‌, স্যালি-সাইলিন।

১৬। কাণ পাকা অর্থাৎ কাণের ভিতর হইতে পূঁয ও জল নির্গত হয়— (১) এসাফি, অরা, বেল্‌, বোভি, বোরাক্‌স, ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, গ্র্যাফা, হিপা ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, ফস্‌, পাল্‌স, হ্রাস, সাইলি, সাল্‌ফা; (২) কার্ব-এনি, ক্যামো, চায়না, সিকুটা, কল্‌চি, কোনা, হাইয়স, লাইকো, পিট্রো, সিপি, থিরিডি।

১৭। কর্ণ-মল অর্থাৎ কর্ণের ভিতর খৈল বা তৈলাক্ত ময়লা অধিকরূপে জন্মিলে— (১) ক্যাল্‌কে, কার্ব-ভ, কষ্টি, কোনা, গ্র্যাফা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস্‌, সাল্‌ফা; (২) এগার, অরাম-মেটা, এনাকা, বোভি, হিপা, মস্কাস্‌, সিলিনি, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক্‌।

১৮। "কর্ণে নানা প্রকার শব্দ" বসন্ত, হাম ইত্যাদি

...ার উপসর্গে, হইতে থাকিলে— বেল্, কার্ব-ভ, মিস্তাম্বি, মার্ক, ...ন্, পাল্স, সাল্ফা।

১৯। ঐ—ইরাপ্শান অর্থাৎ চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গেলে তদ্ধেতু উপসর্গে— এন্টি, কষ্টি, গ্র্যাফা, ল্যাকে, সাল্ফা।

২০। ঐ—জ্বরের উপসর্গ হেতু—আর্ণি, ফস্, ফস্-এসি, ভিবাট্।

২১। কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ অত্যন্ত সিঙ্কোনা ব্যবহারের ...রুণ হইলে— আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে, কার্ব-ভ, হিপা, ন্যাটা-মি, নক্স-ভ পাল্স, সাল্ফা।

২২। ঐ—পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হেতু উপসর্গে —এসাফি, অরা, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

২৩। ঐ—টন্সিলের প্রদাহ হেতু—অরা,মার্ক,নাইট্রি-এসি, ষ্ট্যাফি।

২৪। ঐ—বাতের পীড়া হেতু—ক্যাল্কে,ফেরা,গুয়াই,মার্ক,হ্রাস্।

২৫। ঐ—উপদংশ পীড়া হেতু—আর্স, অরা, গুয়াই, কেলি-আইয়ড্, মার্ক, নাইট্রি-এসি, হ্রাস।

২৬। আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা— কর্ণে খৈল হইলে সাবধানে বিচক্ষণ ও পারদর্শী হস্তের সাহায্যে তাহা বাহির করাইতে হইবে। যখন পূঁয ইত্যাদি স্রাব হয়, তখন অনেকে পিচকারী দ্বারা ধৌত করিয়া থাকেন কিন্তু এরূপ করা আমাদের সম্পূর্ণ অমত। কারণ, তাহাতে কর্ণাভ্যন্তর অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া প্রদাহাধিক্য হইতে পারে অথবা পটাহে পিচকারী-নিঃসৃত জল দ্বারা বেগে আঘাত লাগিতে পারে এবং তদ্ধেতু অনেকের বধিরতা জন্মিয়াছে এমন ঘটনাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে অথচ পিচকারী দ্বারা ধৌত করিয়াই যে, বিশেষ ফল লাভ করা যায় তাহা নহে; সুতরাং এরূপ স্থলে কর্ণের পীড়ায় পিচকারী ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পূঁয ইত্যাদি জন্মিলে কি প্রকারে পরিষ্কার করা যাইতে পারে? উৎকৃষ্টরূপে ধুনিত তুলা দ্বারা তুলি প্রস্তুত করিয়া দিবসে তদ্দ্বারা ৩।৪ বার কর্ণের পূঁয পরিষ্কার করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে একটী সাবধানতার কথা এই বলিতেছি যে, যেন তুলা-

গুলি এরূপভাবে আটকান হয় যে, উহা কর্ণের ভিতর গিয়া খসিয়া পড়ে। তজ্জন্য সূচিকা তুল্য পাতলা একটী বংশ-শলাকার মধ্যভাগে তুলা জড়াইয়া লইয়া পরে শলাকাটীর সেই মধ্যস্থানে ভাঙ্গিয়া দোভাঁজ করিলেই ঈপ্সিত তুলিকা প্রস্তুত হইল।

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উষ্ণ প্রধান স্থান ও যে যে দেশ মক্ষিকা অর্থাৎ মাছি প্রধান, সেই সেই দেশে, কর্ণ হইতে পুঁয ইত্যাদি নিঃসৃত হইলে তাহাতে একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাবধানতা আবশ্যক; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই তিন মাসে বিশেষ অসাবধানতা হেতু অনেক কাণপাকা রোগীর কর্ণে মাছি পড়িয়া তন্মধ্যে পোকা জন্মিয়া থাকে। তাহাতে রোগী যে কি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব এই জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তুলা, ঘৃত বা তৈলাক্ত করিয়া কর্ণকুহরে দিয়া রাখা উচিত। এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তুলা দিবে।

---

দশম অধ্যায়।

## এলোপেশিয়া (Alopecia)

সম-সংজ্ঞা—চুল উঠিয়া যাওয়া, টাকপড়া, ইন্দ্রলুপ্ত।

১। শরীরের নানা প্রকার অবস্থা ও পীড়া হইতে এই উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। এই অধিকারে—এলাম্, এম্ব্রা, আর্স, ব্যারিয়াম্ কার্ব, ক্যাল্-কার্ব, কার্ব এনি, কার্ব-ভ, কষ্টি, চায়না, কল্‌চি, কোনায়ম ফেরা, ফ্লুওর-এসি, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, আইয়ড্ কেলি বাই, কেলি-কার্ব, কেলি-আইয়ড্, ক্রিয়েজো, লাইকো, ম্যাগ্নে, মার্ক, ন্যাট্রা-কার্ব, ন্যাট্রা-মিউর, নাইট্রি-এসি, পিট্রো, ফস, ফস্-এসি প্লাম্বা, সার্সা, সিপি, সিলিনি, সাইলি, সাল্‌ফা, সাল্‌ফ এসি, ট্যাবেক ম্, থুজা জিঙ্ক্ প্রধান ঔষধ।

২। অত্যন্ত উৎকট পীড়ার পর এই অবস্থা হইলে—চায়না, ফেরা, কার্ব-ভ, হিপা, লাইকো।

৩। সন্তান প্রসবের পর—ক্যাল্‌কে, লাইকো, ন্যাট্রা মি, সাল্‌ফা।

৪। বহুকালব্যাপী শোথ হেতু—ফস্-এসি, ষ্ট্যাফি, ইগ্নে, ল্যাকে।

৫। স্নায়বীয় অথবা হিষ্টিরিয়াযুক্ত শিরঃপীড়া হেতু—ক্যাল্কে, হিপা, নাইট্রি-এসি, ফস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফা।

৬। পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম হওয়া হেতু—মার্কিউরিয়াস্।

৭। উপদংশ রোগ হেতু—থুজা।

৮। মস্তক স্পর্শে বেদনা থাকিলে—ক্যাল্কে, ব্যারিয়াম্-কার্ব, কার্ব-ভ, চায়না, হিপা, ন্যাট্রা-মি, সাইলি, সাল্ফা।

৯। মস্তক অত্যন্ত চুলকাইলে (বিশেষ কোন ইরাপ্শান্ বসিয়া যাওয়া হেতু)—গ্র্যাফা, লাইকো, সাইলি, সাল্ফা।

১০। মাথায় অত্যন্ত খুস্কি হওয়া হেতু—ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ন্যাগ্নে, ষ্ট্যাফি।

১১। যদি চুল পাকিয়া উঠিয়া যাবার স্বভাব থাকে তবে—গ্র্যাফা, লাইকো, ফস্-এসি ও সাল্ফ-এসি দিবে।

১২। কেশ অত্যন্ত রুক্ষ হইলে—ক্যাল্কে, ফস্ এসি।

১৩। কেশ আঠাযুক্ত ঘর্ম্মাবৃত্ত হওয়া হেতু—চায়না, মার্ক।

১৪। চক্ষুর ভ্রূ পড়িয়া যাওয়া হেতু—এগাব, বেল, কষ্টি, কেলি।

১৫। মস্তকের এক পার্শ্ব হইতে চুল পড়িয়া যাওয়া হেতু—গ্র্যাফা, ফস্।

১৬। কপালের উপরিভাগের কেশ পড়িয়া যাওয়া হেতু—আর্স, ন্যাট্রা-মি, ফস্।

১৭। ব্রহ্মতালুর কেশ পতন হেতু—ব্যারাইটা, গ্র্যাফা, লাইকো হিপা, জিঙ্ক্।

১৮। গ্রীবার উপরিভাগের কেশ পতন হেতু—কার্ব-ভ, পিট্রো, ফস্।

১৯ টেম্পল অর্থাৎ শঙ্খ প্রদেশের কেশ পতন হেতু—কেলি-কার্ব, ন্যাট্রা-মি।

২০। কোন স্থানে টাক্ পড়িলে—ক্যাল্কে, আইয়ড্, ফস্।—বাহ্য প্রয়োগ জন্য স্পিরিটাস্ ফস্ফরাই ১ বিন্দু এক পাইণ্ট পরিশ্রুত জলের

সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ ঐ স্থান ভিজাইয়া রাখিবে; অথবা চা-খাবার চামচের এক চামচ পূর্ণ লবণ এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া টাক্ স্থানে প্রয়োগ করিবে।

২১। শ্মশ্রু পড়িয়া যাইতে থাকিলে—ক্যাল্‌কে, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা-মি।

২২। গোঁফ পড়িয়া গেলে—কেলি, ন্যাট্রা-মি, প্লাম্বাম্।

২৩। জননেন্দ্রিয় স্থানীয় কেশ পতনে—হেলে, ন্যাট্রাম্-কার্ব, ন্যাট্রা-মি, থ্রাস্, সাইলি।

চুলউঠা সম্বন্ধে বিশেষ ঔষধজ্ঞাতব্য। }ঃ———

এসিড-ফ ওরিক্—মস্তকে চুলকানি ও কেশ পতন; নবকেশ শুষ্ক হইয়া উঠে এবং ভাঙ্গিয়া যায়।

এলোজ—গোছায় গোছায় চুল উঠিয়া আইসে এবং সেইস্থান পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে; চক্ষুর পাতার কেশ পড়িয়া যায়; কপালের স্থানে বেদনা।

এমোনি-মিউ—মাথায় ময়দার ভূসীর ন্যায় খুস্‌কি এবং কেশ উঠিয়া যাওয়া, মাথায় চুলকানি ও মাথার চুল যেন মৃত ও চাকৃচিক্য হীন।

আর্সেনিক—কপালের নিকট টাক্ পড়া; শুষ্ক চটা অথবা মৎস্যের শল্কের ন্যায় পদার্থ দ্বারা মস্তক আবৃত এমন কি এই সকল শল্কবৎ পদার্থ কপাল, মুখ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কার্ব-ভ—উৎকট পীড়া কিম্বা প্রসবের পর কেশ উঠিয়া যাওয়া।

হেলেবোরাস্—জননেন্দ্রিয় এবং চক্ষুর ভ্রূর চুল উঠিয়া যাওয়া।

কেলি-কার্ব—মাথায় অত্যন্ত খুস্‌কি; শীঘ্র শীঘ্র চুল উঠিয়া যায়।

ম্যান্‌সিনেলা—উৎকট পীড়ার পর চুল উঠিয়া যাওয়া; বহু দিনের শিরঃপীড়ায় চুল উঠিয়া যাওয়া।

সাইলিসিয়া—অপরিপক্ক বয়সে চুল উঠিয়া যাওয়া; স্ত্রীলোকের ঋতুর পূর্ব্বে মস্তক এবং জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি।

ভিন্‌কা-মাইনর—কোন এক স্থানের চুল পড়িয়া গিয়া সেই স্থানে সাদা চুল জন্মে; মস্তকে চাকা চাকা হইয়া তৎস্থান হইতে জলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইয়া চুল জড়াইয়া ফেলে।

## একাদশ অধ্যায়।

## খুস্কী Dandruff।

সম-সংজ্ঞা—বুসিকা, ড্যাণ্ড্রুফ, মরামাস উঠা, পিটিরিয়েসিস্ কেপাটিস্,

যখন চুল উঠিয়া ক্ষুদ্র সাদা সাদা খোসার ন্যায় উঠিয়া যায় তখন :—গ্রাপ্‌মি, ন্যাট্রা-মি, দেওয়া যায়।

ক্যান্থারিস্—চুল আঁচড়াইলে সাদা সাদা খোসা উঠে, এবং তৎসঙ্গে কেশ বহু পরিমাণে উঠিয়া যায়।

ব্যাডিয়েগা—মস্তক চর্ম্মরোগ সংযুক্ত ও অনেক পরিমাণ খুস্কী উৎপন্ন হয়।

এলিয়েম্-স্যাটা—খুস্কী এবং কেশ পতন।

কেলি-সাল্‌ফ—হরিদ্বর্ণের খুস্কী এবং চিরুনী দ্বারা আঁচড়াইলে সহজে কেশ পড়িয়া যায়।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়।

## শয্যাক্ষত Bedsore।

সম-সংজ্ঞা—বেড্‌সোর।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া শয্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিলে সেক্রাল অস্থির উপরে এবং কোমরের যে যে স্থানে অস্থিনিচয় উচ্চ উচ্চ হইয়াছে, "হিপ্" অস্থির মস্তকের উপরিভাগের চর্ম্মে এই ক্ষত অনেক সময় জন্মিয়া থাকে। উৎকটজ্বর ও ওলাউঠার পর টাইফয়েড্ অবস্থায় ও পাইমিয়া, যক্ষ্মা এবং অন্যান্য প্রকারের যে সমুদায় পীড়ায় রোগী উত্থান শক্তি রহিত হইয়া সর্ব্বদা শয্যায় পড়িয়া থাকে, তাহাতেই এই প্রকার ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত দেখিয়া চিকিৎসকেরা অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, ক্ষত হওয়ার কোন চিহ্ন দেখিবা মাত্র সুচিকিৎসক অতি কোমল বিছানার বন্দোবস্ত করিবেন। উত্তম

ধুনিত তুলা উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া পাতলা বস্ত্রাবৃত করিলে একটী উৎকৃ
াদির ন্যায় প্রস্তুত হইবে তাহা রোগীর কটিদেশের নীচে রাখিলে রোগী অ
আরাম বোধকরে। যে প্রকার পার কৌশল করিয়া এপ্রকার করিবে, যেন ক্ষত
কঠিনচাপন না লাগিতে পারে। আবার এই তুলাগুলি শক্তহইয়া গেলে পুনর্
নূতন তুলা দ্বারা গদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং যে যে স্থানে ক্ষ
হইবার উপক্রম দেখিবে, সেই সেই স্থানে একটু ব্রাণ্ডি জলমিশ্রিত করি
ধুইয়া দিলে তথায় ভালরূপ রক্ত চলাচল হইয়া ঐ স্থান শক্ত হইয়া উঠে
তৎপরে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত তুলার গদি ব্যবহার করিলে আর ক্ষত জন্মি
পারে না। ক্ষতের উপক্রমে স্থানটী হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় দৃষ্ট হইবে, কিন্ত
কখন কখন রোগী ঐ সব স্থানে বেদনা অনুভব করে, তখন হইতেই চিকিৎ
সকের সাবধান হওয়া উচিত; নতুবা শয্যাক্ষতের পরিণাম অতি বিপ
জনক।

(১) আর্ণিকা, সাল্ফ-এসি; (২) কার্ব-ভ, চায়না, হেমেমে, পাল্স
এই কয়েকটী ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, উপরোক্ত ঔষধ
গুলির যে যে ডাইলিউসন আভ্যন্তরিক ব্যবহার করিবে, সেই সেই ডাই
লিউসনের ১০।১৫ ফোঁটা ঔষধ কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ক্ষ
হইবার উপক্রমে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। প্রায়ই আভ্যন্ত
রিক এবং বাহ্য প্রয়োগ জন্য ৩০ ও ৩ ডাইলিউসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

# জ্বর।

### প্রথম অধ্যায়।

### সর্ব্ব প্রকার জ্বর সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

জ্বর যাবতীয় পীড়ার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা স্বয়ং স্বাধীনভাবে আমা
দিগকে যেমন আক্রমণ করে, তেমনি অনেকানেক রোগের সহযোগী হইয়া
সেই সব রোগকে বিশেষ গুরুতর করিয়া উঠায়। অস্মদ্দেশে সচরাচর আমর

সকল রোগী দেখিতে পাই তাহার তিন চতুর্থাংশ জ্বর রোগাক্রান্ত। অতএব জ্বর যে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান রোগ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এ জ্বরের নিদান, ভোগ, উপসর্গ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষরূপ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। কোন চিকিৎসক অন্যান্য যাবতীয় চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও তিনি যদি জ্বর চিকিৎসায় অপটু থাকেন, তাহা হইলে এই জ্বর প্রধান বঙ্গদেশে, সুপ্রতীষ্ঠ চিকিৎসকের যশ লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে হইয়া উঠিবে না। অতএব এতদ্দেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রেরই জ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করা বিধেয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ভাবে জ্বরের উৎপত্তি হয়।

১। প্রদাহ-জনিত-জ্বর (Inflamatory fever)।

২। বিশেষ-বিষ-জনিত-জ্বর (Specific fever)।

প্রদাহ-জনিত জ্বর— বিশেষ কোন স্থানের বা যন্ত্রের প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন স্থান ভগ্ন হইলে বা কাটিলে কিম্বা স্ফোটকাদি হইলে এই জ্বর প্রকাশ হয়। — ফুসফুস্ এবং যকৃতাদি যন্ত্রের প্রদাহ হইতে যে জ্বর জন্মে তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত।

কোন বিশেষ বিষ-রক্তস্থ হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহাকে বিশেষ বিষ-জনিত জ্বর (Specific fever) বলে। ম্যালেরিয়া, বাতজ্বর, টাই-ফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি বিষ-জনিত-জ্বর মধ্যে পরিগণিত।

জ্বরের নিদান-তত্ত্ব (Pathology); —জ্বর এবং জ্বরানুষঙ্গিক লক্ষণ সমস্ত কিরূপে উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা জানা কর্ত্তব্য। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে রক্ত কোন বিশেষ বিষে দূষিত হইলে কিম্বা কোন স্থানের প্রদাহ জন্মিলে তাহা হইতে জ্বর জন্মিয়া থাকে। অনেক নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমাণ করেন, কোন বিষের শক্তিতে সাধারণ স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রীক্-এবং সিম্প্যাথিটিক্ অর্থাৎ সম-বেদক স্নায়ু (Pneumogastric, sympathetic) nerves) আক্রান্ত হইয়া ভাসোমোটর স্নায়ু (Vaso-motor nerves) অর্থাৎ ধমনী পোষক স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্য্যের অনেক বিকৃতি হইয়া যায়; তজ্জন্য রক্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আবার অনেকে বলেন রক্ত ও টিস্থ ( Tissue ) ‡ সমস্ত একেবারে ( Directly ) বিষাক্ত হইযা জ্বর জন্মে।

প্রদাহ-জনিত জ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি এই যে স্থানীয় প্রদাহে যে বিষের (Poison) উৎপত্তি হয় তাহা সাধারণ রক্তের সঙ্গে ( With the general circulation ) মিশ্রিত হইযা জ্বরের উৎপাদন করে। প্রদাহ-জনিত জ্বর সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে স্থানীয় প্রদাহের উত্তেজনা, বোধোৎপাদক স্নায়ু সমুদয়ের ( Sensory nerves ) উপর প্রকাশিত হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, জ্বরের নিদান সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন অধিকাংশ পণ্ডিতেরই এই সিদ্ধান্ত যে, যে কারণেই হউক স্নায়ু মণ্ডলই যখন আমাদের শরীর পোষক ও টিস্থ রক্ষক, তখন তাহাদের ( স্নায়ু মণ্ডলের ) অবস্থা অপ্রকৃতিস্থ হইলেই শরীরের টিস্থ সমস্ত অধিকতর রূপে ধ্বংস হইতে থাকে, ¶ এতাদৃশ অবস্থায যে পরিমাণ টিস্থ ধ্বংস হয় তাহার পূরণ ঠিক সেই সংখ্যা দ্বারা হয় না; এবং এই ধ্বংস টিস্থগুলি শরীর হইতে ভালরূপ নির্গত হইতে পারেনা তজ্জন্য জ্বর পরিত্যাগ হইতে কাল বিলম্ব হয়; এবং ধ্বংস টিস্থ-জনিত যে যে লক্ষণ তাহা ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে।

আমরা সুস্থাবস্থায় যাহা আহার করি তাহা রক্তে পরিণত হইয়া পরে শরীরের টিস্থরূপে পরিবর্ত্তিত হয। কিন্তু জ্বরের অবস্থায় তাহাও ধ্বংস হইযা কতকগুলি নিকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিযা দেখা গিযাছে যে উৎকট জ্বর পীড়া হেতু মৃত শরীরে স্নায়ু-গ্রন্থি ও মাংসপেশী বিকৃত হইয়া নানা দানা বিশিষ্ট হইযা যায। অস্থি সমস্ত অপেক্ষাকৃত অধিক পাতলা হইয়া পড়ে।

---

‡ টিস্থ—"শরীর সংঘটক পদার্থচয়" অর্থাৎ মাংস পেশী, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ গুলির নাম টিস্থ।

¶ স্বাভাবিক সুস্থাবস্থায়ও শারীরিক টিস্থর ধ্বংস যেমন প্রতি ঘণ্টায় হইতেছে তেমনি নূতন টিস্থর উৎপত্তি হইয়া আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে। ধ্বংস টিস্থগুলি মল, মূত্র, ঘর্ম্মের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ধ্বংস টিস্থ শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক জন্মিলে জ্বরাদি নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

রক্তের লাল কণার সংখ্যা কমিয়া যায়। কিন্তু প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি যন্ত্র গুলি রক্তাধিক্য বশতঃ বড় হইয়া উঠে। শরীরস্থ টিসুগুলি ধ্বংস হইয়া ইউরিয়া (urea), ইউরিক্ এসিড্ (uric acid) ও কার্ব্বণিক এসিড্ (carbonic acid) ইত্যাদি পদার্থে পরিণত হয়। অনেকে বলেন টিসুগুলির ষ্যালবুমেন (Albumen) বা অণ্ডলাল হইতেই ইউরিয়া ইত্যাদি জন্মিয়াথাকে। আধুনিক এক মতে "ব্যাক্‌টিরিয়া" নামক উদ্ভিদাণু, অন্য মতে "ব্যাসিলাস" নামক জীবাণু পদার্থ চয় হইতে জ্বরাদি ব্যাধির উৎপত্তি মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও স্থির নিশ্চয় নহে বিধায় এই থিয়রি বা মতদ্বয় বাহুল্য ভাবে লিখিত হইল না।

জ্বর রুগ্ন ব্যক্তির শরীরে, ধ্বংস টিসু হইতে নিম্ন লিখিত অবস্থাচয় প্রকাশ পায়। —— } :——

১। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি।—ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে জীব মাত্রেরই শরীরাভ্যন্তরে নিশ্বাস-গৃহীত অকৃসিজেন্ (Oxygen) সহযোগে যে রাসায়নিক এবং জীবনী-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইতেই শরীরস্থ স্বাভাবিক উত্তাপের উদ্ভব হয়। যদি কোন কারণে এই উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অধিকতর হইয়া উঠে, তবে তাহাকেই জ্বর বলা যায়। অনেক সময় ঘর্ম্ম ও শরীরের অন্যান্য স্রাবদ্বার বন্ধ প্রায় হইয়া উত্তাপকে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। খ্যাতনামা অণুবীক্ষণবিৎ ডাক্তার বিল (Beal) বলেন যে রক্তবহা নাড়ী সকল এবং অন্যান্য সমস্ত টিসু মধ্যে বায়োপ্লাজম্ (Bioplasm) নামক পদার্থ জন্মিয়া উত্তাপের বৃদ্ধি করে। তিনি আরও বলেন শরীরের অকৃসিজেনের কার্য্য নিতান্ত অসম্পূর্ণাবস্থায় হওয়াতে শরীরস্থ রক্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ সমূহে পূর্ণ হইয়া উঠে। শরীরস্থ স্রাবদ্বার সমূহ (Excretory ducts) সেই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ সকল বহিষ্করণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাহাতেই রক্তে বায়োপ্লাজম্ নামক পদার্থের উৎপন্ন হয়।

২। প্রস্রাব এবং ঘর্ম্মের সঙ্গে ধ্বংস টিসুগুলি নির্গত হয়; জ্বরের প্রখরতার সময় ঐ ধ্বংস টিসু সকল যথা বিহিতরূপে নিঃসৃত হইতে পারেনা। জ্বর দীর্ঘকাল ভোগ করিলে বা জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে ধ্বংস টিসুগুলি শরীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ হইতে থাকে, সেই জন্যই জ্বরে নিম্ন লিখিত বিকৃত অবস্থাচয় প্রাপ্ত হয়ঃ——

(১) টাইফয়েড্ বা বিকার অবস্থা—এই অবস্থায় ধ্বংস টিসুগুলি জীবনী-শক্তির মূল স্নায়ু কেন্দ্র সমূহে এবং প্রধান প্রধান যন্ত্র সকলে বদ্ধ হয়। তাহাতে রোগীর অবস্থা ক্রমে "লো" ( Low ) বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। জ্বর ক্রমে প্রখরতর হইতে থাকে।——(২) স্থানে স্থানে যন্ত্র সকলের প্রদাহ লক্ষিত হয়।——(৩) রোগীর আহারে অনিচ্ছা জন্মে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হওযা সত্ত্বেও সমীকৃত (Assimilated) হইতে পারেনা।——(৪) হৃৎপিণ্ডের ক্রিযা জ্বরের প্রথমাবস্থায় উত্তেজিত থাকে, তৎপরে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।——(৫) ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র সকলের শিরা মধ্যে রক্ত অচল হইয়া তৎপ্রদাহ-জনিত নানা প্রকার কাশির উদ্ভব হয। কোন কোন উৎকট জ্বরে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অতিবিক্ত বাহ্যি ও প্রস্রাব এবং ঘর্ম্ম হইয়া তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণে ধ্বংস টিসু নির্গত হইযা হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ পাইয়া যায়, রোগী হিমাঙ্গ হইয়া অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়। টাইফয়েড্ জ্বর ইত্যাদি কযেকটী রোগে মৃত্যুর পরেও শরীরের উষ্ণতা ৫। ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া যায। যে সমস্ত জ্বরে শরীরের ধ্বংস টিসু যথাবিহিত প্রকারে নির্গত হইতে থাকে তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন ভয নাই।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ( ৪১৬ পৃঃ দেখ ):———

১। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি। যে কোন জ্বরই হউক তাহাতেই উত্তাপের বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে, এইটীই জ্বরের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। উত্তাপ সম্বন্ধে প্যাথলজি বা নিদান ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গাত্রে হাতদিযা উষ্ণ বোধ করিলে সাধারণ স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত বলিতে পারে যে জ্বর হইয়াছে। তাপমান যন্ত্র ( Thermometer ) দ্বারা সূক্ষ্মরূপে জ্বরের তাপ পরিমাণ করা যায়। শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮·৬। কিন্তু ১০০° ডিগ্রী শরীরের তাপ হইলে স্পষ্ট জ্বরের মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ জ্বর ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে কখন কখন ১০৬ হইতে ১১০ পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে, এতাধিক উত্তাপ নিতান্ত বিপদ জ্ঞাপক। আজকাল অনেক চিকিৎসকের এমন অভ্যাস হইয়াছে যে তাঁহারা রোগীর গাত্রে হাত দিলেই বলিতে পারেন যে জ্বর কত ডিগ্রী হইয়াছে। অভ্যাস করিলে সর্ব্বদা ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখা ও তাপমান দিয়া জ্বর দেখার কোন

প্রয়োজন থাকেনা। এপ্রকার অভ্যাসে অভিজ্ঞ হইলে বিশেষ সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। যিনি বহুসংখ্যক শিশুর চিকিৎসা করিয়াছেন তিনিই জানেন খিট্‌খিটে স্বভাব ও অস্থিরতার জন্য অনেক বালকের ঘড়ি কি তাপমান যন্ত্র দ্বারা রোগ পরীক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। তখন যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্পর্শমাত্র নাড়ী ও উত্তাপের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই সহজে এরূপ স্থানে রোগের অবস্থা জানিয়া যশঃলাভ করিতে পারেন।

২। শরীরের নিঃসৃত পদার্থ ( Secretions ) সমূহের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণতঃ জলীয় ভাগ ধ্বংস পদার্থসহ শরীরে বদ্ধ থাকা হেতু ভাল রূপে নিঃসৃত হইতে পারেনা; তজ্জন্য প্রায়ই গাত্রের চর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ বোধ হয়; কখন কখন বিশেষ কারণে গাত্রে জ্বরের উত্তাপ ও অনবরত ঘর্ম্ম একত্রে দেখা যায়। পরিপাক যন্ত্র সকলের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হয়; লালাযন্ত্র, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রস নিঃসরণ কমিয়া যায়; সেই জন্যই জিহ্বা শুষ্ক, মুখ আঠা আঠা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, বমন ও বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। প্রস্রাব অল্প, গাঢ়বর্ণ, অম্ল বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ওজনে গুরু হইয়া উঠে। ইহাতে ইউরিয়া (Urea), ইউরিক এসিড্ ( Uric acid ) বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সময়ে সময়ে ফস্‌ফেট, সাল্‌ফেট এবং হিপিউরিক এসিড্ ( Hippuric acid ) প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। ক্লোরাইডযুক্ত ক্ষার পদার্থ ( Alkaline chlorides ) প্রস্রাবে আর দেখা যায়না। কিম্বা তাহাদের পরিমাণ অতি অল্প হইয়া পড়ে।

৩। নাড়ী দ্রুতগতি হয়; এমন কি (ইহার স্বাভাবিক অবস্থা ৬০। ৭০) ১২০ হইতে ১৪০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। জ্বর অনেক দিনস্থায়ী হইলে, নাড়ী দুর্ব্বলা, অসমগতি অথবা ভেকগতি বিশিষ্টা হইয়া পড়ে। ( ৬৯ পৃঃ দেখ। )

৪। এক্ষণে দেখা যাউক রক্তে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথমতঃ রক্তের ক্ষারভাগ ( Alkalies ) কমিয়া যায়। কিছুদিন পরে লোহিত কণিকা ও অণ্ডলাল কমিতে থাকে এবং শ্বেত কণিকা সকল বৃদ্ধি পায়। কোন ২ জ্বরে ফাইব্রিণ ( Fibrin ) নামক রক্তসংযমক পদার্থ রক্তে জমিয়া থাকে।

আবার কোন কোন জ্বরে রক্তের ফাইব্রিণ উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়।

৫। জ্বরে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারও অবস্থান্তরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শ্বাস ঘন বহিতে থাকে এবং নিশ্বাসের সহিত অধিক কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস (Carbonic acid gas) নির্গত হয়।

৬। মস্তিষ্ক ও সাধারণ স্নায়ু বিধানে (Nervous system) জ্বরের অনেকানেক প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাইবে। শিরঃপীড়া, শীত, কম্প, বেদনা, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে অনিচ্ছা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর কঠিন হইলে অসংলগ্ন কথা বলা, আপনা আপনি বকা, অনিদ্রা, ভয়ানক অস্থিরতা বা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকা, হাতের পাতা ও অঙ্গুলীর কম্পন (Subsultus tendinum), বিছানা হাতড়ান ইত্যাদি দেখিতে পাইবে। অনেক রোগীর বিশেষতঃ শিশুদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ বা আক্ষেপ হইয়া থাকে। (৪১৬ পৃঃ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দেখ)

জ্বরের নিদান ও লক্ষণ বলা হইল এক্ষণে দেখা যাউক জ্বর কি প্রকারে পরিত্যাগ পায়।:—

১। ক্রাইসিস্—দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিতে করিতে হঠাৎ এমন হয় যে, ২। ৩ ঘণ্টা মধ্যে শরীর শীতল হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইতে থাকে। অনেক সময় নাসিকা ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবও হয়। এইরূপে হঠাৎ জ্বর পরিত্যাগ পাইলে তাহাকে ক্রাইসিস (Crisis) বলা যায়। ক্রাইসিস্ ভাবে জ্বর পরিত্যাগ সময় চিকিৎসক বিশেষ সতর্ক হইবেন; কারণ এমন সময় অনেক রোগীর অলক্ষিতে প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

২। লাইসিস—কখন জ্বর ধীরে ধীরে অর্থাৎ ২। ৩ দিন ব্যাপিয়া পরিত্যাগ হয়; তৎসঙ্গে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম হইতে থাকে। প্রস্রাব অধিক না হইয়া স্বাভাবিক মত হয়; এইরূপে জ্বর ত্যাগ পাওয়াকে লাইসিস্ (Lysis) বলে।

৩। উপরোক্ত ক্রাইসিস্ ও লাইসিস্ উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থাতেও কখন কখন জ্বর পরিত্যাগ হইতে দেখা যায়।

৪। কখন কখন জ্বর পরিত্যাগের কোন নিয়মই দেখা যায় না।

জ্বরের গতি ও ভোগ অনুধাবন করিলে সাধারণতঃ ৪ প্রকার অবস্থা দেখা যায়:—

১। অবিরাম জ্বর বা একজ্বরী (Continued fever)। জ্বর হওয়া অবধি দিবা রাত্রি সমভাবে ভোগ করিতে থাকে, কোন প্রকার ন্যূনাধিক্য দেখিতে

পাওয়া যায় না। বসন্ত ও আরক্ত জ্বর ইত্যাদিতে এবং কোন যন্ত্রের প্রদাহ জনিত জ্বরেও এই একজ্বরী অবস্থা দেখা যায়।

২। স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent fever)। এই জ্বর উপরোক্ত জ্বরের ন্যায় ২৪ ঘণ্টা সমান ভাবে থাকে না। কতক সময়ের জন্য উত্তাপ কিছু কম হইয়া পরে আবার বৃদ্ধি হয। আমাদেব উষ্ণ প্রধান দেশে এই জ্বর প্রায়ই দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজিতে রেমিটেণ্ট বলে।

৩। সবিরাম জ্বর, (Intermittent fever)। জ্বর শরীরে কতক সময়ের জন্য ভোগ হইয়া পবে একেবারে পরিত্যাগ হইযা যায়। এই সময়ে জ্বর কিছু মাত্রও থাকে না। রোগী প্রায় স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায সুস্থ বোধ করিতে থাকে। আবাব প্রায়ই কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বব আইসে এবং কিছুকাল ভোগ করিয়া পুনবায় মগ্ন হইয়া যায।

৪। রিল্যাপ্সিংফিবাব (Relapsing fever) অর্থাৎ পৌনঃপুনিক জ্বর। এই জ্বর একজ্বরীর ন্যায় হইয়া কয়েক দিন ভোগ করে; পরে আরোগ্য হইয়া কতক দিন রোগী ভাল থাকে। আবার কিছু দিন পরে পুনরায় জ্বর হয়।

জ্বরের উগ্রতা ও লক্ষণ অনুসারে বহুদর্শী চিকিৎসকেরা বিশেষ বিশেষ নাম দিযাছেন }:——————

১। সামান্য (Simple fever) জ্বর; এই জ্বর আপনা হইতে ২।৩ দিন মধ্যে পরিত্যাগ পায়। প্রায়ই কোন ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

২। প্রদাহ-জনিত জ্বর (Inflamatory fever)। ইহার নামোল্লেখ করিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে কোন স্থান বিশেষের প্রদাহ হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কখন কখন বিশেষ কোন স্থানের প্রদাহ না হইয়া কোন২ টিসুর অস্বাস্থ্যাবস্থা হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। এই জ্বরের প্রারম্ভে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। শরীরের তাপ অত্যন্ত থাকে, নাড়ী বলবতী ও পূর্ণা, জিহ্বা সিক্ত ও সাদা, মুখে দুর্গন্ধ, অক্ষুধা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং হাতে পায়ে বেদনা হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর হয়।

৩। অত্যুগ্র-জ্বর (Hyper-Pyrexia)। ইহাতে তাপ (Temperature)

১০৭ হইতে ১১২ পর্য্যন্ত দেখা যায়। সূর্য্যাভিঘাত (Sunstroke) ও তরুণ বাত রোগে এইরূপ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। লো-ফিবার (Low fever) বা নিস্তেজক সান্নিপাতিক জাতীয় জ্বর। ইহা তিন প্রকার অবস্থাপন্ন হয়।

—(ক) নির্জ্জীব বা অসাড় অবস্থা (Adynamic fever) ইহাতে রোগী সহজেই দুর্ব্বল ও শয্যাগত হইয়া পড়ে। উত্তাপ বেশী থাকে না, নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র অথচ দ্রুতগতি বিশিষ্ট হয়, জিহ্বা সিক্ত থাকে; সামান্য পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। মস্তিষ্কের অবস্থা প্রায়ই স্বাভাবিক থাকে। রাত্রিকালে প্রলাপ হয়।

(খ) টাইফয়েড্ অবস্থা (Typhoid state) (টাইফয়েড্ জ্বর বলিয়া ইহার সঙ্গে ভ্রম করিওনা) ইহা এক প্রকার বিকার অবস্থা; টাইফয়েড্ ও অন্যান্য দূষিত জ্বরের শেষভাগে এই টাইফয়েড্ অবস্থা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাতে জিহ্বা শুষ্ক, বিশ্রি কাল বা মেটে বর্ণ, খরস্পর্শ হয়। দন্তে ও ওষ্ঠে শুষ্ক (Sordes) চটার ন্যায় পড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, নমনীয়, অসম বা ইণ্টারমিটেণ্ট হয়। কৈশিক নাড়ী সমূহে রক্তনিশ্চল ভাবে থাকে ও তৎকর্ত্তৃক যন্ত্র সমুদায়ের প্রদাহ জন্মে। হস্ত পদের কম্পন হয়। প্রলাপ, ধীরেধীরে জ্ঞানের অভাব হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

(গ) বিশেষ দূষিত বা সাংঘাতিক সান্নিপাতিক (Malignant) অবস্থা ইহা দুই প্রকার:—

(১) পূর্ব্বোক্ত টাইফয়েড্ অবস্থায় উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ ও তৎসহ নাসিকা, মুখ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয় ও গাত্রে সরক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ (Petechiae) দেখা যায়।

(২) রোগীর জ্বর হওয়া মাত্র প্রাণ সংশয় হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৫। হেক্‌টিক্ অবস্থা (Hectic state) অত্যন্ত পূঁয জন্মা ও পূঁয ক্ষরণ হইলে এই অবস্থা দেখা যায়। যক্ষ্মাদি রোগে ফুস্‌ফুসাদির ক্ষতে প্রায়ই হেক্‌টিক অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে কপোলদ্বয় রক্তবর্ণ হয় তাহাকে "হেক্‌টিক্ ফ্লাস" বলে। নাড়ী সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠে; সচরাচর নাড়ী কোমল ও নমনীয় থাকে, স্পর্শ করিলে ঝাঁকী দেওয়ার মত গতি

অনুভূত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়। রাত্রিকালে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়। ইহাতে যে জ্বর হয় তাহা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। প্রায়ই রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি। রোগী ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর সম্বন্ধে সাধারণ সংক্ষিপ্ত লক্ষণনিচয় (৪১১ পৃঃ জ্বরের লক্ষণ দেখ) :—

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। তাপমান যন্ত্র দ্বারা এই তাপের পরিমাণ নিশ্চয় প্রকার জানা যায়। ৯৯ হইতে ১০৩, ১০৪ ডিগ্রী তাপ সচরাচর দেখা যায়। তদূর্দ্ধতাপ কঠিন পীড়া বা বিপদ জ্ঞাপক অবস্থা প্রকাশক। প্রায়শঃ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় হাত পায় বল পায় না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়; অত্যন্ত অক্ষুধা হইয়া থাকে। কখন শীত শীত বোধ হয়। শরীরস্থ টিসু সমূহের অতিরিক্ত ধ্বংস হইতে থাকে। নাড়ী বেগবতী হয়। টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত রোগীতে নাড়ী নিতান্ত ক্ষীণা হইয়া যায়। মূত্রের বর্ণ নিতান্ত গাঢ় হয় ও মূত্র অল্প অল্প পরিমাণ হইতে থাকে। কোন কোন রোগীতে বহুপরিমাণ মূত্রস্রাব হইতে দেখা যায়। অনেক রোগীতে কোষ্টবদ্ধ থাকে। পীড়া কঠিন হইলে বহুপরিমাণ তরল মল দেখা দেয়; পেট ফাঁপা হয়। প্রায়ই চক্ষু ও মুখ উজ্জ্বল চক্‌চকে হয় ও রসপূর্ণবৎ টস্‌টসে দেখা যায়। কোন জ্বরে মুখমণ্ডলে তৈলবৎ পদার্থ ক্ষরণ হইতে থাকে; রোগী বহুদিন ভুগিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও সেই তৈলবৎ পদার্থ ক্ষরণ ক্ষান্ত হয় না (এপ্রকার হইলে কঠিন অবস্থা জানিবে) জিহ্বা নানাপ্রকার ক্লেদপূর্ণ হয় ও প্রায়ই সিক্ত থাকে। কখন২ জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ দেখা যায়। কোন জ্বরে জিহ্বা সংকীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়ে; কোন জ্বরে পাতলা ও বৃহদাকার হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। স্বাদ ভাল লাগেনা। খাদ্য বস্তুতে অরুচি জন্মে। তাম্রকূটের গন্ধে তাক্ত বোধ করে। (জ্বরান্তে অনেক সময় তামাক ভাল লাগে; ইহাকে জ্বর আরোগ্যের লক্ষণ মধ্যে অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু সকল সময় একথা ঠিক হয়না)। জ্বরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকিলে জিহ্বা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠে, মোহিত অবস্থার জ্বরে দন্তে ও ওষ্ঠে সর্ডিস নামক ময়লা দেখা যায়। শীত ও

ঘর্ম্ম জ্বরের অন্য দুইটী প্রধান লক্ষণ। কোন জ্বরের উত্তাপ সঙ্গে সর্ব্বদা কিছু কিছু শীত থাকে সে জ্বর একটু কঠিন বলিয়া জানিবে। অনেক সময় জ্বরান্তে ঘর্ম্ম দেখা যায় এবং তাহাই বিধিযুক্ত। আবার অনেক সময় ঘর্ম্ম ও উত্তাপ একত্রে দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে; শিশুদের জ্বরে প্রায়ই এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা, অনেক সময় লক্ষিত হয়। কোন কোন কঠিন জ্বরে মাথা ঘুরিতে থাকে। যে জ্বরের প্রথম হইতে কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে তাহা নিতান্ত সহজ মনে করিও না। জ্বরের অত্যন্ত বেগের সময় কিম্বা রাত্রিতে ভুল বকা; তন্দ্রা, নানাবিধ স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি দুর্লক্ষণান্ত জ্বরে দেখা যায়। অনেক জ্বরে নিদ্রা হয়না; রোগী সর্ব্বদা যেন জাগ্রত অবস্থায় থাকে। গাত্র দাহ, অস্থিরতা, পিপাসা ও বমন জ্বরের আর কয়েকটী প্রধান লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ জ্বরের স্বধর্ম্মজ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ সেই সেই জ্বরে লিখিত হইবে।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### তরুণ জ্বরে রোগীর কিকি অবস্থার উপর চিকিৎসকের অনুধাবন রাখা কর্ত্তব্য।ঃ——

১। দেখিবে রোগী বসন্ত ইত্যাদি কোন প্রকার Contagious কণ্টেজাস্ অর্থাৎ স্পর্শাক্রমক রোগীর নিকট সম্প্রতি গিয়াছিল কিনা? নিকটে সেই সময় কোন সংক্রামক (infectious) বা স্পর্শাক্রমক রোগ দেখা দিয়াছে কিনা? তাহা হইলে তোমার রোগীর প্রতি সেই প্রকার রোগের সন্দেহ রাখিবে এবং তদনুসারে কোন বিরুদ্ধকারী চিকিৎসা প্রয়োগ না হইতে পারে তাহা করিবে। অনেকে টাইফয়েড্ জ্বর ও বসন্ত ইত্যাদি চিনিতে না পারিয়া জোলাপ দিয়া অনুতাপিত হইয়াছেন।

২। রোগের কারণ অনুসন্ধান করা আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রোগী ম্যালেরিয়া স্থান বাসী কিনা? কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা আঘাত লাগিয়া রোগ জন্মিয়াছে কিনা? আহারাদি সম্বন্ধে কোন অন্যায় হইয়াছে কিনা? অনেক সময় শোক, মনস্তাপ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্রে ও অগ্নির উত্তাপে থাকা পীড়ার কারণ হইয়া থাকে।

৩। জ্বর কখন্ এবং কোন দিবস প্রথম হইয়াছে তাহাতে জ্বরের ভোগ ও বৃদ্ধির দিবসানুসারে সাবধানতা নিতে পারিবে ও জ্বর পরিত্যাগের দিবস অনুমান করিতে সমর্থ হইবে। ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১ ইত্যাদি দিনে কিম্বা ইহাদের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ দিনে অনেক জ্বর ক্রমে পরিত্যাগ পায়, কখন বা রোগীর প্রাণ নষ্ট করে। অনেক সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কতকগুলি জ্বরের আক্রমণের তিথি ও নক্ষত্র অনুসারে তাহাদের ভোগ হইয়া থাকে (প্রবেশিকা দেখ)। যদিচ একথা শুনিয়া অনেকে উপহাস করিবেন কিন্তু প্রত্যক্ষের আর প্রমাণ আবশ্যক করেনা। এইক্ষণ হইতে নিজচক্ষে ইহার সত্যতা কতদূর ঠিক তাহা দেখিলেই হইতে পারে।

৪। জ্বরের আনুষঙ্গিক সমস্ত লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবে। যদি বক্ষের পশ্চাৎ, সম্মুখ বা পার্শ্বদিকে কোন বেদনা থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস, কি হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়া উপস্থিত কিনা? যদি ঐরূপ কোন পীড়া দেখ তবে তদনুসারে চিকিৎসা না হইলে ফল পাইবেনা। যকৃত প্লীহাদি উদরস্থ যন্ত্র সমস্ত পরীক্ষা করিবে। গলাতে কোন বেদনা থাকিলে বা স্বরের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিলে গলার মধ্যে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; কারণ অনেক সময় ডিপথিরিয়া ইত্যাদি সান্নিপাতিক পীড়া সমস্ত জ্বরের আবরণ সহ গুপ্তভাবে উপস্থিত হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। প্রথম ২ এই সমস্ত রোগীতে অন্যমনস্ক চিকিৎসক জ্বর বলিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, পরে মৃত্যুর সময় সময় কালে অনেকের প্রকৃত পীড়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ এরূপ হওয়া নিতান্ত পাপ ও লজ্জাকর।

৫। শরীরে কোন "শস্ত্র-ক্রিয়া" বা সার্জ্জিকেল অপারেশনের (Surgical operation) পরে অথবা অন্যান্য পীড়ার সহ যখন জ্বর উপস্থিত হয়, তখন জ্বরের হ্রাস্ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবা; কারণ তদ্দ্বারাই রোগীর প্রকৃত অবস্থার উন্নতি বা অবনতি জানিতে পারা যায়। যে কোন রোগ হউক তৎসঙ্গে জ্বর উপস্থিত হইলে প্রায় জ্বরই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং রোগীর যাবতীয় অবস্থা জ্বরের অনুগমন করিতে থাকে; সুতরাং এতাদৃশ স্থলে জ্বরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা সুচিকিৎসকের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৬। প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবেলা (রোগী বিশেষে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর বা ততোধিক বার) তাপমান যন্ত্র দ্বারা জ্বরের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### "শারীরিক তাপমান যন্ত্র" বা "ক্লিনিকেল-থার্মোমেটার" সম্বন্ধে ব্যবহার।:——

তাপ পরিমাণার্থ ফারণহেইটের থার্মোমেটার আমাদের দেশে প্রচলিত। আমাদের শারীরিক উত্তাপ (টেম্পারেচার) যে ৯৮·৬ ডিগ্রী বলিয়া থাকি; তাহা ফারণহেইটের যন্ত্রানুযায়ী ডিগ্রী-গণনানুসারে। ইহা ব্যতীত আরো ও দুই তিন প্রকার থার্মোমেটার আছে; তন্মধ্যে "সেন্টিগ্রেড্" নামক থার্মোমেটার ইউরোপের অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। আকাশের উত্তাপ পরিমাণ জন্য এক প্রকার থার্মোমেটার আছে তদ্দ্বারা শারীরিক উত্তাপ পরিমাণ করা সুবিধা জনক নহে এই জন্য "ক্লিনিকেল্ থার্মোমেটার" নামক তাপমান যন্ত্র শারীরিক উত্তাপ পরিমাণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেল্ফ রেজিষ্টার ক্লিনিকেল্ থার্মোমেটার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ইহার ইণ্ডেক্স (Index) অর্থাৎ ডিগ্রী প্রদর্শক পারদ স্তম্ভটী কখনও নষ্ট হয় না।

প্রত্যেক বার টেম্পারেচার লইবার পূর্ব্বে ইণ্ডেক্সটী (Index) ঝাকাইয়া ৯৮ ডিগ্রীর নীচে নামাইয়া লইবে। থার্মোমেটারের মস্তকের দিকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া উহার বালব অর্থাৎ পারদ-কোষটী অপরদিকে রাখিয়া বহির্বেগ-উৎপাদক ভাবে (producing centrifugal force) কয়েক বার ঝাঁকী দিলেই সহজে ইণ্ডেক্সটী নামিয়া যাইবে। সাবধান, ঝাঁকী দিবার বেলায় নিকটে কোন বস্তু না থাকে কারণ তাহাতে লাগিয়া যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অনেকে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে থার্মোমেটারটী ধরিয়া বাম হস্তের তালুকার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ইণ্ডেক্সটী নামাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা বিশেষ সুবিধা জনক নহে।

মুখাভ্যন্তরে, বগলে এবং গুহ্যদ্বার মধ্যে থার্মোমেটার রাখিয়া তাপ পরিমাণ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে বগলের ভিতর বিশেষ সুবিধাজনক। বগলের স্বাভাবিক সুস্থাবস্থার উত্তাপ পরিমাণই ৯৮·৬ ডিগ্রী; এবং ইহার একটু বিশেষ ন্যূনাতিরিক্ত হইলেই (অর্থাৎ ৯৭ ডিগ্রীর নিম্নে অথবা ৯৯.৫

ডিগ্রীর উপর হইলে ) অসুস্থ অবস্থা বলিয়া জানিবে। টেম্পারেচার লই-বার সময় নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গতি গণনা করিয়া দেখিবে ; কারণ কেবল মাত্র তাপই যে শারীরিক অবস্থানিচয়ের বিশেষ প্রকাশক তাহা নহে। তৎসঙ্গে অন্যান্য অবস্থা জানা চাই। কঠিন রোগীতে দিবসে ৩।৪ বার থার্ম্মোমেটার লওয়া কর্ত্তব্য।

টেম্পারেচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যকঃ—— (১) উত্তাপ অত্যন্ত অধিক ( ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭ ইত্যাদি প্রকার ) হইলে কিম্বা নিতান্ত অল্প ( ৯৭, ৯৬ ইত্যাদি ) হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা জানিবে, এই দুই অবস্থার যে কোন একটীর অত্যধিক হইলে রোগীর রক্ষা পাওয়া কঠিন। —— (২) হঠাৎ উত্তাপের বিশেষ পরি-বর্ত্তন হইলে প্রায়ই বিপদজনক হয়। ——(৩) যখন তাপ ক্রমে কম হইতে থাকে, অথবা কিছু দিন এক অবস্থায় আছে এমত সময় হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি হইলে কোন উপসর্গ অথবা অন্য কোন নূতন পীড়ার উৎপত্তি বলিয়া জানিবে। —— (৪) হঠাৎ অসম্ভবনীয় ভাবে উত্তাপ নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িলে প্রায়ই রক্তস্রাব, প্লুরা বা পেরিটোনিয়াস ছিন্ন হওয়া, অথবা জীবন নাশক উদরাময়ের লক্ষণ বুঝায়। —— (৫) মৃগী, কোরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, ( টিটেনাস ), ক্যান্সার ইত্যাদি পীড়া যাহাতে সাধারণতঃ জ্বর আনুষঙ্গিক থাকে না, তাহাতে যদি শারীরিক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয় তবে তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অনেক সময় অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত গৃহ ( যথা পাকশালা, টীনের ঘর ইত্যাদি ) মধ্যে জ্বরাবস্থায় বাস করিলে টেম্পারেচার অত্যন্ত অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে এবং শীঘ্র জ্বর ছাড়িতে চায় না। অতি যত্নবান চিকিৎসকও এমত অবস্থায় অকৃতকার্য্য হইয়া পড়েন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে একটী বালকের জ্বর চিকিৎসায় স্বচক্ষে ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বালকটী যে গৃহে বাস করিত তাহা একটী খড় নির্ম্মিত রন্ধনশালা, বেলা দুই প্রহরের সময় সেই গৃহ মধ্যে ক্লিনিকেল থার্ম্মোমেটার একদিন খুলিবা মাত্র দেখিলাম ইহার পারদ শলাকা ত্বরিত গতিতে ১০২ ডিগ্রী পরিমাণ উঠিল। ( প্রতি দিনই বালকের শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর উপর হইত ) অন্যও

বালকের শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হইল তখন আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইল গৃহাভ্যন্তরের এতাদৃশ উত্তাপ অবশ্যই বালকের জ্বর আরোগ্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছে আমি সেই দিন তাহাকে গহান্তর করিয়া হাতে হাতে ঈপ্সিত ফললাভ করিলাম; দুই মাস পর এই গৃহ-পরিবর্ত্তন দ্বারা সহজেই রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

---

## চতুর্থ অধ্যায়॥

## বিশেষ বিশেষ জ্বর নির্ব্বাচন শিক্ষা।

জ্বরের সাধারণ প্রকৃতি বর্ণিত হইল, এতদ্দ্বারা জ্বর ব্যাধিকে অনায়াসে চিনিতে পারিবে। এইক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিশেষ জ্বর কি প্রকারে পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে— মনে কর রজ্জুবৎ শরীর, তাহার একদিকে লাঙ্গুল অন্য দিকে দ্বিখণ্ড জিহ্বা ও দন্ত-যুক্ত বদন আছে, এইক্ষণ এই লক্ষণনিচয় দ্বারা তোমার সাধারণ সর্পজ্ঞান জন্মিল; কিন্তু ইহাতে এমত কোন লক্ষণ পাইলে না যদ্দ্বারা এই সর্প ঢোরা, কি জাতি, কি গোক্ষুর, কি বোড়া ইহা চিনিয়া লইতে পার। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ সর্প নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যথা নামে চিনিতে হইলে তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি জানা থাকা কর্ত্তব্য। আমি যদি বলি একটী সর্পের ফণা আছে, তাহার শরীর ঈষৎ লালাভ মেটেবর্ণ, ফণা পৃষ্ঠে দুইখানি পদ চিহ্ন আছে; এই তিনটী লক্ষণ দ্বারা ইহা যে গোক্ষুর সর্প তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবে। সেইরূপ প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ প্রধান লক্ষণচয় দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্বর বর্ণিত হইল। ইহা স্মরণ রাখিতে পারিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে তোমার রোগীর জ্বরের মধ্যে কোনটী গোক্ষুর, কোনটী ঢোরা, এবং কোনটীই বা বোড়া অর্থাৎ কোন জ্বর টাইফয়েড্, কোন জ্বর রেমিটেণ্ট ইত্যাদি। নিম্নে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ জ্বরের এক লিষ্ট প্রদর্শিত হইল। ইহার আগাগোড়া শ্রেণী অনু-সারে স্মরণ রাখিতে পারিলে বিশেষ বিশেষ জ্বরনির্ব্বাচন শিক্ষা অতি সহজ হইবে। জ্বরের এই তালিকাটী নিতান্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল্ অর্থাৎ ব্যাবহারিক; নানাবিধ জ্বরবিচার ইহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে।ঃ—

## প্রথম শাখা।

### ১। নির্ব্বিচ্ছেদজ্বর বা অবিরাম জ্বর কন্টিনিউড্-ফিবার ( Continued fever )।

( ১ ) সাধারণ জ্বর বা সিম্পল কন্টিনিউড্-ফিবার।

( ২ ) টাইফয়েড্ জ্বর। ( রেমিটেণ্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ † )

( ৩ ) টাইফাস জ্বর।

( ৪ ) রিল্যাপ্সিং বা পৌনঃ পুনিক জ্বর।

( ৫ ) ইয়েলো ফিবার বা পীত জ্বর।

( রেমিটেণ্ট ফিবার—দ্বিতীয় শাখা দেখ )

( ইনফেনটাইল রেমিটেণ্ট জ্বর Infantile remittent fever টাইফয়েড জ্বরের রূপান্তর মাত্র এবং শিশুদিগের হইয়া থাকে )

---

## দ্বিতীয় শাখা।

### ২। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর ( Malarial fever )

ক। তরুণ ঃ—

( ১ ) ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর।

( ২ ) রেমিটেণ্ট ফিবার বা স্বল্পবিরাম জ্বর। ( টাইফয়েড্ জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ )।

[ গ্যাসট্রিক জ্বর এবং বিলিয়াস ফিবার বা পিত্তজ্বর—টাইফয়েড্ ও রেমিটেণ্টজ্বর দেখ ]

( ৩ ) ম্যালিগন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট বা দূষিত স্বল্পবিরাম জ্বর। ( টাইফয়েড্ জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ )

( ৪ ) জ্বরাতিসার— ইহা অতিসারযুক্ত স্বল্প বিরাম জ্বর।

( ৫ ) টাইফো-ম্যালেরিয়েল্ ফিবার। (রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড জ্বর দেখ)

---

† অত্র লিষ্টে যে জ্বরসহ "( অমুখ অমুক অপর অপর রোগ দেখ )" এই প্রকার আছে, সেইস্থলেই বুঝিবে যে সেই সেই রোগেরসহ ইহার ভ্রম হওয়া সম্ভব।

খ। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর ঃ——

(১) জীর্ণ জ্বর।——(২) প্রাচীন সবিরাম বা বিষম জ্বর।——(৩) প্রাচীন লগ্ন জ্বর।

## তৃতীয় শাখা।

৩। বিশেষ চর্ম্মোৎপাত জনিত জ্বর বা স্পেসিফিক্ ইরাপ্-টিভ-ফিবার (Specific Eruptive fever)।

(১) বসন্ত বা স্মলপক্স।

(২) জল বসন্ত বা চিকেন্‌পক্স।

(৩) গো-বসন্ত বা ভ্যাক্‌সিনেশন-পক্স।

(৪) হাম বা মিজলস্।

(৫) স্কারলেটিনা বা স্কার্লেট জ্বর

(৬) ডেঙ্গু জ্বর।

(৭) মিলিয়ারি ফিবার।

(৮) ইরিসিপেলাস্।

(৯) প্লেগ।

(১০) ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা।

## চতুর্থ শাখা।

৪। বিশেষ প্রদাহ জনিত জ্বর বা স্পেসিফিক্ ইন্‌ফ্ল্যামে-টরী-ফিবার (Specific Inflamatory fever)।

(১) নিউমোনিয়া ও তৎসংক্রান্ত জ্বর বা ফুসফুস প্রদাহ জনিত জ্বর। (রেমিটেণ্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর ও টাইফয়েড্ ফিবার দেখ)

(২) তরুণ সূতিকা জ্বর বা পিউয়ারপারল্ ফিবার Puerperal fever।

(৩) হ্রিউমেটিক ফিবার বা বাত জনিত জ্বর।

(৪) সেরিব্রো-স্পাইনেল্ ফিবার বা মস্তিষ্ক মেরু মজ্জীয় জ্বর।

পঞ্চম শাখা।

৫। সাধারণ প্রদাহ জনিত জ্বর। (Ordinary inflamatory fever)

ষষ্ঠ শাখা।

৬। সাধারণ পূঁয়জ্বর বা হেক্‌টীক্ ফিবার।

যক্ষ্মাদি রোগ বা কোনস্থান হইতে প্রকৃতরূপে পূঁয ক্ষরণ নাহইলে এই জ্বর হয়।

সপ্তম শাখা।

৭। দূষিত পূঁয বা দূষিত ক্ষতস্থ-রস রক্তে সংমিশ্রিত হইয়া এক প্রকার ভয়ানক জ্বর জন্মে।

(১) সেপ্‌টিসিমিয়া (Septicaemia)।—(২) পাইমিয়া (Pyaemia)।

অষ্টম শাখা।

৮। ক্ষত ও আঘাতাদি হেতু প্রদাহ জনিত জ্বর বা ট্রমেটিক ফিবার (Traumatic Fever)

নবম শাখা।

৯। নানাবিধ ম্যালিগন্যান্ট বা স্বাভাবিক-দুষ্ট ক্ষতানুষঙ্গিক জ্বর। (ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদির আনুষঙ্গিক জ্বর)

দশম শাখা।

১০। সূতিকা-ক্ষেত্রজ জ্বর।

(১) তরুণ-সূতিকা জ্বর বা পিউয়ারপারল্ ফিবার— ইহার প্রাচীন হয় না (চতুর্থ শাখা (২) দেখ)।

(২) প্রাচীন সূতিকা জ্বর— ইহা উপরোক্ত পিউয়ারপারল্ ফিবারের প্রাচীন অবস্থা নহে; কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র জ্বর।

নিম্নলিখিত জ্বর নিচয় প্রশাখা রূপে "অবিরাম জ্বর" নামক শাখার অন্তর্গত ; এই শাখাস্থ জ্বর সমূহের বিচ্ছেদ নাই সেইজন্য এই শাখার সাধারণ নাম নির্ব্বিচ্ছেদ বা অবিরাম জ্বর।

## অবিরাম জ্বরের প্রথম প্রশাখা।

# সামান্য অবিরাম জ্বর Febricula।

সম সংজ্ঞা।— সিম্পল-কণ্টিনিউড্-ফিবার ; এফিমারেল্-ফিবার ফেব্রিকিউলা ; সামান্য জ্বর।

রোগ-পরিচয়— জ্বরের উত্তাপাদি কয়েকটী সাধারণ স্পষ্ট স্পষ্ট লক্ষণ ইহাতে দেখা যায়। ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর দুই তিন দিন বা সামান্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র ভোগ করিয়া আরোগ্য হয়। জ্বর প্রকাশ মাত্র অতি অল্প সময় মধ্যে উত্তাপের পরিমাণ যে পর্য্যন্ত প্রখর হওয়া সম্ভব তাহা হইয়া পড়ে। (টাইফয়েড্ জ্বরে উত্তাপ প্রতি দিন ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি হয়)। জ্বর-পরিত্যাগ সময় ২৪, বা ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে ক্রাইসিস্ ভাবে জ্বর ছাড়িয়া যায় (৪:৩ পৃঃ দেখ)। (৪১১, ৪:৬ পৃষ্ঠা সাধারণ লক্ষণ দেখ)।

কারণ-তত্ত্ব ও নিদান-তত্ত্ব— এ জ্বরের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। সর্দ্দি, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম লাগা (অগ্ন্যুত্তাপ, সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা), শ্রান্তি, অত্যন্ত আহার ও পান, কখন কখন এ জ্বরের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।— এই জ্বরে ক্যাম্ফর, একোনাইট, বেলেডোনা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, পাল্সেটিলা, রাস-টক্স, ডাল্কামেরা, গ্লোনইন প্রধান ঔষধ। অনেক সময়ে এই জ্বর আপনা হইতে আরোগ্য হয় ; বিশেষ কোন ঔষধের আবশ্যক হয় না। (এই জ্বরের সম্বন্ধে বিস্তারিত চিকিৎসা ও বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব, জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার বিস্তারিত চিকিৎসা সহ পশ্চাৎ একই অধ্যায় মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে ........ ........ .....দেখ)

## অবিরাম জ্বরের দ্বিতীয় প্রশাখা।

# টাইফয়েড ফিবার Typhoid Fever।

### ইহা "সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে জ্বরাতিসার" বিশেষ।

সমসংজ্ঞা—এণ্টেরিক্ ফিবার; পাইওজেনিক্ ফিবার, য্যাব্‌ডোমিনেল-টাইফাস্, টাইফিষা, আন্ত্রিক জ্বর।

রোগ-পরিচয়—এই জ্বরের উৎপত্তি কোন বিশেষ বিষ হইতে হয় এবং তাহা স্পর্শাক্রম। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত। ডাক্তার মার্চ্চিসন্ বলেন পায়খানার গলিত ও পচা বিষ্ঠা,নর্দ্দমা এবং গলিত জান্তব পদার্থ হইতে যেবাষ্প উত্থিত হয় তাহাতেই টাইফয়েড্ ফিবার জন্মে। অতি শিশুর ও ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব্যক্তির এই পীড়া প্রায় হয় না। গর্ভ হইলে কিম্বা অন্য কোন পীড়া থাকিলে এই জ্বরের আক্রমণ-ভয় অতি কম। কিশোর এবং যুবা বয়সে, বিশেষ ৩০ বৎসরের নীচে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব অধিকতর লক্ষিত হয়। জ্বরের ষ্টেজ বা অবস্থাচয়——(১)——বিষাক্ত হওয়া অবস্থা:——বিষ সামান্য হইলে এই অবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না, খরতর বিষ প্রবেশ করিলে ভেদ ও বমন হয়। (২)—পীড়ার বিকাশ অবস্থা—এই অবস্থার প্রথমভাগে বিশেষ কোন ভয়াবহ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। জ্বর দিন দিন অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। রোগী তদবস্থায় স্বস্ব কার্য্য কর্ম্ম করিতেও অপারগ হয় না। এবং রোগের বিকাশ তারিখও বলিতে পারেনা, ফলতঃ বিকাশাবস্থার প্রথমভাগ নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতকের চরিত্রের ন্যায় অবস্থা পূর্ণ। পীড়ার আক্রমণ বুঝিবার যো নাই, শিরঃপীড়া, গাত্রবেদনা, সময় সময় শীত, ইত্যাদি থাকে বটে কিন্তু বিশেষ পীড়াপীড়ি জনক নহে। রোগ পূর্ণরূপে বিকাশিত হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভে কিম্বা তাহার ২।৩ দিন পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়:——

উদর সম্বন্ধীয় লক্ষণ—পেটে বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা; দক্ষিণ ইলিয়াক্ প্রদেশে অঙ্গুলীদ্বারা চাপ দিলে বেদনা বোধ করে ও তন্মধ্যে গল্ গল্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পেট ফাঁপা, উদরাময়, অন্ত্র সকল হইতে কখনং রক্তস্রাব হইয়া থাকেও প্লীহা বৃদ্ধি হয়। মল ডাইলের যুষের ন্যায়,ইহা কোন

পাত্রে ধরিলে জলীয়ভাগ উপরিভাগে ও তলানি নীচে পড়ে। মল, মূত্র এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে এক প্রকার খারানি গন্ধ ( ammoniacal smell ) উদ্ভূত হয়।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় লক্ষণ—ললাটদেশে শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, কর্ণে ভোঁ ভোঁ, অস্থির নিদ্রা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে শিরঃপীড়া, সাধারণ গাত্র বেদনা আর থাকেনা; কিন্তু মাথা ঘোরা ও বধিরতার বৃদ্ধি হয়; এই অবস্থায় তন্দ্রা এবং ডিলিরিয়াম্ আরম্ভ হইতে থাকে। রাত্রিতে ডিলিরিয়াম্ এবং দিবসে তন্দ্রা অত্যন্ত হয়। রোগী শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে; কখন বা নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে সকল কথাই যেন বুঝিতে পারে, কিন্তু কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, এইরূপ ভাবাপন্ন হয়। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত হয়।

টাইফয়েড ইরাপ্শন্—ইহা এই জ্বরের অতি প্রধান লক্ষণ। প্রথম সপ্তাহের শেষভাগ হইতে ১২। ১৪। ১৮ দিন পর্য্যন্ত এই ইরাপ্শন্ উঠিতে থাকে। উদর, বক্ষঃস্থল এবং পৃষ্ঠদেশে ইরাপ্শন্ উঠে; কদাচিৎ হস্তপদে এবং মুখে দেখা যায়। প্রতিবারে ইহাদের সংখ্যা ১২। ২০। পর্য্যন্ত হয়। টাইফয়েড্ ইরাপ্শন্ দেখিতে আলতার দাগের বা ফোটার ন্যায় ছোট ছোট চিহ্ন; কখন কখন এই দাগ গুলি স্পষ্টভাবে কিঞ্চিৎ উচ্চ ২ লক্ষিত হয়; ইহাদের চতুর্দ্দিক স্পষ্টরূপে সীমাবদ্ধ; তাহাদের উপর অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলে রক্তগুলি সম্পূর্ণ সরিয়া যায়। দুই চারিদিন থাকিয়া ইহারা মিলিয়া যায়। এবং তৎপরেও ঝাঁকেঝাঁকে চারি পাঁচবার এই ইরাপ্শন্ হইয়া থাকে। নিতান্ত শিশু কিম্বা ৩০ বৎসরের বয়সের ঊর্দ্ধে এই টাইফয়েড্ ইরাপ্শন্ বা চর্ম্মোৎপাত প্রায়ই দেখা যায়না। মৃত্যুর পর ইরাপ্শন্ মিলিয়া যায়। পেটিকিয়া নামক রক্তপিত্তবৎ ইরাপ্শন্ এই জ্বরে কখন হয়না। নাড়ী ১০০, ১২০ পর্য্যন্ত গতি-বিশিষ্টা।

টেম্পারেচার বা উত্তাপ—টাইফয়েড্ জ্বরে উত্তাপের-গতি বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত দেখা যায়। প্রথম চারি পাঁচদিন পর্য্যন্ত যে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা ঠিক নিয়মিত মত; যথা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ২ ডিগ্রী পরিমাণ জ্বর বৃদ্ধি

পায়; ও পরদিন প্রাতঃকালে গতসন্ধ্যার উত্তাপ অপেক্ষা ১ডিগ্রী পরিমাণ ন্যূনতর উত্তাপ হইয়া থাকেঃ—প্রথম দিন প্রাতে ৯৮.৬ ও সন্ধ্যার সময় ১০০.৫, দ্বিতীয় দিন প্রাতে ৯৯.৫ এবং সন্ধ্যার সময় ১০১.৫; তৃতীয় দিন প্রাতে ১০০.৫ এবং বৈকালে ১০২.৫ হয়। চতুর্থ দিন প্রাতে ১০১.৫ এবং বৈকালে ১০৩.৫, হয়। এই প্রকার প্রথম চারি পাঁচ দিন উত্তাপের ক্রমশঃ নিয়মিত বৃদ্ধি, টাইফয়েড্ জ্বরের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। পরে এই উত্তাপ ১০৪,১০৬, কখন কখন ১০৭ পর্য্যন্ত হইয়া প্রায় সমভাবে ২ সপ্তাহ বা ৩ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত থাকে, তৎপশ্চাৎ কোন বিঘ্ন না ঘটিলে প্রতিদিন ২। ৩ ডিগ্রী পরিমাণ কমিয়া স্বাভাবিক উত্তাপে উপস্থিত হয়। কোন বিঘ্ন বা উপসর্গ আবার উপস্থিত হইলে আবার এই অবনত মুখ উত্তাপের পুনর্বৃদ্ধি দেখা যায়। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ সপ্তাহে সুডামিনা নামক সাদা ঘামাচির ন্যায় চর্ম্মোৎপাত দেখা দেয়।

এই জ্বরে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া পেরিটোনাইটিস হওয়ার ভয় নিতান্ত থাকে। মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুস্ জনিত গোল ` সহ সমস্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ` ৬ জনের মধ্যে একজন মাত্র, দরিদ্রদিগের অপেক্ষা ধনীদিগের ` ইহার মৃত্যু সংখ্যা অধিকতর। প্রায়ই নিতান্ত অবসন্ন অবস্থা, ইং মিয়া, পেরিটোনাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা ইরিসিপেলাস হইয়া মৃত্যু ঘটে। জিহ্বা—সচরাচর প্রথম অবস্থায় সরস, পাতলা, সাদামলযুক্ত, ক্ষুদ্রায়তন, সূক্ষ্মাগ্র, অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ, তৎসহ প্যাপিলী গুলি প্রবর্দ্ধিত। কখন কখন জিহ্বা বৃহদায়তনযুক্ত হয়। পীড়ার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ভাব ধারণ করে। দন্তে ও ওষ্ঠে সর্ডিস নামক মলের শুষ্ক চটা পড়িয়া থাকে।

(৪১১, ৪১৬ পৃষ্ঠায় জ্বরের সাধারণ লক্ষণ দেখ)

টাইফয়েড্ ফিবারের সহিত টাইফাস্ ফিবারের অনেক সাদৃশ্য থাকা হেতু রোগ নির্ব্বাচনে ভ্রম হইতে পাবে বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত টেবল্টীর প্রতি দৃষ্টি করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।ঃ——

| টাইফয়েড্ জ্বর। | টাইফাস্ জ্বর। |
|---|---|
| ১। বয়স——১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে অধিক দেখা যায়। | ১। বয়স—সর্ব্বপ্রকার; বিশেষ মধ্য বয়সের অতীত অবস্থায় অধিক সংখ্যা দেখা যায়। |
| ২। পীড়ার প্রকাশ অতি ধীরে ধীরে হয়। | ২। হঠাৎ পীড়ার প্রকাশ। |
| ৩। পীড়ার ভোগ কাল ৩ সপ্তাহের ন্যূন নহে। | ৩। পীড়ার ভোগ অতি অল্প সময় এমনকি ২ সপ্তাহের অধিক প্রায়ই যাইতে পারে না। |
| ৪। মৃত্যু ২ সপ্তাহের পূর্ব্বে কখনই ঘটেনা। | ৪। প্রায়ই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। |
| ৫। অচৈতন্য অব লাপ বকা, অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। | ৫। প্রায়শই পীড়ার প্রথম হইতে ডিলিরিয়াম্ অথবা অচৈতন্য অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। |
| ৬। বিশেষ ধর্ম্মাক্রান্ত ডায়েরিয়া বা উদরাময় দেখা যায়। | ৬। উদরাভ্যন্তরে বিশেষ কোন প্রকারের লক্ষণ দেখা যায় না। প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। |
| ৭। যে ইরাপ্শান উঠে তাহা অতি পাতলা লালদাগ বিশিষ্ট এবং কখনও শাখা সমস্তে প্রকাশ পায়না | ৭। ইরাপ্শান কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্ব শরীর ব্যাপী। |
| ৮। অন্ত্র সমূহের পেয়ার প্যাচেস নামক গ্রন্থি সমূহ রুগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে ক্ষত জন্মে ও প্লীহা বড় হয়। | ৮। অন্ত্র সমূহে বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয়না। প্লীহা অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে। |

টাইফয়েড্ জ্বরের কারণ-তত্ত্ব ও নিদান তত্ত্ব (Pathology) এবং দেহগত পরিবর্ত্তন——এই জ্বর সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। পচা পায়খানা ও নর্দ্দমা ইত্যাদি হইতে উদ্গত বাষ্প গ্রহণ ইহার প্রধান কারণ। রোগীর গাত্র ও নিশ্বাস উদ্গত বাষ্প বিশেষ সংক্রামক নহে। রোগীর মল হইতে উদ্গত বাষ্প ভয়ানক সংক্রামক। পূর্ব্বোক্ত পচা পায়খানা ও নর্দ্দমাজনিত বিষাক্ত পদার্থ মৃত্তিকাস্তরের অভ্যন্তর দিয়া

চুয়াইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে কূপ, পুষ্করিণী, এবং ওয়াটারপাইপ (water pipe) অর্থাৎ জলের কলের চুঙ্গী ইত্যাদির জলসহ মিশ্রিত হইলে, সেইজল সেবন দ্বারা এপিডেমিক বা মহামারীভাবে অনেক টাইফয়েড জ্বর হইয়া থাকে।

অন্ত্রস্থ পেয়ার প্যাচেস্ এবং সলিটারী গ্ল্যাণ্ডস্ (Peyer's Patches and solitary glands) সমূহে ক্ষতোৎপাদিত হওয়াই একটী অতি প্রধান নিদান-লক্ষণ (Pathological change)। ইহা হইতে অনেক সময় রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে। ক্ষত নিতান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ২, ৩, ৩০ বা ৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত ক্ষত হয়। রোগী আরোগ্য পথে আসিলে এই সমস্ত ক্ষত ক্রমে সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুকাইয়া যায়। অন্ত্র ছিন্ন হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা।—এতৎসঙ্গে পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ জন্মে। মেসেণ্টিক গ্ল্যাণ্ড (Mesenteric glands) সমস্তে প্রদাহ জন্মে ও পুঁয সঞ্চার হইয়া ক্ষত হয়; অবশেষে তাহারা শুষ্ক হইয়া সংকীর্ণ আকার ধারণ করে।——প্লীহা নিতান্ত বড় ও নরম হইয়া যায়।——যকৃৎ ও কিড্নী কন্জেচশন যুক্ত হয়।——পিত্ত কোষাভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া থাকে।——রক্ত পাতলা ও কালবর্ণ হয়; রক্তপাত হইলে তাহা জমাট বাধেনা।—ফুস্ফুস্, শ্বাসনালী (ব্রংকিয়েল টিউবস্), প্লুরা ইত্যাদির প্রদাহ জন্মে।

টাইফয়েড্ জ্বর নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার দেখা যায়ঃ——

(১) মৃদু স্বভাবাপন্ন——ইহা অঙ্কুরে নিস্তেজ হইয়া দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে সহজে আরোগ্য লাভ করে; অনেক সময় সামান্য জ্বর অপেক্ষা উহা অধিক গুরুতর হয় না। (২)—উগ্র স্বভাবাপন্ন—ইহাতে নানাপ্রকার প্রদাহ, উপসর্গ, ইরিটেসন বা উত্তেজনা, রক্তস্রাব, পেটের পীড়া, বক্ষঃস্থলের পীড়া দেখা যায়। (৩)——অপ্রকাশিত বা এম্বুলেটরী——ইহাতে রুগ্নাবস্থায় রোগী সহজে চলিয়া বেড়ায় কিন্তু হঠাৎ রক্তস্রাব বা অন্ত্রছিন্ন (ছেদা) হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ডাং মারচিসন্ বলেন ইন্ফেণ্টাইল রেমিটেণ্ট (Infantile remittent) এবং গ্যাস্‌ট্রিক্ (Gastric) অথবা বিলিয়াস জ্বর (Bilious fever)

টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ তিনি ইহাদিগকে মডিফাইয়েড্ টাইফয়েড্ ( modified typhoid ) বলেন।

টাইফয়েড্ জ্বরের উপসর্গ ও ভাবীফল—নিউমোনিয়া, প্লিউরিসি, ক্ষয়কাশ। অন্ত্র ছিন্ন হওয়া ও পেরিটোনাইটিস্, শয্যাক্ষত ( bed sore ) বিশেষ ভয়াবহ। অবশেষে ফ্লেগমেসিয়া-ডোলেন্স, বধিরতা, মানসিক দুর্ব্বলতা, সমস্ত শরীরের অথবা কোন অংশের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, কাণপাকা, রক্তক্ষীণতা, শরীর নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়া। অন্ত্রস্থ গ্ল্যাণ্ড ও ভিলাই সমস্ত ধ্বংস ও মেসেণ্টিক গ্ল্যাণ্ড সমূহ শুষ্ক হওয়া হেতু শরীর-শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

রোগ-নির্ণয় বা ডায়েগ্নোসিস—টাইফয়েড্ জ্বরের সঙ্গে রেমিটেণ্ট বা স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফাস্ ও রিল্যাপ্সিং ফিবার; য়্যাকিউট টুবার কিউ-লোসিস্, পাইমিয়া, টুবারকুলারমেনিঞ্জাইটিস, নিউমোনিয়া, গ্যাষ্ট্রো-এণ্টি-রাইটিস, ক্রনিক পেরিটোনাইটিস্ রিনাল পীড়াযুক্ত ইউরিমিয়া ইত্যাদি পীড়ার সঙ্গে সচরাচর ভ্রম হইয়া থাকে। রেমিটেণ্ট জ্বরে একপ্রকার জ্বরাতি-সার হয় বটে কিন্তু তাহা এতাদৃশ নহে; টাইফয়েড্ বিষের প্রধান স্বধর্ম্ম এই যে এতদ্দ্বারা টাইফয়েড্ নামক ক্ষত, ক্ষুদ্র অন্ত্রে কখন কখন বৃহৎ অন্ত্রে জন্মিয়া থাকে; এবং রেমিটেণ্ট জ্বরে প্রায়ই দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে টিপি দিলে গল্ গল্ শব্দ হয় না।

টাইফয়েড্ জ্বরের ভোগ ও ভাবীফল—সচরাচর এই জ্বর তিন সপ্তাহ কি চারি সপ্তাহ ভোগ করে। দুই একটী রোগীতে ৬০ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইতে দেখা গিয়াছে।—ইহার মৃত্যু সংখ্যা প্রতি ৫। ৬ টী রোগীতে ১টী মাত্র। এই রোগেতে অনেকে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে, আবার অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব দুর্ব্বলতা হেতু এই রোগ বিশেষ কোন অপকার করে না। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং নবাগত ব্যক্তির পক্ষে এই পীড়া কিছু বিপদজনক। এই জ্বরে অধিক ইরাপ্শন্ উঠায় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অন্ত্র ছিন্ন হওয়াই ইহার বিপদকর অবস্থা। এই জ্বরের আক্রমণ প্রায় দ্বিতীয় বার হয় না।

**থার্ম্মোমেটার, টাইফয়েড্ জ্বরে**—এই জ্বরের ভাবীফল সম্বন্ধেও থার্ম্মোমেটার একটী অমূল্য পদার্থ। দ্বিতীয় সপ্তাহে তাপমান যন্ত্র দ্বারা দেখা যাইবে রোগীর অবস্থা ভাল কি মন্দ। মৃদু স্বভাবাপন্ন জ্বরে প্রায়ই প্রাতঃকালে রেমিশন্ থাকে, ও বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু কঠিন রোগীতে তাহার বিপরীত; প্রাতঃকালে সামান্য রেমিশনও পাওয়া যায়না। গাত্রোত্তাপ অত্যন্ত প্রখর; হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি কিম্বা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়া বিশেষ বিপদজনক। হঠাৎ তাপ কমিয়া গেলে অন্ত্র হইতে রক্তপাত জানিবে। উত্তাপ একভাবে চলিতে চলিতে যদি তাহার হঠাৎ ব্যতিক্রম হয় তবে কোন উপসর্গের আগমন জানিবে।

**চিকিৎসা** ঃ——— (বিস্তারিত চিকিৎসা পশ্চাৎ....................দেখ)

**টাইফয়েড্ জ্বরে**——ব্যাপ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, হ্রাস্-টক্স, আর্সেনিক্, এসিড্ ফস্ফরিক ও এসিড্-মিউরিয়েটিক বিশেষ কার্য্যকারী। (২) আর্সেনিক, একোনাইট, বেলেডোনা, ডিজিটেলিস, কুপ্রাম, সিকেলী, ক্রিয়েজোট, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, হাইয়সায়েমাস্, হেলেবোরাস্, ওপিয়াম্, ক্যাম্ফরাদি কয়েকটী ঔষধ এই চিকিৎসায় অনেক সময় প্রয়োজনীয়। **সংক্ষিপ্ত-চিকিৎসা**—১। জ্বরের প্রথম আক্রমণ অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া।——২। বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকিলে ব্যাপ্টি, আর্স, হ্রাস্।——৩। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় আর্স এসিড্-মিউর।——৪। অত্যন্ত উদরাময় বা ডায়েরিয়া থাকিলে আর্স, ভিরাট্-এল্ব (অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগে); ইপিকাক, কার্ব্ব-ভেজি, এসিড্ মিউর।——৫। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে টেরিবিন্থ, এসিড্-নাইট্রি, ইপিকাক।—৬। মস্তিষ্কের গোলযোগে (Brain symptoms) বেল্, হাইয়স্, জিঙ্ক্, ওপিয়াম্, হ্রাস্।——৭। কাশি সর্দ্দি ও বক্ষঃস্থলের পীড়ায় ফস্, ব্রাই, আইয়ড্।——৮। পরিপাক না হইলে নক্স-ভ, কার্ব্ব-ভ, ইগ্নে, মার্ক।——৯। কর্ণ বধিরতায়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হেতু হইলে এসিড্-ফস্, চায়না, চায়না-সাল্ফ।——১০। পীড়ান্তে দুর্ব্বলতায় এসিড্-ফস্, ইগ্নে, এমোনি-কার্ব্ব, ফেরা, সাল্ফা, চায়না, নক্স-ভ।

*** (টাইফয়েড্ জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা ও ভৈষজ্য-তত্ত্ব, জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার জ্বর নিচয়ের বিস্তারিত চিকিৎসা সঙ্গে পশ্চাৎ একই অধ্যায় মধ্যে লিখিত হইয়াছে .......... ..... ........দেখ)

## অবিরাম জ্বরের তৃতীয় প্রশাখা

# টাইফাস্ ফিবার Typhus fever।

(" বিকার-প্রমুখ সান্নিপাতিক জ্বর " বিশেষ)

সম-সংজ্ঞা———পূরাকালে বৃদ্ধ ডাক্তার হিপক্রেটিস ইহাকে বজ্রাঘাতবৎ জ্ঞান বিলোপক জ্বর " নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৫৯ খঃঅব্দের পূর্ব্বে ইহাকে পিউট্রিড, পেষ্টিলেন্সিয়েল, জেইল, জাহাজীয় বা হাঁসপাতাল জ্বর বলিয়া লোকে ডাকিত। পরে অনেক তর্কবিতর্ক ও মীমাংসার পর ভিষগ্গণ ইহার নাম টাইফাস জ্বর রাখিয়াছেন।

রোগ-পরিচয়— এই জ্বর ভারতবর্ষে বড় দেখা যায়না। ইহা স্পর্শাক্রামক ও সংক্রামক উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। দুর্ভিক্ষের সময় এই জ্বর দেখা দিয়া এপিডেমিক ভাবে বা মহামারীতে অনেক গ্রাম নগরাদি উৎসন্ন করে। বহুজনাকীর্ণ ও অসঞ্চালিত-বায়ু-পূর্ণ গৃহাদিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। রোগীর গাত্রোদ্গত বাষ্প ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত বিষযুক্ত, তাহা শরীরস্থ হইলেই পীড়ার উদ্ভব হয়। পশমী ও কৃষ্ণবস্ত্র মধ্যে এই বিষ জড়ীভূত হইয়া স্থানান্তরে যায়। এই জ্বরের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায় হয় না।

এই জ্বরের ভোগকাল সচরাচর ১৪ হইতে ২১ দিন; কঠিন উপসর্গযুক্ত হইলে অধিকতর দিন হইয়া থাকে। গাত্রোত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী; সাংঘাতিক অবস্থায় ১০৭, ১০৮ বা ১০৯ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

টাইফাস্ জ্বরের বিষ শরীরে প্রবেশ করার পর ১ হইতে ১২ দিনের মধ্যে জ্বর প্রকাশিত হয়। জ্বরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিকার ভাব লক্ষিত হয়। তখন শরীর উষ্ণ, চর্ম্ম রুক্ষ, মুখ ও চক্ষু ভার ভার, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ, অজ্ঞানতা, শয্যাগত অবস্থা ইত্যাদি হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার সময় অস্থিরতা ও রাত্রিতে অনিদ্রা।

টাইফাস জ্বরের ইরাপ্শন—— সাধারণতঃ চতুর্থ দিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই ইরাপ্শান সকল দেখা দেয়— ইহারা দুই প্রকার— (১) মাল-

বেরী র‍্যাস— (২) সবকিউটিকিউলার মট্‌লিং। (১) প্রথমোক্ত র‍্যাসগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা চিহ্ন বিশেষ, ইহাদের প্রান্তভাগ সুস্পষ্টরূপে সীমাবদ্ধ নহে; ইহারা অসমভাবে বৃত্তাকার। প্রথমে ইহাদের বর্ণ লাল থাকে, পরে মালবেরী ফলের যুসের ন্যায় বর্ণ হয়। অঙ্গুলী-চাপন দ্বারা এই দাগ সকল কিছুকাল অদৃশ্য হইয়া পুনরায় দেখা দেয়। কিছু দিন মধ্যে ইহাদের উক্তবর্ণ বেগুণে রং ধারণ করে; পরে পেটিকিয়া নামে রক্তপিত্তবৎ আকার প্রাপ্ত হয়; সকল ইরাপ্‌শনের বর্ণ সমান রূপ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। শেষ অবস্থায়, অঙ্গুলী চাপে ইহাদের বর্ণ সরিয়া যায় না। র‍্যাসগুলি মিলিয়া গেলেও তাহাদের দাগ থাকে। সমস্ত গাত্র ব্যাপিয়া এই র‍্যাস উঠে এবং প্রায়শঃ ১৪ হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল ইরাপশন পৃষ্ঠদেশে ও শরীরের যে ভাগ শয্যা দিকে থাকে তাহাতেই অধিক দেখা যায়। —— (২) দ্বিতীয় প্রকার ইরাপ্‌শন চর্ম্মের এক পরদা নীচে হয়; তাহাতে গাত্রের চর্ম্ম ধূম্রবর্ণবৎ অথবা কাল ছায়ার ন্যায়, কখন কখন কাল জামের রং বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রথম সপ্তাহে শ্রবণ শক্তির হ্রাস অথবা কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, অনিদ্রা, কিম্বা নিদ্রা সত্ত্বেও রোগীর নিদ্রা অনুভব না হওয়া, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হইয়া যাওয়া, ইউরিয়ার আধিক্য, ক্লোরাইড সমূহের অভাব, কখন কখন য়্যালবুমিনুরিয়া, কখন কখন সম্পূর্ণ মূত্রাভাব ও তৎসঙ্গে ইউরিমিয়া হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা, মাংসপেশীর আক্ষেপ, ডিলিরিয়াম্‌, নিউমোনিয়া, অথবা প্লিউরিসি হইয়া অনেক সময় বিশেষ সংকটাপন্ন অবস্থা হইয়া পড়ে। কখন কখন ঘোর তন্দ্রা, ঘর্ম্ম, উদরাময় অথবা বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ হইয়া রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। রোগী আরোগ্য পথে আসিলে ১৩। ১৪ দিনের মধ্যেই সুস্থ হইতে আরম্ভ হয়। এই জ্বরে মৃত্যু ১২ এবং ২০ দিনের মধ্যে দেখা যায়। গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ৫ টীর মধ্যে ১ টী মাত্র। বয়স অধিক হইলে বিপদের অধিক সম্ভাবনা। প্রায়ই ক্রাইসিস্‌ দ্বারা জ্বর ত্যাগ পায়।

চিকিৎসা ঃ——————

টাইফাস্ এবং টাইফয়েড্ জ্বরের চিকিৎসায় প্রায় অধিকাংশ স্থলে একই প্রকার ঔষধাবলীর ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং তজ্জন্য উপরোক্ত টাইফয়েড্ জ্বরের চিকিৎসার শিরোভাগে যে ঔষধাবলীর লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। টাইফাস্ জ্বরের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা———

১ গাত্রোত্তাপ জন্য ব্রাই, জেল্স, ব্যাপ্‌টি কখন বা একোন। মস্তিষ্কের গোলযোগ জন্য হাইয়স, বেল, ভিরাট্ ভি, ষ্ট্র্যামো, টেবিবিস্ব (ইউরিমিয়া হেতু)।——৩। অনিদ্রায় কফিয়া, বেল, জেল্স।—৪। অচৈতন্য অবস্থার জন্য ওপিয়াম্, হ্রাস্।——৫ অবসন্নতা জন্য এসিড্ মিউ, আর্স, এসিড-ফস্। ——৬। ফুসফুসের উপসর্গ জন্য ফস্, ব্রাই, একোন (কঞ্জেচশন্)।——৭। আংশিক পক্ষাঘাতে হ্রাস্, ষ্ট্রিকৃনিয়া।——৮। শরীরে পচনশীল লক্ষণ প্রকাশে; কার্ব্ব-ভ, হ্রাস্, আর্স, ব্যাপ্‌টি।——৯। রোগী আরোগ্য পথে উপস্থিত হইলে, এসিড ফস্ এসিড্ নাইট্রি, চায়না, সাল্ফা। *** (টাইফয়েড্ জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা ও ভৈষজ্য তত্ত্ব, জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার জ্বর নির্ণয়ের বিস্তারিত চিকিৎসার সঙ্গে পশ্চাৎ লিখিত হইয়াছে·····দেখ।)

---

## অবিরাম জ্বরের চতুর্থ প্রশাখা।

## পৌনঃপুনিক জ্বর বা

# রিল্যাপ্‌সিং ফিবার Relapsing fever।

সম সংজ্ঞা।—ফেমিন বা দুর্ভিক্ষ জ্বর। ইহার অনেক নাম আছে, তাহার বিশেষ প্রচার নাই, যথা সাত দিনে জ্বর, পাঁচ দিনে জ্বর, আইরিশ্ ফেমিন ফিবার, লঘু পিত্তজ্বর ইত্যাদি।

রোগ-পরিচয়—এই জ্বর বিশেষ বিষ জনিত এবং সংক্রামক। আরোগ্য হইবার অবস্থায় ইহার রিল্যাপ্‌স্ অর্থাৎ পুনঃ প্রকাশ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় মহামারীরূপে এই জ্বর দেখা দেয়। অনেকে ইহাকে টাইফাস্ জ্বরের রূপা-

জ্বর বলিয়া উল্লেখ করেন কিন্তু ইহা টাইফাস্‌ নহে। পীত জ্বরের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই জ্বরে প্লীহাও যকৃৎ বড় হইয়া উঠে। হঠাৎ অত্যন্ত কম্প হইয়া জ্বর প্রকাশ হয় তৎসহ শিরঃপীড়া (ললাট দেশে) থাকে; দুর্ব্বলতা, কটিদেশে ও হস্তপদে বেদনা যারপর নাই কষ্টদায়ক হয়; কতক সময় পরে শরীরের তাপ প্রকাশ পায়; ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ এবং ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপের পরিমাণ হইয়া থাকে; এই অবস্থায় মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়; চর্ম্ম রুক্ষ ও খস্‌খসে হয়। দুই তিন বা কিছু অধিক দিন পর্য্যন্ত অবিরামভাবে এই জ্বর ভোগ করে; তৎপরে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয়; তাহাতে বিশেষ কোন উপকার শীঘ্র লক্ষিত হয়না; ইহার মাঝে মাঝে কম্প ও শীত হয়। অনেকের নিদ্রা হইতে প্রাতে জাগ্রত হওয়া-মাত্র জ্বর আরম্ভ হয়। শিশুদের জ্বর হইবার আরম্ভে অত্যন্ত অস্বাভাবিক গাঢ় নিদ্রা দেখা যায়। সাধারণতঃ জ্বর হইবার পূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। কখন কখন পীত, হরিৎ কিম্বা কাল বর্ণের বমন হয় ও পেটে বেদনা থাকে। কখন কখন কামলা বা নেবা হইয়া শরীর ও চক্ষু পীত বর্ণ ধারণ করে। ত্বক্‌ কখন বা ধূম্রবর্ণ হইয়া যায়। গাত্রে কোন প্রকার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ইরাপ্‌শন্‌ দেখা দেয়না, তবে পেটিকিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ইরাপ্‌শন্‌ হয়। গলার ভিতর বেদনা ও টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরের সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও পিপাসা থাকে। জিহ্বা প্রায়ই সিক্ত হয়; কখন কখন শুষ্ক হইয়া যায়। জিহ্বাতে সময় সময় ক্ষত দৃষ্টি হয়। নাড়ী ১২০, ১৩০, ১৪০, কিম্বা ১৬০ পর্য্যন্ত হয়। ললাট প্রদেশে বেদনা ইহার এক বিশেষ লক্ষণ। জ্বর পরি-ত্যাগের ক্রাইসিস্‌—৩য়, ৫ম, ৭ম বা ১০ম দিনে হইয়া থাকে। অনেক সময় তৎসঙ্গে রক্ত স্রাবাদি দৃষ্টি হয়। এই জ্বরে শতকরা পাঁচটী মৃত্যু সংখ্যা সচরাচর দেখা যায়। জ্বরের পুনঃপুনঃ প্রকাশ ইহার স্বনাম স্বার্থকর ধর্ম্ম। ইহার পুনঃ প্রকাশ ১২শ, ১৭শ, সাধারণতঃ ১৪শ দিনে হইয়া থাকে। দুই তিন চারি বা পাঁচবার পর্য্যন্ত ইহার পুনঃপ্রকাশ দৃষ্টি করা গিয়াছে।

নিম্ন লিখিত তুলনা-স্তম্ভটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহা যে টাইফাস্‌ হইতে পৃথক জ্বর তাহা বুঝিতে পারিবে:——

## পৌনঃ পুনিক জ্বর।

১। প্রথম অবস্থাতেই অতি দ্রুত নাড়ী ও শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর থাকে।

২। কটিদেশে ও হাত পায় অত্যন্ত বেদনা।

৩। কামল বা নেবা (জণ্ডিস্ Jaundice)।

৪। বমন ও পেটে বেদনা।

৫। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি।

৬। বিশেষ শয্যাগত অবস্থা হয় না।

৭। এপিষ্ট্যাক্সিস্ ও অন্যান্য প্রকার রক্তস্রাব।

৮। হৃৎপিণ্ড স্থানে রক্তক্ষীণতা হেতু হুস্‌হুস শব্দ শুনা যায়।

## টাইফাস্ জ্বর।

১। নাড়ী মৃদু।

২। অতি দুর্ব্বলতা বোধ।

৩। টাইফাস্ নামক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কাল বর্ণের ইরাপ্‌শন্।

৪। অত্যন্ত স্নায়বীয় ও বিকার লক্ষণ

৫। মুখ ধূম্রবর্ণ ও শয্যাগত অবস্থা।

৬। হৃপিণ্ডের মাংসপেশীর Softening অর্থাৎ নরম বা থকৃথকে অবস্থা-যুক্ত লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।ঃ——————

বিল্যাপসিং জ্বরে——(১) একোনাইট, ব্রাইও, আর্স, ব্যাপ্টিসিয়া প্রধান ঔষধ কখন কখন জেল্‌স, চায়না, পডো ব্যবহৃত হয়।——ইহার আরোগ্য অবস্থায় ফস্ বা এসিড ফস্।——প্রতিষেধকজন্য ঔষধ ক্যাম্ফর, নক্স-ভ, এবং যাহাতে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস শরীরে প্রবেশ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

*** পৌনঃপুনিক জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার জ্বর নিচয়ের বিস্তারিত চিকিৎসা সঙ্গে পশ্চাৎ একই অধ্যায় মধ্যে লিখিত হইয়াছে .................... দেখ)

অবিরাম জ্বরের পঞ্চম প্রশাখা।

# ইয়েলো ফিবার বা পীতজ্বর।

Yellow fever.

**সম-সংজ্ঞা**—পেষ্টিলেনসিয়া-হিমাগ্যাষ্ট্রিকা; বুলেন ফিবার; ম্যাল্-ডি-সায়েম্; টাইফাস্-ইক্টেরোড্স্, বিলিয়াস্-রেমিটিং-পীতজ্বর; ব্ল্যাক্-বমিট্; ইয়েলো জ্যাক্।

**রোগ-পরিচয়**— ইহা তরুণ এবং অত্যন্ত গুরুতর পীড়া। এতৎসঙ্গে কামল (নেবা), অত্যন্ত শিরঃপীড়া, এবং কাল বর্ণের পদার্থ বমন হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রায়ই উষ্ণ প্রধান দেশে দেখা যায়। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকলেও ইহা অনেক সময় দৃষ্ট হয়। স্পোরাডিক্ভাবে, কিম্বা এপিডেমিকরূপে (মহামারীভাবে) ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সংক্রামক, সন্দেহ নাই।—লক্ষণ—হঠাৎ শরীর ও মন দুর্ব্বল, ক্ষুধা মান্দ্য, মাথাঘোরা, মাথাধরা কিম্বা স্পষ্ট কম্প ও শীত হইয়া জ্বর আইসে।

কখন কখন অজ্ঞানতা, তন্দ্রা ও কন্ভাল্শন দেখা যায়। রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি, নাড়ী দ্রুত গতি, গাত্র উষ্ণ। চক্ষু রক্তবর্ণ ও বেদনাযুক্ত কপালের এক পার্শ্বে বেদনা। হাত পায়ে, বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থানে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা। পাকস্থলী উত্তেজনাযুক্ত। হস্তের চাপ দিলে পেটে বেদনা বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডে আটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। বমনোদ্রেক বা বমন। তৃষ্ণা ও শীতল পানীয় খাইতে ইচ্ছা। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ। কোষ্ঠবদ্ধ। মলে পিত্তের ভাগ দেখা যায়না। অনিদ্রা ও ডিলিরিয়াম্ ক্রমে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিবসের শেষভাগে সমস্ত উগ্র লক্ষণ গুলি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়; রোগীও কিছু ভাল বোধ করে; মুখে কামল বা নেবা দেখা যায়; গাত্রে ঘর্ম্ম হয়, বহুপরিমাণ পিত্ত মিশ্রিত মল নির্গত হয়; রোগী এই অবস্থায় অনেক উপশম বোধ করে। শেষে পেটে বেদনা; সর্ব্বাঙ্গে কামল; অজ্ঞানভাবপূর্ণ; নাড়ী দুর্ব্বল, অসম, ধীর (মিনিটে ৩০ সংখ্যা)। জিহ্বা অপরিষ্কৃত ও শুষ্ক। হিক্কা, তৃষ্ণা, বমন; শেষাবস্থায় কাল বর্ণের বমন হয়; শরীরের ত্বক ফেটে বা ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠে। নাসিকা, দন্তের মাড়ী, গুহ্যদ্বার বা যোনিদ্বার হইতে কাল রক্তস্রাব হয়। মল আলকাতরার ন্যায় দেখায়। নাড়ী

প্রায় অদৃশ্য হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস অস্থিরীর হইতে থাকে। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। আহার করিতে ও কথা বলিতে অক্ষম। মূত্রাভাব বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব। মৃত্যুর পূর্ব্বে কোমা অথবা কনভালশন্ হয় অথবা সজ্ঞান অবস্থা থাকে। কোন কোন স্থানে গ্যাংগ্রিণ হয়। জ্বরের ভোগ ৩ হইতে ৯ দিবস। মৃত্যু সংখ্যা ৩টীর মধ্যে ১টী। শরীর জ্বরের বিষে অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া অবসন্নতা দ্বারা অথবা ইউরিমিয়া দ্বারা অথবা এপোপ্লেক্সি হেতু মৃত্যু হয়।

পীত জ্বরের চিকিৎসাঃ——————

১। শীত ও কম্পন জন্য ক্যাম্ফর।——২। অত্যন্ত প্রখর উত্তাপ ও শিরঃ পীড়া জন্য একোনাইটসহ বেলেডোনা পালটা করিয়া (Alternately) এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিবে; যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর পরিত্যাগ নাপায় তবে জেলসিমিনিয়াম সহ ব্রাইওনিয়া উক্ত প্রকারে দিবে।—— ৩। মস্তকে, হস্তপদে ও পৃষ্ঠে বাতজনিত বেদনা থাকিলে, সিমিসি ফিউগা।——৪। ন্যকার ও বমন জন্য ইপিকাক ও এন্টিমোনিয়াম দেওয়া যায় কিন্তু ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোন ফল শীঘ্র লাভ হয়না।——৫। রক্তস্রাব জন্য দুর্ব্বলতায় চায়না।——৬। স্নায়বীয় এবং রজনী কালীয় অস্থি- [illegible] ——৭। আর্স এবং মার্ক. কিম্বা আর্স ও ক্রোটেলাস প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর পালটা করিয়া দিলে, এই প্রকার জ্বরের অনেক বিপদজনক অবস্থায় ফল পাওয়া যায়।——৮। বমন জন্য, ক্রিয়োজোট ৩ অথবা ১ ডাইলিউসন অ্যাজেডি-না. ৩ ডাঃ প্রত্যেকবার বমনের পর ইহাদের ২।৩ ফোটা মাত্রায় প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।—— ৯। প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ অথবা রক্তময় হইলে কাস্থা; প্রস্রাব ঘোলা হইলে অথবা মিউ সে আটকিয়া অবরুদ্ধ হইলে ক্যানাবিস্-স্যাটাইভা; রক্ত প্রস্রাব হইলে এসিড-সাল্ফ; মূত্রের অন্যান্য উপসর্গে বেল্, এপিস্, ডিজি।——১০। রক্ত বাহ্যি ও গুহ্যদ্বারে বেদনা জন্য মার্ক।——১১। পেটে বেদনা হইলে ভিরেট্রাম্-এল্ব।——১২। কাল পাতলা মল জন্য পডো-ফাইলাম।——১২। নিশ্বাস, বমন ও বাহ্যি দুর্গন্ধময় হইলে কার্ব্ব-ভেজি-টেবিলিস্।——১৩। উদরাময়ে এসিড-ফস্।——১৪। গর্ভস্রাব অথবা

গর্ভ হইতে রক্তস্রাব জন্য স্যাবাইনা, সিকেলী, হেমেমেলিস।——১৫। মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও নিস্তেজ হইলে ইগ্নে।——১৬। ডিলিরিয়াম্ জন্য হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো।——১৭। রোগী আরোগ্য অবস্থায় উপস্থিত হইলে চায়না।——১৮। পীত জ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ একোন,; সিমিসিফিউগা, ব্যাপ্‌টিসিয়া।

ডাক্তার বেয়ার——ক্যাম্ফর একোন, বেল্, ইপিকাক্, আর্স, ল্যাকেসিস্ ভিরাট্, এন্টি-টার্ট, ক্যান্থো, মার্ক, ক্যান্থারিস্, ফস্, কলোসি, নক্স-ভ, স্যাবাইনা, সিকেলী, হ্রাস, ব্রাইও, মিলিফোলিয়াম্, আর্জেণ্টনা, কার্ব্ব-ভ, হাইড্রোস্যায়েনিক-এসিড পীতজ্বরের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন।

* * * (পীতজ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা ও ভৈষজ্য-তত্ত্ব, জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখায় জ্বর নিচয়ের বিস্তারিত চিকিৎসা সঙ্গে একই অধ্যায় মধ্যে লিখিত হইয়াছে ................ দেখ)

---

জ্বরের দ্বিতীয় শাখা

## ম্যালেরিয়েল্ জ্বর Malarial fever।

**সম-সংজ্ঞা।**—ইহাকে কেহ কেহ প্যালিউডাল, ম্যালেরিয়া, লাইটো-রাল্ ফিবার, কেহ বা মার্শ-ফিবার নামে অভিহিত করেন। জঙ্গল ফিবারও এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর।

এদেশে অন্যান্য জ্বর অপেক্ষা ম্যালেরিয়া জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব। }:——

টাইফাস্ জ্বর, পীত জ্বর, রিল্যাপ্‌সিং জ্বর এই তিনটী জ্বর ঠিক প্রকৃত ভাবে আমাদের দেশে বিশেষ দেখা যায়না। ম্যালেরিয়া জনিত একপ্রকার পীত-জ্বর এদেশীয় দুই তিনটী বালকের দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি কঠিন পীড়া। টাইফয়েড নামক জ্বর আমাদের দেশে অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই। ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণলোকে জ্বর বলিলে ম্যালেরিয়া জ্বরই বলিয়া বুঝিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতাপে বঙ্গদেশের বহুস্থান শ্মশান তুল্য হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া জ্বর-বিষয়ের শিক্ষা, বিশেষ প্রকারে ও যত্ন সহকারে লাভ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি ও তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিয়রি বা মত।
}:——

ম্যালেরিয়া নামক বিষ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। এই ম্যালেরিয়া বিষ যে কি পদার্থ এপর্য্যন্ত তাহার স্থির নিশ্চয় হয় নাই; তজ্জন্য নানাপ্রকার থিয়রি বা মত প্রচলিত আছে ;——(১) গলিত উদ্ভিদ হইতে উদ্গত বাষ্প এই জ্বরের প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতের প্রতিপোষক পণ্ডিতেরা বলেন পচা উদ্ভিদ আদি পরিপূর্ণ জলাশয় নিকটবর্ত্তী থাকিলে প্রায়ই সেইস্থান ম্যালেরিয়া রোগের আবাস হয়। তাঁহারা আরও বলেন ম্যালেরিয়া বিষের উৎপত্তি জন্য কতকগুলি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা অবস্থার নিতান্ত আবশ্যক—— গলিত উদ্ভিদ, বিশেষ নির্দ্দিষ্ট তাপ, তৎসহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প এই তিনটী একত্র হইলে এই বিষের উৎপত্তি হইতে পারে। ৬০ ডিগ্রী (ফারণ হেইটের) পরিমাণ উত্তাপের নীচে কখনও ম্যালেরিয়া দেখা যায়না। এতদধিক উত্তাপে বহুল এবং কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইলে ম্যালেরিয়া বিষ তন্মধ্যে শোষিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ম্যালেরিয়ার ক্রিয়া অনেক মন্দীভূত হইয়া পড়ে। বায়ু শুষ্ক ও জলশূন্য থাকিলে তাহাতে ম্যালেরিয়া হওয়া অসম্ভব। —(২) ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দ্বিতীয়মত সাবসইল ওয়াটার থিয়রি (Subsoil water theory) অর্থাৎ ভূপৃষ্টের অন্তঃস্থ স্তর সমূহের জল সম্বন্ধীয় মত। এই মত অধ্যয়নে জানা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের স্তর সমূহ জলপূর্ণ হইয়া সেই জল কতকদিন বাদে কমিয়া যায়, তাহাতে ঐ জলশূন্য স্তর সমস্ত হইতে এক প্রকার বাষ্প উদ্গত হয় তাহা ম্যালেরিয়া-বিষময়, তদ্দ্বারা জ্বর ও ওলাউঠা উভয়ই উৎপাদিত হইতে পারে।——(৩) তৃতীয় মতে অনেকে ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) নামক উদ্ভিদাণু।——(৪) চতুর্থ মতে ব্যাসিলাস (Bacillus) নামক জীবাণুকে অন্যান্য পীড়ার কারণের ন্যায়, ম্যালেরিয়া জ্বরেরও কারণ বলিয়া থাকে। ——(৫) পঞ্চমমতে ইলেক্‌ট্রিক বা বৈদ্যুতিক মত (Electric theory); স্থান বিশেষে বিশেষ-বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভাবে ঐ

জ্বরের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই মতের মীমাংসা। যাহা হউক, ইহার কোনও মতই সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসহ স্থির ও নিশ্চিত নহে। তবে এইমাত্র দেখা যায় যে, যদি জান্তব-পদার্থ গলিত-উদ্ভিজ্জ পদার্থের সহিত একত্র মিশ্রিত হয় তবে তাহা হইতে যে বিষ উদ্ভাত হয় সে বিষ অতি ভয়ানক ম্যালেরিয়া উৎপাদক।

নিম্নলিখিত অবস্থানিচয়ে এবং অবস্থান্বিত স্থান সমূহে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। }:——

(১) পচা খানা ডোবা এবং বিল, ঝিল ইত্যাদি।——(২) যে সমস্ত নদীতট উদ্ভিজ্জ পদার্থযুক্ত নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।——(৩) উদ্ভিজ্জ পদার্থাবৃত স্থান সামান্যতঃ কতকদিনের জন্য জল প্লাবিত হইলে।——(৪) পুষ্করিণী কিম্বা হ্রদ ইত্যাদি হইতে জল নির্গত হইয়া শুষ্ক হইবার সময়।——(৫) প্রস্তর ও বালুকাময় স্থান উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে পূর্ণ থাকিলে।——(৬) কোনও কোনও পর্ব্বতভূমি যাহার প্রস্তর-রাশি বিশ্লিষ্ট এবং তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ পরিপূর্ণ।——(৭) নব কর্ষিত ভূমি এবং নূতন খাল খনন ইত্যাদি।——(৮) গভীর বন ভূমির বৃক্ষচয় প্রথম কর্ত্তিত হইয়া আবাদ হইলে ম্যালেরিয়া জ্বরের আরম্ভ ও প্রকোপ দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া বিষের কতকগুলি প্রবৃত্তি বা স্বভাব :— }:——

(১) ঋতু,—গ্রীষ্মের শেষভাগে এবং শরৎকালে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বহুদিন আকাশের অবস্থা শুষ্ক ও গরম থাকিয়া বৃষ্টি হইলে তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়।——(২) জল ম্যালেরিয়া বিষকে শোষণ করিয়া লয়, এইজন্য বহুপরিমাণ বৃষ্টি ও বর্ষা হইলে ম্যালেরিয়া কতকপরিমাণে নষ্ট হয়। গভীর জলাশয় এবং সচলস্রোতস্বতী ম্যালেরিয়া নিবারক। দেখা গিয়াছে নদীর একতীরে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া আছে কিন্তু তাহা অন্যতীরে যাইতে পারেনা। নদীর মধ্যভাগে বৃহৎ তরণী বা অর্ণব-যান নঙ্গর করিয়া থাকিলে তাহাতে তীরস্থ ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারেনা। সমুদ্র জলেও ম্যালেরিয়ার অধিকার নাই।—(৩) বায়ু,—কোনও প্রদেশে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইলে তাহা বায়ুদ্বারা স্থানান্তরে নীত হয়,

এবং অত্যন্ত ঝড় হইলে এই বিষ সম্পূর্ণরূপে স্থান-ভ্রষ্ট হইতে পারে।—(৪) উচ্চ ভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাদুর্ভাব। অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রায় ম্যালেরিয়া দেখা যায়না। "টেরাই" অর্থাৎ পর্ব্বতের পাদদেশে ম্যালেরিয়া প্রায়ই অনেক সময় বিশেষ বিক্রমশালী হয়। ভূপৃষ্ঠস্থ সজল বাতাস এই বিষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। দ্বিতল গৃহের নিম্নতলস্থ গৃহ সকলে ম্যালেরিয়ার অধিক শক্তি দেখা যায়।——(৫) বৃক্ষ—একপ্রদেশে বহুসংখ্যক বৃক্ষ একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান থাকিলে অপরপার্শ্বস্থ ম্যালেরিয়া তাহা ভেদ করিয়া আসিতে পারেনা, তেমনি এতাদৃশ প্রদেশ যদি ম্যালেরিয়াযুক্ত হয় তবে সে ম্যালেরিয়াও স্থানান্তরিত হইতে পারেনা——(৬) অতি প্রাতঃকালীয় এবং সন্ধ্যা সময়ের শিশির নিতান্ত অনিষ্টকারী; কারণ, সম্ভবতঃ এই দুই সময়ের শিশির বিন্দুচয় ঘনীভূত ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ থাকে।—(৭) বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে ম্যালেরিয়া বিশেষ মৃদুভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়, এমন দেখা গিয়াছে, নগরের বহির্দ্দেশস্থ প্রদেশ-সমূহে ম্যালেরিয়ার নিতান্ত অত্যাচার, কিন্তু নগরের অন্তর্ভাগে ইহা কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারেনা——(৮) বহু পরিমাণে প্রজ্জ্বালিত অগ্নি ম্যালেরিয়াকে নষ্ট করে।——(৯) বিশেষ-শারীরিক-প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন লোক অতি সহজেই এই পীড়াক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে বহু অত্যাচার সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া কোন কোন লোকের কিছুই করিতে পারেনা।——(১০) ম্যালেরিয়া পূর্ণস্থানে নবাগমন, নানাকারণে ক্লান্তি ও শ্রান্তি, খরতর রৌদ্রে থাকা, হঠাৎ তাপ পরিবর্ত্তিত হইয়া শীত প্রকাশ, অবৈধ রূপে মদ্যাদি পান, অনাহারে শূন্য উদর থাকা, অথবা অতিরিক্ত ভোজন, মানসিক শ্রান্তি এবং বহুজনপূর্ণ গৃহে বাস ইত্যাদি নানাকারণে ম্যালেরিয়া সহজে আক্রমণ করে। অতি শিশু এবং অতি বৃদ্ধ এই উভয় অবস্থাতেই এই পীড়া প্রায় দেখা যায়না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা শুভ্রবর্ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই পীড়া অধিকতর দেখা যায়।——(১১) বসন্ত, হাম, টাইফাস্‌জ্বর ডিফ্‌থিরিয়া, ইত্যাদি বিষের একবার ব্যতীত প্রায়ই দ্বিতীয়বার আক্রমণ এক শরীরে দেখা যায়না, কিন্তু ম্যালেরিয়া বিষের সে স্বভাব নহে; ইহার এক একবার আক্রমণ ভবিষ্যতে বহু বহুবার আক্রমণের কারণ হইয়া উঠে।

ম্যালেরিয়া বিষ কি উপায়ে শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তদ্বারা কি কি ফল উৎপাদিত হয়:—

ম্যালেরিয়া-বিষ নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় জলাদি সহ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া তৎপশ্চাৎ যথারীতি শরীরাভ্যন্তরস্থ হয়। লোমকূপ দ্বারাও এ বিষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া বিষের ক্রিয়া স্নায়ু বিধানের উপর প্রকাশিত হইয়া ম্যালেরিয়া নামক জ্বরের উৎপত্তি হয় ও এতৎসঙ্গে যকৃত ও প্লীহা-যন্ত্রের-শরীর-গত-পরিবর্ত্তন, নানা প্রকার স্নায়ুশূল, আমাশয়, উদরাময়, পাকস্থলীর অসুখ, শরীর শীর্ণতা, ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। এই পীড়া সর্ব্বত্র দেশব্যাপীভাবে প্রকাশিত হইলে জাতীয় অবনতির একতমকারণ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জনিত যে কোন পীড়া হউক তাহাতে "নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ স্বভাব" ( Periodical nature ) অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে; একবার কোন পীড়ায় এই "সাময়িক" স্বভাব প্রকাশিত হইলে তাহা বিশেষ কোন কারণ থাকুক বা নাথাকুক, বহুদিন পরেও পুনরায় প্রকাশিত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া প্রধানস্থানে কি কি সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক:—

ম্যালেরিয়া নিম্নভূমিতে বিচরণ করে; বায়ুসহ স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। পচা খানা, ডোবা, বিল, ঝিল, ইত্যাদি ইহার অত্যন্ত প্রিয় বাসস্থান। সুবৃহৎ জলাশয় বা স্রোতস্বতীর উপর দিয়া ইহা গমন করিতে পারেনা। গ্রীষ্মকালের শেষে এবং শরতে ইহার পরাক্রম বৃদ্ধি পায়। ইহা অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি উঠিতে পারেনা; প্রধান নগরী সমূহে নিতান্ত নির্জ্জীব অবস্থায় থাকে। সন্ধ্যা, অতি প্রত্যূষ ও রাত্রিকাল ইহার বিচরণ সময়; তখন যাহাকে পায় তাহাকে ধরে। দিবা নিদ্রিত ব্যক্তির উপর ইহার অধিক আক্রমণ। মশারি খাটান থাকিলে তাহার মধ্যে ইহা প্রবেশ করিতে পারেনা। কোনস্থানে ঝড় বা দাবানল সদৃশ অগ্নিকাণ্ড হইলে সেস্থান হইতে ইহা পলাইয়া প্রস্থান করে। প্রায়ই নিতান্ত অপোগণ্ড শিশু ও অতি বৃদ্ধকে "কিছুই বলেনা" ( যেন তাহাদের প্রতি ইহার একটু কৃপা আছে )।

স্ত্রীলোকের প্রতি ইহার আক্রমণ অতি অল্প। কৃষ্ণকায় অপেক্ষা শ্বেত-কায় ব্যক্তিদিগের প্রতি ইহার অত্যাচার অধিকতর লক্ষিত হয়। ম্যালে-রিয়ার অধিকারে নবাগত ব্যক্তি প্রায়ই সুস্থ শরীরে ফিরিয়া যাইতে পারেনা। "আদেশ যে" ম্যালেরিয়ার রাজ্যে কেহ মাতাল হইওনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও খরতর সূর্য্যোত্তাপে ক্লান্ত হইওনা, অতিরিক্ত আহার করিওনা কিম্বা অভুক্ত উদরে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইওনা। সংক্ষেপে ম্যালেরিয়ার এই সমস্ত প্রকৃতি বর্ণিত হইল; এইক্ষণ এতদনুসারে যথাবিহিত সাবধা-নতা অবলম্বন করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য: যেন কোন প্রকারে ম্যালেরিয়া বিষ অলক্ষিতে তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট না করিতে পারে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেহ-গত পরিবর্ত্তনঃ—যাবতীয় যন্ত্র মধ্যে প্লীহার পরিবর্ত্তন সর্ব্ব প্রধান; ইহা কঞ্জেশন্ হেতু প্রথমে বড় (বর্দ্ধিত আয়তন) হইয়া উঠে, ইহাকে প্লীহার বিবৃদ্ধি কহে। এই বিবৃদ্ধি হইতে কালে প্লীহা শক্ত হইয়া যায়। অনেকের প্লীহা, এমন দেখা গিয়াছে যে, উহা কঞ্জেচ-শনের সহ বিবৃদ্ধিযুক্ত ও নরম থল্‌থলিয়া প্রায় হইয়া উঠে; এপ্রকার প্লীহার বিবৃদ্ধি নিতান্ত ভয়াবহ; সামান্য আঘাতেই ইহা ফাটিয়া যায় এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে; কিন্তু এ প্রকার প্লীহা-রোগীর সংখ্যা বড় অধিক নহে।— জ্বরের শীতাবস্থায় বহির্দ্দিগস্থ রক্ত বহুপরিমাণে অন্তর্দ্দিকে ও যন্ত্র সমূহে বিশেষতঃ প্লীহা মধ্যে প্রধাবিত হয়; এতৎকারণে এবং রক্তের অবস্থা ম্যালে-রিয়া বিষ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হওয়াতে প্লীহার কঞ্জেচশন্ হইয়া আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রাচীন বৈদ্যেরা ও অভিজ্ঞা গৃহিণীরা দুই প্রকার প্লীহার কথা উল্লেখ করেন——(১) সুপ্লীহা ও (২) কুপ্লীহা সুপ্লীহার আকৃতি মুগ্দার বা শীলের নোড়ার ন্যায়; ইহাকে "মুগ্দার-প্লীহা" বলা যায়। এই প্লীহা ও এতৎসঙ্গে যে জ্বরাদি হয় তাহা সাধ্য।——— কুপ্লীহার আকৃতি হস্তি-কর্ণ সদৃশ: এইজন্য ইহাকে "হস্তি-কর্ণ প্লীহা" বলা যায়। এই প্লীহা অতি বর্দ্ধিত হইলে উহা দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া উভয় ইলিয়াক প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসা-রিত হয়। হস্তের অঙ্গুলী-চয় দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, এই প্রকার

প্লীহার দক্ষিণ ও নিম্নদিক এক খণ্ড অতি পুরুচর্ম্মের ন্যায়, উহা আকর্ষণে কতক দূর পর্য্যন্ত অঙ্গুলীচয়সহ গুটাইয়া আইসে। এ প্লীহা বড় ভাল নয়; প্রায়ই আরোগ্য হয়না। এই দুই প্রকার প্লীহা (হস্তি-কর্ণ প্লীহা ও মুদ্গার প্লীহা) সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল তাহাব সত্যতা আমি অনেক রোগীতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যদিচ এপ্রকার প্লীহারকথাব উল্লেখ কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে পাই নাই, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বিজ্ঞদিগের ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। স্বচক্ষে কয়েকটী রোগীতে ইহা দর্শন কবিলে এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। অঙ্গুলীচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা আস্তে আস্তে টিপিয়া ২ প্লীহা পরীক্ষা করিতে হয়, তখন নিতান্ত সুস্থির, সাবধান ও অনুসন্ধান তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। যকৃৎ,——প্লীহার ন্যায় যকৃতেবও কন্‌জেচশন্ এবং বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যকৃতে অনেক সময় বেদনা হয়। প্লীহাতে বেদনা অতি অল্প সংখ্যক রোগীতে দেখা যায়। পাকস্থলী——ইহাতে কঞ্জেচশন্ হয়, কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দেখা যায়। রক্ত——বহুদিন ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করিলে ও ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইলে রক্তের লালকণা কমিয়া যায় ও বহু পরিমাণে শ্বেত কণার ভাগ অধিক হইয়া উঠে, এইজন্য ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের বর্ণ পিংশে বা পাঙ্গাশবর্ণ হইয়া যায় (বিশেষতঃ প্লীহা বিবৃদ্ধিযুক্ত রোগীতে)। রক্তে অঙ্গারবৎ এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের উদ্ভব হয়, তাহাকে "ব্ল্যাক্-পিগ্‌মেণ্ট (Black pigment) বলে। এই পিগ্‌মেণ্ট অনেক সময় চর্ম্ম মধ্যে আবদ্ধ হইয়া শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিড্‌নী, যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে এই পিগ্‌মেণ্ট দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের আনুষঙ্গিক অন্যান্য পীড়া ও উপসর্গ,:——

যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি উপরে উল্লিখিত হইল। শোথ, উদরী, আমাশয়, উদরাময়, কাশি, স্কার্ভি বা শীতাদ, ক্যাঙ্ক্রমওরিস্ (প্লীহা-ঘা বা প্লীহা ঘায়ড়কী; কোন স্থানে এই ঘাকে প্লীহা-ছোটা বলে); যকৃতের সংকীর্ণাকৃতি বা য়্যাট্রোফি, নানাবিধ স্নায়ুশূল ইত্যাদি পীড়া বা উপসর্গ ম্যালেরিয়া জ্বরের অনুগমন করে। ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ ও চিকিৎসা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য :— } :———

ইহা বিশেষ গুরুতর। মনোযোগসহ পাঠ কর।

তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বর :————

(১) সবিরাম জ্বর (ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার) এবং (২) স্বল্প বিরাম জ্বর (রেমিটেণ্ট ফিবার) উভয় জ্বরই ম্যালেরিয়া জনিত। তবে অবস্থাভেদে কখন সবিরামভাবে কখন বা স্বল্পবিরাম ভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে এই উভয় প্রকার জ্বরের রোগী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, কোন ব্যক্তির প্রথম প্রথম কয়েকদিন সবিরাম জ্বর হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই জ্বর গুরুতর হওতঃ একজ্বর বা লগ্নজ্বর হইয়া রেমিটেণ্ট ফিবার অর্থাৎ স্বল্প বিরামজ্বরে পরিণত হইযা থাকে।——পক্ষান্তরে স্বল্পবিরাম জ্বর অনেক সময় ক্রমে আরোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়; (পশ্চাৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে)। এইক্ষণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, উভয় জ্বরই একজাতীয় জ্বর, কেবল কয়েকটী লক্ষণ ও অবস্থা ভেদমাত্র : আবার অনেক সময় সবিরাম জ্বর শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়ই সবিরাম থাকে এবং স্বল্প বিরাম জ্বর কতকদিন (স্বভোগকাল পর্য্যন্ত) নির্ব্বিচ্ছেদ অবস্থা-যুক্ত থাকিয়া যথাকালে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়; তাহার আর কখনও সবিরাম অবস্থা দেখা যায়না। এইরূপ হওয়ার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল জ্বরের বিকাশ-গত ক্ষেত্র ও অবস্থার পার্থক্য। যকৃৎ এবং প্লীহাদির কঞ্জেচশন্ ও বিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপসর্গ এই উভয় প্রকার জ্বরের সঙ্গে প্রায় লক্ষিত হয়। সেইজন্য বহুদর্শী ও প্র্যাক্‌টিকেল্ বা ব্যবহার জ্ঞানযুক্ত চিকিৎসকগণ (Practical Physicians) ইহাদের উভয়ের চিকিৎসা একই স্থানে লিখিয়াছেন; রেমিটেণ্ট জ্বরের চিকিৎসার সময়, ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরের চিকিৎসার তাপাবস্থাগত লক্ষণচয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ও অন্যান্য প্রকার লক্ষণসহ যথাবিধি ঐক্য করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত জ্বর গুলিকে কেহ টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর মাত্র কেহবা

উপসর্গযুক্ত রেমিটেণ্ট ফিবার বলেনঃ——(৩) গ্যাস্ট্রিক্ ফিবার——এক জ্বর অবস্থায় বমনাদি অত্যন্ত হইলে তাহাকে গ্যাসট্রিক্ জ্বর বলে। (৪) বিলিয়াস্ ফিবার বা পিত্তজ্বর—নির্ব্বিচ্ছেদ জ্বরে বমন ও রেচনসহ পিত্ত নির্গত হইলে তাহাকে পিত্ত জ্বর বলে। (৫) ম্যালিগ্ন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট ফিবার——ইহা রেমিটেণ্ট বা স্বল্প বিরাম জ্বর বিশেষ, রক্তস্রাবাদি নানা-প্রকার দুর্লক্ষণ এতৎসহ থাকে। (৬) জ্বরাতিসার ইহা অতিশয় অতি-সারযুক্ত স্বল্প বিরাম জ্বর বিশেষ। সময় সময় অনেক পিত্ত জ্বরে, অধিক পরিমাণ ভেদ হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলে; ফলতঃ পিত্তজ্বর ও জ্বরা-তিসার একই পীড়া, কেবল নাম বিশেষ দ্বারা পৃথকরূপে পরিচিত। (৭) টাইফো-ম্যালেরিয়েল ফিবার——রেমিটেণ্ট জ্বরে টাইফয়েড্ জ্বরের লক্ষণ চয় দেখিতে পাইলে তাহাকে এতন্নামে অভিহিত করা যায়। কখন কখন এই জ্বরে অন্ত্র মধ্যে ক্ষতাদিও দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশের গল্ গল্ শব্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। ম্যালেরিয়া বিষযুক্ত রোগীর শরীরে টাইফয়েড্ জ্বরের বিষ প্রবেশ করিলে, টাইফো-ম্যালেরিয়েল জ্বরের উৎ-পত্তি হয়। ইহাতে টাইফয়েড্ জ্বরের সম্পূর্ণ প্রকোপ বিকাশিত হইতে পারেনা।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরঃ——

(১) জীর্ণ জ্বর——এই জ্বর প্রতিদিন প্রায়ই রাত্রিযোগে, কখন কখন দিবসে অতি যৎসামান্য উত্তাপসহকারে শরীরে প্রকাশ পায়, কখন বা বিশেষ কোন উত্তাপ লক্ষিত হয় না; কেবল নাড়ী একটু চঞ্চলা বোধ হয়; মুখ বেতার লাগে; ভাল ক্ষুধা হয়না; প্রায়ই শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল দেখা যায়। রোগী আপন আপন কার্য্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম থাকে; স্নান আহারে পীড়ার প্রায়ই ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়না; কখন কখন এই পীড়া তরুণ হইয়া তরুণ-সবিরাম-জ্বর বা একজ্বর অবস্থায় পরিণত হয়। বালক ও বৃদ্ধদিগের মধ্যে জীর্ণ জ্বর দেখা যায়; যুবা অবস্থায় জীর্ণ জ্বর অল্প সংখ্যকের হইয়া থাকে।

(২) প্রাচীন সবিরাম জ্বর——ইহাকে প্রাচীন বিষম জ্বর বলে। ইহা তরুণ সবিরাম জ্বরের ন্যায় ছাড়িয়া ছাড়িয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু

ইহাতে স্নান আহার সহ্য হয়, এই একমাত্র প্রকৃতি দ্বারা ইহা তরুণ সবিরাম জ্বর হইতে ভিন্ন, নতুবা অন্যান্য লক্ষণ একই দেখা যায়। এই জ্বর কখন তরুণ হইতে প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কখনবা প্রথম হইতেই প্রাচীন অবস্থার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) প্রাচীন-লগ্নজ্বর ঃ—আমাদের বঙ্গদেশে প্লীহাযুক্ত * অথবা যকৃৎ, প্লীহা উভয়যুক্ত অনেক রোগীতে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। অতি কদাচিৎ যকৃৎ ও প্লীহা ব্যতীতও এপ্রকার জ্বর দৃষ্টি গোচর হয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত রোগী স্বল্পবিরাম জ্বরে অত্যন্ত ভুগিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই জ্বর দেখা যায়। ইহা নিতান্ত সহজ জ্বর নহে। অনেক সময় সুচতুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার ভাবে কুইনাইন ফাইলে ফাইলে প্রয়োগ করিয়াও ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন না। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে হইলে অতি ধীরভাবে ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ এই যে সর্ব্বদাই গাত্রে উত্তাপ লগ্ন রহিয়াছে; কোন সময়েই সম্পূর্ণ বিরাম নাই; পেটের উপর হস্ত প্রদান করিলে উহা সর্ব্বদাই অত্যন্ত গরম বোধ হয়, শরীরের অন্যান্য স্থান শীতল বোধ হইলেও উদরের উষ্ণতা সকল সময়ের জন্য স্পষ্টই বর্ত্তমান থাকে। (মূল কথা শরীরের ভেইন অর্থাৎ শিরা-প্রধান প্রদেশে উত্তাপ অধিকতর লক্ষিত হয়)। এই পীড়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইলে দেখিতে পাইবে যে, জানু প্রদেশ উদরের ন্যায় সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। এই জ্বরে জিহ্বা প্রায়ই অপরিষ্কৃত দেখা যায়না। কখন কখন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। কখন কখন উদরাময় বা আমাশয় হয়। শিরঃপীড়া প্রায়ই দেখা যায়না। কদাচিৎ প্রথমাবস্থায় অল্প পরিমাণ শোথ লক্ষিত হয়। এই জ্বরে কখন স্নান আহার সহ্য হয়, কখনবা সহ্য হয়না।

* প্লীহাযুক্ত বা যকৃৎযুক্ত রোগী বলিলে প্লীহার বিবৃদ্ধি বা যকৃতের বিবৃদ্ধিযুক্ত রোগী, ইহা বুঝিতে হইবে।

অনেক সময় সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই জ্বর তরুণত্ব ধারণ করিয়া স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হয় এবং তজ্জনিত যে লক্ষণচয়, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় এই জ্বর স্পষ্ট আরোগ্য হয় কিন্তু কতকদিন পর পুনরায় সামান্য কারণেই ইহার পুনরাবির্ভাব হয়। দেখা গিয়াছে, একটু সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকা হইতে দুই একদিন সামান্য সজল শ্লেষ্মা পড়িতে পড়িতে এই জ্বর পুনর্ব্বার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিতান্ত তরুণভাবে রোগীকে আক্রমণ করিল, এমনকি তাহাতে রোগী শয্যাগত হইয়া পড়িল। এই প্রকার জ্বরের পুনঃপুনঃ নূতন আক্রমণ হেতু রোগী ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া উঠে, প্লীহা ও যকৃৎ অধিকতর রূপে বাড়িয়া যায়, ক্রমে শোথ, উদরাময়, আমাশয়, কাশি, ইত্যাদি উপসর্গ-পীড়া অনুগমন করিতে থাকে; কখন কখন ক্যাঙ্ক্রামওরিস অর্থাৎ প্লীহাজনিত মুখে-ঘা হইয়া রোগী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে; এই সমস্ত উপসর্গ গুরুতর হইয়া উঠিলে রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। আমি এক প্রকার স্নায়ুশূল (Neuralgic pain নিউরেল্‌জিক্ পেইন) এই প্রকার জ্বরাক্রান্ত রোগীতে দেখিয়াছি; মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এই বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ও দেখিতে ২ এত উৎকট ও কষ্টদায়ক হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে২ অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। চারিটীমাত্র রোগীতে এতাদৃশ "সাংঘাতিক স্নায়ুশূল" হওয়া আমি জানি, তন্মধ্যে তিন জনের উদরে ও চতুর্থের জঙ্ঘা প্রদেশে এই বেদনা হইয়াছিল। তরুণ রেমিটেণ্ট জ্বরে বিকার, লো (Low) বা নিস্তেজক অবস্থা কিম্বা অন্য কোন তরুণোপসর্গ হঠাৎ উদ্ভব হেতু মৃত্যু ঘটে; কিন্তু এই প্রাচীন লগ্নজ্বরের মৃত্যু প্রায়ই শোথ, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, কাশি, ক্যাঙ্ক্রামওরিস ইত্যাদি হইতে উপস্থিত হয়। যদি এই লগ্নজ্বর তরুণত্ব ধারণ করিয়া কখন রেমিটেণ্ট জ্বরে পরিণত হয়, তখন তাহার অনেক উপসর্গ উক্তজ্বরের উপসর্গের মতই হইয়া থাকে। উপরোক্ত তিন জাতীয় প্রাচীন ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে সাধারণ লোকে "ম্যালেরিয়ায়-ভোগা," "কুইনাইন-আটকান-জ্বরে-ভোগা" ইত্যাদি প্রকারে বলিয়া থাকে।

## ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের প্রথম প্রশাখা।

# সবিরাম জ্বর বা ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার।

Intermittent fever

সম-সংজ্ঞা—বিষম-জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, এগু (Ague) অবকাশ-প্রাপ্ত-জ্বর, নির্দ্দিষ্ট-সাময়িক-জ্বর, পর্য্যায়-জ্বর, সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর।

রোগ-পরিচয়—শীত ও কম্প হইয়া শরীর উষ্ণ হইলে ইহাকে লোকে বলে জ্বর আসিল,——ঘর্ম্ম হইয়া শরীর শীতল ও স্বাভাবিক হইল, লোকে জানিল জ্বর ছাড়িল। এই প্রকার প্রতিদিন একবার মাত্র জ্বর হইলে তাহাকে (Quotidian) কোটিডিয়ান ফিবার বা ঐকাহিক জ্বর বলে; ইহার নামান্তর দৈনিক, অন্যেদ্যুষ্ক বা মাংসগত জ্বর। ৪৮ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হইলে তৃতীয়ক, ত্র্যহিক, ত্র্যক্ষ, মেদোগত জ্বর পালাজ্বর বা টার্সিয়ান (Tertian) জ্বর বলে। ৭২ ঘণ্টা অন্তর জ্বরকে চতুর্থক, অস্থিমজ্জাগত বা কোয়ার্টান (Quartan) জ্বর কহে। দিবা রাত্রি মধ্যে "দুইবার জ্বরকে" দ্বৌকালীন বা সততক জ্বর বলে, ইংরাজি নাম ডবল কোটিডিয়ান ফিবার; ইহা বৈদ্যক মতে রক্তাশ্রিত। দ্বৌকালীন জ্বর অতি কঠিন জ্বর, ইহার আরোগ্য অতি কৃচ্ছ সাধ্য; এলোপ্যাথিকভাবে কুইনাইন প্রয়োগে এ জ্বর কখনও আরোগ্য হয়না, বরং আরও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। হোমিওপ্যাথিকমতে ইহার ভাল ভাল ঔষধ আছে। ডবল টার্সিয়ান, ডবল কোয়ার্টান ইত্যাদি কতক গুলি নাম বিশেষ গুরুতর নহে, তজ্জন্য উল্লেখ করিলাম না। কখন দিবা রাত্র মধ্যে তিন চারিবার জ্বর দেখা যায়। পিত্তাশ্রিত জ্বরে একদিন জ্বর অধিক ও একদিন অল্প পরিমাণ হয়। এই জ্বর ঠিক সপ্তাহে ২, পক্ষে ২, মাসে ২, বৎসরে ২ হইতেও দেখা যায়। কাহারও প্রতি বৎসর শরতে, কাহারও বসন্তে এই জ্বর হয়। অনেক সময় এই জ্বর এত "নির্দ্দিষ্ট সাময়িক" যেন ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় চুলমাত্র এদিক ওদিক না হইয়া যথাকালে প্রত্যেক বার উপস্থিত হয়। কখন বা বিশেষ কোন নিয়ম বা সময় সম্বন্ধে

বাঁধাবাঁধি দেখা যায়না; একদিন দুই প্রহরে, অন্যদিন প্রাতে, কোন দিন বা রাত্রিতে জ্বর হইয়া থাকে। জ্বর প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় আগুড়ি হইয়া আসিলে তাহাকে অগ্রোপসারক বা এণ্টিসিপেটিং (Anticipaiting) বলে; এ ভাবে জ্বর আসা ভাল নহে। পক্ষান্তরে জ্বর যদি দুই এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে পিছিয়ে আইসে, তবে তাহাকে পশ্চাদপসারক বা পোষ্টপোনিং (Postponing) বলে; ইহা শুভলক্ষণ মধ্যে গণ্য। কখন২ জ্বরের সময়কালে জ্বর না আসিয়া ঠিক সেই সময় কেবলমাত্র ঘর্ম্ম, ভেদ, বমন, রক্তভেদ, স্নায়ুশূল বা অন্য কোন প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, ইহাকে গুপ্তজ্বর (Masked Fever) বলে; কেহ কেহ ইহাকে ছদ্মবেশী জ্বরও বলিয়াছেন। শীত না হইলে তাহাকে শীত বিহীন জ্বর বা ডাম্বএগু (Dumb ague) বলে।

সবিরাম জ্বর কখন কখন প্রথম হইতেই সবিরাম ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া প্রকাশ পায়। কখন বা স্বল্পবিরাম জ্বর আরোগ্য পথে উপস্থিত হইলে সবি-রামভাব ধারণ করে। প্রথম কতকদিন পর্য্যন্ত সবিরাম জ্বরের তরুণ স্বভাব থাকে, তৎপর ইহা প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হয়; কখন বা আরম্ভের প্রথম হইতেই প্রাচীন ভাবাপন্ন থাকে। ইহার তরুণাবস্থায় অনিয়ম বা স্নান আহার সহ্য হয় না। অনেক সময় তরুণ অবস্থা হইতে ইহা সহজেই স্বল্প বিরাম জ্বরে পরিণত হয়। প্রাচীন হইলে স্নান ও আহার সহ্য হয়।

রোগ পরিচয়ের শিরোভাগে এক প্রকার বলা হইয়াছে যে, এই জ্বরের তিনটী অবস্থা——(১) শীত,——(২) তাপ,——(৩) ঘর্ম্ম :——

১। শীতাবস্থা——এই অবস্থায় রোগীর শীত ও কম্প হয়। হস্ত, পদ শীতল হইয়া যায়। মুখ মণ্ডল পীংশেবর্ণ ধারণ করে। রোগী লেপ বা কম্বলে আবৃত হইয়া থাকিতে চায়। এতৎসঙ্গে কখন কখন গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশির ভাব হয়। কখন বা জ্ঞানহারা হয়; কিম্বা কোল্যাপ্স্ উপস্থিত হইয়া থাকে; কখন বা কন্‌ভাল্‌শন্ দেখা যায় ও অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ করে। শীতাবস্থার স্থায়িত্বকাল সামান্য কয়েক মিনিট কিম্বা ৩।৪।৫ ঘণ্টা। কোন কোন সময় এই অবস্থায় জল তৃষ্ণা পায়। অঙ্গুলীর

অগ্রভাগ, ওষ্ঠ, কখন বা সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়। নাড়ী প্রায়ই ক্ষুদ্র ও ঘন গতি বিশিষ্ট, এবং সময় সময় অসম হয়।

২। উষ্ণ বা তাপাবস্থা——এই অবস্থায় প্রায়ই মাথা বেদনা থাকে। মুখ উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে। চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ ও খস্‌খসে প্রায় হয়। গাত্রোত্তাপ ১০১।১০২। ১০৩। ১০৫। ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সচরাচর হয়; কখন কখন ১০৮ ও ১১০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার সঙ্গে কখন২ শীতও বর্ত্তমান থাকে। বমন ও গাত্রদাহ দুইটি প্রধান লক্ষণ। নাড়ী বেগবতী, বলবতী ও পূর্ণা। কন্‌ভাল্‌শন্‌ ও ডিলিরিয়াম্‌ দেখা যায়। প্রায়ই তৃষ্ণা থাকে। উষ্ণাবস্থার স্থায়িত্ব ৩ হইতে ৮ কিম্বা ১৮ ঘণ্টা। কখন কখন একদিন তাপ অধিক হয় ও একদিন কম হয়।

৩। ঘর্ম্মাবস্থা——কপালে এবং সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম হয়। প্রায়ই শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতৎ-সঙ্গে বহুপরিমাণ মূত্রত্যাগ ও উদরাময় হইয়া থাকে।

বিজ্বর অবস্থায়, যদি কোন যান্ত্রিক পীড়া না থাকে, তবে প্রায়ই সুস্থ শরীরের ন্যায় বোধ করে। ইহার আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক পীড়া গুলীর মধ্যে, প্লীহার বিবৃদ্ধিই সর্ব্ব প্রধান। তৎপর যকৃতের কঞ্জেচশন্‌, প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি; কন্‌ভাল্‌-শন্‌, মেনিঞ্জাইটিস্‌, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য; ব্রঙ্কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া, রিউ-মেটিজম্‌, পেরিকার্ডাইটিস্‌, এবং হাঁপানি, রক্তক্ষীণতা ইত্যাদি কয়েকটী উপসর্গ প্রধান।

রোগ-নির্ব্বাচন-তত্ত্ব—হেক্‌টিকজ্বর সহ ভ্রমসম্ভব। সেস্থানে যক্ষ্মাদি রোগ আছে কি না? কিম্বা কোন প্রকার পূঁয এই প্রকার জ্বরের মূল কারণ কিনা? তাহা তত্ত্ব করিলেই এ ভ্রম সম্বন্ধে দূর হইতে পারে।

চিকিৎসা————ইহার বিস্তারিত চিকিৎসা, "জ্বর চিকিৎসার পথ-প্রদর্শিকা" মধ্যে এবং জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার জ্বর নিচয়ের বিস্তারিত চিকিৎসা সঙ্গে একই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ..... ........দেখ।

---

## ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের দ্বিতীয় প্রশাখা।

# রেমিটেণ্ট ফিবার বা স্বল্প বিরাম জ্বর।

(Remittent fever)

নাম-সংজ্ঞা—সন্তত-জ্বর, লগ্নজ্বর, তরুণ লগ্নজ্বর, একজ্বর, অবিচ্ছেদ-ম্যালেরিয়া জ্বর, নির্ব্বিচ্ছেদ-ম্যালেরিয়া জ্বর, স্বল্প-বিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর।

রোগ-পরিচয়—ইহা তরুণ জ্বর ও সদালগ্ন থাকে এবং দিবসের কতক সময় তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরাম দৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই ইহার নাম স্বল্প-বিরাম জ্বর। এই কিঞ্চিৎ বিরাম অবস্থাকেই ইংরাজিতে রেমিশন বলে। (ইহা ইণ্টারমিশন নহে; ইণ্টারমিশন অর্থে সম্পূর্ণ বিরাম, যাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বরের নাম করণ হইয়াছে)। এই জ্বর উষ্ণ প্রধান দেশের পীড়া। ইহা প্রায়ই প্রথম হইতে রেমিটেণ্ট বা একজ্বর ভাবে প্রকাশিত হয়; কখনবা সবিরাম জ্বরের অবস্থা খারাপ হইয়া স্বল্প বিরাম জ্বরে পরিণত হয়; ইহা পূর্ব্বেই দুই তিনবার বলা হইয়াছে। সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বর উভয়ই ম্যালেরিয়া হইতে উদ্ভূত; তবে বিশেষ কারণ ভেদে এই প্রকার অবস্থার ভেদমাত্র হয়। আমাদের দেশে রেমিটেণ্ট ফিবার প্রায়ই কঠিন ও গুরুতর আকার ধারণ করে। জ্বর না ছাড়িলে চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; কারণ জ্বর না ছাড়িয়া ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে নানা প্রকার উপসর্গ ও বিকার-লক্ষণ, কিম্বা নির্জ্জীব-অবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন সংশয় করিয়া তোলে। অতএব বিশেষ অবধানতা সহ যাহাতে সহজে জ্বর পরিত্যাগ হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। লক্ষণ——প্রায় জ্বরেই ইহার পূর্ব্বলক্ষণচয় প্রকাশিত হয়। কখন কখন হঠাৎ জ্বরের আক্রমণ লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথমে জ্বরের আরম্ভে পাকস্থলীর উত্তেজনা জনিত লক্ষণ (ওক্কার, বমন, তৃষ্ণা, অরুচি) তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অলসতা, মুখশ্রী উজ্জ্বল ও চক্ষু ছল্ ছলে হইয়া থাকে। কখন কখন শীত ও কম্প হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই স্পর্শ

শীতাবস্থা না হইয়া একবারেই উত্তাপের উদ্ভব হয়। উষ্ণাবস্থাই এই জ্বরের প্রধান অবস্থা। ইহাতে জ্বর সর্ব্বদা দিবারাত্রি লগ্ন থাকে। দিবারাত্রি মধ্যে শরীর কখনও ঠাণ্ডা হয়না, তবে দিবসের কোন এক সময় উত্তাপের কতকটা ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়েনা। এই লক্ষণটীকে রেমিশন বা স্বল্পবিরাম বলে। উত্তাপের বৃদ্ধি অবস্থায় ১০২। ১০৩। ১০৪ কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সচরাচর জ্বর দেখা যায়। কখন কখন, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চর্ম্ম রুক্ষ ও খসখসে, মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কখন ডিলিরিয়াম্ হইয়া থাকে। অনেক সময় বমনেচ্ছা ও বমন এবং তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত ও অপরিষ্কৃত থাকে। পীড়ার মন্দ অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে।——নাড়ী কোমল, নমনীয়, ঘনগতি, পূর্ণ, অথবা ক্ষুদ্র। প্রায়ই ৬। ১২। ২৪ ঘণ্টা কখনবা ৩৬। ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে জ্বরের উগ্রভাব কিঞ্চিৎ রেমিশন বা স্বল্পতা হয়, এবং তাহাতে কখন কখন ঘর্ম্ম দেখা যায়। প্রায়ই জ্বর প্রাতঃকালে রেমিশন্ এবং মধ্যাহ্ন কালে বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় শেষরাত্রে মৃদুভাব ধারণ করে। প্রাতর্ভাগে জ্বরের বৃদ্ধি অথবা ২৪ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরের বেগ দিলে তাহা কঠিন জ্বর বলিয়া জানিবে। আরোগ্য অবস্থা আরম্ভ হইলে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জ্বরে চর্ম্ম হলদপানা হইয়া এবং কখন কখন রক্তস্রাব ও তৎসহ কালবমন হইয়া পীতজ্বর সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং নেবা (পাণ্ডু বা কামল) হয়। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, সময় সময় এই যন্ত্রদ্বয়ে বেদনা; এবং প্রস্রাব গাঢ়বর্ণ ও অল্প পরিমাণ হয়; ইহাতে ইউরিয়ার ভাগ অধিক এবং ইউরিক্-এসিডের ভাগ কম হয়। (জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ৪১১ ও ৪১৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রায়শঃ ঘর্ম্ম হইয়া ও ক্রাইসিস দ্বারা, কখন বা আস্তে আস্তে জ্বর পরিত্যাগ পায়। কখন বা ইহা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ ইহার ভোগকাল ৫। ৭। ৮। ১০। ১২। ১৪। ১৫। ১৭। ১৮। কিম্বা ২১ দিন। পীড়া কঠিন হইলে এই সমস্ত দিনের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ সময় লাগে। প্রায়ই

দেখা যায় যে, এই সমস্ত দিনে জ্বর পরিত্যাগ পায়, বা মৃদুভাব ধারণ করে, কিম্বা বিকারাদি নানা প্রকার উপসর্গযুক্ত হয়, অথবা রোগীর মৃত্যু ঘটে।

সুচিকিৎসা হইলে প্রায় রোগীই আরোগ্য লাভ করে। ম্যালেরিয়া বিষ-জনিত বিকার, অথবা বলক্ষয় হইয়া নিস্তেজাবস্থা, বা হঠাৎ কোন উৎকট উপসর্গ (অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, প্রস্রাব কিম্বা অতিসার) ইত্যাদি হইতে এই জ্বরে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

আমাদের দেশে ভয় জনিত এক প্রকার রেমিটেণ্ট জ্বর জন্মে; তাহার দুই একটী রোগীতে নিতান্ত ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়াছি। অনেকের এই ভয় জনিত জ্বর মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় রোগাভিজ্ঞ ডাক্তার মরহেড রেমিটেণ্ট জ্বরের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ অনুসারে তাহাদিগকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকারভেদ করিয়াছেন।} :—

(১) সাধারণ রেমিটেণ্ট জ্বর—ইহার লক্ষণ এক প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহাতে বিশেষ কোন উৎকট উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। ক্ষেত্র ও অবস্থানুসারে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ইহার বিভিন্ন প্রকারে হ্রাস বৃদ্ধি হয়;— (ক) কোন জ্বরের, বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ও তৎপর পুনঃ বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সামান্য বিরাম, তাহা মন্দ নহে। (খ) অন্য প্রকার জ্বরে, দুই প্রহর রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি তৎপশ্চাৎ অবশিষ্ট সময় রেমিশন।—(গ) অন্য আর এক প্রকার জ্বর; বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি, তৎপশ্চাৎ রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রেমিশন; আবার পুনরায় রাত্রি দুই প্রহর হইতে বৃদ্ধি হইয়া আগামী প্রাতে রেমিশন হয়, এই রেমিশন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকে এবং পূর্ব্ব দিনবৎ বেলা দুই প্রহরে পুনঃ জ্বরের বেগ দিয়া এতাদৃক রূপে প্রত্যহই দুই-বার করিয়া জ্বরের বেগ-বৃদ্ধি হয়; এই প্রকার দিবসে দুইবার বেগযুক্ত জ্বর সহজ নহে, ইহা কঠিন পীড়া। ইহা সবিরাম দ্বৈকালীন জ্বরের রূপান্তর মাত্র অর্থাৎ ইহা স্বল্প বিরাম অবস্থায় দ্বৈকালীন, এই মাত্র প্রভেদ।— অন্য আর এক প্রকার জ্বরের এক দিন পর এক দিন বৃদ্ধি; বৃদ্ধির কাল এক দিন সকালে এবং অন্য দিন গোধে।

(২) ইন্‌ফ্ল্যামেটরি-রেমিটেণ্ট জ্বর— ইহাতে কোন প্রকার স্থানীয় প্রদাহ থাকে না; কেবল রেমিটেণ্ট জ্বর অত্যুগ্রভাবে প্রকাশ হইলেই, তাহাকে এই নামে ডাকা যায়। এই প্রকার জ্বর সতেজ বক্তশীল কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে নূতন আসিলে তাহার হইয়া থাকে। (Sea Page 61, Morehead's diseases of India )

(৩) অবিরাম ভাব ধারণ-স্বভাবযুক্ত স্বল্পবিরাম জ্বর— ইহা অবিরাম ভাব ধারণ করিয়া রোগীকে নিতান্ত নির্জ্জীব করিয়া ফেলে। যে সমস্ত স্বল্পবিরাম জ্বর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার দিবসে ও একবার রাত্রে এই দুই-বার করিয়া রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা প্রায়ই দুই চারি দিন মাত্র স্বল্পবিরাম অবস্থায় থাকিয়া অবিরাম অবস্থায় পরিণত হয়, অর্থাৎ তখন দিবা রাত্রি জ্বর সমভাবে লগ্ন থাকে, এবং কিছু মাত্র ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয় না। (অবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ব্যাখ্যা ৪১৩, ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখ)।—এই প্রকার হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে ম্যালেরিয়া বিষ ক্রমে শরীরে প্রবলরূপে বিকাশিত হয়, অথবা ক্রমে রোগীই নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায়, কিম্বা প্রথমে সুচিকিৎসার অভাব থাকে এবং নানা প্রকার দুর্ব্বলতা উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ হয়, সেই জন্য স্বল্প বিরাম জ্বরের এই প্রকার অবিরামাবস্থা হইয়া উঠে। —অবিরাম অবস্থায় পরিণত হওয়ার পরে (প্রায়ই অষ্টাহ পরে, কখন কখন রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইলে ইহার পূর্ব্বেই) নানাবিধ স্থানীয় প্রদাহের ও অন্যান্য প্রকারের নূতন নূতন উৎকট লক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। নাড়ী নিতান্ত দুর্ব্বল ও ঘনগতি-বিশিষ্ট; এবং জিহ্বা শুষ্ক ও মেটেবর্ণ হয়। এবং জিহ্বা বাহির করিবার সময় কাঁপে। হস্ত এবং কর সমস্তও কম্পিত হইতে থাকে। এতৎসঙ্গে প্রলাপ বকা, তন্দ্রা, অজ্ঞান অবস্থা, ইত্যাদি বৈকারিক লক্ষণচয় আরম্ভ হইয়া রোগী নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে; ও অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

(৪) কঞ্জেচশন যুক্ত রেমিটেণ্ট ফিবার— ইহাতে জ্বরের প্রথম বা শীতাবস্থায় স্নায়ু বিধান এবং রক্তাবর্ত্তনচক্রস্থ-যন্ত্রনিচয়ের (Circulatory system) অবসাদ অবস্থা হয়। তাহাতে নাড়ী ক্ষীণ ও গাত্রশীতল হইয়া যায়; দীর্ঘভাবে

এবং টানিয়া টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতে থাকে; সিক্রিশন্স অর্থাৎ ক্ষরণ পদার্থ সমস্ত দূষিত হইয়া নানাবিধ অবস্থা জন্মে। আলস্য এবং তন্দ্রা এতৎসহ দেখা যায়। এই জ্বরের সঙ্গে ওলাউঠার অনেক সাদৃশ্য আছে; ওলাউঠার কোল্যাপস বা অবসান অবস্থা ইহার কঙ্গেষ্টিভ বা শীতাবস্থার প্রায় তুল্য, ওলাউঠার প্রতিক্রিয়ার অবস্থা হইতে উদ্ভূত জ্বর, কঞ্জেষ্টিভ ষ্টেজের পরবর্ত্তী জ্বরের সঙ্গে অনেকাংশে ঐক্য হয়। এই জ্বরের কঞ্জেচ্শন বা শীত অবস্থাতেই সত্বরে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়; তাহাতে শীতান্তের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তাপাবস্থা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে অবসর পায় না। শীতকালে, ক্ষীণকায় এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে এই প্রকার জ্বর দেখা যায়। ম্যালেরিয়া বিষের অতি প্রখরতাই ইহার কারণ। কখন কখন এই জ্বরের শীতাবস্থার পর উষ্ণাবস্থার প্রকাশ হইতে সময় পায়; এরূপ হইলে অনেক রোগী সুচতুর ও মনোযোগী চিকিৎসকের হস্তে রক্ষা পাপ্ত হয়, এমন দেখা গিয়াছে। কখন কখন এই জ্বর ইতঃপূর্ব্বোক্ত অবিরাম-অবস্থাও প্রাপ্ত হইতে পারে।—এতাদৃশ অবিরাম জ্বরে পরিণত স্বল্প-বিরাম জ্বর সম্বন্ধে এইক্ষণ যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইল কখন কখন তদপেক্ষাও বহু পরিমাণে অধিকতর "সাংঘাতিক সান্নিপাতিক" বা ম্যালিগন্যাণ্ট লক্ষণ-নিচয় দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—গাত্রে পেটিকিয়া নামক দূষিত রক্তপিত্তবৎ চর্ম্মোৎপাত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং দাস্তের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত, বমনে রক্ত অথবা কাল মোট বর্ণের তরল পদার্থ বমন, কিম্বা রক্ত বাহ্যি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কঠিনতর রক্তস্রাবাদি লক্ষণযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বরকে ম্যালিগন্যাণ্ট রেমিটেণ্ট জ্বর বলে। (৪১৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

(৫) ছদ্মবেশী বা গুপ্ত-স্বল্পবিরামজ্বর——ছদ্মবেশী-সবিরামজ্বরের কথা বলা গিয়াছে। এজ্বরও প্রায় তাদৃশ স্বভাবাপন্ন। জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময়, বিশেষ উত্তাপ লক্ষিত হয়না, তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত অস্থিরতা, খিটখিটে-স্বভাব, অসংলগ্ন মানসিক অবস্থা, হস্তকম্পন, জিহ্বার মধ্যভাগ ক্লেদাবৃত্ত, উদ্গার, বমন ও উদরাময় দেখা যায়। রেমিশন স্পষ্ট। প্রত্যেকদিন এই প্রকার বেগ বৃদ্ধির সময়কালে ক্রমে ক্রমে নাড়ী দুর্ব্বল হইতে থাকে;

জিহ্বা কম্পনযুক্ত ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। হস্ত কম্পন, ও বিকারের বিড়-বিড় করিয়া প্রলাপ বকা ও ডিলিরিয়াম দেখা যায়। এবং অসম্ভবনীয়-রূপে হঠাৎ দশম কিম্বা দ্বাদশ দিবসে ডিলিরিয়াম, কোমা বা অচৈতন্য অবস্থায় পরিণত হয় ও তাহাতেই মৃত্যু ঘটে।————আবার অনেক রোগীতে দেখা গিয়াছে যে, জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময় অত্যন্ত কোল্যাপ্‌স্ বা পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(৬) স্বল্পবিরাম জ্বরের আকস্মিক কোল্যাপ্‌স্ বা পতন অবস্থা——জ্বরের রেমিশন সময়েতে হঠাৎ নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষীণ এবং শরীর শীতল হইয়া শেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। জ্বরের সাত, আটদিন মধ্যে এই প্রকার হইতে দেখা গিয়াছে।

(৭) অনেক রেমিটেণ্ট জ্বরে, জ্বরের বেগ বৃদ্ধির সময় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হয়না।

ভাবীফল——প্রায়ই সুচিকিৎসা হইলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহা কঠিন পীড়া।

রোগ-নির্ব্বাচন-তত্ত্ব—টাইফয়েড্ জ্বর, ইয়েলো জ্বর, এবং নিউমো-নিয়া ইত্যাদিসহ রেমিটেণ্ট জ্বরের ভ্রম হওয়া নিতান্ত সম্ভব। স্থির চিত্তে প্রত্যেকের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের কয়েকটী উপসর্গ এবং বিপদজনক অবস্থাঃ——

(১) জ্বর-পরিত্যাগ কালে হঠাৎ অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, প্রস্রাব কিম্বা অতিসার হইয়া রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে; সে জন্য চিকিৎসক বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

(২) বিকার ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় উপসর্গ।——নিদ্রালুতা, তন্দ্রা ও আলস্য, বিকার বা ডিলিরিয়ামাদি (২১৬ পৃঃ দেখ), ভ্রম ও মোহ, এবং তৎ-পশ্চাৎ কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা ইত্যাদি উপসর্গ প্রধান——ডিলিরিয়াম সচরাচর দুই প্রকার অবস্থায় দেখা যায়।——(ক) জ্বরের প্রথম ভাগে

সপ্তাহ পূর্ণ না হইতেই ডিলিরিয়াম আরম্ভ হয়; অত্যন্ত শিরঃপীড়া, উজ্জ্বল মুখশ্রী, চক্ষু রক্তবর্ণ, বিকারে বল প্রকাশ সহ নানাভাবে ক্রিয়াশীল হইতে থাকা— যথা লম্ফ, ঝম্ফ, পদাঘাত ও করাঘাত করা কামড়ান ইত্যাদি। বিকারের প্রথম প্রথম হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয় না; এই প্রকার ডিলিরিয়াম প্রায় সবল ব্যক্তিদিগের হইয়া থাকে। রোগী নিতান্ত সবল না হইলে কখন সামান্য শিরঃপীড়া, নাড়ী দুর্ব্বল ও অসংলগ্ন প্রলাপ, ডিলিরিয়ামে দেখা যায়। এই প্রকার ডিলিরিয়ামের প্রথম ভাগে রোগীর অবস্থা বিশেষ নিজ্জীব বোধ হয় না। জ্বরের-বেগ বৃদ্ধির সময়ে ডিলিরিয়ামের, আধিক্য লক্ষিত হয়। রেমিশন বা বিরাম অবস্থায় ডিলিরিয়াম মৃদুভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিরাম পায় না, এবং পুনরায় জ্বর-বেগের বৃদ্ধি সহকারে ডিলিরিয়াম প্রবল বেগে প্রকাশিত হয়। যদি সুচিকিৎসা দ্বারা এই জ্বর এবং ডিলিরিয়ামের যথাকালে উপশম না হয়, তবে ঐ ডিলিরিয়াম হইতে ক্রমে ক্রমে মোহ, তৎপশ্চাৎ কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ-সংশয় করে। এই শেষ দশা প্রায়ই জ্বর-বেগের অবনত অবস্থার আরম্ভ সময়ে দেখা যায়, ইহাতে হৃৎপিণ্ডের অবসন্নাবস্থা হইয়াই রোগীর অন্তিম অবস্থা ঘটিয়া থাকে।——(খ) দ্বিতীয় প্রকারের ডিলিরিয়াম প্রায়ই জ্বরের ৮। ১০। ১২ দিনে দেখা যায়, কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা ভাল থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক দিনে এবং তাদ্বিপরীতে অপেক্ষাকৃত অল্প দিবস মধ্যেই ডিলিরিয়াম প্রকাশ পায়; রোগী আস্তে আস্তে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে; ইহাতে উজ্জ্বল মুখশ্রী বা মাথা বেদনা হয় না; রোগী নিতান্ত নিজ্জীবাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে এবং তল্লক্ষণ সমস্ত যথা— হস্ত ও অঙ্গুলীর কম্পন, খিলধরা বা টাঁস, জিহ্বা শুষ্ক ও কম্পনযুক্ত, নাড়ী চঞ্চল ও দুর্ব্বল ইত্যাদি হতাশকর অবস্থা প্রকাশ হইতে থাকে। পীড়ার উপশম না হইলে এবং কোল্যাপ্স্ দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট না হইলে ডিলিরিয়াম ক্রমে মোহ অবস্থায় পরিণত হইয়া তৎপর ক্রমে ক্রমে অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং রোগীকে শমন সদনে প্রেরণ করে। পূর্ব্বে যে মোহ অবস্থা বলিলাম, তাহাতে মোহ, তন্দ্রা, আলস্য এই তিনটীই থাকে;

——এই মোহ-অবস্থা, ডিলিরিয়াম বা বিকারের পূর্ব্ব ভাগে থাকিলে তাহা নিতান্ত ভয়াবহ ও দোষকর নহে কিন্তু ডিলিরিয়ামের পর এই মোহ বা তন্দ্রা দেখা দিলে তাহা গুরুতর লক্ষণ; মস্তিষ্কের নিম্নভাগে জলসঞ্চয় হইলে এ প্রকার মোহ হইয়া থাকে। ডিলিরিয়ামের পূর্ব্বভাগের তন্দ্রা ও আলস্য পেসিভ-কনজেচ্‌শন (Passive Congestion) জন্য হয়।

(৩) কখন কখন ডিলিরিয়াম ও অচৈতন্যাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কনভাল্‌শন হইতে দেখাযায়। মস্তিষ্কের কনজেচ্‌শন বা কোনপ্রকার প্রদাহ জন্য-ডিলিরিয়ামে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বিশেষউত্তেজনাথাকিলে ইহার উৎপত্তি হয়

(৪) পাকস্থলীর উত্তেজনা জনিত উপসর্গ;—যে স্বল্পবিরাম জ্বরে পাকস্থলী-স্থানে অসুখ ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে, কখন কদাচিৎ বমন হয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগ অথবা পার্শ্ব-দেশ লাল দেখা যায়, তাহাকে গ্যাস্‌ট্রিক রেমিটেণ্ট বলে।——এবং যে স্বল্পবিরাম জ্বরে পুনঃ পুনঃ বমন হয়, বমিত পদার্থে পিত্ত মিশ্রিত থাকে এবং জিহ্বাটী হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদাবৃত, কিন্তু তাহার পার্শ্ব-দ্বয় এবং অগ্রভাগ লাল নহে, সেই জ্বরকে বিলিয়াস রেমিটেণ্ট বলে। ডাং মারচিসন এই দুই জ্বরকে টাইফয়েড্ জ্বরের রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করেন।

(৫) নেবা বা কামলাজনিত উপসর্গ—— ইহাতে চক্ষু, ত্বক ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ হয়; মল ফেঁকাশে, সাদা কিম্বা হরিদ্রাক্ত; যকৃৎ স্থানে টিপিলে বেদনা; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ; সমস্ত গাত্রে বেদনা।

(৬) প্লীহা ও যকৃতের কঞ্জেচ্‌শন বা বিবৃদ্ধি হয়, কখন কখন এই সমস্ত যন্ত্রের অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

(৭) নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিস্—— স্বল্পবিরাম জ্বরের এই দুইটী নিতান্ত-গুরুতর উপসর্গ। এই জ্বর চিকিৎসার সময় ষ্টেথস্‌কোপ দ্বারা বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা, এবং এই উপসর্গ দ্বয় বর্ত্তমান আছে কি না, তাহ পরিষ্কার রূপে বুঝা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা—— জ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার বিস্তারিত চিকিৎসা সহ একস্থানে দেওয়া হইয়াছে.......................... পশ্চাৎ দেখ।

# জ্বর-চিকিৎসা।

## ( ১ )

জ্বরের প্রকৃতি-ভেদানুসারে ঔষধ-মনোনয়ন-শিক্ষা।

[এই মনোনীত ঔষধ নিচয় হইতে, পশ্চাল্লিখিত বিশেষ-ভৈষজ্য-তত্ত্ব সাহায্যে, চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটী নির্ব্বাচন সহজেই করা যায়।]

১। অগ্রোপসারক বা এণ্টিসিপেটিং জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আইসে)— এণ্টি-টার্ট, **আস বেল, **ব্রাই, **চায়নি-সা **চায়না, ইউপেটো-পারফো, *গ্যাম্বো, ইগ্নে, **ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ

অগ্রোপসারক, প্রতি দিন দুই ঘণ্টা করিয়া— ক্যামো।

„ এক দিন পর এক দিন— ন্যাট্রাম, নক্স ভ।

„ প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া — **আর্স।

„ প্রতিদিন বহুসংখ্যক ঘণ্টা করিয়া— এণ্টি-টার্ট।

„ প্রত্যেকবার আক্রমণে এক হইতে তিন ঘণ্টা করিয়া— চায়নি-সাল্ফ, চায়না।

অগ্রোপসারক, অতি কদাচিৎ—বেল, ইগ্নে, মার্কিউরিয়াস্।

অগ্রোপসারক,বা পশ্চাদপসারক— **ব্রাই, গ্যাম্বোজ, **ইগ্নে।

২। পশ্চাদপসারক বা পোষ্টপোনিং (যে জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে হয়)— এলষ্টোন্,সিনা,সিঙ্কোনা,**গ্যাম্বোজ, ইগ্নে, ইপিকাক।

৩। জ্বরের আক্রমণ বা বৃদ্ধি অনিয়মিত —**আর্স, ইউপেটো-পারফো, ইগ্নে, * ইপিকাক, মিনিয়াস্থ, ** নক্স-ভ, **পাল্স, স্যাম্বু।

জ্বরের আক্রমণেরও কোন নিয়ম নাই এবং শীত, তাপ, ঘর্ম্মাবস্থাও অনিয়মিতভাবে দেখা যায়—**নক্স-ভ **আর্স, *ইপিকাক।

জ্বর, অনিয়মিত-ভাবে হয় এবং তাহাতে দীর্ঘকাল শীত ভোগ, সামান্য উত্তাপ, তৃষ্ণা নাই—**পাল্স।

„ „ „ এবং তাহাতে সামান্য শীত, দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ, তৃষ্ণা নাই— **ইপিকাক।

„ „ „ এবং তাহাতে জ্বরের

অবস্থাত্রয়ের একতম অবস্থার অভাব —*এপিস, এবানিয়া, **আর্স, বোভি, ক্যাম্ফর, ড্রসিরা, মিনিযান্থ, মেজি, ভিরাট।

৪। জ্বরাক্রমণ সময় নিয়মিত—চায়নি-সা, চায়না সিনা।

,, ,, কিন্তু অবস্থাত্রয় অনিয়মিত — *ওপিযাম্।

,, ,, এবং অবস্থাত্রয়ও নিয়মাবদ্ধ— **চায়নি-সা।

জ্বর, ক্রমে কঠিনভাব ধারণ করে— আর্স ব্রাই ইউপেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি নক্স-ভ, ** পাল স।

৫। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ নিতান্ত স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইস্কিউ, এঙ্গাসটরা, ** এবানিয়া, ক্যাকটাস, ক্যাপসি **সিড্রন, * সিনা, ** জেল স, পডো, স্পাইজি।

৬। নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ লক্ষিত, হয়না— একোন, এন্ট্‌ া, এমোনি-মি, নেল, ক্যামো, ক্যান্থা, কার্ব্ব-ভ, কার্ব্ব এনি, কষ্টি, চেলি, সিকুটা, কলোসি, ম্যাগে-কা, সোরি।

৭। জ্বর, প্রতিদিন একই সময়ে-**এবানি **সিড্রন, **জেলস, *স্পাইজি, *স্যাবাডি এনাকা, *এঙ্গাসটুরা, ক্যাকুটা, ষ্ট্যান্না, (সোরি)।

,, প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে—ইউ-পেটো-পারফো।

,, একদিন পর একদিন—**এরানি, **সিড্রন, *ন্যাট্রা-মি, *চায়নি-সাল ফ, চায়না, এন্টি-ক্রুড।

,, একদিন পর একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময়—** লাইকো।

৮। জ্বর, সপ্তাহান্তর— *এমোনি-মি, *চায়না *লাইকো, ক্যান্থা, মিনিয়ান্থ, প্ল্যাণ্টেগো।

৯। জ্বর, পক্ষান্তে **আর্স, *এমোনি-মি, ** ল্যাকে, ক্যাল কে, *চায়না, চায়নি-সাল ফ প্ল্যাণ্টেগো পাল স।

১০। জ্বর, একশ দিন পর—*চায়নি-সাল ফ, ম্যাগে-কা।

১১। জ্বর, পরিবর্ত্তনশীল—** ইগ্নে, ** পাল স, * ইলাট, মিনিয়ান্থ, ইউপেটো-পারফো।

,, ,, অথবা কুইনাইন ব্যবহারের দরুণ—*ইলাট, **ইউপেটো-পারফো, *ইপিকা, আর্স, আর্ণি, ইগ্নে।

,, পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তনশীল, এমন কি দুইটী দিনেরজ্বরও এক রকম হয়না —*পাল স, *ইলাট, ইগ্নে।

১২। জ্বর, তরুণ ইণ্টারমিটেণ্ট অর্থাৎ

অধিক ঃ— ইস্কিউ, আর্স, চায়না, ডাল্‌কা, ইলাটি, ইউপেটো-পারফো, গ্যাম্বো, লাইকো, নক্স-ভ, হ্রাস্‌।

১৫। কোয়ার্টানজ্বর (চতুর্থকজ্বর, ৭২ ঘণ্টা অন্তর) — একোন, এনাকা, এণ্টি-ক্রুড, আর্ণি, **আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব্ব ভ, চায়না, সিনা, কেমো, কফি, ইলাটি, **হাইয়স, ইগ্নে, **আইয়ড, ইপিকাক, ল্যাকে, লাইকো, **মিনিয়ান্থ, *ন্যাট্রা-মি, *নক্স-ভ নক্স-ম, পডো, **পাল স, হ্রাস, প্ল্যাণ্টেগো, **স্যাবাডি, **ভিরাট।

ডবল কোয়ার্টান জ্বর (ইহাতে একদিন যে জ্বর হয়, পর দিন তাহা অপেক্ষা কম হয়, তৎপর দিন জ্বর হয় না)— *আর্স, চায়না, **ডাল কা গ্যাম্বো, *ইউপেটো-পারপি, লাইকো, ইউ-পেটো পারফো, নক্স ভ, পাল স, হ্রাস।

১৬। রেমিটেণ্ট অর্থাৎ স্বল্পবিরামজ্বর —**আর্স, ব্যাপটি, এণ্টি-টার্ট, কার্ব-এসি, চায়নি সাল্‌ফ, সিড্রন, পডো।

" বালকদের হইলে—এণ্টি ক্রুড, জেল্‌স।

" জ্বর হইবার উপক্রম হইলে— এণ্টি-টার্ট, ইউপেটো পারফো ফস্‌-এসি, ফস।

ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বর রেমিটেণ্ট-রূপে পরিণত হইলে—ইউপেটো-পারফো, *গ্যাম্বো, পডো।

রেমিটেণ্ট-জ্বর ইণ্টারমিটেণ্ট রূপে পরিণত হইলে— জেল্‌স, ফস্‌।

" " ইণ্টারমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্‌ আকারে পরিণত হইলে— এণ্টি-টার্ট ফস-এসি।

" " ইণ্টারমিটেণ্ট অথবা টাই-ফয়েড্‌ আকারে পরিণত হইবার উপ-ক্রম হইলে— *এণ্টি-টার্ট, ** আর্স, **ব্যাপটি, **কার্ব্ব-এনি, মেজি, ফস, **হ্রাস, * সিকেলী।

১৭। রিল্যাপ্‌সিং জ্বর অর্থাৎ আরোগ্য হইয়াও পুনর্ব্বার যে জ্বর বারংবা হয়— আর্স, ইউক্যালিপটাস।

" অত্যন্ত কুইনাইন সেবনের পর —**আর্স, ইপিকাক*।

১৮। জ্বর শারদীয় (শরৎকালে)— *ইস্কিউ, *আর্স, ব্যাপটি, ** ব্রাই, **কল চি, **চায়না, *নক্স-ভ, **সিপি, ভিরাট, কার্ব্ব-এসি, **ন্যাট্রা-মি।

" শরৎকালে (দিবাভাগে গ্রীষ্ম ও রাত্রিতে শীত)— একোন, কল চি, মার্ক।

১৯। শীতকালীয় জ্বর— এণ্টি-টার্ট, ন্যাট্রা মি, পলিপো, সোরি, (কাশি থাকিলে)।

২০। গ্রীষ্মকালীয় জ্বর— ক্যাপসি, ক্যাম্ফ সিড্রন, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পলিপো।

" জ্বরে শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ হইলে— **ব্যাপটিসিয়া।

২১। বসন্ত কালীয় জ্বর— * আর্স, *কাল্কা, কার্ব ভ, *জেল্‌স, **ল্যাকে, সিপি, সাল্‌ফা।

বসন্ত কালের প্রথম ভাগে জ্বর—** এন্টি-টার্ট, *ল্যাকে, সাল্‌ফা।

২২। প্রতি বৎসর অন্তর জ্বর—— *আর্স, *কার্ব্ব-ভ, **ল্যাকে, *ন্যাট্রা-মি, সোরি, *সাল্‌ফা, থুজা।

২৩। প্রতি অর্দ্ধবৎসর (ছয়মাস) অন্তর জ্বর— ল্যাকে, *সিপি।

২৪। জ্বর, প্রতি মাসে— নক্স-ম, **নক্স-ভ, পাল্‌স, সিপি।

২৫। এপোপ্লেক্‌টিক (মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্তস্রাব জনিত) জ্বর—ওপি, নক্স-ভ, লরোসি।

২৬। জ্বর কঞ্জেচশ[illegible] [illegible]ান্বিক ব[illegible]ধিক্য সহ—**আর্নি, বেল **নক্স ভ **ভিরাট্, ওপি, এ[illegible], * ক্যাম্ফ ইলাটি, ক্যাক্‌টা, হাইঁগস

২৭। জ্বর, এনডেমিক্ (স্থানীয় ও বহুকালব্যাপী পীড়া)— আর্স, **সিড্রন চায়নি-সালফ, চায়না, ইউপেটো পারফো, জেল্‌স, *নক্স-ভ।

২৮। জ্বর, এপিডেমিক (দ্রুতব্যাপী) —** ন্যাট্রা-মি, * আর্স, * ইপিকা, *চায়নি-সাল্‌ফ, এন্টি-টার্ট, ** ইউ-পেটো পারফো, হ্রাস, ভিরাট্।

২৯। জ্বর, এপিলেপটিক (অপস্মার বায়ুযুক্ত),— ** ওপিয়াম্, *ল্যাকে, হাইয়স।

৩০। জ্বর, ম্যালেরিয়া জনিত—এল-ষ্টোন, **আর্নি, *ক্যাল্‌কে, কার্ব এসিড্ **চায়নি সাল্‌ফ, *চায়না, কর্ণাস্-ফ্লো, ইউক্যালিপটাস, ইউপেটো-পারফো।

৩১। জ্বর, স্ত্রীলোকের ঋতু-স্নানের পর —**নক্স-ভ, সিপি।

৩[illegible]। জ্বর, প্রাণধ্বংসকারী—*এপিস, *আর্নি, **ক্যাম্ফ, কুরারী, *নক্স-ভ, **ভিরাট, ওপি।

৩৩। আক্ষেপযুক্ত কাশির সহিত জ্বর —ড্রসি, কেলি কার্ব, হাইয়স্।

# জ্বর-চিকিৎসা।

## ( ২ )

### জ্বরের সময়

অনুসারে ঔষধ-মনোনয়ন।

[ এই মনোনীত ঔষধ নিচয় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিশেষ লক্ষণ-তত্ত্ব সাহায্যে, চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটী নির্ব্বাচন সহজেই করা যায় ]

জ্বরের সময় একটী অতি গুরুতর ও ফলপ্রদ বিষয়, এমন কি কেবল একমাত্র সময়েরই উপরে নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগে আমরা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

সন্ধ্যাকালে, শয়নাবস্থায়——*এলাম্, *হিপার্, এমোনি-মি, আর্স্, বোভি, ক্যাল্‌কে, কার্ব্ব-এনি, ড্রসি, চায়নি-সা, মার্ক, নক্স-ভ, **ফস্, ফেরা, লাইকো, সাইলি, সাল্‌ফা।

প্রাতে শয্যায় থাকিতে—চায়নি সা, গ্র্যাফা, নক্স ভ।

রাত্রিতে শয়নাবস্থায়—কাঙ্গালে গুয়া।

সমস্ত দিবা—*এলাম্, **সাইলি।

দিবার কোন সময়—**আস, ক্যাম্ফ, ক্যাল্‌কে, কেলি-কার্ব্ব, *প্ল্যাণ্টেগো সার্সা।

দিবসে এবং রাত্রিতে—সা[illegible]।

সন্ধ্যার সময়—একোন, ইস্কিউ, এগা, **এলাম্, এমোনি-কার্ব্ব, *এমোনি-মি, ** আর্ণি, এরানিয়া-ডা, আর্স্, বেল্, ব্রাই, কেলি-বা, কার্ব্ব-ভ, কার্ব্ব-এ, *ক্যালাডি, *বোভি, *ক্যাল কে চেলি, ** সিনা, *গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, ক্যামো সিডন, **হিপা, *ইগ্নে, *কেলি-কার্ব্ব *ল্যাকে, হাইড্রাষ্টি, চায়নি-সা, ল্যাক্-নাসি* লাইকো, *ম্যাগ্নে-মি, নাইট্রি-এসি, মেজি, মার্ক, ম্যাগ্নে-কা, ডাল্‌কা, ফেরা *পিট্রো, **ফস, **পাল্‌স, **ষ্ট্যাস্, ফস্-এসি, প্ল্যাটী, ফস্-এসি, নক্স-ভ, **সিপি, **সাল্‌ফা, স্যাম্বু, স্যাবাডি, সোরি, সাইলি, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্যাফি।

সন্ধ্যা সূর্য্যাস্তকালে—*ইগ্নে, পাল্স, থুজা।

রাত্রির প্রথম ভাগে—**ড্রসি, **ফস, *সাল্‌ফা।

সন্ধ্যাকালে বেদনার সহিত—[illegible] *সাইলি, **পাল্‌স।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বভাগে—এলষ্টোন, এম্ব্রা, *আর্ণি, ** ন্যাট্রা-মি, কে[illegible] লিডা, ইউপেটো-পারফো, ক্যাল্‌কে, ইউফে, ষ্ট্যান্না, ** নক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্রেম্নি।

মধ্যরাত্রে—আর্স, ** সাল্‌ফা, কষ্টি, ক্যাম্ফা।

মধ্য রাত্রের পরভাগে—আর্স, ওপি, থুজা।

প্রাতঃকালে—এঙ্গুষ্টুরা, এপিস, আর্ণি, ** ব্রাই, ক্যাল্‌কে, কোনা, সাইক্ল্যা, *ড্রাস্‌-র‍্যাডি, ইউফর ড্রসি, **ইউ-পেটো-পারফো, ফেরা, জেল্‌স, গ্র্যাফা, *হিপা, হাইড্রাষ্ট, কেলি কা, *লাইকো, লিডা, মার্ক, ** ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, ফস, **পডো, **সিপি, সাইলি, থুজা, * স্পাইজি, * সাল্‌ফা, ভিরাট্‌।

অতি প্রত্যূষে—আর্ণি, *চায়নি-সাল্‌ফ, গ্র্যাফা, লাইকো, *ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, **ভিরাট্‌।

প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহরের মধ্যে—*ইউপেটো-পারফো, **ন্যাট্রা-মি।

রাত্রিকালে—*এলাম্‌, এম্ব্রা, আর্ণি, ** এপিস্‌, বেল্‌, বোভি, কষ্টি, ফেরা, কার্ব-ভ, আর্জেণ্ট, গ্যাম্বো, হিপা, আই রিস্‌-ভা, কেলি-আইয়ড্‌, ম্যাগ্নে-সা, **মার্ক, ন্যাট্রা-সা, মিউর-এসি, নাই-ট্রি-এসি, ** নক্স-ভ, ওপি, ** ফস, *পাল্স, সাইলি, ষ্ট্যাফি, *সাল্‌ফা, থুজা।

রাত্রে কখন ও জ্বর হয়না—চায়না।

মধ্যাহ্ন কালে—*এণ্টি-ক্রুড্‌, *ইলাটি, ইল্যাপ্‌স্‌, *ইউপেটো-পারফো, মার্ক, *লোবি, *ল্যাকে, নক্স-ভ, সাইলি, *সাল্‌ফা।

মধ্যাহ্ন কালের পরভাগে—এলাম্‌, এনাকা, এণ্টি ক্রুড্‌, আর্জেণ্টা, *আর্ণি, ** আর্স, ব্যাপ্‌টি, ব্যারাইটা, ব্রাই, *বোরাক্স, চেলিডো, সিকেলী, সিনা, চায়নি-সাল্‌ফ, ককিউ, ক্রোকা, ডিজি, ইউপেটো পারফো, জেল্‌স, গ্র্যাফা, ল্যাকে, ** লাইকো, মার্ক *ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *নক্স-ভ, ওপি, পিট্রো, ফস, ফস-এসি ** পাল্‌স, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা, কেলি-বাইক্র, রোবিনিয়া, স্যাবাসিনিয়া থুজা, *ব্যানান বাল্‌বো।

জ্বরের বিশেষ সময় অর্থাৎ জ্বর আসিবার কিম্বা জ্বরের বেগের অথবা বৃদ্ধির সময় ঘটিপূর্ব্বে } :—

পূর্ব্বাহ্নঃ—

„ ৬টা—* আর্ণি, * বোভি, গ্র্যাফা, *হিপা, ন্যাট্রা মি, * নক্স-ভ, সাইলি, ষ্ট্রামো, **ভিরাট্‌।

„ ৭টা—*বোভি, ড্রসি, ফেরা, **ইউপেটো-পারফো, গ্র্যাফা, *হিপা, ন্যাট্রা মি, নক্স ম, *নক্স-ভ, **পডো, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

„ ৭ হইতে ৯টার মধ্যে—ন্যাট্রা-মি, *পডো, **ইউপেটো-পারফো।

„ ৭হইতে ৯টার মধ্যেএকদিন, এবং ১২টার সময় অন্যদিন—**ইউপেটো-পারফো।

„ ৮টা—*বোভি, **ইউপেটো-প্যা-

রফো, ড্রসি, ককিউ, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রা-মি, পডো, পাল্‌স, সাল্‌ফা।

„ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে—এসাফি, *ইউপেটো-পারফো।

„ ৯টা—এলষ্টোন, এন্টি-টার্ট, **ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, কেলি কার্ব, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, ফস-এসি, মেজি *ন্যাট্রা-মি, সিপি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

„ ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে—*এলষ্টোন, **ন্যাট্রা মি, পলিপো, *ষ্ট্যান্না।

„ ১০টার সময়—* এলষ্টোন, আর্স, ব্যাপ্টি, ক্যাক্‌টা, কার্ব ভ, চায়নি-সাল্‌ফ কল চি, লিডা, ইউপেটো-পারফো, পিট্রো **ন্যাট্রা-মি, ফস-এসি, *পলিপো, রাস,সিপি, **ষ্ট্যান্না সাল্‌ফা, থুজা।

„ ১০½টার সময়—ক্যাক্‌টা,ক্যাপ্সি *লোবি, *ন্যাট্রা মি।

„ ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত—আর্স, **ন্যাট্রা মি, নক্স ভ।

„ ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—মার্ক, সাল্‌ফা।

„ „ „ ৩টা পর্য্যন্ত—সাইলি, সাল্‌ফা।

„ ১১টার সময় জ্বর—*ব্যাপ্টি, **ক্যাক্‌টা, কার্ব-ভ, ক্যামো, *চায়নি-সা, হাইয়স্, *ইপিকা, লোবি, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, ওপি, *পলিপো পাল্‌স, *সিপি, সাইলি, সাল্‌ফা।

[illegible]টার সময় একদিন, ৪টার সময় অন্যদিন—ক্যাল্‌কেরিয়া।

„ ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে—কেলি-কার্ব, কোবাল্‌ট।

„ ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—জেল্‌স।

„ ১১টা এবং ৪টার সময়—**ক্যাক্‌টাস।

„ ১২টার সময়—*এন্টি-ক্রুড, ইলাটি, ইল্যাপস, ইউপেটো-পারফো, ফেরা *কেলি কার্ব, *ল্যাকে, লোবি, মার্ক নক্স ভ *সাইলি, *সাল্‌ফা।

„ ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—*আর্স, *ল্যাকে।

## অপরাহ্নঃ—

„ ১টার সময়—**আর্স, ক্যাক্‌টা, ক্যাস্থা, * সিনা ইলাটি, *ল্যাকে, ইউপেটো পারফো, মার্ক, ফস, নক্স-ম, পলিপো **পাল্‌স, সাইলি, সাল্‌ফা।

„ ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত—**আর্স ইউপেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি।

„ ২টার সময়—**আর্স, *ক্যাল্‌কে ক্যান্থা, সিকুটা, কুবাবা, *ইউপেটো-পারফো, জেল্‌স, প্ল্যান্টেগো, সাইলি সাল্‌ফা।

„ ২½টার সময়—লিডাম্।

„ ৩ টার সময়—**এঙ্গুষ্টুরা, **এন্টি-টার্ট, **এপিস, আর্স, এসাফি, *ক্যান্থা, **সিড্রন, **চায়নি-সাল্‌ফ,

সিকুটা, কফি, কোনা, কুরারী, ফেরা, পিট্রো, পলিপো, লাইকো, **ষ্ট্যাফি *থুজা, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সাইলি।

„ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—এপিস্, এসাফি, পলিপো।

„ „ „ ৬ টা পর্য্যন্ত—আর্স, ইউপেটো-পারফো।

„ ৪টার সময়—ইস্কিউ, এনাকা, * এপিস্, ক্যাম্থা, কষ্টি, এসাফি, বোভি, **সিড্রন, হেলে, ক্যামো, কোনা, * হিপা, ইপিকা, কেলি-আইয়ড্, ফস্-এসি, পলিপো, পিট্রো, **লাইকো, ** পাল্স, ন্যাট্রা-মি, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ভ, জেল্স, গ্র্যাফা, গ্যাম্বো, ফেলাণ্ড্রি, স্যাম্বু, সিপি, সাইলি।

„ ৪টা হইতে ৭টা—ন্যাট্রা-মি।

„ „ „ ৮টা পর্য্যন্ত—বোভি, গ্র্যাফা, কেলি-বাই, *হিপা, হেলে, **লাইকো, ম্যাগ্নে-মি, *স্যাবাডি।

„ „ „ ১০টা পর্য্যন্ত—ফেলাণ্ড্রি-য়াম্।

„ ৫ টার সময়—এলাম্, এপিস, এমোনি-মি, আর্ণি, বোভি, ক্যাপ্সি, ক্যান্থা, কার্ব্ব-এনি, *সিড্রন, *চায়না, কোনা, ইউপেটো-পারফো, গ্যাম্বো, হেলে, জেল্স, গ্র্যাফা, হিপা, **কেলি-কা, কেলি-আই, ম্যাগ্নে-কা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, নক্স-ভ, হ্রাস্, স্যাবাডি, সাল্ফার, স্যাম্বু, সিপি, সাইলি, ** থুজা।

„ ৫টা হইতে ৬ টা—ক্যাপ্সি, থুজা, কেলি-কা, ফস্, সাল্ফা।

„ ৫টা হইতে ৮টা—এলাম্, কার্ব্ব-এনি, ন্যাট্রা-মি, গ্যাম্বো।

„ ৬ টা—* এণ্টি-টার্ট, এমোনি-মি, আর্স, বেল, বোভি, ক্যাম্থা, **হিপা, ** কেলি কার্ব, লাইকো, কার্ব্ব-এনি, হেলে, ন্যাট্রা-মি, * হ্রাস, ক্যাপ্সি, ম্যাগ্নে-মি, নক্স-ভ, নক্স-ম, * সিড্রন, * সাইলি, ফস্-এসি, ফেলাণ্ড্রি, ফস্, থুজা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, পিট্রো, স্যাম্বু, কেলি-আই, সিপি সাল্ফা।

„ ৬টা হইতে ৮টা রাত্রি—কেলি-আইয়ড্, সাল্ফা।

„ ৭টার সময়—এলাম্, এমোনি-মি, * বোভি, ক্যাল্কে, ক্যাম্থা, হেলে, ক্যাপ্সি, কার্ব-এনি, *সিড্রন, গ্যাম্বো গ্র্যাফা, ম্যাগ্নে-কা, ** হিপা, কেলি-আইয়ড্, ফস্-এসি, ফস্, **লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পিট্রো, নক্স-ম, সাল্ফা, থুজা, **হ্রাস, ফেলাণ্ড্রি, সাইলি, সাল্ফা।

## রাত্রিঃ——

„ ৭½ টার সময়—থুজা।

„ ৮ টার সময়—এলাম্, আর্স, ব্যারাই-কা, * বোভি, ইল্যাপ্স্, হেলে, হিপা, ম্যাগ্নে-কা, কেলি-আই, ক্যাম্থা, কার্ব্ব-এনি, কফি, ম্যাগ্নে-মি, ** হ্রাস্, ফেলাণ্ড্রি, ফস্-এসি, নক্স-ভ, সাইলি, থুজা, গ্যাম্বো, গ্র্যাফা, সাল্ফা।

„ ৯ টার সময়—*বোভি, আর্স, ক্যাম্থা, কার্ব্ব-এনি, গ্যাম্বো, জেল্স,

হাইড্রাষ্টি, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ম, নক্স-ভ, ফেলাণ্ড্রি, ফস-এসি, পলিপো, স্যাবাডি, সাল ফা।

„ ১০ টার সময়—আর্স, ইল্যাপ্স, * বোভি, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব-এসি, চায়নি-সাল্ফ, হাইড্রাষ্ট, কেলি-আইয়ড, ম্যাগ্নে-কা, স্যাবাডি, * পিট্রো, ফস্-এসি, ফেলাণ্ড্রিয়া।

„ ১১ টার সময়—আর্স, **ক্যাক্টা, ক্যাম্ফা, কর্ব্ব এসি, সাল্ফা।

„ ১২ টার সময়—*আর্স, ক্যাম্ফা, কষ্টি, সাল্ফা।

„ ১টা—**আর্স, ক্যাম্ফা,পাল্স, সাইলি।

„ ২টা—**আর্স, ক্যাম্ফ, হিপা, ল্যাকে,পাল্স,সাইলি।

„ ৩টা—**এমোনি মি, ক্যাম্ফা, সিড্রন, লিডা,ন্যাট্রা-মি, সাইলি, থুজা।

„ ৪টা—**এলাম্, এমোনি মি, আর্ণি, **সিড্রন, কোনা, ন্যাট্রা-মি, সাইলি।

„ ৫ টা—* বোভি, * চায়না, কোনা, ড্রসি, *ন্যাট্রা মি, *পলিপো, সিপি, সাইলি।

নিম্ন লিখিত সময়ে শীত না হইয়া জ্বর হয়। }:—

## পূর্ব্বাহ্নঃ—

৬টা হইতে ১০টা—হ্রাস্-টক্স।

„ ৭ টার সময়—পডো।

„ ৯ টার সময়—কেলি-কার্ব।

„ ৯ টা হইতে ১২টা—ক্যাম্মো।

„ ১০ টার সময়—ন্যাট্রা-মি।

„ ১০টা হইতে ১১টা—**ন্যাট্রা-মি, থুজা।

„ ১১টার সময়—*ব্যাপ্টি, ক্যাক্টা ক্যাল্কে, ** ন্যাট্রা-মি, থুজা।

„ ১২টার সময়—*ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা।

„ ১২টা হইতে ১টাঅপরাহ্ন—সাইলি

## অপরাহ্নঃ—

„ ১ টা হইতে ২টা—**আর্স

„ ২টার সময়—**পাল্স।

„ ২টা হইতে ৩টা—কুরারী।

„ ৩টার সময়—কফি, কুরারী, ফেরম, লাইকো, নিকোলাম্।

„ ৩টা হইতে ৪টা—** এপিস, ক্লেমা, লাইকো।

„ ৪টা—**এনাকা, *এপিস, আর্স, গ্র্যাফা, হিপা, ইপিকা, কেলি-বাইক্র।

„ ৪টাতে জ্বর আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়—আর্স, হিপা, পাল্স।

„ ৫টা—কোনা,কেলি-বাই,পিট্রো, কেলি-কার্ব, স্যাবাইনা।

„ ৫টা হইতে ৫½টা পর্য্যন্ত জ্বরে জিহ্বায় সূঁচ বিদ্ধের ন্যায় বোধ—সিড্রন।

,, ৫টা হইতে ৬টা—কোনা।

,, ৬টা—ক্যাল্‌কে, কার্ব ভ, কাষ্টি, *কেলি-কার্ব, **নক্স ভ, পিট্রো।

,, ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা—ল্যাক্‌ নাম্থি।

,, ৬টায় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে—*নক্স-ভ, লাইকো, হ্রাস।

,, ৬টা হইতে রাত্রি ৭টা—ক্যাল্‌কে, নক্স ভ।

,, ৬টা হইতে ৮টা—কাষ্টি, এন্টি-টার্ট।

,, ৭টা—ইস্কিউ, বোভি, লাইকো, *ক্যাল্‌কে, **নক্স ভ, *হ্রাস।

,, ৭টা হইতে ৮টা রাত্রি—এপ্স।

,, ৭টা হইতে ১২টা রাত্রি—ইস্কিউ।

রাত্রিঃ——

,, ৮টা—কফি, ফেরা, হিপা, সাল্‌ফা।

,, ১০টা—*আর্স, হাইড্রাষ্টি, ল্যাকে, পিটে। স্যাবাডি।

,, ১১টা—**ক্যাক্‌টাস।

" ১২টার সময়—ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

" ১২টা হইতে ৩টা——**আর্স, কেলি বাই।

" " হইতে ২টা—আর্স।

" ১টা হইতে ২টা—আর্স।

,, ২টা হইতে ৪টা—কেলি কার্ব।

" ৩টার সময় -এসুষ্টি, থুজা।

,, ৭টার সময়—আর্ণি।

# জ্বর চিকিৎসা।

## (৩)

জ্বরের ১। পূর্ব্বাবস্থা, ২। শীত, ৩। তাপ, ৪। ঘর্ম্ম, ৫। তৃষ্ণাদি উপসর্গানুসারে ঔষধ মনোনয়ন শিক্ষা।

[এই মনোনীত ঔষধ নিচয় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব সাহায্যে চিকিৎসার্থ প্রকৃত ঔষধটি নির্বাচন সহজেই করা যায়।]

## ১। পূর্ব্বরূপ বা উপক্রমাবস্থায়——

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—কার্ব্ব-ভ, *ইউপেটো-পারফো, ইপিকা, **পডো, হ্রাস।

,, ,, কটী স্থানে—*ইস্কিউ, **পডো।

*বীবে বেদনা—**ইউপেটো-পারফো

চায়না, ন্যাট্রা-মি।

পেটে বেদনা—আর্স, ইলাটি, ইউ-পেটো-পারফো, চায়না।

কাশি—এপিস্, **হ্রাস, রুমেক্স, স্যাম্বু।

উদরাময়—আর্স, সিনা, পাল্স ভিরাট্, জেল্স, (পাল্স, রাত্রিতে), (ফেরা, সাল্ফা—অতি প্রাতে)।

চরণ শীতল—কার্ব্ব-ভ।

শিরঃপীড়া—*ইস্কিউ, আর্স, **ব্রাই, চায়না, সিড্রন, ইলাটি, ইপিকা, *ন্যাট্রা-মি, হ্রাস, *থুজা।

ক্ষুধা, অত্যন্ত—চায়না, ফস, সিনা, ইউপেটো-পারফো, **ষ্ট্যাফি।

অলস বোধ—আর্স, *ব্যাপ্টি, ন্যাট্রা-মি, পলিপো।

শাখাদ্বয়ে বেদনা—নক্স-ভ, আর্স, আর্ণি।

বমনেচ্ছা—আর্ণি, সিনা, *চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, ** ইপিকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, স্যাম্বু।

নিদ্রালুতা—**আর্স, পাল্স, কর্ণাস-ফ্লোরি, **চায়না।

তৃষ্ণা।—এলষ্টোন, ** এমোনি-মি, **ইউপেটো-পারফো, **আর্ণি, আর্স, *ব্রাই, সিনা, **চায়না, ল্যাকে, * *পাল্স, স্যাম্বু, *সাল্ফা, (ন্যাট্রা মি, ইউপেটো-পারফো, আর্ণি;—শরীরে বেদনাসহ)।

মূত্রত্যাগ—জেল্স।

বমন—এপিস্, সিনা, ** ইউপেটো-পারফো, *ফেরা, *ন্যাট্রা-মি, পাল্স সিকেলী। (লাইকো—টক্ বমন)।

হাই তোলা—ইস্কিউ, এন্টি-টা, আর্ণি, আর্স, *ইউপেটো-পারফো, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা মি, * নক্স-ভ, হ্রাস্,

## ২। জ্বরের শীতাবস্থা।

জ্বরের সময় শীত না হইলে অর্থাৎ শীতাবস্থার অভাব—এনাকা, *এপিস্, * আর্স, *ক্যাল্কে, *জেল্স, *থুজা ইপিকা, নক্স-ভ।

জ্বরে শীতাবস্থাই অধিকতম প্রকাশিত হয়—**এন্টি-ক্রুড্, **এরানিয়া, ** আর্ণি, *বোভি, **ক্যাম্ফ, **ক্যাম্বা, **চায়নি-সা, **চায়না, সিড্রন, *লাইকো, **নক্স-ভ, *স্যাবাডি, **ষ্ট্যাফি, সিকেলী, **ভিরাট্।

ঐ দুই প্রহরের পর—** আর্স, ** পাল্স, ** লাইকো, হ্রাস্।

ঐ— দুই প্রহর সময়— * এন্টি-ক্রু, ইলাটি, **সাল্ফা।

ঐ—প্রাতে—*ব্রাই, ** ইউপেটো-পারফো, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, *পডো* *সিপি, ভিরাট্।

ঐ—সন্ধ্যার সময়—*সিনা, *ফস্, **পাল্‌স, আর্নি, **হ্রাস্, *সাল্‌ফা, হিপা।

ঐ—রাত্রিতে—এপিস, *মার্ক, ফস।

শীতাবস্থার উপস্থিত সময় }
জাতীয় লক্ষণচয়। } :—

উদর স্ফীতি—সিনা, *কেলি-কা।

মানসিক অস্থিরতা—একোন্, **আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্‌সি, নক্স-ভ, পাল্‌স, ভিরাট্।

ক্ষুধা অত্যন্ত—*চায়নি-সা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ক্যাপ্‌সি, *চায়নি-সা, ইউপেটো-পারফো, * নক্স-ভ, * পলিপো, পাল্‌স।

গাত্র ও অস্থিতে বেদনা—এরানি, * আর্নি, আর্স, *ব্যাপ্‌টি, *ইউপেটো-পারফো ও পারপিউ, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, স্যাবাডি।

অজ্ঞান বা চেতনাশূন্য—(১) হিপা, বেল্, (২) ন্যাট্রা-মি।

কনভাল্‌শন্—ল্যাকে, নক্স-ভ, মার্ক।

কাশি—এপিস, **ব্রাই, ক্যাল্‌কে, সিনা, ক্রিয়েজো, ফস, *সোরি, **হ্রাস্, **স্যাবাডি, *স্যাম্বু, সাল্‌ফা।

জল পানের পরে—**সোরি।

ডিলিরিয়াম্—(২২৩ পৃষ্ঠার ৮৫ পেরা দেখ।)

উদরাময়—আর্স, *ইলাটি, ফস, হ্রাস ভিরাট্।

নিশ্বাসে কষ্ট—** এপিস্, আর্নি, সিনা, * থুজা, * ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্‌স, জেল্‌স্।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ক্রিয়েজোট্।

ঊর্দ্ধ ও নিম্নশাখা শীতল—**ক্যাম্ফ, *ক্যাম্বা, কার্ব্ব-ভ, *সিড্রন, কল্‌চি, কোনা, হিপা, ইপিকা, লাইকো, **মিনিয়াম্থ, *ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, **নক্স ভ, **ফস, *ষ্ট্র্যামো, **ভিরাট্।

পায়ের পাতা দুখানি অত্যন্ত শীতল—এন্টি-ক্রু, **মিনিয়াস্থ, **ফস্, বেল, *এপিস্, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, *চায়না, *হিপা, হাইয়স্, লাইকো, *ওপি, সোরি, থুজা, *ইউপেটো, **সিপি, **ভিরাট্, মার্ক, জেল্‌স, ক্যাম্বা।

হাতের পাতা শীতল—(১) ক্যাম্বা, কার্ব্ব-ভ, মিনিয়াস্থ, *ফস্, সিকেলী, ভিরাট্; (২) আর্নি, ক্যাক্‌টা, চেলি, ফেরা, হিপা, হাইয়স্, ইপিকা, লিডা, লাইকো, মার্ক, মেজি, ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, নক্স-ভ, ওপি, পলিপো, পাল্‌স্, হ্রাস্, সিপি, থুজা, **ক্যাম্ফ।

মস্তক উষ্ণ—একোন্, **আর্নি, *বেল,

চায়না, ইউপেটো, নক্স-ভ, *ষ্ট্র্যামো, *ওপি, ভিরাট্।

ক্ষুধা——**সিনা, নক্স-ভ, ফস্, **সাইলি, ষ্ট্যাফি।

যকৃৎ মধ্যে বেদনা—আর্স, *চায়না, ব্রাই, নক্স-ভ, **পডো, *ভিরাট্।

কটিতে বেদনা—আর্স, ক্রিয়েজো, ল্যাকে, নক্স-ভ, ইস্কিউ।

শব্দাদি কর্ণে সহ্য হয়না—*হাইঅস্, **ক্যাপ্সি, *বেল্।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—আর্স, জেল্স্, **এপিস্, *কেলি-কা, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, *থুজা, জিঙ্ক।

নিদ্রা—এন্টি-ক্রু, এন্টি টা, **এপিস্, সাইমেক্স, জেল্স, *কেলি-আইয়ড, লাইকো, মার্ক, *মেজি, *ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ম, নক্স-ভ, **ওপি, সাইলি, পডো সোরি।

প্লীহা স্থানে বেদনা—*ব্রাই, **চায়নি-সা, *ইউপেটো-পারফো, **পডো, *বার্বেরিস্।

তৃষ্ণা—(১৭২ পৃষ্ঠা ১৫ পেরা হইতে ২৪ পেরাগ্রাফ দেখ।)

ঐ—অভাব—(১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

পুনঃপুনঃ প্রস্রাবোদ্বেগ—*ক্যাম্ফা, মার্ক, **পিট্রোসি।

বমনেচ্ছা—(১)*আর্স, *লাইকো, ন্যাট্রা-মি, *স্যাবাডি, *ইউপেটো-পারফো, (২) ইপিকা, বেল্, পাল্স্, ব্রাই, সিনা, হ্রাস্, ভিরাট্।

বমন—এলাম্, *আর্ণি, *আর্স, এসাফি, **ইউপেটো-পারফো, গ্যাম্বোজ, ইগে, *ইপিকা, ল্যাকে, **লাইকো, (অম্ল বমন), *ভিরাট্, **ফেরা।

হাইতোলা—আর্স, *ব্রাই, ক্যাপ্সিকম্, সিমিসিফিউ, *সিনা, **ইলাটি, **ইউপেটো-পারফো, *গ্যাম্বোজ, লাইকো, ম্যাবাম-ভি, মেজি, মার্ক, *মিনিয়াস্থ, *এসিড্ মিউ, **ন্যাট্রা-মি, ফস, সাইলি, *ওলিয়েণ্ড্রা থুজা।

## ৩। জ্বরের তাপাবস্থা।

উদর স্ফীতি—আর্স।

পেটের মধ্যে বেদনা—আর্স, ক্যাপ্সি, কার্ব্ব-ভ, সিনা, ইলাটি, ইগে, নক্স ভ, *হ্রাস্।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—আর্ণি, ক্যাপ্সি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়নি-সা, ইউপেটো পারফো, সাল্ফার, হাইঅস্, লাইকো, ইগে, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্।

শরীরের ভিতর যেন জলিয়া যায়—*আর্স, *হাইঅস্, *বেল্, **হ্রাস্।

শিরায় শিরায় যেন শীত প্রবাহিত হয়—ভিরাট্।

শিরাগুলি পুষ্ট এবং প্রকাশিত——*এগার, *বেল্, **ক্যাম্ফ, **চায়না, *চায়নি-সাল্ফ, **হাইয়স্, **লিডা, *পাল্স, **ভিজি।

শরীর-বেদনা—আর্স, ইউপেটো-পারফো এবং পারপিউ, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, পাল্স, *আর্ণি, ব্যাপ্টি।

" " এমনকি স্পর্শ করা যায়না—পাল্স, স্পাইজি, **ষ্ট্র্যামো, **নক্স-ভ।

কোমরে বেদনা— ক্রোটন, কেলি-কার্ব্ব।

যকৃতে বেদনা——আর্স, চায়না, ইলাটি, *নক্স-ভ।

প্লীহাতে বেদনা—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইউকেলিপ্টাস্, নক্স-ভ, পডো, বার্ব্বেরিস্।

শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও অস্থিরতা—এপিস্, আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ক্যাক্টা, সিনা, সিমিসিফিউগা, ইলাপস্, ইপিকা।

কোমা বা অচৈতন্যাবস্থা——আর্ণি, ক্যাক্টা, ইগ্নে, ওপি, লরোসি, ফস্ এসি।

কনভাল্শন্—কুরারী, *হাইয়স্ **নক্স-ভ, ওপি, **ষ্ট্র্যামো।

কাশি— ** একোন, *ব্রাই, চায়না, ড্রসি, ইউপেটো-পারফো, ** ইপিকা, লোবি, সাল্ফা।

কাশিবার সময় বুকে বেদনা—**ব্রাই, একোন।

কাশিতে কাশিতে বমন—ইপিকা।

ডিলিরিয়াম্—(২২২ পৃষ্ঠায় ৮৪ হইতে ৮৯ পেরাগ্রাফ পর্য্যন্ত দেখ।)

উদরাময়—**সিনা, কোনা, ইলাটি, পাল্স, *ক্লাস্, থুজা, (** আইয়ড্, যেদিন জ্বর নাই সেইদিন উদরাময়)।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট——একোন্ **এপিস্, *আর্ণি, আর্স, ক্যাক্টা, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব-ভ, ক্রোটন, সিমিসিফি, ইগ্নে, ইপিকা, *কেলি-কা, লাইকো, ফস্, পাল্স, সিপি।

চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিতে পারেনা—*জেল্স।

" উর্দ্ধপত্র স্ফীত——এপিস্, **কেলি-কা।

" পিউপিল সংস্কুচিত—— ওপি, ভিরাট্, লরোসি।

" " প্রসারিত——*বেল্ *হেলে, ষ্ট্র্যামো।

মূর্চ্ছা—এনাকা, **একোন্, **আর্ণি বেল্, ক্যালকে, কুরারী, ইউপেটো-পারফো, মার্ক, **ন্যাট্রা মি, ফস্, ওপি, নক্স-ভ।

ভয়—একোন্, জেল্স।

কপালে ঘর্ম্ম—এন্টি-টার্ট, ইপিকা, ম্যাগ্নে-সা, সারসা, ষ্ট্যাফি, **ভিরাট্।

শয্যা কঠিন বোধ হয়——*আর্ণি, ব্যাপ্টি, এসিড্-মিউর।

চরণদ্বয় শীতল—এনাকা, এন্টি-ক্রুড্, *আর্ণি, এসাফি, বেল্, ক্যাল্কে,

ক্যাপ্‌সি, ফেরা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, ইপিকা, কেলি-কা, ল্যাকে, মিনিয়াস্থ, নক্স-ভ, পিট্রো, ফস-এসি, পাল্‌স, স্যাবাডি,*স্যাম্বু, **ষ্ট্র্যামো, **সাল্‌ফা।

* জ্বালাযুক্ত—ইস্কিউ, ক্যাম্ফা, কুপ্রাম, *ফেরা, গ্র্যাফা, *ল্যাকে, **সাল্‌ফা।

হস্তদ্বয় শীতল—— *আর্ণি, এসাফি, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্‌সি, ইপিকা, এসিড-নাইট্রি, প্যাল্‌স, *থুজা।

* উষ্ণ— ইস্কিউ, এনাকা, ক্যাম্ফা, *ফেরা, **ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ** সাল্‌ফা।

নিম্ন শাখা শীতল—কার্ব্ব-এনি, সিপি, **ষ্ট্র্যামো।

শিরঃপীড়া——একোন্‌, ইস্কিউ, ** আর্ণি, *আর্স, ** বেল, ব্রাই, ক্যাক্‌টা ল্যাকে, কার্ব্ব-ভ, চায়নি-সা, **চায়না, ** ইউপেটো-পারফো, গ্র্যাফা, হিপা, ইগ্নে, কেলি-বাই, **ন্যাট্রা-মি, *পডো, *হ্রাস্‌, **সাইলি, **নক্স-ভ।

ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো বা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় ওষ্ঠের উপরি দেখা যায়—হিপা, ইগ্নে, **ন্যাট্রা-মি, **নক্স-ভ, **হ্রাস, (উপর ওষ্ঠে)।

যকৃৎ স্থানে বেদনা—আর্স, চায়না, ইলাটি, *নক্স-ভ, বার্ব্বেরিস্‌।

অত্যন্ত কথা বলা— * কার্ব্ব-ভ, ** ল্যাকে, **ম্যারাম, **পডো।

উদ্গার বা বমনেচ্ছা—— এণ্টি-টার্ট, এরানিয়া, আর্স, ব্রাই, * কার্ব্ব-ভ, ক্যামো, *ইলাটি, ইউপেটো-পারফো, *ইপিকা, লাইকো, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, স্যাবাডি, থুজা, ভিরাট।

অস্থিরতা, বিছানায় ছট ফট করা কিম্বা সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—*একোন, এমোনি-কা *আর্ণি, **আর্স, ব্যাপ্‌টি, ব্যাবাইটা, বেল, ক্যাপ্‌সি, *ক্যামো, সিনা, চায়না, *জেল্‌স, ইপিকা, ম্যাগ্নে মি, **হ্রাস্‌, *পাল্‌স,স্যাবাইনা, ভিরাট, *সিকেলী।

নাড়ী পূর্ণ—একোন্‌, ক্যাম্ফ, চায়নি-সা, হ্রাস্‌, সিকেলী, ভ্যালিরি।

গাত্রাবরণ উন্মোচনে অত্যন্ত কম্প— এপিস্‌, আর্ণি, **নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো।

নিদ্রা—**এণ্টি-টার্ট, এপিস্‌, সিড্রন, ক্যাপ্‌সি, *চায়না, **ইউপেটো-পারফো, জেল্‌স, ইগ্নে, ল্যাকে, লরোসি, লাইকো, **মেজি, ন্যাট্রা-মি, *নক্স-ম, **ওপি, **পডো, **রোবিনিয়া, হ্রাস্‌, ষ্ট্র্যামো, স্যাম্বু।

নিদ্রালুতার ভাব—এপিস্‌, সিড্রন, চায়না, *জেল্‌স, হিপা, ইগ্নে, লাইকো, ন্যাট্রা-কা, নক্স-ভ, ওপি, ফস্‌, হ্রাস্‌, পাল্‌স, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট।

অনিদ্রা——একোন্‌, আর্ণি, আর্স, এসাফি, কফি, কোনা, গ্র্যাফা, হাইয়স্‌, ন্যাট্রা-কা, পাল্‌স, ষ্ট্র্যাফি।

হাঁচি—চায়নি-সা।

প্লীহাতে বেদনা— আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইউকেলিপ্‌টাস্‌, * নক্স-ভ, পডো, হ্রাস্‌, রোবিনিয়া, বার্ব্বেরিস্‌।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ—— ল্যাকে, ক্যাপ্ সি।

গাত্র অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা অর্থাৎ গায়ে কাপড় রাখিতে চাহেনা—একোন এপিস্, আর্ণি, * আর্স, বার্ব্বেরিস্, ক্যালকে,*চায়না, *ইউপেটো-পারফো, ফেরা, * হিপা, আইয়ড, * ল্যাকে, লাইকো, মিউর-এসি, ** ন্যাট্রা-মি, নাইট্রি-এসি, *ওপি, *পিট্রো, ষ্ট্যাফি, **পাল্স, স্পাইজি, ভিরাট্।

গাত্রবস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে চায় অর্থাৎ গায়ে কাপড় রাখিতে চাহে—এপিস্, আর্স, *বেল্, ক্লেমা, কফি, কলোসি, কোনা, হিপা, *ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, নক্স-ম, **নক্স-ভ, ফস-এসি, পাল স, হ্রাস্, *স্যাবু, **ষ্ট্র্যামো, **ষ্ট্রন্‌শি।

গাত্র অনাবৃত করিলেই শীত বোধ—আর্ণি, *চায়না, **নক্স-ভ, পাল্স।

পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ—এগার, বেল্, লাইকো, মার্ক, ফস-এসি, হ্রাস্, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

মূত্রে শাদা শাদা সেডিমেণ্ট—ফস্, প্লিপি।

প্রস্রাব বহু পরিমাণে—এণ্টি-টার্ট, আর্জেণ্টাম্, **সিড্রন, ক্যামো, ডাল্কা, *ইউপেটো-পার্‌পিউ, এসিড্-মিউ, *ফস্, ষ্ট্র্যামো।

আর্টিকেরিয়া—— এপিস, **ইগ্নে, *হ্রাস্।

বমন—এলষ্টোন, এণ্টি-ক্রুড, আর্স, (জল বমন), ব্রাই, ক্যাক্টা, * ক্যামো, *সিনা, কোনা, ইলাটি, ** ইউপেটো-পারফো, এবং পারপিউ, ফেরা, ইগ্নে,*ইপিকা,ল্যাকে, *লাইকো, (অম্ল বমন), ** ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, থুজা।

" পিত্ত—*ক্যামো, *সিনা, *ইউ-পেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি, থুজা।

„ অজীর্ণ পদার্থ—সিনা, ইউপেটো-পারফো, ফেরা, ইগ্নে, নক্স-ভ।

ক্রন্দন—স্পাঞ্জি।

হাইতোলা—— ইস্কিউ, ক্যাল্কে, ** চায়নি-সা, সিনা, কেলি-কার্ব্ব, * হ্রাস্, স্যাবাডি।

জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর——* একোন, *এণ্টি-টার্ট, আর্ণি, **আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্যাপ্সি, চায়নি-সা, ডিজি, কল্চি, হিপা, লাইকো, ** মেজি, ** ন্যাট্রা-মি, নক্স-ম, *নক্স-ভ, *ওপি, পাল্স, **হ্রাস্, **সিকেলী, **সাইলি, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো।

জ্বরের তাপে শরীর জলিয়া যায়—*একোন, * আর্ণি, এণ্টি-টার্ট, ** এপিস, **আর্ণি, *বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফা, ক্যাক্টা, চেলি, কুবাবী, ডাল্কা, *ইল্যাপ্স, হেলে, *হিপা, *হাইয়স, ল্যাকে, লরোসি, লিডা, লাইকো, ম্যাগ্নে-কা, মার্ক, মস্কাস্, নক্স-ভ, **ওপি (ঘর্ম্ম সহিত), **পাল্স, স্যাবাডি, সিকেলী, ষ্ট্যাফি, ষ্ট্র্যামো, **হ্রাস্।

তাপসঙ্গে শীত—**এপিস্, **আর্ণি

* কষ্টি, * ইল্যাপ্‌স, *কেলি-বাইক্রে, ল্যাকে, লাক্‌নাস্থি, মার্ক, **নক্‌স-ভ, পিট্রো, ফস্‌, *পডো, ** পাল্‌স, হ্রাস্‌, *সিকেলী, *সাইলি, **সাল্‌ফা, *জেল্‌স।

" " লেপের ভিতর হইতে হাত বাহির করিতে—** নক্‌স-ভ, আর্ণি, *ষ্ট্র্যামো।

তাপ ও তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম—**এলাম্‌—এমোনি-মি, **এন্টি-ক্রু, ** কোনা, ক্যাম্ফ, ইউপেটো পারফো, ইপিকা, *কেলি-আই, **মেজি, **ওপি, **ফস্‌, **পডো, **সোরি, *হ্রাস্‌, **পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, [illegible], **ভিরাট্‌।

তাপের পর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক—**সিমিসিফি, ডাল্‌কা, **ইউপেটো পারফো, ইগ্নে।

তৃষ্ণা—(১৭২ পৃষ্ঠার ১৪ পেরা হইতে ২৪ পেরা পর্য্যন্ত তৃষ্ণা দেখ)।

তৃষ্ণার অভাব (১৭৭ পৃষ্ঠার ৭ পেরা হইতে ৫ পেরা পর্য্যন্ত দেখ)।

তাপের পর তৃষ্ণা—এনাকা, এমোনি-মি, *চায়না, কফি, নক্‌স-ভ, ওপি, পাল্‌স, ষ্ট্যান্না, ষ্ট্র্যামো।

---

## ৪। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থা।

ঘর্ম্ম—(১৯৬ পৃঃ হইতে ২০৯ পৃঃ পর্য্যন্ত দেখ। বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থ ১, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ হইতে ৬০ পেরাগ্রাফ পর্য্যন্ত দেখ।

ঘর্ম্মের পর ক্ষুধা—**সিনা (অত্যন্ত) ষ্ট্যাফি।

" " উদরাময়—পাল্‌স।

" " কাশি—ইউপেটো-পারফো, সাইলি।

" " তৃষ্ণা—বেল্‌, বোরাক্‌স, **ল্যাইকো, নক্‌স-ভ, স্যাবাডি।

ঘর্ম্মের অভাব—(২১০ পৃষ্ঠা দেখ)।

ঘর্ম্মাবস্থায় শীত—এন্টি-ক্রুড্‌, ব্রাই, *ইউপেটো পারফো এবং পার্ফিউ, *ন্যাট্রা মি, পিট্রো, ফস্‌, **নক্‌স-ভ (নড়া চড়া করিলে বা বাতাস লাগাইলে)।

ঘর্ম্ম কতক সময়, পুনঃ তাপ ও শরীর শুষ্ক খস্‌খসে, আবার কিছুকাল পরে ঘর্ম্ম, এই প্রকার হইতে থাকে—এন্টি-ক্রুড্‌।

পিপাসা, ঘর্ম্মাবস্থায়—(১৭৩ পৃষ্ঠার ১৮, ১৯ পেরাগ্রাফ দেখ)।

পেট ফাঁপা—ষ্ট্র্যামো।

গাত্র-বেদনা—ইউপেটো-পারফো।

পেটে বেদনা—নক্স-ভ, ষ্ট্র্যামো।

কন্‌ভাল্‌শন্‌ বা আক্ষেপ—নক্স-ভ।

কাশি—*আর্স,ব্রাই, **ড্রসি,ইপিকা।

গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখিতে ইচ্ছা—*একোন্‌, ইথু, অরাম্‌, ক্রেমা, কলোসি, কোনা, নক্স ম, **নক্স ভ, *স্যাম্বু, *ষ্ট্র্যামো, *ষ্ট্রনশি।

গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চায় না—*একোন্‌, ক্যাল্‌কে, *ইউপেটো পারফো, ফেরা, আইয়ড্‌, লিডা, মিউর-এসি, ন্যাট্রা-মি, *ওপি, স্পাইজি, ভিরাট্‌, ষ্ট্যাফি।

গায়ের কাপড় ফেলিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করে—ইথু, ষ্ট্র্যামো।

ডিলিরিয়াম—থুজা।

উদরাময়—একোন্‌, চায়নি-সা, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফা।

মূর্চ্ছা—এনাকা, *এপিস, আর্স, চায়না, ইগ্নে, সাল্‌ফা।

শিরঃপীড়া—আর্ণি, ইউপেটো-পারফো, ন্যাট্রা-মি, হ্রাস, থুজা।

ক্ষুধা—*সাইমেক্স, **সিনা।

উরু ও নিম্নশাখা শীতল—*সিকেলী,

অত্যন্ত কথা বলা—**পাল্‌স।

নখ নীলবর্ণ—নাইট্রি-এসি।

নিদ্রা—আর্ণি, আর্স, বেল্‌, সিনা, চায়না, হাইয়স্‌, নক্স-ম, ** ওপি (নাক ডাকিয়া গাঢ় নিদ্রা) ফস্‌, ফস্‌-এসি, **পডো, সোরি, *পাল্‌স, ** হ্রাস্‌, স্যাবাডি, সাল্‌ফা।

প্লীহাস্থানে বেদনা—ট্যারাক্সেকাম্‌।

ঘর্ম্মাবস্থায় জ্বরের সকল লক্ষণ ও উপসর্গের বৃদ্ধি—ফেরা, **ইপিকা, * মার্ক, **ওপি।

প্রস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণ—একোন, ডাল্‌কা, ফস্‌, এণ্টি-টার্ট।

প্রস্রাব ঘোলা—*ইপিকা, ফস।

## শীত, তাপ, ঘর্ম্ম,

জ্বরের এই তিনটী অবস্থার পরম্পরা প্রকাশ ও সম্বন্ধানুসারে ঔষধ মনোনয়ন ঃ—

১। শীত ও কম্প প্রধান জ্বর—(১) ব্রাই, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি, চায়না, নক্স-ভ, পাল্‌স, স্যাবাডি, ভিরাট্‌, (২) কফি, হাইয়স, ইপিকাক, ফস, রুটা, ষ্ট্যাফি।

২। কেবল মাত্র শীত ও উষ্ণাবস্থা কিন্তু ঘর্ম্ম নাই—(১) আর্ণি, আর্স, বেল্‌, ক্যামো, ডাল্‌কা, ইগ্নে, ইপিকা, নাইট্রি এসি, নক্স ভ, হ্রাস, সাল্‌ফা; (২) একোন্‌, ক্যাপ্সি, কার্ব এনি, হেপার লাইকো, মার্ক, ফস্‌, ফস-এ, পাল্‌স, স্যাবাডি, সিপি, স্পাইজি, সাল্‌ফা, এণ্টি-টার্ট, ভ্যালি।

৩। শীত ও ঘর্ম্মাবস্থা মাত্র থাকে কিন্তু উষ্ণাবস্থা মাত্র নাই—(১) কষ্টি, ম্যাগ্নে, পাল্‌স, হ্রাস, ভিরাট্‌; (২) এমোনি-মি, আর্স, ব্রাই, কার্ব-এনি, লাইকো, স্যাবাডি, সাল্‌ফা, থুজা।

৪। কেবলমাত্র উষ্ণাবস্থা, কিন্তু ঘর্ম্ম ও

শীত নাই—(১) একোন, বেল, ব্রাই, ইপিকাক, নক্স-ভ, স্যাবাডি, ভ্যালি, ভিরাট ; (২) আর্স, ক্যাল্ক-কা, কফি, কলোসি, ড'লকা, ল্যাকে, লাইকো, ওপি, ফস, পাল্স, ষ্ট্যাফি, সাল্ফা।

৫। উষ্ণ এবং ঘর্ম্মাবস্থা কিন্তু শীত নাই—(১) আর্স, ক্যাপ্সি, কার্ব-ভ, ক্যামো, কফি, লিডা, নক্স-ভ, ওপি, ফস, হ্রাস, ষ্ট্র্যামো, (২) একোন, এমোনি-মি বেল, ব্রাই কার্ব এনি, চায়না, সিনা, হেলে হিপা, ইগ্নে, ইপিকা, পাল্স, স্যাবাডি, ষ্ট্যাফি, টার্টা-এ, ভ্যালি, ভিরাট।

৬। ঘর্ম্ম সর্ব্ব প্রধান—বেল, ব্রাই, ক্যাল্কে, চায়না, হিপা মার্ক হ্রাস, স্যাম্বু, সিপি, সাল্ফা, ভিরাট, একোন, আর্স, কার্ব ভ, গ্র্যাফা, ন্যাট্রা মি, পাল্স।

৭। শীত, তাপ, ঘর্ম্ম প্রায় সমতুল্য—একোন, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাপসি, ক্যামো, গ্র্যাফা, ইগ্নে ইপিকা, হ্রাস, স্যাবাডি, স্পঞ্জি, ভিরাট ; (২) চায়না, সিনা, হেলে, হিপা, লাইকো, ম্যাগ্নে নাইট্রি-এসি, নক্স ভ, ফস, পাল স স্যাবাইনা, ষ্ট্যাফি, সাল ফা।

শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের পূর্ব্বাপর প্রকাশানুসারে ঔষধাবলী।—

১। অগ্রে শীত পশ্চাৎ তাপ—(১) একোন, আর্নি, বেল, সিনা, হিপা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, হ্রাস্, স্পাইজি, সাল্ফা। (২) ব্রাই, ক্যাপসি, কার্ব ভ, চায়না, ড্রসি, হাইয়স, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, ফস্, ফস-এসি, স্যাবাডি, ভিরাট।

২। অগ্রে তাপ পশ্চাৎ শীত—ব্রাই, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, নক্স-ভ, সাল্ফা, (২) বেল, লাইকো, পাল্স, সিপি, ষ্ট্যাফি।

৩। কিছুকাল তাপ পুনঃ কিছুকাল শীত ক্রমান্বয়ে এতাদৃশ ভাব—(১) আর্স, ব্রাই, ক্যালকে, চায়না, মার্ক, নক্স-ভ ; (২) এস'বাম, ব্যাবাইটা, বেল, ককিউ, লাইকো, ন্যাট্রা মি, ফস, ফস-এসি, স্যাবাডি, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা, ভিরাট।

৪। শীত এবং তাপ একত্রে এক সময়ে—(১) একোন, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ক্যামো, হেলে, ইগ্নে, মার্ক, নক্স-ভ, পালস, হ্রাস, সিপি, (২) এগ্নাস, এসাবা, ব্রাই, চায়না, ইপিকা, লাইকো, নাইট্রি এ, ওলিয়েণ্ডা, স্যাবাডি, স্পাইজি, সাল ফা, ভিরাট।

(ক)—বাহিরে তাপ অভ্যন্তরে শীত—একোন, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মিলিফো, নক্স ভ, ফস, সিপি, সাইলি, থুইয়া, সাল্ফা।

(খ)—অভ্যন্তরে তাপ বাহিরে শীত—আর্নি, ব্রাই, চায়না, হেলে, মার্ক, মস্কাস, ফস-এসি, পাল্স, হ্রাস্, স্যাবাডি, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট।

৫। ঘর্ম্ম এবং শীত একত্রে এক সময়ে

উপস্থিত—(১) লাইকো, পাল্‌স্, স্যাবাডি, সাল্‌ফা, (২) আর্স, ক্যাল্‌-কে, লিডা, নক্স-ভ, থুজা।

৬। শীতের পরে ঘর্ম্ম কিন্তু তাপ নাই—(১) কার্ব্ব-এনি, কষ্টি, লাইকো, হ্রাস, থুজা, ভিরাট্; (২) ব্রাই, ক্যাপ্‌সি, ম্যাগ্নে, স্যাবাডি।

৭। তাপ ও ঘর্ম্ম একত্রে—(১) বেল্, ক্যাপ্‌সি, ক্যামো, হিপা, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্; (২) একোন, ব্রাই, চায়না, সিনা, হেলে, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, ফস্, স্যাবাডি, স্পাইজি, ষ্ট্যাফি, ভ্যালি, ভিরাট্।

৮। তাপের পশ্চাৎ ঘর্ম্ম—(১) আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ইপিকা, হ্রাস্, ভিরাট্; (২) ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, চায়না, সিনা, কফি, গ্র্যাফা, হিপা, লাইকো, নাইট্রি-এসি, ওপি, পাল্‌স্ স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফা।

---

# জ্বরের উপসর্গ।

পূর্ব্বোক্ত উপক্রমাবস্থা, শীত, তাপ ও ঘর্ম্মাদির মধ্যে যে যে লক্ষণ ও উপসর্গাদি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখ।

তৃষ্ণা—১৭২ পৃষ্ঠার ১৫ হইতে ২৪ প্যারা গ্রাফ দেখ। ৪৭৯ পৃঃ দেখ।

ক্ষুধা, শীতাবস্থায়—**সিনা, নক্স-ভ, ফস্, **সাইলি, ষ্ট্যাফি।

ক্ষুধা, উষ্ণাবস্থায়—**সিনা, **চায়না, কুরারী, ইউপেটো-পারফো, **ফস্।

ক্ষুধা, উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত (কিছুতেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়না অর্থাৎ রাক্ষসে ক্ষুধা) **চায়না।

ক্ষুধা, ঘর্ম্মাবস্থায়—* সাইমেক্স, ** সিনা।

ক্ষুধা, জ্বরের পর অর্থাৎ বিজ্বর অথবা জ্বরের বিরাম অবস্থায়—এন্টি-ক্রুড, আর্নি, ব্যারাইটা, *কার্ব্ব-এনি, কার্ব্ব-ভ, **সিনা, চায়না, ডিজি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, **আইয়ড, লাইকো, *মিনিযান্থ, নক্স ভ, পিট্রো, হ্রাস্, সিপি, **ষ্ট্যাফি, ষ্ট্যান্না, সাল্‌ফা, ভিরাট্।

ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে পারেনা—ব্যারাইটা, ইল্যা-প্স, ইগ্নে।

ক্ষুধা, খাইলেও তৃপ্তি হয়না—এন্টি-ক্রুড।

ক্ষুধার অন্যান্য লক্ষণ জন্য ১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

জ্বরের সময় চক্ষু দিয়া জল পড়ে—ইউপেটো-পারফো।

শাখা সমস্তে বেদনা—আর্স, চায়না, বেল্, ইগ্নে, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, হ্রাস, ভিরাট্।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা — আর্স, চায়না, হাইয়স, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ফস্, রাস্, ফেরা।

শোথ ও জল সঞ্চয়— আর্স, চায়না, ফেরা, হেলে, ষ্ট্র্যামো।

তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা— বেল, কার্ব্ব-ভেজি, *হেলে, হাইয়স ল্যাকে, ওপি, রাস এণ্টি-টার্ট।

অত্যন্ত স্নায়বীয় ও মানসিক উত্তেজনা— আর্স, একোন্, বেল্, ব্রাই ক্যামো, কফি, ইগ্নে, লাইকো, নক্স ভ, পাল্স।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য-প্রবণতা (তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা, প্রলাপ ডিলিরিয়াম চেতনা শূন্যতা ইত্যাদি)—একোন, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ, কার্ব্ব ভেজি, কলোসি হাইয়স্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, রাস, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালেরি।

অত্যন্ত শিরঃপীড়া— আর্ণি আর্স, বেল, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকে লাইকো, মেজ্জি, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, ফস, পাল স রাস্, সিপি, স্পাইজি।

পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণচয় (বমন ইত্যাদি)—এণ্টি, আর্স, এস্ফি, বেল্ ব্রাই, ক্যামো, চায়না ডিজি, ইগ্নে, ইপিকা, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, পাল্স, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফা, এণ্টি-টার্ট।

ডায়েরিয়া অর্থাৎ উদরাময়— আর্ণি, আর্স, ক্যামো, চায়না, কলোসি, ইপিকা, ফস্-এসি, পাল্স, রাস্, ভিরাট্।

যকৃতের অসুখ—আর্স, চায়না, [illegible] নক্স-ভ।

প্লীহা সম্বন্ধে পীড়া—আর্স, ক্যাপসি, ফেরা, ক্যামো, চায়না, মেজ্জি, নক্স-ভ।

সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে ক্ষরণ)—একোন্, বেল্, ব্রাই, চায়না, কোনা, হিপা, ক্রিয়েজো, ল্যাকে মার্ক, নক্স ভ, পাল্স, রাস্, স্যাবাডি, স্পাইজি, সলফা, সাল্ফ-এসি।

বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ—একোন্, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, চায়না, ফেরা, হিপা, ইপিকাক্, ল্যাকে, নক্স-ভ, ফস, পাল্স, সিপি, সাল্ফা।

উপরোল্লিখিত উপসর্গ সমূহে জ্বরের শীতাবস্থার পূর্ব্ব সময়ে উপস্থিত হইলে (১) আর্ণি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, চায়না, ইপিকা, ন্যাট্রা মি, পাল্স, রাস্, (২) বেল, ক্যাল্কে, সিনা, হিপা, ইগ্নে, নক্স ভ ফস, স্পঞ্জি, সাল্ফা।

" উপসর্গ শীতাবস্থার সমকালে হইলে— ১) আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্সি, চায়না হিপা, ইগ্নে, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, পাল্স, রাস, ভিরাট্, (২) আর্ণি, ক্যাল্কে, কার্ব্ব-ভ, সিনা হেলে, ইপিকা, ল্যাকে মার্ক, মেজ্জি, নক্স-ম, স্যাবাডি, সিপি

" উপসর্গ উষ্ণাবস্থায়—(১) একোন্ আর্স, বেল, কার্ব্ব ভ, ক্যামো, ইগ্নে, ন্যাট্রা মি, নক্স-ভ, ওপি, পাল্স, রাস (২) ব্রাই ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, চায়না

কফি, ড্রসি, হাইয়স্, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, ফস্-এসিড্, সিপি, সাইলি, সাল ফা, ভিরাট্।

" উপসর্গ ঘর্ম্মাবস্থায়— একোন্, আর্স, ব্রাই, ক্যামো, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রা-মি, নক্স-ভ, ওপি, ফস, পাল স, হ্রাস্, সিপি, সাল ফা, ভিরাট্, জিঙ্ক।

" উপসর্গ, জ্বরান্তে হইলে—আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব ভ, সিকুটা, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্স-ভ, প্লাম্বা, হ্রাস, পাল স, স্যাবাডি, সিলা ব্যবহৃত হয়।

## জ্বর-চিকিৎসা।

## ( ৪ )

অবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদির শাখাস্থ টাইফয়েড আদি সমস্ত জ্বর-নিচয়ের চিকিৎসার্থ প্রত্যেকের জন্য পৃথক২ ভাবে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধাবলী সংগ্রহ।

নিম্নলিখিত জ্বর সমূহের জন্য পশ্চাদুক্ত 'জ্বর-চিকিৎসা (৫)' এই হেডিং মধ্যে ভৈষজ্য তত্ত্ব অবশ্য দেখিবে। আবশ্যক হইলে জ্বর চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

## সামান্য জ্বর।

সামান্য জ্বর বা সামান্য অবিরাম জ্বর—ইহার চিকিৎসা জন্য ৪১৫ পৃষ্ঠা দেখ ও পশ্চাদুক্ত জ্বর চিকিৎসা (৫) এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্ব দেখ, আবশ্যক হইলে জ্বর চিকিৎসা (১)—(২)—(৩) দেখিতে পার।

## টাইফয়েড্ জ্বর।

১। টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর—চিকিৎসার জন্য ৪৩২ ও ৪৩৫ পৃষ্ঠা দেখ, এবং পশ্চাদুক্ত "জ্বর-চিকিৎসা (৫)" এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য

অন্য দেখ।——"জ্বর চিকিৎসা (১)—(২)—(৩)" দেখ।

টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরাদিকারে—(১) ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, রাস্‌টক্স, আর্সেনিক, এসিড্ মিউরিয়েটিক, এসিড্-ফস্‌ফরিক্, ফসফরাস্ প্রধান ঔষধ।——তদ্‌পশ্চাৎ (২) আর্ণিকা, বেলেডোনা, ওপিয়াম্, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস, ককিউলাস, জেল্‌সিমিনাম্, ল্যাকেসিস, নক্স-মস্কেটা, সাল্‌-ফার, এণ্টি টার্ট, টেরিবিন্থিনা, ভিরেট্রাম্-এল্‌ব, ডিজিটেলিস, ষ্ট্র্যামো-নিয়াম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, হেলেবোরাস ক্যাম্ফর, কুপ্রাম, মার্কিউরিয়াস্, নক্স ভ, পাল্‌সেটিলা, এগারিকাস একোনাইট সিকেলী হাইওসায়েমাস্, ক্রিযেজোট্ প্রধান।——এই ঔষধ সমূহের ব্যবহারার্থে কয়েকটী বিশেষ মন্তব্য যথা ——

ব্রাইওনিয়া এলবাম্—মৃদু স্বভাবাপন্ন টাইফয়েড্ আদি জ্বরে ইহার অতি চমৎকার ক্ষমতা দেখিতে পাইবে। পীড়ার প্রথমভাগে টাইফয়েড্ স্বভাব টের পাওয়া যায়না বটে কিন্তু যখন এই টাইফয়েড্ স্বভাব টের পাইবে তৎক্ষণাৎই ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা উচিত। —* রাস টক্স—উগ্রস্বভাবাপন্ন টাইফয়েড্ আদি জ্বরের প্রথম হইতেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—টাইফয়েড আদি জ্বরের ইহা একটি স্পেসিফিক্ (Specific medicine) অর্থাৎ স্বভাবগত মহৌষধ। এমন কি অনেকে বলেন টাইফয়েড্ জ্বরের প্রথমভাগে উপযুক্তরূপে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কখনই রোগ মারাত্মকরূপে পরিণত হইতে পারিবেক না।

আর্সেনিক—ইহা টাইফয়েড আদি জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি যে রোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে সে রোগীও এতদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। রাস টক্সের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে (বিশেষ পীড়ার প্রথম অবস্থায়)।—* ফসফরাস, এসিড্-ফস্‌ফরিক্, এসিড্-মিউরিয়েটিক্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইল্যান্‌থাস্, আর্স, আর্ণিকা বেল্, চায়না জেলস, হাইয়স্, ওপি ডাক্তার হেল্ ও ডাং কাউপার থোয়েট্ মতে এই কয়েকটীও উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। ডাং হিউজ এগারিকাস্, বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, হাইও-

ষ্ট্রামোনিয়াম্, ওপিয়াম্, দ্বারা স্নায়বীয় ও মস্তিষ্কগত লক্ষণে (বিকারাদিতে) অনেক ফল পাইয়াছেন। য়্যাট্রোপিয়া, ইউক্যালিপ্টাস্, আইরিস্, ল্যাকনান্থি, লেপ্টাণ্ড্রা, ওলিয়েম্-ক্যাজুপুটাই, ইনোথিরা, পডোফাইলাম্, মার্ক-প্রোটো-সাল্‌ফাইট্, হ্রাস্-ভেনিনেটা, স্কুটিলেরিয়া, সোলেনাম্, সাম্বুল, ট্রাই-অটি্রাম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, জ্যান্থজিলাম্ ডাং হেল্ এই সমস্ত ঔষধকে টাইফয়েড্ ফিবারের উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত ডাক্তার পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় দুর্লক্ষণ জন্য এইল্যান্টাস, জেল্সিমিনাম্, ভিরেট্রাম্-ভি, প্রয়োগ জন্য উপদেশ করেন। অন্ত্র সমূহের কঞ্জেচশন্ এবং উদরাময় জন্য ডাং রিউজ আর্সেনিক, মিউরিয়েটিক্-এসিড্, দিতে বলেন তিনি আরোও বলেন আইয়ডিয়াম্, ও মার্কিউরিয়াস, অন্ত্রস্থ গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থিদিগের ক্ষতাদি সম্বন্ধে বিশেষ উপকার করে। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ( রক্ত বাহ্যি জন্য )—টেরিবিন্থ, ক্রিয়েজোট এই দুইটী ঔষধকে তিনি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যেগণ্য করেন।——বিকারাদি অবস্থা জন্য হেলেবোরাস্, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি। ( ২১০ হইতে ২৬৮ পৃষ্ঠা বিকার দেখ )।

টাইফয়েড আদি জ্বরের নানাবিধ উপসর্গ।} :——

২। ( ক ) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—*একোন্ (প্রথম অবস্থায়), *মার্ক (বিশেষতঃ রাত্রিতে, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইলে), ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, হেমেমে, এসিড্-ফস্, *ফস, পাল্‌স, *হ্রাস্, সাল্‌ফা, ( ৩৮১ দেখ )।——( খ ) অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব—*এসিড্-নাইট্রি, ফস্-এসি, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ইপিকাক, ফস্,। ( ৯৩ পৃষ্ঠার রক্তময় মল দেখ )।——( গ ) পেরিটোনাইটিস জন্য—আর্স, বেল, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ওপি।——( ঘ ) কর্ণমূল জন্য——একোন্, বেল, ক্যাল্‌কে ( ৩৯৮ পৃষ্ঠা দেখ) ——( ঙ ) টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি—একোন্, বেল্ ( কৃষ্ণাভ লালবর্ণ ); ব্রাই ( পিংশে ভাবাপন্ন লালবর্ণ এবং টন্‌সিলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দেখা যায়)।——( চ ) ফোড়া বা স্ফোটক—আর্স, বেল্, লাইকো, সাইলি, সাল্‌ফা।——( ছ ) বধিরতা——আর্নি কা, ফস্-এসি, ভিরাট্,——( শ্রুতি কঠোরতা ——ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ফস

এসি, হ্রাস) ; ( অত্যন্ত শ্রুতি প্রখরতা——ব্রাই ) ।——( [illegible] ) [illegible] কাল চট্টা পড়িয়া থাকা——হাইয়স, জিঙ্ক।

৩। (ক) খিট্‌খিটে স্বভাব—বেল্, ব্রাই, লাইকো——( খ ) মন নিতান্ত ভার ও বিমর্ষ—বেল্, পাল্‌স।——(গ ) কথা বলিতে অনিচ্ছা—ফস্‌-এসি ——( ঘ ) কোন কার্য্য বা কথায় সহানুভূতি নাই——এপিস্, আর্স, কার্ব্ব-ভ, ককিউ, হাইওসায়েমাস্, ওপি, ফস্‌-এসি, ষ্ট্র্যামো।——( ঙ ) তন্দ্রা ও অলসতা——এপিস, *আর্স, *কার্ব্ব-ভ, ককিউ, ল্যাকে, ওপি।——( চ ) বিকারে নানাপ্রকার স্বপ্ন ও বিভীষিকা দর্শন করে——বেল্, হাইয়স, হ্রাস্। ——( ছ ) ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, দৌড়াইয়া পালাইতে চায়——আর্স, *বেল্, ব্রাই, *হাইয়স্, মার্ক, ষ্ট্র্যামো ——( জ ) অতি উগ্র স্বভাবাপন্ন ডিলিরিয়াম——বেল্, ওপি, ষ্ট্র্যামো,——(ঝ) স্মৃতি বিভ্রম—এনাকার্ডিয়াম। ( বিকার ২১০ হইতে ২৮২ পর্য্যন্ত দেখ )।

৪। (ক) বক্রগতিতে দৃষ্টি —— হাইয়স ——(খ) দৃষ্টির দুর্ব্বলতা—হাইয়স্, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক।

৫। ( গ ) চক্ষু, কোটরে বসিয়া যাওয়া—আর্স, ভিরাট্।——( ঘ ) দুই চক্ষু নিতান্ত বড় বড় করিয়া চাউনি—বেল, ওপি।——( ঙ ) মুখ রক্তবর্ণ—বেল্, নক্স-ভ, ওপি, হ্রাস্।——( চ ) চক্ষু ও মুখ বসিয়া যাওয়া ও তাহাতে পিংশে বর্ণ—আর্স, ফস্‌-এসি, জিঙ্ক, ভিরাট্।——( ছ ) ওষ্ঠ কাল, কটা, অথবা ফাটা ফাটা—আর্স, ল্যাকে, ফস-এসি, জিঙ্ক।——( জ ) নিম্নমাড়ী শ্লথ হইয়া পড়া ( মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা হওয়ার লক্ষণ )—আর্স, কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, *জিঙ্ক, *ওপি, লাইকো।

৬। (ক) জিহ্বার অসাড় অবস্থা—হাইয়স্, মিউর-এসি। ( খ ) জিহ্বা শুষ্ক—আর্স, *হ্রাস্, মিউর-এসি, ফস্, ফস-এসি।——( গ ) জিহ্বা পুরু রূপে ক্লেদাবৃত—ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, হ্রাস, ( প্রায় পরিষ্কৃত—ককিউ।—— জিহ্বা ১ হইতে ৫২ পৃষ্ঠা )—( ঘ ) মুখে য্যাপ্‌থি নামক ক্ষত—মিউর-এসি, ন্যাক্স্।——( ঙ ) হিক্কার এবং বমন—আর্স, *ব্রাই, হাইয়স, [illegible]

(চ) পাকস্থলী মধ্যে বেদনা——আর্স, *ব্রাই, হ্রাস, ভিরাট।——(ছ) যকৃতের গোলযোগ—মার্ক।——(জ) প্লীহার বিবৃদ্ধি—আর্স, *ক্কিউ, *ফস্-এসি, হ্রাস্।——(ঝ) পেটে কলিক বা শূল বেদনার ন্যায় বেদনা—আর্স, *মার্ক, ফস্ এসি, হ্রাস, ভিরাট।——(ঞ) পেট ফাঁপা—আর্স, *কার্ব্ব ভ, *ফস, *ফস-এসি হ্রাস, টেরিবিন্থ।——(ট) কোষ্ঠ বদ্ধতা—এপিস, *ব্রাই, ককিউ।——(ঠ) উদরাময়—এপিস, আর্স, ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ফস এসি, হ্রাস, (অসাড়ে মল ত্যাগ)—এপিস, আর্ণি আর্স, কার্ব্ব ভ, ফস এসি, হ্রাস, জিঙ্ক।—৪৩৭ পৃষ্ঠা দেখ) অনবরত ডায়েরিয়া বা উদরাময়—আর্স, বেল, ক্যাল্ কে-কার্ব্ব, সাল্ফা।——(ড) রক্তময় মল—মিউর-এসি, ফস, *নাইট্রি এসি, হ্রাস ফস এসি, আস কার্ব্ব ভ, ইপিকা।——(ঢ) মল পূঁযময় (অন্ত্রে ক্ষত হেতু)—এপিস আস কার্ব্ব ভ, *নাইট্রি-এসি ফস হ্রাস, সাল্ফা ——(ণ) পচা মল—এপিস, আর্স, কার্ব্ব ভ, ফস্।

৭। (ক) মূত্রে যাল্বুমেন বা অণ্ডলাল পাওয়া গেলে—ফস এসি, হ্রাস, —(খ) প্রস্রাব জলবৎ বর্ণ বিশিষ্ট—ব্রাই, মিউর এসি ——(গ) অসাড়ে মূত্রত্যাগ—এপিস, আর্ণি, আস।

৮। (ক) ফুস্ফুসীয় পীড়ায়—এপিস, আর্স, *ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ইপিকা, ল্যাকে, মস্কাস্, নাইট্রি এসি, *ফস, হ্রাস সেনিগা।——(খ) ফুস্ফুস যকৃতের ন্যায় শক্ত হইলে—ল্যাকে, নাইট্রি এসি ফস্, হ্রাস।——(গ) কাশি দ্বারা শ্লেষ্মা উঠিলে—আর্স, ল্যাকে ফস হ্রাস।——(ঘ) ফুস্ফুস্ অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে—কার্ব্ব ভ, মস্কাস, এণ্টিমোনিয়াম্।

৯। (ক) শাখাসমস্তে বেদনা—ব্যাপ্ট, হ্রাস,।——(খ) হাত পায়ে অসাড় বোধ—ককিউ, হ্রাস।——(গ) আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালন—বেল, হাই-য়স্, ইগ্নে, মস্কাস, জিঙ্ক।——(ঘ) পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন—আর্ণি, ব্রাই, হ্রাস্।——(ঙ) অস্থিরতা—ব্রাই, ষ্ট্রামো, হ্রাস।——(চ) অত্যন্ত শয্যা-গত অবস্থা—এপিস্, মিউর-এসি, জিঙ্ক মার্ক, ফস, ফস-এসি, হ্রাস্।

১০। (ক) শরীরে সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মোৎপাত বা ইরাপশনে—আর্ণি, ক্যাল্কে, লাইকো, (এই ইরাপশনে চুলকানী থাকিলে লিডাম)।

—(খ) ঐ লাল লাল—রুস্-এসি, হ্যাস, ষ্ট্রামো, ঐ সাদা—এপিস্, ব্রাই, মিউর-এসি, সাল্ফা, ভ্যালিরি; ঐ নীলাভ—কার্ব্ব ভ ভিরাট। (গ) রক্ত জমার ন্যায় ইরাপ্শন্—আর্স ব্রাই, কার্ব্ব-ভ, ফস-এসি, জিঙ্ক, ।—(ঘ) রক্ত পিত্তবৎ বা আর্টিকেরিয়ার ন্যায় চাপচাপ ইরাপশন—সাল্ফা, মার্ক, কার্ব্ব-ভ, কষ্টি, লাইকো, নাইট্রি এসি।

১১। (ক) শয্যাগত—আর্স, ফস-এসি জিঙ্ক, ফ্লুওরিক-এসিড দিতে ডাঃ হেরিং উপদেশ করেন।— —(খ) অধোশাখায় শোথ—আর্স, চায়না, লাইকো, সাল্ফা।

টাইফয়েড জ্বরের এই ঔষধ সমস্ত দ্বারা রেমিটেন্ট-জ্বর ও টাইফাস আদি সদালগ্ন জ্বরের চিকিৎসাতে অনেক সাহায্য পাইবে।

# টাইফাস জ্বর।

টাইফাস্ জ্বরে—জেলস, একোনাইট, এণ্টিমকাস, ব্যাপ্টি, হাইয়স, বেলেডোনা, ভিরাট-ভি, এপিস, ওপিয়াম, এসিড মিউরিয়েটিক, ফস ফরাস, ল্যাকেসিস, হ্যাস-টক্স, এসিড-নাইট্রি, ব্রাইওনিয়া, ষ্ট্রামোনিয়াম্, আর্সেনিক, প্রসিদ্ধ ঔষধ মধ্যে গণ্য। উপরোক্ত প্যারাগ্রাফে টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বর ও ৪৩৫ পৃষ্ঠা দেখ ও বিকার ২১০ হইতে ২৮ পৃষ্ঠা দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

# পৌনঃপুনিক জ্বর।

৪৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। "জ্বর-চিকিৎসা (৫)" মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ।

# পীত জ্বর।

৪৩৯ পৃষ্ঠা দেখ। "জ্বর চিকিৎসা (৫)" মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। আবশ্যক হইলে জ্বর চিকিৎসা (১) (২)—(৩) দেখ।

# সবিরাম জ্বর বা ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার।

সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা জন্য—(১) *এপিস, **আর্স, *চায়না, **চায়নি-সা, **ইউপেটো পারফো, এলষ্টোনিয়া, ইগ্নে, **ইপিকা, *জেলস, ল্যাকে, **ন্যাট্রা মি, **নক্স ভ, *পালস *হ্যাস এবানিয়া ডা, সাল্ফা, *ভিরাট্-এল্ব। (২) একোন্ ইস্কিউ **এন্টিমোনিয়াম টার্ট ওক্রুড্ *আর্ণি, **বেল্, *ব্রাই, *ক্যালকে, *ক্যাপ্সি, *কার্ব্ব ভ, *সিড্রন ক্যামো *সিনা, সাইমেক্স, *ফেরাম্ ওপি, পডো। (৩) এপোসাই ক্যান্না, কর্ণাস ফ্লো, *ককিউ, কফিয়া, ড্রসিরা, হিপার, হাইড্রাষ্ট হাইয়স লাইকো, মার্ক, মেজি, নক্স ম, *স্যাবাডি, স্ট্রাম্ন, নাইলি সিপি, ষ্ট্যাফি থুজা, ভ্যালেরি। (৪) এঙ্গসট, ক্যাক্টাস, চেলিডো, সিমিসিফি, কুপ্রা ডিজি, হেলে, ফস, ট্যারাক্সে, ভিরাট ভি ইত্যাদি ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

*সবিরাম জ্বরের ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন জন্য জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩)—(৫) দেখ।—যকৃৎ ও প্লীহা জন্য ৪৯৩ পৃষ্ঠা (ত) দেখ। বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব "জ্বর চিকিৎসা (৫)" মধ্যে অতি মনোযোগসহ দেখ।

# স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার।

১। রেমিটেণ্ট জ্বর চিকিৎসা জন্য এই অধ্যায়ের উপরোক্ত টাইফয়েড্ ও টাইফাস্ আদি জ্বরের প্যারাগ্রাফে যে ঔষধাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ ও পশ্চাদুক্ত "জ্বর চিকিৎসা (৫)" এই হেডিং মধ্যে বিশেষ ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখ। উপরে ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার বা সবিরাম জ্বর জন্য যে

ঔষধাবলী সংগৃহীত হইয়াছে তাহারা এই রেমিটেণ্ট ফিবারেরও অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; তাহাদিগকে রেমিটেণ্ট ফিবারে প্রযোগ করিতে হইলে জ্বরের অবস্থাত্রয়ের মধ্যে বিশেষ তাপাবস্থার লক্ষণচয়ের সহিত † ঐক্য করিয়া ঔষধ মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন সহজেই হইতে পারে ( ৪৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। ) এবং জ্বর-চিকিৎসা—(১)—(২)—(৩) দেখ। তাহাতে বিশেষ সাহায্য পাইবে।

২। স্বল্পবিরাম জ্বরাধিকারে—*বেলেডোনা, **জেল্‌সিমিনাম্, *একোনাইট্, **আট্রা-মি, **ইউপেটোরিয়াম্-পার্ফো, **রাস্-টক্স, **ব্রাইওনিয়া, ** ব্যাপটিসিয়া, *নক্স-ভমিকা, *ইপিকাক, **আর্সেনিক, **চায়না, *চায়নি-সল্ফ, চায়নি-আর্স, সিনা, ওপিয়াম্, *মার্কিউরিয়াস্, **এণ্টি-টার্ট, **এণ্টি-ক্রুড্, *এমোনি-মি, * গ্লোনইন্, কর্ণাস ফ্লোরি ইউক্যালিপ্টাস্, স্যাণ্টোনিন্, ভিরেট্রাম্-ভিরিডি, এরানিয়া, চেলোনি, কর্ণাস্ সার্সা, *কফিউ, লেপ্টাণ্ড্রা, এপোসাইনাম্, ক্যাক্টাস সিমিসিফি, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস্, * আর্ণিকা, * পডোফাইলাম্ ইলাটিরিয়াম্, এপিস্, * লাইকোপোডিয়াম্, ল্যাকেসিস, কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস, *ক্যামোমিলা, *পাল্‌সেটিলা, *হাইয়-সায়েমাস্, *ফস্‌ফরাস, সিড্রন, *ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, এণ্টিফাইব্রিন বা এসিটানি-লইড্ ( ১ম ট্রি-টরেসন ), *সাল্‌ফার, এলোজ, ইগ্নেসিয়া, ইত্যাদি ঔষধ বহুসংখ্যক রোগীতে নিজহস্তে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদাই আমরা ফল পাইয়া থাকি। জ্বরের স্বল্পবিরাম বা অবিরাম অবস্থা ভঙ্গ করিতে অর্থাৎ জ্বর ছাড়া-ইবার জন্য আমাদের হোমিওপ্যাথিকমতে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধাবলী রহিয়াছে, অন্য কোনমতে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। আমার চিকিৎসা জীবনের প্রথমভাগে এলোপ্যাথিকমতে ফিবার মিক্‌চার দিয়া জ্বর ছাড়াইবার চেষ্টা দেখিতাম কিন্তু তাহা বিশেষ সন্তোষকর বলিয়া বোধ হইতনা। এইক্ষণ হোমিওপ্যাথিকমত গ্রহণের পর দেখিতে পাই যে, ইহাতে জ্বরের জন্য যে যে উৎকৃষ্ট ঔষধ রহিয়াছে তাহা অন্য

† রেমিটেণ্ট ফিবার ও টাইফয়েড আদি সংলগ্ন জ্বর মাত্রেই—তাপের বৃদ্ধি বা অতিশয়কে "তাপাবস্থা" বলিয়া জানিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

মতে নাই ; তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। যাঁহারা বলেন যে, হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের ভাল ঔষধ নাই, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম।——আমি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবনা যে, নিতান্ত কঠিন জ্বরে সুধীর হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক যেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিবেন তেমন আর কেহই পারিবেন না। হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য-তত্ত্ব রত্নাকর সমুদ্র বিশেষ, ইহাকে মন্থন করিলে যে রত্ন চাও তাহাই উদ্ধার করিতে পারিবে। সামান্য সামান্য জ্বর ঔষধে আরোগ্য হয়, কি উহা স্বভাবে আপনি আরোগ্য হয়, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রত্যক্ষ ফলের পরিচয় নানাবিধ উপসর্গযুক্ত কঠিন জ্বরেই দেখিতে পাইবে, তাহা না হইলে কে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিত?

৩। পাকস্থলীর উপসর্গাদিযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বরে (৪৪৮ ও ৪৬১ পৃষ্ঠা দেখ) অর্থাৎ বিলিয়াস্ ও গ্যাষ্ট্রিক্‌রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদি—*ব্রাই, এলোজ, *একোন্, *ক্যামো, চেলিডো, *চায়না, *আস, এণ্টি ক্রুড, *ক্রোটেলা, *জেল্‌স, হাইড্রাষ্ট, ইগ্নে, বেল্, *এণ্টি টার্ট, ইপিকা, আইরিস্, ল্যাকে, ক্যাপ্‌সি, *মার্ক, *নক্স ভ, ফস, *পডো, রাস টক্স, সেঙ্গু, সাল্‌ফ, ভিরাট্ ভি, ব্যাপ্‌টি, কাডু য়াস্, কর্ণাস্ ফ্লোরি, লেপ্‌টাণ্ড্রা, ট্রাইঅষ্টিয়াম্। (৯২ পৃষ্ঠাতে পিত্তময় মল দেখ)।

বিলিয়াস্ ও গ্যাষ্ট্রিক্ জ্বরে ডাং বেয়ার মার্ক ভ, ব্রাই, পাল্‌স, এণ্টি-ক্রুড, ভিরাট্-এল্‌ব, ডিজি, কুপ্রাম, এসিড্-ফস্, চায়না, নক্স-ভ, এমোন-মি, সেনিগা, আস, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি ইত্যাদি ঔষধকে প্রধান মনে করেন।

৪। (ক) জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ক্যাম্ফ জেল্‌স।—(খ) উষ্ণাবস্থায় একোন্, বেল, জেল্‌স, এণ্টি, ব্রাই, রাস, ইউপেটোরিয়াম্, ব্যাপ্‌টি, মার্ক ইত্যাদি।—(গ) জ্বরের টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত হইলে (১) বেল, ব্রাই, কার্কিউ, রাস্, আস, এসিড্ মিউ, ফস (২) ব্যাপ্‌টি, কার্ব্ব ভ, চায়না, ওপিয়াম, হাইয়স্, আইরিস, লেপ্‌টাণ্ড্রা।——(ঘ) জ্বরে ডিলিরিয়াম্ আদি বিকার উপস্থিত হইলে—হাইয়স, বেল, ষ্ট্র্যামো, ওপি, রাস এবং (২১০

হইতে [illegible] পৃষ্ঠা দেখ )।——( ঙ ) অনিদ্রা জন্য—( ২৭৭ পৃষ্ঠা [illegible] পৃষ্ঠা দেখ )।——( চ ) নেবা বা কামলা থাকিলে ফস্, মার্ক।——( ছ ) [illegible] বমন বা কাল বমন থাকিলে—আর্জেন্ট-না, ভিরাট্।——( জ ) [illegible] সময়ে অনেকে আর্স, নক্স-ভ, ন্যাট্রাম, কুইনাইন অথবা চায়না ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন ——( ঝ ) জ্বরের পূর্ব্ব হইতে প্রতিষেধক অর্থাৎ জ্বর না আসিতে পারে তজ্জন্য—জেল্স, অনেকে চায়না ৩০শ ডাঃ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।—এইং জ্বরসহ শরীর পচনশীল অবস্থাপন্ন (put[illegible]) হইলে—আর্স, ব্যাপ্টি, কার্ব্ব ভ চায়না, জেল্স, মার্ক, মিউর এসি, ফস্-এসি, হ্রাস, সাল্ফ এসি।——( ট ) এতৎসহ কৃমির উপসর্গ থাকিলে সিকুটা, সিনা, মার্ক, সাইলি, স্পাইজি, সাল্ফা, নক্স ভ, স্যাবাডি, টিউক্রি, ভ্যালিরি।——( ঠ ) অজীর্ণ জন্য গ্যাষ্ট্রিক জ্বর—( ১ ) ইপিকাক, পাল্স, ( ২ ) এণ্টি, ব্রাই, নক্স ভ, সাল্ফা।——( ড ) ক্রোধজনিত জ্বর—( ১ ) ক্যামো কলোসিন্থ,—( ২ ) একোন, ব্রাই, চায়না, নক্স ভ, ষ্ট্যাফি।——( ঢ ) ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর—একোন বেল, ব্রাই ক্যামো ইপিকাক, মার্ক, নক্স ভ, পাল্স, সাল্ফা——( ণ ) শীতলজল, বরফ, কি অম্ল খাওয়া হেতু জ্বর——( ১ ) আর্স পাল্স, ( ২ ) ল্যাকে ন্যাট্রা-মি, সাল্ফার, সাল্ফ এসি —( ত যকৃৎ ও প্লীহাজনিত উপসর্গ জন্য ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭[illegible], ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

———

# জ্বর-চিকিৎসা

## ( ৫ )

## জ্বরের বিশেষ-ভৈষজ্য তত্ত্ব

অবিরাম জ্বরাদি ও ম্যালেরিয়া জ্বরাদির লক্ষণগত অনেক সাদৃশ্য থাকা হেতু তাহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব (বিশেষ সুবিস্তার ও সুবিধা জন্য) একই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল। কারণ দেখিবে, যে সমস্ত সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রত্যেক জ্বরের হেডিং মধ্যে তাহাদের স্বীয়২ ভৈষজ্য-তত্ত্ব পৃথক ২ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জন্য তাহা বিশেষ সুবিধাজনক নহে, বরং অসুবিধাকর; যথার্থ প্র্যাক্‌টিকেল্ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রেই এ কথার মর্ম্ম বিলক্ষণভাবে বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এলোপ্যাথি ও অন্যান্য প্রকার চিকিৎসার জন্য এপ্রকার ভৈষজ্য তত্ত্ব পৃথক লেখা সুবিধাকর হইতে পারে বটে কিন্তু হোমিওপ্যাথির জন্য তাহা নহে, কারণ বহুস্থলে এমন হয় যে, লক্ষণের ঐক্য হইলে কোন এক হেডিং বা প্যারার ঔষধ লক্ষণ অন্য জ্বরে এমনকি অন্য রোগেও প্রযুক্ত হইতে পারে এ কথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। তুমি ও আমি হইতে যেন মহাত্মা হানিম্যানের সুপ্রশস্ত চিকিৎসা পথ সংকীর্ণাকার প্রাপ্ত না হয় সেই ভয়ে পুনঃ পুনঃ এ কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি।

* প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা থাকিলে এই জ্বর বেলেডোনার জ্বর, এই জ্বর হ্রাস টক্সের জ্বর, এই জ্বর ব্রাইওনিয়ার জ্বর এতাদৃশ প্রকারে শিক্ষা করিতে যত অভ্যাস করিবে ততই উৎকৃষ্ট। পীড়ার নাম অনুসারে ঔষধে সীমাবদ্ধ থাকিলে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখিতে পারিবেনা।

☞ পূর্ব্বোক্ত জ্বর চিকিৎসা (১) (২) (৩) (৪) দ্বারা ঔষধ মনোনয়নে বিশেষ সাহায্য পাইবে। অত্রস্থ বিশেষ ভৈষজ্য তত্ত্বে জ্বরের ঔষধ ও

লক্ষণাদির বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তৃপ্তিমত ঔষধ নির্বাচন করিয়া লইতে পারিবে।

[ আবশ্যক হইলে ২৬ পৃষ্ঠায় জিহ্বা ১৪৩ পৃষ্ঠায় কৃমি, ২০৭ পৃষ্ঠায় ঘর্ম, ২৩৫ পৃষ্ঠায় নানাবিধ বিকার ইত্যাদির ভৈষজ্য তত্ত্ব দেখ, তাহাতে ঔষধ নির্ব্বাচনে অনেক সুবিধা পাইবে, কারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্য গণিতের অঙ্কবিশেষ-কষার ন্যায় ( As to Solve mathametical problems ), ইহাতে যে কোন লক্ষণ অবলম্বনে ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে সাহায্য পাইতে পার, তাই এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। ]

——ভৈষজ্য তত্ত্ব দেখার পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানা থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত জ্বর সমূহের ঔষধ নির্ব্বাচনার্থ নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফ :—— সকল দেখ। আবশ্যক হইলে অন্য প্যারাও দেখিবে।

| জ্বরের নাম | প্যারা দেখ। |
|---|---|
| ( ১ ) সামান্য জ্বর জন্য …… | ১। ২। |
| ( ২ ) টাইফয়েড্ জ্বর জন্য …… | ৩। ১। ২। |
| ( ৩ ) টাইফাস জ্বর জন্য …… | ৩। ২। |
| ( ৪ ) পৌনঃপুনিক জ্বর জন্য … | ৪। ১। ৫। |
| ( ৫ ) শীত জ্বর জন্য …… | ৫। ১। ২। |
| ( ৬ ) সবিরাম জ্বর জন্য …… | ১। |
| ( ৭ ) স্বল্পবিরাম জ্বর<br>অত্যগ্র স্বল্পবিরাম জ্বর<br>বিলিয়াস ফিবার<br>গ্যাস্‌ট্রিক ফিবার<br>ইত্যাদি জন্য …… | ১। ২। ৩। ৫। |

অতএবঃ——

" ১ম প্যারাতে "—সবিরাম জ্বর (ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার), সামান্য জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড্ জ্বর ও বিলিয়াস ইত্যাদি জ্বর জন্য দেখিবে।

" ২য় প্যারাতে "—স্বল্পবিরাম জ্বর ( রেমিটেণ্ট ফিবার ), অত্যগ্র স্বল্পবিরাম

বিরাম জ্বর (সাইনোকা Synocha—প্রচণ্ড-জ্বর, প্রচণ্ড-স্বল্পবিরাম-জ্বর বা ইনফ্লামেটরি রেমিটেণ্ট জ্বর—৪৫৭ পৃষ্ঠা ২ প্যারাতে"), সামান্য জ্বর, বিলিয়াস্ জ্বর (বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার বা পিত্তজ্বর), গ্যাসট্রিক জ্বর (গ্যাস্ট্রিক ফিবার), টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি জন্য দেখ।

"৩য় প্যারাতে"—টাইফয়েড্ জ্বর, টাইফাস্ জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, ইত্যাদি জন্য দেখ।

"৪র্থ প্যারাতে"—পৌনঃপুনিক জ্বর ইত্যাদি জন্য দেখ।

"৫ম প্যারাতে"—শীতজ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, ইত্যাদি জন্য দেখ।

এস্থলে ব্যবহারতঃ ১,২, ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা প্রত্যেক ঔষধকেই প্রধান২ প্যারাতে বিভক্ত করা হইল, অত্র প্যারা শব্দে ঐ প্রধান প্যারাই বুঝিবে; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত প্যারা সকল, অঙ্ক-চিহ্নিত প্রধান প্যারার গর্ভস্থ জানিবে। আর একটী কথা বলিয়া রাখিঃ— মনে কর "১। প্যারা" সবিরাম জ্বর জন্য দেখিতে হইবে— তখন জানিবে প্রত্যেক ঔষধেরই "১।" এই চিহ্নিত প্যারা মধ্যে সবিরাম জ্বর চিকিৎসা জন্য বিষয় সকল লিখিত আছে; কোন২ ঔষধে "অঙ্ক চিহ্নিত প্যারাদিগের মধ্যে" দুই একটী প্যারা নাই এমন দেখিতেপাইবে, কিন্তু সেস্থলে জানিবে যে, ঐ ঔষধ সেইসেই "প্যারা-নির্দ্দিষ্ট-জ্বরে" সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না।—নিম্নোল্লিখিত ঔষধ সমূহ দেখ।

—o—

# একোনাইট।

—*:| ১ |:*—

জ্বরের সময়—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকাল॥ জ্বরের কারণ——শুষ্ক ও শীতল বাতাসে; দিবাভাগ গরম ও রাত্রিভাগ শীতল; গাত্র ভিজিয়া গেলে (ডাল্কা, ডুল্ক,), ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচন করা হেতু ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া; ভয় হেতু জ্বর; বাতরোগ॥ শীতাবস্থা—পাদ হইতে শীত হইয়া মস্তকের দিকে প্রবাহিত হয়, তৎসহ মস্তক অভ্যন্তরে গরম-জলবৎ উষ্ণতা

বোধ; গাত্র স্পর্শে বা নড়াচড়া করিলে শীত ও কম্প বোধ (নক্স-ভমিকা); শীতের সময় একদিকের কপোল লাল ও উষ্ণ অন্যদিকের কপোল [illegible] (ক্যামো, ইপিকাক), পায়ের দিকে শীত ও মস্তকের দিকে [illegible] অথবা তাহার বিপরীত ॥——তাপাবস্থা——তৃষ্ণা, সন্ধ্যাকালে জ্বর অত্যন্ত প্রখর, গাত্র জ্বালাযুক্ত; শুষ্ক উত্তাপ, অস্থিরতা ও ছট্‌ফট্; উত্তাপে মুখ পুড়িয়া যায়; জ্বরের বৃদ্ধি বা তাপাবস্থায় কাশি ও তৎসহ প্যালপিটেসন বক্ষঃস্থলে চিড়িকমারা বেদনা (শীত ও তাপাবস্থায় কাশি,—ব্রাইও। শীত এবং শীতের পূর্ব্বে কাশি—হাস)। শয়নাবস্থায় থাকিলে মুখ লালবর্ণ ও উঠিয়া বসিলে উহা পাংশে ও তৎসহ মূর্চ্ছা। অতিতৃষ্ণা (সকা-ব্রাই, ন্যাট্রা-মি। কেবলমাত্র তাপাবস্থায় তৃষ্ণা—ইপিকাক) গাত্রে কাপড় রাখিতে অনিচ্ছা অথচ গায়ের কাপড় ফেলিতে ভয় বোধ করে (ক্যাম্ফ, সিকেলী ॥—ঘর্ম্মাবস্থা— ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে সমস্ত শরীর শীঘ্র ঘর্ম্মাবৃত হইয়া পড়ে। আবৃতস্থানে অথবা যে পাশে শুইয়া থাকে তাহাতে ঘর্ম্ম— এন্টি টার্ট, চায়না, নাইট্রি-এসি' উষ্ণ ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম দ্বারা উপসর্গের উপশম (ন্যাট্রা মি)।——নাড়ী—অতি পূর্ণ ও উল্লম্ফনযুক্ত (তাপাবস্থায়)—শীতাবস্থার নাড়ী সূত্রবৎ ও পর্য্যায়যুক্ত। বিজ্বর অবস্থা——প্রায়ই হয় না, আরোগ্যাবস্থায় অতি ব্যাকুলতা।

* এই সমস্ত লক্ষণ জন্য সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর সামান্য জ্বর,
** ইত্যাদিতে একোনাইট প্রদত্ত হয়।

— *| ২ |* —

জ্বরে পিত্তাধিক্যজনিত লক্ষণ যথা—জিহ্বার উপরিভাগে হলুদ বর্ণের কোটিং। জল ব্যতীত অন্যান্য পানীয় পদার্থে, পানে ও মুখে তিক্ত আস্বাদ দাহ উৎপাদক তৃষ্ণা, উদ্গার তিক্ত, বমন তিক্ত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট (বমনে কৃমি পড়ে)। পক্বাশয়োদ্দেশ স্ফীত। যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও আরক্তিম মল অপরিষ্কৃত কিম্বা অত্যন্ত বেগ দিলে অল্পমাত্র মল হইয়া থাকে। প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও অল্প পরিমাণ। শরীর উষ্ণ ও ঘর্ম্মশূন্য তৎসহ নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত গতি বিশিষ্ট। অনিদ্রা এবং অস্থিরতা। কোকান খিট খিটে স্বভাব। [illegible]

বনিয়া ও ক্যামোমিলার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে) জ্বরের প্রথম ভাগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জ্বরের তাপে শরীর যেন জ্বলিয়া যায়; কোন কোন সময় তাপাবস্থা শীত ও কম্প হইয়া উপস্থিত হয়। চর্ম্ম শুষ্ক এবং যেন জ্বালার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে থাকে।

মুখ লালবর্ণ। চক্ষে প্রদাহ ও বেদনা। অনিদ্রা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, মৃত্যুভয়, চীৎকার করা। নাড়ী কঠিন ও পূর্ণ। জিহ্বা পরিষ্কৃত ও সিক্ত। মাথাধরা, মাথাঘোরা (মাথা উঠাইলে)। রাত্রিভাগে ডিলিরিয়াম্। প্রস্রাব গাঢ় লালবর্ণবৎ। বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণাবোধ; ব্যাকুলতার সহিত শ্বাস প্রশ্বাস, শুষ্ককাশি, পার্শ্ববেদনা, হৃৎপিণ্ডের উলম্ফন বা প্যাল্পিটেসন। হস্তপদে বেদনা (বেল্, ব্রাই, ক্যামো দেখ)।

* এই সমস্ত লক্ষণজন্য একোনাইটকে রেমিটেণ্ট জ্বর, বিলিয়াস্ জ্বর, সামান্য জ্বর——গ্যাস্ট্রিক জ্বর——টাইফয়েড জ্বর——প্রদাহজনিত জ্বর ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যায়।

—: * | ৩ | * :—

ইহা টাইফাস কিম্বা টাইফয়েড জ্বরে বিশেষ কার্য্যকারী নহে; তবে ডায়েগনোসিস অর্থাৎ রোগ পরিচয় না হওয়া কাল পর্য্যন্ত ইহার দুই চারি মাত্রা এতাদৃশ জ্বরাদিতে দেওয়া হইয়া থাকে। সামান্য ও অন্যান্য জ্বরে ইহা দ্বারা অনেক ফল পাওয়া যায়।

—: * | ৪ | * :—

রিল্যাপ্সিং জ্বরের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত কম্প থাকিলে একোনাইট দিবে।

—: * | ৫ | * :—

শীত জ্বরে পিত্তবমন; অস্থিরতা; দ্রুত নাড়ী; অতি প্রখর তেজযুক্ত জ্বর।

একোনাইট সম্বন্ধে মন্তব্য :——

* একোনাইট প্রায়ই তরুণ রোগেতে ব্যবহৃত হয়॥ ইহার কারণটী অতি গুরুতর ও ফলপ্রদ বিষয়॥ কখন একোনাইটকে অন্য ঔষধের

সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত নহে। যে জ্বর একোনাইট দ্বারা আরোগ্য হয়, তাহা কেবল মাত্র একোনাইট প্রয়োগেই আরোগ্য লাভ করিবে। তজ্জন্য অন্য ঔষধ প্রয়োজন হয় না। ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে একোনাইট দ্বারা কোন ফল না পাইলে ঔষধান্তর অবলম্বন করিবে।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা—ডাক্তার হ্যল ইহার ৩য় ডাঃ ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। আমরা ১ম, ৩য়, ৩০শ, ডাঃ দ্বারা সর্ব্বদা ফল প্রাপ্ত হই।

## বেলেডোনা।

—:*| ১ |*:—

কফ ও পীত্তাধিক্য ধাতু; জ্বর প্রকাশ মাত্র বিকারের ভাব হওয়া স্বভাব॥ জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ৬ টা। সন্ধ্যা এবং রাত্রে॥ শীতাবস্থা—তৃষ্ণা;. বাহুদ্বয়ে শীত বোধ, ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত; পেটের ভিতর শীত বোধ; ললাটদেশে অত্যন্ত শিরঃপীড়া। আলোক ও শব্দভীতি। পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল কোন মতেই উষ্ণ হয় না, কিন্তু মস্তক এবং মুখ লালবর্ণ (আর্ণি)॥ — উষ্ণাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জল খাইলে তাহা নিতান্ত কষ্ট দায়ক রূপে ঠাণ্ডা বোধ হয়। জ্বরের উত্তাপে অন্তর্দ্দেশ ও বহির্দ্দেশ জলিয়া যায়। শিরাসমস্ত পুষ্ট, বেদনায় মস্তক ফাটিয়া যায়। গায়ের কাপড় ফেলিতে চায় না। আলোক ও শব্দভীতি॥ —ঘর্ম্মাবস্থা—আবৃত ভাগে ঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমে বা নড়া চড়ায় ঘর্ম্ম (ব্রাই, ক্যাম্ফ)॥ —জিহ্বা— লাল শুষ্ক; পার্শ্বদ্বয় লাল ও মধ্যভাগ ক্লেদাবৃত; প্যাপিলী-গুলি উজ্জ্বল ও পুষ্ট; মুখ ও গলার ভিতর পচা বোধ কিন্তু খাদ্যাদি বস্তুর স্বাদ স্বাভাবিক —নাড়ী-পূর্ণ ও মোটা অথবা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র।

একোনাইট ও বেলেডোনায় অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বেলেডোনায় ঘর্ম্ম হওয়ার স্বভাবই অধিকতর লক্ষিত হয়। শয়নাবস্থায় থাকিলে মুখমণ্ডল বিশেষ বর্ণ ও উঠিয়া বসিলে উহা লাল (তদ্ বিপরীত— একোনাইট)

এই সমস্ত লক্ষণ জন্য বেলেডোনা সবিরাম জ্বর— সামান্য জ্বর— স্বল্পবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে প্রদত্ত হয়।

—ঃ *| ২ |* ঃ—

জিহ্বা হরিদ্রাভ অথবা শাদা কোটিংযুক্ত। খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি অরুচি। বমন টক্, তিক্ত বা বিজ্‌লে। মল পাতলা ও পিচ্ছিল। ঘর্ম্ম শূন্য উত্তাপ (বিশেষতঃ মস্তকে) তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে তৃষ্ণা ও শীত। অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, সন্দেহ, খামখেয়ালী স্বভাব, অত্যন্ত শিরঃপীড়া তাহাতে এমন বোধ হয় যেন ললাট দিয়া সমস্ত ফাটিয়া পড়িবে। মুখের ভিতর শুষ্ক, কৃচ্ছু গিলিতে কষ্ট, দিবাভাগে তন্দ্রা, রাত্রে অনিদ্রা (ক্যামো এবং মার্ক) পীড়ার প্রথমভাগে ইহা উপযুক্ত ঔষধ।—— সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীত হইয়া প্রখর জ্বর হয় এবং রাত্রিতেই ক্রমে জ্বরের বৃদ্ধি। ইহা বালক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

অন্তর্দ্দেশে ও বহির্ভাগে তাপ, তৎসহ মুখ মণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। তৃষ্ণায় অন্তর জ্বলিয়া যায় তথাপি জলপানে অনিচ্ছা,———অথবা সর্ব্বদা জলপানে ইচ্ছা কিন্তু জলপান করিতে পারেনা। গাত্রের চর্ম্ম কিছু কিছু ঘর্ম্মযুক্ত। দিবাতে নিদ্রা ও রাত্রিভাগে অনিদ্রা। অস্থিরতাযুক্ত নিদ্রা এবং তাহাতে হঠাৎ চমকিয়া উঠা। হাত পা মোচড়ান। অজ্ঞান অবস্থা। বিড় বিড় করিয়া বকা। আকাশের ভিতর যেন কিছু ধরিতে চায়। চেঁচান এবং কনভাল্‌সন্। উগ্রতাযুক্ত ডিলিরিয়াম্। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন। বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইতে চায়। অবাধ্য ও হিংসা পূর্ণ। মস্তক উষ্ণ। পিউপিল প্রসারিত, এবং ক্রুদ্ধ লোচনে চাহিয়া দেখে আলোক ভীত, মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। ওষ্ঠের কোণে ক্ষত। দ্রুত এবং অস্পষ্ট বাক্য। গলা বেদনা, কাশি, তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া ও মুখ রক্তবর্ণ। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ। হাত পায়ে বেদনা। গায়ে লাল দাগ (একোন ক্যাম্বো মার্ক, ইহাদের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে)। * * এই সমস্ত লক্ষণজন্য বেলেডোনা রেমিটেণ্ট জ্বর,—বিলিয়াস্ জ্বর,—গ্যাস্‌ট্রিক জ্বর,— সামান্য জ্বর—প্রদাহজনিতজ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

—:*| ও |*:—

বেল, টাইফাস আদি জ্বরের প্রথম সপ্তাহে দেয় বিবেচিত হয়; ক্রমিক স্কন্ধ পীড়ার উগ্রতা নষ্ট করে ও বিশেষতঃ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইতে কেন্দ্র ... এবং ব্রংকাইটিস্ সম্বন্ধেও অনেক উপকার করে।

মস্তিষ্কের কঞ্জেচ্‌শন্, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, তাহাতে মস্তকের পশ্চাতে বা উর্দ্ধভাগে অস্ত্রাঘাতের ন্যায় বেদনা, কিম্বা ললাট যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং মাঝে মাঝে পিংশে বর্ণ ধারণ করে। চক্ষু উজ্জ্বল এবং স্থির; পিউপিল বা কনীনিকা প্রসারিত। নিদ্রাবস্থায় ছটফট করে এবং কোকায়; ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন, উগ্রতাযুক্ত ডিলিরিয়াম, অথবা রাত্রিকালে ডিলিরিয়াম; তাহাতে কেবল সামান্য দুই চারিটা অসংলগ্ন কথা বলে। জিহ্বা রক্তবর্ণ, শুষ্ক, কম্পমান, এবং ফাটাফাটা। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা পুনঃপুনঃ অল্প অল্প পাতলা মল পরিত্যাগ। প্রস্রাব সেডিমেণ্ট বা তলানি যুক্ত, অথবা বহুপরিমাণ এবং পরিস্কৃত। নাড়ী মোটা ও পূর্ণ। পীড়ার শেষভাগে রোগী অজ্ঞানাবৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিছুই চায়না, কোন কষ্টের কথা বলেনা, কেবল কখন কদাচিৎ জল প্রার্থনা করে মাত্র। গলাধঃকরণে কষ্ট। নিম্ন-মাড়িটী শিথিল হইয়া পড়ার দরুণ মুখ হা করিয়া থাকে। জিহ্বা চর্ম্মবৎ শক্ত হওয়াতে উহা মুখের বাহির করিতে পারেনা। বধিরতা। পেট ফাঁপা; অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ। বিছানার পৈথানের দিকে সরিয়া যাওয়ার অভ্যাস। গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয় এবং দুইটী পা আছড়ায়। নিদ্রা নাই অথচ তন্দ্রা। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট। শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ও তৎসহ ঘর্ম্ম হইতে থাকে। মুখে শীতল ঘর্ম্ম। প্রত্যেকবার নড়া চড়ায় পীড়ার বৃদ্ধি। এই সমস্ত লক্ষণ জন্য বেলেডোনা, টাইফয়েড জ্বর টাইফাস্ জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

—:*| ৫ |*:—

চক্ষু রক্তবর্ণ, পিউপিল বা কনিনীকা প্রসারিত, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মুখ লাল, বিকার হওয়া স্বভাব। মূত্র ঘোলা, গাঢ়বর্ণ, বা পীতবর্ণ ...

লীতে, কটিদেশে এবং পৃষ্ঠে ভারবোধ ও বেদনা। মেনিঞ্জিয়াম অর্থাৎ মস্তিষ্কাবরক মেম্ব্রেণের প্রদাহ-লক্ষণ ; ললাট প্রদেশে শিরঃপীড়া, হেলান দিয়া বসিলে গ্রীবাতে বেদনা, মুখ উজ্জ্বল লালবর্ণ অথবা পিংশে এবং শীতল। নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন এবং বেগযুক্ত, অথবা পূর্ণ, মোটা, ধীর গতি এবং কোমল। অস্থিরতা এবং প্রলাপাদি বকা; মানসিক-কল্পনা হইতে ভীতি। মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত। শ্বাস কৃচ্ছ্র। শরীর গরম, এবং চরণদ্বয় শীতল। টেম্পাল এবং ক্যারোটিড্ ধমনীদ্বয় উলম্ফনযুক্ত। আলো এবং শব্দে ত্যক্ততা। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। পাকস্থলীতে পূর্ণতা এবং গরম বোধ হয়। কফীয়ও স্থূলকায় ধাতু বিশিষ্ট লোকে, বিশেষতঃ অধিক বাক্যব্যয়ী সুস্থাবস্থায় কিন্তু ক্রুদ্ধ ও খিট্‌খিটে পীড়িতাবস্থায় এমন ব্যক্তিতে বেল্ নিতান্ত উপযোগী।

বেলেডোনা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ।——

ডাইলিউসন—অনেকে ইহার ১ম ডাঃ ব্যবহারে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ৩য় ও ৩০শ ডাঃ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ৩০শ ও ২০০শত ডাঃ দ্বারা বিকারাদি অবস্থায়, আমরা আশ্চর্য্য উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

---

## আর্সেনিক

জ্বর চিকিৎসায় আর্সেনিককে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য-করিয়াছেন। কুইনাইন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধই তৎকালীয় চিকিৎসকদিগের এক প্রধান সম্বল ছিল। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহাকে শক্তিবীর্য্য বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

—ঃ * | ১ | * ঃ—

আর্সেনিক-জ্বরের আক্রমণ অতি প্রখর এবং অধিককাল স্থায়ী। ইহাতে শীতাবস্থা প্রায়ই অপ্রকাশ থাকে। উষ্ণাবস্থা অত্যন্ত তেজোযুক্ত দেখা যায়। ঘর্ম্মাবস্থা কখন একবারেই দৃষ্ট হয় না, কখন বা বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে; উষ্ণাবস্থার বহুক্ষণ পর ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয় এবং অধিককাল স্থায়ী থাকে। সকল প্রকার সবিরাম জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।——

এণ্টিসিপেটিং বা অগ্রোপসারক জ্বর (ব্রাই, চায়না, নক্স-ভ, ); পালিক জ্বর; বাৎসরিক জ্বর (ল্যাকে, থু,টা-মি, ), অসম কিম্বা অনির্দিষ্ট অবস্থাযুক্ত জ্বর (নক্স-ভ) ইত্যাদি জ্বরের পুনঃ পুনঃ রিল্যাপস্ বা আক্রমণে, ইণ্টারমিটেণ্টজ্বর রেমিটেণ্ট আকার ধারণ করিয়া টাইফয়েড অবস্থায় পরিণত হইলে (বিশেষতঃ কুইনাইন ব্যবহারের পর) আর্সেনিক এক মহৌষধ। সময়— প্রায়ই সকল সময়, বিশেষতঃ বেলা দ্বিপ্রহরের পর ১ টা হইতে ২ টা, রাত্রি ১১ টা হইতে ১ টা, বেলা ৩ টা হইতে ৬ টা, বেলা ৫ টা; বেলা ১২ টা, পাক্ষিক জ্বর (ক্যাল কা, চায়না, পাল স, ); প্রতি পরদিনে এক ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসরক জ্বর, প্রতি বৎসর বৎসর প্রায় একই সময় জ্বর (কার্ব্ব ভ, সাল ফা, থুজা)। জ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা— জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, হাইতোলা, এবং হস্তপদ প্রসারিত করিয়া (আলস্য ভাঙ্গা), শরীরের গ্লানি, দুর্ব্বলতা শিরঃপীড়া, শরীর ক্লান্ত, এবং শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা। তৃষ্ণা এবং জলপানের অত্যল্প সময় পরেই শীত বোধ।

শীতাবস্থায়— তৃষ্ণার অভাব অসম ভাবে শীত, শীত স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় না, উষ্ণাবস্থার সঙ্গে একত্রে কিম্বা পর্য্যায় ক্রমে শীত। বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে এই সমস্ত লক্ষণের উপশম বোধ হইলে —( বাহ্য উত্তাপ লাগিলে বৃদ্ধি—এপিস, ইপিক)। খোলা বাতাসে ভ্রমণ সময় কম্প। যদিচ তৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করে। জল পানে শীত এবং বমন (ইউপেটো পারফো)— শিরঃ পীড়া, সাইমেক্স,—প্রত্যেকবার জল পানের পর শীত এবং কম্প, ক্যাপ্সি)। বক্ষঃস্থলে কষ্ট বোধ (এপিস)। আহারে স্বাদ বোধ হয় না, আভ্যন্তরিক শীত এবং তৎসহ বহির্ভাগে উষ্ণতা ও কপোলদ্বয় লাল, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ও মূত্রত্যাগ ইচ্ছা। ক্ষুধা। ডাক্তার গারেন্সি বলেন শীতাবস্থায় যদি তৃষ্ণা থাকে (গরম জলের তৃষ্ণা ব্যতীত) তবে আর্সেনিক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

উষ্ণাবস্থা— শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, অধিককাল স্থায়ী, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত উত্তাপ, স্পর্শ করিলে অগ্নির উত্তাপের ন্যায় বোধ হয়; আভ্যন্তরিক

থাকিতে চায় না (এপিস্, সিকেলী)। শীতল জল জন্য অনিবার্য তৃষ্ণা; অল্পপরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলপান কিন্তু বার কতক জল খাইলেই বমন হইয়া যায়। শরীরের অভ্যন্তরে এত জ্বালা বোধ হয় যেন শরীর দগ্ধ হইয়া গেল কিম্বা উষ্ণজল যেন শিরা ও ধমনী সমস্তে প্রবাহিত হইতেছে (ব্রাই, হ্রাস্)। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, অত্যন্ত অস্থিরতা। প্লীহা ও যকৃৎস্থানে জ্বালা বোধ। পেটের ভিতর জ্বালা। শীত এবং উত্তাপ অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ ও উপসর্গ সমস্তের বৃদ্ধি। টক খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা। মাথাধরা, মাথা ঘোরা, এমন কি তাহাতে ডিলিরিয়াম হয়। শীতল জলপানে শীত বোধ। আভ্যন্তরিক শীত ও বহির্ভাগে অত্যন্ত উষ্ণতা।

ঘর্ম্মাবস্থা—শীতাবস্থার ন্যায় এই অবস্থাও নানাপ্রকার লক্ষণ পূর্ণ। অধিক পরিমাণ শীতল জল পানেচ্ছা (চায়না), এবং তদ্দরুণ বমন।

ঘর্ম্মসহ সমস্ত লক্ষণের উপশমতা (ন্যাট্‌্রা-মি), (কিন্তু মাথাধরা, অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ইউপেটো-পারফো)। কখন কখন ঘর্ম্ম স্যাঁৎসেঁতে ও অম্ল গন্ধযুক্ত। নিদ্রার প্রথম অবস্থায় ঘর্ম্ম। শীতল চট চটে ঘর্ম্ম। কখনবা ঘর্ম্ম একেবারেই দেখা যায়না। সমস্ত গাত্র শরীর শুষ্ক খসখসে। কর্ণে ভোঁ ভোঁ।

জ্বরান্তে—শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কফি, মদ্য কিম্বা অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ খাইতে স্পৃহা। (উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকিলে——ন্যাট্‌্রা-মি)।

বিজ্বর অবস্থা—সম্পূর্ণ বিজ্বর অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়না। অত্যন্ত দুর্ব্বল। শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা (আর্ণি)। মুখমণ্ডল পিংশে, ফুলোফুলো ও মেটেবর্ণ। চোখ বসিয়া যাওয়া। প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে বেদনা, বোধ হয় যেন বিবৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্গন্ধময় জলবৎ মল, এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। টক ও ঠাণ্ডা বস্তু খাইতে ইচ্ছা। দেখিতে রক্তশূন্য অবস্থার ন্যায় বোধ হয় (ইউপেটো, চায়না, ফেরা)। জ্বরের পর কামল। সমুদ্র তীরে বাস হেতু জ্বর। শরৎ ও শীতকালীয় জ্বর, বসন্ত সময়ের জ্বর, (জেল্‌স)। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, দ্বৈকালিক ইত্যাদি নানাবিধ জ্বরে আর্সেনিক আরোগ্য।

ডাক্তার ডান্‌হাম বলেন আর্সেনিক-অধিকার-জ্বরে একটী অবস্থা (বিশেষতঃ শীতাবস্থা) প্রায়ই দেখা যায়না। ডাক্তার ওয়ারন্স আর্সেনিক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান।—"শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্র ইহার স্নায়ব্যাধীন, যখন প্রায় সমস্তগুলি যন্ত্র এমনকি স্নায়ু বিধান পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন আর্সেনিক মহৌষধ"। ইহা একটি উৎকৃষ্ট এণ্টিপিরিয়ডিক্ অর্থাৎ পর্য্যায় নষ্টকারক ঔষধ। দুর্ব্বল, ক্ষয়প্রাপ্ত ও প্রায় বিকৃত যন্ত্র সমূহে যখন পুনর্ব্বার স্নায়বীয় এবং রক্তজনিত উত্তেজিত অবস্থা হয় তখন আর্সেনিক একমাত্র বন্ধু। ম্যালেরিয়া বিষ হেতু যখন অতি উৎকট দূষিত জ্বর উপস্থিত হয়, তখন আর্সেনিক অতি উৎকৃষ্ট। আক্ষেপ, বেদনা, প্রলাপাদি বৈকারিক লক্ষণ, পক্ষাঘাত, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ইত্যাদি উপসর্গ যদি জ্বরের সঙ্গে উপস্থিত হয়, তখন আর্সেনিক ব্যতীত ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। বিজ্বর অবস্থায় অনিদ্রা, অস্থিরতা, অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা ইহার এক বিশেষ ধর্ম্ম। গাত্রদাহ অনিদ্রা তৎসহ এপাশ ওপাশ করা, ছট্‌ফটি, মৃত্যুভয় এবং জীবনে নৈরাশ্য অতি প্রধান লক্ষণ।

আর্সেনিক এবং চায়না উভয়েই প্রায় সদৃশ ঔষধ; এমন স্থলে নিম্ন লিখিত টেবল দ্বারা বিচার করিলে জানিতে পারিবে তোমার রোগীর ঔষধ চায়না কি আর্সেনিক হইবে।:——

| আর্সেনিক। | চায়না। |
|---|---|
| ১। সময়—বিশেষপ্রকৃতিগত ধর্ম্ম; বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। এণ্টিসিপেটিং। জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রে অত্যন্ত নিদ্রা। | ১। সময়—বিশেষ স্বভাবগত ধর্ম্ম; নহে; প্রাতঃকালে ৫টা হইতে শেষ বেলা ৫টা পর্য্যন্ত। পোষ্টপোনিং বা এণ্টিসিপেটিং। জ্বর আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রে অস্থিরতা সহ নিদ্রা। |
| ২। জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ।—— তৃষ্ণা হয়না, মাথাধরা মাথাঘোরা, মুখমণ্ডল পিংশে, পেটে বেদনা, এবং জলবৎ মল। | ২। জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ।—— অত্যন্ত তৃষ্ণা, অত্যন্ত ক্ষুধা, শিরঃপীড়া, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেশন্ বা উল্লম্ফন। |

৩। শীতাবস্থা।——

অনিয়মিত ; শীতসহ শরীর উষ্ণ। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উত্তাপ; বাহ্যিক উত্তাপ প্রযোগে উপশম বোধ ; অত্যন্ত তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান।

৪। উষ্ণাবস্থা———

শুষ্ক, জ্বালাবোধ এতাদৃশ হয়, যেন শিরা সমস্তে উষ্ণজল প্রবাহিত হইতেছে। অত্যন্ত অস্থিরতা; শরীর অনাবৃত থাকিলে উপশম বোধ। অনিবার্য্য তৃষ্ণা, অল্প পরিমাণে এবং পুনঃপুনঃ জলপান।

৫। ঘর্ম্মাবস্থা।———

বহু শীতল জলপান জন্য অদম্য তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে জলপানের পর বমন। প্রায়শঃ ঘর্ম্ম হয়না; ঘর্ম্ম শীতল ও চট্ চটে।

৬। জিহ্বা।———

জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় ক্লেদাবৃত মধ্যস্থলে লাল ডোরা। আহারে অনিচ্ছা। জিহ্বায় কটা রং ও নীলবর্ণ। টক্ খাইতে ইচ্ছা। আহারে অনিচ্ছা।

৭। নাড়ী।———

সহজে চাপ্য, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। প্রত্যহ প্রাতে চঞ্চল ও রাত্রিতে ধীর গতি বিশিষ্ট।

৩। শীতাবস্থা।———

সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শীত তৎসহ হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল, বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে শীত অধিকতর অনুভূত হয়। শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব।

৪। উষ্ণাবস্থা।———

প্রায়ই প্রলাপ ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও শিরা সমস্ত স্ফীত ; গায়ে কাপড় বাঁধিতে চায়না ; কিন্তু গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই শীত বোধ ; প্রায়ই তৃষ্ণা থাকেনা ; তৃষ্ণার পরিবর্ত্তে ক্ষুধা পায় ; ক্ষুধা অধিক বোধ হয়। যদিচ তৃষ্ণা হয় তাহা উষ্ণাবস্থার পর।

৫। ঘর্ম্মাবস্থা।———

দুর্ব্বল কারক ঘর্ম্ম ; অত্যন্ত ঘর্ম্ম। গাত্রে কাপড় দিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। তৃষ্ণা পুনঃপুনঃ কিন্তু জল অল্পমাত্রায় সেবন করে।

৬। জিহ্বা।———

সাদা ; হরিদ্রাবর্ণ ; পুরু ময়লাযুক্ত কোটিং ; অত্যন্ত আস্বাদন ক্ষমতা ; খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত লবণযুক্ত বা তিক্ত বোধ হয় ; ক্ষুধা বোধ।

৭। নাড়ী।———

কঠিন ; পূর্ণ ; ও দ্রুতগামী। রক্তবহা নাড়ী সমস্ত অত্যন্ত প্রসারিত।

৮। বিজ্বর অবস্থা।——

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন, মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ। দুর্গন্ধ ও জলবৎ মল, উদর স্ফাত, শুইয়া থাকিতে নিতান্ত ইচ্ছা।

৮। বিজ্বর অবস্থা।——

সহজেই ঘর্ম্ম, অবসন্ন কারক নিশা ঘর্ম্ম, হাইপোকণ্ড্রিয়া স্থানে বেদনা; ক্ষুধা কিছুই বোধ হয় না।

ডাক্তার বেয়ার বলেন, যে প্রখর ম্যালেরিয়া জ্বরে জিহ্বা পরিষ্কৃত, শীঘ্র২ দুর্ব্বল হইয়া পড়া, এবং মুখমণ্ডল পিংশে হইয়া যাওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক নিতান্ত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। আর্সেনিক ৩০ ত্রিশ ডাইলিউসন একমাত্রা ব্যবহার করিয়া তিনি অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছেন। আর্সেনিক কুইনাইনের প্রতিষেধক অর্থাৎ দোষ সংশোধনকারী এক প্রধান ঔষধ। আমরাও ৩০শ ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা বিস্তর উপকার পাইয়াছি, কদাচিৎ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়াও অনেকে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সমুদ্রতীরে বসতি জন্য এই জ্বর হইলে, আর্সেনিক নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ।

—:•| ৩ |•:—

ইহা নানাপ্রকার কঠিন জ্বরের নিতান্ত অমূল্য ঔষধ। ইহা প্রয়োগে অত্যন্ত জীবন সংশয় রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত রোগীতে বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়া উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় তাহাতে আর্সেনিকও প্রয়োগ হইতে পারে অত্যন্ত জ্বর ও রোগী যাতনায় ছট্ ফট্ করে. পেটে, ইলিও সিকল্ প্রদেশে ও প্লীহাস্থানে অঙ্গুলী দ্বারা সামান্য চাপন দিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় রক্তে বিকৃত লক্ষণচয়, যথা—নাসিকা রক্তস্রাব, রক্তামিশ্রিত উদরাময়, বিকৃতবর্ণ, রক্তময় থুথু, ত্বকে পেটিকিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত দৃষ্ট হয়, মল নিতান্ত দুর্গন্ধ; রোগীর গাত্র হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয় তাহাও দুর্গন্ধময়। নিতান্ত অজ্ঞান অসাড় অবস্থা না হইয়া নিতান্ত অবসন্নাবস্থা ও তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনা লক্ষিত হয়। প্রায়ই পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই শয্যাক্ষত (বেড়্সোর) হয়, এই ক্ষতে কাল শস্কের ন্যায় মৃত চর্ম্ম দেখা যায় ও ক্ষতের চতুঃপার্শ্বে লালাভ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নাড়ী চঞ্চল ও দৃঢ় অদম্য পিপাসায় ছট্ ফট করিতে

থাকে। সাধারণতঃ অনেকে টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে অথবা তৃতীয় সপ্তাহে আর্সেনিক ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন; কিন্তু এই মহোপকারী ঔষধ, ডাক্তার ফ্লেইস্ম্যান ইত্যাদি বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মতে এত গৌণে ব্যবহার করা ধর্ম্মতঃ উচিত হয়না; কারণ, সংক্রামক এবং ম্যালিগ্ন্যাণ্ট পীড়া সমূহে আর্সেনিকের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হওয়া জন্য বৃথা কাল গৌণ অন্যায়; যেহেতু পচনশীল ও প্রদাহশীল টাইফয়েড্ ইত্যাদি জ্বরের যে লক্ষণ তাহা আর্সেনিকের অধিকারভুক্ত, তখন কাল গৌণ না করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি কতক কতক দেখিলে আর্সেনিক দিতে বিলম্ব করিবেনা।ঃ——জ্বরে রেমিশন কিম্বা স্পষ্ট ইণ্টারমিসেন্ অর্থাৎ স্বল্পবিরাম বা সম্পূর্ণ বিরাম অবস্থা; উদরাময় নাই অথচ পেট ফাঁপা ও তৎসহ পেট গল্গল্ শব্দে ডাকা। ফুস্ফুসের হাইপোষ্টাটিক্ কঞ্জেচ্শন্, ব্রংকাইটিস্ এবং অত্যন্ত স্বরভঙ্গ। হৃৎপিণ্ডের অসম ক্রিয়া এবং তাহার দ্বিতীয়-শব্দের অভাব। রাত্রি দুই প্রহর সময় কালে কোল্যাপ্স্ বা পতন অবস্থার আবির্ভাব। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। পুনঃপুনঃ ওয়াক পাড়া এবং জল খাইয়া পরক্ষণেই বমন (জ্বরের দ্বিতীয় ও তাহার পরবর্ত্তী সপ্তাহে অথবা আরোগ্য অবস্থায় এপ্রকারে হইলে)। প্লীহা অত্যন্ত বিবৃদ্ধিযুক্ত। আর্সেনিক টাইফাস্ ও অন্যান্য দূষিত জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ একদিন বাদে একদিন পীড়ার বৃদ্ধি হইলে; রোগী ব্যাকুলতাসহ অস্থির, সামান্য পথ্যের পরেই উদরাধ্মান এবং বমন, অথচ জিহ্বা পরিষ্কৃত, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক দ্বারা স্পষ্ট উপকার পাইবে। যতই গাঢ়তর রূপে এপিডেমিক হইয়া টাইফাস্ ইত্যাদি জ্বর প্রাদুর্ভূত হয় ততই আর্সেনিকের ব্যবহার বিশেষ দরকারী। অনেকে ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, বা চতুর্থ ট্রিটিউরেসন্ ঘন ঘন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার বেয়ার——আর্সেনিক অষ্টাদশ ডাইলিউসন্ ব্যবহার করিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে একটী নিতান্ত দূষিত পচনশীল টাইফাস্ জ্বরের নিম্নলিখিত একটি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।ঃ——রোগীর অবস্থা নিতান্ত ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও শয্যাগত; দন্ত দেখিতে কাল; জিহ্বা স্ফীত কাল, এবং রক্তস্রাবযুক্ত· দন্তের মাড়ী হইতে রক্ত চুয়াইতে থাকা; চর্ম্মের

পেটফাঁপা এবং তাহা হইতে কাল দুর্গন্ধময় বিকৃত রক্ত চুয়াইয়া পড়া ; অসাড়ে রক্তময় দুর্গন্ধ মল।

জীবনী শক্তির অবসন্নাবস্থায় আর্সেনিক টাইফয়েড্ আদি জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ দুর্ব্বল ও অবসন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ এবং শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বহুদিন যাবৎরোগ ভোগ করিতেছে ও তৎসহ ডিলিরিয়াম্। চৈতন্যশূন্য ; অত্যন্ত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, অনবরত হস্ত পদ সঞ্চালনে প্রকাশিত হয় ; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু শরীরের কাণ্ডভাগ না নড়িয়া চড়িয়া স্থিরভাবে থাকে। বিছানা খোটা ; তন্দ্রা ; মুখশ্রী বিকৃত, ব্যাকুল ও বসিয়া যাওয়া। কপোলদেশ উষ্ণ ও লালবর্ণের দাগে চিহ্নিত। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, উজ্জ্বল অথবা কোটরস্থ, ভাবশূন্য এবং সজল। শ্রুতি কাঠিন্য। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ফাটা ; দন্তের মাড়ী কটাবর্ণ অথবা কাল ক্লেদাবৃত। জিহ্বা লাল, শুষ্ক, ফাটা ফাটা, একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত। কাল জিহ্বা, অপরিস্ফুট অর্দ্ধ উচ্চারিত তোত্‌লা স্বভাবাপন্ন বাক্য যেন জিহ্বা নিতান্ত ভারি হইয়াছে। অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু অল্প অল্প জলপান। তরল বস্তু আহার করিবার সময় গড়গড় শব্দে ডাকিয়া পাকস্থলীতে পড়ে। ওয়াক পাড়া ও বমন। পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহে জ্বালা এবং চাপন দিলে বেদনা। পেট ফাঁপা। দুর্গন্ধময় বাত কর্ম্ম। অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ ; কটা বর্ণের বা জলবৎ দুর্গন্ধময় মল ; অধিক পরিমাণে পাতলা বর্ণের রক্ত বাহ্যি। স্বর ক্ষীণ, কম্পনযুক্ত, অথবা স্বর ভঙ্গ। নিশ্বাস প্রশ্বাস খর্ব্ব এবং ব্যাকুলতা যুক্ত। শুষ্ক, ঘড়ঘড়িযুক্ত অথবা যাতনাযুক্ত কাশি। দুর্গন্ধ নিশ্বাস, সাদা ঘামাচির ন্যায় ইরাপ্‌শন্। ঘর্ম্মসহ ব্যাকুলতা ও কম্পন। শীতল ঘর্ম্ম। রুক্ষ ও শুষ্ক ত্বক। অস্থির ও ভয়াবহ স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। প্রত্যেক বার অস্থিরতার পর পুনঃ তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। নিতান্ত কাতর অবস্থা ; শীঘ্রশীঘ্র যেন শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। (২৩৭ ও ২৪২ পৃষ্ঠা বিকারে আর্স দেখ)।

—: * | 8 | * :—

* জলবৎভেদ এবং বমি ; হাত পায়ে শোথ ; (জ্বরাবস্থায় আর্সেনিক

এবং এক আক্রমণ হইতে অন্য আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী বিরামকালে নক্স-ভমিকা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে)।

—:*| ৫ |*:—

বমনেচ্ছা তৎসহ মূর্চ্ছা এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা বোধ; ওয়াকুপাড়া; হিক্কা; তৃষ্ণাসহ ভুক্তদ্রব্য এবং কাল অথবা কটাবর্ণের বমন হইয়া যায়; পাকস্থলীর ভিতর গরম ও জ্বলিয়া যায়; তাহাতে ভারবোধ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং চাপনে নিতান্ত কষ্ট; এই সমস্ত বেদনা ঘন দুগ্ধ খাইলে উপশম বোধ হয়। প্লীহা, যকৃৎ ও উদরে বেদনা। দুর্গন্ধময়, সবুজ বর্ণ অথবা রক্তময় মল ও পেট বেদনা। প্রস্রাব অল্প পরিমাণ হয় এবং তাহাতে জ্বালা। ঘাড় নাড়িতে অক্ষম, দম্ বন্ধবৎ বোধ, অতি ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস। প্রস্রাবে রক্ত এবং পূঁষ মিশ্রিত।

## আর্সেনিক সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

আর্সেনিকের ডাইলিউসন্ ব্যবস্থা—ডাক্তার ব্রাউন ইহার ৩য় ডাইলিউসন দ্বারা জ্বর আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার ষ্টৌ ৩০শ ডাইলিউসন; ডাক্তার অস্লিন্, ফিবার এবং ডান্হাম ২০০ শত ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন। আমরা এতদ্দেশে ৩য় এবং ৩০শ ডাইলিউসন্ দ্বারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ফললাভ করি; কদাচিৎ এতদূর্দ্ধে যাইতে হয়। জ্বরের তরুণ অবস্থায় ৩য়, ৬ষ্ঠ, কিম্বা তন্নিম্নের ট্রিটুরেসন দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য হয়। বহুদিনের এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা ও প্লীহা বর্দ্ধিত থাকিলে ৩০শ ডাইলিউসন উপকারী। চাইনিনাম্-আর্স বা কুইনি-আর্স নামক ঔষধের ১ম এবং ৩য় ট্রিটুরেসন দ্বারা আমরা দুর্ল ক্ষণাক্রান্ত উৎকট জ্বরে (বিশেষতঃ রক্ত কোন পচনোৎপাদক বিষে দূষিত হইয়া জ্বর উৎপাদিত হইলে তাহাতে) আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

# চায়না।

চায়না ( সিঙ্কোনা ) হইতেই হোমিওপ্যাথির উদ্ভব। "চায়নাতে জ্বরের উৎপত্তি হয় সেই জন্যই চায়না জ্বর নাশক" এই সিদ্ধান্ত হইতে মহাত্মা হানিমান "সমঃ সমং শময়তি" ( "Similia Similibus Curantur" ), হোমিওপ্যাথির এই মহামূল-সূত্র শ্লোক বদ্ধ করিলেন।

—:* | ১ | *:—

জ্বরের পূর্ব্বভাগে— বমনেচ্ছা, ক্ষুধা, শিরঃপীড়া, ব্যাকুলতা, এবং হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেসন বা উল্লম্ফন॥ জ্বর নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে বা পরে আইসে।—জ্বরের বৃদ্ধি—একদিন অন্তর একদিন। জ্বরের বৃদ্ধির কারণ—শীতল বাতাস, দুগ্ধ সেবন, রাত্রি কাল, মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি॥ উপশম—উত্তাপ এবং বিশ্রাম দ্বারা॥ জ্বরের স্বভাব ও জাতি নানাবিধ।:—দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, এবং একদিন অন্তর একদিন-বৃদ্ধিযুক্ত পালাজ্বর; প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসারক জ্বর (কুইনাইনজনিত); সাপ্তাহিক জ্বর; পাক্ষিক জ্বর ( আর্স, পালস )॥—সময়—সময়ের কোন স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ মধ্যাহ্নে জ্বর। কখন রাত্রিতে জ্বর হয়না॥ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা——* অত্যন্ত তৃষ্ণা, ( ক্যাপ্সি, ইউপেটো, পাল্‌স, ) ( তৃষ্ণা এবং অস্থিতে বেদনা—ইউপেটো-পারফো ) জ্বর আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রে অস্থিরতাযুক্ত নিদ্রা; রাক্ষসে ক্ষুধা; বমনেচ্ছা।। শীতাবস্থা—তৃষ্ণার অভাব (তৃষ্ণা থাকিলে—ক্যাপ্সি, ইগ্নে, কুইনাইন); শীত আরম্ভ মাত্র পূর্ব্বাবস্থায় যে জল তৃষ্ণা হইয়াছে; তাহা আর থাকেনা। * সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া শীত হয় জল খাইলে শীতের বৃদ্ধি ( মাথাধরা ও অন্যান্য লক্ষণের বৃদ্ধি—সাইমেক্স )। অগ্ন্যুত্তাপ ভাল লাগে, কিন্তু ইহাতে শীতের বৃদ্ধি হয় ( ইপিকাক্ )। গরম গৃহ মধ্যে থাকিয়াও হস্ত পদদ্বয় শীতল, পর্য্যায়ক্রমে শরীর একবার উষ্ণ এবং একবার শীতল। আভ্যন্তরিক শীত অত্যন্ত। হস্তপদ শীতল। প্রত্যেকবার জলপান ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে শীত বোধ।

উষ্ণাবস্থা——সাধারণতঃ তৃষ্ণার অভাব। সর্ব্ব শরীর উষ্ণ। শিরা সমস্ত

প্রসারিত ( মেটা )। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া। গাত্রে বস্ত্র রাখিতে অনিচ্ছা কিন্তু গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিলে শীত বোধ ( যে কোন অবস্থা হউক না কেন, গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিলে শীত বোধ, নক্স-ভ )। অত্যন্ত ক্ষুধা অথবা অরুচি। যকৃৎস্থানে, হস্ত পদে, বক্ষঃ ও পৃষ্ঠে বেদনা। মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং প্রায়ই ডিলিরিয়াম্। বহুক্ষণ-ব্যাপী উষ্ণাবস্থা ও তৎসঙ্গে নিদ্রা। শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি, তৎসঙ্গে হাইপোকণ্ড্রিয়া ও পাকস্থলী স্থানে বেদনা ( তৎসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে—ব্রাই )। সমস্ত শরীর উষ্ণ ( অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে ) তৎসঙ্গে হস্তের ও বাহুদ্বয়ের শিরা সমস্ত স্ফীত, এবং কোন প্রকার ঘর্ম্ম বা তৃষ্ণা নাই। সমস্ত শরীরের উষ্ণতা ভ্রমণ দ্বারা বৃদ্ধি ( ভ্রমণ করিলে উপশম—ক্যাপ্সি )। উদরের অভ্যন্তরে গরম বোধ যেন উষ্ণজল প্রবাহিত হইতেছে। কপোলদ্বয় কার্য্যতঃ যদিচ উষ্ণ নহে তত্রাচ উহা রোগীর নিকট উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। উষ্ণ অবস্থায় আহার করিলে আহারান্তে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। কিঞ্চিৎমাত্র নড়াচড়া করিলেই মস্তকে এবং পাকস্থলীতে নিতান্ত অসুখ উৎপাদক উষ্ণতা অনুভূত হয়। ডাঃ লিপি বলেন জ্বরের প্রকৃত-প্রকাশাবস্থায় কিছুমাত্র তৃষ্ণা না থাকা চায়নার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ স্বধর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থা—*অত্যন্ত তৃষ্ণা ( যদি শীতাবস্থায় ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে তবে নিশ্চয়ই সেস্থলে "চায়না" কোন কার্য্যকারী হইবে না )। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। গাত্র আবৃত থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। অত্যন্ত নিদ্রালুতা। ঘর্ম্ম শীতল, এবং যেন তৈলাক্ত। ঘর্ম্ম অত্যন্ত অধিক ও দুর্ব্বলকারক ( পরিমাণে অধিক কিন্তু দুর্ব্বলকারক নহে—"স্যাম্বু" )। পৃষ্ঠে ও যে পার্শ্বে শয়ান থাকে সেইদিকে ঘর্ম্ম ( যে পার্শ্ব উপর দিকে থাকে তাহাতে ঘর্ম্ম—"বেঞ্জিনাম্" )। শীতল বাতাসে ভ্রমণকালে অত্যন্ত ঘর্ম্ম—( "ব্রাই" )। নড়া চড়াতে ঘর্ম্ম ( ব্রাই )। ( নড়াচড়াতে ঘর্ম্মের উপশম—"ক্যাপসি" )। ডাঃ হানিমান বলেন যে, নিদ্রাবস্থায় সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া চায়নার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ; পুরু ও অপরিষ্কৃত ক্লেদযুক্ত; অত্যন্ত আস্বাদন-শক্তির বৃদ্ধি। মুখের স্বাদ তিক্ত। কোন প্রকার খাদ্য ভাল বোধ হয়না; এমন কি খাদ্যের কথা মনে করিলেও ভাল বোধ করে না। দন্তের বেদনা (বালকদের দুগ্ধ খাবার সময়)।

নাড়ী—কঠিন, দ্রুত ও অসম (অত্যন্ত জরাবস্থায়)। বিজ্বরাবস্থায় নাড়ী মৃদু ও দুর্ব্বল।

বিজ্বরাবস্থা—সহজে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বলকারক। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। শরীরের উপরার্দ্ধ ভাগের চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট (চেলিডো)। সিঙ্কোনা-শীর্ণতা ( Cinchona cachexia ) একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে। যকৃৎ ও প্লীহাস্থানে বেদনা। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত। অরুচি। তিক্ত উদ্গার এবং তিক্ত বমন (অম্ল উদ্গার এবং অম্ল বমন—"লাইকো")। প্রস্রাব ঘোলা ও অল্প পরিমাণ, তাহার নীচে হরিদ্রাবর্ণ বা পাটকেলে বর্ণের সেডিমেণ্ট (তলানী) দেখা যায়।

সার্ব্বাঙ্গিক শোথ লক্ষণ। উদর স্ফীত ভাবাপন্ন। শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃৎ শক্ত; তৎসঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা (যদি ঘর্ম্ম অধিক নাহয় তবে,—"আর্স")

চায়নার প্রকৃত লক্ষণ লেখা হইল, কিন্তু ইহা ব্যতীত কদাচিৎ অন্য প্রকার লক্ষণও দেখা যায়, তাহাও এস্থলে নিম্নে দেওয়া গেল। কদাচিৎ শীতাবস্থায় তৃষ্ণা (সাধারণতঃ তৃষ্ণা থাকেনা); দিবসের সময় সময় সমস্ত শরীরে তাপযুক্ত শীত (বিশেষতঃ ললাটে, তৎস্থানে শীতল ঘর্ম্ম দেখা যায়)। শীতাবস্থার ১৫ মিনিট পরে অত্যন্ত তৃষ্ণা। এক হাত শীতল, অন্য হস্ত উষ্ণ; পদদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল, সমস্ত শরীর উষ্ণ। কদাচিৎ উষ্ণাবস্থায়—তৃষ্ণা (সাধারণতঃ তৃষ্ণা থাকেনা)। শরীর উষ্ণ তৎসঙ্গে সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ গলার ভিতর হুল বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা এবং শীতল জলপান জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা। মাঝে২ এক এক বার তাপ বোধ। মুখমণ্ডল তাপযুক্ত কিন্তু শরীরের অন্যান্যভাগ শীতল। তাপসহ তৃষ্ণা ও ওষ্ঠদ্বয়ে

জ্বালা বোধ। শীত, তাপ, ঘর্ম্ম ও বিজ্বর অবস্থা সকল সময়ই জল তৃষ্ণা বৃষ্টি হয়। জ্বরসহ শরীরে চিটমিট্ করা বা হুল ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।

ডাক্তার বেয়ার বলেন——"রক্ত ক্ষীণতা, পিংশে বর্ণ; সময় সময় উদরাময়; হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেসন্; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও পৃষ্ঠে বেদনা; জ্বর আসিবার সময়টী নিতান্ত অনিয়মিত এবং শীতাদি অবস্থাত্রয় অতি বিলম্ব গতিতে উপস্থিত হয, এবং স্পষ্ট বিকাশিত হইতে দেখা যায়না। জ্বর সম্বন্ধে চায়নার এই কয়েকটী প্রধান লক্ষণ। তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্যাস-ট্রিক ও বিলিয়াস লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে চায়না নিতান্ত কার্য্য-কারী হয়।"

চায়নার ব্যবহার গত ফল সংগ্রহ }ঃ—

(১) ডাঃ পিয়ারসন লিখিয়াছেন ২০ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের অত্যন্ত শীত হইয়া বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিত; জ্বরের সময় ভয়ানক শিরঃপীড়া, তন্দ্রা ও শরীর জড ভাবাপন্ন এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইত; ত্যক্ততা ভাল বাসিত না; তাহার শরীর তখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত; নিদ্রাগত হইয়া থাকার নিতান্ত ইচ্ছা ও সময় সময় ডিলিরিয়াম্ দেখা যাইত, চলিয়া যাইতে নিতান্ত শ্রান্তি ও অবসন্নতা বোধ করিত। তিনি এইরূপ একটী রোগীতে ১০০ শত ডাইলিউসন চায়না প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়া দুই দিনের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন।

(২) ৪৫ বৎসর বয়স্ক একটি পুরুষের প্রকৃতি ও ধাতুর স্বভাব পিত্ত-শ্লেষ্মাযুক্ত, প্রতিদিন রাত্রি ১২ টার সময় শীত হইয়া জ্বরআসিত, এই রোগীতে ডাঃ মার্গেট ১০০ শত ডাইলিউসন চায়না ক্রমে ব্যবহার করেন তাহাতে সামান্য ফল (বিশেষ সন্তোষদায়ক নহে) পাইলেন, কিন্তু পরে ২০০ শত ডাইলিউসন চায়না ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ করিলেন। (৩) একদিন পর একদিন জ্বর, অত্যন্ত ঘর্ম্ম সহতৃষ্ণা; শিরঃপীড়া, ; এই কয়েকটী লক্ষণযুক্ত জ্বরে চায়না ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর, জ্বরান্তে ব্যবহার করিয়া ডাঃ স্কের কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

—: * | ২ | * :—

রেমিটেণ্ট জ্বরের রেমিশন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে যদি অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অবস্থা থাকে ও জিহ্বা নিতান্ত অপরিষ্কৃত নাহয় তবে ইহা

অবস্থা দেয়। বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ও মিউকাস্ ক্ষরণযুক্ত জ্বর সমূহে ইহা একটি গুরুতর ঔষধ. কিন্তু কোন জ্বরেই নিতান্ত প্রথম অবস্থাতে ইহার কার্য্যকারিতা তত উৎকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়না। বিলিয়াস রেমিটেণ্টজ্বরের কিম্বা মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বর নিচয়ের অন্য সমস্ত ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল লক্ষিত নাহইলে (এমন কি যদি ভেদে পিত্ত না থাকে তত্রাপি) চায়না দেয়। যে জ্বরে ন্যূনাধিক সবিরামভাব লক্ষিত হয় এবং তাহাতে যদি তাপ ও উপসর্গাদি কেবলই বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে তাহাতেও চায়না উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাড়ীতে প্রায়ই নানাপ্রকার অবস্থা লক্ষিত হয়, ইহা জ্বরের সময় মোটা এবং চাপ্য; রেমিশনের সময় দুর্ব্বল এবং সূত্রবৎ ক্ষীণ। কর্ণে ভোঁ ভোঁ এবং তৎসহ এমন বোধ হয় যেন রজ্জু দ্বারা মস্তক আঁটিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

— *| ৩ |* —

টাইফাস, টাইফয়েড, রোমিটেণ্ট ইত্যাদি জ্বর প্রথম অবস্থা হইতে নিতান্ত ঘুসঘুসে অর্থাৎ মৃদুগতি বিশিষ্ট, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল পিংশে, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যত্যয়, কর্ণে নানাবিধ শব্দ শ্রবণ, শ্রোত কঠোরতা, অপরিষ্কৃত জিহ্বা, মুখের ভিতর শুষ্ক, বিস্বাদ তৃষ্ণা, ঢেকার, পাকস্থলীর উপর চাপে বেদনা বোধ, উদর বৃহৎ, অন্ত্রে বেদনা, জলবৎমল, অল্প অল্প প্রস্রাব, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হাত পায়ে থেঁতলে যাওয়া বা ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, ব্যাকুলতা, অনিদ্রা শীত, কর ও চরণ শীতল, বুকের ভিতর ঘড়ঘড়, এবং কোঁকানবৎ শব্দ, সজোরে নাসিকা ডাকা, প্লীহা কঠিন ও বৃদ্ধিযুক্ত। পীড়ার শেষ অবস্থায় নিশা ঘর্ম্ম এবং দ্রুত বল ক্ষয় অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। রোগীর আরোগ্যাবস্থা ধীরগতি, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও পরিষ্কার জিহ্বা, ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ফল খাইলে সহ্য হয়না। রক্তস্রাবান্তে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত। নিতান্ত দুর্ব্বলাবস্থা, এমন কি অনৈচ্ছিকরূপে চক্ষের পত্র দুইটী মুদ্রিত অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা এবং মুখমণ্ডল তাপযুক্ত।

চায়না সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

চায়নার ডাইলিউসন ব্যবস্থা—আমরা সচরাচর ৩০শ, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০০ শক্ত ডাইলিউসন ব্যবহার দ্বারা ফল পাইয়া থাকি।

ডাক্তার বেয়ার ইহার প্রথম ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে বলেন ( স্বল্প বিরাম জ্বরে )।

---

# কুইনাইন

বা

## চাইনিনাম্ সাল্‌ফিউরিকাম্।

—: * | ১ | * :—

ইহাকে কেবলমাত্র চাইনিনাম্ শব্দেও অনেকে অভিহিত করেন। ইহা সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, সামান্য অবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, প্রতি পাক্ষিক জ্বর, জ্বরের আক্রমণ প্রতিবারেই এক হইতে তিন ঘটা অগ্রোপসারক হইয়া থাকে ( আর্স, ব্রাই, চায়না, ষ্ট্যাট্রা মি, নক্স ভ ), এবং বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সাময়িক আক্রমণ ইহার নির্ব্বাচক লক্ষণ সমূহের মধ্যে প্রধান লক্ষণ॥ সময়——বেলা ১০টা বা ১১টা, বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের ইহা একটী প্রধান ঔষধ॥—শীতাবস্থা——তৃষ্ণা। * বেলা ৩টার সময় অত্যন্ত কম্পসহ শীত ( এপিস, সিড্রন )। মুখমণ্ডল পিংশে ললাট ও তাহার উভয়পার্শ্বে শিরঃপীড়া। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। অত্যন্ত শীত হইয়া পশ্চাৎ উষ্ণাবস্থা ও পরে অতি ঘর্ম্ম। ভয়ানক শীত হইয়া দুই পা কাঁপিতে থাকে, কোন প্রকারে চলিয়া বেড়াইতে পারেনা। শয্যায় শয়ন মাত্র শরীর ভয়ানক উষ্ণ হয়, তৎসঙ্গে হাইতোলা ও হাঁচি পুনঃপুনঃ, তৎপশ্চাৎ বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম। অত্যন্ত শীত ও কম্পসহ বামকোঁকে বেদনা, নখের চাড়া ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ।

(চায়না, নক্স-ভ)। মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে বেদনা। ক্ষুধার বৃদ্ধি ও অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ।

উষ্ণাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। গাত্র অতি উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। মুখ ও গলার ভিতর শুষ্ক ভাবাপন্ন। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলে (ষ্ট্যাফি)। উষ্ণাবস্থায় ডিলিরিয়াম। মুখমণ্ডলে যেন অগ্নির ঝলকের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। বাহু এবং পায়ের শিরা সমস্ত (veins) স্ফীত দেখা যায়।

ঘর্ম্মাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম; এমন কি নিস্তব্ধভাবে থাকিলেও ঘর্ম্ম হয়। সামান্য নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম (ব্রাই)। শেষ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম এত অধিক হয় যে তাহাতে শয্যা ভিজিয়া যায়। রাত্রিতে উদরাময় (জ্বরাক্রমণের পূর্ব্বে রাত্রিতে উদরাময়—প্যাল্‌স)। উষ্ণাবস্থার শেষভাগে তৃষ্ণা আরম্ভ হইয়া মস্তকের এবং বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকলের উপশম হয়। (ন্যাট্রা-মি——ঘর্ম্ম হইয়া শিরঃপীড়া ব্যতীত সমস্ত উপসর্গের উপশম, কিন্তু শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হইলে—ইউপেটো-পারফো)। জলপান করিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হয়। বস্ত্রাবৃত হইলে অতি ঘর্ম্ম বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, বগলে ও পেরিনিয়াম প্রদেশে।

জিহ্বা——পাতলা; মধ্যস্থলে সাদা অথবা হলুদ বর্ণের ক্লেদযুক্ত এবং পার্শ্বদ্বয়ে ফেঁকাশে রং (তদ্বিপরীতে এন্টি টার্ট)। আস্বাদ তিক্ত ও জিহ্বা পরিষ্কৃত।

নাড়ী —— মোটা ও পূর্ণ শীত এবং উষ্ণাবস্থায়)। জ্বরের মধ্যাবস্থায় দুর্ব্বল ও কম্পমান।

বিজ্বরাবস্থায়——সর্ব্বদা তৃষ্ণা, আক্রমণাবস্থায় স্বল্পবিরাম জ্বর বা অবিরাম জ্বরের ন্যায়। জ্বর অল্পই হউক বা অধিক হউক কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (আস), অবসন্নকারক ঘর্ম্ম (সমস্ত স্রাবই দুর্ব্বলতা উৎপাদক—কার্ব্ব-এনি)। অত্যন্ত ক্ষুধা। সামান্য পরিশ্রমেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পোর্টাল সারকুলেসনের Portal circulation ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি। কর্ণে ভোঁ ভোঁ ও জ্বালা, তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা,

এবং মস্তক বড় বোধ। হিক্কা, সকল অবস্থায় বিশেষতঃ বিজ্বরের সময় অত্যন্ত ত্যক্তজনক। প্রস্রাবে তৈলবৎ পদার্থ এবং ইষ্টক চূর্ণবৎ চূর্ণ সকল দেখা যায়, মেরুদণ্ডে চাপনদিলে অত্যন্ত বেদনা (জ্বরের সকল অবস্থাতেই)।

---

## চায়না এবং কুইনাইনের ব্যবহার ও লক্ষণগত পার্থক্য।ঃ——

| চায়না। | চাইনিনাম্ সাল্‌ফ বা কুইনাইন। |
|---|---|
| সময়—রাত্রি ব্যতীত সকল সময়। বিভিন্ন জাতীয় জ্বর। পাক্ষিক জ্বর। প্রতিদিন ১ হইতে ৩ ঘণ্টা এণ্টি-সিপেটিং। | সময়—প্রাতে ১০ টা, বৈকালে ৩ টা এবং রাত্রি ১০ টা। জ্বর নিয়মিত সময়ে হয়। দ্ব্যাহিক জ্বর। প্রতিদিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা এণ্টিসিপেটিং। |
| আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা-অত্যন্ত তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। মাথা ধরা ও দুর্ব্বলতা। | আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থা—বিশেষ কোন পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়না। |
| শীতাবস্থা—তৃষ্ণা হয়না। জলপানে শীতের বৃদ্ধি। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শীত। | শীতাবস্থা—তৃষ্ণা, তৎসহ মুখমণ্ডল পিংশে ও ওষ্ঠদ্বয় এবং অঙ্গুলীর চাড়া নীলবর্ণ |
| উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা হয়না। শিরা সমস্ত স্ফীত। কন্‌’জচ্‌সন্ জনিত মাথাধরা, গাত্র অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা, কিন্তু অনাবৃত করিলে শীত বোধ হয়। | উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা, শুষ্ক চর্ম্ম, শরীর উষ্ণ, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, প্রলাপ ও বিকার ভাবাপন্ন। মেরুদণ্ডে চাপন দিলে বেদনা। |
| ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা। গাত্রাবৃত করিলে বহুল ঘর্ম্ম। অত্যন্ত নিশাঘর্ম্ম। | ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, শান্ত ও স্থির ভাবে থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম। কটিদেশে ও তন্নিম্নে বেদনা। |
| বিজ্বরাবস্থা—তৃষ্ণা হয়না, সহজে ঘর্ম্ম | বিজ্বরাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা। বিজ্বরা- |

হয়। পঞ্জরের নিম্নপ্রদেশে বেদনা (যকৃৎ প্লীহাস্থানে)। তিনটী অবস্থাই নিয়মিত মত উপস্থিত হয়।

ব্যবহারে, নিষেধ বিধি—অত্যন্ত ঘর্ম্ম নাথাকিলে অথবা শীত ও উষ্ণাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলে চায়না প্রয়োগ বিধি সঙ্গত নহে।

ঘর্ম্ম অল্প সময় স্থায়ী। পুনঃ শীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম নিবৃত্ত হয়না। প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনা। চাপন দিলে মেরুদণ্ডে অতি বেদনা।

ব্যবহারে, নিষেধ বিধি—শীত ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা না থাকিলে এবং উষ্ণাবস্থার পরে ঘর্ম্মাবস্থা নিয়মিতমত না হইলে চাইনিনাম্ সাল্ফ ব্যবহারে কোন ফল পাইবেনা।

যদি কোন স্থলে বিশেষ কোন ঔষধ অনুযায়ী লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ না পায়, আর জ্বরের অবস্থাত্রয়ের দুইটী কিম্বা একটী অবস্থা অপ্রকাশ থাকিয়া প্রতি দিন ঠিক নিয়মিত সময়ে জ্বর আইসে, তবে ৩০ কিম্বা ২০০ ডাঃ কুইনাইন প্রয়োগ করিলে জ্বরের লক্ষণ সমস্ত স্পষ্ট বিকশিত হয় অথবা জ্বর আরোগ্য লাভ করে। তরুণ সবিরাম জ্বরে শীত না হইয়াও যদি কেবল তাপ ও অত্যন্ত ঘর্ম্মসহ জ্বর হয় তবে কুইনাইন নিতান্ত উপকারী; অন্যথা কুইনাইন দ্বারা কোন ফল পাইবে না। ডাক্তার বার্ট বলেন পুরাতন ও বহুকাল স্থায়ী সবিরাম জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করিলে প্রায়শঃ জ্বর প্রবল হইয়া উঠে।

অধিক মাত্রায় বহুকাল ব্যাপিয়া কুইনাইন খাইলে "শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পিংশে, (যেন শরীরে রক্ত নাই), উদরাময়, শোথ ও বাত হইয়া থাকে; যকৃত ও প্লীহা ইত্যাদির বিবৃদ্ধি হয়, এই প্রকার অবস্থাকে "কুইনাইন জনিত ক্যাকেক্‌সিয়া" বলে। এমন স্থলে, আর্ণিকা, আর্স, কার্ব-ভ, ফেরা, ল্যাকে, ন্যাট্রা-মি, পাল্‌স যথা লক্ষণে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিউইয়র্কবাসী ডাক্তার সোয়ান, কুইনাইনের অতি উচ্চ উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহারে কুইনাইনের দোষজনিত জ্বর ও ক্যাকেক্‌সিয়া আরোগ্য করিয়া-

ছেন। এ কথা আমাদের বিরুদ্ধ মতের কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, স্বয়ং সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা হানিমান তাঁহার নিজকৃত প্রাচীন পীড়া " নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯৫—১৯৬ পৃঃ এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলে ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়াছি।

পক্ষান্তরে ডাক্তার হিউজ ডাক্তার সার্জ প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তরুণ ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে কুইনাইনের ডাইলিউসন ও ট্রিটুরেসন দ্বারা বিশেষ ফল না পাওয়া হেতু আদত কুইনাইন (Crude quinine) ব্যবহার করা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে এ প্রকার বলিয়া থাকেন, ডাইলিউসনে ফল না পাইলে আদত কুইনাইন ব্যবহার যে উচিত, তাহাও বলিয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক ও লেখালেখি হইয়াছে (হিউজ কৃত থিরাপিউ-টিকস্ গ্রন্থ ১০০ পৃঃ দেখ)। যদি নিতান্তই কুইনাইন ব্যবহার করিতে হয় তবে এক চতুর্থ গ্রেণ হইতে তিন গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় দিতে পার। কুই-নাইন ব্যবহার কালে অনেকে ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড, ডাইলিউট নাইট্রো মিউরিয়াটিক এসিড কিম্বা সালফিউরিক এসিড (ডাইলিউট) সহ কুইনাইন দ্রব করিয়া রোগীকে খাইতে দেন। উক্ত এসিডের (ডাইলিউট) দুই ফোটাতে সচরাচর এক গ্রেণ কুইনাইন দ্রব হইয়া থাকে। কুইনাইনের লক্ষণের সহিত ঐক্য না হইলে কদাচ কুইনাইন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি লক্ষণের সহ ঐক্য হয় তবে অতি অল্প মাত্রা কুইনাইন, অথবা ইহার দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বিচূর্ণ (ট্রিটরেশন) ব্যবহার করিয়া প্রায়ই অতি সহজে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক স্থলে অভাবনীয় উপকার পাইয়াছি। আদত কুইনাইন ব্যবহারে অনেক সময় জ্বর প্রকৃত আরোগ্য না হইয়া যেন আশু চাপা খাইয়া থাকে; এবং কতক দিন পরে পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইয়া রোগীর অবস্থাকে নিতান্ত শোচনীয় করিয়া তোলে। যদিচ আশু ফল লাভে ইহার অত্যন্ত ব্যবহার হয় বটে কিন্তু তেমনি ইহার অপব্যবহার জনিত কুফল প্রযুক্ত ইহার প্রতি অনেকের বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিয়াছে; এতদ্দেশে এত শীঘ্র শীঘ্র হোমিও-প্যাথির বহুল প্রচারের কারণনিচয়ের মধ্যে কুইনাইনের প্রতি বিদ্বেষভাব একটী অন্যতম বিশেষ কারণ।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ( বিশেষতঃ ইহার তরুণ অবস্থায় ) কুইনাইন অনেক সময় কার্য্যকারী, সেইজন্য এইস্থানে একথাও বলা আবশ্যক যে, কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কুইনাইন প্রয়োগ করিলেই যে, তিনি অচিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইবেন এমন নহে, কারণ, পূর্ব্বেও বলিয়াছি সম-লক্ষণ-সূত্রে ঐক্য হইলেই কুইনাইন প্রয়োগ কর, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না, বরং তাহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি। যে স্থলে সম-লক্ষণ-সূত্রের ঐক্য হয়, সেস্থলেও কুইনাইন কোন প্রকারে স্পর্শ করিবনা এপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া নিতান্ত গোঁড়ামি বিশেষ,——সম-লক্ষণ অবলম্বনে যৎকালে আমরা এলোপ্যাথির সেই প্রাচীনকালীয় বেলেডোনা,— সেই প্রাচীনকালীয় হাইওসায়েমাস ব্যবহার করিতেছি, তখন কুইনাইন কি অপরাধ করিল ? সম-লক্ষণ পাইলে আমরা যে কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারি—ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। কারণ, ঐ সমস্ত ঔষধ এলোপ্যাথি চিকিৎসায় এককালে ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যে এত বহুগুণ আছে তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই, আর জানিবার কোন প্রশস্ত ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ও এপর্য্যন্ত ছিলনা। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মহাত্মা হানিমানের দ্বারা এখন আশ্চর্য্য ফলপ্রদ সম-লক্ষণ-সূত্র জগতে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অবলম্বন করিয়া যে কোন ঔষধের প্রকৃত গুণ চিনিয়া লওয়া যায় এবং তাহা ব্যবহারত পীড়ারোগ্য জন্য প্রয়োগ করিয়া হাতে হাতে বাঞ্ছিত ফল-লাভ হয়। এমন অবস্থায় হুজুকে পড়িয়া কুইনাইনকে একবারে অশ্রদ্ধা করিওনা। কুইনাইনের উৎপাদক সিঙ্কোনা বৃক্ষ হইতেই হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র "সমঃ সমং শময়তি" সৃষ্ট হইল। অতএব সাবধান! সত্যের ও হোমিওপ্যাথির মূলসূত্রের যেন অপমান না হয়; অকারণ নিন্দা ভয় জন্য তোমার রোগী যেন কষ্ট না পায়; তাহা হইলে ভগবান তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। তবে এইক্ষণ এইমাত্র জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইহার উচ্চ ডাইলিউসন, নিয়ট্রিটরেসন কিম্বা ক্রুড্ ( আদৎ ) কুইনাইনের-খণ্ড-গ্রেণ-মাত্রা অথবা অল্প দুই এক গ্রেণ মাত্রা ইত্যাদি প্রয়োগ রূপের কোন্ প্রকারে কুইনাইন প্রয়োগ করা যাইতে পারে? প্রকৃত বিজ্ঞ,

বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন যে, ব্যবহার দেখিয়া এই কয়েকটি প্রয়োগরূপের যে কোন ভাবে কুইনাইনের প্রয়োগ হইলে তাহাতে হোমিওপ্যাথির মূলসূত্রের কোন হানি হইবেনা। তবে কথা এইযে, সম-লক্ষণ-সূত্রের ঐক্য না হইলে কখনই কুইনাইন দিবে না। জ্বর মাত্রেরই যে কুইনাইন ঔষধ, তাহা যেন নাহয, তাহা হইলে এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা যে জন্য নিন্দনীয তুমিও সেই অপবাদে অপবাদী হইবে।

আবার ইহাও বলি, আমাদের হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য-তত্ত্ব, রত্নাকর বিশেষ,————সিড্রন, আর্সেনিক, নক্স ভ, জেল্‌স, ইউপেটোরিয়াম্‌, ইউকেলিপটাস্‌, ন্যাট্রাম্‌মি, স্যালিসিন্‌, ইত্যাদি ঔষধ সকল সম লক্ষণ-সূত্রে ঐক্য করিযা প্রযোগ করিলে, অনেক সময ইহারা কুইনাইন হইতেও উৎকৃষ্ট-তর ফলপ্রদ হয। কুইনাইন আমাদের তৎসদৃশ বহু ঔষধের একটি ঔষধ মাত্র। অতএব প্রকৃত কথা এই যে, ক্রুড কুইন ইন ব্যতীত জ্বর যে আরোগ্য হইবে না, এ কথা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমার চিকিৎসা জীবনের প্রথম ভাগে এমন ঘটনা অনেক স্থলে দেখিযাছি, যে স্থানে তিন শত গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন ব্যবহার করিযা কোন ফল পাই নাই, পরে শক্তীকৃত-হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কৃতকার্য্য হইযাছি। এইক্ষণ এতৎসম্বন্ধে কযেকটী রোগীর কথা উল্লেখ করিব :——

(১) + + + + উকীল, পাবনা জজকোর্ট, ১৫। ১৬ দিন পর্য্যন্ত জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হযেন। এলোপ্যাথি মতে তাঁহাকে প্রতিদিন যথেষ্ট বিরেচক ঔষধ ও কুইনাইন খাইতে দেওযা হয। কিছুতেই জ্বর নিবারণ হয় না। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর (১০৪, ১০৫ ডিঃ), পিপাসা নাই, সর্ব্ব গাত্রের জ্বালাপোড়া অতি ভযানক, এই কযটী লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ক্লাস্‌ ৩য় ডাঃ প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম, তৎপর দিন জ্বর আরোগ্য হইল এবং তিন দিন মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিলেন। একদিন ঝড় ও বৃষ্টি অত্যন্ত হয়, তিনি যে গৃহে ছিলেন তাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া গৃহান্তরে দৌড়িযা যান, তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদি তাহাতে ভিজিয়া গেল, কিন্তু এত অত্যাচারের পরও তাঁহার জ্বর আর

পুনরায় হয় নাই। এস্থলে হ্যানি-টর্ষের ধ্রুব ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করিতে পারি না।

(২) বরাহনগর নিবাসী + + + + অধিকারীর জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করাতে তাঁহার উদরাময় আরম্ভ হইল, জ্বরও নিবারণ হইল না। মল দৃষ্টে আমার প্রতীতি জন্মিল যে, কুইনাইনই এ উদরাময়ের কারণ। তখন কুইনাইন পরিত্যাগে প্রতি দিন কেবল এক মাত্রা চায়না ৩০শ ডাঃ ব্যবহার করাতে জ্বর পরিত্যাগ পাইল ও উদরাময়ও আরাম হইয়া গেল। পূর্ব্বে যে নিউইয়র্কবাসী ডাক্তার সোমানের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছি "তিনি চায়নার অতি উচ্চ উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা কুইনাইন-জন্য কুফল আরোগ্য করিয়াছেন"। আমরা নিজ হস্তে কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত অনেক রোগীকে চায়নার উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। এই প্রকার প্রত্যেক চিকিৎসক যখন নিজহস্তে এতাদৃশ ফল দর্শন করিবেন "তখন কুইনাইনের রোগী চায়নার উচ্চ ডাইলিউসন দ্বারা যে আরোগ্য হয়" একথা প্রাণের সহিত অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

চাইনিনাম সাল্ফ সম্বন্ধে মন্তব্য :——

মহাত্মা হানিমান তাহার "অর্গানন" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন। একমাত্রা উচ্চ ডাইলিউসনের চায়না সেবন করিয়া উপযুক্ত আহার ও সুবাস-স্থানে বাস করিলে ম্যালেরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারেনা। ম্যালেরিয়া আরম্ভ সময়ে কিম্বা কোন ম্যালেরিয়া প্রধানস্থানে গমন সময়ে ৩০শ অথবা ২০০ শতডাইলিউসনের চায়না একডোজ সেবন করা উচিত, তাহাতে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে পারেনা, অথবা যদিচ আক্রমণ করে, তবে তাহা অতি লঘু হয়।

মাথাঘোরা, কর্ণে ভোভোঁ বিশেষতঃ বাম কর্ণে (দক্ষিণ কর্ণে ভোঁ ভোঁ—চায়না), ইণ্টারমিটেণ্ট অথবা রেমিটেণ্ট জ্বর অবিরাম জ্বরে পরিণত হইলে কিম্বা তাহারা টাইফয়েড্ অথবা নিউমোনিয়া গ্রস্ত হইলে; এবং নিম্ন শাখার নিতান্ত দুর্ব্বলাবস্থা থাকিলে চাইনিনাম্-সাল্ফ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার ফিপি দশ বৎসর ঘোর ম্যালেরিয়া প্রদেশে থাকিয়া চিকিৎসা

ক . ন তিনি অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা-জগতের নিকট প্রকাশ করেন যে, "তিনি কখনও আদৎ কুইনাইন, কোন রোগীতে কখনও ব্যবহার করেন নাই; অথচ তাঁহার হস্তে বহুরোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আরো তিনি বলেন যে, যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইবেন তিনি ডাইলিউসন-ক্রিয়া দ্বারা শক্তীকৃত (Potentiated) ঔষধ প্রয়োগে কৃতকার্য্যতা লাভ অবশ্য করিবেন, কারণ, ওলাউঠার ন্যায় বিকট বীর্য্যশালী রোগ যখন এপ্রকার শক্তীকৃত ঔষধে প্রশমিত হয়, তখন জ্বরাদি রোগের কথা আর কি"।।

ডাক্তার মিলার বলেন কুইনাইন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার আদৎ বা অশক্তীভূত-অবস্থা হইতে শক্তীকৃত-অবস্থাতেই অধিকতর পরিমাণ ফল পাওয়া যায়। তিনি ২০০ শত ডাইলিউসন একমাত্রা ব্যবহার করিয়া কয়েকটী রোগী এবং ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহারে অনেক আরোগ্য করিয়াছেন।

কুইনাইন সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা——জ্বর রোগে ৩য়, ৬ষ্ঠ. ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ডাঃ সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বিচূর্ণ বিশেষ-ফলপ্রদ। ম্যালেরিয়া রোগে আদৎ কুইনাইন সম-লক্ষণ-সূত্রে ব্যবস্থা হইলে, ইহার সিকি গ্রেণ বা অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়। অনেকে বিজ্বরাবস্থায় বা জ্বরের অল্পতাবস্থায় কুইনাইন ব্যবহার করিতে বলেন; কিন্তু লক্ষণ ঐক্য হইলে জ্বর কিংবা বিজ্বর সকল অবস্থা-তেই ফল পাইবে। মিশ্রি বা সুগার-অব-মিল্ক সহ এই প্রকার কুইনাইন সদ্য ট্রিটুরেশন (খল মর্দ্দন) করিয়া প্রয়োগ করিলে অধিকতর কার্য্যকারী হয়।

ডাক্তার বেযার সবিরাম জ্বরে ইহার দ্বিতীয় বিচূর্ণ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাক্তার হেম্পাল অতি অল্প মাত্রায় আদত কুইনাইন, ম্যালেরিয়া জ্বরের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যে জ্বরে রক্ত পচনা-বস্থা-উৎপাদক-বিষে বিষক্ত হয় তাহাতে "কুইনি-আর্স" নামক ঔষধের ৩য়, ও ১ম ট্রিটুরেসন ব্যবহার করিয়া অনেকস্থলে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি; সম্প্রতি এতাদৃক একটী নিতান্ত হতাশাকর রোগীতে কোন প্রকারেই জ্বর বেগ হ্রাস করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ-প্রয়োগে আমরা অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।

——o——

## হ্রাস্-টক্স।

—:*| ১ |*:—

প্রায়ই অপরাহ্ন ৫, ৬, ৭ এবং ৮টার সময় জ্বর; পূর্ব্বাহ্নে ৬টা ও ১০টার সময় শীত না হইয়া জ্বর আইসে। সন্ধ্যাকালীয় জ্বরের বেগ, বিশেষ প্রবল হয়, সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে (লাইকো, নক্স-ভ, পাল্স)॥—জ্বরের কারণ————সজল আকাশ অথবা সিক্ত স্থানে বাস হেতু জ্বর॥ ত্রৈকাহিক, দ্ব্যহিক ইত্যাদি জ্বরে হ্রাস্ ব্যবহৃত হয়॥—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এক প্রকার উত্যক্তজনক কাশি উপস্থিত হয়, তাহা শীতাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে (স্যাম্বু); ডাক্তার ডান্হাম্ এই কাশিকে একটী বিশেষ পথপ্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত করেন; চক্ষুর জ্বালা, ও মুখ শ্লেষ্মা-পূর্ণ হওয়া প্রধান লক্ষণ॥

শীতাবস্থা—কাশি তাক্তজনক (পার্শ্ব-বেদনাসহ ঐরূপ কাশিতে—ব্রাই; তাপাবস্থায় কাশি হইলে—একোন)। অত্যন্ত অস্থিরতা (সকল অবস্থায় অস্থিরতা—আর্স)। জ্বর আরম্ভের সঙ্গে হস্ত পদে বেদনা ও তাহা সটানে প্রসারণ করিতে থাকা। কম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম একত্রে এক সময় (শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে অথবা একত্রে—এণ্টি-টার্ট, ক্যাল্কে)। ৭টা অপরাহ্নে অত্যন্ত শীত, যেন বরফ জল গায়ে ঢালিয়া দিতেছে (এণ্টি টার্ট)। শুইয়া গাত্র বস্ত্রাবৃত করিলে গরম বোধ করে॥—উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা, পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় হাইতোলা, তন্দ্রা, অবসন্নতা বোধ ও তৎসহ উত্তাপ। উত্তাপে গাত্র দাহ এত অধিক বোধ হয় যেন ধমনী ও শিরা দিয়া উষ্ণজল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তৃষ্ণাভাব। শিরঃপীড়া, পেট বেদনাসহ উদরাময়। তাপাবস্থায় কাশি থাকেনা। অত্যন্ত চুলকাইতে২ গাত্র দিয়া চাকা চাকা আর্টিকেরিয়া উঠে তৎসহ তাপ ও তৃষ্ণা; এপাশ ওপাশ করা ও অস্থিরতা। অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থা———অত্যন্ত ঘর্ম্ম, প্রাতে ঘর্ম্ম, আর্টিকেরিয়া। সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম, কিন্তু মুখে নাই (সাইলি)। ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা। জিহ্বা——জিহ্বা

শুষ্ক, লাল, বিশেষ ত্রিভুজাকৃতি-লাল অগ্রভাগ। শীতল দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা। শীতল জল পানেচ্ছা। পুনঃপুনঃ এপাশ ওপাশ, করা ও ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো ইহার একটী প্রধান লক্ষণ।

—:*| ৩ |*:—

ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের সঙ্গে হ্রাস্-টক্সের লক্ষণগুলির কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ, নিতান্ত কঠিন ও উগ্র অবস্থার টাইফয়েড্ আদি জ্বরেই হ্রাস্-টক্স প্রশস্ত। জ্বরের বেগ, শীতসহ আরম্ভ হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। একুটীভ্ ডিলিরিয়াম্ অর্থাৎ ডিলিরিয়ামে নানাপ্রকার ক্রিয়াশীল ভাব প্রকাশ এবং অত্যন্ত শয্যাগত অবস্থা। কপোলদ্বয় চকচকে ও গাঢবর্ণ বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ, জ্বরের স্বভাব প্রকাশ হওয়া মাত্র অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অত্যন্ত উদরাময় উপস্থিত হয়। ধীর গতি বিশিষ্ট জ্বরে ১৭ দিনের পূর্ব্বে যাহাতে ক্রাইসিস হইবার সম্ভাবনা নাই এই প্রকার জ্বরে হ্রাস্-টক্স নিঃসন্দেহে প্রয়োগ হওয়া উচিত। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মলসহ রক্ত, অত্যন্ত ব্রংকাইটিস সহ কাশি, গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকিলে এবং এতৎসঙ্গে নিউমোনিয়া থাকাতেও পাইলে হ্রাস-টক্স অবশ্যই দেয়। রক্তাপ্লাবনসহ জ্বরের অত্যন্ত প্রখরতা থাকিলে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা হ্রাস-টক্স অধিকতর কার্য্যকারী। স্নায়ু মণ্ডলে উত্তেজিত অবস্থা থাকিলে হ্রাস্-টক্সের সহায়তা গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। ডাক্তার নেযাবের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে হ্রাস-টক্স প্রয়োগ করিয়া কতকদিন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যের উপর নির্ভর করিতে পারিলে নিশ্চয় জ্বরের ভোগকাল খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে।

উত্তেজিত ও অত্যধিক কাম্যশীল অবস্থা শারীরিক কার্য্যে যেমন দৃষ্ট হয় তেমন সেই একই সময়ে মানসিক অবস্থার নিতান্ত নিস্তেজ ভাব হইয়া পড়ে। পুনঃপুনঃ এবং অনবরত সঞ্চালন ইচ্ছা এবং তাহাতে উপশম বোধ হয়। নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা, তৎসহ বোধ হয় যেন শরীর পেষিত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা। মস্তিষ্কের

ভিতর, বেদনা ও স্থূলভাব লক্ষিত হয়। শরীর ঘর্ম্মশূন্য, ... গাত্রদাহ। অত্যন্ত শিরঃপীড়া, তৎসহ গ্রীবাদেশ যষ্ঠির ন্যায় অনমনীয় বোধ হয়, এবং সমস্ত উপসর্গ, শরীর সঞ্চালন করিলে ও সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রীবাদেশে এবং কিডনী (মূত্র পিণ্ড) স্থানে সচল বেদনা ও তৎসহ হাত পা নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, এই অবস্থা জ্বরের প্রথমভাগে লক্ষিত হয়, তখন পেটে গল গল ডাকসহ উদরাময়। জিহ্বা সমল দেখা যায় ও তৎসহ বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। চক্ষু ... করিলে শীত ও মাথাঘোরা, মুখবর্ণ পরিবর্ত্তিত, গলা শুষ্ক, ভুক্তবস্তুর হাইতোলা। অক্ষিদ্বয়ের উপর চাপ বোধ, আলো দেখিতে ও গোলযোগ শুনিতে ত্যক্ততা। নিদ্রালুতা। স্মৃতি বিভ্রম, ডিলিরিয়াম্ বা বিকারের সূচনা। অধর এবং জিহ্বা নীলবর্ণ। জ্বরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় তন্দ্রা, অবসন্ন হইয়া পড়া, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এমন কি একটু নড়াচড়া করিতেও অসামর্থ্য। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু অতি ধীরে, সময় সময় অত্যধিক তাড়াতাড়ি উত্তর করে আপনা আপনি অসংলগ্নভাবে অত্যন্ত পচাল পাড়ে। (নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর)। ওষ্ঠ শুষ্ক ও কট রঙ্গের চটা দ্বারা আবৃত। জিহ্বা সিক্ত থাকা সত্ত্বেও শুষ্ক, যেন মৃত চর্ম্মাবৃতের ন্যায় বোধ হয়, জিহ্বা শুষ্ক, সমস্তটা ... বর্ণ, অথবা অগ্রভাগ ত্রিভুজাকৃতি রক্তবর্ণ, শুষ্ক ও তৎসহ জল পানেচ্ছা। সর্ব্ব প্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা পেট ফাঁপা ও বেদনা। বাহ্য কর্ম্ম দুর্গন্ধময়। উদরাময় (রাত্রিতে বৃদ্ধি) এবং অসাড়ে নিদ্রাবস্থায় মলত্যাগ। রাত্রিকালীয় উদরাময়ের সঙ্গে অত্যন্ত পেট বেদনা। অত্যন্ত কাশি, তৎসহ রক্তমিশ্রিত খণ্ডখণ্ড গয়ের উঠে। ব্রংকাইটিস এবং ফুসফুসের নিম্নখণ্ডে নিউমোনিয়া। হাত ও পায়ে অত্যন্ত বেদনা এবং বিশ্রাম অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি। অস্থিরতা, ত্যক্তকর ও স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়া, অথবা অজ্ঞানাবৃত নিদ্রা, তৎসহ নাসিকা ডাকা পচাল পাড়া, এবং বিছানার কাপড় খোটা। উক্ত অবস্থায় শরীর শুষ্ক থাকুক বা ঘর্ম্মযুক্ত হউক রোগী বস্ত্রদ্বারা আবৃত থাকিতে চায়। মস্তিষ্ক ভয়ানক অসুস্থ অবস্থাপন্ন হয়, তৎসঙ্গে হস্ত ও পদের, আঙ্গুলা

আপনি সকলন হইতে থাকে। রোজিওলা ও মিলিয়ারী নামক ইরাপ্‌শন্‌, অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা, এবং নিস্তেজ ও নৈরাশ্যপূর্ণ মানসিক ভাব।

—:*| ৫ |*:—

অত্যন্ত দুর্বলতা; ডিলিরিয়াম, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময, শুষ্ক জিহ্বা; তৃষ্ণা, এবং নানাবিধ টাইফয়েড্ লক্ষণ হ্রাস-টক্সের প্রধান ধর্ম্ম। অত্যন্ত উত্তাপ, অস্থিরতা: চর্ম্ম রুক্ষ, শিরঃপীড়ায় অজ্ঞান, ডিলিরিয়াম ও তৎসহ পালাইতে চেষ্টা, মুখ রক্তবর্ণ। জিহ্বা শুষ্ক ও খস্‌খসে এবং লাল। শিকারে হাতড়ান। মেনিঞ্জাইটিস্ জ্বরে ব্রাইওনিয়া দিয়া তৎপর হ্রাস্ টক্স ব্যবহার্য। গ্রীবা শক্ত, পৃষ্ঠে এবং স্কন্ধে খেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, অস্থিতে বেদনা, কিন্তু কঠিন স্থানে শয়ন করিলে উপশম বোধ। বেদনায় অনিদ্রা, বাতের বেদনাবৎ বেদনা। অল্প অল্প ডিলিরিয়াম আস্তে আস্তে উপস্থিত হয। অজ্ঞানতা। প্রাতে ও আহারান্তে মুখের স্বাদ পচা, খাদ্যে তিক্ত বোধ। জিহ্বা, দন্তের ছাপাযুক্ত। জলবৎ বা রক্তবৎ মল, অসাড়ে মল ত্যাগ।

হ্রাস্ টক্স সম্বন্ধে ডাইলিউসন ব্যবস্থা:——

ডাক্তার সেজিন্ ৬ ডাঃ ব্যবহার করেন। ডাক্তার স্মিলস ২০০ শত ডাইলিউসন দেন। আমরা সচরাচর ৩য, ৩০ শ ও ২০০ শত ডাইলিউসন দ্বারা অনেক ফল পাইয়া থাকি। ইহা টাইফয়েড জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর ও সবিরাম জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (২৪৮ পৃঃ দেখ)।

## ব্রাইওনিয়া।

—:*| ১ |*:—

জ্বরের সময়— বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে প্রায় সকল সময়ই হইতে পারে, বিশেষতঃ প্রাতে॥—জ্বরের কারণ—জলে ভিজা, শুষ্ক বাতাস (উষ্ণ কিম্বা শীতল)॥—পূর্ব্বাবস্থায়— অত্যন্ত তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া॥—শীতাবস্থায়—

অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে তৃপ্তি প্রদান করে ( ইপে, ভ্যাট্রা-মি )। অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্ক কাশি ও তৎসহ বক্ষঃস্থলে ও প্লীহাতে বেদনা ( কিন্তু রাস্-টক্সের কাশিতে বেদনা থাকে না এবং তাহা উপক্রম অবস্থায় ও শীতা-বস্থায় লক্ষিত হয়, উষ্ণাবস্থায় আর ঐ কাশি থাকে না )। ওষ্ঠদ্বয়ে ও, অঙ্গুলীচয়ের অগ্রভাগ হইতে শীত আরম্ভ হয়।— উষ্ণাবস্থায়— তৃষ্ণার বৃদ্ধি, শীতাবস্থার আরব্ধ কাশি ও তৎসহ পার্শ্ব বেদনা ( কেবল মাত্র উষ্ণাবস্থায় কাশি হইলে—ইপিকা, একোন্ )। হস্ত পদে বেদনা, গাত্র দাহ অত্যন্ত— ( আর্স, হ্রাস্ )। তাপাবস্থায় সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, কোন অবস্থাতেই নড়াচড়া করিতে চায় না।— ঘর্ম্মাবস্থায়— অত্যন্ত টক্ ঘর্ম্ম (রাত্রিতে এবং প্রাতে), সহজেই ঘর্ম্ম হয়।— ভোজন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় মুখ তিক্ত।

—: * | ২ | * :—

ব্রাইওনিয়া মার্কিউরিয়াস সদৃশ ঔষধ কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্র রেমিটেণ্ট, অবিরাম, গ্যাষ্ট্রিক, ও বিলিয়াস জ্বরাদিতে অনেক প্রশস্ত। ঠাণ্ডা লাগা, অনুচিত আহার, ক্রোধ এবং গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপ ইত্যাদি পীড়ার কারণ হইলে ব্রাইওনিয়া অবশ্যই দেয়। ব্রাইওনিয়া এবং মার্কিউরিয়াসে যে পার্থক্য তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।:—— ব্রাইওনিয়ার জ্বর প্রায়ই দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি পায়, বা আরম্ভ হয়, ইহার রেমিসন অতি সামান্য এবং জ্বরও তত প্রখর নহে। মস্তকে বেদনা ও ভার বোধ অথবা যেন ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বোধ, এবং শয়ন করিলে উহার কতক পরিমাণে উপশম হয়। ঝাল কিম্বা অম্ল দ্রব্য আহারে ইচ্ছা থাকে না। জিহ্বা অপরিষ্কৃত, মুখ বিস্বাদ কিন্তু তিক্ত নহে। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা কখন কখন ডায়েরিয়া বা উদরাময় ( মলে অধিক পরিমাণে মিউকাস থাকে ও মলের বর্ণ কটা হয় )। জ্বরের অষ্টাহ পর্য্যন্ত ব্রাইওনিয়া প্রয়োগে উৎকৃষ্ট উপকার লক্ষিত হয়। জিহ্বা পীতাভ কটাবর্ণ ও শুষ্ক। মুখে পচাগন্ধ। নিদ্রার পর মুখ তিক্ত। মদ্য, অম্ল পানীয় ও কাফি খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অদ্রব পদার্থে অরুচি। বমন বিশেষতঃ কোন দ্রবল পদার্থ ভোজনে। মস্তকে, পাকস্থলীতে, পার্শ্বে কিম্বা

হস্ত পদে চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ কাশিতে বা চলিয়া বেড়াইতে। পাকস্থলীর অভ্যন্তরে বেদনা ও চাপবৎ বোধ বিশেষতঃ আহারান্তে। প্রস্রাব জলবৎ পরিষ্কার অথবা হরিদ্রাভ ও তৎসঙ্গে হরিদ্রাভ তলানি থাকে। অত্যন্ত তৃষ্ণা হেতু যেন জ্বলিয়া যায়; কিম্বা সমস্ত শরীরে কম্প ও শীত বোধ হয়, মুখ রক্তবর্ণ। খামখেয়ালী স্বভাব। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা-সহ শিরঃপীড়া (একোন, ক্যামো, নক্স-ভমিকা দেখ)।

অত্যন্ত তাপ, অথবা শীত ও তৎসঙ্গে দন্ত কিড়িমিড়ী। মখমণ্ডল ও মস্তক অত্যন্ত গরম বোধ হয়। নিশাঘর্ম্ম বিশেষতঃ অতি প্রত্যূষে। দুর্দ্দম্য তৃষ্ণা ও সময় সময় বমন। তন্দ্রা; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই চমকিয়া উঠে, চেঁচায়, এবং ডিলিরিয়াম প্রকাশ পায়। খিটখিটে স্বভাব; নড়া ভয়; অত্যন্ত ছটফটি; দুর্ব্বলতা। নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, এবং দ্রুতগতি। মাথা ঘুরায় যেন অজ্ঞান করিয়া ফেলে। মাথা উঠাইলেই ঘুরিতে থাকে। দৃষ্টিহীনতা ও শ্রুতি কঠোরতা। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, পেটে চাপ বোধ। কোষ্ঠবদ্ধতা। পার্শ্বে অথবা বক্ষে বেদনা। হস্ত পদে বেদনা। (একোন, বেল, নক্স-ভমিকা দেখ)।

—: * | ৩ | * :—

সামান্য কিম্বা মধ্যম প্রকারের উগ্রতাসম্পন্ন জ্বরে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী; যখন জ্বরের টাইফয়েড-প্রকৃতি প্রকাশিত দেখিবে তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত লক্ষণচয় থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র কাল বিলম্ব করিবেনা। অত্যন্ত উৎকট চাপবৎ শিরঃপীড়া, কর্ণে ভোঁভোঁ শব্দ, এবং সাধারণ স্পর্শাদি জ্ঞানের খর্ব্বতা কিন্তু রোগী জ্ঞান শূন্য নহে। জিহ্বা হরিদ্রাভ, গাঢ় সাদা ক্লেদযুক্ত; ইহার পার্শ্বদ্বয় উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু কখন শুষ্ক বোধ হয়না। পেটের ইলিওসিকাল প্রদেশে এবং প্লীহাস্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা। প্রত্যেক বার আহারের পর বমনেচ্ছা বা বমন। কোষ্ঠবদ্ধতা। অন্ত্র সমস্তের কখন কখন স্তম্ভিত ভাব, বা কখন কখন উদরাময়। নাড়ী পূর্ণ, এবং অত্যন্ত দ্রুতগতি নহে। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ব্রাইওনিয়া প্রদত্ত হইলে, যদিচ দুই, চারি, দশ দিনে টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বর স্পষ্টভাবে না ছাড়ুক, তত্রাচ ইহার প্রয়োগে অনেক ফল পাইবে; তাহাতে জ্বরের ভোগকাল অপেক্ষাকৃত অনেক

সংশ্লিষ্ট হইবে (হোমিওপ্যাথির প্রত্যেক নির্ব্বাচিত ঔষধে এই লক্ষণ কিছুনা কিছু কাজ দেখিবে)।

জ্বরের প্রথম হইতে ছিন্নভিন্ন হওয়ার ন্যায়, দপ্‌দপ্ ভাবযুক্ত অথবা ঝাঁকি মারিয়া উঠার ন্যায় মাথা বেদনা। বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গে জিহ্বা শ্বেত সাদা। মুখের স্বাদ তিক্ত, গলার ভিতর শুষ্ক, জল তৃষ্ণা। ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী। পাকস্থলীতে মোচড়ানবৎ বেদনা। এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে অঙ্গুলী চাপনে বেদনা। উদরের সমস্ত ভাগে বেদনা। পেট ফাঁপা। কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প এবং ঘোলা। স্বর দুর্ব্বল অথবা গলা ভাঙ্গার ন্যায়। প্রাতঃকালে কাশি। দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অথবা কাশিতে পঞ্জর সমস্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। শরীর অস্থির ও বলশূন্য। মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম। শরীরের চর্ম্ম রুক্ষ ও শুষ্ক। জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় মস্তিষ্কের এবং স্নায়বীয় লক্ষণচয়, ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি (বিশেষতঃ রাত্রি যোগে)। সাধারণ কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে অথবা পূর্ব্বদিনের ঘটনা সম্বন্ধে ডিলিরিয়াম, অথবা তৎসঙ্গে দৌড়াইয়া যাওয়ার স্বভাব থাকিলে ব্রাইওনিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই নানাপ্রকার বিভীষিকা ও স্বপ্নদর্শন। খিট্‌খিটে এবং চিড়চিড়ে স্বভাব, ও অতি তাড়াতাড়ি কথা বলা। চক্ষু উন্মীলন করিলে এবং নড়াচড়া করিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। চক্ষুদ্বয় সজল ও স্ফীত শূন্য প্রভৃতি কাঠিন্য। অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত জ্বর। বহু পরিমাণে জলপানেচ্ছা। (কিন্তু দীর্ঘ সময় ব্যবধানে)। মুখ শুষ্ক এবং তন্মধ্যে ছোট ছোট ফুস্কুড়ী। আহারে অনিচ্ছা। সজল শ্লেষ্মার ন্যায় অথবা পিত্ত পূর্ণ বমন। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময়। অসাড়ে দুর্গন্ধময় পচা মলত্যাগ। বহুদিনের ছানা-পচা গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইলে (বিশেষ রাত্রিযোগে এবং প্রাতঃকালে)। দিবাভাগে নিদ্রালুতা। রাত্রিতে অস্থিরতা। নাড়ী কোমল এবং ক্ষুদ্র। চট্‌চটে ঘর্ম্ম। হস্ত কম্পন। পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়—অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অবসন্নাবস্থা, চুপ্‌চাপ থাকিতে ইচ্ছা। হস্ত ও পদ সঞ্চালন করিলে বেদনা। মুখের ভিতর আঠা ও ফেনাযুক্ত লালা পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাতে রোগীর দম্ বন্ধের উপক্রম হয়। জিহ্বা শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা

ফাটা এবং মেটে রং বিশিষ্ট। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকা এবং কোঁকান। অস্থির নিদ্রা, তৎসঙ্গে মুখের এরূপ চালনা হইতে থাকে, বোধ হয় যেন কিছু চিবাইতেছে। হৃৎপিণ্ড স্থলে চাপবৎ বোধ এবং অস্থিরতা। মানসিক ক্রুদ্ধতা ও তৎসঙ্গে উগ্রতাপূর্ণ ডিলিরিয়াম। স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রা। হাঁমের ন্যায় ইরাপশন্। অসাড়ে মল মূত্রত্যাগ। গাত্রে এক প্রকার টক্ গন্ধ তৎসঙ্গে কখন ঘর্ম্ম দেখা যায়, বা কখন ঘর্ম্ম থাকেনা। স্বভাব নম্র হইলেও কিন্তু পীড়িতাবস্থায় ক্রোধযুক্ত হইয়া পড়ে।

—*| ৪ |*—

শিরঃপীড়ায় অজ্ঞান অবস্থা, নড়াচড়া করিলে বৃদ্ধি। কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ। জিহ্বা পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত। বমনেচ্ছা। কোষ্ঠবদ্ধতা। শাখা সমস্তে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা

—:*| ৫ |*—

সর্ব্বদা তন্দ্রা, ডিলিরিয়াম এবং নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা ইত্যাদি জন্য বেল্ অথবা আর্জেণ্টা-নাইট্রা অগ্রে দিলে তৎপর ইহা নিতান্ত ফলপ্রদ হয়। মস্তকের পশ্চাৎদিকে গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা। গ্রীবাস্থ মাংস পেশিতে (বিশেষ দক্ষিণ দিকস্থ) বেদনা। বক্ষে প্লিউরার বেদনা, তৎসঙ্গে কখন কাশি থাকে কখন বা থাকে না। পৃষ্ঠদেশ এবং শরীরের প্রত্যেকভাগে বেদনা।

## ব্রাইওনিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য :——

জলে ভিজা হেতু জ্বর; মস্তকের পশ্চাৎদেশে বেদনাসহ সমস্ত শরীরে বেদনা। বিকারে বিছানা হইতে চলিয়া যাইতে চায়। বিকারে বিষয় ও কার্য্য কর্ম্মাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা (সিমিসিফি)। অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্থানের উপর শয়ন করিলে ভালবোধ করে; সামান্য একগ্রাস আহারেই তৃপ্তি, মাথা ঘোরা; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; অবস্থাত্রয়েই তৃষ্ণা থাকে। ডাঃ হিগিন্‌স্ ইহাদিগকে ব্রাইওনিয়ার প্রকৃতিগত উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

ব্রাইওনিয়া টাইফয়েড্‌ ও রেমিটেণ্ট জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা অবিরাম জ্বরে, টাইফাস্‌ জ্বরে, রিল্যাপ্‌সিং জ্বরে, পীত জ্বরে, গ্যাস্ট্রিক ও বিলিয়াস্‌ জ্বরে, সাইনোকা বা অত্যুগ্র রেমিটেণ্ট জ্বরে, সামান্য অবিরাম জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা নানাবিধ জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

ডাইলিউসন——সচরাচর ৩য়, ১২শ, ৩০শ ডাঃ ব্যবহৃত হয়। কেহ অবিরাম জ্বরে ১৮শ ডাঃ উপকারী বলেন। ডাঃ টোরার ২১শ ডাঃ ব্যবহারে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন।

---

## ব্যাপ্‌টিসিয়া।

—:*| ১ |*:—

শরীর দুর্ব্বল ও কাঁপিতে থাকে। নাড়ী দ্রুতগতি, পূর্ণ এবং কোমল। তৃষ্ণাসহ অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে তাপ। সমস্তদিন শীত। সমস্ত শরীরে বেদনা। (আর্ণ) বিশেষতঃ বাহিরে গেলে। রাত্রিতে উত্তাপ বৃদ্ধি ও তজ্জন্য অনিদ্রা। শিরঃপীড়া এবং ডিলিরিয়ামের উপক্রম। জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাভ, কটাবর্ণ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল। কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে। অক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রস্রাব গাঢবর্ণ।

জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা হইতে দিবার শেষার্দ্ধ॥ পৃষ্ঠদেশে শীত বোধ (জেল্‌স)॥——তাপাবস্থা——গাত্র দাহ অত্যন্ত, মুখমণ্ডলে ও পায়ে জ্বালা; সমস্ত শরীর শুষ্ক ও খস্‌খসে তৎসহ সময় সময় শীত; রেমিটেণ্ট জ্বর ও যে জ্বর টাইফয়েড্‌ অবস্থায় পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা থাকে, তাহাতে ব্যাপ্‌টিসিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রয়োগ হইলে রোগের উগ্রতা অনেক খর্ব্ব হয়।

—:*| ৩ |*:—

টাইফয়েড্‌, উৎকট রেমিটেণ্ট এবং মস্তিষ্কের গোলযোগ পূর্ণ কঠিন জ্বরাদি রোগে ইহা এক বিশেষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা

আমিও বহু রোগীতে ইহার কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও ইহার নিতান্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে জ্বরে স্নায়বীয় লক্ষণের আধিক্য থাকে তাহাতে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রথম অবস্থায় জিহ্বা সাদা, তাহার পার্শ্বদ্বয় লাল, কিম্বা মধ্যভাগ কটা বা হরিদ্রাভ কটাবর্ণ। মুখের আস্বাদ তিক্ত। আহার জীর্ণ হয়না। পুনঃপুনঃ [illegible] বর্ণের মলত্যাগ। দক্ষিণ ইলিয়াক্ প্রদেশে গল্ গল্ শব্দ ও বেদনা। নাড়ী জ্বরের বৃদ্ধির সঙ্গে অত্যন্ত বেগবতী। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় তাহাতে অত্যন্ত বেদনা।——পীড়ার শেষভাগে——বিশ্রী মুখাকৃতি। শিরঃ পীড়ায় অজ্ঞান প্রায়। মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তের ন্যায় বেদনা। শয্যাগত অবস্থা। নিতান্ত কষ্ট ও বেদনা অনুভব করে। মানসিক নিস্তেজতা। সমস্ত শরীর জ্বরে যেন দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে জ্বালাবোধ করে। বিশেষতঃ মুখমণ্ডল যেন পুড়িয়া যায় এমন বোধ করে। জিহ্বা শুষ্ক, যেন ভাজা'ত, পুরুক্লেদযুক্ত। কথা ভার, গলাভাঙ্গা, কাশি, এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশ খালি [illegible] নিম্ন হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা। সেক্রাম মধ্যে বেদনা। অত্যন্ত অস্থিরতা, রোগী এমন একটি আশ্চর্য্যভাব বোধ করে যাহাতে তাহার এই প্রতীতি হইতে থাকে, যেন তাহার দ্বিতীয় নিজ মূর্ত্তি তাহার শরীরের বাহিরে রহিয়াছে। সে (স্ত্রীলোক) এমন বোধ করে যেন তাহার শরীরটী চতুর্দ্দিকে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছড়িয়া পড়িয়াছে এবং সে তাহা [illegible] জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। শ্রুতি কাঠিন্য। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে দিতে সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত গভীর নিদ্রা এমন কি উচ্চৈঃস্বরে না ডাকিলে [illegible] ধাক্কা না দিলে জাগ্রত হয়না। মুখে এত দুর্গন্ধ যে তাহাতে [illegible] [illegible] মল তরল, হরিদ্রাবর্ণ, অথবা কাল ফিকে বড় দুর্গন্ধময়। প্রস্রাব নিতান্ত দুর্গন্ধযুক্ত। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাগত অবস্থা। বিছানা ছাড়িবার নিতান্ত ইচ্ছা। সমস্ত দিবা শীত, কিন্তু রাত্রি কাল উত্তপ্ত, [illegible] শরীরের বেদনা। ক্ষত হওয়া স্বভাব (ulcers)।

ব্যাপ্টিসিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ—

ব্যাপ্টিসিয়ার কার্যকরী গুরুতর লক্ষণ :—কদর্য্য ধাতু, বৃদ্ধ [illegible] আমাশয়, শিশুদিগের দুর্গন্ধমলযুক্ত উদরাময়, অত্যন্ত শয্যাগত অবস্থা, [illegible] শরীরস্থ বক্তাদি অন্তর্ভাগের পচনশীল অবস্থা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড [illegible] নিশ্বাস, মল, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ইত্যাদি অতি দুর্গন্ধযুক্ত। অজ্ঞানতা; কথা বলিতে বলিতে সমাপ্তির পূর্ব্বেই নিদ্রাভিভূত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ডিলিরিয়ামে অভিভূত হয় (আর্ণি)। যে পার্শ্বে শয়ন করে সেইস্থানে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (আর্ণি)। ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড ও রেমিটেণ্ট জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর নির্ণয়ের লক্ষণই গুরুতর (২ পৃষ্ঠা দেখ)।

ডাইলিউসন—φ, ১ম ৩য় ডাঃ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ৩০শ ডাইলিউসন অতি উপকারী।

---

# জেলসিমিনাম।

—ঃ *| ১ |* ঃ—

জ্বর বৃদ্ধির কারণ—সিক্ত বায়ু, বিদ্যুৎপাতের পূর্ব্ব সময়, দুঃসংবাদ, তামাকের ধূম সেবন॥—জ্বরের সময়—অপরাহ্ন ২টা, ৪টা ও সন্ধ্যার [illegible] রাত্রি ৯টা; শীত না হইয়া জ্বর বেলা ১০ টায় (ব্যাপটি, ন্যাট্রা-মি)॥ [illegible] উপক্রমলক্ষণ—হঠাৎ মানসিক চঞ্চলতা; তৃষ্ণা অথচ জল খায় না; [illegible] খাইতে কষ্ট ও গলায় লাগে॥—শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা, মেরুদণ্ড [illegible] পৃষ্ঠদেশে শীত (ইউপেটো পারফো) হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত [illegible] শীতান্তে নিদ্রা (এপিস্)। কম্প সহ্য করিতে না পারিয়া চাপিয়া [illegible] রাখিতে বলে (ল্যাকে)॥—উষ্ণাবস্থা—অতৃষ্ণা, অত্যন্ত গাত্রদাহ। [illegible] বা অর্দ্ধ জাগরিত। ডিলিরিয়ামে বিড়বিড় করিয়া বকা। অত্যন্ত [illegible]

অস্থিরতা, অথবা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা। শিশু পতন ভয়ে চীৎকার করে, চমকিয়া উঠে এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়িয়া ধরে। তন্দ্রাচ্ছন্নতা: চক্ষু মেলিতে পারেনা; মাতালের ন্যায় অবস্থা। শব্দ ও আলোতে কষ্ট বোধ (বেল, ক্যাপসি)। দীর্ঘস্থায়ী এবং রাত্রিতে অনেক কালব্যাপী তাপ অর্থাৎ রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি। এক পাষে বেদনা॥

ঘর্ম্মাবস্থা——অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও তাহাতে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ নিচয়ের উপশম (স্যাটা-মি); সামান্য শ্রমেই ঘর্ম্ম (সোরি); সময় সময় ঘর্ম্ম-সহ দুর্ব্বলতা ও শয্যাগত অবস্থা। জননেন্দ্রিয়ের স্থানাদিতে ঘর্ম্ম॥—জিহ্বা—হরিদ্রাভ, সাদা; অথবা প্রায় পরিস্কৃত, কিম্বা মধ্যস্থলে সাদা, পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ। শ্লেষ্মাবৃত জিহ্বা সহ মুখে দুর্গন্ধ থাকে। স্বাদ তিক্ত পচা, তৎসহ রক্ত সংযুক্ত লালা॥——নাড়ী—অসম, পর্য্যায়যুক্ত এবং পূর্ণ (ডিজি), দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, এমন কি স্পর্শাতীত॥——বিজ্বর অবস্থা—প্রায়ই হয়না বা অতি অল্প হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথা ধরার বৃদ্ধি তামাক সেবন হেতু (ইগ্নে) (তামাক সেবনে উপশম (এবানিয়া)। খিটখিটে স্বভাব। তরুণ, সরল এবং উপসর্গ রহিত সবিরাম জ্বরে ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

—:*| ২ |*:—

শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। রাত্রিতে জ্বরের বিশেষ বৃদ্ধি ও প্রাতে বেগের ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু ঘর্ম্ম দেখা যায়না, দুই চক্ষু প্রায়ই বুঁজিয়া থাকে। মাথা ভার। মাথা ঘোরা। চক্ষে দেখিতে অক্ষম: চতুর্দ্দিকে কোয়াসা পূর্ণ দেখে। চক্ষু ভার। সজল নেত্র। অরুণা। মুখে তিক্ত স্বাদ, অধিক পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত ভেদ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা। পৃষ্ঠে এবং হস্ত পদে বেদনা।

—:*| ৩ |*:—

শরীর নিতান্ত নির্জ্জীব অবস্থাপন্ন ও তৎসঙ্গে মস্তক মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত পূর্ণ কষ্ট বোধ, ও মাংসপেশীর নৃত্য। হস্ত পদ কম্পন। তন্দ্রা ও মাথা ঘোরাসহ দৃষ্টি ঝাপসা। মত্ততাজনক অবস্থা। নাড়ী মৃদু কিন্তু পার্ক-

পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা রোগীকে উঠাইয়া বসাইলে দ্রুতগতিযুক্ত জ্বর। মস্তকে, পৃষ্ঠে, শাখা সমস্তে অত্যন্ত বেদনা ও তৎসহ অত্যন্ত জ্বর, শীত এবং নিস্তেজ অবস্থা॥ মুখ বিস্বাদ। জিহ্বা পরিষ্কৃত কিম্বা সামান্য শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা দেখিতে রক্তবর্ণ; অথবা কাঁচা মাংস খণ্ডবৎ ও বেদনাযুক্ত, মলা স্থলে প্রদাহ, কষ্টে জিহ্বা মুখের বাহির করিতে পারে বটে, কিন্তু তখন ইহা কাঁপিতে থাকে॥ উদর স্ফীত তৎসঙ্গে বেদনা ও বমনেচ্ছা। স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাধান্য।

—: *| ৪। ৫। |* :—

শীত জ্বর ও রিল্যাপসিং জ্বর জন্য উপরোক্ত ১ম, ২য়, ৩য়, প্যারা দেখ।

জেলসিমিনাম্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

হস্তমৈথুন স্বভাবযুক্ত; খিট্‌খিটে লোক, বৃদ্ধ; স্নায়বীয় ও হাড়'রয়া ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক; বিশেষতঃ শিশুদিগের ধাতুতে জেলস অতি কার্য্যকারী।— একাকী থাকিতে ইচ্ছা। কথা কহিতে নিতান্ত অনিচ্ছা। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও তাহাকে নিকটে থাকিতে দেয়না (ইগ্নে)।—কুসংবাদ; সূর্য্যোত্তাপ ও গ্রীষ্মের যন্ত্রণা হেতু পীড়ার বৃদ্ধি।——দুর্ব্বলতা হেতু মত্ততার ন্যায় অবস্থা, চলিয়া যাইবার কালে উপলব্ধি হয়, স্বেচ্ছাধীনে পদ নিক্ষেপ করিতে পারেনা। শিশু পড়িয়া যাইবে বলিয়া নিতান্ত ভয় খায়। স্নায়ু-শিশু কার্য্যে অক্ষম হইবে ভয়ে অনবরত নড়িতে চড়িতে থাকে (তুলিপ-রীতে—ডিজি)।

*** ইহা রেমিটেণ্ট জ্বরের (বিশেষতঃ বালকদের হইলে) অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। টাইফয়েড্ আদি জ্বরেও ইহা নিতান্ত উপকারী।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——ডাক্তার পোল্‌হেয়াস ৩য় ডাঃ; ডাং উইলিয়ম ১ম ডাঃ ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা ১ম, ৩য়, ১২শ, ডাঃ ব্যবহার দ্বারা সচরাচর উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকি। স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাধান্যে ইহার ৩০শ ডাঃ দ্বারা অনেক সময় উত্তম ফল পাইয়াছি।

# এণ্টিমোনিয়াম-ক্রুডাম্।

—*| ১ |*—

বালকদিগের রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।——জ্বরের সময়—— বেলা ১২টা অথবা অপরাহ্ণ। ঘর্ম্ম, একদিন অন্তর একদিন ঠিক একই সময়ে॥——জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—পাকস্থলীর অসুখ, অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্ত, দুঃখিত অথবা ক্রন্দনশীল॥ শীতাবস্থা——অতৃষ্ণা (এপিস্, পাল স, চায়না)। শীত ও ঘর্ম্ম একই সময়। পা দুখানি বরফের ন্যায় শীতল, শীতের দৌরাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (মিনিয়ান্থ)॥—তাপাবস্থা——ঘর্ম্ম ও তাপাবস্থা একত্রে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। তাপাবস্থায় বক্ষঃস্থলে বেদনা ও বমন॥—ঘর্ম্মাবস্থা— ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকল চুপসে যায়॥—জিহ্বা— দুগ্ধের ন্যায় সাদা পুরু ক্লেদাবৃত (জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদাবৃত হইলে— এণ্টিমোনি-টি উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ স্বল্পবিরাম জ্বরে)। মুখের আস্বাদ তিক্ত। লোণা মৎস্যাদি খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ প্রাধান্য দেখা যায় (ইপিকা, পাল স, নক্স-ভ)। খাদ্যে অরুচি, টক খাইতে ইচ্ছা, অন্ন ও জলের প্রতি বিতৃষ্ণা। ঘর্ম্মের পর তাপ অথবা শীত এবং ঘর্ম্ম একত্রে, অথবা ঘর্ম্ম এবং তাপ পর্য্যায়ক্রমে। কিম্বা শীত এবং ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে, অথবা শীতের পর ঘর্ম্ম। এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ।

—:*| ২ |*—

যে স্থলে প্রায় সমস্ত মিউকাস মেম্বেণ হইতে মিউকাস অর্থাৎ শ্লেষ্মা স্রবণ হইতে থাকে, সেস্থলে এই ঔষধ নিতান্ত কার্য্যকারী, বিশেষতঃ জ্বর যদি স্বল্প বিরাম থাকে। গলার ভিতর বিশেষতঃ মুখে ও জিহ্বার পশ্চাদ্দিকস্থ গহ্বরে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে, ও ঢোক গিলিতে কষ্টকর হয়। মল আঠাযুক্ত ও শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে, প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে পিচ্ছিল তলানি পড়িতে দেখা যায়। কাশিতে আঠা-গয়ের উঠে; রোগী নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শীত। জিহ্বা ক্লেদাবৃত।

রুচি নাই অথচ ক্ষুধা; প্রত্যেকবার কিছু আহারের পরই পেট ফাঁপা বোধ হয়। বমনেচ্ছা; অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা। অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা। রোগী নিতান্ত শয্যাগত ও নির্জ্জীব অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত ও নানাস্থান হইতে মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বরে এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধে সত্বর ফল না পাইলে নিরাশ হইওনা; কারণ এ প্রকার জ্বরে রোগী প্রায়ই দীর্ঘকাল ভুগিয়া থাকে।

"এণ্টিমোনিয়াম্-টার্টারিকাম্ এই প্রকার মিউকাস্ ক্ষরণশীল জ্বরে এণ্টি-ক্রুডের ন্যায় তত কার্য্যকারী নহে, কারণ, এণ্টি-টার্টের লক্ষণে এতাদৃশ শয্যাগত ও নিস্তেজ অবস্থা লক্ষিত হয়না; বরং তদ্বিপরীতে যন্ত্র-সমস্তকে উত্তেজিত করিবার ক্ষমতাই ইহাতে অধিকতর লক্ষিত হয়। অধিকন্তু এণ্টি-টার্টের শ্লেষ্মাক্ষরণে প্রায়ই প্রদাহ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে ও শ্লেষ্মাতে বিশেষ আঠা থাকেনা ও সর্ব্বাগ্রে শ্বাস্-নালীতে শ্লেষ্মোদ্গম হয়, তৎপর অন্ননালী প্রদেশে শ্লেষ্মার ক্ষরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু এণ্টি-ক্রুডের শ্লেষ্মাক্ষরণের সঙ্গে তৎস্থানীয় ৎস'ড় অবস্থাই অধিকতর দেখা যায়।

### এণ্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

অত্যধিক আহার হেতু পাকস্থলীর গোলযোগ। মন্দাগ্নি, জিহ্বা সাদা; ও পাড় ক্লেদাবৃত। খিট্‌খিটে স্বভাবান্বিত শিশু, এমন কি তাহার নিকট কথা বলিলে কি তাহার পানে তাকাইলে কিম্বা তাহাকে স্পর্শ করিলে চটিয়া উঠে ও কাঁদে (এণ্টি-টা, আইয়ড্, সাইলি)।—শরীরে মেদাধিক্য (ক্যাল্‌কে)। আহারের একটু গোলযোগ হইলেই জ্বর পুনঃ প্রকাশিত হয়। গ্যাস্‌ট্রিক লক্ষণে অর্থাৎ বমন, অরুচি, স্তুকার, পেটেবেদনা, উদরাময়ে; অথবা কোষ্ঠবদ্ধতাসহ ঐকাহিক, ত্র্যাহিক জ্বরে,ও স্বল্পাবরাম জ্বরে (বিশেষতঃ শিশুদিগের) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেস্থলে পাল্‌স এবং ইপিকাক নির্দ্দিষ্ট হয়, অথচ তাহাদের দ্বারা বিশেষ ফল না পাইলে এণ্টি ক্রুড্ অবশ্য দেয়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——ইহার ৩য় বিচূর্ণ বা ট্রিটুরেশন দ্বারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ফল-লাভ হয়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ডাঃ অনেক সময় সুন্দর কার্য্য করে।

# এন্টিমোনিয়াম-টার্টারিকাম্।

—:*| ১ |*:—

ইহা রেমিটেণ্ট জ্বর ও সবিরাম জ্বর ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।——জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ন ৯টা, তখন শীত হইয়া থাকে অথচ কম্প থাকেনা, অপরাহ্ন ৩টা, সন্ধ্যার সময়, সমস্ত সময়, বা অনিয়মিত॥—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হাইতোলা ও হস্তপদ প্রসারণ (চায়না, ইউপেটো-পারফো)। হাই তুলিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত হা করিয়া থাকে॥—শীত এবং তাপাবস্থা—অতৃষ্ণা। শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় শীত বোধ (ক্যাস, ওপি) তৎসহ রোমাঞ্চ, হাইতোলা, ও অতৃষ্ণা। তন্দ্রা ও আবল্য তাপের অনুগমন করে। কম্প ও ঝাকান সহ শীত; পৃষ্ঠদেশে বেদনা (শীত সহ), ঘর্ম্ম শীতল। শীত ও কম্পন অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্দ্দেশে যায়, অল্প শীত ও বহুক্ষণস্থায়ী তাপসহ আবল্য এবং ললাটদেশে বহুল ঘর্ম্ম। শীতের পর বমন, শিরঃপীড়া, তাপ এবং তৃষ্ণা। জল পানের পর ওয়াক্‌পাড়া॥——তাপাবস্থা—দীর্ঘকাল শীতের পর ভয়ানক তাপ, তাহা নড়াচড়া করিলেই বৃদ্ধি পায়। নড়াচড়া করিলে শীত (নক্স-ভ, এপিস্)। তাপাবস্থার সমস্ত সময় তৃষ্ণা থাকেনা, কিন্তু তাপ ও ঘর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী সময় স্পষ্টভাবে তৃষ্ণা হইয়া থাকে। কখন কখন ত্র্যাহিক জ্বরে তাপ প্রচণ্ড ও অধিকক্ষণস্থায়ী তৎসহ অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ভয়ানক পিপাসা ও ডিলিরিয়াম্॥—ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম তৎসহ বহুল পরিমাণ প্রস্রাব। শরীরের অসুস্থভাগে অধিক ঘর্ম্ম (এম্ব্রা)। ঘর্ম্মাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি, ঘর্ম্মান্তে উপশম (ইপিকাক)। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

জিহ্বা——পার্শ্বদ্বয় লাল, অথবা পর্য্যায়ক্রমে লাল এবং সাদা ডোরা। জিহ্বার প্যাপিলীগুলি পুষ্ট, উন্নত ও লাল। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল, এবং মধ্যভাগ শুষ্ক ও সাদা পুরু ক্লেদাবৃত। খাদ্যে বিস্বাদ। তামাকে কোন স্বাদ পাওয়া যায়না। আতা খাইতে ইচ্ছা, সরস ফল আহারে ইচ্ছা (ভিরাট্রি)।

নাড়ী——সামান্য নড়া চড়ায় চঞ্চল, শীতাবস্থায় সবল এবং পূর্ণ; তাপান্তে দুর্ব্বল, মৃদু গতি ও ক্ষীণ।

এণ্টি-টার্ট সম্বন্ধে মন্তব্য :——কফীয় ধাতু। শিশু সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়, নিকটে যে থাকে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে ; ক্রন্দনশীল ও খিট্‌খিটে এমন কি, তোমাকে হাত দেখিতে দিবেনা কিম্বা তোমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবেনা। কাশিবার সময় বোধ হয় যেন বহু কাশ উঠিবে কিন্তু কিছুই উঠেনা॥ "জ্বরের আক্রমণ অবস্থায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিতে পারেনা, অনিবার্য্য নিদ্রা ; নিদ্রায় যেন অজ্ঞানাভিভূত ; নিদ্রান্তে হতাশ ও ভরসা শূন্য॥ দীর্ঘকাল শীত, সামান্য সময় অতি উগ্র তাপ (নড়াচড়ায় বৃদ্ধি), পক্ষান্তরে সামান্য শীতের পর বহু সময় ব্যাপী তাপ ও তৎসঙ্গে নিদ্রালুতা ও ললাটে ঘর্ম্ম" (ডাক্তার হেরিং)।

পাকস্থলীজনিত গোলযোগ, বাত ও আবল্য থাকিলে এণ্টি-টার্ট অবশ্য দেয়। শরৎ ও শীতকালে, বিশেষতঃ শিশুদিগের রেমিটেণ্ট জ্বরসহ বমন, বমনেচ্ছা ও নিদ্রালুতা থাকিলে এণ্টি-টার্ট দিতে কখন ক্ষান্ত থাকিবেনা। ইহার গ্যাষ্ট্রিক লক্ষণ অতি প্রবল। মানসিক নিস্তেজাবস্থা জনিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি। অক্ষুধা। শীতকালে ও বসন্তের প্রথমভাগে বিশেষতঃ গ্যাষ্ট্রিক ও টাইফয়েড্ জ্বর অধিকতর হইলে অথবা জ্বরের স্বভাব যদি রেমিটেণ্ট অথবা টাইফয়েড্ আকারে পরিণত শীল হয়, তবে এণ্টি-টার্ট তাহার অতি উত্তম ঔষধ।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——সচরাচর ৩য়, ট্রিটুরেসন্ অতি ফলপ্রদ, ৬ষ্ঠ, ডাইলিউসন অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## পাল্‌সেটিলা।

—:*| ১ |*:—

জ্বরের সময়——বেলা ১টা হইতে ৪ টা। সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে (লাইকো, মক্স-ভ, হ্রাস্)॥ জ্বরের কারণ—নানাবিধ, ঘৃত ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য হেতু পীড়ার উৎপত্তি কিম্বা বৃদ্ধি॥ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অম্লস্বাদ, তন্দ্রা ও তিক্তাস্যযুক্ত উদ্গার॥—শীতাবস্থায়—তৃষ্ণা শূন্যতা।

শ্বাস কষ্ট ; মিউকাস্ বমন। এক সময় শরীরের একস্থানে উত্তাপ বোধ, অন্যান্য স্থানে অন্যস্থানে শীত। উষ্ণ গৃহ মধ্যে থাকিয়াও শীত বোধ ; শীতে এক দিক যেন অসাড়বৎ হয় ( দক্ষিণ দিক—ব্রাই, ন্যাট্রা-মি। বাম দিক— কার্ব্ব-ভ, ল্যাকে, কষ্টি )। উদরে শীত হইয়া কটিদেশে প্রসারিত হয় ; শীতে হস্ত ও চরণদ্বয় ঠাণ্ডা এবং মৃতবৎ ( লাইকো, সিপি ), ( সমস্ত শরীর অসাড় হইলে—সিড্রন )। শীত অপরাহ্ন ৪টার সময়। উষ্ণাবস্থা—মুখ মণ্ডলে তাপ, এক হস্ত উষ্ণ, অন্য হস্ত শীতল। সমস্ত শরীর উষ্ণ হস্ত পদ শীতল, আভ্যন্তরিক তাপ সহ বাহ্যিক তাপ লক্ষিত হয় না। প্রসব বেদনার ন্যায় পেট বেদনা, নিদ্রালুতা এবং নিদ্রারআবেশ মাত্র চমকিয়া উঠা। গরম জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় অত্যন্ত গাত্র জ্বালা বোধ ( হ্রাস্ )। রাত্রে অত্যন্ত গাত্র জ্বালা। শরীর রক্ষ ও তাপযুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরা সমস্ত স্ফীত এবং হাতের জ্বালা ও তজ্জন্য ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে ইচ্ছা ( ওপিয়াম্ )। তাপ বোধ ও গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা। (এপিস, ক্যাম্ফ, সিকেলি)। কোকায় ও ওষ্ঠদ্বয় পুনঃপুনঃ চাটিতে থাকে কিন্তু জল খায়না। বাহ্য তাপ অসহ্য। শীরা সমস্ত স্ফীত। জ্বর এবং জল তৃষ্ণা ২টার সময় হইয়া পরে ৪টার সময় শীত হয়। তখন কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না, তৎসঙ্গে মুখমণ্ডল ও হস্ত শীতল, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ, শয়ন করিলে পৃষ্ঠদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎদিক্ দিয়া সম্মুখে ( ললাট ও টেম্পল প্রদেশে ) প্রধাবিত হয়। গাত্র যেন জ্বলিয়া যায়, কিন্তু মুখমণ্ডলে অল্প অল্প শিশির বিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্ম দেখা দেয়, নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয়না, অধিকন্তু উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে। কিন্তু ডাক্তার ডানহাম্ বলেন ' তাপাবস্থায় যদি রোগী যদি তাপ বিশেষরূপে অনুভব না করে, তবে সেস্থলে তৃষ্ণাও থাকে আর যদি সেই তাপ রোগী অনুভব করে, তবে সেখানে তৃষ্ণাও বর্ত্তমান থাকে, এই দুইটী লক্ষণ পাল্‌সেটিলার বিশেষ ধর্ম্ম। যদিচ তৃষ্ণা না থাকা পাল্‌সেটিলা জ্বরের একটি ধর্ম্ম কিন্তু শেষোক্তস্থলে তৃষ্ণা থাকিলেও পাল্‌স নিশ্চিত ফলপ্রদ।" মহাত্মা হানিমান বলেন " শীতাবস্থায় কিম্বা উষ্ণাবস্থার পুর্ব্বে বা তাপাবস্থার পরে প্রায়ই তৃষ্ণা থাকেনা, কেবল স্বল্প কিম্বা

তাপাবস্থাতে (কিন্তু শীতাবস্থাতে নহে) তৃষ্ণা লক্ষিত হয়। যেস্থলে রোগীর গাত্রে স্পষ্ট তাপ দেখা যায়না কিন্তু রোগী নিজে কেবল সামান্য উত্তাপ ...মাত্র বোধ-শক্তিতে অনুভব করে সেইস্থলে তৃষ্ণা প্রায় হয়না॥ ঘর্ম্মাবস্থা—ঘর্ম্ম একপার্শ্বে মাত্র (দক্ষিণ কিম্বা বামদিকে) মস্তক ও মুখ মণ্ডলের একদিকে মাত্র ঘর্ম্ম। সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্ম ও অচৈতন্যাবস্থাযুক্ত নিদ্রাতে ...পীড়া॥ বিজ্বরাবস্থায়—শিরঃপীড়া, উদ্গার, অক্ষুধা, স্নায়বীয় উদরাময়, ...বিবৃদ্ধি ও বেদনা, ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগ। ঐকাহিক জ্বর, ...অবস্থাত্রয় বিশেষ স্পষ্ট লক্ষিত হয়না, এক অবস্থা অন্য অবস্থার সহিত মিলিত হইয়া যায়। জ্বরের স্বভাব প্রতিদিন এক প্রকার থাকেনা। মুখ তিক্ত। জিহ্বা পরিষ্কৃত। গর্ভের প্রথমাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা। বিজ্বর অবস্থায় সর্ব্বদা গাত্রে যেন শীত লগ্ন আছে। ডাক্তার ওয়ারেন্ ইহা দ্বারা প্রায় ২৭টী রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন, তিনি বলেন রক্ত ...জলবৎ, ক্লোরোসিস ইত্যাদি অবস্থা ম্যালেরিয়া জনিত হইলে নিশ্চয় পালসেটিলা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। পালসেটিলার পর ইপেকাক ব্যবহার করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ হইতে পারে না।

—:*| ২ |*:—

...অতিরিক্ত পিত্ত নিঃসরণ হইলে পালস উপযুক্ত ঔষধ বটে, কিন্তু তাহাতে রোগের গতি মৃদু ভাবাপন্ন থাকা আবশ্যক (প্রখর থাকিলে নহে)। ...অপেক্ষা শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগেরই ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ...উদ্গার, তিক্ত আস্বাদ, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, মাংসাদিতে অরুচি; ...তৃষ্ণা, কখনওবা টক্ ও ঝালে রুচি, পাকস্থলী ও যকৃৎস্থানে বেদনা; উদরাময় (মলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ, বা মল দেখিতে ঘোলান ডিমের ন্যায়), সন্ধ্যাকালে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি, তৎসহ সমস্ত দিন শীত ভাবাপন্ন, অস্থিরতা, কোঁকান ইত্যাদি পালসের অতি প্রধান লক্ষণ। জিহ্বা ...শ্লেষ্মাবৃত, কিছু গিলিতে তিক্ত স্বাদ, ঢেকুরে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ, ...জল উঠা; ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন ও তৎসঙ্গে পাকস্থলীতে ...বোধ ও শ্বাস কষ্ট, অর্দ্ধ কপালি মাথাব্যথা, পুনঃপুনঃ শীত কিন্তু

ভারুণা ; অথবা তৃষ্ণা এবং ঘর্ম্ম না হইয়া শুষ্ক তাপ ; বিবর্ণতা ; (ক্যোয়েলিক, নক্স-ভ দেখ)।

রাত্রিতে ঘর্ম্মশূন্য তাপ বিশেষ মুখমণ্ডলে। ডিলিরিয়াম্, কোষ্ঠবদ্ধ, তৃষ্ণার অভাব বা অত্যন্ত তৃষ্ণা।

—: * | ত | * :—

খিট্‌খিটে, বিমর্ষ, অসন্তুষ্ট স্বভাব। পেট ডাকিয়া, পেটে বেদনা হইয়া পশ্চাৎ মলত্যাগ। বাহ্য উত্তাপ অসহ্য; তত্রাচ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে তৎক্ষণাৎই শীত বোধ হয়। ঠিক বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহা মনে লাগিয়া থাকে। মাথা ঘোরা, ও আলোক দর্শনে কষ্ট। পিউপীল প্রথম সংকুচিত পশ্চাৎ প্রসারিত। প্রভৃতি কঠোরতা। জিহ্বা শুষ্ক যেন দগ্ধ প্রায় কিন্তু তত্রাচ তৃষ্ণা লক্ষিত হয়না। মুখে দুর্গন্ধ, তন্দ্রা, আবল্য, ডিলিরিয়াম্, ভয়পূর্ণ স্বপ্ন, ছট্‌ফটি ও অস্থিরতা। জ্বালাতে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়। দুর্ব্বলতায় শাখা সমস্ত ভার বোধ হয় ও কাঁপিতে থাকে। রাত্রে অজ্ঞাত অবস্থায় বিছানায় মলত্যাগ করে।

পাল্‌সেটিলা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ ——

ক্যামোমিলা, কুইনাইন, মার্কিউরিয়াস, সালফার ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহার হইলে তাহাদের প্রতিবিধানার্থে পালসেটিলা অবশ্য দেয়। লাইকো ও এসিড-সাল্‌ফ ব্যবহারের অগ্রে পাল্‌স প্রয়োগে অথবা সিপিয়া, সালফার ও কেলি-বাইক্রমিয়ামের পশ্চাৎ পাল্‌স ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। স্ত্রীসুলভ-স্বভাব, ক্রন্দনশীল, নম্র, ভীত, সভ্য, হাসি ও কান্নায় সহজে উদ্বেলিত ইত্যাদি-স্বভাব যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পাল্‌স উপযুক্ত। প্রায় সকল পীড়াতেই তৃষ্ণার অভাব একটী ইহার প্রধান লক্ষণ॥

মাসিক (নক্স-ভ, সিপি), পাক্ষিক (আর্স, চায়না, প্ল্যান্টেগো), নিয়মিত, অনিয়মিত, ঐকাহিক; ত্র্যাহিক, চতুর্থক ইত্যাদি জ্বর; সামান্য জ্বর, পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল স্বভাবযুক্ত জ্বরাদিতে পাল্‌স উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিবৃদ্ধি ও বেদনাযুক্ত প্লীহা ; বিজ্বর অবস্থায় সর্ব্বদা শীত ; ম্যালেরিয়া বিষিয়োগ লক্ষণ প্রধান ; অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার হেতু পীড়া ও তাহার জিহ্বা পরিষ্কৃত এবং মুখ তিক্ত ; অনিয়মিত রজঃ অথবা রজোবন্ধ (সিপিয়া) ; উদরের সামান্য গোলযোগেই পীড়ার পুনরাবির্ভাব (ইপিকাক) ; পীড়ার আক্রমণ প্রত্যেকবারেই গুরুতর এবং পরিবর্ত্তনশীল এমন কি দুইটী আক্রমণের সম-স্বভাব থাকেনা।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা।—পাল্‌সের ডাইলিউসন অনেকে অনেক প্রকার ব্যবহার করেন। ইহার ৩য়, ৩০শ ডাঃ অধিক কার্য্যকারী এবং এই দুই ডাইলিউসনই আমরা সর্ব্বদা ব্যবহারে ফল পাইয়া থাকি। ১২শ, ২০০শত ডাঃ দ্বারা ও অনেক সময় উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয। কেহ কেহ ১ম, ও ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন॥—একটী জ্বর রোগী ছয়মাস কাল বহু কুইনাইন সেবন করিয়া তৎপশ্চাৎ অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধও ব্যবহার করেন ; কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয না ; এই রোগীর একদিনের জ্বরের অবস্থাসহ অন্য দিনের জ্বরের অবস্থার সমতা ছিলনা এবং রোগীর চক্ষু বৃহৎ ও নীলাভ বর্ণ ; ক্ষুধা অতি উত্তম ছিল। এই লক্ষণাবলম্বনে পাল্‌সেটিলা ৩য ডাঃ কেবল একমাত্রা ব্যবহার করিয়াই ডাক্তার পল্ হিমাস তাহার জ্বর আরোগ্য করেন।

—◇—

## নক্স-ভমিকা।

—: * | ১ | * :—

ইহা চায়না ও আর্সেনিকের ন্যায় একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যত প্রকার জ্বর আছে প্রায় প্রত্যেক জ্বরেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে॥—জ্বরের সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই কিন্তু প্রায়ই রজনীতে কিম্বা অতি প্রত্যূষে জ্বর আইসে। বেলা ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা, ১২টা, ৪টা, ৫টা ; সন্ধ্যা ৬টা, ৭টা এবং ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত জ্বরের সময়। ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে শীত না হইয়া জ্বর হয়। সন্ধ্যার সময় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ করে (লাইকো

পাল্‌স, হ্রাস্‌)॥—জ্বরের কারণ—গৌণে আহার, গৌণে শয়ন; কাফি, তামাক ও নানাপ্রকার উত্তেজক দ্রব্য আহার; ত্রস্ত আহার করা, অতি কর্ম্মশীল, উদ্ধত স্বভাব, স্নায়বীয় ধাতু, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তা কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম-বিহীনতা, ইত্যাদি কারণে জ্বর জন্মিলে নক্স-ভমিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—জ্বরের অগ্রে উরু এবং পায়ে এমন বেদনা যে, পা প্রসারিত না রাখিলে কষ্ট বোধ হয়। সময় সময় শীত না হইয়া প্রায়ই শীতের পূর্ব্বে গাত্র উষ্ণ হয়। কখন বা শীতাবস্থার পূর্ব্বে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে॥

শীতাবস্থা——তৃষ্ণা শূন্যতা, প্রাতে গাত্রোত্থানেরপর শীত বোধ। অত্যন্ত শীত ও কম্প, তৎসঙ্গে মুখ এবং হস্তদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং তৎপর অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি পায়। শেষে সামান্য ঘর্ম্মোদ্রেক হয়। অগ্রোপসারক (এণ্টিসিপেটিং); এবং প্রাতঃকালীয় জ্বর। হস্তপদে বেদনা (আর্ণিকা)। নখ সমস্ত নীলবর্ণ। বহুক্ষণস্থায়ী তাপ ও তৎসহ তৃষ্ণা। পৃষ্ঠে এবং হস্তপদে বেদনা হইয়া সামান্য ঘর্ম্ম দেখা দেয় (প্রাতে) ও তৎসহ বরফ-স্পর্শবৎ বেদনায় গাত্র ব্যথিত হয়, এবং হস্তপদ "ঝি-ঝি" করিতে থাকে। অপরাহ্নিক জ্বর। প্রায় চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত শীত থাকে, ও এতৎসঙ্গে নখ সমস্ত নীলবর্ণ হয়; তৎপর শরীরের তাপ, হস্ত পদের জ্বালা ও জল তৃষ্ণা উপস্থিত হয় কিন্তু তৎপশ্চাৎ আর ঘর্ম্ম দেখা যায়না। জল খাইলে শীত ও কম্প (ক্যাপ্‌সি, ইউপেটো), ও সময় সময় তাহাতে বমন। সমস্ত শরীর শীতল ও নীলবর্ণ। অগ্নি তাপে অথবা লেপদ্বারা আবৃত থাকিলেও শীতের উপশম বোধ হয়না (ফস্‌—গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে শীত বৃদ্ধি; এপিস্‌—উত্তাপযুক্ত গৃহে বা অগ্নি তাপে শীত বৃদ্ধি; ইপিকাক্‌—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে শীত অধিকতর হয়)। গাত্রে বাতাস লাগিলে শীত (ক্যাম্ফ—সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত শীত, ক্যাম্মো—একখানি পা কিম্বা হাত শয্যার বাহিরে নীতে বা উঠাইতে চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প হয়)। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত শীত ও শয়ন করিলে নিদ্রা, তৎপশ্চাৎ তাপ, শিরঃপীড়া এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ। শীতাবস্থায় কটিদেশে বেদনা (পৃষ্ঠের মরুদণ্ডে বেদনা—চায়নি-সাল্‌ফ)। কম্পেচলন সহ শীত ও তৎসঙ্গে শীরো-

মূর্চ্ছন, শিরঃপীড়া অস্থিরতা, ডিলিরিয়াম, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল; মুখমণ্ডল, হস্ত ও নখ নীলবর্ণ, স্বপ্নদর্শন, ও পেট ফাঁপা, (গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে বা গাত্র সঞ্চালন করিলে এই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। শীতান্তে নিদ্রা (নক্স-ম, পডো) (এপিস—উষ্ণাবস্থায় নিদ্রা)।

উষ্ণাবস্থা———তৃষ্ণা, অত্যন্ত বেগযুক্ত ও অধিককাল স্থায়ী তাপ, সামান্য শরীর সঞ্চালনে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে (ক্যাপ্‌স—শরীর সঞ্চালনে তাপের উপশম), সমস্ত দিবা রাত্রি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনিচ্ছা, যদি কখন ইচ্ছা সত্ত্বে গাত্রাবরণ উন্মোচন করে, তবে তৎক্ষণাৎ শীত হয় (একোন) (বেল—গায়ের কাপড় ফেলিতে অনিচ্ছা, ব্যারাইটা কার—লেপের বাহিরে হাত দিলে শীত বোধ, আর্ণিকা—যদি কিঞ্চিৎমাত্র শরীর সঞ্চালন অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচন করে তবে নিতান্ত শীত বোধ হয়)। হস্ত পদের তাপ সত্ত্বেও তাহা আবৃত না রাখিলে তাহাতে অসহ্য শীত-জনিত বেদনা হয় (ষ্ট্র্যামো)। সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত তত্রাচ রোগী লেপ দ্বারা বিশেষরূপে গাত্র আবৃত না রাখিয়া পারেনা (সিকেলা—গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দেয়)। তাপসহ মুখমণ্ডল, কপোল, ও হস্তদ্বয় রক্তবর্ণ, শিরঃ পীড়া, অস্থিরতা, ডিলিরিয়াম্ ও কর্ণে ভো ভো শব্দ, বক্ষে, পার্শ্বে ও উদরে, বেদনা, পদদ্বয় শীতল, কম্পন। ডাক্তার লিপি বলেন " জ্বরের সময় পাক-স্থলী প্রদেশের উপরিভাগে দুই ইঞ্চ পরিমাণ একখান গোলাকার দাগ হয় ও সেইস্থানে রোগী উষ্ণতা বোধ করে কিন্তু তুমি তাহা স্পর্শ করিলে শীতল বোধ করিবে" এই লক্ষণ দৃষ্টে নক্স ভমিকা দ্বারা তিনি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন॥

ঘর্ম্মাবস্থা———তৃষ্ণা শূন্যতা (অত্যন্ত তৃষ্ণা———আস, চায়না), ঘর্ম্মাবস্থা অতি সামান্য, ঘর্ম্মসহ শীত (শরীর সঞ্চালন করিলে বা বাতাস গায়ে লাগিলে)। ঘর্ম্ম হইলে হস্ত পদের বেদনার লাঘব হয় (ইউপেটো-পারফো, লাইকো, ন্যাট্রা মি), পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্ম (এন্টি ক্রুড্)। ঘর্ম্ম একদিকে (দক্ষিণ), অথবা কেবলমাত্র ঊর্দ্ধ ভাগে (একোন চায়না, নাইট্রি-এসি, পালস)। (ঘর্ম্ম শরীরের কাণ্ডভাগে কিন্তু পায়েরদিকে নহে—লাইকো)।

অত্যন্ত প্রখর জ্বরের পর, অথবা কম্পেচ্ছলনযুক্ত শীতাবস্থার পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম (ইউপেটো—সামান্য শীতাবস্থা কিন্তু অত্যন্ত ঘর্ম্ম; অথবা অত্যন্ত কম্প ও সামান্য ঘর্ম্ম)। ঘর্ম্ম কেবল দক্ষিণ দিকে মাত্র। মুখের আস্বাদ তিক্ত এবং পচা, পুনঃপুনঃ মুখের ভিতর প্রক্ষালন না করিলে থাকিতে পারেনা (খুজা)। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু ভাত, জল, কাফি, তামাক ইত্যাদিতে অরুচি; তৈলাক্ত পদার্থে এবং ব্রাণ্ডিতে রুচি।

বিজ্বর অবস্থা——পাকস্থলী এবং পিত্তজনিত লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়। পদদ্বয় অবশ। মাথাভারি, শিরঃপীড়া, এবং মাথাঘোরা। মুখ ফেঁকাশে দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে বেদনা, এমন কি সামান্য চাপও সহ্য হয়না। অক্ষুধা। কদাচিৎ অত্যন্ত ক্ষুধা এবং উদরাময়। পেটফাঁপা। ভুক্ত দ্রব্য, তিক্ত অথবা টক্‌যুক্ত তরল পদার্থ বমন। শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ। ঠাণ্ডা দ্রব্যে অথবা ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত বিদ্বেষ। রাত্রে শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কাশি।

—:•| ২ |•:—

প্রায় সকল জ্বরেই ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণ গ্যাস্ট্রিক জ্বরের অবস্থা যখন কিছু সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়, তখনই ইহা দেওয়া উচিত। যখন কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, বেদনা আস্তে আস্তে কমিতে থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া যায়, কিম্বা সময় সময় ভেদ হয়, এবং যদি পীড়ার রিল্যাপ্‌স্ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ প্রকাশ হওয়ার স্বভাব বর্ত্তমান থাকে, তখন নক্স-ভমিকা সেস্থলে অতি আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইবে। পিত্তজনিত বহুসংখ্যক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেই ইহা বিলিয়াস্ ফিবারের প্রধানতম ঔষধ। ব্রাইওনিয়ার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে —ব্রাইওনিয়াতে— মুখের বর্ণ পিংশে, ও মুখ বিস্বাদযুক্ত,—নক্স ভমিকাতে—জিহ্বা কিছু শুষ্ক কিন্তু ক্লেদাবৃত ও তৎসহ ইহার পার্শ্বদ্বয় লাল, এবং মুখ তিক্ত ও পচা আস্বাদযুক্ত।——নক্স ভমিকাতে—কোন কোন খাদ্যের প্রতি অরুচি থাকে; কিন্তু—ব্রাইওনিয়াতে—সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা।—নক্স-ভমিকাতে—গাত্র রুক্ষ, ঘর্ম্মশূন্য ও উত্তাপযুক্ত, কিন্তু—ব্রাইওনিয়াতে—অত্যন্ত

ঘর্ম হওয়া স্বভাব লক্ষিত হয়। গ্যাস্‌ট্রিক আদি জ্বরে [illegible] সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে॥

নক্স-ভমিকা—পরিপাক কার্য্যাধ্যক্ষ যন্ত্রাদির জড়তা যুক্ত অবস্থা দূর করে এবং অন্ত্র সমূহকে মল নিঃসরণ ক্ষমতা প্রদান করে, তাহাতে প্রায়ই দুই একটী দাস্ত হয়। খিট্‌খিটে ও উগ্র স্বভাব। অর্শ। অনেকদিন পর্য্যন্ত পরিপাক যন্ত্রাদির গোলযোগ; ক্রোধ বা মানসিক কষ্ট হেতু পীড়ার উৎপত্তি। মদ্যপান, ভোগ-বিলাস, মানসিক পরিশ্রম হেতু দুর্ব্বলতা ইত্যাদি অবস্থায় নক্স-ভমিকা নিতান্ত উপযোগী ঔষধ। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষে এতদ্বারা অধিক ফল দেখা যায়।

নক্স-ভমিকার আরও কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ :—জিহ্বা—শুষ্ক, সাদা, অথবা পীতাভ ক্লেদাবৃত (বিশেষতঃ মূল প্রদেশে)। তৃষ্ণায় দাহ ও তৎসহ গলার ভিতর জ্বালা। তিক্ত উদ্গার; সর্ব্বদা বমন বমন ভাব। অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য বমন; বুক জ্বালা; পাকস্থলী ও হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে কিছু২ বেদনা কিম্বা চাপ দিলে বেদনা বোধ। আক্ষেপযুক্ত শূল। নাভির চতুর্দ্দিকে চিমৃটি কাটাবৎ বেদনা ও পেট ডাকা। কোষ্ঠবদ্ধতা তৎসঙ্গে বাহ্যির পুনঃপুনঃ বেগ হয় বটে কিন্তু তাহাতে সামান্য মল নির্গত হয়, কিম্বা অল্প অল্প ডায়েরিয়া থাকে। মাথাধরা; মাথাঘোরা; মুখমণ্ডল উষ্ণ, উজ্জ্বল, লালবর্ণ কিম্বা পীতাভ। উত্তাপসহ শীত ও কম্প। হস্ত পদাদিতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। প্রাতে এই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি (একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ইপিকা, ক্যামো এবং পাল্‌সেটিলার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে)।

সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডল উত্তাপযুক্ত তৎসঙ্গে সময় সময় শীত। গাত্র শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। নাড়ী কঠিন। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছা। হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেসন সহ ব্যাকুলতা ও মৃত্যুভয়। অনিদ্রা অথবা নিদ্রায় অজ্ঞান প্রায়। উপুড় হইলে মাথাঘোরা, ও মাথাধরার বৃদ্ধি।

—: * | ৩ | * :—

টাইফয়েড্ ও টাইফাস্ ইত্যাদি জ্বরের প্রথমাবস্থায় পিত্তভেদ, পিত্ত-বমন, পীত জিহ্বা; তিক্ত ও আঠাযুক্ত মুখ; পেটে বা পাকস্থলীতে জ্বালা,

কলিক বা শূল বেদনা; পুনঃপুনঃ নিস্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, পাকস্থলী ও লীভার সম্বন্ধীয় লক্ষণাধিক্য ইত্যাদি জন্য নক্স-ভমিকা অতি উপকারী। প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও পরিমাণে অল্প তৎসহ পুনঃপুনঃ বেগ দেওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহজেই উত্তেজিত অবস্থা। খোলা বাতাস সহ্য হয়না, তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা। শয়ন অবস্থায় থাকিতে নিতান্ত উপশম বোধ করে।

—: * | ৪ | * :—

মস্তকের অক্সিপিটেল্ বা পশ্চাৎদেশে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, চক্ষুদ্বয়ে বেদনা ইত্যাদি পাকস্থলীর অসুস্থ অবস্থাজনিত লক্ষণচয়। মুখ শুষ্ক, অত্যন্ত তৃষ্ণা, আহারে অরুচি, মূর্চ্ছা, হস্ত পদ অবসন্নভাবযুক্ত ও তাহাতে বেদনা ( চলিয়া বেড়াইলে রাত্রিতে বৃদ্ধি ), অত্যন্ত দুর্ব্বল। অম্ল ও ত্যক্তজনক ঘর্ম্ম।

—: * | ৫ | * :—

মূত্রাবরোধ অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ ( ক্যাম্ফা )। রোগের উপশম অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিতান্ত কার্য্যকারী।

নক্স ভমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ।———

অতিরিক্ত বিরেচক বা অবসাদ-উৎপাদক ঔষধ এবং নানাপ্রকার মসলা, এল্‌কোহল জনিত ষ্টিমুলেণ্ট ( উগ্র ঔষধ ), তামাক, কাফি, সুগন্ধি ইত্যাদি দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায় নক্স-ভমিকা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

অম্ল উদ্গার, প্রাতঃকালে বমন, উগ্র ধাতু, উদ্যোগী, ঝগড়াটে ও হিংসা পূর্ণ স্বভাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি জাগরণ, ইত্যাদি অবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ।

শিশুদিগের সবিরাম জ্বর, কম্পসহ শীত ও গাত্রে নীলাভ চিহ্ন সকল ( বিশেষতঃ আবৃতস্থানে ) ( দক্ষিণদিকে নীলাভ চিহ্ন হইলে—ক্রোটেলাস্ ), শীতান্তে ঘর্ম্ম; অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ শীত ও তাপ, কনভাল্‌শন হওয়া প্রকৃতি; কোষ্ঠবদ্ধতা; প্রায়ই নিস্ফল বাহ্যির বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, প্রস্রাব দুর্গন্ধময় ও লাল; শুষ্ককাশি প্রধান লক্ষণ ( ডাক্তার হিগিন )।

প্রত্যেক প্রকার জ্বর যথা :——সরল জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, মাসিক, প্রত্যেক বসন্ত কালীয় জ্বর (ল্যাকে সালফা), কঞ্জেশ্চন জনিত জ্বর, প্রাতঃকালীয় জ্বর (অ্যাট্রা-মি), সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। অনেকে বলেন তাঁহারা সল্ফ-ভমিকাসহ ইপিকাক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা :——ইহার ৩য়, ৩০শ, সর্ব্বদা আমরা ব্যবহার করি; ইহার ২০০ শত ডাঃ অনেক সময় ফলপ্রদ। ডাক্তার সোয়ান্ ইহার ১০০০ ডাঃ দ্বারা কয়েকটী রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ইহার পঞ্চদশ (১৫) ডাঃ দ্বারা একটি অতি কঠিন জ্বর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে (Ann—IV P 445)

---

# ফস্‌ফরাস।

—: * | ১ | * :—

জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ১টা হইতে প্রত্যেকদিন ৭টা, একই সময় জ্বর॥—শীতাবস্থা——অতৃষ্ণা। শীত অগ্নির উত্তাপে কিম্বা কম্বল বা লেপ আবরণে উপশম হয় না (নক্স ভ)। প্রত্যহ কম্পসহ সন্ধ্যার সময় শীত। শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে (আর্স)। কর ও চরণ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা॥——তাপাবস্থায়——অত্যন্ত তৃষ্ণা। বাহিরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম তৎসহ ভয়ানক রাক্ষসে ক্ষুধা তাহা কিছুতেই নিবৃত্তি হয়না (শীতের পূর্ব্বে ক্ষুধা—চায়না; জ্বর ছাড়িলে ক্ষুধা—ইউপেটো, জ্বরের অবস্থাত্রয়েই ক্ষুধা—সিনা)॥ প্রাতঃ সময়ে অত্যন্ত ঘর্ম্ম (এপ্রকার ঘর্ম্ম নিদ্রাবস্থায়—চায়না), সামান্য শরীর সঞ্চালনেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম। কর, চরণ ও মস্তক প্রদেশে ঘর্ম্ম। প্রস্রাব ঘোলা। রাত্রিতে তাপ ও ঘর্ম্ম, তৎসহ রাক্ষসে ক্ষুধা।

—:*| ৩ |*:—

টাইফয়েড, টাইফাস ও রেমিটেণ্ট জ্বরসহ নিউমোনিয়া হইলে ফসফরাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ার ফার্ষ্ট ষ্টেজে বা প্রথমাবস্থায় (ফুসফুস রক্তময় পদার্থচয় দ্বারা পূর্ণ) কিম্বা নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় বা থার্ডষ্টেজে ফুসফুস্ যকৃতের ন্যায় কঠিনত্ব প্রাপ্ত, ও তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, ব্যাকুলতা, ও শুষ্ক কঠিন কাশি এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে কসিয়া ধরার ন্যায় বোধ গলার ভিতর আলগা কফ ঘড়ঘড় করে, ও তাহা উঠিলে শক্ত, স্বচ্ছ, পুষ্ক, হরিদ্রা অথবা লালাভ বর্ণ দেখায়। সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। শয্যাশায়ী অবস্থা, এবং শরীরে চটচটে ঘর্ম্ম। নাড়ী অসাড়; স্ফুর্ত্তি কঠোরতা (বিশেষতঃ মনুষ্যের কপালে); নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকার পাখাদ্বয় অত্যন্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে।—জিহ্বা- -কাল বর্ণের চটা দ্বারা আবৃত; উহা ফাটা ফাটা ও কর্কশ, শুষ্ক বা নির্ম্মল। শীতল জলাদি পানেচ্ছা। অক্ষুধা; বমনের সঙ্গে পিত্ত দেখা যায়। ডায়েরিয়া বা ভেদ; পেট অত্যন্ত ডাকা, প্রত্যেক বার মল ত্যাগের পর শরীর দুর্ব্বল। প্রস্রাব ক্ষার গন্ধযুক্ত ও তাহার নীচে এক প্রকার সাদা ঘোলা সেডিমেণ্ট দেখা যায়। শরীরের কাণ্ডভাগ উষ্ণ, তৎসহ মস্তকে এবং শাখা সমূহে শীতল ঘর্ম্ম। যকৃৎ এবং পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা। অত্যন্ত পেটফাঁপা। জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভে বমন; বমনে জলবৎ পিত্ত এবং আঠার ন্যায় চটচটে পদার্থ থাকে। নিউমোনিয়া, অত্যন্ত ডায়েরিয়া, এবং রতি ক্রিয়ার উত্তেজনা। অজ্ঞানতা, ডিলিরিয়াম, শূন্যে হাতড়ান, মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা। চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; ইহা টাইফয়েড আদি জ্বরের একটী প্রধান ঔষধ। ইহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত অবস্থায় নিতান্ত ফলপ্রদ (আর্সেনিক অথবা ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সাধারণ অবস্থার ঔষধ নহে)। নিউমোটাইফাস সহ ব্রংকাইটিস্, যকৃতের বিবৃদ্ধি, লেরিঞ্জাইটিস্ ও হাইপোষ্টেক কঞ্জেচ্শনে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধটি। কোন ঔষধই এতাদৃশাবস্থায় ইহার তুল্য নহে। পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক

বার আহারের পর, পুনঃপুনঃ পাতলা মলত্যাগ, তাহা দেখিতে কালবর্ণ, অথবা কাল মিশ্রিত সাদাবর্ণ, এতৎসহ কখন কখন মিউকাস্ মিশ্রিত বিকৃত রক্ত পড়িয়া থাকে। গাত্রে রোজিওয়ালা, সুডামিনা আদি ইরাপ্‌শন্‌ ও স্থানে স্থানে রক্ত জমা লক্ষিত হয়। শরীর দগ্ধকারী-উত্তাপে উত্তপ্ত ; এবং মস্তকে ও হস্তপদাদিতে শীতল ঘর্ম্ম। নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও চঞ্চল। নাসিকা হইতে পুনঃপুনঃ অত্যন্ত রক্তস্রাব। নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখ এবং গলার অভ্যন্তর শুষ্ক, জল খাইলেও তাহা দূর হয়না। দন্তের মাড়ীর মাংস সকল দন্ত হইতে প্রায়ই পৃথক হইয়া উঠে। জিহ্বা শুষ্ক, ও তাহা সঞ্চালনে নিতান্ত কষ্ট কর ; ক্ষুধা নাই, শীতল জলপানেচ্ছা। পেটফাঁপা এবং বাত কর্ম্মসহ বেদনা-শূন্য-ডায়েরিয়া কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত উচ্চশব্দে পেট ডাকিয়া থাকে ; প্রাতে বৃদ্ধি।

—: * | ৫ | * :—

রক্ত পিণ্ডবৎ চর্ম্মোৎপাত হইতে রক্তস্রাব। পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই রক্তস্রাব। হুল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ার আধিক্য।

ফস্ ফরাস্ সম্বন্ধে মন্তব্য ।ঃ———

ফস্‌ফরাস্ দ্বারা উৎকট রেমিটেণ্ট জ্বর ও টাইফয়েড্ জ্বর ইত্যাদিতে ( বিশেষতঃ তাহাদিগের সহিত নিউমোনিয়া বর্ত্তমান থাকিলে ) উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ইহা অবশ্য দেয়। রক্তস্রাব শীল-প্রকৃতি। কিছু আহারের পরক্ষণেই ভেদ, জল খাইলেই তাহা পেটের ভিতর গরম হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়। দীর্ঘ ও পাতলা শরীর, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা ও হস্তাদি কম্পন ফসফরাসের প্রকৃতি গত লক্ষণ। আর্সেনিক, ব্রাই, চায়না কিম্বা ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারের পর ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

কোন জ্বর ক্রমে ক্রমে রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত হইলে, অথবা রেমিটেণ্ট জ্বর ইণ্টারমিটেণ্ট আকার ধারণ করিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——প্রায়ই ইহার ৩০শ ডাঃ ব্যবহৃত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ ডাঃ অনেকে ব্যবহার করেন। ৩য় ডাঃ সাধারণতঃ অধিক সময়ই ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া হইলে ২য়, ৩য় ডাঃ বিশেষ ফলপ্রদ।

—•◇•—

# ফস্ ফরিক-এসিড্।

—: *| ১ |* :—

জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে ১০টা, অপরাহ্ন ও রাত্রি ১০টা। এইজ্বরে নির্দ্দিষ্ট সাময়িক বিকাশ, বিশেষ লক্ষিত হয়না। সবিরাম জ্বর রেমিটেন্ট অথবা টাইফয়েড স্বভাবে পরিণত হয় এবং তৎসহ মস্তিষ্কের গোলযোগ-জনিত লক্ষণের প্রাধান্য হইয়া উঠে।—শীতাবস্থায়—অতৃষ্ণা। সমস্ত শরীর শীতে কম্পান্বিত, হস্তের অঙ্গুলীচয় শীতল (সিড্রন, সিপি)।—উত্তাপাবস্থায়—প্রায়ই অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ে। তাপ সত্ত্বেও গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারেনা (বেল)। (কিন্তু গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলে—ইগ্নে, পাল্স)।—ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত দুর্ব্বল কারক ঘর্ম্ম। তৃষ্ণা কেবল মাত্র ঘর্ম্মাবস্থায় দৃষ্ট হয়। ঘর্ম্মসহ অত্যন্ত স্বপ্নদর্শন।

—: *| ৩ |* :—

রেমিটেন্ট, টাইফয়েড্ ও টাইফাস আদি জ্বরে ইহা নিতান্ত কার্য্যকারী। এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরাও এই প্রকার জ্বরে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন ও বলেন যে, ইহা উক্ত জ্বরাদির এক প্রকার স্পেসিফিক্ ঔষধ। জ্বর অত্যন্ত উগ্র এবং স্নায়ু সমস্ত উত্তেজিত হইলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ অবস্থাপন্ন কিন্তু অজ্ঞানাবৃত্ত নহে। মুখমণ্ডল পিংশে। জিহ্বা বিশেষ শুষ্ক নহে, কিন্তু ইহা রক্তবর্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল। অত্যন্ত তৃষ্ণা। সামান্য উদরাময়। বিশেষ স্পষ্ট পেটফাঁপা বোধ হয় না। কোন প্রকার অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়না এবং জ্বরের স্পষ্ট রেমিশন্ বা স্বল্প বিরামতা অনুভব করা যায়না কিন্তু মোটামুটি ভাবে

ক্রমশঃ জীবনী শক্তির ধ্বংস লক্ষিত হয়। আরোগ্য অবস্থা অতি ধীর গতি-বিশিষ্ট।

শারীরিক ও মানসিক শক্তি যুগপৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ( প্রায়ই পীড়ার প্রথমভাগে ); এতৎসহ সামান্য উত্তেজনা দৃষ্ট হইলেও তাহা অতি স্বল্প সময়ের জন্য, কারণ, অবিলম্বেই নিতান্ত অসার অবস্থা উপস্থিত হয়। সর্ব্ব বিষয়ে অনিচ্ছা ও সহানুভূতি-শূন্যতা। কথা বলিতে চায়না। স্থির ভাবাপন্ন ডিলিরিয়াম্ ও তৎসহ অত্যন্ত অজ্ঞানতা, ডিলিরিয়ামে বিড় বিড় করিয়া বকা, মাথাঘোরা এত প্রবল যে, উঠিয়া বসিলে পড়িয়া যায়; বিছানায় শয়নাবস্থায় থাকিয়া এরূপ বোধ হয়, যেন পা দুখানি উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং মস্তকটী স্থির রহিয়াছে। ললাটের সম্মুখে অজ্ঞানকারী বেদনা। আবল্য ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা। চক্ষু তেজোহীন, বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া থাকা। শ্রুতি কঠোরতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নিস্তেজ মুখশ্রী। ওষ্ঠ এবং জিহ্বা পিংশে বর্ণ। লালা চট্‌চটে। পেটফাঁপা, তৎসহ অত্যন্ত পেটডাকা ও গল্‌গল্ করা এবং জলবৎ ও সামান্য সাদা বর্ণের ভেদ, অথবা অসাবে মলত্যাগ। প্রস্রাব ঘোলা কিন্তু উত্তাপ সংযোগে পরিষ্কার রূপ প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, চর্ম্ম শিথিল ও স্থানে স্থানে রক্ত জমা, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহাতে কাল্‌চে পড়ার ন্যায় দেখায়। গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর। ঘর্ম্ম বহুল, কিম্বা অল্প অল্প আঠার ন্যায়। প্লীহা বিবৃদ্ধিযুক্ত। নাড়ী দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, ইণ্টার মিটেণ্ট বা পর্য্যায়যুক্ত।

এসিড্-ফস্ফরিক সম্বন্ধে মন্তব্য ।ঃ—--- --

ইহা উৎকট রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে বিশেষ উপকারী। হস্তমৈথুন ও অত্যন্ত লম্পটতা ইত্যাদি দরুণ বলক্ষয় ( চায়না ); হস্ত পদাদি কম্পন, অস্থি ইত্যাদিতে কেরিজ ও অন্যান্য ক্ষত, এই সমস্ত ইহার প্রধান লক্ষণ॥——জিহ্বার মধ্যভাগে লালবর্ণ ডোরা। সরস ফল খাইতে ইচ্ছা। বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল দিগের জন্য ইহা মহোপকারী

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——ইহার ৩০শ ডাঃ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। অনেকে ৩য়, ১২শ ডাঃ ব্যবহার জন্য অনুমোদন করেন।

---

# মিউরিয়েটিক্-এসিড্।

—:•| ২১৩ |•:—

ইহা নিস্তেজাবস্থাপন্ন রেমিটেণ্ট জ্বর ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে নিতান্ত কার্য্যকারী। প্রায়ই প্রস্রাব করিবার সময়ে অসারে মল ত্যাগ করে; বাহ্যকর্ম্ম করিবার সময় প্রস্রাব করিয়া ফেলে। রোগী শয্যার পৈথানের দিকে গড়িয়া যায় এমন কি প্রায় পুনঃপুনঃ তাহাকে চেষ্টা দ্বারা যথাস্থানে আনিয়া রাখিতে হয় ( টাইফয়েড্ আদি জ্বরে )।

ইহা ফস্ফরিক্ এসিডের সমতুল্য; কেবল ইহাতে জ্বরের উগ্রতা অধিকতর হইয়া থাকে; এবং অস্থিরতা অধিক দেখা যায়; কিন্তু পচনশীলত্ব অপেক্ষাকৃত ধীরতর গতিতে উপস্থিত হয়। পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে পাতলা মল এবং মলের মধ্যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মিউকাস্ ও সাদা বড় বড় মিউকাস্ খণ্ড দেখা যায়। অত্যন্ত পেটফাঁপা। অসারে মলত্যাগ। অঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষত হয়। যে বেড্সোর ( Bedsore ) জন্মে তাহা অসার, পিংশে বর্ণ, বেদনাশূন্য ও অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতি দুর্গন্ধ। অরুচি কিন্তু শীতল জলপানে স্পৃহা।

অনবরত ডিলিরিয়াম হেতু রোগীর নিদ্রা নাই, এবং বিশ্রামও নাই। সে সর্ব্বদা কল্পনা পথে গত বিষয় এবং উপস্থিত ঘটনাবলী ক্রমাগত দর্শন করিতেছে; চক্ষে আলো সহ্য হয়না। সামান্য গোলমাল কর্ণে অত্যন্ত লাগে। গন্ধ এবং আস্বাদ শক্তি নিতান্ত প্রখর হয়। চক্ষুর জ্যোতি উজ্জ্বল; কনীনিকা সঙ্কুচিত। কপোলদেশ লাল বর্ণ। নাসিকা, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক। টাইফয়েড্ জ্বরের মলের ন্যায় কখন কখন দেখা যায় অথবা কখন দেখা যায় না। প্রস্রাব পরিষ্কৃত এবং ঝাল-গন্ধযুক্ত। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস। ত্বক রুক্ষ ও অত্যন্ত উত্তাপযুক্ত। নিদ্রা হয়না এবং নিদ্রা যাইতে পারেনা। শরীর বিশেষ দুর্ব্বল নহে অথচ অসুখ পূর্ণ ( ব্রাইওনিয়ার পর )। পীড়ার তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ অজ্ঞানতাযুক্ত অরাবস্থায় নিতান্ত শয্যাগত; শিরঃপীড়া; নিদ্রাবস্থায় কোঁকান; এবং জাগ্রত হইলেও জ্ঞান শূন্যতা ও পচাল পাড়া।

মুখ এবং জিহ্বা নিতান্ত শুষ্ক; জিহ্বা ভারি, অসার ও ইচ্ছামত সঞ্চালন করিতে অক্ষম (এমন কি সজ্ঞান অবস্থাতে ও পারেনা)। নাড়ী প্রত্যেক তিন বার লম্ফন করিয়া তৎপশ্চাৎ বিশ্রাম করে। জলবৎ ও বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। জলবৎ মল। অসারে মল মূত্র ত্যাগ। নিম্ন মাড়ী ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা ও গুহ্যদ্বার অসার হইয়া যায় ও রক্তময় মল নির্গত হয়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——ইহার ৩য় ও ৩০শ ডাঃ বিশেষ ফলদায়ক।

---

# ইউপেটোরিয়াম্-পারফোলিয়েটাম্।

—:*| ১ |*:—

জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ন ৭টা; ৭টা হইতে ৯টা; একদিন ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে শীত হইয়া জ্বর অপরদিন বেলা ১২ টার সময় সামান্য শীত হইয়া জ্বর; ১০ টা, ২টা, ৫টা বেলা॥——পূর্ব্বাবস্থা—প্রায়ই জ্বরের দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে অদম্য তৃষ্ণা। জল পানের পর বমন। পৃষ্ঠে, শাখা সমস্তের অস্থি মধ্যে ও দক্ষিণ ইলিযাক প্রদেশের উপবিভাগে বেদনা। চক্ষু গোলক-দ্বয় বেদনাযুক্ত। শীতের সময় ও তৎপূর্ব্বে গাত্র লেপ দ্বারা আবৃত করিয়া থাকিতে চায়। ক্ষুধা॥——শীতাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা; জলপানের পর তিক্ত বমন। প্রাতে শীত, সমস্তদিন তাপ, কিন্তু ঘর্ম্ম হয়না। হাড়ে হাড়ে বেদনা, তৎসহ কোঁকান। পাকস্থলীতে ও প্লীহাতে বেদনা। হাইতোলা। যত কম্প তত শীত নহে; পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ হয়। শীতান্তে পিত্ত বমন (উহা জল পানে বৃদ্ধি)।

উষ্ণাবস্থা——শীতান্তে তৃষ্ণা তৎপশ্চাৎ তাপ। নিদ্রাবস্থায় কোঁকান। শিরঃপীড়া, মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বিশেষতঃ অস্থিদেশে ভয়ানক বেদনা (আর্ণি)॥—পিত্ত বমন, তাপ এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া। তাপে গাত্রদাহ। তাপ সহ কম্প। একটু জল খাইলেই শীত ও কম্প। জ্বর দুই প্রহরের পূর্ব্ব ভাগে; জ্বরের পূর্ব্বে কাশি ও তৃষ্ণা কিন্তু প্রায়ই পরভাগে ঘর্ম্ম হয় না।

ঘর্ম্মাবস্থা——ঘর্ম্মাভাব কিম্বা সামান্য ঘর্ম্ম। জরান্তে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি কিন্তু অন্যান্য বেদনাদির উপশম। অত্যন্ত শীত প্রধান জ্বরে প্রায়ই ঘর্ম্ম থাকেনা কিম্বা তদ্বিপরীতে সামান্য শীত হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়।

—ঃ *| ২ |* ঃ—

ইহা পিত্তজনিত জ্বর জন্য প্রধান ঔষধ। পিত্ত বমন, পিত্তভেদ, ন্যক্কার, পেটবেদনা, শয্যাগত অবস্থা। প্রস্রাব রক্তবর্ণবৎ ও অল্প। শিরঃপীড়া বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাৎভাগে। যকৃৎ স্থানে বেদনা ও ভার বোধ। কাশিতে ও নড়িতে চড়িতে যকৃৎ মধ্যে লাগে।

—ঃ *| ৩ |* ঃ—

পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহের উপসর্গসহ বিলিযাস্ ও রেমিটেণ্ট ফিবার টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত। অত্যন্ত ঘর্ম্ম, তৎসহ বমনেচ্ছা বা বমন। অত্যন্ত উত্তাপসহ নিশাভাগে ঘর্ম্ম। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ। উদরাময় সহ গুহ্য স্থানে বেদনা ও উত্তাপ বোধ।

—ঃ *| ৪ |* ঃ—

অস্থি প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ শাখাপ্রদেশে ও কটি-দেশে অত্যন্ত বেদনা। ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয়না। আক্ষেপ বা স্প্যাজম্।

ইউপেটোরিয়াম্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

জিহ্বা সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ দ্বারা আবৃত। গাত্র ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ-যুক্ত। খাদ্যে স্বাদ রহিত। বরফ খাইতে ইচ্ছা। ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য-রেখা ফাটা। কাশি। তিক্ত দ্রব্য খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। বৃদ্ধ বয়স, শরীরে অত্যন্ত বেদনা; বামপার্শ্বে শুইতে কখনই সক্ষম হয়না, পিত্ত বমন; একদিন প্রাতে ও অন্য দিন দুই প্রহরে জ্বরের বৃদ্ধি এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ।

বিরাম অবস্থা স্পষ্টলক্ষিত হয়না। রেমিশন্ অতি অল্প সময় থাকে। জ্বর, স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট আকারে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানের রেমিটেণ্ট ও ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে ইহা এক মহৌষধ। জলাভূমি, সমুদ্রতীর,

নদীর কূল, এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এপিডেমিক ভাবে যে জ্বর হয়, তাহার প্রত্যেক রোগীতে ইউপেটোরিয়ামের আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে ( ডাঃ ডগলাস্ ও হেম্পল )। শরৎকালের প্রত্যেক এপিডেমিক জ্বরই এতদ্দারা আরোগ্য হইতে পারে। ইহা আর্সেনিক, চায়না ও ন্যাট্রুমের সমতুল্য ঔষধ বলিয়া ডাং এলেন বলেন। অনেক সময় প্রথমে ইহা প্রয়োগ করিয়া তৎপর ন্যাট্রা-মি ৩০শ ডাঃ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—ডাক্তার এলেন বলেন, ইহার মাদারটিংচার হইতে সহস্র ডাইলিউসন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইহার ১ম, ৩য়, ও ৩০শ, ডাঃ ব্যবহৃত হয়। আমরা ৩য়, ও ১ম ডাঃ দ্বারা বিস্তর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।

*** অনেক সময় এমন হয় যে, রোগের প্রকৃত ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে কিন্তু উপযুক্ত ডাইলিউসনে তাহা প্রয়োগ না হওয়া হেতু ঔষধে কোন ফল দর্শেনা; তখন ডাইলিউসন পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা আবশ্যক। এস্থলে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করি, তদ্দ্বারা এসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাইবেঃ——জেলা ঢাকা, শ্রীপাট খল্লী গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্য কুলোদ্ভব আমাদের কুলগুরু পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্তেশ্বর নীলকমল ঠাকুর মহাশয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। এই জ্বর একদিন বেলা ৭।৮টার সময় আসিত, অপর দিন প্রায় দুই প্রহর বেলার সময় আসিত; জ্বরে অত্যন্ত শীত ও কম্প হইত; কম্পান্তে জল-তৃষ্ণা হইয়া তৎপশ্চাৎ স্পষ্টভাবে তাপ প্রকাশিত হইত; ঘর্ম্ম ছিলনা; এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্টে ইউপেটোরিয়াম-পারফোলিয়েটাম্ নামক ঔষধের ১ম ডাঃ দিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা দুই দিবস মধ্যে কোন ফল পাইলাম না। কিন্তু ঔষধ যে ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুতরাং উহার ১ম ডাঃ পরিবর্ত্তন করিয়া ৩য় ডাঃ ব্যবহার করিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য ফল দর্শিল; দুইটী পুরিয়া ( ৩য় ডাঃ ) খাওয়ার পরেই ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িল, আর জ্বর হইল না; জ্বর ছাড়িয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শরীর ঘর্ম্মাক্ত ছিল, তাহাতে তিনি নিতান্ত সুস্থতা প্রাপ্ত হইলেন।

☞ মহৎ হইতেই মহৎ বিষয় লাভ হয়। এই ঘটনা হইতেই ডাইলিউসন মীমাংসা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বিষয় তাহা প্রাণের সহিত বুঝিলাম। প্রত্যেক

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই ডাইজিউসন মীমাংসা সংগ্রহে যত্নবান হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। এই ঘটনার পর হইতেই আমি পৃথিবীর সর্ব্বদেশস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দের নিকট হইতে তাঁহাদে স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতানুসারে ডাইজিউসন মীমাংসা সংগ্রহ জন্য বিশেষ ও অধিকতর যত্নবান হইয়াছি। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। যে পর্য্যন্ত ডাইজিউসন মীমাংসা সংগ্রহ হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

—•◇•—

## ক্যামোমিলা।

—: * | ১ | * :—

ইহা ত্রৈকাহিক জ্বর; প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া অগ্রোপসারক জ্বর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়॥—জ্বরের সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা; বেলা ৯টা হইতে ১২ টার মধ্যে শীত না হইয়া জ্বর॥——শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা। গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত (হিপার)। পৃষ্ঠদেশে শীত ও সম্মুখ ভাগে তাপ। সমস্ত শরীরে শীত কিন্তু উত্তাপে যেন চোখ মুখ পুড়িয়া যায়॥—উষ্ণাবস্থা——অত্যন্ত দীর্ঘকালস্থায়ী তাপ। নিদ্রায় চমকিয়া উঠা। শীত এবং তাপ একত্রে; তৎসহ একদিকের কপোল লাল অন্যদিকের কপোল পিংশে (এই লক্ষণটী বঙ্গদেশে কোন রোগীতে প্রায় দেখা যায় না)। অত্যন্ত ব্যাকুলতা। খিট্‌খিটে স্বভাব, কখন ভদ্রতাসহ কাহাকে কোন উত্তর দিতে পারেনা (ব্রাই, এনাকা)॥—ঘর্ম্মাবস্থা——ঘর্ম্ম উষ্ণ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে। আবৃতস্থানে অত্যন্ত ঘর্ম্ম॥—বিজ্বর অবস্থা—পরিষ্কার রূপে দেখা যায় না।

—: * | ২ | * :—

জিহ্বা হরিদ্রাভ ক্লেদযুক্ত অথবা লাল এবং ফাটা ফাটা। জিহ্বাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। মুখ এবং খাদ্য তিক্ত; মুখে দুর্গন্ধ। অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, তিক্ত অথবা টক্ উদ্গার এবং বমন। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং পেটের ভিতর অস্থিরভাব, পেট ফাঁপাজনিত শূল, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময়; পীতবর্ণ [illegible]; অম্লযুক্ত ভেদ; ডিম্ব ঘুলিয়া গেলে যে প্রকার হয়, মল সেই প্রকার দেখায়। প্রস্রাব পীতবর্ণ ও তাহাতে তুলার মত খণ্ড খণ্ড সেডিমেণ্ট।

আর কলালে মাথা ব্যথা। হাত পায়ে বেদনা। অস্থিরতা, কোঁকান, খাম খেয়ালী স্বভাব। হাঁপানির ন্যায় শ্বাস কষ্ট। তাপসহ শীত এবং রোমাঞ্চ। অনিদ্রা, অস্থিরতা, স্বপ্ন পূর্ণ নিদ্রা, চমকিয়া উঠা (একোনা, বেল, নক্স-ভ, ও পাল্‌সেটিলার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে)।

অন্তরে ও বাহিরে তাপ, কখন বা তৎপূর্ব্বে শীত। তৃষ্ণায় জ্বলিয়া যায়, তাহাতে মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বালা। মাথা উঠাইতে মাথা-ঘোরা, তৎসহ চক্ষে অন্ধকার দেখে। প্রস্রাব করিতে জ্বালা। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

—:*| ৩ |*:—

টাইফয়েড্ আদি জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় অপরাহ্নে মুখ রক্তবর্ণ ও উত্তাপযুক্ত, তৎসঙ্গে প্যারোটিড্ গ্রন্থির স্ফীতি। মুখের অভ্যন্তর শুষ্ক ও লাল। জিহ্বা ফাটাফাটা ও ক্লেদাবৃত। মুখ পচা ও তিক্ত। অত্যন্ত তৃষ্ণা। তিক্ত বমন। পাকস্থলীতে ভার বোধ। পেট বেদনা। কোন প্রকার চাপন সহ্য হয় না। পিত্তময় ভেদ। গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ, গলা খুস্‌খুস্ করিয়া কাশি। যন্ত্রণা বোধ, নিদ্রালুতা, আবল্য, স্বপ্ন দর্শন, উন্মাদের ন্যায় ডিলিরিয়াম, টানিয়া ২ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা ও কোঁকান।

ক্যামোমিলা সম্বন্ধে মন্তব্য :—ইহা শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রোধ ও ত্যক্ততা হেতু জ্বরে জ্বরের তাপ প্রকাশ না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত পেট বেদনা, পিত্ত বাহ্যি ও বমন। (সিনা এবং আর্সেনিককে শিশুদিগের পর্য্যায় জ্বরে, এই ঔষধ তুল্য সম-উপকারী অনেকে মনে করেন)।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—৩য়, ১২শ, ৩০শ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ডাং ফিসার ২০০ শত ডাইলিউসন ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

——:০:——

# ইপিকাকুয়ানা।

—:*| ১ |*:—

যেস্থানে ম্যালেরিয়া জ্বর এপিডেমিক, সেস্থানে যদি একটি রোগী ইপিকাক দ্বারা আরাম হয় তবে নিশ্চয় জানিবে আরও বহুসংখ্যক রোগী ইহা

দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। সে জন্য কোন কোন সময় ইহার প্রশংসা অত্যাশ্চর্য্যরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। পুনরায় ইহার তেমনি অপযশ শুনা গিয়াছে। কারণ সকল ম্যালেরিয়া এপিডেমিকেই ইহা সম কার্য্যকারী হয় নাই। ইপিকাক মৃদুস্বভাবাপন্ন ম্যালেরিয়া জ্বরে, সবিরাম জ্বরে এবং দ্ব্যহিক পালা জ্বরে নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ। জ্বরের অবস্থাত্রয় মধ্যে শীতাবস্থা বিশেষ প্রকাশিত। পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণচয়, যথা অরুচি, অক্ষুধা, অক্কার, বমন। পিত্তময় অল্প অল্প পরিমাণ পাতলা মলত্যাগ (উদরাময়) ইত্যাদি লক্ষণ জ্বরের সহগামী থাকিলে ইপিকাক অবশ্য ব্যবহার করিবে।—জ্বরের সময়—বেলা ৯টা, ১১টা এবং ৪টা; বেলা ৪টার সময় জ্বরে শীত টের পাওয়া যায়না॥—কারণ—আহারের দোষে, কুইনাইন এবং আর্সেনিকের অপব্যবহারে পীড়া জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরের সময় এবং বিজ্বর অবস্থায় বমন ইত্যাদি ও পাকস্থলী সম্বন্ধীয় উপসর্গ ইহার প্রধান লক্ষণ॥—শীতাবস্থায়—শরীরের বহির্ভাগে শীত এবং উত্তাপ, গরম গৃহেবাস অথবা বাহ্যিক উত্তাপ-প্রয়োগ সহ্য করিতে পারেনা তাহাতে অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে (এপিস) (বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম—আর্স, ইগ্নে)। জলপান করিলে এবং খোলা বাতাসে বেড়াইলে ভাল বোধ হয় (ক্যাপসি, চায়না ইউপেটো পারফো- জলপানে পীড়ার বৃদ্ধি)॥—উত্তাপাবস্থায়——তৃষ্ণা মুখ পিংশেবর্ণ, অক্কার এবং বমন। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাশি জন্য প্রায়ই অক্কার এবং বমন (প্লুরা বা ফুস্ফুস-আবরক ঝিল্লিতে বেদনা হইয়া কাশি—একোন্)। (শীতের পূর্ব্বে বা সময়ে কাশি—রাস) (শীতাবস্থায় এবং তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাইওনিয়া); হস্তপদ শীতল; মস্তক এবং মুখমণ্ডল তাপযুক্ত॥ ঘর্ম্মাবস্থায়—শরীরের উপরার্দ্ধে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মে অম্ল স্বাদ; তৎসহ প্রস্রাব ঘোলা, ঘর্ম্মাবস্থায় পীড়ার বৃদ্ধি, কিন্তু ঘর্ম্মের পর উপশম (ইউপেটো, জেলস, স্যাবা-মি)। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

জিহ্বা পরিষ্কার, রক্তশূন্য, মিষ্ট দ্রব্য আহারে নিতান্ত ইচ্ছা॥—বিজ্বরাবস্থা—কখন পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায়না; আহারে অনিচ্ছা; পাকস্থলী যেন শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ বোধ। বিজ্বরাবস্থায় মুখে

অত্যন্ত লালা নিঃসরণ, এবং আহারের পর বমন। ডাক্তার রথ বলেন হস্তপদ শীতল; দীর্ঘকালব্যাপী উষ্ণাবস্থা ও স্বল্পকালস্থায়ী শীত, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা ও শ্বাস কষ্ট; কুইনাইনের অপব্যবহার ইত্যাদি অবস্থায় ইপিকা কুয়ানা অতি উৎকৃষ্ট ফলদায়ী। পীড়ার প্রারম্ভে হৃল্লাস বা বমন থাকিলে ইপিকাক দ্বারা তাহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। আর্সেনিকের উষ্ণাবস্থায় অবসন্নতা যেমন একটি গুরুতর ধর্ম্ম, তদ্রূপ শীতাবস্থায় অবসন্নতা ইপিকাকের একটি প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার জার বলেন যে, অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত না থাকিলে তিনি সেস্থানে প্রায়ই ইপিকাক ৩০শ ডাইলিউসন প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাহাতে বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যেস্থানে ইপিকাক প্রকৃত কার্য্যকারী হয় নাই সেস্থানেও তিনি বলেন ইপিকাক ব্যবহার দ্বারা জ্বরের প্রকৃত লক্ষণ বিকশিত হইয়া পড়ে, তখন আর্ণিকা, আর্সেনিক, ইগ্নে, নক্স, ইত্যাদি ঔষধের যেটি প্রকৃত উপযুক্ত ঔষধ তাহা সহজে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায়, এবং তাহা প্রয়োগ করিলেই রোগী সহজে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ডাক্তার ডগ্‌লাস, মিলার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ডাক্তার জারেরমত সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ডাক্তার এলেন্ ও সাজ্জি (ইটালি দেশস্থ) বলেন, একথা কোন কার্য্যের নহে; ইপিকাকের লক্ষণ স্পষ্ট রহিয়াছে, তদনুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইপিকাক নির্ব্বাচন করা কোন কষ্টকর নহে। সুতরাং বাঁধাগদে বা বিনা সম লক্ষণ সূত্রে কোন ঔষধের প্রয়োগ করা নিতান্ত অবিহিত।

—:*| ২ |*:—

জিহ্বা পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত ও সহ মুখ শুষ্ক। খাদ্য দ্রব্যে, বিশেষতঃ স্নেহাত্মক পদার্থে অরুচি। বমনেচ্ছা বা বমন। গলা বাহিয়া ভুক্ত দ্রব্য উঠে। পাকস্থলীতে চাপ ও বেদনা বোধ। শূল বেদনা। ভেদ ও তাহাতে পীতবর্ণ বিশিষ্ট বা পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মল। শরীর ঈষৎ পীতাভ ও পিংশে। ললাটে শিরঃপীড়া। গাত্রে তাপসহ তৃষ্ণা ও শীত (নক্স ভ ও পাল্‌সেটিলার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে)।

সুখাদ্যে রুচি কিন্তু প্রত্যেক জিনিসই গলায় বাধে। সম্ আটকা অবস্থা। উদরাময়। হাত, পা শীতল। ঘর্ম্ম শূন্য ও তৃষ্ণা রহিত অথবা বহুল পরিমাণে কিম্বা সামান্য পরিমাণে ঘর্ম্ম।

—:*| ৩ |*:—

জ্বরের উপক্রমাবস্থায় সামান্য তাপ, অক্ষুধা, সর্ব্বদা বমন ও বমনেচ্ছা। উদরাময়সহ মিউকাস্ ক্ষরণ। প্রথমভাগে জিহ্বা পীতবর্ণ, বমন ও বমনেচ্ছা, শিরঃপীড়া ভেদ। মল পীতবর্ণ, উহা পরিত্যাগ কালে বেদনা অনুভূত হয় না (বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়)। হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় মস্তক ও অস্থিতে বেদনা। আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তকে ঘর্ম্ম। শয্যাগত অবস্থা। সর্ব্ব প্রকার আহারে অনিচ্ছা। হস্তপদ মুচ্‌ড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় আক্ষেপ (কন্‌ভাল্‌শন্)।

—:*| ৫ |*:—

অরুচি; বমন। বমনে তিক্ত, টক্, কিম্বা ঝাল গন্ধযুক্ত পদার্থ অথবা আল্‌কাতরার ন্যায় কাল পদার্থ পড়ে।

### ইপিকাক্ সম্বন্ধে মন্তব্য।ঃ—

পাকস্থলীর গোলযোগ, শাক বর্ণবৎ মল, শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব (রক্ত উজ্জ্বল, লাল)। সদা বমনেচ্ছা ও বমন, গলায় ঘড়ঘড় করে অথচ কাশি উঠে না (এণ্টি-টা) প্রধান লক্ষণ। কুপ্রামের পর ইহা সুন্দর কার্য্যকারী। কুইনাইন আটকা জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাইলিউসন—আমি ইপিকাক ৩০ ডাইলিউসন দ্বারা অনেক স্থানে উপকার পাইয়াছি। বাবু নকুলচন্দ্র সরকার হুগলী কলেজের ছাত্র; তাহার প্রথম রেমিটেণ্ট জ্বর হয়, জেল্‌স, আর্স, নক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়না। পরে জ্বর গাত্রে সর্ব্বদা লগ্ন থাকিত কিন্তু বেগ অল্প। তাহাকে এক ডোজ মাত্র ইপিকাক ৩০শ ডাঃ দিলাম, তাহাতে পরদিন সে অনেক সুস্থ রহিল। সে দিন ঔষধ কিছুই দিলাম না। তৃতীয় দিবস পুনরায় ইপিকাক দেওয়া হইল, এই

প্রকার ইপিকাক দুই তিন ডোজ ব্যবহার করাতে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

ডাক্তার এলেন ৩য়, ডাক্তার ফ্রষ্ট ১০০০, ডাক্তার মোরিশন ৩য় ডাই ল্যুশন দ্বারা রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ ৩০শ, তাহাতে কাজ না পাইলে ২০০শত, এবং তাহাতে কোন ফল না হইলে ৩য়, কিম্বা ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন দ্বারা ফল পাইয়া থাকি।

—◇—

## মার্কিউরিয়াস্।

—:*| ১ |*:—

শীতাবস্থা—শরীরে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়ার ন্যায় শীত। (হ্রাস, ম্যাগে-কা)। কর ও চরণদ্বয় অত্যন্ত শীতল॥—তাপাবস্থা—পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং তাপ। তৃষ্ণা। বিছানায় থাকিলে তাপ বোধ। বিছানার বাহিরে শীত॥—ঘর্ম্মাবস্থা—প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম (ব্রাই, স্যাম্বু)। প্রাতে ও রাত্রিতে ঘর্ম্ম। অঙ্গুলী গুলির অবস্থা বহুক্ষণ জলেসিক্ত থাকার ন্যায় (এন্টি-ক্রুড), ঘর্ম্মে বিছানা ভিজিয়া যায় এবং কখন কখন বিছানায় হলুদ পানা দাগ লাগে॥ গলার ভিতর বেদনা (কিছু খাইতে)। লবণময় লালা; বসিলে মাথাঘোরা, দন্তের মাড়ীতে প্রদাহ ও বেদনা।

—:*| ২ |*:—

বিলিয়াস ফিবারের অত্যন্ত প্রখর অবস্থাতেই মার্কিউরিয়াস্-ভাইবাস্ অতি উপযুক্ত। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর এবং তাহা সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুইপ্রহরকালে অতি প্রখরভাব ধারণ করে; শিরঃপীড়ায় মাথা ছেঁদা হইয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ এবং তদ্দরুণ শয়ন করিতে অক্ষম। পাকস্থলী এবং যকৃৎস্থানে বেদনা। নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা (বিশেষতঃ রাত্রিতে)। চক্ষু এবং গাত্রের বর্ণ পীতাভ। মুখাস্বাদ তিক্ত ও তাক্তকর। তিক্ত উদগার; বমনে পিত্ত উঠে। অম্লযুক্ত পানীয় খাইতে অত্যন্ত স্পৃহা। ভয়ানক অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা। জ্বরের কতকদিন ভোগের পর পিত্ত বিরেচন।

ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার হার্টম্যান ইহার প্রয়োগ জন্য যে কয়েকটী লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইঃ——“ক্ষুধা ক্রমেই মন্দীভূত। জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত; ঢোক গিলিতে গলা শুষ্ক বোধ হয়; মুখ পচা ও দুর্গন্ধময়; বমনেচ্ছা ও তৎসহ টেম্পল প্রদেশে বেদনা। পাকস্থলী ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ও ভারবোধ। মুখে জল উঠা; প্রস্রাব ঘোলা। অনিয়মিত মলত্যাগ ও পুনঃপুনঃ বাহ্যির উদ্বেগ। মুখশ্রী পিংশে ও হরিদ্রাভ। দুর্ব্বলতা। সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাব। ঝালযুক্ত দ্রব্যে রুচি। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা সামান্য কোষ্ঠ কিম্বা উদরাময় ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। শারীরিক ও মানসিক নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থা”॥ ইতঃপূর্ব্বে অধিক মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ খাইয়া থাকিলে ইহা দ্বারা নিতান্ত উপকার প্রাপ্ত হইবে। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। দিবাভাগে তন্দ্রা ও রাত্রিতে অনিদ্রা। জ্বালা উৎপাদক তৃষ্ণা। ক্ষণে শীত ও ক্ষণে তাপ। (বেলেডোনার সঙ্গে এই ঔষধের অনেক সাদৃশ্য আছে)। জিহ্বা সিক্ত, সাদা অথবা হলুদ বর্ণের ক্লেদাবৃত। ঘর্ম্মাবস্থায় প্যালপিটেসন্ ও অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধি।

—:*| ৩ *:—

পীড়ার প্রথম অবস্থায়, কফীয় ও স্নায়বীয় ধাতু গ্রস্ত লোকের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। পিংশে শরীর; হরিদ্রাভ ও বিবর্ণ মুখ মণ্ডল, মুখের স্বাদ পচা, বহুপরিমাণে পাতলা ভেদ তাহাতে যেন তুলার মত কিছু ভাসিয়া বেড়ায়; কিম্বা উহাতে রক্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণ থাকে। পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের উদ্বেগ। অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া; কিন্তু ডিলিরিয়াম প্রায়ই দেখা যায়না। দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম। গাত্রের চর্ম্ম হলুদ বর্ণযুক্ত (কামল বা নেবা)। গলায় খুস্‌খুসি॥——মার্কিউরিয়াস্-ডাল্‌সিস্ নিম্নলিখিত লক্ষণ অবলম্বনে ব্যবহৃত হয়ঃ—“সমস্ত পেটে বেদনা, জলবৎ ও বর্ণশূন্য, অথবা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ (প্রায়ই রাত্রিতে), কিম্বা জলবৎ ভেদে তুলারমত পদার্থ থাকে। জিহ্বা শুষ্ক, এবং ডিলিরিয়াম টের পাইলে তৎক্ষণাৎ মার্কিউরিয়াস্-ডাল্‌সিস বন্ধ করিয়া দিবে”।

মার্কিউরিয়াস্ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

উৎকট রেমিটেণ্টজ্বরের প্রথম ভাগে অন্য কোন ঔষধে ফল না পাইলে ইহার ৩য় বিচূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়া থাকি। টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত দেখিলে মার্ক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——সচরাচর ৬ষ্ঠ ডাঃ, ৩য় বিচূর্ণ, ৩০শ ডাঃ ব্যবহৃত হয়।

——ঃ০ঃ——

## ন্যাট্রাম্-মিউরিয়েটিকাম্।

—ঃ *| ১ |* ঃ—

ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী অতি প্রধান ঔষধ। প্রায়ই ইহা পীড়ার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। (কিন্তু তরুণ অবস্থায়ও ইহার কার্য্যকারিতা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি)॥——সময়—প্রাতে ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে জ্বর হয়, ইহাতে শীতাবস্থা কখন থাকে কখন বা থাকেনা। নক্স-ভমিকার ন্যায় প্রাতে ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জ্বর আইসা ইহার একটি ধর্ম্ম। অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় জ্বর হইলে তাহার বেগ ততোধিক হয় না। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা ও ৬টা হইতে ৭টা জ্বর আইসার প্রধান কাল॥ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলে, খোলা বাতাসে, উপবাস করিলে—পীড়ার উপশম॥——জ্বরের কারণ—কুইনাইনের অপব্যবহার, সিক্তস্থানে বাস, কোন জলার নিকট বাসস্থান॥—— জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়—শীত ভয়ে রোগী ভীত হয়; ক্লান্তি, শিরঃপীড়া ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে, সমস্তদিন শীতভোগ করিয়া রজনীযোগে তাপ প্রকাশ পায়।

শীতাবস্থা——প্রাতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীত থাকে, তৎপশ্চাৎ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাপ ভোগ করে। অত্যন্ত তৃষ্ণা। অত্যন্ত মাথার বেদনা ও অচৈতন্য অবস্থা। কটিদেশে, চরণদ্বয় অথবা হস্তাঙ্গুলী সকল হইতে জ্বর আরম্ভ হয়। হুক্কার, বমন, কখন কখন সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। শীত,

অত্যন্ত তৃষ্ণা, অস্থি সমস্তে ছিন্নবৎ বেদনা, হস্তাঙ্গুলীর নখ সমস্ত নীল-বর্ণ এবং হস্ত ঠিটঠিরী হইয়া জ্বর আইসা ইহার প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার লিপি বলেন ইহার শীত-অবস্থা প্রধান, আভ্যন্তরিক শীত; হাত পা ঠাণ্ডা; অল্প তাপ (আর্স) ম্যাটামের উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

উত্তাপাবস্থা—অত্যন্ত তৃষ্ণা, অসহ্য মাথার বেদনা, যেন সহস্র হাতুড়ীর আঘাত মস্তকে লাগিতেছে। অজ্ঞান অবস্থা ও তন্দ্রা (বেল, ওপি, ক্যাক্টা)। মূর্চ্ছা ও দৃষ্টি ঝাপসা। অত্যন্ত তাপ তৎসঙ্গে এত দুর্ব্বলতা যে, উঠিয়া বসিতে পারেনা। অত্যন্ত জল খায় কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি বোধ করে। উদ্গার এবং বমন (ইপিকাক)—ওষ্ঠে হার্পিস (জ্বর ঠুঁঠো) অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় উঠে। জ্বর ঠুঁঠো বিশেষতঃ উপরের ওষ্ঠে (হ্রাস্, ইগে, নক্স-ভ)। দুই প্রহরের পর সর্ব্ব সময়ের জন্য লগ্ন তাপ ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথার বেদনা এবং অচৈতন্য অবস্থা। ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে এই সমস্ত লক্ষণের লাঘব হয়।—ঘর্ম্মাবস্থা—তৃষ্ণা, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়াতে বেদনা সকলের উপশম কিন্তু মাথা বেদনার উপশম বোধ হয় না (সাম্বু ইউপেটো-পারফো)। শরীর সঞ্চালনে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শীতাবস্থাতে ঘর্ম্ম (ব্রাই- সোরি)। হার্পিস নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় ইরাপশন জিহ্বার পার্শ্বদ্বয়ে দেখা যায় (ল্যাকে, ট্যারেক্সে)। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন হইতে থাকে তাহাতে যেন সমস্ত শরীরে কম্পন অনুভূত হয়।

বিজ্বরাবস্থা—প্রায় দেখা যায়না, দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীর, প্লীহা এবং যকৃৎ স্থানে বেদনা, প্রস্রাব ঘোলা এবং লাল, বালুকা কণার ন্যায় সেডিমেণ্ট বা তলানিযুক্ত (লাইকো)। অরুচি, অক্ষুধা, কুইনাইন প্রয়োগে জ্বর চাপাদিয়া থাকার পর হিক্কা, মুক্তার ন্যায় জ্বর ঠুঁটো বা হাইড্রোয়া সকল ওষ্ঠ দেশে প্রকাশ পায় (ইগে, নক্স-ভ, হ্রাস)। ওষ্ঠদ্বয়ের কোণে ক্ষত, যৎসামান্য কিছু আহার করিলে পেট ভার বোধ হয় (ব্রাই, লাইকো)। ক্ষুধেচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল হয় অথবা একেবারেই থাকেনা। ডাক্তার বো বলেন "বেলা ১১টার সময় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর আইসে ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে এবং উত্তাপ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া হয় কিন্তু ঘর্ম্ম হইলে এই শিরঃপীড়ার লাঘব হয়"।

## আর্সেনিক ও ন্যাট্রাম-মিউরিয়েটিকের লক্ষণ গত পার্থক্য।

| আর্সেনিক ঃ—— | নাট্রাম-মি ঃ—— |
| --- | --- |
| ১। অগ্রোপশমারক প্রকৃতি। | ১। পশ্চাদপসারক প্রকৃতি। |
| ২। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি | ২। পূর্ব্বাহ্নে ও দিবাভাগে পীড়ার বৃদ্ধি। |
| ৩। জ্বরের তাপ সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া ঘর্ম্মাবস্থা অতীত হইলে পরেও অনেক সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। | ৩। জ্বরের শীতসহ শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় এবং তাপসহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ঘর্ম্ম হইলে কতক পরিমাণে উহার উপশম হয়। |
| ৪। শীত ও উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা তাহাতে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান করিয়া থাকে; এবং বমন হইয়া জল উঠিয়া যায়; ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক পরিমাণে জলপান করে। | ৪। সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ এবং অধিক পরিমাণে জলপান করা এবং তাহাতে তৃপ্তি ও আরাম বোধ করে। |
| ৫। অত্যন্ত ক্ষুধা। | ৫। অক্ষুধা। |
| ৬। ওষ্ঠদ্বয় পিংশে, রক্তশূন্য, শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা। | ৬। ওষ্ঠদ্বয়ে মুক্তার ন্যায় টল্‌টলে জ্বর ঠুঁটো সকল প্রকাশ পায়। |

### ন্যাট্রাম-মি-সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——

আর্সেনিক ব্যতীত ন্যাট্রামির তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই, ইহা পুরাতন ও তরুণ উভয় জ্বরেই প্রযোজ্য, বিশেষতঃ আর্সেনিক ও কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইলে ন্যাট্রাম যে কি উপকারী ঔষধ তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারিনা। যদি ন্যাট্রামের লক্ষণ স্থির হয়, তবে ৩০ বা তদূর্দ্ধ ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র এবং স্থায়ী ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি শিশুদের ওষ্ঠে জ্বর ঠুঁটো হইয়া পশ্চাৎ তৎস্থানে ক্ষত উৎপত্তি হয় এবং তৎসঙ্গে দিবার পূর্ব্বাহ্নভাগে যদি জ্বর প্রকাশ পায়, তবে ন্যাট্রাম-মি ধ্রুব ঔষধ——এই লক্ষণ অবলম্বনে, পাবনার রোড্‌সেসের হেডক্লার্ক বাবু শশধর ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের প্লীহাসহ জ্বর রোগে ন্যাট্রাম-মি ৩০শ ডাঃ প্রয়োগ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছি। যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি;

সময় বিশেষতঃ শীতাবস্থায় সর্ব্ব শরীরে বেদনা, কুক্ষি ও চরণতলে রিমাণ ঘর্ম্ম, সিক্তপ্রদেশে কিম্বা নূতন কর্ষিত ভূমির নিকট বাস ইত্যাদি কারণ থাকিলে ন্যাটাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—আমরা সচরাচর ৩০ ডাইলিউসন ব্যবহারে ফল পাইয়া থাকি। ডাক্তার এলেন ৩০ ট্রিটুরেশন দ্বারা বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার ষ্টো, মিলার, পিয়ারসান, হকিস প্রভৃতি সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা ইহার ২০০ শত ডাইলিউসন ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন। কদাচিৎ ৬ষ্ঠ ট্রিটুরেশন বা ডাইলিউসন ব্যবহারেও ফল পাওয়া যায়।

[illegible] ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটামের জ্বরে যদি ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগ দ্বারা সন্তোষকর ফল লাভ না হয়, তবে ঐ জ্বরের তাপাবস্থায় ইউ-টোরিয়াম ৩য় ডাঃ প্রয়োগ করিয়া বিজ্বরাবস্থায় ন্যাটাম ৩০শ দুই এক ডোজ প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাইবে। এই প্রকার প্রয়োগ দ্বারা আমি তিন চারিটী রোগীতে আশাতীত ফললাভ করিয়াছি।

—•◇•—

## ল্যাকেসিস্।

১। [illegible]—জ্বরের সময়—বেলা দুই প্রহর হইতে ২টা, অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যা জ্বর পরিষ্কাররূপে বিরাম প্রাপ্ত হয়। ঐকাহিক, দ্বাহিক, পাক্ষিক জ্বর, প্রতি বাৎসরিক বসন্তকালীয় জ্বর (পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালীয় জ্বর কুই-নাইন দ্বারা চাপাদিয়া থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ)॥—শীতাবস্থা——তৃষ্ণার-অভাব, কটীদেশ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত পদাবিত হয়। সন্ধ্যার সময় শীতে দন্ত-ঠিটঠিড়ি ও অগ্নির তাপ সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং তাহাতে ভালবোধ। মাথা সমস্ত এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কষ্টবোধ। [illegible]দিগের কনভাল্‌সন্। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং তাপ॥—উত্তাপাবস্থা—তৃষ্ণা, [illegible] শিরঃপীড়া; শরীর উত্তপ্ত। মুখ রক্তবর্ণ ও চরণদ্বয় শীতল। [illegible] সময় পঞ্জর পাড়া ও বক্ষঃস্থলে কষ্টবোধ। টানিয়া টানিয়া শ্বাস ফেলান। হাত পায়ে জ্বালা। গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা। (একোন, সিকেলী)॥—

ল্যাকেসিস্ সম্বন্ধে মন্তব্যঃ——যে জ্বর প্রতি বসন্ত কালে হয়; পুনঃ পুনঃ কুইনাইন এবং মার্কিউরিয়াস্ ব্যবহার করিয়া যে জ্বর চাপা দেওয়া বা দমন করিয়া রাখা হইয়াছে; যে জ্বরের অন্তভাগে শরীরে অত্যন্ত জ্বালা হয় ( বিশেষতঃ পিত্ত জ্বরে ) তাহাতে নিতান্ত ফলপ্রদ। ল্যাকেসিসের পর ন্যাট্রাম-মি দিলে কিম্বা লাইকোপডিয়ামের পর ল্যাকে দিলে অতি সত্বর সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—সচরাচর ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ডাঃ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ডানহাম একটি রোগীর প্রতিবাৎসরিক বসন্তকালীয় জ্বর জন্য ল্যাকেসিস্ ২০০শত ডাঃ একমাত্রা প্রয়োগ করাতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বসন্ত কালে আর জ্বর হইলনা; ইহাতে সে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় ছিল। আমরা ৩০শ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছি।

——:০:——

## লাইকোপোডিয়াম।

১।• :———জ্বরের সময়—৬টা অথবা ৭টা অপরাহ্ন, একদিন অন্তর একদিন জ্বর ঠিক একই সময়; অপরাহ্ন ৩টা অথবা ৪টা। পূর্ব্বাহ্ন ৮টা অথবা ৯টা॥—শীতাবস্থা—অতৃষ্ণা, অগ্ন্যুত্তাপে শীত উপশমিত হয় না। রোমাঞ্চ, পুনঃপুনঃ হাইতোলা, বমনেচ্ছা। বামদিকে শীত। শীত এবং তাপাবস্থার মধ্যে অম্ল বমন॥——উষ্ণাবস্থা——উষ্ণজল খাইতে ভাল লাগে। টক্ বমন। অত্যন্ত তাপসহ অনিবার্য্য নিদ্রা ( এপিস্, ইগ্নে )॥ ঘর্ম্মে টক্ গন্ধ। শীতান্তে ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়। ঘর্ম্মের পর তৃষ্ণা॥ রাক্ষসে ক্ষুধা, মস্তিষ্কের উত্তেজনা; অনাহারে থাকিলে শিরঃপীড়া, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ, টক্ বমন; প্রস্রাবে লাল বালুকাকণাবৎ সেডিমেণ্ট। কোষ্ঠবদ্ধ, সর্ব্বদাই যেন পেট পূর্ণ রহিয়াছে এরূপ বোধ। একাকী থাকিতে ভয় এই কয়েকটী লাইকোপোডিয়ামের উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ লক্ষণ। ( ২৪৭ পৃঃ দেখ )।

৩।• :———রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড্ আদি জ্বরে, বিড়বিড় করিয়া বকা, অজ্ঞান অবস্থা, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা। ক্যাল্‌কেরিযা ব্যবহারের

পর ... করেও স্রাবগুলি ধীর গতিতে প্রকাশ হয় অথবা পরিমাণে অল্প হইয়া যায় তৎসঙ্গে আবলা ও বিড়বিড় করিয়া বকা; অস্পষ্ট কথা; অস্পষ্ট ভাবে কথার উচ্চারণ; মুখ হরিদ্রাবর্ণ; মুখশ্রী বসিয়া যাওয়া; নিম্ন মাড়িটী ঝুলিয়া পড়া, আস্তে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহ হা করিয়া থাকে এবং নাসিকারন্ধ্রের পক্ষ দুইটী উঠিতে পড়িতে থাকে। সমস্ত শরীর কিম্বা শাখাচয় ঝাঁকি মাড়িয়া উঠে (জাগ্রত কিম্বা নিদ্রাবস্থায়) হাত দিয়া যেন কিছু ধরিতে যায়। তির্য্যক দৃষ্টি। কম্প। পেটফাঁপা তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটডাকা। মূত্র কৃচ্ছ্র অথবা মূত্রে চাখড়ির চূর্ণবৎ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা অপরিষ্কৃত ও আঠাযুক্ত। ঘড়্ঘড়িযুক্ত তরল কাশি; হস্ত ও চরণ দ্বয় শীতল। অস্থির নিদ্রা, কোন অবস্থাতেই সুস্থির বোধ করেনা হস্ত পদ সজোরে নিক্ষেপ করে। ব্যাকুলতাজনক স্বপ্নদর্শন। জাগ্রত অবস্থায় খিট্‌খিটে। নিদ্রা হইতে যেন স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে। অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর ও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা এমন কি তাহাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় বোধ হয়। শরীরের উপরার্দ্ধ শুষ্ক ও ক্ষীণ, নিম্নার্দ্ধ শুষ্ক।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা—সচরাচর ১২শ, ৩০শ ডাঃ ব্যবহৃত হয় অনেকে ২০০শত ডাঃ দিতে বলেন।

—-:০:—

# সাইলিসিয়া।

১।* :———জ্বরের সময়———পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৮টা॥—শীতাবস্থা———প্রত্যেকবার নড়াচড়ায় শীত বোধ, সমস্তদিন শীত; শীতে যেন আরষ্ট হয়; শীতসহ রাক্ষসে ক্ষুধা (সিনা), নাসিকা শীতল যেন বরফের ন্যায়; জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয় শীতল, অতৃষ্ণা॥—উষ্ণাবস্থা—তৃষ্ণা এবং তাপ বেলা ১১টায়; মাথা অত্যন্ত গরম, মুখ লালবর্ণ। সন্ধ্যার সময় জ্বর, রাত্রিতে বৃদ্ধি (সিনা) এবং তাহাতে নিশ্বাস আট্‌কাইয়া গলায় ন্যায় ভাব॥—ঘর্ম্মাবস্থা———মস্তকে অথবা মুখে ঘর্ম্ম। রাত্রিতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম; নিশা ঘর্ম্ম; সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত এবং

আহারেতে ক্ষত উৎপাদন করে ( গ্র্যাফা )। পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা ; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা ; রাত্রি ১১টার সময় ঘর্ম্ম। গরম বস্তু খাইতে অনিচ্ছা ; ঠাণ্ডা বস্তু খাইতে ইচ্ছা ( লাইকো )॥ স্কুফুলা ধাতু এবং খিট্‌খিটে স্বভাব।

৩ ।* :————ক্লান্তি ; বহুল ঘর্ম্ম। অতি ধীর গতিতে আরোগ্যাবস্থা প্রকাশ পায় ও তৎসহ য়্যাবসেস্ ( abscess অর্ব্বুদ ) এবং স্ফোটক ( boils ) হইতে থাকে ; প্রকৃতি এই সমস্ত স্ফোটকাদি দ্বারা শরীরের বিষাক্ত পদার্থ-চয়কে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়।

ডাইলিউসন——৩০শ, ২০০ শত।

——:০:——

# সাল্‌ফার।

১ ।* :————জ্বরের সময়——বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই ; পূর্ব্বাহ্ণ ৮, ৯, ১০ টা বেলা ও রাত্রি ১২ টা, অপরাহ্ণ॥ ঐকাহিক, দ্ব্যহিক বা পালা জ্বর, দৌকালীন জ্বর, অনিয়মিত জ্বর, প্রতি বাৎসরিক জ্বর॥—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা——তৃষ্ণা ( ক্যাপ্‌সি, ইউপেটো-পারফো, পাল্‌স )॥—শীতাবস্থা——পুনঃপুনঃ আভ্যন্তরিক শীত, শীত ও কম্প হয় বটে, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা দেখা যায়না। নাসিকা, হাত ও পা ইত্যাদি শীতল। জননেন্দ্রিয় স্থান শীতল॥ উত্তাপাবস্থা——তৃষ্ণা। মুখমণ্ডলে গরম বোধ, শরীরে শীত ও কম্প। হস্ত-পদে অত্যন্ত জ্বালা।—ঘর্ম্মাবস্থা—প্রাতঃকালে জাগ্রত হওয়া মাত্র ঘর্ম্ম। নিশাঘর্ম্ম ও অস্থির নিদ্রা। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম। দুগ্ধ সহ্য হয় না ; মিষ্টি খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা।

৩ ।* :————জ্বরের উন্নতি কি অবনতি সহজে টের পাওয়া যায়না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অতিধীরে বহুক্ষণ পরে উত্তর দেয়। রাত্রিতে অনিদ্রা। মাথা গরম ও ভারবোধ। প্রাচীন চক্ষু প্রদাহ ও তাহাতে ক্ষতবৎ পীড়া। জিহ্বাগ্র এক প্রকার রক্তবর্ণ। নাসিকা এবং দন্তের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব। নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। পুনঃপুনঃ ভেদ ; প্রায় প্রত্যেকবারই মলের অবস্থান্তর হয়। মল পরিত্যাগের পরেই নিদ্রা। প্রাতে অসুখের বৃদ্ধি। প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও

তন্দ্রানিযুক্ত। ফুস্‌ফুসের ভিতর সর্দ্দি ও প্রদাহ লক্ষণ। চর্ম্ম শুষ্ক ও ঘর্ম্মাভাব; প্রাতে উদরাময়।

সাল ফার সম্বন্ধে মন্তব্য——ইপিকাক যেমন তরুণ অবস্থায় কার্য্যকারী সাল ফার তেমনি পুরাতন অবস্থায়। অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ নাপাইলে সাল ফার অবশ্য দেয়। তরুণ ও প্রাচীন উভয় অবস্থাতেই সাল্ ফার ব্যবহৃত হয়। সাল ফার যে কেবলমাত্র সবিরাম জ্বরে উপকারী তাহা নহে। ইহা সবিরাম নিউর‍্যাল‌জিয়া বা স্নায়ু শূলেও উৎকৃষ্ট। কোন চর্ম্মোরোগ বসিয়া গেলে কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার পর ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রকৃত লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগে ফল না হইলে একমাত্রা সাল ফার দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে প্রতি-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ হাজার।

——:০:——

## নক্স-মস্কেটা।

১।* ——জ্বরের সময়——পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা; অপরাহ্ণ ১, ৫, ৬, ৯টা॥ শীতাবস্থায়—তৃষ্ণা হয়না। শরীর শীতল ও নীলবর্ণবৎ। বাম হস্ত ও পদ হইতে শীত আরম্ভ। নিদ্রাচ্ছন্নতা। হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল এবং তাহাতে ঝিঁঝিঁ ধরা (ক্র্যাম্প্‌টিক)।—উষ্ণাবস্থায়—সামান্য তৃষ্ণা; অত্যন্ত উত্তাপ; মুখ ও গলাশুষ্ক ভাবাপন্ন; তন্দ্রা; গাঢ় নিদ্রা।—ঘর্ম্মাবস্থা——তন্দ্রা; গাত্রাবরণ ফেলিতে অনিচ্ছা। "ডবল টার্সিয়ান জ্বর ও তৎসহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা; সাদা জিহ্বা; ঘড়্‌ঘড়িযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস, উত্তাপাবস্থায় সামান্য তৃষ্ণা; শীতাবস্থায় নিদ্রা ও শীতান্তে গাঢ় নিদ্রা; উষ্ণাবস্থা সামান্য ও তাহাতে গাঢ় নিদ্রা; পাতলা ভেদসহ জ্বর; জাগ্রত হইলে গলাশুষ্ক বোধ"; ইহাদিগকে ডাক্তার লিপি ও সার্জ্জ প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য করেন।

৩।* :——চর্ম্মে নীলবর্ণ দাগ; মাথা ঘোরা ও অস্থিরতা; সামান্য পরিশ্রমেই নিতান্ত ক্লান্তি; নিদ্রাবেশ মাত্র স্বপ্নদর্শন; অত্যন্ত অজ্ঞান অবস্থা; চুপ করিয়া থাকা, নড়াচড়া না করা; ডিলিরিয়াম; মাতালের

ছায় অবস্থা। মুখ, জিহ্বা ও গলা শুষ্ক এবং তৎসহ তৃষ্ণার অভাব। পাকস্থলী পূর্ণ ও অক্ষুধা। পেটের ভিতর গড়গড় করিয়া ডাকা। দুর্গন্ধময় ভেদ। প্রস্রাব অল্প, গাঢ়বর্ণ অথবা পরিষ্কৃত।

ডাইলিউসন——৩য়, ১২শ, ৩০শ।

## ইগ্নেসিয়া-এমেরা।

১।* :——জ্বর আসিবার সময় নির্দ্ধারিত নাই। সাধারণতঃ সন্ধ্যা অপরাহ্ন ও রাত্রিতে জ্বর। দিবারাত্রি জ্বরলগ্ন থাকে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত হাইতোলা ও গা ভাঙ্গিতে থাকে। কখন বা অত্যন্ত কম্প হয়॥ শীতাবস্থায়—অত্যন্ত তৃষ্ণা। গরমে থাকিতে উপশম বোধ (কেলি-কা); হানিমান এই লক্ষণটীকে প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন॥—উষ্ণাবস্থায়—— অপরাহ্নে সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত, চর্ম্ম শুষ্কভাবাপন্ন, পিপাসা শূন্যতা॥ বাহ্যিক উত্তাপ এবং লালবর্ণ শরীর কিন্তু আভ্যন্তরীক উত্তাপ লক্ষিত হয়না। উষ্ণাবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ অসহ্য হয়, গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে (একোন, সিকেলী)। একদিকের কর্ণ ও কপোল রক্তবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত। হস্ত পদ শীতল; নাসিকা ডাকিয়া নিদ্রা (এপিস ও ওপিয়াম)। পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ। সমস্ত গাত্রে আর্টিকেরিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত উত্থিত হয় (রাস্, হিপার) এবং তাহা অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে ও চুলকাইলে উপশম বোধ হয়; এই চর্ম্মোৎপাত ঘর্ম্মাবস্থায় অদৃশ্য হইয়া যায়।——ঘর্ম্মাবস্থায়—পিপাসা শূন্যতা, মাথা সমস্তে উষ্ণ ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম কখন বা শীতল হয় কিন্তু প্রায়ই উষ্ণ এবং টকগন্ধযুক্ত মহাত্মা হানিমান বলেন "শীতাবস্থায় তৃষ্ণা হয়, উত্তাপ ভালবাসে; জ্বরের সময় তাপ, পিপাসা শূন্যতা; এবং গাত্রে উত্তাপ প্রয়োগে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে। উঠিয়া বসিলে শীতের উপশম বোধ হয়"। তরুণ সবিরাম জ্বরে, বহুকালীন নানা উপসর্গযুক্ত জ্বরে, এবং স্নায়বীয় ধাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে ইগ্নেসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইগ্নেসিয়ার লক্ষণাক্রান্ত রোগী জ্বর ছাড়িবামাত্র সুস্থ বোধ করে এবং

[illegible] কার্য্যাদি করিতে থাকে। জ্বরাস্তে অত্যন্ত ক্ষুধা (হেডপেচো-থায়কো)। কুইনাইনের অপব্যবহারের দরুণ দ্ব্যাহিক জ্বর, ঐকাহিকে পরিণত হইলে ইগ্নেসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩।* :——নিতান্ত অধৈর্য্য। যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা প্রকাশ করিতে অক্ষম; মনে করে উহা আর আরোগ্য হইবেনা। সহজেই ভীত হয় এবং বোধ করে যেন সে কিছুর উপরে ঝুলিতেছে। হাইতোলা। হাত, পা সটান করার পরই ললাটে শিরঃপীড়া ও তাহাতে চক্ষু পর্য্যন্ত উন্মীলিত করিতে পারেনা। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, ফাটা ফাটা, ও রক্তক্ষরণশীল। পাকস্থলী হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শ্বাস অবরোধকারী ভাব ও তৎসহ বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা (উহা উদ্গারে উপশম)। প্লীহার বিবৃদ্ধি। বেদনা শূন্য ভেদসহ পেট ডাকা। শাখা সমস্তে কম্‌ভাল্‌শন। হৃৎপিণ্ডের প্যাল্‌পিটেশন। নিদ্রার আবেশ মাত্র স্বপ্ন দর্শন হয়; তদ্দরুণ নিদ্রা যাইতে পারেনা। নানাবিধ কুস্বপ্নদর্শন।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——ডাক্তার ম্যাক্‌মেনাস্‌ ও ডাক্তার এলেন ২০০ শত ডাইলিউসনের নিতান্ত পক্ষপাতী। সচরাচর ৩০শ, ৬ষ্ঠ ডাঃ আমরা ব্যবহার করি। অনেকে ১২শ ডাঃ দিতে বলেন।

---

## ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বনিকা।

১।* :——জ্বরের সময়—অপরাহ্ণ ২টা। শীত না হইয়া জ্বর, বেলা ১১ টায় একদিন ও ৪টায় অন্যদিন। জ্বরের পূর্ব্বে মাথা ও শরীরে ভারবোধ। শীতাবস্থায় পিপাসা; হাত, পা ঠাণ্ডা; কোষ্ঠ কাঠিন্য; পদদ্বয় শীতল ও সিক্ত বোধ হয়॥—উষ্ণাবস্থায়——তৃষ্ণার অভাব। মস্তক নিতান্তগরম॥—ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকেনা। প্রাতঃকালে অত্যন্ত ঘর্ম্ম।

স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত (বিশেষতঃ শিশু); কুইনাইনের অপব্যবহার; প্রাচীন পীড়া; রোগ হেতু জীর্ণ শরীর, ঘর্ম্ম অথবা চর্ম্মোৎপাতে বসিয়া গেলে; মস্তকে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম (সাইলি); ইত্যাদি অবস্থায় ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স নামক ঔষধের ১২শ ডাঃ প্রাচীন জ্বরের বিশেষ উপকারী। ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারের পরে বেলেডোনা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়॥

৩।* :——নিতান্ত স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পীড়ার প্রথম অবস্থায়

ব্যাকুলতা ; নানাবিধ মানসিক কল্পনা হেতু অনিদ্রা অথবা নিদ্রার আবির্ভাব মাত্র জাগিয়া উঠা। গলা খুস্‌খুসি, কাশি. (কথা বলাতে ও নড়াচড়াতে বৃদ্ধি) কাশিতে মাথায় লাগে ও মস্তিষ্ক গরম বোধ হয়। পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা বা তৃতীয় অবস্থার আরম্ভে উদরাময় ; অন্ত্র সমূহে ক্ষত ; হৃৎকম্পন , অস্থিরতা ; মুখ রক্তবর্ণ ; ডিলিরিয়াম ; শরীর ঝাঁকী মাড়িয়া উঠা ( বিশেষতঃ শিশুদিগের )। এই সমস্ত অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে সরিষার ন্যায় এক প্রকার চর্ম্মোৎপাত প্রকাশিত হইয়া উপসর্গাদির অনেক লাঘব হয় ; এবং পেটফাঁপা ও পেটের অসার অবস্থা কমিয়া যাইয়া রোগী সুস্থ বোধ করে এবং মল ঘন হইয়া যায় ও বারে কম হয়।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——সচরাচর ইহার ১২শ, ৩০শ ডাঃ ব্যবহৃত হয়, কখন কখন ২০০ শত ডাঃ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

---

## ককিউলাস্ ।

১ । ঃ——শীত ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে , আভ্যন্তরিক শীত ও কম্প। তাপসহ সর্ব্বদা শীত ; সমস্ত রাত্রি গাত্রে শুষ্ক তাপ। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। মুখে সামান্য পরিশ্রমে শীতল ঘর্ম্ম।

২ । ঃ——জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাবৃত। আহারে অনিচ্ছা। মুখ শুষ্ক তৎসঙ্গে তৃষ্ণা। পচা উদ্গার এবং বমনেচ্ছা। পাকস্থলীতে বেদনা বোধ শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা নরম মল সত্ত্বেও গুহ্যদ্বারে পীড়া। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, তৎসহ সামান্য শ্রমেই ঘর্ম্ম। ললাটভাগে শিরঃপীড়া এবং তৎসহ মাথাঘোরা। অতিরিক্ত ক্যামোমিলা ব্যবহারের পর ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩ । ঃ——স্নায়বীয় অবসন্নতা ; প্লীহার বিবৃদ্ধি , কিছু বুঝিতে অতি ধীর গতিতে বুঝে ; ঠিক কথা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেনা। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষম ; খিট্‌খিটে স্বভাব ; গোলমাল ও প্রতিধ্বনি শুনিতে পারেনা। মুখ চোক বসিয়া যাওয়া ও নাসিকাগ্র সূক্ষ্ম। নাড়ী দ্রুত ; শরীরে অল্প উত্তাপ ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাংসপেশীর সঞ্চালন। কর্ণে ভোঁ ভোঁ, মাথা গরম ও শরীরে শীত। মুখ শুষ্ক ; জিহ্বা শুষ্ক ও কর্কশ তৎসহ সাদা হরিদ্রা বর্ণের কোটিং। কোষ্ঠবদ্ধতা, কদাচিৎ উদরাময়। ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা। অনিবার্য্য নিদ্রা। নিদ্রার ব্যাঘাতে শরীর ক্লান্তিযুক্ত।

চক্ষুর পত্রদ্বয় ভারি এবং যেন অসার। তন্দ্রা অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত। সামান্য নড়াচড়াতে মূর্চ্ছা।

ডাইলিউসন——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ অধিক ব্যবহৃত হয়।

—•◇•—

## আর্ণিকা-মণ্টেনা।

১। * ——জ্বরের সময়——সাধারণতঃ ৪টা অপরাহ্ন, অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যার সময়॥——জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা, হাইতোলা। শীতাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা, গাত্র বেদনা। নিদ্রার পর শীত, মুখমণ্ডল এবং মস্তকে জ্বালা ও তাপ বোধ অথচ শরীর শীতল॥——উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণা, আবল্য, দুর্ব্বলতা। নড়াচড়া করিতে কিম্বা গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত বোধ (এপিস, নক্স ভ, হ্রাস)। আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও জ্বালা, তৎসহ হস্ত পদ শীতল। অসহ্য উত্তাপ (এপিস, পাল স), এবং গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিতে চায়, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত শীত বোধ করে। জ্বরের সময় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, গাত্র বেদনা, শয্যা কঠিন বলিয়া বোধ হয়॥ উদ্গারে পচা ডিম্বের গন্ধ (সিনা, সাল্‌ফা)। ঘর্ম্ম টক্ ও দুর্গন্ধময়। জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কৃত হয়না। মুখে তিক্ত স্বাদ। মাংস খাইতে অনিচ্ছা। জ্বরাবস্থায় অজ্ঞানে অসারে মলমূত্র ত্যাগ।

৩। * :—— টাইফাস্ ইত্যাদি জ্বরের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহা হ্রাস্ এবং ব্রাইওনিযার মধ্যবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত ঔষধ। জ্বর ইন্‌ফ্লামেটারী স্বভাবাপন্ন। কপোলদ্বয় পিংশে কিন্তু মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ ধারণ করে। নাড়ী নিতান্ত বেগবতী নহে এবং শরীরের সর্ব্বস্থানে উত্তাপ সমান নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয গুলি তীক্ষ্ণতর হয। শিরঃপীড়া, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কাশিরসহ রক্তপাত। বিকারে নানাপ্রকার কার্য্য করিতে চায ও করে কিন্তু শরীর তত অস্থির ও চঞ্চল নহে। ইহা শয্যাক্ষতের একটি ভাল ঔষধ হইতে পারে।

অচৈতন্য অবস্থা, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় শ্বাস প্রশ্বাস ও ত্বকের উপর হরিদ্রাভ, সবুজ বর্ণের দাগ সমস্ত লক্ষিত হয। দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি এবং সমস্ত শরীর আঘাত প্রাপ্ত হওযার ন্যায় বেদনা, সাধারণ জীবনী শক্তির ক্রমশঃ নিস্তেজতা ইত্যাদি হেতু শয্যাগত অবস্থা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, সে ভাল আছে। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়। সর্ব্বদা নড়াচড়া

করিতে ভালবাসে কারণ যে বিছানার উপর সে শয়ন করে তাহা নিতান্ত কঠিন বোধ করে। জিহ্বার মধ্যভাগে কটা বর্ণের রেখা দেখা যায়। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ। চক্ষুদ্বয় ভাবশূন্য। মুখ রক্তবর্ণ। ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক। অত্যন্ত তৃষ্ণা। পেটফাঁপা ও পেটশক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট ডাকা। কটা বা সাদা রঙ্গের মল। সশব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতে থাকে। নিদ্রায় তৃপ্তি বোধ হয় না এবং নিদ্রায় নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখে ও উচ্চ শব্দে কথা বলিতে থাকে। মস্তিষ্ক যেন গোলযোগ পূর্ণ। অচৈতন্য অবস্থা, মস্তিষ্কের কোন প্রকার উত্তেজনা নাই। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় দেখে। উঠিয়া বসে এবং কি জানি ভাবিতে থাকে এরূপ বুঝা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই ভাবেনা॥

আর্ণিকা সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ——তরুণ জ্বরে বিজ্বর অবস্থা প্রায়ই লক্ষিত হয়না। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের পর গাত্র বেদনা, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত শরীর শীর্ণতা (Cinchona Cachexia) ও অন্যান্য উপসর্গ; পুনঃপুনঃ জ্বর প্রকাশ বা রিল্যাপ্‌স্ ( relapses ) ; এবং ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন কুচিকিৎসা হইয়া থাকিলে, মহাত্মা হানিমান আর্ণিকা দিতে উপদেশ দেন; তাহাতে উৎকৃষ্ট ফলও লাভ হয়। রোগী নিজ শরীরে সুস্থ বোধ করেনা এবং কেন যে, এপ্রকার হয় তাহাও বলিতে পারেনা কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে তাহার এক এক বার জ্বর হয়; এরূপ অবস্থায় আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্ণিকা ব্যবহারের পর এপিস্, আর্সেনিক কিম্বা ক্যাট্রা-মি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাতে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে; কারণ, আর্ণিকা অনেক প্রকার কুচিকিৎসার প্রতিষেধক বটে কিন্তু অনেকস্থানে সম্পূর্ণ আরোগ্য দিতে সক্ষম হয়না। গাত্রবেদনা, ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, শয্যায় কাঠিন্য বোধ, পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন আর্ণিকার প্রধানলক্ষণ।

ডাইলিউসন ব্যবস্থা——জ্বরাদি রোগে ইহার ৬ষ্ঠ ও ৩০শ ডাইলিউসন অতি ফলপ্রদ। মাদার টিংচার, ১ম, ৩য় ডাঃ অনেক সময় উপকারী।

---

## হাইয়সায়েমাস্।

১।• ঃ——শীত পাদদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশে প্রধাবিত। প্রতি এক দিন অন্তর বেলা ১১টার সময় শীত। কোন গোলযোগ কিম্বা কোন কথা

সহ্য হয়না (সিনা, সাইলি, ক্যাপসি, ফ্রেলস)। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ। বিশেষ তৃষ্ণা থাকেনা। উত্তাপে শরীর জ্বলিয়া যায় তৎসঙ্গে কষ্টদায়ক কাশি। মুখে পচা স্বাদ ও শ্লেষ্মা। পাদদেশে ঘর্ম্ম। মৃগী রোগের ন্যায় কন্‌ভাল্‌সন (ষ্ট্র্যামো)। অনিদ্রা, পালাজ্বর, দুই দিন অন্তর জ্বর। মুখ শুষ্ক ও জল গিলিতে পারেনা। অত্যন্ত ডিলিরিয়াম, হস্ত কম্পন; চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল। ঔষধ মুখে দিলে তাহা থু করিয়া ফেলিয়া দেয় (২৪৫ ও ২৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

৩।* :——হিষ্টিরিয়া এবং অসাব অবস্থাযুক্ত ডিলিরিয়াম, তৎসঙ্গে দৌড়াইয়া যাইবার চেষ্টা (যেন ভয়ে উত্তেজিত হইয়া)। সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, কোন প্রকার বোধ শক্তি নাই। মনে নানাপ্রকার কল্পনা। নানাবিধ বিভীষিকা দর্শন। বিছানা হাতড়ান। সর্ব্বদা বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিকের বস্তু তাকাইয়া দেখা, এবং তাহাতে নিজের ব্যথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়; অথবা নিতান্ত চঞ্চল, অস্থির, দৌড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা, লুকাইতে চেষ্টা ইত্যাদি হইতে থাকে। চক্ষু রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত, অক্ষি গোলক ইহার কোটরাভ্যন্তরে ঘুরিতে থাকে। বধিরতা। তির্য্যক বা বক্রদৃষ্টি, মুখশ্রী বিকৃত এবং অথর্ব্বভাবাপন্ন। জিহ্বা রক্তবর্ণ অথবা কটা, শুষ্ক ও ফাটা ফাটা এবং পক্ষাঘাতযুক্ত। কথা অস্পষ্ট অথবা বাকরোধ। মুখে নিতান্ত দুর্গন্ধ। অসার বা অজ্ঞানাবস্থায় বিছানাতে মলত্যাগ। প্রস্রাব অবরুদ্ধ অথবা মূত্রাভাব, অসাবে মূত্রত্যাগ, পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু কোন প্রকারে তাহা করিতে সক্ষম হয় না। গুহ্যদ্বার এবং মূত্রস্থলীর দ্বার অসার। কন্‌ভাল্‌সন্, দাঁত কটকট করা, শরীর ঝাকী মাড়িয়া উঠে, হস্ত কম্পন অনিদ্রা বা অনবরত নিদ্রাসহ বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকা। কোমা। রোজিওলা নামক রক্ত পিত্তবৎ চিহ্ন সকল বক্ষে এবং উদরের ত্বকে দৃষ্ট হয়। সমস্ত যন্ত্রাদির অসার অবস্থা। (২৪৫ ও ২৩৯ পৃঃ বিকার দেখ)।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——তিন চারি ফোঁটা করিয়া φ মাদার টিংচার, ৩x, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ডাঃ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

---

## ষ্ট্র্যামোনিয়াম্।

১।* :——জ্বর মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে (ক্যাকটাস্)। শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত। অত্যন্ত শীত। মুখ, হাত, এবং পদ

শীতল ও নীলবর্ণবৎ ( ক্যাম্ফ, ভিরাট্র )। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর, তৎসহ অতৃষ্ণা। নিম্নশাখা শীতল। মাথাঘোরা, ডিলিরিয়াম (মুনীয় ন্যায় কন্‌-ভাল্‌সন্‌,—হাইয়স্‌); ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা (আর্স, চায়না)। জিহ্বা——পরিষ্কৃত অথবা সামান্য ক্লেদাবৃত; কিম্বা মোটা, শুষ্ক ও বাহির করিতে কষ্টকর। খাদ্য ঘাসের মত লাগে। শিশুদিগের জ্বরে তাহারা নিদ্রাবস্থায় কাঁদিয়া, বা হঠাৎ চমকিয়া উঠে; চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত; অমুৎপাদিত মূত্র। নক্স-ভমিকার ন্যায় জ্বরের অবস্থাত্রয়েতেই শীত বর্ত্তমান থাকে। (২৩৯ ও ২৪৮ পৃঃ দেখ)।

৩।* ঃ——চৈতন্য শূন্য, সমস্ত ইন্দ্রিয় সকল অসার ভাবাপন্ন। ডিলিরিয়াম তৎসঙ্গে ছটফট্‌ করা, ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন, নানাপ্রকার বিভীষিকা শুনিতে ও দেখিতে পায়; গান করে, সীস দেয়, অনিচ্ছা সত্বেও হস্ত পদ এবং শরীর নানাপ্রকার বিশ্রীভাবে সঞ্চালন করিতে থাকে। রোগী বালিশ হইতে মাথা উঠাইতে থাকে অথবা বালিশ হইতে মাথা স্থানান্তর করিয়া ফেলে। আক্ষেপসহ মুখভঙ্গি। দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, এবং বাক্‌শক্তি লোপপায়। সমস্ত বস্তুই দেখিতে বক্র বা টেরা দেখায়। কনীনিকা প্রসারিত এবং অসার। অজ্ঞানতা ও ঘড়ঘড়িযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস; উষ্ণ ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয়না। বক্ষঃস্থলে লালবর্ণ চিহ্ন সকল দেখা দেয়। সমস্ত মুখের ভিতর যেন ক্ষত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। মুখ শুষ্ক, যাহা খায় তাহাই খড়ের মত আস্বাদযুক্ত। জিহ্বা অসার, বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে। গলনালী শুষ্ক থাকা হেতু কিছুই গিলিতে পারেনা। মল অথবা মূত্র পরিত্যাগ করেনা, অথবা প্রত্যেক ঘন্টায় মাংস পচা গন্ধযুক্ত ঈষৎ কাল বর্ণের মল দেখা যায়। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। (২৩৯ ও ২৪৮ পৃঃ দেখ)।

ডাইলিউসন——ডাক্তার কনেষ্টক এক ফোঁটা করিয়া মাদার টিংচারের ব্যবহারে একটি উৎকট জ্বর রোগী আরোগ্য করেন। সচরাচর ইহার ৩য়, ৩০শ, ১২শ ব্যবহৃত হয়।

## ওপিয়াম্।

১।* ঃ——জ্বরের সময়——বেলা ১১টা, অপরাহ্ণ ও রাত্রি। শীত ও উষ্ণাবস্থায় গাঢ় নিদ্রা; নিদ্রাসহ মস্তক উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবৃত। শ্বাস প্রশ্বাসে গলা ঘড়ঘড়ি, তৎসহ হা করিয়া থাকে। আক্ষেপে হস্ত পদ মোচড়াইতে

থাকা। শরীর জ্বালা। জ্বরের তাপে শরীর জ্বলিয়া যায় তৎসহ বহুল পরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। গাত্রের কাপড় ফেলিয়া দিতে চায়। ললাটে শীতল ঘর্ম্ম। শরীরের উপরার্দ্ধ ঘর্ম্মযুক্ত। নিম্নার্দ্ধ শুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত। প্রাতে অত্যন্ত উষ্ণ ঘর্ম্ম কিন্তু তাহাতে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে চায়। উত্তাপ ও ঘর্ম্ম একত্র। জিহ্বা কম্পমান। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যসহ অজ্ঞানতা। রোগী বিশেষ কষ্টের কথা বলেনা। বৃদ্ধ ও শিশুদিগের সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর। (২৪৭ ও ২৩৯ পৃঃ বিকার দেখ)।

৩।* :——জ্ঞান লুপ্তকারী জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এত অচৈতন্য যে, কখনই জাগ্রত করিতে পারা যায় না। বাকরোধ, অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু। উগ্রতা যুক্ত ডিলিরিয়াম্ অথবা উচ্চ শব্দে বকিতে থাকা। ক্রোধ, গান করা পলাইতে চেষ্টা। নাড়ী ধীর পূর্ণ, কিন্তু নমনীয়। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। মুখশ্রী কালবর্ণ মিশ্রিত লাল এবং ফুলাফুলা। নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীর ও টানিয়া টানিয়া গ্রহণ করা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ গলায় ঘড়ঘড়ি। অত্যন্ত কঞ্জেচশন হেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা। মস্তকের অক্সিপাট প্রদেশে ভাররোধ হেতু সর্ব্বদা মস্তক পশ্চাৎদিগে বক্র হইয়া পড়িতে থাকে। মুখশ্রী দেখিতে নির্ব্বোধের ন্যায় তৎসঙ্গে নিম্ন ওষ্ঠ ও মুখের মাংস পেশী সকল শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা শুষ্ক ও কালবর্ণ অথচ তৃষ্ণা নাই। জিহ্বার অসাড় অবস্থা। পেটফাঁপা। অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মলত্যাগ। অসাড়ে মলত্যাগ। প্রস্রাব অবরুদ্ধ। প্রস্রাব অল্প পরিমাণে। নিদ্রালুতা। অন্য ঔষধে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ না করিলে তাহাদের ক্রিয়া প্রকাশ জন্য অনেক সময় ওপিয়াম দেওয়া হইয়া থাকে (সাল্ফার)। (২৪৭ পৃঃ বিকারে দেখ)।

ডাইলিউসন——ডাক্তার কিশর ২০০ শত, ডাক্তার সিডেন ১০ম ডাঃ প্রয়োগ করিয়া জ্বরাদি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা ৩য়, ৩০শ, ২০০শত ডাঃ ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি

---

## এগারিকাস্ ।

৩।* :——ইহা ঘোর বিকার সংযুক্ত রেমিটেণ্ট জ্বর, টাইফাস, টাইফয়েড আদি জ্বর (বিশেষতঃ অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম, রাত্রিতে অনিদ্রা হইতে এই সমস্ত জ্বর জন্মিলে) ইহা এক মহৌষধ। ডিলিরিয়ামে উন্মাদবৎ বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চায়, কাহাকেও চিনিতে পারেনা,

সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মুহুর্ত্তের জন্য চৈতন্য হয়। মুখমণ্ডলের মাংসপেশী সমস্ত অসার ( Paralysed ) এতদূর হয় যে, বদনের একপার্শ দিয়া লালা চুয়াইয়া পড়ে ও তাহাতে বালিশ ভিজিয়া যায়। সুচারুরূপে কথা উচ্চারিত হয়না। জিহ্বা শুষ্ক, কম্পযুক্ত এবং নীলাভ; অত্যন্ত তৃষ্ণা। সমস্ত শরীর কম্পমান অথবা তৎসঙ্গে কখন কখন শাখা সমস্তের পক্ষাঘাত দেখা যায়। পেট বেদনা, তৎসঙ্গে দুর্গন্ধময় মল। নাড়ী ঘন গতি, ক্ষুদ্র; হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ প্রায়ই অস্পষ্ট, হস্ত কম্পন ও দন্তে দন্তে ঠিট্ঠিড়ি। ( ২৫০ পৃষ্ঠা দেখ )।

ডাইলিউসন-ব্যবস্থা——সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ডাইলিউসন ব্যবহৃত হয়।

---

## কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্।

১।* :——জ্বর অনিয়মিত, সময় সময় ঘর্ম্ম হইয়া পশ্চাৎ শীত হয় ( নক্স-ভ )।——জ্বরের পূর্ব্বে দন্ত বেদনা এবং হস্ত পদে বেদনা। কেবলমাত্র শীতাবস্থায় তৃষ্ণা ( ইপে ), শরীর এবং নিশ্বাস শীতল; হস্ত পদ শীতল; অঙ্গুলীচয় নীলবর্ণ॥——উষ্ণাবস্থায়——মাথাধরা; মাথা ঘোরা, বমনেচ্ছা, পচাল পাড়া ( ল্যাকে ), একত্রে ঘর্ম্ম ও উত্তাপ, সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে। ঘর্ম্ম অধিক হয়। জলপানে বা কিঞ্চিৎ খাদ্য আহারের পর পেট যেন ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হয়। একদিকে শীত। শীতল, সঙ্কুচিত ও মৃতের ন্যায় জিহ্বা ও শীতল নিশ্বাস প্রধান লক্ষণ।

৩।* :——রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে এবং তাহাতে কোন প্রকার সুলক্ষণ উদ্দীপ্ত না হইলে কার্ব্ব-ভেজি দেওয়া যাইতে পারে; শরীর পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় গাত্রের উত্তাপ এবং হস্ত, পদ বরফের ন্যায় শীতল; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অতি শীঘ্রশীঘ্র ক্ষমতা হীন হইতে থাকে। পেটিকিয়া নামক চর্ম্মোৎপাত বহুপরিমাণ হয়, তৎসঙ্গে ফুসফুসের হাইপোষ্টাটিক কঞ্জেচশন্, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পচা উদরাময় মল ( ডায়েরিয়া )। পুনঃপুনঃ বিপদাত্মক কোল্যাপ্‌স্ বা অবসন্ন অবস্থা এবং ক্ষতস্থানে জ্বালা ইত্যাদি। এবং যে স্থানে ব্রাইওনিয়া, ফস্ফরিক্-এসিড্ দেওয়া যাইতে পারে তাহাতেকার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্রংকিয়াল্ ক্যাটার্ অর্থাৎ আমাক্ত ব্রংকাইটিস হইলে যদি তাহাতে অধিক পরিমাণ আঠাযুক্ত মিউকাস্ থাকে এবং কাশিয়া তাহা উঠাইতে নিতান্ত কষ্ট হয় তবে এপ্রকার অবস্থায় কার্ব্ব

ভাল্‌সন্‌ ( Convulsion ) থাকিলে ইহা অতি উপকারী।

নাড়ী সূত্রবৎ। রক্তময় দুর্গন্ধযুক্ত মল। নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব। জিহ্বা সিক্ত অথবা আঠাযুক্ত। ললাটে ভার বোধ। মাথা নাড়িতে চাড়িতে অক্ষম। উদর স্ফীত, ও অত্যন্ত বাতকর্ম্ম হওয়া। প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ় ও গন্ধ তীক্ষ্ণ। অসাড়ে দুর্গন্ধময় মলত্যাগ। ফুস্‌ফুস অসার অবস্থাপন্ন ও তজ্জনিত ওষ্ঠ, জিহ্বা ও বদন নীলবর্ণ ধারণ করে। স্থানে স্থানে রক্ত জমা ও শয্যাক্ষত। ( রক্তের পচন বা বিকৃত অবস্থা হেতু )। । শরীরা-ভ্যন্তরে যেন জ্বলিয়া যায় তজ্জন্য সর্ব্বদা বাতাস করিতে ও জানালা ইত্যাদি খুলিয়া রাখিতে বলে। সম্পূর্ণ অসার অবস্থা। ( ২৩৬ পৃঃ দেখ )।

৫ ।* ঃ———নিতান্ত সামান্য ও লঘু আহারও সহ্য হয় না, আহারের পর পেটবেদনা হইবে বলিয়া ভয়, বমনেচ্ছা ও বমন, পাকস্থলী ও পেট বেদনা, অত্যন্ত বুকজ্বালা, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, মূর্চ্ছা, যকৃৎ ও প্লীহাতে বেদনা; মল পচা, দুর্গন্ধময় ও জ্বালা উৎপাদক গুহ্যদ্বার ও মূত্র স্থলীতে ভার বোধ, কোল্যাপ্‌স, শীতল ঘর্ম্ম হৃৎপিণ্ডের প্যারালিসিস হওয়ার ভয়, নাড়ী সূত্রবৎ অথবা লুপ্ত প্রায়॥ ডাঃ——১২শ, ১৫শ, ৩০শ।

## ক্যাম্ফার।

১ ।* ঃ———জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত শীত ও কম্প। শরীর পাষা-ণের ন্যায় শীতল তত্রাচ গায়ে কাপড় রাখিতে চায়না। হস্ত পদ এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও মৃতবৎ ( ভিরাট্রি )। একটু বাতাস লাগিলে ভয়ানক শীত বোধ, গলায় ঘড়ঘড়ি, নিশ্বাস প্রশ্বাস গরম ও দ্রুত বেগযুক্ত ( নিশ্বাস ঠাণ্ডা—কার্ব্ব-ভ ), অতৃষ্ণা॥—উষ্ণাবস্থা——তৃষ্ণার অভাব, শিরা সমস্ত স্ফীত। অত্যন্ত শীতল ও অবসন্নকারক ঘর্ম্ম। জিহ্বা শীতল ও কম্প মান। উত্তাপসহ কম্প ও অজ্ঞানতা। হঠাৎ অবসন্নাবস্থা, সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও মুখ মৃতের ন্যায় পিংশে। শীতল ও বহুপরিমাণ ঘর্ম্ম, কিন্তু গায়ে কাপড় রাখিতে পারেনা, গলার ঘড়ঘড়ি, নিশ্বাস উষ্ণ, অসারে মলত্যাগ এই কয়েকটী ক্যাম্ফারের প্রধান লক্ষণ।

ডাঃ—বিষাক্ত রোগ বা জ্বরের প্রথমাবার φ, ৩য় ডাঃ অতি উপকারী, ৩য়, ৩০শ ২০০শ, প্রায়ই ফলপ্রদ। ( ২৩৬ পৃঃ দেখ )

## এপিস্।

১।• :———জ্বরের প্রকৃতি——শৈকালীন জ্বর, পালাজ্বর॥--জ্বরের সময়——অপরাহ্ন ৩টা কিম্বা ৫টা॥——শীতাবস্থা——অত্যন্ত তৃষ্ণা। অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারেনা। মুখমণ্ডল গরম এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। কর ও চরণদ্বয় শীতল।——উষ্ণাবস্থা—কদাচিৎ তৃষ্ণা। গাঢ় নিদ্রা। গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত (আর্ণি, নক্স ভ) শরীরের জ্বালা। ঘর্ম্মের অভাব। দম্ আট্‌কার মত বোধ॥——ঘর্ম্মাবস্থা—তৃষ্ণার অভাব। ঘর্ম্মসহ আর্টিকেরিয়া বা রক্তপিত্তবৎ ইরাপশন॥ জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কৃত। মুখ, চোক ও ওষ্ঠে জ্বালা॥ প্লীহাস্থানে বেদনা। এপিস কার্য্যকারী না হইলে সেথায় ন্যাট্রা-মি শীঘ্র ফলপ্রদ হইবে।

৩।• :———টাইফয়েড্ আদি জ্বর, জ্বর বিকার, ইরা টিভ্ জ্বর, পেয়ার্স গ্রন্থির ক্ষত অবস্থা। ঔদাস্য ভাব। অজ্ঞান ও বিড় বিড় করিয়া বকা তৎসহ শ্রুতি কাঠিন্য। কথা কহিতে অথবা জিহ্বা বাহির করিতে পারেনা। জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত অথবা ফোসকা সমূহে পূর্ণ। কিছু গিলিতে কষ্ট। তৃষ্ণার অভাব। পেট ফাঁপা ও বেদনাযুক্ত। কোষ্ঠবদ্ধতা। পুনঃপুনঃ বেদনাসহ দুর্গন্ধযুক্ত রক্তময় মল। অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ। প্রাতে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব শরীর শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত উত্তাপ। বক্ষঃস্থলে এবং পেটে সাদা সাদা ঘামাচির ন্যায় চর্ম্মোদগত। গলাতে কাশি জন্মিয়া থাকিলে এতদ্ভাব, কাশি উঠে। (১৭২ পৃঃ বিকার দেখ)।

এপিস্ সম্বন্ধে মন্তব্য—ইহা জ্বর নাশক একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে) পেটের ভিতর শোথ বা জল-সঞ্চয় হইয়া পেট ফাট্ ফাট্ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ডাঃ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

## ভিরেট্রাম-এল্‌বাম্।

১।• —সবিরাম জ্বরে বিশেষতঃ ওলাউঠার ন্যায় ভেদ, বমন ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মসহ ত্বরিত প্রাণনাশক জ্বরে ইহা এক প্রধান ঔষধ। জ্বরের সময় নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট; প্রায় ৬টা পূর্ব্বাহ্ন।—শীতাবস্থা——অত্যন্ত শীত (উত্তাপ প্রয়োগেও উপশম হয় না)। শরীর শীতল এবং তৃষ্ণা। শীত

যেন মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে থাকে ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখমণ্ডল এবং হস্তপদ অত্যন্ত শীতল, যেন কোল্যাপস্ বা অবসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত।—উষ্ণাবস্থা——ললাটে অনবরত শীতল ঘর্ম্ম; মুখ রক্তবর্ণ; পা ঠাণ্ডা; শিরায় ২ যেন শীতল রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। তন্দ্রা ও ডিলিরিয়াম। ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য; অন্ত্র সমূহ হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা ক্ষরণ।।—ঘর্ম্মাবস্থা।——তৃষ্ণা শূন্যতা। দুর্ব্বলতা-উৎপাদক ঘর্ম্ম। এত ঘর্ম্ম যেন তাহাতে দেহ মৃত শরীরের ন্যায় হইয়া যায়; প্রতিবার ভেদ ও বমনের পর ঘর্ম্ম।—জিহ্বা——শীতল। ক্যাম্ফর ও ইলাটিরিয়ামসহ ভিরেট্রামের অনেক সাদৃশ্য আছে; এই তিন ঔষধেরই অবসন্নাবস্থা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; কিন্তু ভিরেট্রামের শীতাবস্থা স্পষ্ট প্রকাশিত এবং দীর্ঘ ও নানা উপসর্গযুক্ত; কিন্তু ইহার উষ্ণাবস্থা অতি সামান্য, তাপ প্রায়ই প্রকাশিত দেখা যায়না। ইহার অবসাদ বা কোল্যাপ্‌স্ অবস্থা অতি ভয়ানক, কোন অজ্ঞ হোমিওপ্যাথ বা এলোপ্যাথ তাহা দেখিলে ভাবি অস্থির হন এবং ষ্টিমুলেণ্ট বা উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; প্রাণপণে ষ্টিমুলেণ্ট ও কুইনাইন দিতে থাকেন। কিন্তু এই অবস্থায় ভিরেট্রাম প্রয়োগ করিয়া আমরা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। প্রকৃত চিকিৎসক এমন অবস্থায় আঁকা বাঁকা না করিয়া ধীর চিত্তে আপন কার্য্য দেখিবেন। অস্থির চিত্তে ষ্টিমুলেণ্ট এবং কুইনাইন দিলেই যে ফল পাইবেন এমন নহে।

২।* :——যখন অত্যন্ত ভেদ ও বমন এই উপসর্গ-দ্বয়ই জ্বরের প্রধান লক্ষণ, তখন ভিরেট্রাম সর্ব্ব প্রধান ঔষধ। এণ্টি-ক্রুড্ নির্দ্দেশিত স্থলে ভিরেট্রাম্ও বিবেচ্য, কারণ, অত্যন্ত শ্লেষ্মাক্ষরণ ও অন্যান্য লক্ষণ সম্বন্ধে উহার সহিত অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে; তবে ভিরেট্রামের কার্য্য অপেক্ষাকৃত ত্বরিতগতি কিন্তু এণ্টি-ক্রুডের ক্রিয়া ধীরগতি বিশিষ্ট। ভেদের অন্তে মূর্চ্ছা ও অবসন্নাবস্থা, অত্যন্ত শীতল ঘর্ম্ম (প্রত্যেকবার ভেদের পর); চর্ম্ম পীতাভ; হঠাৎ বলহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়া, জিহ্বা শুষ্ক অথবা কটাবর্ণ কিম্বা পীতাভ ক্লেদাবৃত।

৩।* :——শারীরিক জড়তা যতদূর লক্ষিত হয় মানসিক জড়তা ততদূর দৃষ্ট হয়না। পীড়ার আরম্ভে ভেদ, বমন, ঘর্ম্ম ও হস্তপদ ঠাণ্ডা হয়। নাড়ী বিলুপ্ত প্রায়। পেটে অত্যন্ত বেদনা, তাহাতে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর কসিয়া ধরিয়াছে। অসাবে মূত্রত্যাগ। পেটিকিয়া নামক রক্তপিণ্ডবৎ চর্ম্মোৎপাত হাতে পায়ে লক্ষিত হয় এবং উহা স্পর্শে

শীতল বোধ হয়। অজ্ঞানতা, তৎসহ ভয়ে চমকিয়া২ উঠা। বিশ্রী হাসি-ভাবযুক্ত মুখশ্রী। ( নিতান্ত শয্যাগত অবস্থা জ্বরে )।

**৫ ।* :**———শিরঃপীড়াসহ ডিলিরিয়াম্ অথবা অজ্ঞান অবস্থা। বমনসহ মুখমণ্ডল পিংশে ও শীতল এবং গ্রীবা আরষ্ট। আস্তে আস্তে চীৎকার করা। শিরোলুণ্ঠন। মাথা উঠাইলে কন্ভালশন বা অবসন্নাবস্থা।

ভিরেট্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য :———

দ্রুত গতিতে জীবনী শক্তির ক্ষয় ; মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, ও তৎসহ নানা-বিধ উপসর্গ ও মূর্চ্ছা সহজেই হয় ; মুখশ্রী মৃতবৎ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; শিশুদিগের নস্য-ভমিকাতে বাহ্যি নাহইলে ভিরাট্ দেওয়া কর্ত্তব্য। জলবৎ ও বহুপরি-মাণ ভেদ ( বিশেষতঃ ভয়প্রাপ্ত হওযার পর ) ॥

ডাইলিউশন-ব্যবস্থা——আমরা ৩য়, ১২শ, ৩০শ ডাঃ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেক বঙ্গদেশীয় চিকিৎসক ইহার ১২শ ডাঃ ব্যবহার করিতে বিশেষ ভালবাসেন। জ্বর-রোগীর রক্তভেদ হইতে হইতে অবসন্নাবস্থা উপস্থিত হয় ও তাহাতে বাক্‌রোধ হইয়া যায় এবং মহাশ্বাস উঠে, এমন অবস্থায় ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট ২০০ শত ডাঃ ভিরেট্রাম ব্যবহার করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন ; তিনি ভিরাট্ ২০০শত ডাঃ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাইতে দিয়াছিলেন, দুই ঘণ্টা মধ্যে রোগী অনেক সুস্থতা লাভ করে, তৎ-পর তাহার আর জ্বর হয় না। অবশেষে প্রতিদিন দুই মাত্রা করিয়া চায়না ২০০ শত ডাঃ ব্যবহার করাতে তাহার দুর্ব্বলতা দূর হয়।

**ডিজিটেলিস্ ।* :**———নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডগত লক্ষণই ইহার প্রধান নির্দ্দেশক। ইহাতে নাড়ী যে কেবলই মৃদু তাহা নহে, ইহা ক্ষণে মৃদু, ক্ষণে বেগ বিশিষ্ট, রোগী শয়নাবস্থায় থাকিলে নাড়ীর গতি অতি ধীর অর্থাৎ ৪০।৪৫ ; কিন্তু উঠিলেই ১০০ কিম্বা ততোধিক হইয়া থাকে। নাড়ী অসম এবং পর্য্যায়যুক্ত অর্থাৎ ভেকগতি বিশিষ্ট। নাড়ী সম্বন্ধে অন্য কোন লক্ষণ থাকুক বা নাথাকুক যে স্থলে ফস্‌ফরিক্-এসিড্ নির্দ্দেশিত হয়, তাহাতে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহা অবশ্য দেয়। কুপ্রামের ও ফস্-এসিডের সহিত ডিজিটেলিসের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাতে গাত্রো-ত্থান করিলেই বমনেচ্ছা, মুখ তিক্ত, তৃষ্ণা, পিচ্ছিল পদার্থ বমন, উদরাময়, এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ডিজিটেলিসের প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

টাইফয়েড্ আদি জ্বরে বিকৃত রক্ত, কোষ্ঠবদ্ধতাসহ পাকস্থলীর উত্তেজিত

অবস্থা এবং যকৃৎস্থানে বেদনা; জ্ঞান হারা হয়না বটে, কিন্তু বোধ শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। উদরাময়াদি নাথাকা সত্বেও অতি সত্বরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। টাইফয়েড্ আদি জ্বরে কনীনিকা প্রসারিত। জিহ্বা সিক্ত, বুক জ্বালা ও বমন, ভস্মবর্ণের পাতলা মল, তন্দ্রা ও অত্যন্ত নিদ্রালুতা॥ ডাইলিউসন——মাদার টিং, ১ম, ৩য়।

**এমোনি-মিউরিয়েট।*** :—জিহ্বা হরিদ্রাভ শাদা ক্লেদাবৃত। গলার ভিতর মিউকাস্ একত্রীভূত হইয়া থাকা হেতু পুনঃপুনঃ ওয়াক্ পাড়া। মুখ বিস্বাদ; মুখে জল উঠিতে থাকা। অরুচি। স্বাদ শূন্য উদ্গার, উদ্গারের সঙ্গে তিক্ত সংযুক্ত অম্ল জল উঠে। ক্ষুধা এবং পাকস্থলীতে শূন্যশূন্য বোধ। গুহ্যদ্বার দিয়া এক প্রকার আঠাযুক্ত মিউকাস্ বা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মোটা ও অলস ব্যক্তির পক্ষে॥ ডাইলিউসন——১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

**কুপ্রাম-মেটা।*** :——রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েডাদি জ্বর। উগ্রতাপসহ অতি দুর্ব্বলতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও পেটিকিয়া নামক ইরাপ্শন্। অস্থিরতা। চক্ষে ঘোর দেখা। শ্রুতি-কাঠিন্য। হৃৎপিণ্ডের অসারাবস্থা হেতু সাংঘাতিক সান্নিপাতাবস্থা॥ ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**ক্যাঞ্চালেগুয়া।*** :——বসন্তকালীন সবিরাম জ্বর। বমন। শীত ও কম্প। হস্তের চর্ম্ম জলসিক্তবৎ কুঞ্চিত। মুখমণ্ডল পিংশে। জ্বরান্তে ক্ষুধা॥ ডাঃ—— ৩য়, ১২শ।

**সাইমেক্স।*** :——সবিরাম জ্বরাদি। জ্বরকালে জলপান করিলে শিরঃপীড়া ও গলার মধ্যে চাপনবৎ বোধ, ও শ্বাসাবরোধক কাশি। জ্বর-বিচ্ছেদ হইলে তৃষ্ণা ও জলপানে সক্ষম। শীত স্পষ্ট। মাংস পেশী খাট হওয়া বোধ। জানু সন্ধিতে বেদনা, পা ছড়াইতে পারেনা। ডাঃ—৩য়, ৬ষ্ঠ।

**পলিপোরাস্।*** :——বহুদিন ব্যাপী জ্বর বিশেষতঃ কুইনাইন ও তাপাপহারক ঔষধ সমস্তের অপব্যবহার হেতু। সামান্য ঘর্ম্ম। তৃষ্ণার অভাব। দুর্ব্বলতাসহ মাথাঘোরা ও মস্তিষ্কের কঞ্জেচ্শন্। গাত্র চিট্মিট্ করা। সবিরাম জ্বর স্বল্পবিরামে পরিণত। ডাঃ——১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

**মিনিয়্যান্থিস্।*** :——অনিয়মিত সবিরাম জ্বর। হস্ত পদের অঙ্গুলীচয়ের অগ্রভাগ, নাসিকাগ্র ও উদরাভ্যন্তরে শীতল বোধ হইয়া জ্বর॥ ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

**ইলাটিরিয়াম্।*** :——অত্যন্ত ভেদ ও বমনসহ জ্বর। বহু-বর্ষ। কুইনাইন চাপা জ্বর; স্রোতকালীন জ্বর। নানাবিধ সবিরাম জ্বর। পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল জ্বর॥ ডাঃ——৩য়, ৬ষ্ঠ।

**হিপার-সালফ্।*** :——জ্বর প্রাতে ৭, ৮টা ও সন্ধ্যা ৭, ৮টার সময়। শীত ও হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া তাপ ও ঘর্ম্মসহ জ্বর (ঘর্ম্ম মস্তকে ও বক্ষে)। তৃষ্ণা সামান্য। শীতাবস্থায় আমবাত বা আর্টিকেরিয়া গায়ে উঠে ও তাপাবস্থায় তাহা মিলাইয়া যায়। জ্বরঠুঁটো। সবিরাম জ্বর।
ডাঃ——৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

**স্যাবাডিলা।*** :——শীতাবস্থায় কাশি (হ্রাস্) ও শাখা প্রশাখায় বেদনা। প্রতি দিবস বা প্রতি পর দিবস ঠিক একই সময়ে (ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায়) জ্বর। তাপাবস্থায় গরম জলপানেচ্ছা। জ্বরান্তে সর্ব্বদা শীত। ডাঃ——৩য়, ৩০শ।

**কলোসিন্থ।*** :——বিলিয়াস্ জ্বর তৎসঙ্গে বুকে বেদনা। পেটে বেদনা এবং উদরাময় (সামান্য কিছু আহারের পরই উপস্থিত হয়)। পায়ের ডিমে টান বা খিল ধরা (ক্যামো, ব্রাই, নক্স ভ, পাল স, দিয়া কোন ফল নাপাইলে কলোসিন্থ দিবে)। ডাইলিউসন——৬ষ্ঠ, ৩০শ।

**কর্ণাস্-ফ্লোরিডা।*** :—— শিরঃপীড়া সহ অক্ষি গোলকে বেদনা। পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ। পেটের ভিতর বাষ্প জন্মিয়া গড়মড় করিয়া ডাকে। বক্ষঃস্থলে ও স্ক্যাপুলা অস্থির নীচে বেদনা। দুর্ব্বল ও শ্রান্তিযুক্ত। বমনেচ্ছা। অক্ষুধা। মাংসে এবং অন্নে অরুচি। পেটে বেদনা। কাল, হরিত বর্ণ পাতলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট মল, তৎসঙ্গে অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ। ডাইলিউসন——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

**ক্রিয়েজোটাম্।*** ——টাইফাস্ আদি জ্বরে বিকৃত ও বিশ্লিষ্ট রক্ত হইয়া অনারে বহুপরিমাণ রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্রিয়ে-জোটাম্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাইলিউসন—৬ষ্ঠ, ২১শ, ৩০শ।

**সিকেলী-কর্ণিউটাম্।*** ——কনভালশন্ এবং আক্ষেপ হইয়া পীড়ার আরম্ভ। হস্ত পদের পক্ষাঘাত। পচনশীল ক্ষত বিশেষতঃ

শাখা সমস্তে। ত্বক প্রদেশে রক্ত অত্যন্ত জমা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী। ডাইলিউসন——৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

**এরানিয়া-ডায়ে।*** ——কোন সবিরাম জ্বরে ডাক্তার গ্রাণ্ ভোল কুইনাইন দ্বারা ফল নাপাইয়া এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ সন্তোষদায়ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর একদিন ঠিক ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় চুলমাত্র এদিক ওদিক নাহইয়া ঠিক নিয়মমত একই সময়ে জ্বর উপস্থিত হয় (সিড্রন, স্যাবাডি)। প্লীহার বিবৃদ্ধি। শীতাবস্থা স্পষ্ট থাকে; উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা প্রায় থাকেনা, সবিরাম জ্বর॥ ডাঃ—১ম, ২য়, ৩০শ

**ক্যাক্টাস্-গ্র্যাণ্ডি।*** ——বেলা ১১টা অথবা রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আইসে। প্রতিদিন একই সময় জ্বর (এরানিয়া, সিড্রন, জেল্স, স্যাবাডি)। জ্বরের সময় তৃষ্ণার অভাব। হাত দুইখানি বরফের ন্যায় শীতল। উত্তাপে মুখটী যেন পুড়িয়া যায়, উদরে অত্যন্ত অসহ্য তাপ বোধ। হৃৎপিণ্ড স্থানে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা। রৌদ্রে থাকিলে ঘর্ম্ম হয়না॥ এই ঔষধ দ্বারা অনেক সময় কুইনাইন তুল্য ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুদিগের জ্বরে। আমি সবিরাম ও স্বল্পবিরাম উভয় জ্বরেই ইহা দ্বারা উপকার পাইয়াছি। ডাইলিউসন——১ম ৩য়, ৩০শ।

**সিড্রণ।*** :——ঘড়ি ধরা সময়ের ন্যায় ঠিক নিয়মিত মত জ্বর আইসে (এরানিয়া)। পর্য্যায়যুক্ত স্নায়ুশূল॥ জ্বরের সময়—সন্ধ্যা ৬টা ৬½ টা, রাত্রি ৪টা এবং দিবা ৪টা। (রাত্রি ৩টা—থুজা)। (দিবা ৩টা—এপিস)। তৃষ্ণা। হস্তদ্বয় এবং নাসিকা শীতল। হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন। জ্বরের সময় উষ্ণ পানীয় ব্যতীত কিছু পান করিতে পারেনা। তাপের সময় হাত পা দুইখানি ঠাণ্ডা, যেন অসার। প্রস্রাব অত্যল্প। পদদ্বয় এবং নাসিকার অগ্রভাগ শীতল॥ প্রাত্যহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর। গ্রন্থি সমস্তে বেদনা। শরীর ভার বোধ। কর্ণে ভোঁ ভোঁ। গ্রীষ্ম প্রধান ও ম্যালেরিয়া স্থানীয় জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। শীত ও তাপাবস্থা একত্রে লক্ষিত হয়। ইহা সবিরাম জ্বর ও স্নায়ুশূলে কুইনাইন অপেক্ষা অনেক সময় অধিকতর ফলপ্রদান করে॥ডাঃ১ম,৩য়।

**সিনা।*** :——ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর;——জ্বর প্রায়

একই সময়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের সমস্ত রাত্রি জ্বর, জ্বরের সময় সাধারণতঃ সন্ধ্যা বা ১টা অপরাহ্ন। জ্বরের পূর্ব্বভাগে রাক্ষসে ক্ষুধা। অত্যন্ত শীত ও কম্প। শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব। তাপাবস্থায় তৃষ্ণা। নাক খোঁটা। নিদ্রায় অস্থির; ভয় পায় ও চমকিয়া উঠে। মাথা গরম ও হস্তের তালু গরম। সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যায়; সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ ললাট ও নাসিকার চতুর্দ্দিকে ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মের পর বমন ও তৎক্ষণাৎ অত্যন্তক্ষুধা (সোরি)। জিহ্বা পরিষ্কৃত। শিশু খিট খিটে ও ক্রন্দনশীল, কোন ঠাট্টা সহিতে পারেনা। দুই হইতে দশ বৎসর বয়সের অত্যন্ত উপযোগী। ডাঃ—১ম ৩য়, ৩০শ, ২০০শক্ত।

## ফেরাম-মেটালিকাম।

*:——কুইনাইন অপব্যবহারের পর ম্যালেরিয়া জ্বর। শীতাবস্থার সঙ্গে বমন। জ্বরের সময় চক্ষের চতুর্দ্দিকে ফুলো ফুলো বোধ হয় পেটটী মোটা, তৎসহ প্লীহার বিবৃদ্ধি। এনিমিয়া বা রক্তক্ষীণতা অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মুখ পাংশে বর্ণ। বদন ও চক্ষুর নিম্ন ভাগে শোথের ভাব। শীতাবস্থায় হাত পা অত্যন্ত শীতল কিন্তু উষ্ণাবস্থায় তাহারা অত্যন্ত উষ্ণ। ডাইলিউসন——৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

## ক্যাপ্সিকাম্।

*——শীতাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, পৃষ্ঠদেশে শীতারম্ভ উত্তাপ প্রয়োগে উপশম॥ তাপাবস্থায় গোলমাল সহ্য হয় না। গ্রীষ্ম কালের সবিরাম জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ ডাঃ——৩০শ ২০০ শক্ত।

## বার্ব্বেরিস্।

*:——যকৃৎ ও প্লীহাস্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধে নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ф ও ১ম ডাঃ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

## এসিটানিলাইড্ বা এণ্টিফাইব্রিণ।

*:——ইহার ১ম ট্রিটরেসন প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর রেমিটেণ্ট জ্বরে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ক্রুড বা আদৎ ভাবে ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। ইহা টিসু-ধ্বংস নিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## এণ্টিপাইরিণ ও ফেণাসিটিণ্।

*:——ইহাদের ১ম ট্রিটরেসন এণ্টিফাইব্রিণের ন্যায় রেমিটেণ্ট জ্বরে অনেক সময় আশ্চর্য্যউপকারী।

---

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

# হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিধান।

## সূচী পত্র।

☞ এই সূচীর অঙ্ক সকলের সহ যেস্থানে প্যারা শব্দ আছে তাহাদিগকে প্যারাগ্রাফ জানিবে। তদ্ব্যতীত সমস্তই পৃষ্ঠা বুঝাইবে। (পৃষ্ঠা শব্দ লেখা থাকুক বা না থাকুক)

### মহাত্মা হানিমানের



### প্রবেশিকা।



### পথ্যাদি—৩৶০

## চিকিৎসা-বিধান
# প্রথম খণ্ড

অর্থাৎ

লক্ষণানুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন প্রদর্শক।

## জিহ্বা।

জিহ্বা—১—৪৬ পৃষ্ঠা।

সাদা কোটিং ও তৎসম্বন্ধে ঔষধের বিশেষ লক্ষণ—৪—৮ পৃষ্ঠা

—সাদা বা শ্বেত ও শ্বেতাভবর্ণ—(১, ১ক, ১খ, ১গ, ১ঘ. ১ঙ,) ৮খ, ৫২, (৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১) ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৫, ১০৬, ১১৩ প্যারা।

—হরিদ্রাবর্ণ ও হরিদ্রাভ বর্ণ—২, ৮, ৮ক, ৮খ, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২২ প্যারা।

—ব্রাউন অর্থাৎ কটা বা মেটেরং এবং কটাভ বর্ণ—৩, ৮ক, ৯ক, ১০, ২৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৭, ৭০, ৭৩, ৭৬, ৮২, প্যারা।

—কালবর্ণ এবং কৃষ্ণাভ বর্ণ—৪, ৯, ৯ক, ৪৯, ৬০, ৭৩, ১২৭ প্যারা।

নীলাভ বর্ণ—৫, ২৫, ৩৬ প্যারা।

লালবর্ণ—৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৪৪, ৬১, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮২, ৮৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, প্যারা।

—পিংশে বর্ণ—৭৪, ৯৯ প্যারা।

—অপরিষ্কৃত—৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৬, ৫০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৫, প্যারা।

—পরিষ্কার—৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, প্যারা।

—কোটিং স্থানে স্থানে—৬ প্যারা।

—শুষ্ক—১১, ২৬, ৩০, ৪৪, ৩৬, ৪৯, ৫৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১০৭, ১৪৫ প্যারা

—শীতল—১২ প্যারা।

—ফাটা—১৩, ১৩ক, ১৪, ৮৬ প্যারা।

—উষ্ণ—১৫ প্যারা।

—ভারি—১৬, ১৭ প্যারা।

—বড় বোধ—১৮, ৯৬ প্যারা।

—মুখের বাহির হওয়া ও না হওয়া—১৯, ২০ প্যারা।

—মুখের বাহির করিতে কষ্ট—১০৩প্যাঃ

—কম্পন—২১, ২২, ১০৪, ১৩২, ১৩৩, প্যারা।

—জালা—২৩, ২৪, ২৪ক, ৯১, ৯২, ১৩৪ প্যারা।

—ক্ষত—২৫, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ১১৯, ১২০ প্যারা।

—ফোস্কা—৯০, ৯১, ৯২, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯ প্যারা।

—বেদনা—২৭, ৩৩, ৩৪, ৯৭, ১২৫, ১৩১, ১৩৩ প্যারা।

—কাঁটা বিদ্ধবৎ বোধ—১০১, ১০২ প্যাঃ

—তালুতে লাগিয়া থাকে—৩৬ প্যারা

—প্রদাহ—৩৯, ৪০, ৪১ প্যারা।

## মুখ, ওষ্ঠ, দন্তাদি।

## নাড়ী।



## মূত্র।



## মল ও উদরাদি।



† এই চিহ্নিত পীড়ানিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও চিকিৎসাদি দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরার্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত হইল। ইহার উত্তরার্দ্ধ যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; তাহা এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড জানিবে)

—o:o—



—o—

## কোষ্ঠবদ্ধ।



—o—

## ক্রিমি।



—(o)—

## পেট ফাঁপা।



—:(o):—

## উদ্গার।



## বমনাদি।



## ক্ষুধা।



## পিপাসা।



## হাইতোলা।



## হিক্কা।



## দুর্ব্বলতাদি।



## টাঁস।

## রোগের কারণাদি।



## পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি।



## পোজিসন বা অবস্থান



## শারীরিক ধর্ম্মাদি।



## সর্দ্দি ও কাশি।



প্রথম খণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

# চিকিৎসা-বিধান

## দ্বিতীয় খণ্ড।

অর্থাৎ

রোগ-নিচয় এবং রোগানুযায়ী ঔষধ-নির্ব্বাচন-প্রদর্শক।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### প্রথম অধ্যায়



### দ্বিতীয় অধ্যায়



### তৃতীয় অধ্যায়



### চতুর্থ অধ্যায়



### পঞ্চম অধ্যায়



### ষষ্ঠ অধ্যায়